শেকস্‌পীয়ার রচনাবলী

[তৃতীয় খণ্ড]

॥ ভূমিকা ॥

ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ অনুবাদক ॥

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ



তুলি-কলম

১, কলেজ রো, কলকাতা—৯

SHAKESPEARE RACHANABALI

VOL III

Translated by : Sudhansu Ranjan Ghosh

Price Rupees Twenty five only.

প্রথম প্রকাশ

আশ্বিন, ১৩৭১

প্রকাশক : কল্যাণব্রত দত্ত, তুলি-কলম : ১, কলেজ রো, কলকাতা—৯

মুদ্রক : মুদ্রাপ্রভু প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১২, বিনোদসাহা লেন, কলকাতা-

নারায়ণী প্রেস, ২৬বি, কালিদাস সিংহ লেন, কলকাতা-৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

সূচীপত্র

সম্পাদকমণ্ডলী

ডক্টর সুখেন্দুবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডক্টর প্রীতি মুখোপাধ্যায়

অধ্যাপক প্রতাপ মুখোপাধ্যায়

ও

অধ্যাপক মণীন্দ্র দত্ত

ভূমিকা

শেকসপীয়র রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডে যে-সমস্ত নাটক অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, পাঠক লক্ষ্য করবেন, তাতে কালানুক্রমিক ধারাবাহিকতা না থাকলেও ভাবের দিক থেকে বিষণ্ণ ট্র্যাজেডির সঙ্গে রঙ্গকৌতুক-উল্লাসে-পূর্ণ কয়েকখানি কমেডিও গৃহীত হয়েছে। প্রকাশকের বোধহয় ইচ্ছা—কালানুক্রমিকভাবে নাটকগুলি মুদ্রিত হলে গবেষকের সুবিধা হয় বটে, কিন্তু সাধারণ পাঠকের তাতে কোন লাভ নেই। এই সঙ্কলনের মূল লক্ষ্য ইংরেজী-অনভিজ্ঞ বা স্বল্পজ্ঞ পাঠকসমাজের সঙ্গে শেকসপীয়রের বিচিত্র প্রতিভার পরিচয় করিয়ে দেওয়া। সেদিক থেকে এ পরিকল্পনা অযৌক্তিক নয়। এক ধরণের (ট্র্যাজেডি) নাটক পড়তে পড়তে উপভোগস্পৃহা কিছুটা অসাড় হয়ে আসে। তখন একটু ভিন্ন স্বাদের লঘু ধরণের নাটক পড়া রুচির পক্ষেও রুচ্য। কে না জানে, পিণ্ড খর্জুরের মিষ্টরসে জিহ্বা অসাড় হলে তেঁতুলের অম্ল স্বাদে আবার রসনার রস ফিরে আসে!

এই সঙ্কলনের প্রথম নাটক 'এ মিড-সামার নাইট্‌স্ ড্রিম' সম্পর্কে সমালোচকমহলে নানা অভিমত প্রচলিত আছে। মনে হয়, এ-কমেডিটি শেকসপীয়র ১৫৯৫-৯৬ খ্রীস্টাব্দের দিকে রচনা করেছিলেন। কারণ মেয়ার্স্ ১৫৯৮ সালে এর উল্লেখ করেছেন। ১৬০০ খ্রীঃ অব্দের পূর্বেই এ নাটক একাধিকবার অভিনীত হয়েছিল। ১৬০০ খ্রীঃ অব্দেই এ নাটক রেজিস্টারীভুক্ত ও প্রথম কোয়ার্টো সংস্করণে* মুদ্রিত হয় (*A mydsommer nightes Dreame*)। মুদ্রাকরের নাম—টমাস ফিসার, লণ্ডনে ফ্লিট স্ট্রীটে তাঁর বইয়ের দোকান ছিল। এ নাটকের দ্বিতীয় কোয়ার্টো সংস্করণ মুদ্রিত হয় ১৬১৯ খ্রীঃ অব্দে—প্রথম অশুদ্ধ কোয়ার্টোর অবিকল মুদ্রণ। ১৬২৩ খ্রীঃ অব্দে এর প্রথম ফোলিও সংস্করণ প্রকাশিত হয় (*A mid-summer Nights Dream*)। মনে হয় মূল নাটক কোনও বিবাহানুষ্ঠানে অভিনীত হওয়ার জন্ম রচিত হয়েছিল, পরে সাধারণের কাছে উপস্থাপিত করার সময়ে একে

* দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় কোয়ার্টো ও ফোলিও সংস্করণ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

কিছু নতুন উপাদান যোগ করা হয়। খুব সম্ভব পরীস্থানের গল্পটি পরে সংযোজিত।

এ নাটকে উদ্ভট কল্পনার সঙ্গে নানা মনোমুগ্ধকর বর্ণনা আছে, তা একান্তভাবে শেকস্‌পীয়রীয়, কিন্তু আখ্যানটি তাঁর নিজের নয়। হুণের 'John a Kent', প্লুটার্কের 'Life of Thesius', ওভিদের 'Metamorphoses', গ্রীনের 'James IV' or 'Huron de Bordeaun' প্রভৃতি থেকে তিনি এর কোন কোন আখ্যান, উপকাহিনী ও চরিত্রের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন, কিন্তু সমস্ত ঘটনাটি নিজের মতো করে বিন্যাস ও পরিবেশন করেছেন। এর পরীস্থানের গল্প এবং গাধার মুখোশধারী বটম ও পরীরাণী টিটানিয়ার রংদার আখ্যান অনেক নাট্যামোদীকে একদা খুব প্রভাবিত করেছিল। অনেকে তো (যেমন গ্যারিক) শুধু পরীস্থানের উপকাহিনীটিই অভিনয় করতেন, মূল আখ্যানকে প্রায় সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছিলেন। এটি অপেরা ও নৃত্যগীতময় নাট্য-আলেখ্যরূপেও বহুবার অভিনীত হয়েছে। নাট্যমঞ্চে বিভ্রম সৃষ্টি করবার জন্ত কোন কোন নাট্যপরিচালক ও মঞ্চনির্দেশক মঞ্চের উপরে জীবন্ত খরগোসও ছেড়ে দিতেন।

প্রথম দিকে ইংলণ্ডের কোন কোন নীতিবাগীশ দর্শক এ নাটককে খোলা মনে গ্রহণ করতে পারেননি। একদা তো রাজদ্বারে এ নাটকের রুচির বিরুদ্ধ অভিযোগ উঠেছিল এবং এর অভিনয় নিষিদ্ধ করার জন্ত ডিক্রী জারিও করা হয়েছিল। মানুষের মুণ্ডে গাধার মুখোশ পরিয়ে (বটম) অভিনয় সেকালের অনেকেই বরদাস্ত করতে পারেননি। কোন কোন সমালোচক এই কমেডিকে প্রাণহীন বলেছেন। আসল কথা, গ্রন্থে যে-সমস্ত অপূর্ব অদ্ভুত fantasy-র আমদানি করা হয়েছে, নাট্যমঞ্চে সে কুহক কখনও সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপিত করা যায় না বলে কেউ কেউ এর অভিনয় সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। এ সম্পর্কে কোলরীজের কথাই ঠিক: "Poetry and the Stage do not agree well together." অবশ্য ক্রোচে এই নাটককে সর্বোৎকৃষ্ট কমেডি বলে অভিনন্দিত করেছিলেন ('Ariosto, Shakespeare and Corneille')। নাটকটির পশ্চাদ্‌পটে অনেকটা রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার খেলা'র মতো ভাবানুষঙ্গ আছে। অবশ্য ব্যর্থ ও ভ্রান্ত প্রেমের বেদনার চেয়ে এ নাটকে পরীস্থানের বিভ্রম ও গ্রাম্য নাটুকে দলের রঙ্গকৌতুক অধিকতর উপভোগ্য হয়েছে। শেকস্‌পীয়রের যুগের নাট্যমঞ্চের ধরন-ধারণ জানতে গেলে

এ নাটক থেকে তার অনেক উপাদান পাওয়া যাবে। বিশেষতঃ অরণ্যের অন্তরালে নাটুকে দলের রিহার্সাল দেবার ব্যাপারটি শেকস্পীয়রের সমকালীন নাট্যাভিনয় ও নাটমঞ্চের অভ্যন্তরকে যেন জীবন্ত করে তোলে।

'উইণ্টার্স্ টেল' সিসিলিয়ার রাজবাড়ীর বিষণ্ণ ঘটনা—যা নানা ঘটনা-দুর্ঘটনা ও শঙ্কাতুর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে সবশেষে কমেডিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

১৬১০-১১ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে 'উইণ্টার্স টেল' রচিত এবং ১৬১১ খ্রীঃ অব্দে অভিনীত হয়, ১৬২৩ খ্রীঃ অব্দে রেজিস্টারীর জন্য গৃহীত হয়েছিল। * ড্রুরি লেন থিয়েটারে গ্যারিক এই নাটকের চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্ক নিয়ে *Florizel and Perdita* নামে অভিনয় করেন।

এই নাটকের আবেদন সম্পর্কে সেকালে এবং একালে যথেষ্ট মতভেদ হয়েছে। স্ত্রীর প্রতি অকারণ সন্দেহ এবং তার থেকে যাবতীয় শোচনীয় ঘটনার উৎপত্তি—যা ক্রমেই গভীরতর দুর্ঘটনার দিকে ছুটে যাচ্ছিল। অবশ্য এ নাটকে যেমন একদিকে বাস্তব মানুষের তীব্র সুখদুঃখ আছে, তেমনি আছে কল্পনা ও রোমান্সের বিমিশ্রণ। অভিনয়ে এ নাটক যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল, তা সেকালের বর্ণনা থেকে মনে হবে। হ্যাজলিটের মতে অভিনেতব্য নাটক হিসেবে 'উইণ্টার্স্ টেল' অতি চমৎকার: "The winter's Tale is one of the best-acting of our author's plays." কোলরীজ তো মনে করেছিলেন, স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে ঈর্ষার তীব্রতা, বাস্তবতা ও যৌক্তিকতা ওথেলো'র চেয়ে এই নাটকে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে, আরও তীব্র হয়ে পড়েছে।

সিসিলিয়ার রাজা লিওন্টাস নিজের সাধ্বী ও গর্ভিণী রাণী হার্মিয়োনের চরিত্রে সন্দিহান হলেন এবং তাঁর বন্ধু বোহেমিয়ার রাজা পলিক্সেনাস-কে হার্মিয়োনের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত সন্দেহে স্ত্রীকে কারারুদ্ধ করলেন। রাণী কারাকক্ষে একটি কন্যার জন্ম দান করলে রাজা নিজ ঔরসজাত শিশুকন্যাকে 'A bastard by Polixenas' বলতেও দ্বিধাবোধ করেননি। নবজাতা কন্যাকে রাজা মরুপ্রান্তরে ফেলে রেখে আসতে বললেন, যাতে সহজেই অসহায় শিশুটি মারা যায়। তাকে বোহেমিয়ার সমুদ্রোপকূলে পরিত্যাগ করা হল।

* এটি ১৬০৭ খ্রীঃ অব্দে 'Dorastus and Fawria' নামে পুনর্মুদ্রিত হয়।

এর দীর্ঘকাল পরে কাহিনী আবার আরম্ভ হল। এই শিশুকন্যার নাম পার্ডিটা। সমুদ্রতটে তার মৃত্যু হয়নি, এক মেষপালক তাকে পেয়ে লালন-পালন করেছিল। কালক্রমে পলিক্‌সেনাসের পুত্র ফ্লোরিজেল ও পার্ডিটার মধ্যে প্রণয় সঞ্চার হয়। তাদের রোমান্টিক প্রণয়কাহিনী এই বিষণ্ণ নাটকের একমাত্র আনন্দময় অবকাশ। কিন্তু মূল ঘটনাটি এত নির্যাতন ও বেদনায় পূর্ণ যে, এ রোমান্স যথেষ্ট প্রাধান্য পায়নি এবং নাটকের শেষাংশে রাজার সঙ্গে রাণী ও কন্যার পুনর্মিলন হলেও সে মিলনে উৎসবের উচ্ছ্বাস নেই।

ইতিহাস থেকে শেকস্‌পীয়র 'হেনরী দ্য ফোর্থ'-এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের কাহিনী সংগ্রহ করেন। নাটকটি ১৫৯৭-৯৮ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে রচিত ও অভিনীত হয়। প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ডের রচনাকাল যথাক্রমে ১৫৯৮ ও ১৬০০ খ্রীঃ অব্দ। প্রথম খণ্ডের ঘটনা ১৪০২ সালের জুন থেকে ১৪০৩ জুলাই মাস পর্যন্ত বিস্তৃত। দ্বিতীয় খণ্ডের ঘটনাকাল—১৪০৩-১৩ খ্রীঃ অব্দ। যুদ্ধবিগ্রহের ঘনঘটার মধ্যে 'হেনরি দ্য ফোর্থের' দুই খণ্ডেই শেকস্‌পীয়র-অঙ্কিত অমর চরিত্র ফলস্টাফের নানা বিচিত্র কাহিনী স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডের শেষাংশে চতুর্থ হেনরির মৃত্যু এবং ফলস্টাফকে কারাকক্ষে নিক্ষেপের ঘটনা সমাপ্তিকে বিষাদময় করে তুলেছে।

হলিন্‌শেডের 'Chronicle' থেকে এই নাটক দু'খানির ঐতিহাসিক তথ্য নেওয়া হয়েছে। ফলস্টাফ্‌ সংক্রান্ত রঙ্গকৌতুক কাহিনী গৃহীত হয়েছে এক অজ্ঞাতনামা লেখকের নাটক ('The Famous Victories of Henry the Fifth') থেকে। প্রথমে ফলস্টাফের স্থলে ওল্ড্‌ক্যাস্‌ল্‌ নাম ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু শেষোক্ত বংশধারা শেকস্‌পীয়রের যুগে বর্তমান ছিল বলে নাট্যকার সে নাম প্যাল্টে ফলস্টাফ রাখেন। এই চরিত্রটি শেকস্‌পীয়রের রচনাশক্তির এক অদ্ভুত পরিচয় বহন করছে। পরবর্তী কালের বিচারেও এই নাটক বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। জনসন বলেছেন যে, সেকালে শেকস্‌পীয়রের সমস্ত নাটকের মধ্যে 'হেনরি দ্য ফোর্থ'এর দুই খণ্ড শুধু অভিনীত হয়েই খ্যাতি অর্জন করেনি, পণ্ডিত ও রসিক পাঠকসমাজে পাঠ্যনাটক হিসেবেও বিশেষ ঐতিহ্য লাভ করেছিল। এই নাটকের অন্যান্য চরিত্রে বৈচিত্র্য থাকলেও ফলস্টাফ অঙ্কনেই নাট্যকার অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। রঙ্গকৌতুকের মধ্য দিয়েও যে একটি চরিত্র যথার্থ চরিত্র হয়ে উঠতে পারে এই চরিত্রটিই তার প্রমাণ। তাই ফলস্টাফ সম্বন্ধে বিস্মিত

জনসন বলেছেন : "But Falstaff, unimitated, unimitable Falstaff, how shall I describe thee! Thou compound of sense and vice: of sense which may be admired, but not esteemed; of vice which may be despised, but hardly detested. Falstaff is a character loaded with faults, and with these faults which naturally produce contempt. He is a thief and glotton, a coward and a boaster, always ready to cheat the weak and prey upon the poor; to terrify the timorous add insult the defenceless." তৎসত্ত্বেও তাকে আমাদের ভালো লাগে। কারণ এই ক্ষীতোদর, মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক, ভীতু, পেটুক বৃদ্ধের কথাবার্তা ও ব্যবহার আমাদের মনে অসঙ্গতিজনিত কৌতুক জাগায়, নীতি-দুর্নীতি ঘটিত কোন প্রশ্ন তোলে না।*

'হ্যামলেট' নাটকটি শেকস্‌পীয়রের সবচেয়ে পরিণত ট্র্যাজেডি বলে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছে। ন্যায়-নীতি ও কর্তব্যবোধের সঙ্গে পিতৃভক্তি জড়িত হলেও রাজকুমার হ্যামলেট পিতৃঘাতক পিতৃব্যকে যথাসময়ে হত্যা করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে বার বার সঙ্কুচিত হয়েছেন। বিষন্নতা ও আত্মসমীক্ষার দ্বারা পীড়িত হয়ে এবং ভালোমন্দ বিচারবোধের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতে গিয়ে হ্যামলেট চরম-মুহূর্তে কোনক্রমেই সক্রিয় হয়ে উঠতে পারেননি। এই কারণেই তিনি ট্র্যাজেডির নায়কে পরিণত হলেন। মানবজীবনের এই বিড়ম্বনা, ইচ্ছার সঙ্গে কাজের দ্বিধাদ্বন্দ্ব—এর উপরেই এই নাটকের শোকাবহ পরিণতি পরিকল্পিত হয়েছে।

এ নাটক ১৬০১ খ্রীঃ অব্দে রচিত, ১৬০২ খ্রীঃ অব্দের মাঝামাঝি অভিনীত হয় এবং ঐ বৎসরেই 'The Revenge of Hamlett Prince Denmarke' নামে রেজিস্টারীভুক্ত হয়; প্রথম কোয়ার্টো সংস্করণে মুদ্রিত হয় ১৬০৩ খ্রীঃ অব্দে ('The Tragicall Historie of Hamlet Prince of

* অবশ্য কেউ কেউ এই চরিত্র থেকে কিছু 'moral' খুঁজেছেন। স্বয়ং জনসনই বলেছেন : "The moral to be drawn from this representation is, that no man is more dangerous than he that, with a will to corrupt, hath the power to please; and neither wit nor honesty ought to think themselves safe with such a companion, when they say Henry seduced by Falstaff."

Denmarke')। ১৬৩১ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে এই নাটকের পাঁচটি কোয়ার্টো সংস্করণ প্রকাশিত হয়. ১৬২৩ খ্রীঃ অব্দে এর প্রথম ফোলিও সংস্করণ মুদ্রিত হয়।

শেকস্‌পীয়র নানা সূত্র থেকে এই নাটকের উপাদান সংগ্রহ করেন। ডেনমার্কের কবি ও ঐতিহাসিক স্যাক্সো গ্রামাটিকাস (আনু: ১১৫০--১২০৬) লাতিন ভাষায় ডেনমার্কের রাজাদের বিবরণ রচনা করেন ('Historia Danica or Gesta Danorum')। এই গ্রন্থের ৩য়-৪র্থ খণ্ডে হ্যামলেটের আখ্যান আছে। গল্পটির সার ভাগ: হরোয়েণ্ডি ডেনমার্কের রাজকন্যা গারুথাকে বিবাহ করেন। তাঁদের সন্তান আমলেথ। হারোয়েণ্ডিকে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ফেঙ্‌ সুকৌশলে হত্যা করেন। গারুথা স্বামীঘাতক দেবরকে নির্দ্বিধায় বিবাহ করেন। ফেঙ্‌ আমলেথকে বিনাশ করার নানা ছলচাতুরীর আশ্রয় নেন। কিন্তু আমলেথ মায়ের সহযোগিতায় পিতৃঘাতী পিতৃব্যকে সপারিষদ হত্যা করেন। অবশ্য তিনিও যুদ্ধে নিহত হন। গ্রামাটিকাসের এই লাতিন কাহিনীটি ১৫৭৬ সালে বেলফরেস্ট ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন ('Histories Tragiques')। ১৬০৮ খ্রীঃ অব্দে এটি ইংরেজীতে অনূদিত হয় ('The Historie of Hamlet')। তবে শেষোক্তটি শেকস্‌পীয়রের নাটক রচনার পর প্রকাশিত হয় এবং এতে শেকস্‌পীয়রের নাটকের কিছু কিছু প্রভাব আছে। ১৫৮৭ খ্রীঃ অব্দে ঐ নামে আর একখানি নাটক লেখা হয়েছিল, সম্ভবত: কীড তার রচনাকার। মনে হয়, শেকস্‌পীয়র কীডের নাটকের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকবেন। তবে কীডের এই নাটক পাওয়া যায়নি বলে এ-বিষয়ে শেকস্‌পীয়রের ঋণ কতটুকু তা পরিমাপ করা যায় না। গ্রামাটিকাসের লাতিন গ্রন্থই তাঁকে বেশী সাহায্য করেছিল, কিন্তু কোথাও কোথাও তিনি সম্পূর্ণ নতুন ভাবেরও আমদানি করেছেন ; যেমন—হ্যামলেট-জননীর চরিত্র।

১৭০৮ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত শেকস্‌পীয়র গ্রন্থাবলীর ভূমিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, স্বয়ং নাট্যকার হ্যামলেটের পিতার প্রেতাত্মার ভূমিকা অভিনয় করতেন এবং এই অভিনয়ে তিনি বেশ খ্যাতিও লাভ করেছিলেন। নিকোলাস রো *Works of Shakespeare* (1708)-এ এই তথ্য দিয়েছেন। ১৭৮০ খ্রীঃ অব্দের এক উল্লেখ থেকে দেখা যাচ্ছে, এই নাটক থেকে শেকস্‌পীয়র সর্বপ্রথম পাঁচ পাউণ্ড পেয়েছিলেন। অবশ্য এ দক্ষিণা প্রথম-

মুদ্রিত গ্রন্থ থেকে, না প্রথম অভিনয়-রজনীর লভ্যাংশ থেকে, তা বোঝা যাচ্ছে না।

কোলরীজের মতে আমাদের মনোজগৎ ও বহির্জগতের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের অক্ষমতাই হ্যামলেটের শোচনীয় ট্র্যাজেডির মূল কারণ। হ্যামলেটের সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্ব—যা হচ্ছে মানবচরিত্রেরই অন্তর্লীন দুর্বলতা, তা বোধহয় নাটমঞ্চের অভিনয়ে ফুটিয়ে তোলা যায় না। এই জন্য 'হ্যামলেট' নাটকের অভিনয় সম্বন্ধে কোলরীজ বলেছেন: "We do not like to see our author's plays acted, and best of all *Hamlet*. There is no play that suffers so much in being transferred to the stage. Hamlet himself seems hardly capable of being acted." সে যাই হোক, বিশ্বে শেকস্পীয়র অমরত্ব লাভ করেছেন হ্যামলেট' নাটকের জন্যই। এই নাটকের সঙ্গতি ও হ্যামলেটের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পাশ্চাত্ত্য কবি-সমালোচকেরা একসময়ে নানা বিরোধী মতামতের সম্মুখীন হয়েছিলেন। কারণ একথা ঠিক, হ্যামলেট "is at once mad and the sanest geniuses, at once a procrastinator and a vigorous man of action, at once a miserable failure and most adorable heroes." সুতরাং এই বিচিত্র মনস্তাত্ত্বিক চরিত্র নিয়ে যে যুগে যুগে, দেশে দেশে নানা ব্যাখ্যা, নানা বাদ-প্রতিবাদ উত্থিত হবে তাতে আর সন্দেহ কি? কর্তব্য, আবেগ ও দ্বিধার মধ্যে এই ধরণের সংশয় ও তার সকরুণ পরিণতি—এ তো মানবজীবনেরই দুর্মদ নিয়তি। তাই কেউ কেউ মনে করেন, হ্যামলেটের অন্তর্লীন ভাব-ভাবনা শুধু একা হ্যামলেটের নয়, এর মূলে আছে স্বয়ং নাট্যকারের সুগভীর জীবন-রহস্যবোধ ও বিশেষ ধরণের জীবনদর্শন। এ-সম্পর্কে হ্যালিডের অভিমত যুক্তিসঙ্গত বলে গ্রহণ করা যায়: Shakespeare himself was haunted by the mysteries of life and death, and nowhere does he express this feeling more powerfully and beautifully than in *Hamlet*, particularly of course, in the character of Hamlet himself and this is perhaps the main secret of the almost universal appeal of the tragic hero and his poetry."

'লাভ্‌স্ লেবার্স্ লস্ট' বোধ হয় শেকস্পীয়রের প্রথম দিকের রচনা—বিশ্লেষণ করেছি। ১৫৯৭-৯৮ খ্রীঃ অব্দে এটি প্রথম অভিনীত হয়, এবং তার অল্প পূর্বে (আনু: ১৫৯৩-৯৫) রচিত হয়। ১৫৯৮ খ্রীঃ অব্দেই প্রথম কোয়ার্টোতে "A

Pleasant Conceited Comedie Called, Loves labours Lost" নামে মুদ্রিত হয়। ১৬২৩ খ্রীঃ অব্দে এর প্রথম ফোলিও সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মনে হয় গল্পটি শেকস্পীয়রের নিজস্ব পরিকল্পনা। এতে দু-একটি ঐতিহাসিক ঘটনারও ইঙ্গিত আছে।

নাভারার রাজা এবং তাঁর তিন লর্ড-অনুচর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন— তাঁরা তিন বছর কঠোর পরিশ্রমে বিদ্যা অর্জন করবেন, তখন কোন নারীর মুখ দর্শন করবেন না, কাছে যাওয়া তো দূরস্থান। সেই তাঁরা 'চিরকুমার সভা'র তরুণ কুমারদের মতো কীভাবে প্রতিজ্ঞা রক্ষার চেয়ে ভঙ্গ করতে অধিকতর উৎসাহিত হলেন এবং ফরাসী রাজকন্যা এবং তাঁর সুন্দরী সহচরীদের দেখে রাজা এবং তিনটি লর্ড-পুঙ্গব তাঁদের জীবনসঙ্গিনীরূপে পাবার জন্য মরীয়া হয়ে উঠলেন, সেই সরস প্রণয়কাহিনী এই কৌতুক-কমেডিতে চমৎকার ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই প্রেমের কমেডি সম্ভবতঃ রাজপরিবার ও অভিজাত সমাজের জন্যই রচিত হয়েছিল। মনে হয়, যে-আকারে নাটকটি পাওয়া যাচ্ছে সেটি এর মার্জিত রূপ। আসল নাটকটি ১৫৯৩-৯৪ খ্রীঃ অব্দে আর্ল অব সাদাম্‌টনের বাড়ীতে অভিনীত হয়েছিল—যে বছর লণ্ডনে প্লেগ মহামারী শুরু হয়। নাটকটি উচ্চস্তরের কমেডি নয়—তা জনসন, কোলরীজ সকলেই স্বীকার করেছেন। হ্যাজলিটও বলতে বাধ্য হয়েছেন: "If we are to part with any of the author's Comedies, it should be this." একালের পাঠক ও দর্শক এই কমেডিতে অনেক স্থূল ব্যাপার ও ছেলেমানুষী লক্ষ্য করবেন।

'ট্রয়লাস অ্যাণ্ড ক্রেসিডা' ১৬০১-১৬০২ সালের মধ্যে রচিত হলেও রচনার বেশ কিছুদিন পরে, ১৬০৯ সালে প্রথম কোয়ার্টো সংস্করণে প্রকাশিত হয় ('The Historie of Troylus and Cresseida')। ১৬০৯ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত দ্বিতীয় কোয়ার্টো (দ্বিতীয় মুদ্রণ) সংস্করণে এর নাম রাখা হয় 'The Famous Historie of Troylus and Cessid'. এই দ্বিতীয় সংস্করণের গোড়ায় প্রকাশক একটি সুদীর্ঘ ভূমিকা যোগ করেছিলেন। এই শোচনীয় ঘটনার পাত্র-পাত্রী গ্রীক ইলিয়াদের কাহিনীর ছায়াতলে পরিকল্পিত হয়েছে। কেউ বলেন, শেকস্পীয়রের এই নাটকের আর একটি নাম ছিল 'Loves Labour's Won'—তবে এ বোধ হয় অনুমান। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন—নাটকটির সবটাই কি শেকস্পীয়রের রচনা? 'Troilus and Cresside'-র

লেখক ডেকর এবং চেট্‌ল, চাপম্যান এবং মার্স্‌টন—এঁরা নাকি শেকস্‌পীয়রের লেখায় কিছু কিছু হস্তক্ষেপ করেছিলেন। তবে এ বিষয়ে বিশেষ মতভেদ হয়েছে।

মধ্যযুগে হোমরের ইলিয়াদ মহাকাব্যের কোন কোন আখ্যান রোমান্সের আকারে সারা য়ুরোপেই প্রচলিত ছিল। বোকাচিওর 'Filostrato'-র উপর নির্ভর করে চসার লেখেন 'Troilus and Criseida'। লীড্‌গেটের 'The Sege of Troye', হেন্‌রিসনের 'The Testament of Cresseid', ক্যাক্‌সটনের 'The Recuyell of the Histryes of Troye' প্রভৃতি গল্প-কাহিনী থেকে শেকস্‌পীয়র 'ট্রয়লাস অ্যাণ্ড ক্রেসিডা'র উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। গল্পটি আর্থার হলের 'Seven Books of the Iliades' এবং চাপম্যানের কোন কোন রচনাতেও আছে। ১৬৭৯ সালে ড্রাইডেন শেকস্‌পীয়রের নাটককে কিছু পরিমার্জিত করে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। তিনি এর নাম দিয়েছিলেন, 'Troilus and Cressida, or Truth Found too late' ক্রেসিডার নামটি গোড়ায় ছিল ব্রিসিডা, বোকাচিও নামটি বদলে দিলেন—গ্রিসিডা। চসার রাখলেন ক্রিসিডা।

ইলিয়াদের যুগে রাজা প্রায়ামের পুত্র ট্রয়লাস এবং এক পুরোহিতের কন্যা ক্রেসিডার প্রণয় ও ব্যর্থতা এই নাটকের মূল ঘটনা। ক্রেসিডা কিন্তু প্রণয়ের কোনরূপ মর্যাদা না দিয়ে ট্রয়লাসকে ত্যাগ করে গ্রীক যুবক ডায়োমিডকে প্রণয়ীরূপে গ্রহণ করলেন। নাটকে তাঁর অব্যবস্থিতচিত্ততা ও লঘু মনোভঙ্গী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ক্রেসিডার পূর্ব-প্রণয়ী ট্রয়লাস ও বর্তমান প্রণয়ী ডায়োমিডের যুদ্ধ, পরিশেষে আখিলেস কর্তৃক ট্রয়লাস হত্যা—নাটকটিতে এই বিষম সম্ভাবনা রয়েছে। বলাই বাহুল্য এ নাটক বিশেষ উচ্চস্তরের নয়। এতে অনেক অনাবশ্যক ঘটনা স্থান পেয়েছে, যার ফলে ট্রয়লাস-ক্রেসিডা-ডায়োমিড-ঘটিত কাহিনীটি কিছু দুর্বল হয়ে পড়েছে। হ্যাজলিট এ নাটক সম্বন্ধে যথার্থ বলেছেন, "This is one of the most loose and desultory of our author's plays··· ··" অবশ্য কবি কীট্‌স্‌ এ নাটকের একটি পংক্তি পড়ে (ট্রয়লাসের উক্তি, "I wander like a lost Soul upon the Sygian Banks staying for waftage") মুগ্ধ বিস্ময়ে বলেছিলেন : 'I melt into the air with a voluptousness so delicate that I am content to be alone.' এ-নাটকে অবশ্য কিছু কিছু অবিস্মরণীয় উক্তি আছে। কিন্তু

নানা দিক থেকে বিচার করলে 'ট্রয়লাস অ্যাণ্ড ক্রেসিডা'-কে শেকস্‌পীয়রের সবশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে মনে করার কোন হেতু নেই।

'টাইমন অব এথেন্‌স' সম্ভবতঃ ১৬০৪-৫ খ্রীঃ অব্দের পূর্বে রচিত হয়েছিল। জন ডে-র 'Humour out of Breath' (১৬০৮)-এ টাইমনের মতো অবিকল একটি চরিত্র আছে। সুতরাং উক্ত নাটকের বেশ কিছু পূর্বে শেকস্‌পীয়রের নাটকটি রচিত হয়েছিল। ১৬২৩ খ্রীঃ অব্দে এটি রেজিস্টারীভুক্ত হয় এবং ১৬২৬ খ্রীঃ অব্দে প্রথম ফোলিও সংস্করণে মুদ্রিত হয় ('The Life of Timon of Athens')। প্লুটার্কের 'Lives of Antonius and Alcibiades', পেণ্টারের 'Palace of Pleasure', লুসিয়ানের Timon or The Misanthrope' প্রভৃতিতে এ কাহিনী আছে। পরে শেকস্‌পীয়রের নাটকটি সঙ্গীতসহ ('The History of Timon of Athens, the Man-hater') অভিনীত হয়, এই সংস্কার করেন শাড্‌ওয়েল। নানা সময়ের অভিনয়ে শেকস্‌পীয়রের নাটকটির কিছু অদল-বদল করা হয়। কেউ কেউ, এটা যথার্থ শেকস্‌পীয়রের রচনা কিনা, তা নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলেছেন। এক মতে, এ নাটক শেকস্‌পীয়রের নিজস্ব রচনা নয়, আর একজনের রচনায় তিনি কিছু কিছু সংশোধন করেছিলেন মাত্র। কেউ মনে করেন, উইলকিন্‌স্‌ এর প্রকৃত রচনাকার। তবে রচনা বিচার করে মনে হচ্ছে, নাটকটির সবটা শেকস্‌পীয়রের রচনা নয়। তখন তিনি *King Lear* নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। উক্ত নাটকের মতো টাইমনেরও মূল বিষয় অকৃতজ্ঞতা। এ নাটকের অনেক স্থলে ঘটনাগত অসঙ্গতি ও শিথিলতা আছে। কোন কোন দৃশ্য অতি সংক্ষিপ্ত ও অপরিণত। তাই এ নাটকের রচনায় শেকস্‌পীয়রের কতটুকু কর্তৃত্ব ছিল তাই নিয়ে গবেষকগণ নানা সমস্যার অবতারণা করেছেন।

টাইমন ছিলেন এথেন্‌সের এক অভিজাত ব্যক্তি। অতিশয় উদার, বন্ধুবৎসল ও দয়াজহস্ত টাইমন ক্রমে ক্রমে দুরবস্থায় পড়লেন এবং বন্ধুদের দ্বারস্থ হলেন। কিন্তু জগতের যা নিয়ম, বন্ধুদের কাছে তিনি বিমুখ হলেন। এর ফলে তিনি মানব চরিত্রের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ঘোরতর মানব-বিদ্বেষী হয়ে পড়লেন। বন্ধুদের এই বিশ্বাসঘাতকতায় আহত হয়ে তিনি সমুদ্রতীরের এক নির্জন গুহা আশ্রয় করলেন। তারপর নানা ঘটনার পর মানব-বিদ্বেষী টাইমন মানবসমাজের বাইরে, মানুষের অকৃতজ্ঞতা থেকে অনেক দূরে প্রাণত্যাগ করলেম। *King Lear*-এর সঙ্গে বিষয়গত কিছু

মিল থাকলেও (অর্থাৎ মানুষের অকৃতজ্ঞতা) এ দুটি নাটককে সমপর্যায়ে রেখে তুলনা করা চলে না—কারণ নাটক দুটি কখনও-ই সমপর্যায়ের নয়। কোলরীজের মতে টাইমনের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সমাজচরিত্রের স্বাভাবিক অকৃতজ্ঞতা ও নীচতা থাকলেও লীয়র সুলভ বিশাল ভয়ঙ্করত্ব, বজ্র-নিনিত ঝঞ্ঝামত্ততা এবং তারই সঙ্গে অদৃষ্টের প্রচণ্ড আঘাত ও বঞ্চিত মানবভাগ্যের মর্মন্তুদ হাহাকার এ-সমস্ত উচ্চস্বরের 'শব্দচুর্ণ' ও ভাবৈশ্বর্য টাইমনে বড়ো একটা পাওয়া যায় না। অবশ্য কেউ কেউ (হ্যাজলিট) 'টাইমন অব এথেন্স'-এর মধ্যেও শেকস্পীয়র-সুলভ অনেক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন।

তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকার উপসংহারে আমরা আগের খণ্ডের জের টেনে বলতে চাই যে, এই আলোচনায় আমরা শেকস্পীয়রের কবিপ্রতিভার বিচার-বিশ্লেষণ করিনি। কারণ আজ কয়েক শত বৎসর ধরে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন পণ্ডিত, রসিক, সমালোচক ও দার্শনিক সে সম্পর্কে এত সব মৌলিক কথা বলে গেছেন যে, আমাদের পক্ষে তার চেয়ে নতুন কথা বলা সম্ভব নয়। পাঠকগণ এই অনুবাদ থেকে শেকস্পীয়রের প্রতিভার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাবেন, এইজন্য এই প্রকাশনার ব্যবস্থা। তবে অনুবাদের দ্বারা মূল গ্রন্থের পুরো রস পাওয়া যায় না, তা সকলেই জানেন। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য অতিশয় যুক্তিসঙ্গত। তিনি শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীকে একবার লিখেছিলেন—"তুমি বোধ হয় জানো বাছুর ম'রে গেলে তার অভাবে গাভী যখন দুধ দিতে চায় না, তখন মরা বাছুরের চামড়াটা ছাড়িয়ে নিয়ে তার মধ্যে খড় ভর্তি করে একটা কৃত্রিম মূর্তি তৈরি করা হয়, তারি গন্ধে এবং চেহারার সাদৃশ্যে গাভীর স্তনে দুগ্ধক্ষরণ হতে থাকে। তর্জমা সেই রকম মরা বাছুরের মূর্তি—তার আহ্বান নেই, ছলনা আছে।" সেই ছলনাটুকু মেনে নিয়ে বাগ্‌ধেনু থেকে যদি রসদুগ্ধ আহরণ করতে পারি তবেই অনুবাদ-কর্ম কথঞ্চিৎ সার্থক হয়। বলা বাহুল্য অনুবাদক যথাসম্ভব দায়িত্বের সঙ্গে কর্তব্য পালন করেছেন, মূলকে অনুবাদে যতটা অবিকৃত রাখা যায় তিনি ততটাই চেষ্টা করেছেন। কতটা সফল হয়েছেন পাঠকেরা তা বিচার করবেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

এ মিডসামার নাইটস ড্রীম

নাটকের চরিত্র

থিসিয়াস : এথেন্সের রাজা
ঈজিয়াস : হার্মিয়ার পিতা
লাইস্যাণ্ডার
দিমেত্রিয়াস } হার্মিয়ার প্রেমিকদ্বয়
ফিলস্ট্রেট : কৌতুক অভিনেতা
কুইন্স : সূত্রধর
স্নাগ : কাঠের মিস্ত্রী
বটম : তাঁতী
স্নাউট : ঝালাই মিস্ত্রী
স্টারভেলিং : দর্জি

হিপ্পোলিটা : আমাজনের রাণী ও থিসিয়াসের বাগদত্তা
হার্মিয়া : ঈজিয়াসের কন্যা ও লাইস্যাণ্ডারের প্রেমিকা
হেলেনা : দিমেত্রিয়াসের প্রণয়িনী
ওবেরণ : পরীদের রাজা
টিটানিয়া : পরীদের রাণী
পাক
পীজব্লসম
মথ
মাস্টার্ডসীড } পরীগণ
অন্যান্য পরীগণ, থিসিয়াস ও হিপ্পোলিটার অনুচরবর্গ

ঘটনাস্থল : এথেন্স ও তৎসন্নিহিত বন।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। এথেন্স। থিসিয়াসের রাজপ্রাসাদ

থিসিয়াস, হিপ্পোলিটা, ফিলস্ট্রেট ও অন্য অনুচরবর্গের প্রবেশ

থিসিয়াস। সুন্দরী হিপ্পোলিটা, আমাদের বিয়ের দিন এগিয়ে আসছে। মাত্র চারদিন পরেই দেখা দেবে নতুন চাঁদ। কিন্তু বড় ধীরে বিদায় নিচ্ছে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ। প্রেমাভিনয়ের দ্বারা কোন যুবকের অর্থশোষণ করতে থাকা কোন ভ্রষ্টা নারী বা বিগতযৌবনা কোন ললনার মত আমার কামনা পূরণে বাধা দিচ্ছে কৃষ্ণপক্ষের হীনপ্রভ চাঁদ।

হিপ্পোলিটা। চারটে দিন দেখতে দেখতে রাত্রির মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে। আবার চারটে রাত্রিও স্বপ্ন দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তারপর রূপোর ধনুকের মত বাঁকা চাঁদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হবে আমাদের বিবাহোৎসব।

থিসিয়াস : যাও ফিলস্ট্রেট। এথেন্সের যুবকদের আনন্দে উন্মত্ত করে তোল। মনমাতানো আনন্দের লঘুচঞ্চল আবেগ জাগিয়ে তোল সর্বত্র। যত সব দুঃখ বিষাদ চিতায় পুড়িয়ে ফেল। কোন বিষাদগ্রস্ত বন্ধুকে আমাদের এ উৎসবে যোগদান করতে বলবে না। (ফিলস্ট্রেটের প্রস্থান) হিপ্পোলিটা, আমি তোমায় আমার তরবারির দ্বারা প্রেম নিবেদন করছি। আঘাতের মধ্য দিয়েই আয়ত্ত করেছি তোমায়। কিন্তু এখন অন্য মন নিয়ে উপযুক্ত জাঁকজমক, বিজয়গৌরব আর আনন্দোৎসবের মাধ্যমে সম্পন্ন করব আমাদের শুভবিবাহের কাজ।

ঈজিয়াস ও তার কন্যা হার্মিয়া, লাইস্যাণ্ডার ও দিমেত্রিয়াসের প্রবেশ

ঈজিয়াস। আমাদের প্রসিদ্ধ রাজা থিসিয়াসের মঙ্গল হোক।

থিসিয়াস। ধন্যবাদ ঈজিয়াস, কি খবর তোমার ?

ঈজিয়াস। বিশেষ দুঃখের সঙ্গে আমারই কন্যাসন্তান হার্মিয়ার বিরুদ্ধে এক অভিযোগ নিয়ে এসেছি মহারাজ। এগিয়ে এস দিমেত্রিয়াস। হে মহান রাজন, এই ভদ্রলোককে আমার মেয়েকে বিয়ে করার জন্য অনুমতি দিয়েছি। এগিয়ে এস লাইস্যাণ্ডার। হে মহান অধিপতি, এই লোকটা যাদু দিয়ে আমার কন্যাকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছে। তুমি তুমি লাইস্যাণ্ডার, আমার মেয়েকে প্রেমের কবিতা পাঠিয়েছ, কত উপহার বিনিময় করেছ তার সঙ্গে। কত চন্দ্রালোকিত রাতে তুমি তার ঘরের জানালায় কৃত্রিম কণ্ঠে কত প্রেমের গান গেয়েছ আর তাকে তোমার মাথার কয়েকগোছা চুল, আংটি, সস্তা গয়না, কত সখের জিনিস, ফুলের তোড়া আর মিষ্টি দিয়ে তার কল্পনাপ্রবণ মনটাকে হরণ করেছ। আর এই সব জিনিসগুলোই হলো অপরিণতবয়স্কা যুবতী মেয়ের পক্ষে অব্যর্থ প্রলোভনের দূত। এইভাবে ছলনা ও চাতুর্যের দ্বারা আমার কন্যার হৃদয় জয় করেছ তুমি এবং আমার প্রতি তার আনুগত্যটাকে পরিণত করেছ এক অনমনীয় কঠোরতায়। হে মহান অধিপতি, আমার কন্যা আপনার সাক্ষাতে দিমেত্রিয়াসকে বিয়ে করতে সম্মত হোক, এ বিষয়ে আমি এথেন্সের প্রাচীন আইন অনুসারে বিচার চাই। যেহেতু আমার কন্যা আমার নিজস্ব সম্পত্তি, আমি যাকে খুশি দান করতে পারি তাকে। তাতে যদি সে সম্মত না হয়, তাহলে অবশ্যই তাকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হবে।

থিসিয়াস। এ বিষয়ে তোমার বক্তব্য কি হার্মিয়া? আমার কথা শোন সুন্দরী, তোমার কাছে তোমার পিতাই হচ্ছেন ঈশ্বর; তিনিই তোমার দেহের এই রূপলাবণ্যের স্রষ্টা, তাঁর কাছে তুমি এক সামান্য মোমের পুতুল ছাড়া আর কিছুই নও। আর সে পুতুলকে তিনি যেমন গড়েছেন তেমনি আবার তা মোচড় দিয়ে ভেঙ্গে দিতেও পারেন নিজের হাতে। দিমেত্রিয়াস একজন ভদ্রসন্তান।

হার্মিয়া। লাইস্যাণ্ডারও একজন ভদ্রসন্তান।

থিসিয়াস। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে উনি তাই বটেন, কিন্তু এক্ষেত্রে উনি যখন তোমার পিতার সমর্থন পাননি তখন দিমেত্রিয়াসকেই যোগ্যতর গণ্য করতে হবে।

হার্মিয়া। আমার পিতা যদি আমার মন দিয়ে দেখতেন।

থিসিয়াস। তুমিই বা তোমার পিতার চোখ দিয়ে বিচার করো না কেন?

হার্মিয়া। আমায় ক্ষমা করুন হে রাজন, আমি জানি না কোন শক্তিবলে আমি এই সভায় নির্লজ্জভাবে আমার মনের কথা প্রকাশ করে ফেললাম। তবু আমার প্রার্থনা হে অধিপতি, দয়া করে বলুন যদি আমি দিমেত্রিয়াসকে প্রত্যাখ্যান করি তাহলে কি শাস্তি পেতে হবে আমায়?

থিসিয়াস। হয় মৃত্যুদণ্ড না হয় চিরকৌমার্যের শপথ। তাই বলি হে সুন্দরী হার্মিয়া, ভেবে দেখ ভাল করে তুমি কোনটা চাও। তুমি তোমার উদ্ধত যৌবন ও উত্তপ্ত রক্তকে ভাল ভাবে জিজ্ঞাসা করে দেখ। যদি তুমি তোমার পিতার কথা না শোন, তাহলে সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করতে পারবে ত? মঠের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে নিঃসঙ্গ বন্ধ্যা তপস্বিনীর মত সারাজীবন কাটাতে পারবে ত? নীরস শীতল চাঁদের পানে তাকিয়ে মন্ত্রপাঠ করে রাতের পর রাত কাটাতে পারবে ত? এইভাবে যারা তাদের রক্তের সমস্ত উচ্ছ্বাসকে অবদমিত করে কুমারীত্বের কঠিন তীর্থযাত্রায় উত্তীর্ণ হয় তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে তিন গুণ আশীর্বাদে ধন্য হয়। তবে জানবে এই পার্থিব জগতে কুমারীত্বের কাঁটার উপরে যে অনাঘ্রাত গোলাপ একা একা জন্মিয়ে শুকিয়ে মরে তার থেকে আঘ্রাত উপভুক্ত গোলাপ অনেক সুখি।

হার্মিয়া। আমিও তেমনি একা একা আমার সারাজীবন নিঃসঙ্গ অবস্থায় কাটিয়ে দেব, তবু যাকে আমি চাই না তার অবাঞ্ছিত স্বামীত্বকে অনুশাসনকে কোনদিন মেনে নেবে না আমার আত্মা।

থিসিয়াস। ভাববার জন্য কিছু সময় নাও। আগামী শুক্ল তিথিতে যেদিন আমি আমার প্রণয়িণীর সঙ্গে চিরদিনের জন্য এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হব সেই দিন হয় তোমার পিতার ইচ্ছার অবাধ্য হওয়ার জন্য মৃত্যুবরণ করবে না হয়ত দিমেত্রিয়াসকে বিবাহ করবে অথবা ডায়েনার মন্দিরের বেদী ছুঁয়ে কঠোর কৌমার্যব্রত পালনের শপথ গ্রহণ করবে।

দিমেত্রিয়াস। তোমার অন্যায় জেদ ছেড়ে দাও হার্মিয়া। আর লাইস্যাণ্ডার, আমার নিশ্চিত অধিকার মেনে নিয়ে তোমার উন্মাদসুলভ দাবি প্রত্যাহার করো।

লাইস্যাণ্ডার। তুমি তার পিতার প্রেম লাভ করেছ দিমেত্রিয়াস, আমাকে হার্মিয়ার প্রেম লাভ করেই সুখী হতে দাও। তুমি তাকে বিয়ে করো।

ঈজিয়াস। অহঙ্কারী লাইস্যাণ্ডার, সত্যই আমি তাকে ভালবাসি এবং আমি যাকে ভালবাসি অবশ্যই সে আমার বলতে যা কিছু সব পাবে। এখন আমার কন্যা যেহেতু আমার সম্পত্তি, তার উপর আমার সমস্ত অধিকার আমি দিমেত্রিয়াসকেই অর্পণ করব।

লাই। হুজুর, বংশমর্যাদায় ও ধনসম্পত্তিতে আমি ওর সমান। ওর থেকে আমার ভালবাসার গুরুত্ব আরো অনেক বেশী। আমার সৌভাগ্য দিমেত্রিয়াসের থেকে বেশী না হলেও সব দিক থেকে তার সমতুল্য। এই সব দম্ভের থেকে সবচেয়ে আমার বড় যোগ্যতা হল হার্মিয়া আমায় ভালবাসে। তাহলে কেন আমি আমার অধিকারের দাবি ভুলব না? আমি তার মুখের সামনে বলব দিমেত্রিয়াস নেদার কন্যা হেলেনার সঙ্গে প্রেম করে তার হৃদয় জয় করেছে। সেই সুন্দরী শান্ত প্রকৃতির মেয়েটি এই কলঙ্কিত ও অবিশ্বস্ত লোকটাকে দেবতার মত পূজা করে।

থিসি। আমি স্বীকার করছি এ বিষয়ে আমিও কিছু কিছু শুনেছি এবং দিমেত্রিয়াসের সঙ্গে কিছু কথাও বলেছি। কিন্তু আমার নিজের কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য এ বিষয়টা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। দিমেত্রিয়াস আর ঈজিয়াস, এদিকে এস। আমার কিছু ব্যক্তিগত কাজের ভার দেব, আমার সঙ্গে চল তোমরা আর শোন সুন্দরী হার্মিয়া, তোমার পিতার ইচ্ছাকে মেনে নেবার জন্য তৈরি হও, তা না হলে এথেন্সের আইনের কোপ থেকে কোন রকমেই তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। হয় তোমায় মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হবে অথবা কৌমার্যব্রত অবলম্বন করতে হবে। এস হিপ্পোলিটা, আনন্দ করো

প্রিয়তমা, দিমেত্রিয়াস ও ঈজিয়াস, চল আমার সঙ্গে। আমাদের বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে তোমাদের কিছু কাজ দেব। আর তোমাদের ব্যাপারেও কিছু আলোচনা করব তোমাদের সঙ্গে।

ঈজি। আপনার আদেশ সানন্দে পালন করব প্রভু। (লাইস্যাণ্ডার ও হার্মিয়া ছাড়া সকলের প্রস্থান।

লাই। কি হলো প্রিয়তমা, তোমার মুখখানা হঠাৎ এমন বিবর্ণ হয়ে গেল কেন? কোথায় গেল তোমার গালের গোলাপী আভা?

হার্মিয়া। মনে হয় অনাবৃষ্টির ফলে মলিন হয়ে শুকিয়ে ঝরে গেছে সে গোলাপ। আমার ঝঞ্ঝাহত চোখ থেকে কিছু অশ্রুবর্ষণ করে আমি যদি তাদের বাঁচিয়ে রাখতে পারতাম।

লাই। যা পড়েছি অথবা গল্পে কাহিনীতে যা শুনেছি তাতে দেখেছি প্রকৃত প্রেমের গতিপথ কখনো সহজ হয় না, হয় সেখানে বংশগত বা গুণগত গরমিল দেখা যায়—

হার্মিয়া। হা ভগবান হয়ত কোন উচ্চ সম্ভ্রান্ত বংশ নীচু হতে চায়নি।

লাই। অথবা বয়সের পার্থক্য দেখা দিয়েছে—

হার্মিয়া। হয়ত কোন অতি বৃদ্ধ লাভ করতে চেয়েছে কোন তরুণীকে।

লাই। অথবা হয়ত বন্ধুবান্ধবদের অপছন্দ হওয়ায়—

হার্মিয়া। কিন্তু অপরের চোখ দিয়ে প্রেমপাত্র নির্বাচন করা কী জঘন্য কাজ।

লাই। আবার যদিও বা সবার পছন্দ এক হয়েছে, সে মিলনের পথে দেখা দিয়েছে যুদ্ধ, মৃত্যু, অসুখ প্রভৃতির বাধা। সে প্রেমকে করে তুলেছে একটি ধ্বনির মত ক্ষণস্থায়ী, ছায়ার মত দ্রুতগামী, স্বপ্নের মত স্বল্পজীবী আর বিদ্যুতের মতই ক্ষণদ্যুতিময়। অন্ধকার রাত্রিতে বিদ্যুদ্দামস্ফুরিত স্বর্ণচ্ছটা যেমন চকিত আলোর বিভায় আকাশ ও পৃথিবীকে উদ্ভাসিত করে কোন মানুষের মুখ হতে 'দেখ' এই কথাটি উচ্চারিত হবার আগেই অন্ধকারের অন্তহীন মুখ-গহ্বরের মধ্যেই বিলীন হয়ে যায় সে ছটা তেমনি সকল সুন্দর বস্তুর উজ্জ্বলতা অন্ধকারে বিলীন হয়ে যায় অবিলম্বে।

হার্মিয়া। প্রকৃত প্রেম যদি এইভাবে বারবার বিপন্ন হয়, যদি এমন দুর্দশার কথা লেখা থাকে সে প্রেমের ভাগ্যে, তাহলে আমরা এর থেকে ধৈর্য অবলম্বন করতে শিখতে পারি। তাহলে আমরা প্রেমের আনুষঙ্গিক স্বরূপ দুঃখ দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রু বিষাদের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে তুলতে পারি।

লাই। ঠিকই বলেছ। এখন শোন হার্মিয়া। আমার এক বিধবা ও আশ্রয়হীনা পিসি আছে; তাঁর বাড়ি হচ্ছে এথেন্স থেকে চৌদ্দ মাইল দূরে। তাঁর প্রচুর ধন সম্পত্তি আছে, অথচ কোন সন্তান নেই এবং তিনি আমাকেই পুত্রের মত স্নেহ করেন। সেখানে আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারি এবং সেখানে আমাদের বিয়েতে এথেন্সের কঠোর আইন প্রযোজ্য হবে না। যদি তুমি আমাকে ভালবাস তাহলে কাল রাত্রিতে তোমার পিতার বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবে। এই শহরের বাইরে একটি বন আছে যেখানে বসন্তের কোন একদিন হেলেনাকে সঙ্গে নিয়ে তোমার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম। সেই বনে তোমার জন্য কাল রাতে অপেক্ষা করব আমি।

হার্মিয়া। হে আমার প্রিয়তম লাইসাণ্ডার, আমি প্রেমদেবতা অনঙ্গদেবের পবিত্র পুষ্পধনু ও সোনার তীর ও ভেনাসের যে শুচিশুভ্র কপোত নরনারীর হৃদয়কে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করে এবং মানুষকে সুখসমৃদ্ধি দান করে তার নামে শপথ করছি, দূরে অবিশ্বস্ত ট্রোজান প্রেমিকের জাহাজ দেখে পবিত্র প্রেমের যে হোমানলে দগ্ধ হয়েছিলেন কোন এক প্রেমিকা সেই হোমানল ছুঁয়ে ও আজ পর্যন্ত যত প্রেমের শপথ পুরুষরা ভঙ্গ করেছে সেই সব শপথের নামে শপথ করছি আগামী নির্দিষ্ট স্থানে আমি অবশ্যই মিলিত হব তোমার সঙ্গে।

লাই। তোমার শপথ রক্ষা করো প্রিয়তমা। ওই দেখ হেলেনা আসছে।

হেলেনার প্রবেশ

হার্মিয়া। এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্ছ সুন্দরী হেলেনা?

হেলেনা। আমাকে সুন্দরী বলছ! ওকথা ফিরিয়ে নাও। তোমার সৌন্দর্যকেই ভালবাসে দিমেত্রিয়াস। হে ভাগ্যবতী সুন্দরী, তোমার রূপ চুম্বকের মত তাকে টানে, তোমার কণ্ঠনিঃসৃত কথা বাগানের কানে শোনা পাখির মধুর গানের থেকেও শ্রুতিমধুর, মাঠে মাঠে শস্য যখন শ্যামল হয়ে ওঠে, যখন হথর্ন ফুলের কুঁড়ি দেখা যায় তখন সংক্রামক হয়ে ওঠে অনেক ব্যাধি। সেই সব ব্যাধির মত তোমার রূপটা যদি সংক্রামিত হত আমার মধ্যে তাহলে আমিও রূপসী হয়ে উঠতাম তোমার মত। আমার চোখ যদি তোমার চোখের মত হত, তোমার কণ্ঠ যদি আমার কণ্ঠ হত তাহলে আমার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠত তোমার কণ্ঠের মধুর গান। সারা জগৎটা যদি আমার হত তাহলে দিমেত্রিয়াসের জন্য সে জগৎ আমি তোমায় দিতে পারতাম। কেমন

রে তোমার দুচোখের দৃষ্টি মেলে তাকাও, কি কৌশলে দিমেত্রিয়াসের মন তুমি জয় করেছ তা আমায় শিখিয়ে দাও।

হার্মিয়া। আমি তাকে রাগের মাথায় ভ্রূকুটি করি তবু সে আমায় ভালবাসে।

হেলেনা। আমার হাসি যদি তোমার ভ্রূকুটির কাছ থেকে এ কৌশল শিখে নিতে পারত।

হার্মিয়া। আমি তাকে অভিশাপ দিই, তবু সে আমায় ভালবাসে।

হেলেনা। আমার প্রার্থনা যদি তার সে ভালবাসা আকর্ষণ করতে পারত।

হার্মিয়া। আমি যতই তাকে ঘৃণা করি ততই সে আমার কাছে আসতে চায়।

হেলেনা আমি যতই তাকে ভালবাসি সে ততই আমাকে ঘৃণা করে।

হার্মিয়া এটা তার নির্বুদ্ধিতা হেলেনা। এতে আমার কোন দোষ নেই।

হেলেনা দোষ তোমার নয়, তোমার রূপের। ও দোষ যদি আমার রূপের থাকত।

হার্মিয়া। আর ভাবতে হবে না, দিমেত্রিয়াস আর আমার মুখ দেখতে পাবে না। লাইস্যাণ্ডার আর আমি এখান থেকে দূরে পালিয়ে যাব। লাইস্যাণ্ডারের সঙ্গে দেখা হবার আগে এই এথেন্স ছিল আমার কাছে স্বর্গ। অথচ প্রেমের কি মহিমা দেখ এখন সেই স্বর্গকে নরক বলে মনে হচ্ছে আমার।

লাই। হেলেন, শোন তোমাকে আমাদের মনের কথা বলি। কাল রাত্রিতে চাঁদ যখন জলের স্বচ্ছ মুকুরে দেখবে আপনার রূপালি রূপ, মাঠের ঘাসে ঘাসে শোভা পাবে মুক্তাবিন্দু, যে সময় প্রেমিকদের নিঃশব্দ অভিসারের পক্ষে প্রশস্ত। সেই সময় এথেন্সের নগরদ্বার পার হয়ে পালিয়ে যাবার পরিকল্পনা করেছি।

হার্মিয়া। যে বনে ফুলের বিছানায় শুয়ে তোতে আমাতে কত মনের কথা বলেছি সেই বনে লাইস্যাণ্ডারের সঙ্গে আমি মিলিত হব। সেখান থেকে এথেন্সের দিকে পিছন ফিরে চলে যাব নতুন দেশে, নতুন বন্ধুবান্ধব খুঁজে নেব। হে আমার খেলার সাথী, বিদায়। আমার জন্য প্রার্থনা করো। সৌভাগ্যবশতঃ দিমেত্রিয়াসকে যেন তুই পাস। তোমার কথা রেখো লাইস্যাণ্ডার। আগামী মধ্যরাত্রির আগে আর আমাদের দেখা হবে না; অদর্শনের ক্ষুধায় আর্ত হয়ে যাক আমাদের চোখের দৃষ্টি।

নাই। তাই হবে হার্মিয়া। (হার্মিয়ার প্রস্থান) বিদায়, হেলেনা! তুমি যেমন দিমেত্রিয়াসকে চাও, তেমনি কামনার নিবিড়তা দিয়ে দিমেত্রিয়াসও তোমাকে চায়। (লাইস্তাণ্ডারের প্রস্থান)

হেলেনা। কারো সুখ কারো দুঃখ; কেউ করে সুখভোগ আর কেউ বা করে দুঃখভোগ। এথেন্স শহরে আমার রূপেরও খ্যাতি কম নয়। তবু দিমেত্রিয়াস তা মনে করে না। যে কথা সবাই জানে সেকথা সে জেনেও জানবে না। সে যেমন হার্মিয়ার চোখের রূপে মজে গিয়ে ভুল করছে আমিও তেমনি তার গুণে বিভোর হয়ে ভুল করছি। অনেক গুরুত্বহীন কুৎসিত কুরূপ বস্তুকে প্রেম রূপগুণের মহিমা ও মর্যাদা দান করে। কারণ প্রেম ত আর চোখ দিয়ে দেখে না, দেখে মন দিয়ে, প্রেমের দেবতা তাই অন্ধ। আবার প্রেম যে মনশ্চক্ষু দিয়ে দেখে তার কোন বিচারবুদ্ধি বা রুচি বলে কোন জিনিস নেই। আছে শুধু গতি, নেই কোন দৃষ্টি। প্রেমকে শিশুর মত নির্দোষ বলা হয় কারণ নির্বাচনে সে প্রায়ই ভুল করে। খামখেয়ালী ছেলের ছেলেখেলার মত প্রেমের চিরন্তন চালকও প্রেম নিয়ে করে ছেলেখেলা, প্রায়ই করে শপথভঙ্গ। হার্মিয়ার চোখের রূপের ফাঁদে ধরা পড়ার আগে দিমেত্রিয়াস শিলাবৃষ্টির মত শপথ করে বলেছিল, সে একান্তভাবে আমার। কিন্তু হার্মিয়ার রূপের উত্তাপে সেই সব শপথের শিলা গলে গেছে। আমি তার কাছে গিয়ে হার্মিয়ার পালিয়ে যাওয়ার কথা বলে দেব। তাহলে কাল রাত্রিতে সে নিশ্চয়ই সেই বনে চলে যাবে হার্মিয়ার খোঁজে। এই কথা জানানোর জন্য সে যদি আমায় ধন্যবাদ দেয় তাহলে সে ধন্যবাদ হবে আমার পক্ষে খুবই যন্ত্রণাদায়ক, কারণ শুধু তাকে একবার চোখে দেখে ফিরে আসতে হবে আর তাতে আমার মনোবেদনা আরো বেড়ে যাবে। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। এথেন্স। কুইন্সের বাড়ি।

কুইন্স স্নাগ, বটম, ফ্লুট, স্নাউট ও স্টারভেলিং-এর প্রবেশ

কুইন্স। আমাদের সঙ্গীরা সব এসে গেছে ত?

বটম। আমার মনে হয় কাগজে যাদের নাম লেখা আছে তাদের নাম ধরে ক্রমে ক্রমে ডাকলে ভাল হয়।

কুইন্স। এই কাগজে এথেন্সের সুযোগ্য ও প্রসিদ্ধ অভিনেতাদের নাম লেখা আছে যারা রাজার বিবাহ উপলক্ষ্যে অদ্যকার নাট্যাভিনয়ে যোগদান করতে সক্ষম বলে সর্বজনবিদিত

বটম। পিটার কুইন্স, আগে বল নাটকটার বিষয়বস্তু কি। তারপর অভিনেতাদের নামগুলো বল।

কুইন্স। বলছি, নাটকটা সকরুণ এক কৌতুকনাট্য, যাতে আছে পিরামুস আর থিসবির নির্মম মৃত্যুর কাহিনী।

বটম। খুব ভাল নাটক। এখন শোন কুইন্স, অভিনেতাদের নামগুলো এবার পড়।

কুইন্স। আমার ডাকের সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দাও। নিক বটম, তন্তুবায়।

বটম। হাজির। বল কি অভিনয় আমায় করতে হবে।

কুইন্স। তুমি নিক বটম করবে পিরামুসের অভিনয়।

বটম। পিরামুস কে? প্রেমিক না অত্যাচারী খল নায়ক?

কুইন্স। প্রেমিক, প্রেমের জন্য যে বীরের মত মৃত্যুবরণ করবে।

বটম। এই ধরনের অভিনয় করতে গেলে চোখে চাই প্রচুর অশ্রু। যদি আমি এই ভূমিকায় অভিনয় করি তাহলে দর্শকদের চোখে দেখবে অশ্রুর বন্যা বয়ে যাবে। আমি ঝড় ওঠাব তাদের বুকে। করুণরসাত্মক কিছু শোক প্রকাশও করব। তবে খল নায়কের ভূমিকায় আমি অভিনয় সবচেয়ে ভাল পারি। আমি যমরাজার ভূমিকায় যে ধরনের অভিনয় করি সে ধরনের অভিনয় করতে কেউ পারবে না। আবার একটা বিড়াল ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড করতে পারি জান?

প্রস্তর করে গর্জন
আকাশের বড় কম্পন
ভাঙে কারাপ্রাচীরের দ্বার—
সূর্যের রথ করে ঝলমল
ঘর্ঘর রবে আসে উজ্জ্বল
ভাগ্যের বোকামীকে করে চুরমার।

বড় উচ্চ ভাব। এখন অন্য নামগুলো বল। এটা যমরাজের অভিনয়ের সুর। খল নায়কের কণ্ঠের সুর। প্রেমিকের কণ্ঠ আরো করুণ হবে।

কুইন্স। ফ্রান্সিস ফ্লুট, হাপরওয়ালা।

ফ্লুট। এই যে আমি পিটার কুইন্স।

কুইন্স। তোমাকে করতে হবে থিসবির অভিনয়।

ফ্লুট। থিসবি কে? একজন ভ্রাম্যমাণ নাইট নাকি?

কুইন্স। একজন নারী যাকে পিরামুস ভালবাসত।

ফ্লুট। না, বিশ্বাস করো। আমি নারীর ভূমিকায় অভিনয় করব না। আমার দাড়ি বার হচ্ছে।

কুইন্স। তাতে কিছু যায় আসে না, কারণ তুমি ত মুখোস পরে অভিনয় করবে এবং যতদূর সম্ভব নিচু স্বরে কথা বলবে।

বটম। আমি যদি মুখোস পরে মুখটা লুকোতে পারি তাহলে আমাকে থিসবির ভূমিকাতেও অভিনয় করতে দাও। আমি ভয়ঙ্কর রকমের আস্তে গলায় বলব থিসবি, থিসবি (পরে গলাটা আরো নিচু করে) ও আমার প্রিয়তম পিরামুস, আমি হচ্ছি তোমার প্রিয়তমা থিসবি।

কুইন্স। না না, তোমাকে পিরামুসের অভিনয়ই করতে হবে। ফ্লুট, তুমিই করবে থিসবির অভিনয়।

বটম। ঠিক আছে। এর পরের নাম ডাক।

কুইন্স। রবিন স্টারভেলিং, দর্জি।

স্টারভেলিং। এই যে পিটার কুইন্স।

কুইন্স। স্টারভেলিং, তুমি করবে থিসবির মায়ের অভিনয়। টম স্নাউট, ঝালাই মিস্ত্রি।

স্নাউট। এই যে এখানে পিটার কুইন্স।

কুইন্স। তুমি করবে পিরামুসের পিতার অভিনয় আর আমি করব থিসবির পিতার অভিনয়। স্নাগ, কাঠের মিস্ত্রি করবে সিংহের অভিনয়। আশা করি এবার নাটকটা ভালই হবে, কারণ যোগ্য লোকদের উপরেই অভিনয়ের ভার দেওয়া হয়েছে।

স্নাগ। আচ্ছা সিংহের অভিনয়ের নাট্যসংলাপ সব লিখে ফেলেছ? যদি লিখে থাক ত দিয়ে দাও, আমার আবার পড়তে সময় লাগে।

কুইন্স। ওটা লেখা হবে না, ওটা এমনিই তুমি পারবে। কারণ সিংহের গর্জন ছাড়া আর কোন অভিনয়ের কথা নেই।

বটম। আমাকেও সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করতে দাও। আমি এমন ভাবে গর্জন করব যে সকলে যেন আমার গর্জন শুনতে বাধ্য হয়। এমন কি রাজাও বলতে বাধ্য হন, আবার গর্জন করো।

কুইন্স। কিন্তু সেটা এমন ভয়ঙ্কর ব্যাপার হবে যে মেয়েরা ভয়ে চিৎকার করে উঠবে এবং তার ফলে আমাদের সবাইকে ফাঁসি যেতে হবে।

সকলে। আমাদের মত সব মায়ের বেটাদেরই গলা কাটা যাবে।

বটম। আমি স্বীকার করছি বন্ধুগণ, মহিলাদের যদি আমরা ভয়ে বিহ্বল করে দিই আমাদের গলা কাটে তার জন্য, তবে আমি গলাটাকে এমনভাবে চড়িয়ে চেঁচাব যে মনে হবে পায়রা বক্‌বক্‌ম করছে অথবা নাইটিঙ্গেল পাখি ডাকছে।

কুইন্স। না তুমি করবে পিরামুসের অভিনয়। কারণ পিরামুস হচ্ছে খুব সুদর্শন মানুষ, খুব শান্ত ভদ্রলোক। সুতরাং তুমি পিরামুসের ভূমিকায় নামবে।

বটম। ঠিক আছে. আমি তাই করব। তবে কি রকম দাড়ি দিয়ে আমি অভিনয় করব ?

কুইন্স। কি ধরনের দাড়ি তুমি ধারণ করবে ?

বটম। তাহলে আমি পরব হয় পাকা ধান রঙের দাড়ি অথবা কমলালেবু রঙের দাড়ি, বেগুনে রঙের দাড়ি অথবা পাকা সোনা রঙের মোহরের মত হলদে দাড়ি।

কুইন্স। ফরাসী রাজার সোনার মুকুটে রাজার যে ছবি আছে তাতে তাঁর মাথায় চুল নেই। তাহলে তুমি বিনা দাড়িতেই অভিনয় করো। তাহলে শোন বন্ধুগণ, এই নাও সব তোমাদের অভিনয়ের সংলাপ। তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ ও অনুনয় বিনয়, কালকের রাতের আগেই এসব শিখে ফেল। কাল এই শহর থেকে মাইলখানেক দূরে যে বন আছে সেখানে আমরা এর মহড়া দেব। শহরের মধ্যে মহড়া দিলে লোক জমে যাবে। আমাদের অভিনয়ের কথা সবাই জেনে ফেলবে। তার আগে অভিনয়ের জন্য যা যা লাগবে তার একটা তালিকা তৈরি করব। আমার অনুরোধ কেউ যেন পালিয়ে যেও না।

বটম। আমরা সেখানে জড়ো হব। সেখানে খুব অশ্লীলভাবে ও বীরত্বের সঙ্গে মহড়া দেব। কেউ যেন ভুলো না, সবাই খুব ভালভাবে শিখবে। বিদায়।

কুইন্স। আমরা তাহলে রাজার উদ্যানে মিলিত হচ্ছি।

বটম। আর বলতে হবে না। আমরা একাজ করবই। রহুক তাজা পণ আমাদের।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। এথেন্সের সন্নিকটস্থ বন।

একদিক দিয়ে একটি পরী ও অন্যদিক দিয়ে পাক-এর প্রবেশ।

পাক। কেমন আছ নিশাচরী, কোথায় যাচ্ছ ?

পরী।
পাহাড় আর উপত্যকায় ঘুরি আমি সব সময়
বন বাদাড় তেপান্তর নাইক আমার কোনই ভয়।
জলে আগুনে সমানভাবে মরি আমি ঘুরে
চলি আমি সব জায়গায় চাঁদের থেকে জোরে।
পরী-রাণীর কথায় চলি তার যে আমি দাসী
মাঠে মাঠে শিশির ছড়াই মনের সুখে ভাসি।
ডোরাকাটা সরষে ফুল হলদে বুটির পাপড়ি
মণি মুক্তোর গয়না পরে, ওরা রাণীর সহচরী।
শিশির দিয়ে দুল গড়াব দাওগো মোরে বিদায়
পরীর-রাণী সদলবলে আসছেগো হেথায়।

পাক। আজ রাতে রাজা এখানে আনন্দোৎসব করবেন। দেখবে যেন পরীর রাণী তাঁর সামনে না যায়। কারণ পরীর রাজা ওবেরণ আজ দারুণ চটে গেছে। ভারতের রাজার কাছ থেকে একটা সুন্দর ছেলে আনিয়ে রাণী তাকে চাকর করে রেখেছে। আর রাজা তাকে অনুচর করে বনে বনে ঘুরে বেড়াতে চায়। কিন্তু রাণী জোড় করে ছেলেটাকে আটকে রেখে দিয়েছে। তাকে ফুলের মুকুট পরিয়ে চোখের মণি করে রেখেছে। বনে প্রান্তরে অথবা ঝর্ণার ধারে, দিনে অথবা রাতে রাজা রাণীর যখনি দেখা হয় তখনি ভয়ঙ্কর ঝগড়া হয় দুজনের মধ্যে আর তখন ভয়ে পরীরা সব ভুমুর ফুলের পাপড়ির মধ্যে লুকিয়ে থাকে।

পরী। হয় আমি তোমায় চিনতে ভুল করছি অথবা তুমিই সেই সর্ব দুষ্ট নিশাচর যার নাম রবিন ভাই। তুমিই ত গাঁয়ের মেয়েদের ভয় দেখিয়ে বেড়াও। মাখন তোলার সময় তাঁদের হাঁড়িতে এমন যাদু করো যে তারা হাঁপিয়ে ওঠে। তোমার জন্যই মদ খাঁজ হারিয়ে ফেলে। তুমিই নৈশ পথিকদের ভ্রান্ত পথে চালিত করো এবং তাদের করক্ষতিতে উপহাসের হাসি হাস। যারা তোমাকে ভদ্র পাক বলে ভাবে তুমি তাদের ভাল করো এবং তারা সৌভাগ্যের অধিকারী হয়

পাক। তুমি ঠিক বলেছ। আমিই প্রমোদাভিলাষী নিশাচর। আমি রাজা ওবেরণকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের দ্বারা হাসাই। আমি কোন মোটা পুরুষ ঘোড়ার পাশ দিয়ে মাদী ঘোড়ার মত ডাক দিয়ে গিয়ে তাকে উত্তেজিত করে তুলি। অনেক সময় আমি পান-পাত্রের ভিতরে ঢুকে পড়ি এবং বুড়িরা যখন পানপাত্রে চুমুক দিতে যায় তখন তাদের গায়ে মদ ঢেলে দিই। আবার যখন কোন বুড়ি করুণ গল্প বলতে বলতে বসার চৌকি খুঁজতে গিয়ে আমাকেই চৌকি বলে ভুল করে আমার উপর বসতে যায় তখন আমি সরে যাই আর সঙ্গে সঙ্গে ধপাস করে পড়ে যায় সে, আর কাশতে থাকে। আর তখন উপস্থিত সবাই আপন আপন পাছা ধরে জোর গলায় হাসতে থাকে। এর থেকে আনন্দ আর কিসে পাবে? কিন্তু পালাও, রাজা আসছে।

পরী। আবার রাণীও আসছে। রাজা এখন চলে গেলেই ভাল হয়।

একদিক দিয়ে ওবেরণ ও তার অনুচরবর্গ ও অন্যদিক দিয়ে
টিটানিয়া ও তার সহচরীদের প্রবেশ

ওবে। এই চন্দ্রালোকে কী অশুভ মুহূর্তেই না সাক্ষাৎ হলো, গর্বিতা টিটানিয়া।

টিটানিয়া। কে, হিংসাপরায়ণ ওবেরণ! পরীরা চল এখান থেকে। আমি ওর শয্যা আর সঙ্গ দুইই ত্যাগ করেছি।

ওবেরণ। দাঁড়াও উদ্ধত নিষ্ঠুরা পরী, আমি কি তোমার স্বামী নই?

টিটানিয়া। তাহলে আমিও তোমার স্ত্রী। কিন্তু আমি জানি তুমি পরীদের রাজ্য ছেড়ে লুকিয়ে মেষপালকের বেশে সারাদিন বসে বসে পাতার বাঁশি বাজিয়ে প্রেমের গান গেয়ে কামার্তা নারী ফিলিডাকে প্রেম নিবেদন করো। কেন তুমি ভারতের সুদূর তপভূমি থেকে এখানে এসেছ তাও আমি জানি। তোমার সেই রণোন্মাদিনী বলশালিনী প্রেমিকার সঙ্গে থিসিয়াসের বিয়ে হতে চলেছে। তুমি এখানে তাদের বাসরশয্যায় আশীর্বাদ বর্ষণ করতে এসেছ তাদের সুখ আর সম্পদের জন্য।

ওবে। হিপোলিটার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথাটা কোন লজ্জায় মুখে আন টিটানিয়া? তুমি জান থিসিয়াসের সঙ্গে তোমার গুপ্তপ্রেমের কথা আমি জানি। পেরিগোনার সঙ্গে যখন সে নর্মক্রীড়ায় রত ছিল তখন তুমি তার হাত ধরে সেই চন্দ্রালোকিত রাত্রিতে কোন নির্জন স্থানে টেনে

নিয়ে যাওনি ? এগনেস, এরিয়াডনে ও এ্যান্টিওপার সঙ্গে প্রেমের শপথ ভঙ্গ করতে বাধ্য করনি তাকে ?

টিটানিয়া। এগুলো হচ্ছে হিংসার বিষোদ্গার। সেই ভরা বসন্তের গোড়া থেকে কোন পাহাড়ে, উপত্যকায়, বনে প্রান্তরে, পাথর ঘেরা ঝর্ণার কূলে অথবা খরস্রোতা কোন নদীর ধারে অথবা কোন সমুদ্রের বালুকাবেলায় যেখানে শিষ দিতে দিতে চঞ্চল বাতাস আমাদের কেশগুচ্ছ নিয়ে খেলা করে—যেখানে যখনি আমাদের দেখা হয়েছে সেখানেই তোমার ঝগড়া বিবাদ আমাদের খেলার আনন্দ সব নষ্ট করে দিয়েছে। সুতরাং বাতাস শান্তির গান আর শোনাতে না পেয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে শোষণ করে নিচ্ছে যত কুয়াশা, আর সে কুয়াশা চারদিকের মূলদেশে ছড়িয়ে পড়ায় কুয়াশামধ্যস্থিত জলকণায় অসংখ্য মরা নদী খাল বিল ফুলে উঠে কূল ছাপিয়ে উদ্ধত ও আকাশচুম্বী হয়ে উঠছে। সুতরাং বলদের কাঁধে জোয়াল দিয়ে বৃথাই কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জমি চাষ করেছে, কারণ সব কচি ফসল যৌবনপরিণতি লাভ না করতেই বন্যার জলে তারা সব হেজে পচে যায়। জলে ডুবে যাওয়া মাঠের মাঝে গরুদের গোয়ালগুলো শূন্য হয়ে পড়ে আছে। মরা গরু ভেড়ার মাংস খেয়ে কাক শকুনিরা ফুলে উঠছে। জলে কাদায় ভরে গেছে লুকোচুরি খেলার মাঠ, সবুজ মাঠের মধ্য দিয়ে চলে যাওয়া পায়ে চলার পথের রেখা লোক চলাচল অভাবে বিলীন হয়ে গেছে। এই অকাল বর্ষার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে মানুষ শীতের আগমনের জন্য প্রতি রাত্রিতে করুণভাবে প্রার্থনা করছে। বন্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী চাঁদ ক্রোধে মলিন হয়ে সমস্ত আকাশ বাতাস জলে ভরিয়ে রাখে। ফলে নানারকমের রোগ দেখা দেয়। অকালে নেমে আসে শীত। গোলাপের মত পাপড়ির কোণে তুষারকণা জমে ওঠে। শীত তার মাথায় গ্রীষ্মফুলের কুঁড়ি নিয়ে অকালে এসে যেন উপহাস করছে। হাস্যময় বসন্ত, রুদ্র গ্রীষ্ম, রোষকষায়িতলোচন শরৎ, ক্রুদ্ধ শীত তাদের বেশ পরিবর্তন করেছে এমনভাবে যে কেউ তাদের চিনতে পারছে না। এইসব অশুভ ঋতু বৈচিত্র্য সব আমাদেরই ঝগড়া বিবাদের সৃষ্টি। আমরাই তাদের স্রষ্টা এবং উৎস।

ওবে। তাহলে এসব সংশোধন করো। সে ক্ষমতা তোমার মধ্যেই আছে। টিটানিয়া কেন তার স্বামী ওবেরণের অবাধ্য হবে ? আমি শুধু চেয়েছি ভৃত্য হিসাবে একটি সামান্য বালক।

টিটা। ও ব্যাপারে মনকে শান্ত করে রাখ। সমস্ত পরীর দেশ আমায় দান করলেও ও বালককে পাবে না আমার কাছ থেকে। ওর মা ছিল আমার পরম ভক্ত। ভারতের নাতিশীতোষ্ণ মৃদুমন্দ বাতাসে কত রাত্রিতে তার সঙ্গে বসে গল্প করেছি। সমুদ্রের শীতার্ত বেলাভূমিতে বসে বসে সমুদ্রে ভাসমান জাহাজের দিকে তাকিয়ে থেকেছি। দেখেছি কামোন্মত্ত বাতাসের স্পর্শে জাহাজের পালের গর্ভ সন্তান সম্ভাবনায় স্ফীত হয়ে উঠেছে। গর্ভস্ফীতা আমার সেই সহচরী—তখন এই বালকই ছিল তার পেটে সাঁতার কেটে গিয়ে সেইসব পণ্যবাহী জাহাজ থেকে কত সব জিনিস আমার জন্য চেয়ে নিয়ে আসত। সন্তান প্রসব করতে গিয়ে সে মারা যায় আর তারই খাতিরে তার এই ছেলেটাকে আমি মানুষ করি। তার স্মৃতির জন্যই এই ছেলেটাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।

ওবে। এই বনের মাঝে কতদিন থাকবে ?

টিটা। খুব সম্ভব থিসিয়াসের বিয়ের দিন পর্যন্ত। তুমিও কি আমাদের সঙ্গে নাচবে এবং চন্দ্রালোকিত রাতে আমাদের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করবে ? যদি তা না করো আমাদের সঙ্গ ছাড়ো। আমিও তোমাকে এড়িয়ে যাব।

ওবে। আমাকে ছেলেটাকে দাও, তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

টিটা। না, সারা পরীরাজ্য পেলেও দেব না। পরীরা চল চলে যাই। থাকলে আরো বেশী ঝগড়া হবে। (টিটানিয়া ও পরীদের প্রস্থান)

ওবে যাবে যাও। এই অপমানের জবাব হাড়ে হাড়ে টের না পাওয়া পর্যন্ত এ বন থেকে যেতে পারবে না। পাক, এদিকে এস। আচ্ছা তোমার মনে আছে একদিন যখন সমুদ্রের তীরে বসেছিলাম তখন একজন পরীর গান শুনতে পাই। তার গান ছিল এমনই মধুর যে সে গান শুনে বিক্ষুব্ধ সমুদ্র শান্ত হয়ে ওঠে মুহূর্তে, সে গান শোনার জন্য নক্ষত্রচারী কয়েকটি তারকা তাদের কক্ষপথ হতে ছুটে আসে।

পাক। হ্যাঁ আমার মনে আছে।

ওবে। ঠিক সেই সময়ে আমি লক্ষ্য করেছিলাম, তুই তা দেখিসনি, সেই হিমশীতল চাঁদ আর পৃথিবীর মাঝখানে কামদেব অনঙ্গ পুষ্পধনু হাতে দাঁড়িয়েছেন যুদ্ধ সাজে। পশ্চিম আকাশের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত তাপসী কিশোরী কুমারীকে লক্ষ্য করে সেই লক্ষ্য লক্ষ্যভেদী ফুলশর নিক্ষেপ করলেন অনঙ্গদেব।

কিন্তু আমি দেখলাম চন্দ্রের শীতল কিরণজালে সিক্ত হওয়ায় সেই ফুলশরের উত্তাপ গেল হারিয়ে। অপাপবিদ্ধা বিশাখা নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে এগিয়ে চললেন তাঁর আরাধ্য দেবতার সন্ধানে। আমি আরো দেখলাম কোথায় পড়ল সেই তীর। সে তীর পড়ল পশ্চিম উপকূলে কোন একটি দুগ্ধশুভ্র পুষ্পের উপর। প্রেমের আঘাতে সেই শুচিশুভ্র ফুল হয়ে উঠেছে বেদনায় নীল। কুমারীরা তার নাম দিয়েছে আলস্যের ফুল। সেই ফুল এখন আমায় এনে দে, তার গাছ আমি তোকে একদিন দেখিয়ে দিয়েছি। সেই ফুলের নির্যাস কোন নিদ্রিত নরনারীর আঁখিপল্লবে এক ফোঁটা পড়লেই সে এমন প্রেমোন্মত্ত হয়ে উঠবে যে পরদিন সকালে উঠেই সে যাকে দেখবে তাকে ভালবেসে ফেলবে। সেই ফুল এখনই নিয়ে আয়। কোন জলজ জন্তু এক মাইল সাঁতার কেটে যাবার আগেই তোকে এখানে ফিরে আসতে হবে।

পাক। আমি চল্লিশ মিনিটে সারা পৃথিবীটাকে পাক দিয়ে আসব।

(প্রস্থান)

ওবে। ফলটা একবার হাতে এলে হয়। আমি লক্ষ্য করব টিটানিয়া কখন ঘুমিয়ে পড়ে। আমি তখন তার চোখের পাতায় সে ফুলের নির্যাস ঢেলে দেব। ঘুম থেকে জেগে উঠে যাকেই সে প্রথম দেখবে তা সে সিংহ, ভালুক, নেকড়ে, ষাঁড় বা বাঁদর যেই হোক না কেন, তারই প্রেমে পাগল হয়ে যাবে সে। পাল্টা এক ওষুধ দিয়ে যা আমার কাছে আছে, এই প্রেমের ঘোরটা কাটান করার আগে পর্যন্ত সে এমনিই থাকবে। তার আগেই তার চাকরটাকে নিয়ে নেব। কিন্তু কারা আসছে না? আসুক, আমি ত অদৃশ্য; আমি অদৃশ্য অবস্থায় থেকে তাদের কথাবার্তা সব আড়ি পেতে শুনব।

দিমেত্রিয়াস ও তার পিছু পিছু হেলেনার প্রবেশ

দিমেত্রিয়াস। আমি তোমায় ভালবাসি না; সুতরাং আর আমার পিছু পিছু এস না। কোথায় লাইস্যাণ্ডার আর হার্মিয়া। একজনকে আমি বধ করব আর একজনের হাতে আমিই বধ হয়ে আছি। তুমি আমাকে বলেছিলে তারা গোপনে এই বনেই পালিয়ে এসেছে। আর এই বনের মধ্যে এসেই আমি বদ্ধ হয়ে আছি, কারণ আমি আমার হার্মিয়াকে দেখতে পাচ্ছি না। সুতরাং এখান থেকে চলে যাও তুমি; আর আমার পিছু পিছু এস না।

হেলেনা। হে নিষ্ঠুরহৃদয় উদ্ধত প্রিয়বর, তুমিই ত অমোঘ আকর্ষণে টেনে নিয়ে যাচ্ছ আমায়। আমার অন্তর ইস্পাতের মত সত্তায় কঠিন হয়ে আছে, তুমিই শুধু আমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছ। যে মন্ত্রবলে তুমি আমার আকর্ষণ করছ তা ত্যাগ করো, তাহলে আমি আর তোমায় অনুসরণ করতে পারব না।

দিমে। আমি কি তোমায় প্রলোভন দেখিয়েছি? আমি কি তোমার রূপের গুণগান করেছি? বরং আমি তোমায় সাদা কথা বলে দিয়েছি আমি তোমায় ভালবাসি না, ভালবাসতে পারি না।

হেলেনা। তাই বলেইত আমি তোমায় আরও ভালবাসি। আমি তোমার কুকুর দিমেত্রিয়াস, তুমি আমায় যতই মারবে ততই আমি জড়িয়ে ধরব তোমায়। তুমি আমাকে তোমার কুকুর হিসাবে জ্ঞান করবে, আমাকে তাড়িয়ে দেবে, মারবে, অবহেলা করবে তবু আমায় থাকতে দেবে তোমার কাছে কাছে। কুকুরের মতও যদি তোমার কাছে থাকতে পাই তাহলে সেটাই হবে আমার কাছে পরম সম্মানের কথা; এর বেশী কিছু আমি চাই না তোমার কাছে।

দিমে। আমার মধ্যে আর বেশী ঘৃণা জাগিও না। তোমাকে দেখলেই আমার গা বমি বমি করে, ঘৃণায় মাথাটা ঘুরে যায়।

হেলেনা। আর তোমাকে দেখতে না পেলেই আমার মন কেমন করে, মাথা ঘোরে।

দিমে। শহর ছেড়ে এসে একা একা যে তোমায় ভালবাসে না এমন এক জনের কাছে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে তোমার সতীত্বের উপর অনেকখানি অবিচার করেছ। রাত্রি আর এই নির্জনতার সুযোগ নিয়ে সে তোমার মূল্যবান সতীত্ব নষ্ট করতে পারে।

হেলেনা। তোমার সততাই আমার একমাত্র সাহস। তোমার মুখই আমার কাছে আলো; সুতরাং রাত্রিকে ত রাত্রি বলে মনে হচ্ছে না আমার। আর যেখানে তুমি রয়েছ সে জায়গা নির্জন নয় আমার কাছে, তুমিই আমার জগৎ। আমার জগৎ যেখানে আমার কাছে রয়েছে সেখানে আমি একা কোথায়?

দিমে। আমি ছুটে গিয়ে কোন বনের মাঝে লুকিয়ে পড়ব, তখন হিংস্র জন্তুদের কবলে পড়বে তুমি।

হেলেনা। তোমার অন্তরের মত হিংস্র কোন জন্তুই হতে পারে না যেখানে খুশি পালাও; রূপকথাকে উল্টে দেব। এ্যাপোলো পালিয়ে যাবে আর ডাফনে যাবে তার খোঁজে; কপোতী যাবে কপোতের সন্ধানে; শান্ত হরিণী যাবে বাঘকে ধরতে। সাহসী বীর যেখানে পালিয়ে যায় সেখানে কাপুরুষতা তাকে অনুসরণ করে।

দিমে। আমি আর দাঁড়াব না, কোন কথা শুনব না। আমাকে যেতে দাও, যদি আবার আমার পিছু পিছু আস তাহলে তোমার বিশ্বাস আর রক্ষা করতে পারব না। এই বনে আমি তোমার সতীত্বের ক্ষতি করব।

হেলেনা। মন্দিরে, নগরে, মাঠে আমার অনেক ক্ষতিই করেছ। ধিক দিমেত্রিয়াস, যে অন্যায় তুমি করেছ তা কলঙ্ক লেপন করেছে আমাদের নারীজাতির উপর। পুরুষদের মত নারী হয়ে আমাকে যুদ্ধ করতে হবে। নারীদের কাছেই ত প্রেম নিবেদন করে পুরুষরা। (দিমেত্রিয়াসের প্রস্থান) আমি তোমাকে অনুসরণ করব। আমার প্রেমাস্পদের হাতে মাথা রেখে আমায় মরতেই হবে, তার জন্য নরককেও স্বর্গে পরিণত করে তুলব আমি।

(হেলেনার প্রস্থান)

ওবে। বিদায় সুন্দরী। ভেবো না, এ বন ও ছেড়ে যাবার আগেই তোমাকেই পালাতে হবে আর ও-ই তোমার পিছু পিছু ছুটবে।

পাকের পুনঃপ্রবেশ

ফুলটা পেয়েছিস? স্বাগত হে পর্যটক।

পাক। হ্যাঁ, এই নাও।

ওবে। ওটা আমায় দিয়ে দে। আমি জানি গহন বনের মাঝে একটা নদী বয়ে গেছে। তার দুকূল ছেয়ে আছে জবা, বাসন্তী, কৃষ্ণচূড়া, গোলাপ প্রভৃতি ফুলের গাছ আর তাদের মাথার উপরে চন্দ্রাতপের মত আছে লজ্জাবতীর লতাকুঞ্জ। রাত্রির এক বিশেষ সময়ে সেই লতাকুঞ্জের নিচে ফুলদলের মাঝখানে ঘুমিয়ে থাকে টিটানিয়া। মৃদুস্বরে নেচে নেচে গান গেয়ে যায় পরীদের দল। দেখবি সাপেরা তাদের চকচকে খোলস ছেড়ে যায় সেই ফুলের বনে আর তার মাঝে একটা পরী অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারে। আমি এই ফুলের রস ঢেলে দেব টিটানিয়ার চোখের পাতায়। তার মনকে মাতিয়ে তুলব নানা রকম কুৎসিত কল্পনা আর কদর্য কামনায়। তুই এই ফুলের একটা অংশ নিয়ে খুঁজে দেখগে যা একটি সুন্দরী

মেয়ে একটা গ্রামী ছোকরার পিছু পিছু তার প্রেমে পাগল হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। ঐ ছোকরার চোখে এমনভাবে এ ফুলের রস ঢেলে দিবি যাতে ও ঘুম থেকে উঠেই চোখ মেলে তাকিয়েই মেয়েটিকে দেখতে পায়। শহুরে পোষাক পরনে দেখেই ছোকরাকে চিনতে পারবি। সাবধানে কাজটা করবি এমনভাবে যাতে মেয়ে ওর প্রেমে যতটা পাগল হয়েছে তার থেকে অনেক বেশী পাগল ও যেন হয়ে ওঠে মেয়েটার প্রেমে। ভোরের প্রথম পাখি ডাকার আগেই তুই ফিরে আসবি আমার কাছে।

পাক। ভয় করো না প্রভু। ভৃত্য তোমার একাজ সফল করবেই।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। বনের আর এক অংশ।

টিটানিয়া ও তার সহচরীদের প্রবেশ

টিটা। তোরা সব হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে আয়। গান কর। তারপর এখান থেকে চলে যা। তোদের কেউ কেউ শিউলি ফুলের কুঁড়ির মাঝে লুকিয়ে থাকা পোকাগুলোকে মারবি, কেউ চামচিকের সঙ্গে লড়াই করে তাদের চামড়ার ভাগ কেটে আনবি। তাই দিয়ে ছোট ছোট পরীদের জামা হবে। আবার কেউ কেউ আমাদের মত অদ্ভুত নিশাচরদের দেখে যারা অবাক হয়ে চেঁচাতে থাকে সেই পেঁচাগুলোকে তাড়িয়ে দিবি। এবার গান গেয়ে আমায় ঘুম পাড়িয়ে দে। তারপর আপন আপন কাজে চলে যাবি। আমি বিশ্রাম করব।

পরীরা গান করতে লাগল।

১ম পরী। জিবচেরা যত রং বেরঙের সাপ, কাঁটা কাঁটা শাওয়ালা ব্যাঙ, যতসব পোকামাকড়, তোরা কেউ পরীর রাণীর কাছে আসিস না, কোন গোলমাল করিস না।

সকলে। বুলবুলি আর গান গেয়ে যা ঘুমপাড়ানি গান
পরীর রাণীর ঘুম ধরেছে, খাড়া আছে তার কান।
ঘুম আয় রে ঘুম
রাত হলো যে নিঝুম।
দেখিস যেন যাদুকরী রাণীর ক্ষতি না করে
ছলনার জাল ছড়িয়ে দিয়ে মন যেন তার না কাড়ে।

'বুলবুলি আয় গান গেয়ে যা তুই যে গানের রাজা
রূপবতী রাণীর চোখে ঘুম দিয়ে যা—
আয়রে ঘুম আয়
রাত যে বয়ে যায়।

২য় পরী। লম্বা ঠ্যাং মাকড়সারা পালা সব এখান থেকে। কোন পোকা-মাকড় বা শামুক এদিকে আসবি না।

সকলে। বুলবুলি আয়, গান গেয়ে যা ঘুমপাড়ানি গান·· ইত্যাদি।

(টিটানিয়া ঘুমিয়ে পড়ল)

১ম পরী। ঘুমল রাণী, জুড়ল পাড়া, এবার সাঙ্গ করো খেলা। শুধু একজন থাক পাহারায়। (পরীদের প্রস্থান)

ওবেরণের প্রবেশ ও টিটানিয়ার চোখে ফুলের রস লেপন

ওবে। ঘুম থেকে জেগে উঠে যাকেই দেখবে তা সে বাঘ, ভালুক, বিড়াল, শুয়োর যাই হোক না কেন তাকেই তুমি ভালবাসবে; তারই প্রেমে পাগল হবে। তোমার চোখে তাকেই দেখতে তোমার ভাল লাগবে। তবে কোন বন্য জন্তু কাছে এলেই যেন জেগে উঠো।

লাইস্যাণ্ডার ও হার্মিয়ার প্রবেশ

লাই। সুন্দরী প্রিয়তমা, বনের মাঝে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে মূর্ছিতপ্রায় হয়ে পড়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি। আমরা এখন বিশ্রাম করব এখানে। দিনের জন্য অপেক্ষা করব।

হার্মিয়া। তাই হোক লাইস্যাণ্ডার। তুমি তোমার শোবার জায়গা খুঁজে নাও। আমি এই নদীতীরেই শুয়ে পড়লাম।

লাই। একটি ঘাসের চাপড়াই হবে আমাদের দুজনের বালিশ। এক হৃদয়, এক শয্যা, দুজনের বুকে এক শপথ।

হার্মিয়া। না লাইস্যাণ্ডার, আমার কথা শোন। একটু দূরে সরে শোও; এত কাছে শুয়ো না।

লাই। আমার কথার মানেটা বোঝ হার্মিয়া। আমার মনে কোন পাপ নেই। আমি বলতে চাই আমাদের দুজনের হৃদয় বাঁধা পড়ে গেছে; এ দুটো হৃদয়কে এক ভাবে দেখতে পারি আমরা। দুটি বুকে এক শপথ। সুতরাং তোমার পাশে আমাকে শুতে দিতে অস্বীকার করতে পার না, কারণ আমি কোন মিথ্যা কথা বলিনি।

হার্মিয়া। লাইস্যাণ্ডার বড় সুন্দর কথার জাল বুনতে পারে। আমি এত ছোট নই যে ভাবব তুমি মিথ্যা কথা বলছ। কিন্তু বন্ধু, প্রেমের মর্যাদা এবং শালীনতার খাতিরেই এখন একটু দূরে দূরে শোয়া উচিত। বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত ভদ্র ও গুণবান যুবক যুবতীরা এক জায়গায় শোয় না। সুতরাং একটু দূরে শোও। তোমার সারাজীবন ধরে আমার প্রতি তোমার প্রেম যেন অক্ষুণ্ণ থাকে তোমার মনে।

লাই। তাই হোক, তোমার প্রতি আমার ভালবাসার অবসান ঘটলে আমার জীবনেরও যেন অবসান হয়। আমি এখানে শুলাম। সুনিদ্রায় তোমার সব ক্লান্তির অবসান হোক।

হার্মিয়া। তোমার চোখে ঘুম জড়িয়ে এসেছে। (দুজনে ঘুমিয়ে পড়ল)

পাকের প্রবেশ

পাক। এই বনের মাঝে অনেক ঘুরলাম। কিন্তু সেই শহুরে ছেলেটাকে কোথাও দেখতে পেলাম না যার চোখে প্রেম জাগানো এই ফুলের রস ঢেলে দিতে পারি। চারদিকে এখন নিস্তব্ধ রাত্রি।—কিন্তু কে এখানে? শহুরে পোষাক এর পরনে। এই সেই যার কথা আমার প্রভু বলেছে। এই সেই মেয়েটিকে ঘৃণা করে যে মেয়েটি এই ময়লা মাটিতে শুয়ে ঘুমোচ্ছে মনের দুঃখে। হে সুন্দরী, তুমি এই প্রেমহীন নিষ্ঠুর নায়কের পাশেই শুয়ে রয়েছ। আমি তোমার চোখে এই মায়াময় ফুলের সব রসটুকু ঢেলে দেব। জেগে উঠেই সে দেখবে ঘুমের বদলে প্রেম নেমে এসেছে তার চোখে। আমি চলে গেলেই যেন জেগে ওঠে। এখন আমি ওবেরণের কাছে চলে যাচ্ছি।

(প্রস্থান)

দিমেত্রিয়াস ও হেলেনার বেগে প্রবেশ

হেলেন। একটু থাম প্রিয়তম দিমেত্রিয়াস, আমি হাঁপিয়ে উঠেছি, মরতে বসেছি।

দিমে। আমি বলছি তুমি চলে যাও এখান থেকে। আমার পিছু পিছু এসো না।

হেলেন। অন্ধকার রাতে আমাকে ফেলে তুমি পালিয়ে যাবে?

দিমে। থাক তুমি বিপদের মাঝে পড়ে। আমি একাই চলে য

দিমেত্রিয়াসের প্রস্থান

হেলেনা। আমার প্রেমিকের পিছু ছুটে ছুটে হাঁপিয়ে উঠেছি আমি। যতই কাতরভাবে প্রার্থনা করি ততই আমায় সে কষ্ট দেয়। যেখানেই থাক হার্মিয়া এখন কত সুখী। কারণ তার সুন্দর চোখের আকর্ষণ কত বেশী। কেমন করে তার চোখ এত উজ্জ্বল হলো। চোখের জলে ধুয়ে নয় নিশ্চয়। তা যদি হত তাহলে আমার চোখ হত আরো উজ্জ্বল, আমার চোখ অশ্রুজলে বিধৌত হয় তার থেকে অনেক বেশী। না না, আমি হচ্ছি পশুর মত কুৎসিত; আমাকে দেখলে বনের পশুরাও ভয়ে পালাবে, দিমেত্রিয়াস ত দূরের কথা। কোন সে এক ভ্রান্ত দুষ্ট আয়নায় নিজেকে দেখে হার্মিয়ার মুক্তোর মত চোখের সঙ্গে তুলনা করেছিলাম নিজের চোখের? কিন্তু কে এখানে? মাটিতে শুয়ে আছে লাইস্যাণ্ডার! মৃত না ঘুমন্ত? কিন্তু কোন রক্ত বা ক্ষতচিহ্ন দেখছি না ত তার গায়ে। লাইস্যাণ্ডার, যদি বেঁচে থাক, দয়া করে ওঠ।

লাই। (জেগে উঠে) হে সুন্দরী হেলেনা, তোমার জন্য আমি কঠিন অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হব। তোমার বুকের ভিতর চেয়ে আমি তোমার অন্তর দেখতে পাচ্ছি। কোথায় দিমেত্রিয়াস? আমার এই তরবারি দিয়ে সে নাম আমি মুছে দেব পৃথিবী থেকে।

হেলেনা। ওকথা বলো না লাইস্যাণ্ডার, বলো না ওকথা। দিমেত্রিয়াস তোমার হেলেনাকে ভালবাসলেও ওকথা বলো না, কারণ হার্মিয়া তোমাকে ভালবাসে। সুতরাং তার প্রেমেই সন্তুষ্ট থাক।

লাই। হার্মিয়ার প্রেমে সন্তুষ্ট থাকব! না, এর আগে তার সঙ্গে যে সব ক্লান্তিকর মুহূর্ত কাটিয়েছি তার জন্য এখন অনুতাপ করছি আমি। হার্মিয়াকে না, আমি ভালবাসি হেলেনাকে। দাঁড়কাককে বাদ দিয়ে কেউ কপোতকে ভালবাসবে না। মানুষের কামনা যুক্তিবোধের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সেই যুক্তিবলেই আমি তোমাকে বেশী যোগ্য বলে মনে করছি। সময় না হলে কোন বস্তুই পরিণতি লাভ করে না এবং আমিও তরুণ যুবক বলে এখনও যুক্তিবোধ আমার উন্নত হয়ে ওঠেনি। তথাপি বলছি আমার কামনা এবার থেকে যুক্তির দ্বারাই চালিত হবে। এবার থেকে তোমার চোখেই করব প্রেমের শাস্ত্রপাঠ।

হেলেনা। কিজন্য আমার এতখানি উপহাসের বস্তু করে তুলেছ? আমি কি তোমার এ অবজ্ঞার যোগ্য? দিমেত্রিয়াস যে আমার কাতর প্রেম

নিবেদন সত্ত্বেও আমার পানে একবার ফিরে তাকায়নি এইটাই কি যথেষ্ট নয়? তুমি আবার আমার এই অযোগ্যতার জন্ম উপহাস করবে? ঠিক আছে, এইভাবে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে প্রেম নিবেদন করে ভালই করলে। বিদায়। তবে এটাও বলে দিচ্ছি আমি তোমাকে আরো ভদ্র ভেবেছিলাম। কোন নারী একজনের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যান পেলে অন্য একজন যে তাকে উপহাস করে তা এই প্রথম দেখলাম। (প্রস্থান)

লাই। ও হার্মিয়াকে দেখতে পায়নি। ওইখানেই ঘুমোও হার্মিয়া এবং কখনো তুমি লাইস্যাণ্ডারের কাছে আর এসো না। প্রথমে খুব বেশী মিষ্টি খেলে পরে যেমন মিষ্টি দেখলেই পাকস্থলী সহ্য করতে পারে না, ভণ্ড গুরু যেমন মানুষকে নীতি উপদেশ দিয়ে তাদের প্রতারণা করে এবং পরে তাদের ঘৃণার পাত্র হয়, তুমিও তেমনি সেই মিষ্টি আর ভণ্ড গুরুর মত আমার ঘৃণার পাত্র হয়ে উঠেছ এখন। এতদিন তোমাকে যে সম্মান ও ভালবাসা দান করতাম তা এবার থেকে হেলেনাকে দান করব এবং আমি হব হেলেনার বীর প্রেমিক। (প্রস্থান)

হার্মিয়া। (হঠাৎ চমকে উঠে) আমাকে বাঁচাও লাইস্যাণ্ডার, রক্ষা করো আমায়। আমার বুকের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া এই সাপটাকে তুলে ফেলে দাও যা হোক করে। হায়, কী দুঃস্বপ্নই না দেখছিলাম আমি। লাইস্যাণ্ডার দেখ, কেমন আমি ভয়ে কাঁপছি। স্বপ্নে দেখছিলাম একটা সাপ আমার হৃৎপিণ্ডটা খাচ্ছে আর তাই দেখে তুমি হাসছ। লাইস্যাণ্ডার, কী তুমি এখানে নাই? লাইস্যাণ্ডার প্রিয়তম! হায় হায় কোথায় তুমি? তোমার প্রতিশ্রুত প্রেমের খাতিরে সাড়া দাও। ভয়ে আমি মূর্ছিতপ্রায় হয়ে উঠেছি। না, তাহলে দেখছি সে এখানে কাছেপিঠে কোথাও নেই। হয় তোমায় এখনি খুঁজে বার করব অথবা মৃত্যুবরণ করব। (প্রস্থান)

অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। বনভূমি। ঘুমন্ত অবস্থায় টিটানিয়া।

কুইন্স স্নাগ, বটম, ফ্লুট, স্নাউট ও স্টারভেলিং এর প্রবেশ

বটম। আমরা সবাই এসে গেছি ত?

কুইন্স। সব ঠিক আছে। মহড়ার পক্ষে বড় চমৎকার এই জায়গাটা।

এই সবুজ জমিটা আমাদের মঞ্চ হিসাবে ব্যবহৃত হবে আর এই হথর্ণ ফুলের ঝোপটা হবে আমাদের সাজঘর। রাজার কাছে যেমন অভিনয় করব তেমনি এখানেও মহড়া দেব।

বটম। পিটার কুইন্স।

কুইন্স। কি বলছ বিলি বটম।

বটম। 'পিরামুস থিসবি' এই মিলনান্ত নাটকে এমন কতকগুলো জিনিস আছে যা লোকের ভাল লাগবে না। প্রথমতঃ দেখ পিরামুস এক জায়গায় তার তরবারি বার করে আত্মহত্যা করতে যাবে। মেয়ে দর্শকরা তা সহ্য করতে পারবে না। এ বিষয়ে তুমি কি বলছ?

স্নাউট। মাইরি বলছি এ যে সাংঘাতিক ভয়ের কথা।

স্টার। আমার মনে হয় এই আত্মহত্যার ঘটনাটা বাদ দিলে হয়, আর সব ঠিক থাকবে।

বটম। মোটেই না। আমার একটা ফন্দী আছে, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমাকে একটা প্রস্তাবনা লিখে দাও; তাতে বলা হবে আমরা আমাদের তরবারি নিয়ে কারো কোন ক্ষতি করব না এবং পিরামুসের মৃত্যু ঘটবে না। এ ব্যাপারে তাদের আরো আশ্বস্ত করার জন্য বলা হবে যে আসলে এ পিরামুস পিরামুস না, এ হচ্ছে বটম নামে এক তাঁতী। তাহলে তারা আর ভয় পাবে না।

কুইন্স। ঠিক আছে, এই ধরনের একটা ভূমিকা লিখে দেওয়া হবে আট ছয় মাত্রার পয়ার ছন্দে।

বটম। আরো দুমাত্রা বাড়িয়ে আট আট করো না কেন।

স্নাউট। আচ্ছা মেয়েরা সিংহ দেখে ভয় করবে না?

স্টার। আমি জোর গলায় বলতে পারি আমারও তাই মনে হয়। ওরা ভয় পাবে।

বটম। বন্ধুগণ, নিজেরাই ভেবে দেখুন মেয়েদের মাঝখানে একটা সিংহকে আনা কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার হবে। জীবন্ত সিংহের থেকে ভয়ঙ্কর আর কোন প্রাণী হতে পারে না।

স্নাউট। তাহলে আর একটা ভূমিকা লিখে বলতে হবে যে ও আসলে সিংহ নয়।

বটম। না, ওর নামটা বলতে হবে আর সিংহটার ঘাড়ের পাশ দিয়ে ওর

আধখানা মুখও দেখাতে হবে। আর এ বিষয়টা ও নিজের মুখেই মেয়েদের সম্বোধন করে বলতে পারে 'হে মহিলাবৃন্দ অথবা সুন্দরী ললনাগণ, আমার ইচ্ছা অথবা আমার অনুরোধ অথবা আমার অনুনয় বিনয়, আপনারা ভয় পাবেন না অথবা ভয়ে কাঁপবেন না। আপনারা ভয় পেলে আমার জীবন যাবে। আপনারা যদি ভাবেন আমি সত্যিকারের সিংহ তাহলে জীবনে আমার দুঃখ রাখার জায়গা থাকবে না। না আমি তা নই। আর পাঁচজনের মত আমিও একজন মানুষ।' এরপর সে তার নামটা বলবে এবং তাদের সরাসরি বলবে ওর নাম কাঠের মিস্ত্রি স্নাগ।

কুইন্স। তাই হবে। কিন্তু আরো দুটো কঠিন ব্যাপার আছে। ঘরের মধ্যে চাঁদের আলো আনা যাবে কি করে? তোমরা জানো, পিরামুস ও থিসবি চাঁদের আলোয় মিলিত হবে।

স্নাউট। আমরা যে রাতে অভিনয় করবো সে রাতে চাঁদ আকাশে থাকবে ত?

কুইন্স। সে রাতে চাঁদ থাকবে।

বটম। কেন আমরা যে ঘরে অভিনয় করব সেই ঘরের বড় জানালাটা খুলে দিলেই চাঁদের আলো এসে পড়বে।

কুইন্স। হ্যাঁ, অথবা একটি লোক এক হাতে কাঁটা ঝোপ আর অপর এক হাতে লণ্ঠন নিয়ে এসে মঞ্চে বলবে সে চাঁদের আলোর ভূমিকায় অভিনয় করবে। আর একটা কঠিন ব্যাপার আছে; মঞ্চের উপর একটা দেওয়াল চাই। কারণ গল্পে আছে পিরামুস আর থিসবি প্রাচীরের ফুটো দিয়ে প্রেমালাপ করেছিল।

স্নাউট। একটা আস্ত দেয়াল ত মঞ্চের উপর তুলে আনা যায় না। তুমি কি বল বটম?

বটম। একটা লোক দেয়ালের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারে। তার গায়ে লেপা থাকবে চূণ সুরকি। সে তার আঙুলগুলো এমনি করে তুলে ধরবে আর তার ফাঁক দিয়ে পিরামুস আর থিসবি কথা বলবে।

কুইন্স। তা যদি হয় তাহলে ত সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। বস বস সব মায়ের বেটারা, আপন আপন অভিনয়ের মহড়া দাও। পিরামুস তুমিই সুরু করো প্রথমে। তোমার অভিনয়ের মহড়া হয়ে গেলে ঐ ঝোপে চলে যাবে। এমনি করে প্রত্যেকে নিজের নিজের কাজ হয়ে গেলে ওখানে চলে যাবে।

পশ্চাতে পাকের প্রবেশ

পাক। এরা আবার কারা যত সব গেঁয়ো ভূতের দল, পরীরাণীর দোলনার পাশে লম্ফঝম্ফ করছে? কি অভিনয় হচ্ছে? আমিও তাহলে শুনব।

কুইন্স। বল পিরামুস। থিসবি, উঠে দাঁড়াও।

বটম। থিসবি, ফুলের যেমন রঙ্গ বড়ই মধুর।

কুইন্স। রঙ্গ নয়, গন্ধ।

বটম। গন্ধ বড়ই মধুর। তেমনি মধুর তোমার শ্বাসপ্রশ্বাস প্রিয়তমা থিসবি। কী এক কণ্ঠস্বর শুনছ না! তিষ্ঠ হেথা ক্ষণকাল। অল্প কিছুকাল পরেই আবার ফিরিব হেথা। (প্রস্থান)

পাক। এমন পিরামুসের অভিনয় কখনো শুনিনি। (প্রস্থান)

ফ্লুট। এবার আমি বলি?

কুইন্স। হ্যাঁ বল তুমি। কারণ তোমায় বুঝতে হবে সে একটা শব্দ শুনে দেখতে গেছে এবং এখনি এখানে আসবে।

ফ্লুট। অতীব উজ্জ্বলকান্তি পিরামুস, শ্বেতপদ্মনিভ গাত্রবর্ণ যার কণ্টকবৃন্তে প্রস্ফুটিত রক্তজবাসম সতত প্রাণোচ্ছল তুমি, বিত্তবান ইহুদীর মত সুন্দর, ক্লান্তিহীন অশ্বের মত বিশ্বস্ত। নিনির সমাধিক্ষেত্রে দেখা হবে তোমায় আমায়।

কুইন্স। 'নিনি' নয় 'নিনাসের'। এখন ওসব বলছ কেন? ওকথা বলবে পিরামুসের কথার উত্তরে। একসঙ্গে সব কথা বলে যাচ্ছ কেন? পিরামুস এবার প্রবেশ করো। 'ক্লান্তিহীন অশ্বের মত' কথাটা শুনেই ঢুকবে।

ফ্লুট। বুঝেছি। ক্লান্তিহীন অশ্বের মত বিশ্বস্ত।

পাক ও বটমের প্রবেশ। বটমের মাথায় গাধার মাথা।

বটম। যদি আমি সুন্দর হই থিসবি তাহলে সে সৌন্দর্য তোমারই।

কুইন্স। কী ভয়ঙ্কর, কী আশ্চর্য ব্যাপার! ভূত এসেছে। বন্ধুগণ পালাও। আমাদের রক্ষা করো কে আছ। (বটম ও পাক ছাড়া সকলের প্রস্থান)

পাক। তোমরা যেখানে যাবে আমিও সেখানে যাব। আমি তোমাদের চারদিকে মাচিয়ে নিয়ে বেড়াব। কখনো জলাশয়, কখনো ঝোপঝাড়, কখনো কাঁটার মধ্যে দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াব তোমাদের। কখনো আমি মায়াব ঘোড়া, কখনো হব শিকারী কুকুর, কখনো শুয়োর, কখনো মাথাকাটা

ভালুক, আবার কখনো হব বা আগুন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পশুর ডাক ডাকব। (প্রস্থান)

বটম। পালিয়ে গেলে কেন? আমাদের ভয় দেখাবার জন্য এটা ওদের এক ছলনা ছাড়া আর কিছুই না।

স্নাউটএর পুনঃপ্রবেশ

স্নাউট। ও বটম, তুমি একেবারে বদলে গেছ। কি দেখছি তোমার মাথায়?

বটম। কী আবার দেখবে? তোমার নিজের মাথাটা গাধার মত বলেই সবারই মাথাটা গাধার মত দেখছ। (স্নাউটের প্রস্থান)

কুইন্সের পুনঃপ্রবেশ

কুইন্স। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন বটম। ঈশ্বর মঙ্গল করুন। তুমি বদলে গেছ একেবারে। একেবারে রূপান্তরিত। (প্রস্থান)

বটম। আমি তাদের চাতুরি বুঝতে পেরেছি। ওরা আমাকে গাধা বানাতে চায়, আমাকে ভয় দেখাতে চায়। আমি এ জায়গা থেকে নড়ব না, তারা যা পারে করুক। আমি এখানে পায়চারি করব, গান করব। আমি যে ভয় পাইনি তা তারা বুঝুক। (গান)

কোকিলের রং হোক না কালো
গানটা যে তার ভাল
কাকাতুয়ার ঝুঁটি ভাল
কথাটা যে তার কালো।

টিটানি। কোন সে দেবদূত গান গেয়ে আমাকে আমার কুসুমশয্যা থেকে জাগাল?

বটম। (গান করতে লাগল) শালিক চড়ুই ভরত পাখি কোকিল গান গায়।
পথের মানুষ কানে শুনে কাজে চলে যায়।

যাবে না ত কি করবে? কে বসে বসে বোকা পাখির কথা শুনে বুদ্ধির অপচয় করবে? কে পাখিটাকে বলবে যে সে মিথ্যা কথা বলছে? কে তাকে বলবে এতকাল ধরে 'কু' 'কু' করে ডাকছে কিন্তু কেউ তোমার সাড়া দেয়নি?

টিটা। হে মর্ত্যবাসী, আমার অনুরোধ, আবার গাও। তোমার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে গেছে আমার কান। তোমার রূপ দেখে বিমোহিত হয়ে গেছে

আমার চোখ। তোমার বিবিধ সদ্গুণের শক্তি আমাকে এমনভাবে বিচলিত করে তুলেছে যে প্রথম দর্শনেই তোমার কাছে আমি প্রেমের শপথ না করে পারছি না।

বটম। আমার মনে হয় গিন্নীমা, এসব কথা বলার কোন কারণ নেই। তবু সত্যি কথা বলতে কি, আজকাল ভালবাসার সঙ্গে যুক্তির কোন সম্পর্ক নেই। আজকাল অনেক প্রতিবেশীর মধ্যে কোন বন্ধুত্ব নেই। তবে ক্ষেত্র বিশেষে আমি রসিকতা করতে পারি।

টিটা। তুমি দেখতে যেমন সুন্দর জ্ঞানে তেমনি পণ্ডিত।

বটম। একথাও বলার কোন প্রয়োজন নেই। শুধু এই বন থেকে বার হবার বুদ্ধিটুকু যদি পেতাম তাহলে উদ্ধার হয়ে যেতাম।

টিটা। এই বনের বাইরে চলে যেতে চেও না। তুমি না চাইলেও এই বনেই তোমায় থেকে যেতে হবে। আমি কমদরের অপ্সরী নই। আমার দেহে এখনো যৌবন আছে এবং আমি তোমাকে ভালবাসি। সুতরাং চল আমার সঙ্গে। আমি তোমাকে আমার পরীদের দেব, তারা তোমার সেবা করবে। তারা সমুদ্রের তলা থেকে কত মণিমুক্তো তুলে এনে দেবে। ফুলশয্যায় যখন তুমি নিদ্রা যাবে তখন তোমার কাছে ঘুম পাড়ানি গান গাইবে। আমি তোমার স্থূল দেহটাকে এমন সূক্ষ্ম করে তুলব যে তুমি বাতাসের মত যাওয়া আসা করবে। মটরফুল! মাকড়সার জাল! প্রজাপতি আর সর্ষেবীজ!

মটরফুল, মাকড়সার জাল, প্রজাপতি ও সর্ষেবীজের প্রবেশ

মটরফুল। তৈরি।

মাকড়সার জাল। আমিও প্রস্তুত।

সর্ষেবীজ। আমিও তাই।

সকলে। কোথায় আমরা যাব?

টিটা। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করো, এঁর মুখে চোখে হাসি ফুটিয়ে তোল আর এঁকে নিয়ে লাফালাফি ছোটাছুটি করো। বন থেকে কিসমিস, নীল আঙুর, সবুজ ডুমুর, ডালিম এনে খাওয়াও। মৌমাছিদের মৌচাক থেকে মধুভাণ্ড চুরি করে এনে তার মোম দিয়ে বাতি তৈরি করো, তারপর জোনাকির আগুন দিয়ে সেই বাতি জ্বালাও। সেই আলোতে আমার প্রিয়বর আহার বিহার করবে। রঙীন প্রজাপতির পাখনা ছিঁড়ে

এনে তাই দিয়ে পাখা বানিয়ে তাকে বাতাস করবে। দেখবে জ্যোৎস্নার আলো তার চোখে লেগে যেন তার ঘুম ভাঙিয়ে না দেয়। শোন পরীরা, তোমরা ওঁকে মাথা নত করে প্রণাম করো।

মটর। জয় হোক হে মর্ত্যবাসী!

মাকড়সা। জয় হোক।

প্রজাপতি। জয়।

সর্ষে। জয়।

বটম। মহাশয় মাকড়সার জাল, আমি তোমাদের সঙ্গে আরো ভালভাবে আলাপ করতে চাই। যদি আমার আঙুল কেটে যায় তাহলে তোমাকে বলব, মাকড়সার জাল বুনে আঙুলটা আমার বেঁধে দেবে। তোমার নাম কি ভাই?

মটর। মটরফুল।

বটম। তোমার বাবা মাকে আমার নমস্কার জানিও। আমি তোমার সঙ্গেও ভাল করে আলাপ করতে চাই। আচ্ছা তোমার নাম কি?

সর্ষে। সর্ষেবীজ।

বটম। হে ভদ্র সর্ষেবীজ, আমি তোমাদের ধৈর্যের কথা জানি। সর্ষেবাটা দিয়ে গোমাংস রান্না করার জন্য তোমাদের পরিবারের অনেকের প্রাণ গেছে। তোমাদের পরিবারের কষ্ট দেখে এর আগেও আমার চোখে কতবার জল এসেছে। আমি তোমার সঙ্গে আরো ভাল করে আলাপ করতে চাই।

টিটা। নাও তাঁর সেবা করো, আমার কুঞ্জবনে ওঁকে নিয়ে এস। আজ আমার মনে হচ্ছে চাঁদের চোখেও জল আর তাই দেখে ছোট ছোট ফুলগুলোও কাঁদছে। তাদের উপর জোর করে যে কৌমার্যব্রত চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তার জন্য দুঃখ করছে। আমার প্রেমিককে নীরবে এখানে নিয়ে আসবে, তাঁর মুখ থেকে যেন কোন কথা বার না হয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য। বনের আর এক অংশ

ওবেরণের প্রবেশ

ওবে। বুঝতে পারছি না টিটানিয়া উঠল কি না। জেগে উঠে প্রথমে কাকে দেখতে পেল আর কার প্রেমে পাগল হয়ে গেছে কে জানে।

পাকের প্রবেশ

এই আমার দূত এসে গেছে। কিরে পাগলা খবর কি? ভূতুরে নিশাচর ভর্তি এই নৈশ বনের খবর কি?

পাক। আমাদের রাণী এক বিরাট জন্তুর প্রেমে পড়েছে। তিনি যখন তাঁর কুঞ্জবনের নিকটে ঘুমোচ্ছিলেন এথেন্স শহরের কলে কারখানায় কাজ করা খেটে খাওয়া একদল অভদ্র শ্রমিক নাটকের মহড়া দিচ্ছিল। থিসিয়াসের বিয়ে উপলক্ষে এই নাটকটা মঞ্চস্থ করার কথা ছিল। সেই লোকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে যেটা মাথামোটা নীরেট বোকা সে করছিল পিরামুসের অভিনয়। সহসা সে একবার একটা ঝোপের মাঝে ঢুকতেই আমি তার মুণ্ডুটা সরিয়ে তার ঘাড়ে একটা গাধার মাথা চাপিয়ে দিলাম। একটু পরে থিসবি তাকে ডাকতেই সে ঝোপ থেকে সেই অবস্থায় বেরিয়ে এল। শিকারীর বন্দুকের গুলির শব্দে রাজহাঁস অথবা খয়েরি রঙের বন ময়নার ঝাঁক যেমন আকাশে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উড়ে যায় তেমনি তার ঘাড়ে গাধার মাথা দেখে তার সঙ্গীরাও ভয়ে পালাতে লাগল। 'খুন' 'বাঁচাও' এই বলে চিৎকার করতে করতে এ ওর ঘাড়ে পড়তে লাগল। তাদের এমন ভীত সন্ত্রস্ত ও কাণ্ডজ্ঞানহীন অবস্থায় দেখে বনের অচেতন বস্তুগুলো যেমন লতাপাতা কাঁটাগাছ তাদের গায়ের উপর থেকে জামা, দস্তানা, টুপী প্রভৃতি কেড়ে নিতে লা ল। এইভাবে তাদের ভয়ে দৌড়ঝাঁপ করিয়ে তাড়িয়ে দিলাম সেখান থেকে। সেখানে রয়ে গেল শুধু পিরামুস আর ঠিক সেই মুহূর্তে টিটানিয়া ঘুম থেকে জেগে উঠেই তাকে দেখে সরাসরি তাকে ভালবেসে ফেললেন।

ওবে। আমি যা ভেবেছিলাম তার থেকে বরং ভাল হয়েছে। কিন্তু আমি এথেন্সের যে ছোড়াটার চোখে ফুলের রস ঢালতে বলেছিলাম তা ঢেলেছ কি ?

পাক। আমি তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেয়ে তার চোখে ঢেলে দিয়েছি রসটা। মেয়েটা তার পাশেই শুয়েছিল। সে ঘুম থেকে উঠেই মেয়েটাকে চোখে চেয়ে দেখতে বাধ্য হবে।

দিমেত্রিয়াস ও হার্মিয়ার প্রবেশ

ওবে। সরে যা, লুকিয়ে পড়। এই সেই ছোকরা।

পাক। সেই মেয়েটা বটে কিন্তু ছোড়াটা সেই নয়ত।

দিমে। যে তোমাকে ভালবাসে কেন তাকে তুমি এমন কটু কথা বলছ ? তিক্ত কটু কথা তুমি তোমার শত্রুকে বলবে।

হার্মিয়া। আমি তোমাকে শুধু এখন ভৎ‍‍‌সনা করছি। কিন্তু তোমাকে আরো কঠিন শাস্তি দেওয়া উচিত। যদি তুমি ঘুমন্ত লাইস্তাণ্ডারকে খুন করে থাক তাহলে তোমাকে অভিশাপ দেওয়া উচিত। রক্তে যখন একবার পা

ডুবিয়েছ তখন ভাল করেই তাতে ডোব। আমাকেও হত্যা করো। দিনের কাছে সূর্য যেমন সত্য তেমনি সেও আমার কাছে সত্য। সে কি ঘুমন্ত হার্মিয়ার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে? তা যদি হয় তাহলে পৃথিবী দ্বিধা হবে আর সেই রন্ধ্রপথে চন্দ্র চলে যাবে পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে আর তাই দেখে তার ভাই সূর্য হবে ক্ষুব্ধ। কিন্তু তা হতে পারে না, সুতরাং তুমি তাকে হত্যা করেছ। আর তোমার চোখ মুখ হত্যাকারীর মতই দেখাচ্ছে।

দিমে। আমি ত হত্যাকারী নই, আমি নিজেই নিহত এবং নিহতের মতই আমাকে শীর্ণ মলিন দেখাচ্ছে। আর তুমিই হচ্ছ হত্যাকারী, তোমার সুকঠিন নিষ্ঠুরতার দ্বারা নিষ্পেষিত হয়েছে আমার অন্তর। অথচ স্বীয় মণ্ডলে অধিষ্ঠিতা নক্ষত্রের মতই উজ্জ্বল দেখাচ্ছে তোমাকে।

হার্মিয়া। কিন্তু কোথায় আমার লাইস্যাণ্ডার? ভদ্র সুজন দিমেত্রিয়াস, তুমি আমার লাইস্যাণ্ডারকে ফিরিয়ে দাও।

দিমে। তার থেকে আমি বরং তার মৃতদেহটা আমার কুকুরকে দিয়ে দেব।

হার্মিয়া। দূর হয়ে যাও কুকুর কোথাকার। তুমি আমার কুমারী মনের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়েছ। তুমি কি তাহলে তাকে হত্যা করেছ। সে কি আর মানুষের জগতে বেঁচে নেই। সত্যি বল, অন্তত আমার খাতিরে একবার সত্য কথা বল। জাগ্রত অবস্থায় তার মুখের দিকে তাকাবার তোমার সাহস ছিল না বলেই নিদ্রিত অবস্থায় তাকে হত্যা করেছ তুমি। তুমি যে বীরত্বের কাজ করেছ সে কাজ ত কোন সাপ বা বিষাক্ত পোকামাকড়ই করতে পারত। তবে তুমি হচ্ছ দুমুখো সাপের থেকেও ভয়ঙ্কর।

দিমে। অকারণে উত্তেজিত হয়ে বাক্যব্যয় করছ তুমি। আমি লাইস্যাণ্ডারের রক্তপাত ঘটাইনি। আর সে মৃতও নয় একথা আমি অন্ততঃ বলতে পারি।

হার্মিয়া। তাহলে বল সে ভাল আছে।

দিমে। যদি তা বলি তাহলে কি পাব তার প্রতিদানে?

হার্মিয়া। আমাকে আর কখনো না দেখার সুযোগ। তোমার ঘৃণ্য সাহচর্য থেকে দূরে চলে যাচ্ছি আমি। সে বেঁচে থাক আর না থাক বা মরে যাক আর কখনো দেখা করো না আমার সঙ্গে। (প্রস্থান)

দিমে। তার এই উত্তেজনার সময় তার পিছু পিছু গিয়ে কোন লাভ নেই। এইখানেই কিছুক্ষণ আমি থাকব। দুঃখের কাছে ঋণে দেউলিয়া হয়ে ঘুম

পালিয়ে বেড়ানোর ফলে দুঃখের বোঝা আরো ভারী হয়ে উঠেছে। এখানে একবার ঘুমিয়ে নিয়ে সে ঋণ কিছুটা শোধ করি। (শুয়ে পড়ল)

ওবে। কি করেছ তুমি? সম্পূর্ণ ভুল করে সেই ফুলের রসটা একজন প্রকৃত প্রেমিকের চোখে ঢেলে দিয়েছ? তোমার এই ভুলের ফলে প্রকৃত প্রেম মিথ্যা হয়ে যাবে, মিথ্যা বা অবিশ্বস্ত প্রেম সত্য বা খাঁটি হয়ে উঠবে না।

পাক। ভাগ্যচক্রে এমন হয়েছে। শপথভঙ্গকারী অবিশ্বস্ত লক্ষ প্রেমিকের মাঝখানে একজন যে খাঁটি সাদা প্রেমিক আছে তা কেমন করে জানব?

ওবে। বাতাসের থেকে দ্রুত গতিতে এই বনের ভিতর যাও। হেলেনা নামে এথেন্স শহরের এক মেয়ে আছে, তাকে খুঁজে বার করো। প্রেমের ফুলশরে জর্জরিত হয়ে ম্লান মুখে দুঃখে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে সে। কোন মায়ামন্ত্র বলে তাকে নিয়ে এস এখানে। তার সামনে ছোকরাটার চোখদুটোকে মন্ত্রমুগ্ধ করে দেব।

পাক। তাতার দস্যুর তীরের থেকে দ্রুত গতিতে আমি যাচ্ছি। (প্রস্থান)

ওবে। কন্দর্পের তীরের ছোঁয়ায় পবিত্র এই ফুল
তার চোখের মণির মাঝে গিয়ে ছুটিয়ে দেবে ভুল।
ঘুম থেকে সে জেগে উঠে যেন দেখে প্রেমিকাকে
স্বাতীর মত সুন্দরী দেখায় যেন তাকে।
তাকে দেখার সাথে সাথে মোহ সব তার টোটে
তারই প্রেমে পাগল হয়ে পিছু পিছু ছোটে।

পাকের পুনঃপ্রবেশ

পাক। আমাদের পরীর দেশের প্রভু, হেলেনা কাছেই রয়েছে। যে ছোঁড়াটাকে ভুল করে ফুলের রস দিয়েছিলাম সেটা তাকে প্রেম নিবেদন করছে। আমরা কি তাদের সেই প্রেমাভিনয়ের দৃশ্য দেখব? হায় মানুষ কি বোকা!

ওবে। সরে যাও। ওদের গোলমাল দিমেত্রিয়াসের ঘুম ভাঙিয়ে দেবে।

পাক। তাহলে দুজনে একটা মেয়েকেই প্রেম নিবেদন করবে। তাহলে সেটা দারুণ মজার ব্যাপার হবে। এইসব এলোমেলোভাবে ঘটা যত সব কাণ্ড আমার খুব ভাল লাগে।

লাইস্যাণ্ডার ও হেলেনার প্রবেশ

লাই। কেন তুমি একথা ভাবছ যে আমি তোমাকে ঠাট্টা করে প্রেম

নিবেদন করছি? চোখের জলে কখনো ঠাট্টা বিদ্রূপ ফুটে পারে না। দেখ যখন আমি প্রেমের শপথ করছি তখন জল ঝরছে আমার চোখে। এতেও তোমার বিশ্বাস হয় না?

হেলেনা। তোমার ছলনা ও চতুরালি ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। সত্য দিয়ে সত্যকে হত্যা করছ তুমি। ও শঠ বকধার্মিক, তুমি আমার কথাগুলোই মুখে বলছ। তুমি এ শপথ ত হার্মিয়াকে দিয়েছ। সে শপথ ভঙ্গ করবে তুমি? এদিকে ওদিকে দুদিকেই শপথ নিক্তিতে ওজন করে দেখ, দুটোরই কোন গুরুত্ব নেই। রূপকথার কাহিনীর মত হালকা।

লাই। ওর কাছে যখন প্রেমের শপথ করেছিলাম তখন আমার কোন বিচারবুদ্ধি ছিল না।

হেলেনা। আমার মতে এখনো তোমার বুদ্ধি অপরিণত। তোমার কথার দাম নেই।

লাই। দিমেত্রিয়াস তাকে ভালবাসে আর সে তোমায় ভালবাসে না।

দিমে। (জেগে উঠে) ও হেলেন দেবী, পরী, রূপে গুণে অতুলনীয়া। কিসের সঙ্গে তুলনা করব তোমার অপরূপ চোখের? স্ফটিক হচ্ছে এর তুলনায় কর্দমাক্ত। পাকা জামের থেকেও রসাল তোমার অধরোষ্ঠ। পূবের বাতাসে নিদ্রিত সুউচ্চ সুমেরু পর্বতের অতিশুভ্র তুষারও তোমার হাতের তুলনায় কাকের মত কালো। দাও তোমার সেই শুভ্র কমনীয় হাতে চুম্বন করে পরম আনন্দ লাভ করি।

হেলেনা। কী অন্যায়, কী নারকীয় নিষ্ঠুরতা। তোমরা সকলেই আমাকে নিয়ে আমোদ করছ। যদি তোমরা ভদ্র হতে, যদি তোমাদের সৌজন্যবোধ থাকত তাহলে তোমরা আমার এমন ক্ষতি করতে না। তুমি কি আমায় ঘৃণা করতে পার না যে ঘৃণার সঙ্গে আমি ভালভাবেই পরিচিত? তা না করে তুমিও ঠাট্টা তামাশা করছ. তোমরা যদি মানুষের মত মানুষ হতে তাহলে একটা মেয়েকে নিয়ে এমন করতে না। তাকে আসলে ঘৃণা করা সত্ত্বেও তার রূপ গুণের কপট প্রশংসায় এমন পঞ্চমুখ হতে না। তোমরা দুজনেই হার্মিয়ার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী। এখন এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীই হেলেনাকে উপহাস করছ। নির্মম উপহাসের দ্বারা একটা কুমারী মেয়ের চোখে জল আনছ. তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাচ্ছ এবং এই ভাবে মজা পাচ্ছ।

লাই। তুমি বড় নির্দয় দিমেত্রিয়াস; এরকম করো না। তুমি হার্মিয়াকে

ভালবাস। যেটা তুমিও জান আমিও জানি। এবং আমি সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় হার্মিয়ার প্রেমে আমার সব দাবি ত্যাগ করলাম, তার বিনিময়ে তোমার হেলেনাকে আমায় দাও। হেলেনাকে আমি ভালবাসি এবং আমার সারা জীবন ধরে ভালবেসে যাব।

হেলেনা। বৃথা প্রেমের পরিহাসে কোন লাভ নেই।

দিমে। লাইস্তাণ্ডার, তোমার হার্মিয়াকে তুমি রেখে দাও। যদি কোনদিন তাকে আমি ভালবেসে থাকি তাহলে সে ভালবাসার এখন কিছুই অবশিষ্ট নেই। আমার অন্তর অতিথির মত তার আতিথ্য গ্রহণ করেছিল কিছুদিনের জন্য, তারপর তার আসল বাড়ি হেলেনের কাছে ফিরে এসেছে।

লাই। হেলেন, তা কখনো হতে পারে না।

দিমে। না বুঝে শপথ ভঙ্গ করো না, বিপদ হবে। ঐ তোমার প্রেমিকা আসছে।

হার্মিয়ার প্রবেশ

হার্মিয়া। যে কালো রাত্রি মানুষের চোখের আলো কেড়ে নেয় সেই রাত্রিঃ তার কানকে আরো তীক্ষ্ণ ও সজাগ করে তোলে। এইভাবে দর্শনেন্দ্রিয়ের শক্তি কিছুটা কেড়ে নিয়ে তার শ্রবণেন্দ্রিয়ের শক্তিটা বাড়িয়ে দেয়। লাইস্তাণ্ডার, আমার চোখ তোমাকে খুঁজে পায়নি, আমি তোমার কণ্ঠস্বর শুনে শুনে এসেছি এখানে। কিন্তু কেন তুমি আমাকে নির্দয়ভাবে সেখানে একা ফেলে রেখে এসেছিলে?

লাই। হৃদয়ে প্রেমের তাড়না অনুভব করলে কি করে সেখানে থাকি বল?

হার্মিয়া। কোন প্রেম লাইস্তাণ্ডারকে অন্যত্র নিয়ে যেতে পারে আমার কাছ থেকে।

লাই। সুন্দরী হেলেনার প্রতি লাইস্তাণ্ডারের নবজাগ্রত প্রেম তাকে থাকতে দেয়নি সেখানে। হেলেনার সুন্দর চোখের উজ্জ্বলতা আকাশের লক্ষ তারকাকে হার মানায়। তুমি কি বুঝতে পারছ না? তোমার প্রতি আমার ঘৃণাই আমাকে তখন সরিয়ে নিয়ে যায় তোমার কাছ থেকে?

হার্মিয়া। এটা তোমার মনের কথা নয়। এটা কখনই হতে পারে না।

হেলেনা। ও হরি, এখন দেখছি এও ওদের একজন। এখন বুঝেছি ওরা তিনজনে মিলে এই মজার ছল তামাশার আয়োজন করেছে আমাকে ঠকাবার জন্য। দুষ্টবুদ্ধি হার্মিয়া, অকৃতজ্ঞ মেয়ে কোথাকার। তুইও কি এদের

সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ঘৃণা এবং বিদ্রূপের দ্বারা আমাকে উপহাস করতে এসেছিস ? আমাদের দুজনের সেই বন্ধুত্বের শপথ, আমাদের বিচ্ছেদের সময় কালকে যে অভিশাপ দিয়েছিলাম দুজনে তা সব ভুলে গেলি ? শৈশবের নিষ্পাপ ভালবাসা, ছাত্রজীবনের বন্ধুত্ব কিছুই কি মনে নেই ! আমরা দুজনে নকল দেবতারূপে এক শালের উপর এক ফুল সৃষ্টি করেছি। একাসনে বসে গেয়েছি একই গান একই সুরে। মনে হত আমাদের কণ্ঠ, আমাদের হাত, মন সব অভিন্ন। এইভাবে একই বৃন্তে দুটি ফলের মত আপাতবিভিন্নতার মধ্যেও এক আশ্চর্য্য ঐক্যে বিধৃত হয়ে বেড়ে উঠেছি আমরা ছোট থেকে। দুটি দেহে একই মন বাস করে এসেছে। এইসব ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে মিশে তোর বন্ধুকে অবজ্ঞা করার জন্য এতদিনের সেই পুরনো বন্ধুত্বকে ভেঙে দিবি ? এটা কোন বন্ধুর কাজ নয়, এটা কোন নারীর কাজ নয়। শুধু আমি নই, এর জন্য সমগ্র নারীজাতির ভৎ'সনা পেতে হবে তোমাকে।

হার্মিয়া। তোমার আবেগপূর্ণ কথায় আমি বিস্মিত হয়ে গিয়েছি। আমি তোমাকে অবজ্ঞা করিনি, মনে হচ্ছে তুমিই আমাকে অবজ্ঞা করছ।

হেলেনা। তুমি কি লাইস্যাণ্ডারকে আমার পিছু পিছু পাঠিয়ে আমার চোখ মুখের প্রশংসা করতে বলনি তাকে এবং তোমার আর এক প্রেমিক দিমেত্রিয়াস যে আমাকে একটু আগেও পদাঘাত করে প্রত্যাখ্যান করেছে তাকে বাধ্য করনি আমাকে দেবী, বিরল পরী, অমূল্য, স্বর্গীয় সুষমার মণ্ডিতা প্রভৃতি বলতে ? যাকে সে ঘৃণা করে তাকে সে এসব কথা কেন বলে ? আর কি জন্যই বা লাইস্যাণ্ডার তোমার প্রেমকে অস্বীকার করে যে প্রেম তার অন্তরে গাঁথা ছিল একদিন তোমার অনুমতি ছাড়া কি করে সে আমার প্রেম নিবেদন করে ? যদিও আমি তোমার মত সুন্দরী নই, তোমার মত প্রেমের ক্ষেত্রে ভাগ্যবতী নই এবং আপন প্রেমিকের দ্বারাই প্রত্যাখ্যাত, তথাপি এসব হচ্ছে দুঃখের কথা, উপহাস বা অবজ্ঞার কথা নয়।

হার্মিয়া। তুমি এর দ্বারা কি সব বলতে চাইছ বুঝতে পারছি না।

হেলেনা। বাঃ চালিয়ে যাও। কপট বিষাদের ভান করো। আমি পিছু ফিরলেই জিভ বার করে আমায় ভেংচি কাটো। চোখ টিপে হাসাহাসি করো। এই রসিকতা ইতিহাসে লেখা [illegible]। যদি তোমাদের দয়া মায়া [illegible] কোন কিছু থাকতো তাহলে তোমরা এমন ব্যবহার করতে না আমার

সজে। যাই হোক বিদায়। এতে আমারও কিছু দোষ আছে। যে দোষের একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে মৃত্যু অথবা বিরহ।

লাই। দাঁড়াও হেলেনা, আমার কথা শোন। সুন্দরী হেলেনা, তুমিই আমার জীবন, আমার প্রাণ, আমার আত্মা।

হেলেনা। বাঃ চমৎকার!

হার্মিয়া। প্রিয়তম, এভাবে আর ওকে ঠাট্টা করো না।

দিমে। হার্মিয়ার কথা যদি না শোন তাহলে আমি বলপ্রয়োগে বাধ্য করব।

লাই। তোমার শক্তির দম্ভ বা ভীতি প্রদর্শন অথবা তার অনুনয় বিনয় কোন কিছুই বাধ্য করতে পারবে না আমায়। হেলেন, তোমাকে আমি ভালবাসি। যে জীবনের বিনিময়ে আমি এই ভালবাসার শপথ করছি, কেউ যদি বলে আমি ভালবাসি না তাহলে তার কথা মিথ্যা প্রমাণিত করার জন্য সে জীবন ত্যাগ করব।

দিমে। আমি বলছি হেলেন, ওর থেকে আমি তোমায় অনেক বেশী ভালবাসি।

লাই। একথা যদি বল, তাহলে অস্ত্র বার করে তার প্রমাণ দাও।

দিমে। ঠিক আছে চলে এস তাড়াতাড়ি।

হার্মিয়া। লাইস্তাণ্ডার, এসব কি হচ্ছে? কি চাও তোমরা?

লাই। দূর হয়ে যাও কাল্টে ছুঁড়ী কোথাকার!

দিমে। না না, তুমি এমন একটা ভাব দেখাবে যাতে মনে হবে তুমি আমার হাত থেকে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করবে আর আমার পিছু পিছু ধাওয়া করবে কিন্তু আসলে আসবে না, কারণ তুমি ঘরকুনো মেয়েদের পোষমানা কাপুরুষ। যাও ছেড়ে দিলাম।

লাই। ছাড় বলছি বেড়াল, চোরকাঁটা, নোংরা কুৎসিত জানোয়ার কোথাকার! তা না হলে সাপ গায়ে জড়িয়ে ধরলে যেমন করে তা ঝেড়ে ফেলে দেয় তেমনি জোরে এমনভাবে ঝেড়ে ফেলে দেব যে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়বে।

হার্মিয়া। কেন তুমি এমন পাগলামি করছ? কি হলো তোমার প্রিয়তম?

লাই। প্রিয়তম! দূর হয়ে যাও হলদেকুনো দস্যি মেয়ে, তেঁতো ওষুধ, ঘৃণ্য পাচন।

হার্মিয়া। এসব ঠাট্টা করে বলছ না ত?

হেলেনা। হ্যাঁ করছি আর তুইও তাই করছিস।

লাই। দিমেত্রিয়াস আমি মেনে নেব তোমার কথা।

দিমে। তাহলে বণ্ড লিখে দাও, তোমার মুখের কথার কোন দাম নেই।

লাই। কী, আমি কি তাকে মারব, আঘাত করতে করতে মেরে ফেলব? কিন্তু যদিও আমি তাকে ঘৃণা করি তবু ত আর মারতে পারি না বা কোন ক্ষতি করতে পারি না।

হার্মিয়া। আমাকে ঘৃণা করার থেকে আমার আর কোন বেশী ক্ষতি করতে পার না। কিন্তু কেন তুমি আমায় ঘৃণা করছ? হায় হায়। কি হলো তোমার প্রিয়? আমি কি হার্মিয়া নই, তুমি কি লাইস্যাণ্ডার নও? আগের মতই এখনো তেমনি সুন্দরী আছি আমি। গত রাত্রিতেও তুমি আমায় ভালবেসেছ, তারপর তুমি আমায় ছেড়ে চলে এসেছিলে। কিন্তু কেন? তবে কি এইজন্যই তুমি ছেড়ে—ভগবান করুন তা যেন না হয়।

লাই। আমি আমার প্রাণের দিব্যি করে বলছি আমি আর তোমার মুখদর্শন করতে চাই না। সুতরাং আর কোন আশা করো না এ বিষয়ে। কোন প্রশ্ন বা সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। আমি তোমাকে ঘৃণা করি আর হেলেনাকে ভালবাসি—এটা কোন ঠাট্টার কথা নয়।

হার্মিয়া। কী সর্বনাশ! তুই যাদুকরী, ফুলের পোকা, মনচোর, রাত্রিতে লুকিয়ে এসে আমার প্রেমাস্পদের হৃদয় চুরি করে নিয়ে গেছিস।

হেলেনা চমৎকার। তোর কোন নারীসুলভ লজ্জা বা শালীনতাবোধ নেই? তুই আমার শান্ত মুখ থেকে শক্ত কথা বার করাবিই। ধিক। ছলনাময়ী পুতুল কোথাকার।

হার্মিয়া। পুতুল। তার মানে? ও, এইবার বুঝেছি ব্যাপারটা। আমাদের দুজনের দৈর্ঘ্য তুলনা করে আমার থেকে তার মাথার উচ্চতা বেশী দেখিয়ে তার মন ভুলিয়েছে। আমি বেঁটে আর ও মাথায় লম্বা বলেই সে ওকে উঁচু বলে মনে করে। কিন্তু কিসে আমি ছোট বলতে পারিস ও ঢ্যাঙা বাঁশ, কিন্তু মনে রাখিস বেঁটে হলেও আমার নখ দিয়ে তোর চোখ খামচে দিতে পারব।

হেলেনা। তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ যদিও তোমরা আমাকে দুজনে মিলে অনেক ঠাট্টা করেছ, তবু দেখো যেন ও না করে। আমি

গালাগালি বা ছলচাতুরী কিছু জানি না। ও যেন আমাকে আঘাত না করে। তোমরা হয়ত ভাবছ ও আমার থেকে মাথায় ছোট বলে ওর গায়ের জোর কম।

হার্মিয়া। আবার মাথায় ছোট বলছিস?

হেলেনা। আচ্ছা লক্ষ্মী হার্মিয়া, কেন আমায় এমন কটু কথা বলছিস। আমি ত বরাবর তোকে ভালবেসে এসেছি। কখনো তোর অন্যায় করিনি, বরাবর সৎ পরামর্শ দিয়ে এসেছি। দিমেত্রিয়াসকে আমি ভালবাসি এই হচ্ছে আমার একমাত্র অন্যায়। আমি তাকে তোদের এ বনে পালিয়ে আসার কথাটা বলেছিলাম। সে তোর পিছু পিছু এসেছিল, আর আমিও তাকে অনুসরণ করেছিলাম। কিন্তু সে আমায় ভর্ৎসনা করতে করতে আমাকে হত্যা করবে বলেও ভয় দেখিয়েছিল। যাই হোক, আমি আবার এখন এথেন্সে ফিরে যাব একা। আমাকে শান্তিতে নীরবে চলে যেতে দাও। আমার সঙ্গে কেউ এসো না। দেখ কত সরল প্রকৃতির মেয়ে আমি।

হার্মিয়া। কেন, চলে যাও তুমি। কে তোমায় বাধা দিচ্ছে?

হেলেনা। তবে আমার অবুঝ নির্বোধ অন্তরটা পড়ে থাকবে এখানে।

হার্মিয়া। কার কাছে? লাইস্তাণ্ডারের কাছে?

হেলেনা। দিমেত্রিয়াসের কাছে।

লাই। ভয় করো না হেলেনা, ও তোমাকে মারবে না।

দিমে। ও তোমার কিছু করবে না, যদিও লাইস্তাণ্ডার ওর পক্ষ অবলম্বন করছে।

হেলেনা। ও রেগে গেলে বড় কুটিল হয়ে ওঠে। আমি ওকে স্কুলজীবন থেকে জানি। ও বেঁটে হলেও বড় ভয়ঙ্কর। গায়ে দারুণ শক্তি।

হার্মিয়া। আবার বেঁটে! কেন তোমরা ওকে এভাবে আমার অপমান করতে দিচ্ছ? এবার আমি ওকে দেখি।

লাই। দূর হয়ে যাও বেঁটে বামণ, বাজার বীজ

দিমে। যে তোমাকে ঘৃণা করে তার প্রতি তোমার এত দরদ! ওকে একা যেতে দাও। হেলেনার নাম উচ্চারণ করো না মুখে। যদি তার প্রতি বিন্দুমাত্র ভালবাসার ভাব দেখাও তাহলে মজা দেখাব।

লাই। সে আমার চায় না। ঠিক আছে, হেলেনার উপর কার অধিকার বেশী তা প্রমাণ করার সাহস থাকে ত এস।

দিয়ে। আসন্ন মানে? একেবারে ভাল করে তৈরি হয়ে দাঁড়াব সামনে।
(লাইস্যাণ্ডার ও দিমেত্রিয়াসের প্রস্থান)

হার্মিয়া। এত সব কিছু বিপত্তি শুধু তোমার জন্য। একি, এখন পালিও না।

হেলেনা। আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারব না। তোমার অভিশপ্ত সাহচর্যে আর আমি থাকব না। আঘাতে তোমার হাত আমার থেকে বেশী তৎপর। তবে লম্বা পায়ে হাঁটতে পারি আমি বেশী। (প্রস্থান)

হার্মিয়া। আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছি। কি বলব তা বুঝে উঠতে পারছি না। (প্রস্থান)

ওবে। এটা হচ্ছে তোর গাফিলতির ফল। হয় তুই ভুল বলেছিস অথবা ইচ্ছে করে বদমায়েসি করেছিস।

পাক। বিশ্বাস করুন হে আমার ছায়ার দেশের রাজা। ভুল করে এটা হয়ে গেছে। আপনিই ত বলেছিলেন পোষাক দেখে লোকটাকে চিনবি। আমি ত শহুরে পোষাকপরা লোকের চোখে রস দিয়েছি, তাহলে আমার দোষ কোথায়। তা ছাড়া এইসব উল্টোপাল্টা প্রেমের খেলা দেখতে আমার বড় মজা লাগছে।

ওবে। দেখতে পাচ্ছি প্রেমিক দুজন লড়াই করার জন্য জায়গা খুঁজছে। রবিন, তুমি চলে যাও, মেঘের পর্দা চিরে তারাভরা আকাশটাকে ঢেকে দিয়ে যমালয়ের মত ঘনকৃষ্ণ কুয়াশায় দিগদিগন্ত আচ্ছন্ন করে দাও। কেউ যেন পথ চিনে কারো কাছে যেতে না পারে। অথচ তুমি কখনো লাই-স্যাণ্ডারের অনুকরণ করে আবার কখনো বা দিমেত্রিয়াসের কণ্ঠ অনুকরণ করে পরস্পরকে বিদ্রূপ করে উত্তেজিত করে তুলবে। এইভাবে তুমি তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে ওদের। তারপর অবশেষে ঘুমের ঘোরে ভারী হয়ে আসবে তাদের চোখের পাতা। তখন আমি এই ফুলের রস ঢেলে দেব লাইস্যাণ্ডারের চোখে। তার চোখ থেকে সরিয়ে দেব সব ভুলের মায়া। ঘুম থেকে উঠে আগেকার সব ঘটনাকে স্বপ্নের মত অলীক বলে ভাববে ও পরে তারা এথেন্সে গিয়ে তার প্রেমিকাকে ফিরে পেয়ে সারাজীবন সুখে-শান্তিতে বাস করবে। আর এদিকে আমি যাব আমার রাণীর কাছে। সেই ভারতীয় ছেলেটাকে আমার চাকর হিসাবে চেয়ে নেব তার কাছ থেকে। তারপর তার চোখ থেকে ভুলের মায়া সরিয়ে দিয়ে তার মনকে প্রতিনিবৃত্ত করব সেই জন্তুটা থেকে।

পাক। হে পরীরাজ, এসব কাজ খুব তাড়াতাড়ি সারতে হবে। কারণ

রাত্রির দানবগুলো ক্রত গিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে মেঘের পর্দাটাকে। অদূরে দিগন্তে উঁকি মারছে ঊষাদেবীর দৌবারিক আর তার আলোর ছটা পেয়ে ভ্রাম্যমাণ নৈশ প্রেতাত্মারা গীর্জায় গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। যাদের অপঘাতে বা জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে সেই সব অভিশপ্ত আত্মারা সমাধি-গহ্বরে কীটের শয্যায় চলে গেছে। দিনের আলোকে তারা ভয় করে বলেই স্বেচ্ছায় তারা নির্বাসন বেছে নিয়েছে আলোর রাজ্য থেকে এবং কালো রাত্রির সঙ্গে করেছে মিতালি।

ওবে। কিন্তু ওদের মত আমরা প্রেতাত্মা নই; আমরা ভিন্ন জাতের। আমরা ভোরের আলোর সঙ্গে খেলা করি। পূব দিগন্তের তোরণদ্বার পার হয়ে, প্রভাতের অগ্নিদীপ্ত লাল আলো সবুজ ও লবণাক্ত সমুদ্রতরঙ্গে ছড়িয়ে পড়ার পর সোনার অঞ্জলিতে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত আমরা বনবাসীর মত বনে বনে ঘুরে বেড়াই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাড়াতাড়ি করো। দেরি করো না। দিন শুরু হওয়ার আগেই কাজটা সারতে হবে আমাদের।

(ওবেরণের প্রস্থান)

পাক। এদিক ওদিক করব তাদের নাকে দড়ি দিয়ে
গঞ্জে গাঁয়ে সকল মানুষ ডরায় আমার ভয়ে।
এই একজন আসছে।

লাইস্তাণ্ডারের প্রবেশ

লাই। তুমি এখন কোথায় দিমেত্রিয়াস, কথা বল।

পাক। এই যে এখানে শয়তান। আমি প্রস্তুত। কোথায় তুমি?

লাই। আমি সোজা তোমার কাছে চলে যাব।

পাক। তা হলে এস আমার সঙ্গে কোন সমতলভূমিতে।

(লাইস্তাণ্ডারের প্রস্থান)

দিমেত্রিয়াসের প্রবেশ

দিমে। লাইস্তাণ্ডার, আবার কথা বল। পলাতক, কাপুরুষ কোথাকার। কথা বল। নিশ্চয় কোন ঝোপের মধ্যে মুখ লুকিয়ে আছ।

পাক। কাপুরুষ, তুই কি আকাশের তারাদের কাছে তোর শক্তির বড়াই করছিস, ঝোপগুলোর কাছে গিয়ে যুদ্ধ চাইছিস? সামনে আসার ক্ষমতা নেই। ছুঁচো খেয়ালী পাজী ছেলে তুই আয়, চাবুক মেরে পিঠের ছাল তুলে দেব। অস্ত্র দিয়ে তোর সঙ্গে লড়াই করা মানে অস্ত্রকে কলঙ্কিত করা।

দিমে। ও হর্মি, তুমি বুঝি ওখানে ?

পাক। আমার গলার আওয়াজ শুনে আমার কাছে আয়; এখানে আমরা যুদ্ধ করব না। (উভয়ের প্রস্থান)

লাইস্যাণ্ডারের পুনঃপ্রবেশ

লাই। ও আমার আগে আগে যাচ্ছে অথচ আস্ফালন করছে। ওর কথামত ওর কাছে যেতেই দেখছি সেখান থেকে পালাচ্ছে। শয়তানটা আমার থেকে অনেক বেশী দ্রুতগতি, যেন উড়ে চলে। ওকে অনুসরণ করতে গিয়ে অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলেছি। এখানেই এখন বিশ্রাম করব। (শুয়ে পড়ল) হে মধুর দিবালোক, একবার যদি তোমার ধূসর ছটা ছড়িয়ে দেখাও আমি তাহলে দিমেত্রিয়াসকে খুঁজে বার করে এ অপমানের প্রতিশোধ নেব। (ঘুমিয়ে পড়ল)

পাক ও দিমেত্রিয়াসের পুনঃপ্রবেশ

পাক। হো হো হো ও কাপুরুষ, কেন তুমি কাছে আসছ না ?

দিমে। সাহস থাকে ত দাঁড়াও। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন ? আমার সামনে দাঁড়াবার সাহস নেই। এখন তুমি কোথায় ?

পাক। এই যে এখানে।

দিমে। না ঠাট্টা করছ। দিনের বেলায় যখন তোমায় দেখতে পাব এর প্রতিফল তুমি তখন পাবে। এখন যাও। অবসন্ন হয়ে আমি এখন এই ঠাণ্ডা তৃণশয্যাতেই শুয়ে পড়ছি। দিনের বেলায় দেখা হবে। (শুল ও ঘুমিয়ে পড়ল)

হেলেনার প্রবেশ

হেলেনা। হে ক্লান্তিকর কষ্টদায়ক রাত্রি, ত্বরান্বিত করো তোমার গতি। পুব দিক হতে আলো দেখাও যাতে আমি পথ চিনে এথেন্স পৌঁছতে পারি। যে নিদ্রা মানুষের বিষাদগ্রস্ত চোখে দেয় শান্তির প্রলেপ সেই নিদ্রা কিছুক্ষণের জন্য আমাকে আমার নিজের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাক, বেদনাদায়ক আত্মচিন্তা থেকে নিষ্কৃতি পাই কিছুক্ষণের জন্য।

(ঘুমিয়ে পড়ল)

পাক। এই হলো তিন, আর একজন তবেই হবে চার
ঐ যে উনি এসে গেছেন চোখে বিষাদ তার।

পাজী ছোঁড়া কন্দর্প ফুলের শর মেরে
তরুণীদের যখন তখন প্রেমে পাগল করে।

হার্মিয়ার প্রবেশ

হার্মিয়া। জীবনে এত ক্লান্তি এত দুঃখ কখনো অনুভব করিনি আমি। শিশিরে ভিজে কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে আর আমি হাঁটতে পারছি না পা টেনে টেনে। দিনের আলো ফুটে না ওঠা পর্যন্ত এখানেই বিশ্রাম করব। ওরা লাইস্যাণ্ডারের কোন ক্ষতি করতে চাইলেও ঈশ্বর যেন তাকে রক্ষা করেন।

(শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল)

পাক। ঘুমো ও মেয়ে তোমার চোখে দিলাম যাদুরস
জেগে দেখবে প্রেমিক তোমার হয়েছে কেমন বশ।
সকল বিবাদ যাবে কেটে আবার হবে মিল
সারাজীবন ভোগ করবে সুখ যে অনাবিল। (প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। বনভূমি। ঘুমন্ত অবস্থায় শায়িত লাইস্যাণ্ডার, দিমেত্রিয়াস, হেলেনা ও হার্মিয়ার নিকট টিটানিয়া, বটম ও মটরফুল, মাকড়সার জাল, প্রজাপতি, সর্ষেবীজ ও অন্যান্য পরীদের প্রবেশ। পশ্চাতে অদৃশ্য অবস্থায় ওবেরণের প্রবেশ।

টিটা। এস প্রিয়ে, এই ফুলশয্যায় শয়ন করো। তোমার মোলায়েম গালে হাত বুলিয়ে দিই, চকচকে মাথায় গোলাপ গুঁজে দিই, বড় বড় কানদুটোকে চুম্বন করি।

বটম। মটরফুল কোথা?

মটর। এই যে হাজির।

বটম। মধুভরা লাল পেটওয়ালা মৌমাছি শিকার করে আনো দূর্বা ঘাসের ডগা থেকে। কই সর্ষেবীজ কোথায়?

সর্ষে। এই যে হাজির।

বটম। আমার গালে দাড়ি গজিয়েছে। নাপিতের কাছে যেতে হবে। এখন গালটা চুলকোতে মাকড়সাকে সাহায্য করো।

টিটা। গান শুনবে প্রিয়তম? আর কি কিছু খাবে?

বটম। হ্যাঁ, গান আমি ভাল বুঝি। আর খাওয়ার কথা যদি বল তাহলে কিছু মিষ্টি খড় হলে ভাল হত। এ ছাড়া কিছু শুকনো ছোলা পেলেও হত। কিন্তু দেখো, তোমার লোকজন যেন আমায় বিরক্ত না করে। আমার ঘুম আসছে।

টিটা। ঘুমোও প্রিয়, আমি নিজের হাতে বাতাস করব তোমায়। পরীরা সব চলে যাও। (পরীদের প্রস্থান) বনের মাধবীলতা যেমন অর্জুনগাছকে জড়িয়ে থাকে তেমনি আমার ভালবাসাও তোমাকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে থাকবে। (দুজনে ঘুমিয়ে পড়ল)

পাকের প্রবেশ

ওবে। (অগ্রসর হয়ে) এস রবিন, দৃশ্যটা দেখছ? এখন তার অবস্থা দেখে আমার করুণা হচ্ছে। একটু আগে এই বনের আড়ালে রাণীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, ও তখন এই ঘৃণ্য গাধাটার প্রেমে আকুল। আমি ওকে তিরস্কার করলাম। কারণ সে গাধাটার গলায় টাটকা ও সুগন্ধী ফুলের মালা গেঁথে পরাচ্ছিল। আর সেই সব ফুলের গায়ে লেগে থাকা টলটলে শিশির বিন্দুগুলো যেন ফুলের অপমান দেখে কাঁদছিল। ও কিন্তু আমার মার্জনা ভিক্ষা করল। আর আমি তার সেই বালকভৃত্যটা চাইতেই পরীকে দিয়ে তাকে আমার কুঞ্জবনে পাঠিয়ে দিল। ছেলেটাকে যখন পেয়ে গেছি, রাণীকে যখন বশে আনতে পেরেছি তখন এবার চোখ থেকে মায়ার ঘোর কাটিয়ে দি। শোন পাক, তুই এথেন্সের এই বোকা লোকটাকে তার মাথাটা দিয়ে দে, ও যাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে ওর সঙ্গীদের সঙ্গে শহরে ফিরে যেতে পারে। আমি ততক্ষণে পরীরাণীর চোখ দুটোকে যাদুমুক্ত করি। (টিটানিয়ার চোখ স্পর্শ করে)

যেমন ছিলে তেমন হও নাইকো কোন ভয়
চাঁদের কুঁড়ি মদনফুল করবে তুমি জয়।

টিটা। হে আমার প্রিয় ওবেরণ, কি দেখছি আমি। মনে হচ্ছে আমি কোন গাধার প্রেমে পড়েছিলাম।

ওবে। ওই ত শুয়ে রয়েছে তোমার প্রেমিক।

টিটা। কেমন করে এসব ঘটল? এখন ওকে দেখে আমার কত ঘৃণা হচ্ছে।

ওবে। চুপ করো। রবিন, ওর গাধার মাথাটা সরিয়ে নাও। টিটানিয়াকে গান গাইতে বল। এই পাঁচজনের বেদনা যাতে গভীর ঘুমে অবশ হয়ে যায়।

টিটা। ঘুমপাড়ানি গান গাও।

ওবে। এস রাণী, হাত দাও, এই ঘুমন্ত লোকগুলোর পাশে নাচতে থাক। আজ আমাদের শুভ পুনর্মিলন হলো। কাল রাতে রাজা থিসিয়াসের প্রাসাদে প্রেমিক প্রেমিকারা যখন মিলিত হবে বিবাহোৎসবে, আমরা তখন সগৌরবে নাচব।

পাক। ঐ শুনুন রাজা, ভোরের পাখি ডাকছে।

ওবে। চল রাণী, আবার কোথাও রাত্রির ছায়া খুঁজে নিই। চাঁদের থেকেও আমরা দ্রুত গতিতে সারা পৃথিবীটাতে ঘুরতে পারি।

টিটা। চল স্বামী। যাবার পথে বলবে কি করে আমি এক মানুষের সঙ্গে মাটিতে শুয়ে ছিলাম। (সকলের প্রস্থান)

শিঙা বাদ্য। থিসিয়াস, হিপ্পোলিটা, ঈজিয়াস ও অনুচরবর্গের প্রবেশ

থিসি। তোমাদের মধ্যে একজন গিয়ে বনরক্ষককে ডেকে আন। আমার পরিদর্শন শেষ হয়েছে। দিনের আলো ফুটে উঠতে শুরু করেছে। এখন আমাদের শিকারী কুকুরগুলোকে ছেড়ে দিতে বল। (একজন অনুচরের প্রস্থান) চল রাণী, পর্বতশিখরে গিয়ে শিকারী কুকুরদের ডাক আর তার প্রতিধ্বনি শুনিগে চল।

হিপ্পো। আমি একবার বহুকাল আগে হারকিউলেসের অতিথি হয়েছিলাম। ক্রীট দ্বীপের বনে স্পার্টা নগরীর শিকারী কুকুরের সাহায্যে ভালুক শিকার দেখেছিলাম। কিন্তু কোন শিকারী কুকুরের কণ্ঠে এমন গুরুগম্ভীর গর্জন কখনো শুনিনি এর আগে। এমন কর্কশ অথচ ঐক্যতান-সমন্বিত ধ্বনি, এমন মধুর বজ্রগর্জন এর আগে জীবনে কখনো শুনিনি।

থিসি। আমার এই শিকারী কুকুরগুলোও স্পার্টারই জাত। তবে এদের কানগুলো খুব লম্বা, গতি মন্থর আর কণ্ঠ এমন সুরেলা যে ক্রীট, স্পার্টা কোথাও এমন কুকুর পাবে না। কিন্তু এইসব সুন্দরীরা কারা।

ঈজি। প্রভু, এ হচ্ছে আমার মেয়ে, আর রয়েছে লাইস্যাণ্ডার, দিমেত্রিয়াস আর হেলেনা। কিন্তু এরা এল কি করে এখানে ?

থিসি। মনে হয় আমাদের আসার খবর পেয়েই ওরা চলে এসেছে আগে। আচ্ছা তোমার মেয়ে হার্মিয়ার আজ জবাব দেবার কথা ছিল না ?

ঈজি। হ্যাঁ প্রভু।

থিসি। শিঙা বাজিয়ে এদের ঘুম ভাঙাতে বল। (শিঙা ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ঘুমন্তরা সবাই জেগে উঠে নতজানু হলো থিসিয়াসের সামনে) সুপ্রভাত বন্ধুগণ।

এখন সকাল হয়েছে, পাখি ডাকছে।

লাই। ক্ষমা করুন প্রভু।

থিসি। উঠে দাঁড়াও। তোমরা দুজনে প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু কেমন করে সমস্ত হিংসা ঘৃণা ও শত্রুতা ভুলে গিয়ে এক জায়গায় শুয়ে ছিলে?

লাই। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল এথেন্সের আইনের আওতার বাইরে কোথাও চলে যাব। কিন্তু এখানে কেমন করে এসে পড়লাম তা আমি নিজেই বুঝতে পারছি না হুজুর।

ঈজি। যথেষ্ট হয়েছে আর বলতে হবে না। বুঝলে দিমেত্রিয়াস, ওরা আইনের ভয়ে তোমাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু এখন সে হবে তোমার স্ত্রী।

দিমে। হে রাজন! সুন্দরী হেলেনা আমায় ওদের পালিয়ে যাবার কথাটা বলায় আমি ওদের অনুসরণ করতে করতে এই বনে এসে পড়ি। কিন্তু কোন শক্তি বলে জানি না হার্মিয়ার প্রতি আমার ভালবাসা বরফের মত গলে জল হয়ে যায়। এখন সে প্রেম শৈশবের ছেলেবেলার মত মনে হচ্ছে আমার। এখন আমার প্রেমের সমস্ত বিশ্বস্ততা, জীবনের সমস্ত আনন্দ হেলেনার উপর আবদ্ধ। হার্মিয়াকে দেখার আগে হেলেনাই ছিল আমার বাগদত্তা প্রেমিকা। যেন মনের কোন অসুস্থতাবশতঃ সেই প্রেমের সুখাদ্যে অরুচি হয়েছিল আমার। এখন আমি আরোগ্যলাভ করায় সে রুচি আবার ফিরে পেয়েছি।

থিসি। শুভক্ষণেই দেখা হয়েছে তোমাদের। ঈজিয়াস, আমি তোমার ইচ্ছাপূরণ করতে পারব না। আজ আমার সঙ্গেই মন্দিরে এই প্রেমিক প্রেমিকার বিয়ে হবে। চল শিকার শেষ করে এথেন্সে চলে যাই। তিন জোড়া দম্পতি এক বিরাট উৎসবে মেতে উঠবে একসঙ্গে। (থিসিয়াস, হিপ্পোলিটা, ঈজিয়াস ও অনুচরবর্গের প্রস্থান)।

দিমে। দূর দিগন্তে পাহাড় যেমন ছোট হয়ে মেঘের মাঝে মিলিয়ে যায় তেমনি এইসব ঘটনাও ছোট হলেও মিলিয়ে যাচ্ছে মনের মধ্যে।

হার্মিয়া। আমার দ্বিধাগ্রস্ত চোখে সব বস্তুকেই যেন স্বপ্ন ও বাস্তব দুইভাগে বিভক্ত দেখছি।

হেলেনা। আমারও তাই মনে হচ্ছে।

দিমে। আমরা জেগে আছি ত? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি না ত? রাজা এসে আমাদের যেতে বললেন তাঁর সঙ্গে।

হার্মিয়া। আমার বাবাও এসেছিলেন।

লাই। আমাদের মন্দিরে যেতে বললেন।

ডিমে। চল তাই যাই। (সকলের প্রস্থান)

বটম। (জেগে উঠে) আমার পালা এলে ডাকবে। আমি 'হে সুন্দর পিরামুস' বলে শুরু করব। কই কুইন্স, ফ্লুট, স্নাউট, স্টারভেলিং সব আমায় ফেলে পালিয়েছে। আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। এমন স্বপ্ন যে মানুষের চোখ কখনো তা শোনেনি, কান কখনো তা দেখেনি। তার হাত কখনো তা চাটেনি। কুইন্সকে বলব 'বটমের স্বপ্ন' নাম দিয়ে একটা আখ্যানকাব্য লিখে ফেলতে। রাজার সামনে নাটকের শেষে যেটা আমি গানের মত গাইব। পরে রাণীর মৃত্যুকালেও এটা আবার গাইব।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। এথেন্স। কুইন্সের বাসগৃহ।

পিটার, কুইন্স, স্নাউট ও স্টারভেলিংএর প্রবেশ

কুইন্স। বটমের বাড়িতে লোক পাঠিয়েছিলে? সে এখনো আসেনি?

স্টার। কোন খবর শোনা যায়নি। মনে হয় সে পাগল হয়ে কোথায়ও পালিয়ে গেছে।

ফ্লুট। সে না এলে আমাদের নাটকটা নষ্ট হবে।

কুইন্স। নাটক করা আর সম্ভব নয়। এথেন্স শহরে পিরামুসের অভিনয় করার মত আর একটা লোকও নেই।

ফ্লুট। আমার অত ভাল কারিগরও আর একটা নেই।

কুইন্স। ওর মত ভাল লোকও আর একটা নেই। তার কণ্ঠটাও খুব মিষ্টি। মনে হয় যেন উপপতি মন্ত্র পড়ছে।

ফ্লুট। উপপতি নয় বল উপাচার্য। উপপতি খারাপ জিনিস।

স্নাগের প্রবেশ

স্নাগ। বন্ধুসব, রাজা মন্দির থেকে ফিরছেন। সঙ্গে দু তিনজন ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা। ওদের নাকি বিয়ে হয়েছে আজ। আজ নাটকটাকে যদি মঞ্চস্থ করতে পারতাম তাহলে সব মানুষ হয়ে যেতাম।

ফ্লুট। হায় বটম। আজ নাটকটা করলে পিরামুসের অভিনয় দেখে রাজা ওকে ছয় পেনি বখশিস দিতেন। একদিনে ছয় পেনি রোজগার।

বটমের প্রবেশ

বটম। কই কোথায় সব ছোঁড়াগুলো ?

কুইন্স। বটম! আজ কি শুভদিন !

বটম! বন্ধুগণ, আমি তোমাদের এক আশ্চর্যজনক কথা বলব। সেকথা কি তা জানতে চেও না। তবে যা যা ঘটেছে সব আমি বলব।

কুইন্স। আমাদের তা শোনাও প্রিয় বটম।

বটম। এখন আমার কথা একটাও বলব না। এখন যা বলব তা হলো এই যে রাজার খাওয়া হয়ে গেছে। এখন তোমরা পোষাক পরে তৈরি হও। দাড়ি লাগিয়ে ফিতে পরে এখন রাজপ্রাসাদে চল। সবাই আমাদের নাটকের আশায় হাঁ করে বসে আছে। তবে থিসবির পোষাকটা যেন পরিষ্কার হয় আর যে সিংহের অভিনয় করবে সে যেন হাতের নখ না কাটে, কারণ তার লম্বা নখ সিংহের থাবার কাজ করবে। আর একটা কথা তোমরা কেউ পিঁয়াজ রসুন খেওনা, তাহলে মুখ দিয়ে গন্ধ বার হবে। লোকে যে আমাদের নাটক দেখে ভাল বলবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর কোন কথা না, সব চল। (সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। এথেন্স। থিসিয়াসের প্রাসাদ

থিসিয়াস, হিপ্পোলিটা, ফিলস্ট্রেট, সভাসদগণ ও অনুচরবর্গের প্রবেশ

হিপ্পো। এইসব প্রেমিকরা যা বলছে তা সত্যিই আশ্চর্যের কথা থিসিয়াস।

থিসি। কিন্তু যতটা আশ্চর্য ততটা সত্য নয়। এইসব প্রাচীন কালের রূপকথা আর পরীদের গল্প আমি কখনো বিশ্বাস করি না। প্রেমিক আর উন্মাদদের উত্তপ্ত উদ্ভট মস্তিষ্কে অনেক যুক্তিহীন অসার কল্পনা মূর্ত হয়ে ওঠে। কল্পনার সীমাহীন প্রসারতার দিক থেকে পাগল, প্রেমিক আর কবি তিন জনেই সমান। সারা নরকের মধ্যে যত শয়তান আছে তার থেকে বেশী শয়তান যে দেখে সর্বত্র সে-ই হচ্ছে পাগল। প্রেমিক তার উদ্ভট কল্পনার প্রভাবে ও প্রেমাবেগের আকুলতায় কালো মেয়ের চোখে দেখে হেলেনার অতুলনীয় সৌন্দর্য। আর কবির চোখের দৃষ্টি এক উন্মত্ত আলোড়নে আকাশ থেকে পৃথিবী এবং পৃথিবী থেকে আকাশে স্বচ্ছন্দে পরিভ্রমণ করে; কত অজানা

অদেখা বস্তু রূপায়িত হয়ে ওঠে তাদের কল্পনায়। কবির লেখনী শূন্য বায়বীয় নিরাকার কত বস্তুকে দান করে আকার ; নতুন নামকরণে চিহ্নিত করে তাকে। মানবমনের কুশলী কল্পনার এমনই খেলা যে যখন তা কোন বস্তু বা ঘটনার মধ্যে কোন আনন্দের ছোঁয়া পায় তখন সেই আনন্দের স্রষ্টার এক ভাবমূর্তি গড়ে তোলে মনের মাঝে। আবার রাত্রির অন্ধকারে ভয় পেয়ে সেই কল্পনাই কোন ঝোপকে ভালুক ভাবে।

হিপ্পো। কিন্তু কাল রাতের কাহিনী যাই হোক ওরা চারজনই কিন্তু এক কথা বলেছে। কল্পনা নয়, এসব ঘটনা ওরা চাক্ষুষ দেখেছে। যত বিস্ময়করই হোক না কেন, ওদের কথার মধ্যে সততা আছে।

লাইস্যাণ্ডার, দিমেত্রিয়াস, হার্মিয়া ও হেলেনার প্রবেশ

থিসি। এই প্রেমিকারা সব এসে গেছে। এস বন্ধুগণ, নতুন প্রেমের আনন্দে হৃদয় তোমাদের পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক।

লাই। সেই প্রেমানন্দে ভরে উঠুক রাজার উদ্যান, বাসগৃহ আর শয্যা।

থিসি। এখন বল কি মুখোস বা নাচ হবে? আমাদের ভোজসভার পর ফুলশয্যা হতে তিন ঘণ্টা বাকি। এই দীর্ঘ তিন ঘণ্টা কোন নাচগানের মধ্য দিয়ে কাটাব? আমাদের আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থাপক কোথায়? এই দীর্ঘ প্রতীক্ষার যন্ত্রণার উপশম ঘটাবার জন্য কি কোন নাটকাভিনয়ের ব্যবস্থা নেই? ডাক ফিলস্ট্রেটকে।

ফিলস্ট্রেট। এই যে আমি মহারাজ।

থিসি। বল কি নাচ গানের ব্যবস্থা করেছ? কোন আনন্দের ব্যবস্থা না থাকলে এই অলস মন্থর সময় কি করে কাটবে?

ফিল। আমোদ প্রমোদের এই এক তালিকা দেখুন মহারাজ আগে কোনটা দেখতে চান? (একটা কাগজ দিল)

থিসি। (পড়ে) 'যন্ত্রসঙ্গীতে পটু এক এথেন্সের খোজা শিল্পী সেণ্টর বাহিনীর যুদ্ধের পালাগান গাইবে,' না এটা চলবে না। আমার আত্মীয় হারকিউলেসের সম্মানার্থে এ কাহিনী আমি আমার প্রিয়তমাকে বলেছি। 'মত্ত বেকানলগণ কর্তৃক থেসের প্রসিদ্ধ গায়কহত্যা' এ ত পুরনো নাটক থীবস্ থেকে দিগ্বিজয় করে আসার পথে ঐ নাটকের অভিনয় দেখেছিলাম। 'ভিক্ষুকের মত অবস্থায় বিদ্যার মৃত্যুতে বাগদেবীর শোক।' এ এক ব্যঙ্গাত্মক কৌতুকনাট্য বিবাহের উৎসবে একেবারে বেমানান। পিরামুস থিসবির

প্রেম বিষয়ক এক ক্লাস্তিকর ক্ষুদ্র নাটিকা—করুণ আবার হাস্যরসাত্মক, ক্ষুদ্র অথচ ক্লান্তিকর। এ যে দেখছি উত্তপ্ত তুষারের মতই আশ্চর্যের কথা। অসঙ্গতির মাঝে কিকরে সঙ্গতি পাব ?

ফিল। নাটকটা সত্যিই ছোট, দশটা কথায় সাড়া। এমন ছোট নাটক দেখিনি। দশটা কথায় হলেও নাটকটা কিন্তু দীর্ঘ আর দীর্ঘ বলেই ক্লান্তিকর। একটা কথাও ভাল নেই আর একটা অভিনেতাও যোগ্য নেই। নাটকটা করুণ, কারণ পিরামুস আত্মহত্যা করেছে। মহড়া দেখতে দেখতেই আমার চোখে জল এসেছিল, মিথ্যা কথা বলব না হুজুর, কিন্তু কাঁদতে গিয়ে হেসে ফেলেছিলাম। চোখের জলের সঙ্গে এল হাসি। এমন হাস্য-মিশ্রিত অশ্রুপাত আমি কখনো দেখিনি প্রভু।

থিসি। কারা অভিনয় করছে ?

ফিল। এথেন্সের জনকতক শ্রমিক। ওরা জীবনে এই প্রথম মানসিক শ্রমের কিছু কাজ করল। ওদের অনভ্যস্ত স্মৃতিকে খুব করে খাটিয়ে মুখস্থ করে নাটকটা আপনার বিবাহ উপলক্ষে মঞ্চস্থ করবে ওরা।

থিসি। এ নাটক শুনব আমরা।

ফিল। না হুজুর, এ নাটক আপনার শোনার যোগ্য নয়। এতে শোনার মত কিছু নেই; অবশ্য হাসির খোরাক পাবেন তাদের অভিনয়ে। ওরা আপনার তুষ্টি সাধনের জন্যই এর আয়োজন করেছিল, তবে ওদের প্রাণান্ত চেষ্টায় এ নাটক অনাবশ্যকভাবে বড় আর বিকৃত রূপ ধারণ করেছে।

থিসি। আমি শুনব। সরলতা আর কর্তব্যপরায়ণতার বশবর্তী হয়ে মানুষ যা কিছু করে তা প্রত্যাখ্যান করতে নেই। তাদের নিয়ে এস।

(ফিলস্ট্রেটের প্রস্থান)

হিপো। এইসব মূর্খতার বাড়াবাড়ি ভাল লাগবে না আমার। রাজসেবার কর্তব্য দেখাতে গিয়ে ওদের হবে প্রাণান্ত।

থিসি। না প্রিয়তমা, এতটা খারাপ নাটকটা হবে না।

হিপো। ও ত বলে গেল তারা অভিনয় কিছু জানে না।

থিসি। তারা কিছু করতে না পারলেও দয়ার বশে আমরা তাদের ধন্যবাদ দেব। ওদের ভুলত্রুটির মধ্যেও আনন্দের উপকরণ খুঁজে পাব আমরা। দক্ষতার অভাবহেতু যে ফাঁক থাকবে ওদের কর্তব্যকর্মে, প্রতিভার পরিবর্তে ওদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধাই সে ফাঁক পূরণ করে দেবে। বহু সর্বনাশভার

দেখেছি আমাকে স্বাগত জানাবার জন্ম অনেক কষ্ট করে ভাবনা চিন্তা করে ভাষণ লেখা হয়েছে, কিন্তু সে ভাষণ মুখে বলতে গিয়ে আটকে গেছে কথা, ভুলে গিয়ে সভা ছেড়ে পালিয়ে গেছে লজ্জায়। কিন্তু তাদের সেই না বলা কথার মধ্যে আমি খুঁজে পেয়েছি সাদর সম্ভাষণের এক সশ্রদ্ধ নিবিড়তা। সুদক্ষ বাগ্মীদের থেকে তাদের শ্রদ্ধার নিবিড়তা কিছু কম নয়। ভাষাহীন নীরব সরলতার বাঙ্ময় অর্থ আমি বেশ বুঝতে পারি।

ফিলস্ট্রেটের পুনঃপ্রবেশ

ফিল। এবার নাটক শুরু হচ্ছে হুজুর। প্রথমে আসছে নান্দীমুখ।

(বাদ্যধ্বনি)

নান্দীমুখরূপে কুইন্সের প্রবেশ

যদি এ নাটক দেখে রুষ্ট হন, তাহলে জানবেন সেটা আমাদের ইচ্ছা নয়। আমরা আপনাদের কষ্ট দিতে আসিনি। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো আমাদের সামান্য অভিনয়দক্ষতা দেখানো। আমি আপনাদের সামনে কোন ভাষণ দিতে বা আনন্দ দান করতে আসিনি। আপনাদের শুধু জানাতে এসেছি অভিনেতারা আসছে এবং তাদের অভিনয় দেখেই সব কিছু বুঝতে পারবেন।

থিসি। লোকটা গড় গড় করে যেন মুখস্থ বলে গেল।

লাই। বাজে ঘোড়ার সঙ্গেই ওর বক্তৃতার একমাত্র তুলনা করা চলে। ও থামতে জানে না। একটা নীতিশিক্ষা জানলাম, শুধু বলে গেলেই হয় না। থামতে হয়।

হিপ্পো। ছেলেদের মত মুখস্থ বলে গেল ভূমিকাটা বলতে এসে।

থিসি। হ্যাঁ ওর কথাগুলো জটপাকানো শেকল, কোথাও ছেঁড়েনি কিন্তু এলোমেলোভাবে জড়িয়ে আছে। এরপর আর কি আছে?

বাদ্যধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে মূকাভিনেতার বেশে পিরামুস, থিসবি, প্রাচীর, চন্দ্রালোক ও সিংহের প্রবেশ

ভূমিকা

ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা হয়ত আমাদের দেখে আশ্চর্যান্বিত হচ্ছেন, কিন্তু আশ্চর্যান্বিত হবেন ততক্ষণ যতক্ষণ না সরল সত্য সকল বস্তুর প্রকৃত স্বরূপকে উদ্‌ঘাটিত না করছে। আপনারা জানবেন এই ভদ্রলোক হচ্ছেন পিরামুস আর এটাও নিশ্চিত করে জানবেন যে এই সুন্দরী মহিলাই হচ্ছেন থিসবি।

সুরকিমাখা এই লোকটি করবে সেই দুই প্রাচীরের অভিনয় যে প্রাচীর দুই প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে সৃষ্টি করেছিল এক অনতিক্রম্য অন্তরায় আর প্রাচীরের ছিদ্রপথ দিয়ে দুটি অসহায় বিরহাতুর আত্মা চুপিসারে মনের কথা ব্যক্ত করেছিল। লণ্ঠন, কুকুর আর কাঁটাঝোপ হাতে এই লোকটি করবে চাঁদের আলোকের ভূমিকায় অভিনয়। চাঁদের আলোয় প্রেমালাপ করার উদ্দেশ্যে নিনুর সমাধির পাশে এই দুই প্রেমিক প্রেমিকা উপস্থিত হতেই এই ভয়ঙ্কর জন্তুটা লোকে যাকে বলে সিংহ ভয় দেখায় ওদের। ভয় পেয়ে ছুটে পালাতে গিয়ে থিসবির শালটা পড়ে যায় আর তখন সিংহটা তাই দাঁত দিয়ে কামড়ে রক্তাক্ত করে তোলে শালটাকে। এমন সময় আসে দীর্ঘদেহী যুবক পিরামুস, তার বিশ্বস্ত প্রেমিকা থিসবির শাল সিংহহস্তে নষ্ট হতে দেখে তরবারি বার করে তার তপ্ত বক্ষ ভেদ করে ফেলল তাই দিয়ে। একটা মুলবেরি গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিল থিসবি, তার প্রেমিকের এই মৃত্যু দেখে ছুরিকাঘাতে হত্যা করল নিজেকে। বাকিটুকু জানতে পারবেন সিংহ, চাঁদের আলো, প্রাচীর আর প্রেমিক-যুগলের কাছ থেকে। (প্রাচীর ছাড়া অন্যসব অভিনেতা সহ সূত্রধারের প্রস্থান)

থিসি। বুঝতে পারছি না সিংহটা আবার কথা বলবে নাকি?

দিমে। কোন আশ্চর্য নেই, এতগুলি গাধা যখন কথা বলতে পারে একটা সিংহও কথা বলতে পারে।

প্রাচীর। এই নাটকে এমন এক ঘটনা আছে যাতে আমি স্নাউট প্রাচীরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছি। এ প্রাচীর এমনই এক প্রাচীর যার মধ্যে ছিদ্র ছিল আর সেই ছিদ্রপথে পিরামুস থিসবি নামে দুজন প্রেমিক প্রেমিকা প্রায়ই চুপিসারে ফিস ফিস করে কথা বলত। এই সব ইট চুণ আর সুরকি প্রমাণ করে যে আমিই সেই প্রাচীর আর আমার এই ছিদ্র দিয়েই প্রেমিকরা করত প্রেমালাপ।

থিসি। এর থেকে চুণ, ইট কখনো ভাল কথা বলতে পারে?

দিমে। এমন রসিক প্রাচীর কখনো দেখিনি প্রভু।

পিরামুসের প্রবেশ

থিসি। পিরামুস এগিয়ে আসছে দেওয়ালের দিকে। সব চুপ করো।

পিরা। হে বিষণ্ণবদনা, মসীকৃষ্ণ রাত্রি, দিবসের সিংহাসনারূঢ়া রাত্রি, হায় হায় হে রাত্রি, আমার আশঙ্কা হচ্ছে থিসবি হয়ত তার প্রতি-

প্রকৃতির কথা ভুলে গেছে। আর হে মধুর নিঃসঙ্গ প্রাচীর, তুমি তার পিতার ও আমার পিতার বাসগৃহের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অন্তরায় সৃষ্টি করছ আমাদের মধ্যে। হে নিঃসঙ্গ মধুর প্রাচীর, কোথায় তোমার ছিদ্র আমাকে তা দেখাও। (প্রাচীর তার আঙুল ওঠাল) ধন্যবাদ হে ভদ্র প্রাচীর! দেবরাজ জোভ যেন এজন্য তোমার মঙ্গল করেন। কিন্তু কি দেখছি আমি? আমি ত থিসবিকে দেখতে পাচ্ছি না। হে দুষ্ট প্রাচীর, তোমার দ্বারা কোন ভাল হবে বলে মনে হচ্ছে না। আমাকে প্রতারিত করার জন্য অভিশপ্ত হোক তোমার ইট পাথর।

থিসি। প্রাচীরের যখন জ্ঞান আছে তখন তারও পাল্টা অভিশাপ দেওয়া উচিত।

পিরা। না হুজুর, তা ও দিতে পারে না। ও আমাকে থিসবির আসাটা দেখতে দিচ্ছে না। এবার থিসবি প্রবেশ করবে এবং এই প্রাচীরের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে তার সঙ্গে আবার কথা বলতে হবে।

থিসবির প্রবেশ

থিসবি। হে প্রাচীর, পিরামুস ও আমার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করার জন্য কতবার বিলাপে আর্তনাদে ফেটে পড়েছি তোমার কাছে। দাড়িম্বসদৃশ আমার ওষ্ঠাধর কতবার চুম্বন করেছে তোমার ইষ্টক। কিন্তু তোমার প্রস্তর নির্মিত দেহ নির্মমভাবে নীরব থেকেছে আমার আবেদনে।

পিরা। কার কণ্ঠস্বর শুনছি না? এবার আমি ছিদ্রের কাছে গিয়ে তার মধ্য দিয়ে দেখব আর শুনব আমার প্রিয়তমা থিসবির মুখসৌন্দর্য। থিসবি!

থিসবি। প্রিয়তম আমার! মনে হচ্ছে তুমিই ত আমার প্রিয়তম।

পিরা। মনে যাই হোক, আমিই তোমার সেই মহিমান্বিত প্রেমিক। লিমাণ্ডারের মত আজও আমি তোমার প্রতি বিশ্বস্ত।

থিসবি। আমিও আমার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত হেলেনের মত বিশ্বস্ত থাকব তোমার প্রতি।

পিরা। শাপ্রালাস প্রোক্রাসের প্রতি এত বিশ্বস্ত ছিল না কখনো। এই দেওয়ালের ছিদ্র দিয়ে চুম্বন করো আমায়।

থিসবি। কিন্তু আমি ত শুধু দেওয়ালের ছিদ্রকেই চুম্বন করছি, তোমার ওষ্ঠাধর ত খুঁজে পাচ্ছি না।

যাও। নিন্থর সমাধির পাশে সোজা চলে গিয়ে তুমি কি দেখা করবে আমার সঙ্গে ?

থিসবি। জীবনমৃত্যুকে সমান তুচ্ছজ্ঞান করে অবিলম্বে যাব সেখানে।

(পিরামুস ও থিসবির প্রস্থান)

প্রাচীর। এই হলো আমার অভিনয়। তার অভিনয় শেষ করে প্রাচীর এবার চলে যাচ্ছে। (প্রাচীরের প্রস্থান)

থিসি। এবার চাঁদের আলো আসবে দুই প্রেমিকের মাঝখানে।

দিমে। উপায় নেই প্রভু, প্রাচীর যদি আবার ওদের কথাবার্তা শুনে ফেলে!

হিপ্পো। এমন বাজে অভিনয় কখনো শুনিনি আমি।

থিসি। উত্তম নাটকের উত্তম অভিনয়ও জীবনের ছায়ামাত্র। কল্পনার চোখ দিয়ে যদি দেখ তাহলে খারাপকে এত খারাপ বলে মনে হবে না।

হিপ্পো। তাহলে সে কল্পনা হবে তোমার আমার, ওদের নয়।

থিসি। আমরা মনে কিছু না করলেও ওরা নিজেরাই ছোট বলে মনে করে নিজেদের। সুতরাং ধরে নিতে হবে ওরা মহৎ। এই আসছে দুটি মহৎ পশু, এক সিংহ আর একজন মানুষ।

সিংহ ও চাঁদের আলোর প্রবেশ

সিংহ। হে ভদ্রমহিলাবৃন্দ! আপনাদের যে শান্ত নরম অন্তর সামান্য ইঁদুর দেখে ভীত হয়ে ওঠে সে অন্তর কোন সিংহকে ভয়ঙ্কর ক্রোধে গর্জন করতে শুনলে অবশ্যই ভয়ে কম্পিত হয়ে উঠবে। তবে জেনে রাখুন, আমি হচ্ছি কাঠের মিস্ত্রী স্নাগ, সিংহ সেজে এখানে এসেছি। আমি কোন সত্যিকারের সিংহ বা সিংহের স্ত্রী নই। আসল সিংহ হয়ে এখানে এলে আমার নিজেরই জীবনসংশয় হত।

থিসি। বাঃ বেশ, বিবেকসম্পন্ন শান্ত পশু ত!

দিমে। এত শান্ত পশু দেখিনি কখনো।

লাই। কিন্তু বীরত্বে শৃগাল।

থিসি। কিন্তু জ্ঞানে পরমহংস।

দিমে। ওর জ্ঞানবুদ্ধি যে ওর বীরত্বকে বহন করতে পারবে না এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত প্রভু, কারণ হাঁস ত কখনো শৃগালকে বইতে পারে না। শৃগালই হাঁসকে বয়ে নিয়ে যায়। চুলোয় যাক ওর জ্ঞানবুদ্ধি, এবার চাঁদের কথা শুনুন।

চাঁদ। এই লণ্ঠন ষোলকলা চাঁদকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে।

দিমে। কলাগুলো ও নিজেই খেয়ে নিতে পারত।

থিসি। ও ত অর্ধচন্দ্র নয়, ওর কলাগুলো দেখা যাচ্ছে না।

চাঁদ। ষোলকলা চাঁদকে উপস্থাপিত করছে এই লণ্ঠন। চাঁদের মধ্যে আবদ্ধ আমি এক মানুষ।

থিসি। এঃ এ সবচেয়ে বেশী ভুল করল। লণ্ঠনের ভিতরে ওকে ভরে দেওয়া উচিত ছিল। তা না হলে কিকরে চাঁদের ভিতরে আবদ্ধ এক মানুষ হবে।

দিমে। লণ্ঠনের ভিতরকার জ্বলন্ত সলতেটার ভয়ে তার কাছে আসতে পারছে না ও।

হিপ্পো। এ চাঁদ আমার আর ভাল লাগছে না। অমাবস্যা এলে বাঁচি।

থিসি। ওর ক্ষীণ জ্ঞানের আলো দেখে মনে হচ্ছে কৃষ্ণপক্ষ শুরু হয়ে গেছে। তবু সৌজন্যের খাতিরে দেখতে হবে।

লাই। নাও তোমার অভিনয় শুরু করো চাঁদমামা।

চাঁদ। আমি আপনাদের শুধু বলতে চাই এই লণ্ঠনটাই.চাঁদ; আমিই হচ্ছি এই চাঁদের লোক। এই কাঁটা ঝোপ আমার কলঙ্ক আর এই কুকুর আমার বাহন।

দিমে। এগুলো সব যখন চাঁদের জিনিস তখন সবগুলোকে লণ্ঠনটার ভিতরেই ভরে দেওয়া উচিত ছিল। এখন চুপ, থিসবি এসে গেছে।

থিসবির প্রবেশ

থিসবি। এই সেই প্রাচীন বিনির সমাধি। আমার প্রিয়তম কোথায়?

সিংহ। (গর্জন করল) ও— (থিসবি পালাল)

দিমে। বাঃ, চমৎকার ত এ সিংহের গর্জন।

থিসি। থিসবিও ভালভাবেই ছুটে পালিয়েছে।

হিপ্পো। চাঁদও ভালভাবেই কিরণ দান করেছে। সত্যিই কী উজ্জ্বল তার আলো! (সিংহ থিসবির শালটাকে ছিঁড়ে চলে গেল)

থিসি। সিংহ বেশ প্রতাপের সঙ্গেই ইঁদুর ধরেছে।

পিরামুসের পুনঃপ্রবেশ

লাই। পিরামুস আসছে বলে সিংহ পালিয়ে গেল।

পিরা। হে মধুর চন্দ্র, সূর্যালোকসদৃশ উজ্জ্বল কিরণদানের জন্য ধন্যবাদ

তোমায়। কারণ তোমারই উজ্জ্বল আলোকে দেখব আমার বিশ্বস্ত প্রেমিকা থিসবির মুখচন্দ্রিমা। কিন্তু হে বীর চেয়ে দেখ কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য! হে চোখ, ভাল করে দেখ, একি সত্য! আমার প্রিয়তমার রক্তাক্ত শাল? হে নিয়তি, যথাশীঘ্র এসে ছিন্ন করো আমার জীবনসূত্র। আমার হৃদয়ের মত্ত প্রভঞ্জনকে শান্ত করো।

থিসি। ওর এই শোকাবেগ দেখে যে কোন লোক বিষণ্ণ হয়ে উঠতে পারে।

হিপ্পো। আমার অন্তরের অবস্থা যাই হোক লোকটার জন্ম আমার দুঃখ হচ্ছে।

পিরা। হে প্রকৃতি, কেন তুমি সৃষ্টি করলে এই দুষ্ট পাপাত্মা সিংহকে যে আমার প্রিয়তমার জীবনকুসুমকে অকালে দলিত করল। আজ পর্যন্ত যত নারী পৃথিবীতে এসেছে ভালবেসেছে, সে ছিল তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী। এস অশ্রু আমায় বিহ্বল করে দাও, এস অস্ত্র আমায় আঘাত হানো। আঘাত হানো আমার বুকের বাম দিকে যেখানে আছে আমার হৃৎপিণ্ড। (অস্ত্রাঘাত করল) এইভাবে আমি প্রাণত্যাগ করলাম। এবার আমি মৃত, আমার প্রাণপাখি এখন আকাশের পথে উড্ডীন। আমার জিহ্বার সকল জ্যোতি গেল নিবিয়ে। হে চাঁদ তুমি পালাও। (চাঁদের প্রস্থান) এবার আমার মৃত্যু। (মৃত্যু)

থিসি। ডাক্তার ডাকলে এখনও বাঁচতে পারে।

হিপ্পো। থিসবি এসে তার প্রেমিককে না দেখতেই চাঁদমামা পালিয়ে গেল।

থিসবির পুনঃপ্রবেশ

থিসি। ও বোধ হয় নক্ষত্রের আলোতে দেখবে। এরপর হয়ত নাটকের শেষ।

হিপ্পো তবে পিরামুসের মত ওর বিলাপ যেন দীর্ঘ না হয়।

দিমে। যেমন পুরুষের মত পুরুষ তেমনি মেয়ের মত মেয়ে—পিরামুস থিসবির মধ্যে কার অভিনয়টা ভাল তা বলা কঠিন।

লাই। ও ওর সুন্দর চোখের দৃষ্টির দ্বারা চিনে নিয়েছে ওর প্রিয়তমকে।

থিসবি। তুমি কি নিদ্রিত, তুমি কি মৃত প্রিয়তম? হে পিরামুস ওঠ, কথা বলো। তোমার সুন্দর সবুজ শ্যাওলার মত চোখ, রক্তপদ্মের মত ঠোঁট, চেরীফুলের মত নাক, হলুদ গাঁদার মত গাল সব কিছু ঢেকে দিয়ে তার উপর ভেঙে উঠবে এক সমাধিস্তম্ভ। বিশ্বের যত প্রেমিক প্রেমিকারা চোখের জল

ফেলবে সে সমাধির উপর। এস ডাকিনীত্রয়ী, আমার দুগ্ধফেননিভ হাত রক্তে রঞ্জিত করে তোল। আমার প্রেমিক তোমাদেরই হাতে মরেছে; তার জীবনরূপ রেশম কাঁচি দিয়ে কেটে দিয়েছে। হে জিহ্বা আর কথা বলো না। এস বিশ্বস্ত তরবারি, ভেদ করো আমার বক্ষ। (ছুরিকাঘাত করল) বিদায় বন্ধু, সিংহ আর চাঁদমামা মৃতকে সমাধিস্থ করার জন্য আগেই চলে গেছে।

দিমে। প্রাচীরও চলে গেছে!

বটম। (হঠাৎ উঠে) না না, দুই পরিবারের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাচীরটা ভেঙে গেছে। এবার পরিশিষ্টটা শুনবেন না আমাদের দুজনের নাচ দেখবেন?

থিসি। না না আর কোন পরিশিষ্ট নয়। যে নাটকে সব অভিনেতাদের মৃত্যু হয় সেখানে কোন পরিশিষ্টের দরকার হয় না। এই নাটকের লেখক যদি নিজে পিরামুসের অভিনয় করত আর থিসবির মোজার দড়ি দিয়ে গলায় ফাঁসি দিত তাহলে এটা শ্রেষ্ঠ বিয়োগান্ত নাটক হত। কই তোমাদের মুখোস নাচ দেখি। (নৃত্য) মধ্য রাত্রির ঘণ্টা বাজল। প্রেমিকরা, চল আমরা এখন শুতে যাই। এখন পরীদের সময়। নাটক দেখে সময়টা ভালই কেটেছে। চল শুতে যাই। পনের দিন ধরে চলবে উৎসব।

(সকলের প্রস্থান)

ঝাঁটা হাতে পাকের প্রবেশ

পাক গর্জন করে ক্ষুধিত সিংহ পেঁচা ডাকে বনে
ডাকে এখন নেকড়ে বাঘ চেয়ে চাঁদের পানে।
দিনের আলো ছেড়ে দিয়ে যত পরীর দল
রাতের আঁধার সকলে মিলে করেছে সম্বল।
ঝাঁটা হাতে এসেছি আমি রাজার আদেশে
ঝাড়ব ধুলো যত আছে ঘরের আশে পাশে।

অনুচরসহ টিটানিয়ার প্রবেশ

ওবে। আলোর পাখি হয়ে নাচ ছন্দে উঠে মেতে,
ঘরে ঘরে ছড়াও আলো রাতের আঁধারেতে।

টিটা। ভাল করে মহড়া দাও যেন ভুল থাকে না গানে
হাতে হাত দিয়ে পরীরা সব নাচবে এইখানে।

ওবে। এখন থেকে যতক্ষণ না দিনের আলো আসে
চলে যা সব প্রেমিকদের ফুলশয্যার পাশে।
তাদের মিলন যেন শুভ হয়, পায় সবে সুসন্তান
সব দিক থেকে তাদের শিশু হবে বলবান।
মাঠের শিশির ছড়িয়ে দিবি তাদের ঘরে ঘরে
ধনেপুতে সুখে যেন থাকে তোদের বরে।
আর দেরি না, যা চলে যা এই নিশীথ রাতে
দিনের আলো ফুটলে দেখা করবি আমার সাথে।

(পাক ছাড়া সকলের প্রস্থান)

পাক। ছায়াবাসী আমরা যদি দিয়ে থাকি কষ্ট
অনুরোধ করি যেন হবেন নাকো রুষ্ট।
ভাববেন স্বপ্ন এ ত দেখেছি ঘুমের ঘোরে
তাই ভেবে ত্রুটি যত ফেলুন ক্ষমা করে।
রূপকথার এই নাটক হয়ত নয় ভালো
সবার মনেই নাইক কি কিছু ছায়া কালো ?
দুর্ভাগ্যে বা সাপের বিষে যদি না পাক মরে
নতুন নাটক দেখাবে সে আরো ভালো করে।

(প্রস্থান)

উইণ্টারস টেল

নাটকের চরিত্র

লিওনটেস : সিসিলিয়ার রাজা
মেমিলিয়াস : ঐ পুত্র ও যুবরাজ
ক্যামিলো :
এ্যান্টিগোনাস } সিসিলিয়ার-
ক্লিওমেনস্ } পারিষদগণ
ডিওন
পলিকজেনস্ : বোহেমিয়ার রাজা
ফ্লোরিজেল : ঐ পুত্র ও যুবরাজ
আর্কিডেমাস : বোহেমিয়ার পারিষদ
ওল্ড সেফার্ড : পার্দিতার পিতা
ক্লাউন : ঐ পুত্র
অটোলিকাস : জনৈক দুর্বৃত্ত

জনৈক নাবিক
জেলরক্ষক
গায়কগণ

হার্মিওন : লিওনটেসের রাণী
পার্দিতা : ঐ কন্যা
পলিনা : এ্যান্টিগোনাসের স্ত্রী
এমিলিয়া : রাণীর সহচরী
মপসা } রাখাল বালিকা
ডর্কাস }
অন্যান্য পারিষদগণ, ভদ্রমহোদয়গণ, অফিসারগণ, ভৃত্যগণ, রাখাল বালক ও রাখাল বালিকাগণ

ঘটনাস্থল : সিসিলিয়া ও বোহেমিয়া

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। সিসিলিয়া। লিওনটেসের প্রাসাদ।
ক্যামিলো ও আর্কিডেমাসএর প্রবেশ।

আর্কি। আমি যে কাজের জন্য এখানে এসেছি সেই কাজে তুমি যদি কখনো বোহেমিয়া যাও ক্যামিলো, তাহলে দেখবে বোহেমিয়া আর সিসিলিয়ার মধ্যে কত পার্থক্য!

ক্যামিলো। আমার মনে হয় আগামী গ্রীষ্মেই সিসিলিয়ার রাজা বোহেমিয়া সফরে যাবেন।

আর্কি। আমাদের আতিথেয়তা তখন আমাদের লজ্জা দিলেও আমাদের ভালবাসা ও আন্তরিকতার কোন ত্রুটি হবে না।

ক্যামিলো। আমার অনুরোধ—

আর্কি। আমি যতদূর জানি আমরা আপনাদের এমন মদ্য পান করতে দেব যা পান করে আপনারা এমনই জ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন যে আমাদের আতিথেয়তায় কোন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও তা ধরতে পারবেন না। আমাদের কোন প্রশংসা করতে না পারলেও কোন নিন্দা করতেও পারবেন না।

ক্যামিলো। আপনি ত অনেক কথাই বলে ফেললেন।

আর্কি। যা মনে এল সরলভাবে বলে ফেললাম।

ক্যামিলো। বোহেমিয়ার রাজার কাছে সিসিলিয়ার রাজার পক্ষে সৌজন্য বা আতিথেয়তায় বাড়াবাড়ি করার কিছু নেই। তাঁরা বাল্যকালে দুজনে একসঙ্গে লেখাপড়া শিখেছেন এবং তখন হতেই তাঁদের মধ্যে এমন এক বন্ধুত্বের বৃক্ষ বেড়ে উঠেছে যা শুধু শাখা প্রশাখা নিয়ে আজও পল্লবিত হয়ে উঠছে দিনে দিনে। তারপর বড় হয়ে রাজকার্যের খাতিরে তাঁরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও তাঁদের মধ্যে চোখের দেখা না হলেও চিঠিপত্র ও উপহারের প্রায়ই আদান প্রদান হয়। বহু দূরে দুজনে থাকলেও মনে হয় খুবই কাছে আছেন।

আর্কি। জগতে এমন কোন হিংসা বা অন্য কোন কিছু নেই যা তাঁদের বন্ধুত্বের অবসান ঘটাতে পারে। আপনাদের তরুণ যুবরাজ মেমিলিয়াসও খুব প্রতিশ্রুতিপূর্ণ।

ক্যামিলো। এবিষয়ে আমিও একমত। খুব ভাল ছেলে খুব সাহসী। তাকে দেখলে অতি বৃদ্ধও সজীব হয়ে ওঠে যুবকের মত। তাকে যেই দেখে সেই তাকে ভবিষ্যতে পরিণত অবস্থায় দেখতে চায়। শুধু তাকে দেখার জন্যই অনেকে বেঁচে থাকতে চাইবে দীর্ঘদিন। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। লিওনটেসএর রাজপ্রাসাদ।

লিওনটেস, পলিকজেনস্ হার্মিওন, মেমিলিয়াস, ক্যামিলো ও অনুচরবর্গের প্রবেশ

পলিক। আজ নয়মাস হয়ে গেল আমরা বাড়ি থেকে এসেছি। এবার আমাদের চিরকালের মত চলে যেতে হবে এখান থেকে। সুতরাং যে সাদর অভ্যর্থনার ঐশ্বর্য আমরা এখানে লাভ করেছি তার জন্য সহস্রবার ধন্যবাদ আমাদের দেওয়া উচিত যাবার আগে।

লিওন। ঠিক আছে, এ ধন্যবাদ জানাবে যাবার সময়। ততক্ষণ পর্যন্ত রেখে দাও।

পলিক। সে সময় ত এসে গেছে ভাই, আমরা কালই চলে যাচ্ছি। আমাদের এই দীর্ঘ অনুপস্থিতির ফলে আমাদের রাজ্যে কি যে ঘটছে তার কিছুই জানি না, এ বিষয়ে কত প্রশ্ন জাগছে মনে। তাছাড়া আমরা দীর্ঘদিন ধরে এখানে থেকে তোমাদের এই রাজপরিবারকেও বিশেষ বিরক্ত করে তুলেছি।

লিওন। আমরা দুজন ঠিক দুই ভাইএর মত।

পলিক। কিন্তু আর থাকা চলে না।

লিওন। আর মাত্র এক সপ্তা। মাত্র সাতটা রাত।

পলিক। সত্যি করে বলছি কাল।

লিওন। শুধু এইবারই কিছু সময় বেশী থাকতে বলব। তারপর আর অনুরোধ করব না।

পলিক। আমাকে আর অনুরোধ করো না। পৃথিবীতে আর কারো কোন কথা আমাকে বিচলিত করে না এমনভাবে। কিন্তু তোমার এই অনুরোধের মধ্যে কোন প্রয়োজনের তাড়না থাকলেও আমিও প্রয়োজনের খাতিরেই সে প্রয়োজন প্রত্যাখ্যান করছি। বাড়িতে এখন আমার অনেক কাজ করার আছে। তোমার অনুরোধ রক্ষা করতে গিয়ে যদি সে কাজে অবহেলা করি, তাহলে তোমার সে অনুরোধ কশাঘাতের মত আঘাত করবে আমায়। তাহলে আমি এখানে থেকে অস্বস্তি আর মনোবেদনা বোধ করব। এ সবের হাত থেকে আমাকে বাঁচাবার জন্যই আমাকে যাবার অনুমতি দাও ভাই।

লিওন। কী রাণী, চুপ করে রয়েছ কেন? বল।

হার্মিওন। তুমি ওঁকে আরো কিছুদিন থাকার শপথ করিয়ে নেবে বলে আমি চুপ করেছিলাম। ওঁকে বুঝিয়ে বল। ওঁকে বল বোহেমিয়ার সব খবর ভাল এবিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত।

লিওন। হার্মিওন ঠিক কথা বলেছে।

হার্মিওন। তবে উনি যদি শপথ করে বলেন, উনি ওঁর পুত্রকে দেখতে চান তাহলে অবশ্যই আমরা ওঁকে ছেঁড়ে দেব। কিন্তু সেটা শপথ করে ওঁকে বলতে হবে। (পলিকজেনসকে) আপনার রাজকার্য পরিপূর্ণ অমূল্য সময়

থেকে আর মাত্র একটা সপ্তা থার নেব। আপনি বোহেমিয়া চলে যাওয়ার একমাস পর আমি আমার স্বামীকে পাঠাব। হায় লিওনটেস, ওঁর স্ত্রী ওঁকে যে রকম ভালবাসেন আমি তার এক কণাও ভালবাসতে পারি না তোমায়। যাই হোক, আপনি থেকে যাবেন ত?

পলিক। না ম্যাডাম।

হার্মিওন। না আপনাকে থাকতেই হবে।

পলিক। সত্যি সত্যিই আমি থাকতে পারব না।

হার্মিওন। সত্যি সত্যিই আপনাকে থাকতে হবে। এমনকি যদিও আপনি আকাশের সমস্ত নক্ষত্রদের একত্রিত করে তাদের কাছে শপথ করেন এবং তারা সবাই একযোগে আপনাকে যেতে বলে তাহলেও আপনার সত্যি সত্যিই যাওয়া হবে না। মনে রাখবেন, আমি নারী হলেও একজন পুরুষের মত আমার ইচ্ছারও দাম আছে। এরপরও কি আপনি যাবেন? তা যদি যেতে চান তাহলে আমাকে বাধ্য হয়ে আপনাকে বন্দী হিসাবে রেখে দিতে হবে, অতিথি হিসাবে নয়। যাবার সময় আপনার মুক্তির পণস্বরূপ আ নার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে যাবেন। তাহলে বলুন, কিভাবে থাকতে চান, বন্দীভাবে না অতিথির মত।

পলিক। আপনার অতিথিরূপে ম্যাডাম। বন্দীরূপে থাকাটা আমার পক্ষে হবে বেশী কষ্টকর।

হার্মিওন। ঠিক আছে, তাহলে আপনি আমার অতিথি আর আমি গৃহকর্ত্রী, আপনার ও আমার স্বামীর ছেলেবেলাকার কিছু কথা বলুন আমাকে।

পলিক। হে রাণী, আমরা ছিলাম সেদিন এমনই দুটি কিশোর যারা কখনো পিছন ফিরে তাকাত না, যারা শুধু ভবিষ্যৎ সুখের স্বপ্নে বিভোর হয়ে ছুটে চলত, যারা চিরকিশোর থাকার স্বপ্ন দেখত।

হার্মিওন। দুজনের মধ্যে আমার স্বামীই বেশী দুষ্টু ছিলেন না কি?

পলিক। একই মেষমাতা হতে প্রসূত দুটি মেষশাবকের মত মুক্ত আকাশের তলে একই সঙ্গে বেড়ে উঠেছি এবং একই স্বরে চিৎকার করেছি। আমরা দুজনেই ছিলাম সরল এবং নিষ্পাপ। অন্যায় কর্ম কাকে বলে তা জানতাম না। আমরা দুজনে সম্রান্ত বংশের ছেলে এবং দুজনেরই রক্তে উচ্চ আত্ম-মর্যাদাবোধ প্রবহমান। তাই কোন অন্যায় করতে পারিনি।

হার্মিওন। আপনি ত তখন থেকেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমি ত এটাই জেনেছি।

পলিক। তখন থেকে বহু প্রলোভন আমাদের কাছে এসেছে। আমার স্ত্রী তখন ছিল ছোট্ট একটি বালিকা। আমার বন্ধুর জীবনে আপনি তখনও আসেননি।

হার্মিওন। এর থেকে আপনি এ সিদ্ধান্তে আসতে পারবেন না যে আমি আর আপনার স্ত্রী দুজনেই শয়তান। আপনারা যদি শুধু আমাদের সঙ্গেই পাপ করে থাকেন আর সেই পাপকর্ম আজো পর্যন্ত চালিয়ে যান তাহলে আপনাদের পাপের সব দায়িত্ব আমরাই বহন করব।

লিওন। থাক ও থাকবে ত ?

হার্মিওন। উনি থাকবেন স্বামী।

লিওন। আমার অনুরোধ সে রাখবে না। হার্মিওন প্রিয়তমা, তুমি এমন ভাল কথা কখনো বলনি।

হার্মিওন। কখনো না ?

লিওন। একবার ছাড়া আর কখনো না।

হার্মিওন। একবার কখন ? বল বল। যে কোন ভাল কাজের প্রশংসাই হচ্ছে তার বেতন। আমাদের কৃত কোন ভাল কাজ যদি প্রশংসা না পায় তাহলে আরও অনেক ভাল কাজ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ সে কাজ করার কোন উৎসাহ পাই না আমরা। আমার শেষ ভাল কাজ হচ্ছে ওঁকে থাকার জন্য অনুরোধ করা ; কিন্তু এর আগে যে ভাল কথা বলেছি সেটি কি ? আমি জানতে চাই আর কখন আমি ভাল কথা বলেছি।

লিওন। কেন, তিন মাস দারুণ চেষ্টার পর তুমি তোমার শুভ্রকোমল হাত দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরে বলেছিলে, 'তোমার চিরদিনের আমি।'

হার্মি। তাহলে আমি দুবার দুটো ভাল কথা বলেছি। একবার বলেছিলাম আমার রাজকীয় স্বামী লাভ করার জন্য আর একবার বলেছি একজন বন্ধুর মত বন্ধু পাওয়ার জন্য (পলিকজেনসকে হাত বাড়িয়ে দিল।)

লিওন। (স্বগতঃ) ওদের এই মেলামেশাটা খুবই নিবিড় ও উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। আমার অন্তর উত্তেজনায় কাঁপছে, তবে তা আনন্দে নয়। অবশ্য করমর্দন করুক, তাতে ক্ষতি নেই ; কিন্তু এই হাতের তালুতে তালু রেখে আঙুলগুলো মোচড়ানো এবং চোখে চোখ রেখে মুমূর্ষু হরিণের মত দীর্ঘশ্বাস

লা—এই ধরনের মেলামেশা আমায় অন্তর চায় না। আমার চোখও া দেখতে চায় না। মেমিলিয়াস রয়েছ ?

মি। হাঁা রয়েছি পিতা।

ণ্ডন। লোকে বলে ছেলেটা যেন আমারই প্রতিচ্ছবি। এস এস—এখনো রা হাত ধরাধরি করে রয়েছে! কেমন আছ? তুমি ত আমারই সন্তান ৎস ?

মেমি। আপনি যা মনে করেন।

ন্টওন। আমার মত হতে হলে তোমাকে আরো অনেক আঘাত সহ্য করতে হবে। ওরা বলে, যত সব মেয়েরা সে ছেলেটা অবিকল আমার মত দেখতে, ঠিক দুটো ডিম যেমন দেখতে এক। কিন্তু তরল জল আর চপল বাতাসের মত ওদের কথা মিথ্যা হতে পারে। কই এস ত বাছা, আমার মুখপানে ভাল করে তাকাও। কই বাবা মিষ্টি শয়তান। তোমার মা—তা কি কখনো হতে পারে? কিন্তু হে প্রেম! তোমার প্রভাবে অনেক অবাস্তব অসম্ভব জিনিস সম্ভব মনে হচ্ছে—এটা কি করে সম্ভব ?

পলিক। হে সিসিলিয়ার অধিপতি কী ব্যাপার ?

হার্মি। ওঁকে কিছুটা বিচলিত দেখাচ্ছে।

পলিক। কি হলো ভাই? কেন এমন করছ ?

হার্মি। তোমার কুঞ্চিত ভ্রূ দেখে মনে হচ্ছে তুমি বিচলিত হয়ে পড়েছ।

লিওন। সত্যি বলছি না। অনেক সময় প্রকৃতি মানুষের কঠোর অন্তঃকরণে স্নেহ ভালবাসা জাগিয়ে আর তার নির্বোধসুলভ অভিপ্রকাশ ঘটিয়ে মজা করে। আমি আমার ছেলের মুখের রেখাগুলোকে দেখতে দেখতে যেন তেইশ বছর আগের জীবনে ফিরে গিয়েছিলাম। আমি যেন এর মত সবুজ মখমলের পোষাক পরে অস্ত্র হাতে শিকারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। আচ্ছা বন্ধু, তুমি টাকার বদলে ডিম নেবে ?

মেমি। না, আমি যুদ্ধ করব।

লিওন। আচ্ছা ভাই; তুমিও কি আমার মত তোমার বাচ্চা ছেলেটাকে খুব ভালবাস ত ?

পলিক। যখন বাড়িতে থাকি সেই হয় একমাত্র আনন্দের বস্তু। সেই তখন আমার কা একই সঙ্গে শত্রুমিত্র, সৈনিক, রাজনীতিবিদ সব হয়ে ওঠে। সে কাছে থাকলে আমার দীর্ঘ নিদাঘ দিনগুলো কত তাড়াতাড়ি

কেটে যায়, আমার গভীর অস্বস্তিকর চিন্তাগুলোকে যেন মন থেকে দূর করে দেয়।

লিওন। আমার এই পুত্রও আমার কাছে তেমনি। আমরা এখন দুজনে একসঙ্গে কিছুক্ষণ বেড়াব। তোমরা এখন গল্পগুজব করো। হার্মিওন, আমার এই ভাইএর দেখাশোনার কাজে যেন কোন ত্রুটি না হয়। আমি একে নিয়ে চললাম, আমার অন্তরে তোমার পরেই এর স্থান।

হার্মি। আমরা বাগানেই থাকব। আমরা তোমাদের জন্য সেখানে অপেক্ষা করব কি?

লিওন। তোমাদের যা ইচ্ছা করবে। তোমরা যেখানেই থাক খুঁজে নেব। (স্বগত) তোমরা আমাকে দেখতে না পেলেও আমি তোমাদের অলক্ষ্যে থেকে তোমাদের উপর নজর রাখব। যাও যাও, আমি সব দেখব। দেখব সে কেমন করে তার প্রতি বিবাহিত স্ত্রীর মত ঠোঁটটা বাড়িয়ে দেয় অথবা কেমন করে সোহাগ ভরে জড়িয়ে ধরে। (পলিকজেন্স, হার্মিওন ও অনুচরবর্গের প্রস্থান) চলে গেল! একেবারে গলায় গলায় প্রেম। যাও বাছা, খেলা করো, তোমার মা খেলা করছে, আমিও এক খেলা খেলছি। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর খেলা আমার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সারা জীবনকে বিষময় করে তুলবে। বুকে ঘৃণা নিয়েই আমায় মরতে হবে। যাও বাছা, খেলা করো। আমার মনে হয় এর আগেও আমাকে ওরা প্রতারিত করেছে। পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ আজও আছে যারা তাদের স্ত্রীকে আলিঙ্গন করার সময় ভাবতেই পারে না তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের স্ত্রী অপরের দ্বারা উপভুক্ত হয়েছে, তাদের নিকটপ্রতিবেশীরা তাদের পুকুরের সব মাছ ধরে নিয়েছে। তবে এখানেও অবশ্য সান্ত্বনা আছে। অনেকে পরের ঘরের দরজা খোলা পেলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঢোকে তার মধ্যে; আমার ঘরের দরজা আমিই খুলে দিয়েছি। আর তাছাড়া অবিশ্বস্ত স্ত্রীকে নিয়ে মানুষ যদি সব সময় হা হুতাশ করত তাহলে পৃথিবীর সব মানুষের চারভাগের এক ভাগ গলায় দড়ি দিয়ে মরত। শক্তের কাছে কেউ ঘেঁষে না। দুর্বল অংশেই ঘা মারে সবাই। শত্রু ঘরে ঢুকেছে, আমার মালপত্র নিয়ে সে শত্রু বেরিয়ে যাবে। এমন হাজার হাজার লোক আছে যারা রোগগ্রস্ত, অথচ তাদের রোগটা কি তাই তারা জানে না। কি করছ ছোকরা?

মেমি। লোকে বলে, আমি হয়েছি আপনার মত।

লিওন। এটাও আমার পক্ষে কিছুটা সান্ত্বনার কথা। কই, ক্যামিলো কোথায়?

ক্যামিলো। এই যে আমি এখানে।

লিওন। যাও খেলা করো মেমিলিয়াস। তুমি ভাল ছেলে। (মেমিলিয়াসের প্রস্থান) শোন ক্যামিলো, আমাদের মহারাজা আরো কিছুদিন থাকবেন।

ক্যামিলো। তাঁকে আপনিই যথেষ্ট উৎসাহের সঙ্গে পরম সমাদরে রেখে দেন। এখন আপনি যত চাইছেন উনি চলে যান ততই উনি এখানে থাকতে চাইছেন।

লিওন। তুমি তাহলে এটা লক্ষ্য করেছ?

ক্যামিলো। উনি কিন্তু আপনার অনুরোধে এখানে থাকবেন না। তখন কাজের অজুহাত দেখাবেন।

লিওন। এটাও লক্ষ্য করেছ? (স্বগত) ওরা এর মধ্যেই আমার চারদিকে চুপি চুপি কত কি বলাবলি করছে।—আচ্ছা উনি হঠাৎ থেকে গেলেন কেন ক্যামিলো?

ক্যামিলো। রাণীমার অনুরোধে।

লিওন। রাণীর অনুরোধে, তা হতে পারে। এতে খারাপ কি আছে? এতে তুমিই শুধু খারাপ বুঝছ। কিন্তু কেন আছেন, কোন বড় কাজের জন্য অথবা কোন সুকুমার অনুভূতির তাড়নায় তা লক্ষ্য করনি?

ক্যামিলো। কাজ? আমার মনে হয় অনেকে জানে বোহেমিয়ারাজ এখানে অনেকদিন ধরে আছেন।

লিওন। হ্যাঁ।

ক্যামিলো। আপনার ইচ্ছাকে পরিতৃপ্ত করার জন্য এবং আমাদের রাণীমার অনুরোধ রক্ষা করার জন্য।

লিওন। তোমাদের রাণীমার অনুরোধ রক্ষা করার জন্য, এইটাই যথেষ্ট। আমি তোমাকে অন্তরের সঙ্গে বরাবর বিশ্বাস করে এসেছি ক্যামিলো আর তুমিও পবিত্র পুরোহিতের মত আমার অন্তরকে বহু দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত করেছ বহুবার। অনুতপ্ত চিত্তে মুক্তির সন্ধান পেয়ে চলে গিয়েছি আমি তোমার কাছে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এবার তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করছ।

ক্যামিলো। সে প্রতারণা বন্ধ করুন মহারাজ।

লিওন। তুমি আমাকে কিছু একটা লুকোচ্ছ, তুমি ... সৎ নও। অথবা তুমি একটা কাপুরুষ যে কালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে না চলে পিছনে বসে থাকে। তুমি হচ্ছ এমনই এক ভৃত্য যাকে বিশ্বাস করে এক গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিলেও অবহেলাভরে সে কাজ সে করছে না অথবা তুমি হচ্ছ এমনই নির্বোধ যে তার বাড়িতে এক ক্ষতিকর কাজ হয়ে চললেও তা হালকা ভেবে উড়িয়ে দিচ্ছে।

ক্যামিলো। মহামান্য মহারাজ, উদাসীন, নির্বোধ বা ভীরু হতে পারি। এই সব দোষ থেকে পৃথিবীর কোন মানুষই সম্পূর্ণরূপে মুক্ত নয়। জগতের অসংখ্য কাজের মধ্যে কোথাও না কোথাও কিছু অবহেলা, কিছু নির্বুদ্ধিতা বা কিছু ভীরুতা থাকবেই। আপনার ক্ষেত্রে প্রভু, আমি যদি ইচ্ছা করে অবহেলা করে থাকি আপনার কাজে তাহলে সত্যিই আমি বোকা। যদি সংশয়ের বশবর্তী হয়ে কোন কাজ থেকে বিরত হয়ে থাকি আর সেটা যদি ভীরুতা হয় তাহলে জগতের অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তিই এই ভীরুতা দোষে দুষ্ট। এই সব দুর্বলতা থেকে কোন সৎ লোকই মুক্ত নয়। কিন্তু আমার অনুরোধ, আমাকে খোলাখুলি ভাবে সব কথা বলুন। আমার দোষটা কোথায় তা আমি দেখি। যদি আমি সে দোষ না করে থাকি তাহলে তা আমি অস্বীকার করব।

লিওন। তুমি দেখনি ক্যামিলো? এটা ত সংশয়াতীতভাবে সত্য। যখন চারিদিকে গুজব রটে গেছে, সকলেই বলাবলি করছে তুমি তা শুনতে পাওনি? আমার স্ত্রীর চরিত্র দুষ্ট একথা যে জানে না সে কিছুই জানে না। যদি তুমি স্বীকার করো তোমার দেখার মত চোখ বা শোনার মত কান নেই অথবা চিন্তা করার কোন শক্তি নেই তাহলে বলবে আমার স্ত্রী হচ্ছে খেলার পুতুল। কি বলবে বল।

ক্যামিলো। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের রাণীমার চরিত্রের উপর এইসব কলঙ্কারোপ সহ্য করব না। হে আমার অন্তর, একথা মুখে বলাও ঘোরতর পাপ।

লিওন। আচ্ছা চুপি চুপি কথা বলাটা কি কিছু না? গালে গাল ঠেকিয়ে বা নাকে নাক ঠেকিয়ে বসে থাকা অথবা গোপনে ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে চুম্বন করা অথবা হাসতে হাসতে হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলা—এসবগুলো কি প্রেমের বিশ্বাসভঙ্গের অভ্রান্ত প্রমাণ নয়? এগুলো কি তোমরা দেখেও

দেখবে না? তা যদি হয় তাহলে জগতের সব কিছুই মিথ্যা এবং কিছুই কিছু না। আকাশ কিছু না, বোহেমিয়াধিপতি কিছু না, আমার স্ত্রী কিছু না। তাহলে সব কিছুই মিথ্যা।

ক্যামিলো। মাননীয় প্রভু, এই দূষিত সন্দেহের জীবাণু থেকে মনকে মুক্ত করুন। এটা খুবই বিপজ্জনক।

লিওন। যাই বল, একথা সত্য।

ক্যামিলো। না, একথা সত্য নয়।

লিওন। তুমি মিথ্যা কথা বলছ ক্যামিলো। তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি হচ্ছ বুদ্ধিহীন এক ক্রীতদাস যে একই সঙ্গে একই বস্তুর মধ্যে ভাল এবং মন্দ দুটোকেই দেখতে চাও। তার চরিত্রের মত আমার স্ত্রীর যকৃৎটা যদি দূষিত হত তাহলে একটা দিনও বাঁচতে পারত না।

ক্যামিলো। কে তার চরিত্রকে দূষিত করেছে?

লিওন। কেন, যে তাকে গলায় মেডেলের মত ঝুলিয়ে রেখেছে। কেন, বোহেমিয়ার রাজা। কে আবার—যদি আমার কোন বিশ্বস্ত ভৃত্য থাকত সে তার নিজের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে আমার সম্মান রক্ষার কথাটাও চিন্তা করত, তা হলে সে আরো অনেক কিছু জানতে পারত এ বিষয়ে। আর তুমি হচ্ছ তার তাঁবেদার। কত ছোট থেকে আমি তোমাকে পালন করে আসছি। আকাশ যেমন পৃথিবীকে দেখে আর পৃথিবী দেখে আকাশকে তেমনি স্পষ্টভাবে তুমিও দেখতে পাচ্ছ কী বিষাক্ত প্রতারণার দ্বারা জর্জরিত হচ্ছি আমি। তুমি হিতাকাঙ্ক্ষী হলে আমার শত্রুর হাতে একটা বিষের পাত্র তুলে দিতে পারতে।

ক্যামিলো। আমি তা পারতাম, কিন্তু আমার মনে হয়েছিল এ কাজটা আমাদের রাণীমার পক্ষে সম্মানজনক হবে না। আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি—

লিওন। সেটা নিজেকে প্রশ্ন করে দেখ, তারপরে তুমি জাহান্নামে যাও। তুমি কি ভাব আমি এতই বোকা যে শুধু শুধু এই উদ্বেগজনক ব্যাপারটার মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি? আমি কি অকারণে যত সব অর্থহীন দুশ্চিন্তার দ্বারা আমার শয্যাকে কণ্টকিত করে বিনিদ্র রাত্রি যাপন করছি, আমার নিজের পুত্রের রক্তের মধ্যে কলুষ আরোপ করছি? কোন লোক কি শুধু শুধু সংশয়কাতর হয়ে উঠতে পারে?

ক্যামিলো। আমি আপনার কথা সত্যিই বিশ্বাস করি রাজন এবং বিশ্বাস করবও। বোহেমিয়ার রাজাকে সরিয়ে দেব। তবে একটা শর্ত। আপনি কথা দেবেন বোহেমিয়ারাজ সরে গেলে আপনি আপনার রাণীকে পূর্বের মতই আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করবেন। অন্ততঃ আপনার পুত্রের খাতিরে একাজ করবেন আর এই কাজের দ্বারা রাজদরবারে ও রাজ্যের বিভিন্ন স্থলে আপনাদের সম্পর্কে যে সব গুজব লোকের মুখে প্রচারিত হচ্ছে তার অবসান ঘটাবেন।

লিওন। আমি নিজে যা করব বলে ঠিক করেছি তুমিও আমার তাই করার পরামর্শ দিলে। আমি তার চরিত্রে কোন দোষ দিয়ে তার সম্মানকে কলঙ্কিত করব না।

ক্যামিলো। তাহলে যান প্রভু। কোন উৎসবের সময় মানুষ যেমন তার বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে হাসিমুখে মেলামেশা করে আপনিও তেমনি বোহেমিয়ারাজ ও আপনার স্ত্রীর সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করুন। আমি বোহেমিয়ারাজের পানপাত্র যোগাই। যদি আমি তাঁকে এর পর স্বাস্থ্যপ্রদ মদ দান করি তাহলে জানবেন আমি আপনার ভৃত্যই নই।

লিওন। ঠিক আছে, একাজ করো যেন। না করলে নিজেরই ক্ষতি করবে।

ক্যামিলো। আমি তা করব।

লিওন। তোমার পরামর্শমত আমি উপরে বন্ধুত্বের ভাব দেখাব।

(প্রস্থান)

ক্যামিলো। হে দুঃখিনী হতভাগিনী নারী! আমার জন্যেই এমন হচ্ছে। কিন্তু কি কাজ করতে চলেছি আমি? আমি পলিকজেনসকে বিষ প্রয়োগে হত্যার জন্য দায়ী হব? আর সে হত্যার একমাত্র যুক্তি হলো আমার মালিকের প্রতি আমার আনুগত্য। কিন্তু সে মালিক এমনই একজন মানুষ যিনি নিজের আত্মার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন। একাজ করলে আমার পদোন্নতি হবে। যারা অতীতে রাজাকে হত্যা করে জীবনে উন্নতি লাভ করেছে তাদের দৃষ্টান্ত যদি আমি পর্যালোচনা করে দেখি তাহলে একাজ করতে পারব না আমি। পিত্তল বা প্রস্তরনির্মিত কোন সমাধিস্তম্ভই তাদের অমর করে রাখতে পারেনি। আমি রাজার কাছে যে শপথ করে ফেলেছি স্বয়ং শয়তানই যেন সে শপথ ভঙ্গ করতে

আমায় বাধ্য করে। আমি এ রাজবাড়ি ছেড়ে চলে যাব। কারণ এ কাজ করি না করি—আমার পক্ষে দুটোই সমান ক্ষতিকর। শুভ্র নক্ষত্র আমার পথকে আলোকিত করুক। এই বোহেমিয়ারাজ আসছেন।

পলিকজেনস্-এর প্রবেশ

পলিক। কী আশ্চর্য! আমার প্রতি আদর অভ্যর্থনায় ভাটা পড়তে শুরু করেছে কি? কথা বলছ না কেন? সুপ্রভাত ক্যামিলো।

ক্যামিলো। সুপ্রভাত হে মহামান্য রাজন।

পলিক। রাজদরবারের খবর কি?

ক্যামিলো। নতুন কিছু না প্রভু।

পলিক। রাজা আমার কাছে মুখখানা এমন ভার করলেন যাতে মনে হবে তিনি যেন তার এমন কোন রাজ্য হারিয়েছেন যে রাজ্যকে তিনি আপন প্রাণের মতই ভালবাসতেন। একটু আগে তাঁর সঙ্গে দেখা হলে তিনি প্রথাগত সামান্য একটু সৌজন্যের ভাব দেখিয়ে অন্য দিকে মুখটা ফিরিয়ে রইলেন। তারপর তাঁর ঠোঁটের উপর ঘৃণার ভাব ফুটিয়ে আমার কাছ থেকে চলে গেলেন। আমি একা একা বসে শুধু ভাবতে লাগলাম তাঁর এই ভাবান্তরের কারণ কি।

ক্যামিলো। আমি তাঁকে এই কারণের কথা জিজ্ঞাসা করতে সাহস পাচ্ছি না।

পলিক। সাহস পাচ্ছ না? না কি তা জেনেও আমাকে তা বলতে পারছ না? তুমি যেটা জান সেটা তোমায় অবশ্যই বলতে হবে। হে ভদ্র ক্যামিলো, তোমার মুখের রংটা বদলে গেল কেন! আর এই পরিবর্তিত মুখের রঙের মধ্যে আমার রঙের পরিবর্তনটাও দেখতে পাচ্ছি। আমার মুখের রংটাও বদলে গেছে, কারণ তোমাদের এই সব ভাবান্তরের মূলে আছি আমি।

ক্যামিলো। একটা রোগে ধরেছে আমাদের সকলকে, যার ফলে আমাদের মন মেজাজের কারো ঠিক নেই। কিন্তু রোগটার নাম জানি না আমি। রোগটা অবশ্য আপনাকেও ধরেছে, তবে আপনি এখনো পর্যন্ত সুস্থ আছেন।

পলিক। সে কি, আমাকেও ধরেছে? ক্যামিলো, তুমি একজন ভদ্রলোক এবং অভিজ্ঞ; তোমার বংশমর্যাদা আমাদের থেকে কিছু কম নয়। আমি যা জানি না এবিষয়ে যদি তুমি তা জান তাহলে তা গোপনতার কারাগারের মধ্যে আবদ্ধ করে না রেখে আমাকে তা খুলে বল।

ক্যামিলো। এর উত্তর আমি দিতে পারব না।

পলিক। একটা রোগে আমায় ধরেছে অথচ আমি তার কিছুই জানি না। আমাকে অবশ্যই কথাটা বলতে হবে। শুনছ ক্যামিলো? আমি যতদূর সম্ভব সম্মানের সঙ্গে তোমাকে অনুনয় বিনয় করছি, তুমি বল কি ধরনের বিপদ বা ক্ষয়ক্ষতি এগিয়ে আসছে আমার দিকে। সে বিপদ দূরে না কাছে? সে বিপদকে কি পরিহার করা যাবে? আর যদি তা না যায় তাহলে কিভাবে সহ্য করতে হবে?

ক্যামিলো। স্যার, আমি তা বলব আপনাকে। আমার একটা সম্মান আছে এবং আপনাকেও একজন সম্মানীয় ব্যক্তি বলে মনে করি। আমার পরামর্শের কথা শুনুন এবং এ পরামর্শের কথা আমার মুখে উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা আপনাকে পালন করতে হবে। তা না হলে আপনি ও আমি দুজনেই প্রাণ হারাব।

পলিক। ঠিক আছে বল ক্যামিলো।

ক্যামিলো। আপনাকে হত্যা করার কাজে নিযুক্ত হয়েছি আমি।

পলিক। কার দ্বারা?

ক্যামিলো। রাজার দ্বারা।

পলিক। কি জন্য?

ক্যামিলো। তিনি শপথ করে আমাকে বিশ্বাস করে বলেছেন যে তিনি দেখেছেন অথবা এমনও হতে পারে তিনি আপনার প্রতি ঈর্ষাবশত: একথা বলছেন যে আপনি নাকি তাঁর রাণীর শ্লীলতাহানি করেছেন।

পলিক। তা যদি হয় তাহলে আমার দেহের রক্ত দূষিত হয়ে যাক এবং আমার নাম চরম বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাক। আমার সমস্ত যশ মান পূতিগন্ধময় আবর্জনায় নিক্ষিপ্ত হোক এবং চরম ঘৃণার সঙ্গে পৃথিবীর সবাই আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করুক।

ক্যামিলো। আপনি সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রের নামে যতই শপথ করুন না কেন, সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রের মিলিত শক্তিও তাঁর ধারণার পরিবর্তন করতে পারবে না। আপনি যেমন সমুদ্রকে চাঁদের কথা মেনে চলতে নিষেধ করতে পারবেন না, তেমনি কোন শপথ বা পরামর্শের দ্বারা রাজার এই নির্বুদ্ধিতার ভিত্তিটাকেও টলাতে পারবেন না। কারণ তাঁর এই নির্বুদ্ধিতার ভিত্তিটা এমনই এক বিশ্বাসের উপর গড়ে উঠেছে যে বিশ্বাস তাঁর সারা জীবনভোর

বেঁচে থাকবে। "তাঁর দেহের পতন না ঘটা পর্যন্ত তাঁর সে বিশ্বাসের পতন ঘটবে না।

পলিক। কি করে এ বিশ্বাস জন্মাল ?

ক্যামিলো। তা ত আমি জানি না। তবে এইটুকু জানি যে কি করে ঘটল তা জানতে না চেয়ে বর্তমান বিপদকে পরিহার করে চলাই উচিত। যদি আমার সততায় বিশ্বাস করেন এবং আমার সে সততা আপনার বাক্সের মধ্যেই আবদ্ধ করে রেখে দিতে পারেন—তাহলে আজকের রাতেই চলে যান এখান থেকে। আপনার অনুচরদের কি করতে হবে সব বুঝিয়ে দেব। তারা দু তিন জন করে শহর থেকে বেরিয়ে যাবে। আর আমিও আপনার সঙ্গে চলে যাব এবং আপনার সেবাতেই উৎসর্গ করব নিজেকে। কারণ একথা বলার পর এখানে আর আমার চাকরি থাকবে না। মনে কোন সংশয় আনবেন না, আমি আমার বংশমর্যাদার নামে শপথ করে বলতে পারি আমি যা বলেছি সত্য বলেছি। যদি আপনি আমার একথার সত্যতা যাচাই করতে চান তাহলে এখানে আমি থাকব না আর আপনার পক্ষেও সেটা নিরাপদ হবে না, কারণ রাজা তাঁর নিজের মুখে আগেই আপনার প্রতি দণ্ডাদেশ দিয়ে বসে আছেন।

পলিক। আমি বিশ্বাস করি তোমার কথা। আমি তাঁর গোটা অন্তরটা তাঁর মুখে প্রতিফলিত দেখেছিলাম। তোমার হাত দাও, তোমার কথামত চলব আমি। আমার জাহাজ তৈরি। আমার লোকজন জানে দুদিন আগেই আমার যাবার কথা ছিল এখান থেকে। এমন এক সুন্দরী নারীর জন্য এই ঈর্ষা, যিনি সত্যিই অতুলনীয়া। সুতরাং এ ঈর্ষা ভয়ঙ্কর হতে বাধ্য আর তিনি যখন মনে করেন তাঁর নিকট বন্ধুর দ্বারা অপমানিত হয়েছেন তিনি তখন তাঁর প্রতিশোধও তিক্ত হয়ে উঠতে বাধ্য। ভয়ে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে আমার মন। আমার যাত্রা শুভ হোক বন্ধু। রাণীকে সান্ত্বনা দিয়ে তাঁর কথা কিছুটা বলবে কিন্তু তাঁর খারাপ সন্দেহের কিছু বলবে না। এস ক্যামিলো, আমি তোমাকে আমার পিতার মত দেখব, এখান থেকে আমার জীবনকে নিরাপদে নিয়ে চল।

ক্যামিলো। এখানে কোথায় কি আছে, কিভাবে কোন দিকে যেতে হবে তা সব আমার জানা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যাওয়ার আপনি ব্যবস্থা করুন মহারাজ। চলুন এখান থেকে। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। সিসিলিয়া। লিওনটেসের রাজপ্রাসাদ।

হার্মিওন, মেমিলিয়াস ও পরিচারিকাদের প্রবেশ

হার্মিওন। ছেলেটাকে তোমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাও। ও আমাকে বড় জ্বালাতন করছে। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

১ম পরিচারিকা। এস দাদাবাবু। তুমি আমার সঙ্গে খেলা করবে?

মেমি। আমি তোমাদের কাউকে চাই না।

১ম পরি। কেন নয় স্যার?

মেমি। তোমরা আমায় এমনভাবে চুমো খাও আর এমনভাবে কথা বল যাতে মনে হবে এখনো আমি কচি খোকা আছি। তবে তোমাকে আমার ভাল লাগে।

২য় পরি। কেন দাদাবাবু?

মেমি। তোমার ভ্রূটা কালো বলেই যে তোমাকে আমার ভাল লাগে তা নয়। অবশ্য লোকে বলে কালো ভ্রূওয়ালা মেয়েরাই ভাল। তাহলে ত ভ্রূতে বেশি চুল না থাকলেও চলবে। কালো পেন্সিল দিয়ে ভ্রূদুটো কালো করে দিলেই ত হবে।

২য় পরি। কোথা থেকে একথা শিখলে?

মেমি। আমি মেয়েদের মুখ দেখে একথা শিখেছি। আচ্ছা, তোমার ভ্রূদুটো কোন রঙের?

১ম পরি। নীল দাদাবাবু।

মেমি। না, ঠাট্টা করে বলছ। আমি একটা মেয়ের নীল নাক দেখেছিলাম, কিন্তু তার ভ্রূদুটো নীল ছিল না।

১ম পরি। শোন আমার কথা। তোমার মার গর্ভ পূর্ণ হতে চলেছে। আর একজন রাজকুমার শীঘ্রই আসছে আমাদের কাছে। তার সেবা করতে হবে আমাদের। তখন তুমি জ্বালাতন করবে আমাদের।

২য় পরি। তাঁর পেটটা সম্প্রতি ভারী হয়ে উঠেছে। তাঁর প্রসব নির্বিঘ্ন হোক।

হার্মি। কি বলছ তোমরা? এস বাছা, আমার কাছে বস। একটা গল্প বল।

মেমি। গল্পটা আনন্দের না দুঃখের?

হার্মি। যতটা আনন্দের গল্প হতে পারে তাই বল।

মেমি। করুণ গল্প দুঃখের গল্প শীতকালে ভাল লাগে। আমি বলব ভূত প্রেতের গল্প।

হার্মি। তাই বল। এস, বস আমার কাছে। যত পার ভূত প্রেতের গল্প বলে ভয় দেখাও আমাকে।

মেমি। একটা লোক ছিল—

হার্মি। এসে বস, তারপর বল।

মেমি। লোকটা বাস করত এক গীর্জাপ্রাঙ্গণের ধারে—আমি আস্তে বলব, তা না হলে ঝিঁঝিঁ পোকাগুলো শুনতে পাবে।

হার্মি। তাহলে আমার কানে কানে বল।

লিওনটেস, এ্যান্টিগোনাস, সভাসদগণ ও অন্যান্যদের প্রবেশ

লিওন। তাঁকে তোমরা সেখানে দেখেছিলে? আর তার দলবলকেও? ক্যামিলো তার সঙ্গে ছিল?

১ম সভাসদ। আমি তাদের পাইন গাছের ফাঁক দিয়ে চলে যেতে দেখেছি প্রভু। এত তাড়াতাড়ি আমি কোন লোককে কখনো যেতে দেখিনি। তাদের জাহাজে চাপতেও দেখেছি।

লিওন। ওদের সম্বন্ধে আমার ধারণা তাহলে ঠিক, এ দিক দিয়ে আমি ভাগ্যবান। কিন্তু ওদের পালানোর ব্যাপারটা জানতে পারলেই ভাল হত। কারো কোন পানপাত্রে যদি মাকড়সার লালা থাকে এবং সে যদি তা না জেনে পান করে চলে যায় তাহলে তার মধ্যে কোন বিষ সংক্রামিত হয় না। কিন্তু কেউ যদি তার চোখের সামনে তার পানপাত্রে বিষ মিশ্রিত হতে দেখে তাহলে তার এই জানার জন্য সঙ্গে সঙ্গে বিষক্রিয়া শুরু হয়। আমি তেমনি চোখের সামনে সেই বিষ প্রত্যক্ষ করেছি আর ক্যামিলোই হচ্ছে সেই বিষ। আমার রাজ্য আর জীবননাশের জন্য এক ষড়যন্ত্র চলছিল। আমি যা যা ধারণা করেছিলাম এ বিষয়ে সব ঠিক। আমি ক্যামিলোকে আমার গুপ্তচর হিসাবে নিযুক্ত করার আগেই সে নিযুক্ত হয়েছিল আমার সেই শত্রুর দ্বারা। আমার উপর চাতুরী খেলে চলে গেল তারা। কিন্তু বাইরে যাবার দরজাগুলো এত সহজে খোলা পেল কিকরে তারা?

১ম সভা। এ বিষয়ে ক্যামিলোর পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল। সে সেটা প্রয়োগ করেছে।

লিওন। (হার্মিওনের প্রতি) কই ছেলেটাকে আমায় দাও। তুমি যে তাকে লালন করনি সেটাও আমার পক্ষে সুখের কথা। যদিও দেখতে হয়েছে আমার মতই, তবু তোমার রক্তও ত ওর দেহে আছে।

হার্মি। একি করছ? খেলাচ্ছলে ঠাট্টা করছ নাকি?

লিওন। ছেলেটাকে নিয়ে যাও এখান থেকে। ওকে ওর মার কাছে আসতে দেবে না। ওকে নিয়ে যাও। উনি একা একা খেলা করুন। (মেমিলিয়াসকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো) তোমার পেটটা ত বেশ মোটা হয়ে উঠেছে, পলিকজেনস নিশ্চয় এ গর্ভ সঞ্চার করেছে।

হার্মি। না সে করেনি। তুমি আমার কথা বিশ্বাস করো আর নাই করো আমি শপথ করতে পারি এবিষয়ে।

লিওন। হে আমার প্রিয় সভাসদবর্গ, তার দিকে ভাল করে তাকিয়ে তাকে দেখে তোমরা বল সে ভাল মেয়ে। তবে তোমাদের অন্তরে ন্যায়পরায়ণতা বলে যদি কোন জিনিস থাকে তাহলে তোমরা কিছুতেই বলতে পারবে না সে সৎ এবং সম্মানযোগ্যা। সে আমার সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করেছে তাতে আমার কাছ থেকে নির্মম নিন্দাই তার প্রাপ্য। তাছাড়া সেই লোকটিকে জিজ্ঞাসা করে তার কাছ থেকেই জানতে পারবে এ বিষয়ে দুঃখের কারণ আছে কিনা, জানতে পারবে ও ব্যভিচারিণী কি না, যদি কোন শয়তান একথা বলে থাকে সে তার দ্বিগুণ শয়তানির পরিচয় দেবে। তুমি ভুল করছ স্বামী।

লিওন। তুমিও পলিকজেনস্‌কে লিওনটেস বলে ভুল করেছিলে। কী সাংঘাতিক মেয়ে তুমি! তোমার এ বর্বরোচিত কাজের কোন ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আমি বলেছি ও ব্যভিচারিণী এবং কার সঙ্গে ব্যভিচার করেছে তাও বলেছি। তাছাড়া ও একজন বিশ্বাসঘাতিনী। ক্যামিলো ওর সঙ্গে সহযোগিতা করেছে। সে সব জানে। সে জানে-অগম্যাযোনি সম্ভোগী এক পরপুরুষের সঙ্গে এক বিছানায় শয়ন করেছে ও। ও-ই তাকে পলায়নের পথ করে দিয়েছে।

হার্মি। না আমি আমার জীবনের দিব্য করে বলছি আমি এর কিছুই জানি না। যখন তুমি সমস্ত বিষয় পরিষ্কার করে জানবে তখন আমাকে এই পাঁচজনের কাছে প্রকাশ্যে অপদস্থ ও অপমানিত করার জন্য তুমি নিজেই অনুতপ্ত হবে। আমি এইটুকুই বলতে চাই তুমি ভুল করেছ।

লিওন। না, আমি ভুল করিনি। আমি যে সব তথ্যকে ভিত্তি করে এই ধারণা গড়ে তুলেছি তা যদি মিথ্যা হয় তাহলে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল বিদ্যালয়ের বালকদের ছোট্ট একটা লাট্টুকেও ধারণ করতে পারবে না। ওকে কারাগারে নিয়ে যাও। যে কেউ তার পক্ষে কথা বলবে সে শত তফাৎ হলেও গুরুতর অপরাধে অপরাধী হবে।

হার্মি। কোন দুষ্ট গ্রহের প্রভাবেই আমার এমন হচ্ছে। এই গ্রহের অবস্থান পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত আমাকে অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করে থাকতে হবে। হে ভদ্র সভাসদরা, সাধারণতঃ নারীরা যেমন করে যে কোন বিপদেই চোখের জল ফেলে আমি তা ফেলব না এবং আমার চোখে অশ্রু না দেখে আপনাদের অন্তরের করুণাও হয়ত শুকিয়ে যাবে। কিন্তু তা যাক, আমার অন্তরে আত্মসম্মানবোধে অটল যে দুঃখের আগুন জ্বলছে তার প্রদাহ অশ্রুর প্লাবনের থেকে অনেক বেশী কষ্টদায়ক। হে সভাসদবর্গ, আপনাদের আপন আপন চিন্তা, বিচার বুদ্ধি অনুসারে আমাকে বিচার করে দেখবেন। রাজার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

লিওন। (প্রহরীদের প্রতি) আমাকে পরে কথাটা জানাবে।

হার্মি। কে আমার সঙ্গে যাবে? আমার অনুরোধ মহারাজ, আমার এখন যা অবস্থা কিছু মেয়ের দরকার হবে; তাই আমার পরিচারিকাদের আমার সঙ্গে যেতে দিন। তোমরা কাঁদছ কেন বোকা মেয়ে সব? কোন কারণ নেই। আমি কারাগারে যাচ্ছি, মনে করো তোমাদের রাণীর কারাগারে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। যখন বেরিয়ে আসব অশ্রু ফেলবে তখন। এটা আমার ভালর জন্যই। বিদায় স্বামী, আমি কখনো তোমাকে দুঃখ দিতে চাইনি। কিন্তু এবার মনে হয় তুমি দুঃখ পাবে। এস মেয়েরা। তোমরা সঙ্গে যাবে।

লিওন। যাও। সব চলে যাও এখান থেকে। (প্রহরী বেষ্টিত অবস্থায় হার্মিওন ও পরিচারিকাদের প্রস্থান)

১ম সভাসদ। রাণীকে ডেকে ফিরিয়ে আনুন মহারাজ।

এ্যান্টি। কি করছেন ভাল করে ভেবে দেখুন। ভাল করে নিশ্চিত না হয়ে কোন কাজ করবেন না। তাহলে আপনার রাণী, আপনার পুত্র ও আপনার নিজের উপর প্রবল অবিচার করা হবে, ন্যায় বিচার লঙ্ঘন করা হবে।

১ম সভা। আপনি যদি চান রাণীমার জন্য আমি আমার জীবন দান

করতে পারি। আমাদের রাণীমা সম্পূর্ণরূপে নিষ্কলঙ্ক। ঈশ্বর জানেন আপনি যে দোষে ওঁকে অভিযুক্ত করেছেন সে দোষে উনি মোটেই দোষী নন।

এ্যান্টি। যদি তিনি অবিশ্বাসের কাজ কিছু করে থাকেন তাহলে আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে ঘোড়ার আস্তাবলে গিয়ে বাস করব। তিনি যদি অবিশ্বস্ত হন তাহলে বিশ্বের প্রতিটি নারীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রতিটি অণু পরমাণু কলুষিত।

লিওন। চুপ করো।

১ম সভা। ঠিক আছে প্রভু—

এ্যান্টি। আমি আমাদের জন্য একথা বলছি না, বলছি আপনার ভালর জন্যই। আপনি নিশ্চয় কোন বাজে লোকের কুযুক্তিতে একাজ করে নিজেদেরই অপমানিত করছেন। ঈশ্বরের অভিশাপ তাকে একদিন ভোগ করতেই হবে। যদি আমি সেই শয়তানটা কে একবার তা জানতে পারি তাহলে দেখে নেব তাকে। রাণীমার উপর চাপিয়ে দেওয়া এ অপবাদ যদি সত্য হয় তাহলে আমার এগার, নয় ও পাঁচ বছরের তিনটি কন্যাকে আমি বলি দেব। আমার জীবনের সমস্ত সম্মানের নামে আমি শপথ করে একথা বলছি।

লিওন। থাম থাম, আর না। তোমরা ব্যাপারটার গুরুত্ব অনুভব করতে পারছ না। যেন মরা মানুষের নাকের মধ্য দিয়ে ঘ্রাণ নিচ্ছ। কিন্তু আমি আমার বোধশক্তির নিবিড়তা দিয়ে বুঝতে পারছি ব্যাপারটা কি।

এ্যান্টি। যদি আপনার কথাই সত্য হয় তাহলে আমাদের কারো কোন সততা বলে কোন জিনিস আর বেঁচে থাকবে না। তাহলে কলুষিত পৃথিবীর মুখ রক্ষা করতে এক কণা সততাও কোথাও বেঁচে থাকবে না।

লিওন। কী, আমার কথায় কি কোন দাম নেই?

১ম সভা। আপনার কথার দাম নেই এই অর্থে বলছি যে আপনার সন্দেহের থেকে রাণীমার সম্মান অনেক বেশী সত্য। এজন্য আপনাকে পরে কষ্ট পেতে হবে।

লিওন। আমি যখন নিজে যা ভাল বুঝব করব, আমি যখন নিজের মতে চলব তখন এই সব আলোচনা বা বাদানুবাদ করে লাভ কি তোমাদের সঙ্গে। তোমাদের পরামর্শের কোন প্রয়োজন নেই এ ব্যাপারে। আমার স্বাভাবিক উদারতার বশেই একথা বলেছি তোমাদের। আমি যেটাকে সত্য বলে মনে করছি যদি তা তোমরা মানতে না পার তাহলে বলে দাও।

উপদেশ দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এটা আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার, এতে লাভ ক্ষতি যাই থাক আমি একাই তা ভোগ করব।

এ্যান্টি। আমার মনে হয় মহারাজ, আপনি ব্যাপারটা ভালভাবে যাচাই করে না দেখে শুধু নিজের বিচারবুদ্ধি মতে কাজ করেছেন।

লিওন। তা কি করে হয়? হয় সে কথা বোঝার মত তোমার বয়স হয়নি অথবা তুমি নির্বোধ। যে অনুমান আমি এ বিষয়ে করেছিলাম ক্যামিলোর পলায়ন সে অনুমানকে আরো জোরাল করে তুলেছে। শুধু আমি চোখে দেখিনি, এছাড়া আর সব প্রমাণই আছে আর সেই সব প্রমাণের জোরেই একাজে অগ্রসর হয়েছি আমি। তবু এ বিষয়ে আরো নিশ্চিত হবার জন্য আমি এ্যাপোলোর মন্দিরে ক্লিওমেন্স ও ডিওনকে পাঠিয়েছি পুরোহিত ডেলফসের কাছে। এবিষয়ে দৈববাণী তারা নিয়ে এলে সেই দৈব আদেশ অনুসারে হয় এ বিষয়ে আরো এগিয়ে যাব অথবা থেমে যাব। আমি কি ভাল করিনি?

১ম সভা। ভালই করেছেন হুজুর।

লিওন। যদিও আমি এ বিষয়ে যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছি তাতে আমি সন্তুষ্ট এবং আমার কাছে তাই যথেষ্ট তথাপি যাদের অজ্ঞ একগুঁয়ে সহজ বিশ্বাস এই অপ্রিয় সত্যকে মেনে নিতে চায় না তাদের জন্যই এই দৈববাণীর দরকার। তাদের মনের অবিশ্বাসকে দূর করবে এই দৈববাণী। রাণীকে আপাততঃ তাই বন্দী করে রাখা হয়েছে। একথা সত্য হলে যে দুজন বিশ্বাসঘাতক পালিয়ে গেছে তাদের জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে তাকে। এস আমার সঙ্গে। জনসমক্ষে জানাতে হবে ব্যাপারটা।

এ্যান্টি। (জনান্তিকে) আসল সত্য জানা গেলে সমস্ত ব্যাপারটা হাস্যাস্পদ মনে হবে। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। সিসিলিয়া। কারাকক্ষ। পলিনা, অনৈক ভদ্রলোক ও অনুচরবর্গদের প্রবেশ

পলিনা। কারাধ্যক্ষকে ডেকে নিয়ে এস। তাকে বল আমি কে। (ভদ্রলোকের প্রস্থান) হে রাণী, ইউরোপের কোন রাজসভাই তোমায় স্থান দিতে পারে না বলেই কি তুমি এই কারাগারে এসে আশ্রয় নিয়েছ?

কারাধ্যক্ষসহ ভদ্রলোকের পুনঃপ্রবেশ

হে ভদ্র, আপনি নিশ্চয় আমাকে চেনেন?

কারাধ্যক্ষ। আপনি এমনই একজন সম্মানিত সম্ভ্রান্ত বংশীয়া মহিলা যাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি।

পলিনা। আমাকে তাহলে রাণীর কাছে নিয়ে চলুন।

কারাধ্যক্ষ। তা আমি পারি না ম্যাডাম। এ বিষয়ে আমার কঠোর আদেশ আছে।

পলিনা। একজন সৎ এবং সম্মানিত মহিলাকে এমনভাবে কারারুদ্ধ করে রেখেছেন যে বাইরের কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতেও পাবে না? তার যে কোন পরিচারিকার সঙ্গে দেখা করাটা কি আইনসিদ্ধ হবে? এমিলিয়া কোথায়?

কারা। আপনার সহচরীদের আপনি সরে যেতে বলুন আমি এমিলিয়াকে নিয়ে আসব এখানে।

পলিনা। তাই তাকে ডেকে নিয়ে আসুন। তোমরা যাও।

(সহচরীদের প্রস্থান)

কারা। আপনাদের আলোচনার সময় আমি কিন্তু উপস্থিত থাকব।

পলিনা। তাই হবে। (কারাধ্যক্ষের প্রস্থান) এই কলঙ্কজনক ব্যাপারটাকে এরা কত উৎসাহের সঙ্গে রংচঙে করে তুলেছে।

এমিলিয়াসহ কারাধ্যক্ষের পুনঃপ্রবেশ

আচ্ছা শোন মেয়ে, আমাদের রাণী কেমন আছেন?

এমিলিয়া। একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা সম্পূর্ণ একা একা যেমন করে কাল কাটান তিনি সম্প্রতি খুব ভয়ে ভয়ে ও দুঃখের সঙ্গে প্রসব করেছেন।

পলিনা। পুত্রসন্তান?

এমি। কন্যা সন্তান। কিন্তু মেয়েটি দেখতে খুব ভাল হয়েছে এবং তার স্বাস্থ্যও খুব ভাল। রাণীমা তাঁকে দেখে অনেক সান্ত্বনা পান, বলেন, হে আমার হতভাগ্য কয়েদী সন্তান, আমি তোমার মতই নির্দোষ।

পলিনা। আমি জোর গলায় বলতে পারি রাজার এই সব বিপজ্জনক পাগলামি জাহান্নামে যাক। তাঁকে অবশ্যই একথা জানাতে হবে। মেয়েলোক দিয়ে সেকথা বলাতে হবে রাজাকে। আমি নিজে যাব। আমি এমনিতে মধুকণ্ঠী হলেও আমার জিব দিয়ে যেন আগুন ছোটে রাজার কাছে যাওয়ার পর এবং ক্রোধে লাল হয়ে ওঠে যেন আমার চোখ। আমার অনুরোধ এমিলিয়া, রাণীকে গিয়ে আমার কথা বল। তিনি যদি তাঁর শিশু সন্তানকে আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে বিশ্বাস করেন তাহলে আমি তাকে রাজার কাছে নিয়ে গিয়ে দেখাব। তার পক্ষ থেকে যা বলার যথাসম্ভব উচ্চৈস্বরে বলব।

এই শিশুসন্তানকে দেখে তাঁর মন নরম হবে কিনা বলতে পারছি না, তবে অনেক সময় নিরুচ্চার পবিত্র নির্দোষিতা সোচ্চার কথার থেকে ভাল কাজ করে মানুষের মনের উপর।

এমি। আপনি হচ্ছেন এবিষয়ে যোগ্যতমা নারী ম্যাডাম। রাণীর প্রতি আপনার শ্রদ্ধা ও আপনার সততা স্পষ্ট হয়ে উঠছে আপনার কথাবার্তায়, আপনি একাজে অবশ্যই সফল হবেন। এ কাজের উপযুক্ত আর কোন দ্বিতীয় নারী জীবিত নেই এ সংসারে। আপনি দয়া করে পাশের ঘরে যান। আমি রাণীকে গিয়ে আপনার এই মহৎ প্রস্তাবের কথাটা জানাচ্ছি। এই কাজের পরিকল্পনাটা আজই ওঁর মাথায় এসেছিল কিন্তু পাছে ওঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয় এই ভয়ে কোন পদস্থ রাজ অমাত্যকে বলতে সাহস পাননি।

পলিনা। তাঁকে গিয়ে বল এমিলিয়া, আমার জিবের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করব আমি। আমার মাথার সমস্ত বুদ্ধি আর বুকের সমস্ত সাহস যদি আমার জিবের মাধ্যমে ঠিকমত প্রকাশিত হয় তাহলে আমি যে অবশ্যই সফল হব একাজে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এমি। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। আমি রাণীর কাছে যাচ্ছি, আপনি একটু নিকটে আসুন।

কারা। ম্যাডাম, রাণী যদি তাঁর শিশুসন্তানকে আপনার হাতে ছেড়ে দিতে রাজীও হন তাহলেও আমি বুঝতে পারছি বিনা পরোয়ানায় এখান থেকে তা নিয়ে যেতে অনুমতি দেওয়া আমার পক্ষে উচিত হবে না।

পলিনা। আপনার ভয়ের কিছু নেই স্যার। এই শিশু যতক্ষণ মাতৃগর্ভে ছিল এই কারাগারের এক্তিয়ারের মধ্যে ছিল, ততক্ষণ ওরও বন্দী দশা ছিল। কিন্তু ও মাতৃগর্ভ হতে প্রসূত হওয়ার পর থেকে ওর আর বন্দীদশা নেই, ও এখন সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। রাজার রোষ বা রাণীর প্রতি অভিযোগ থেকে ও একেবারে মুক্ত।

কারা। আমি একথা বিশ্বাস করি।

পলিনা। আপনি ভয় করবেন না। আমি আমার ব্যক্তিগত সম্মানের নামে শপথ করছি আমি আপনার বিপদের জন্য দায়ী থাকব। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। সিসিলিয়া। লিওনটেসের রাজপ্রাসাদ। লিওনটেস, এ্যান্টি-গোনাস, সভাসদ ও ভৃত্যগণের প্রবেশ

লিওন। কী দিন কী রাত্রি কখনো কোন সময় শান্তি পাচ্ছি না আমি। জানি ব্যাপারটাকে এভাবে গুরুত্ব দেওয়া এক ধরনের দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু আমার স্ত্রী ব্যভিচারিণী জেনেও যদি আমি চুপ করে বসে থাকতাম তাহলে সেটা হত আরও দুর্বলতা। সেই ব্যভিচারী লম্পট রাজাটা এখন আমার নাগালের বাইরে চলে গেছে; সে যে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল একথা এখন প্রমাণিত সত্য। কিন্তু সে আমার আয়ত্তের মধ্যে আর এইটাই হচ্ছে আমার যত দুঃখের বিষয়। কেউ যদি বলত সেও চলে গেছে অথবা আগুনে পুড়ে মরে গেছে তাহলে আমি ফিরে পেতাম আমার হারানো শান্তি। কে ওখানে?

১ম ভৃত্য। হুজুর।

লিওন। ছেলেটা কেমন আছে?

১ম ভৃত্য। গতরাতে সে ভালভাবে ঘুমিয়েছে। মনে হচ্ছে তার অসুখ সেরে গেছে।

লিওন। সে এখন সব বুঝতে পেরেছে। তার বংশমর্যাদার তুলনায় তার মায়ের এই হীন কাজটার কথা জানতে পেরে গভীরভাবে মর্মাহত হয়ে পড়েছে। লজ্জার বোঝাটা নিজের মাথায় নিজেই চাপিয়ে নিয়ে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে। ক্ষুধা নিদ্রা আনন্দ সব কিছু ভুলে গিয়ে বিষণ্ণ হয়ে ভাবতে থাকে শুধু। যাও এখান থেকে, দেখ সে কেমন থাকে। (ভৃত্যের প্রস্থান) ধিক ধিক! আর তার কথা ভাবব না। এখন মনে আসছে শুধু প্রতিশোধের কথা। প্রথমে সেই লম্পট রাজা আর তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উপর। উপযুক্ত সময় না আসা পর্যন্ত অবশ্যই আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। বর্তমানে আমি রাণীর উপরেই প্রতিশোধ নেব। ক্যামিলো ও পলিকজেনস্ এখন হয়ত উপহাস করছে আমাকে, আমার দুঃখে আনন্দ করছে। আজ যদি তাদের একবার দেখা পেতাম তাহলে কিছুতেই আমাকে উপহাস করতে পারত না, আমার আয়ত্তের মধ্যে আছে বলে রাণীও আমায় উপহাস করতে পারবে না।

শিশুকন্যাসহ পলিনার প্রবেশ

১ম সভা। তোমার এখন প্রবেশ করা চলবে না।

পলিনা। হে সভাসদবর্গ, আমাকে আপনারা সমর্থন করুন। রাণীর জীবনের থেকে অত্যাচারী রাজার ক্রুদ্ধ আবেগকে বেশী গুরুত্ব দান করবেন না। এক মহান নিষ্পাপ আত্মা রাজার ঈর্ষার থেকে অনেক মুক্ত ও পবিত্র।

এ্যান্টি। ঠিক আছে এই যুক্তিই যথেষ্ট।

২য় ভৃত্য। ম্যাডাম, গতরাত্রিতে উনি ঘুমোননি। উনি বলে দিয়েছেন কেউ যেন ওঁর কাছে না যায়।

পলিনা। এত গরম হয়ো না স্যার। আমি তাঁর ঘুমের ব্যবস্থা করতেই এসেছি। তোমরাই অনাবশ্যকভাবে তার কাছে ঘোরাঘুরি করে তাঁর ঘুম ভাঙ্গিয়ে দাও। আমি এখানে এসেছি ওষুধের মতই কিছু প্রতিষেধাত্মক সত্য কথা বলে তার মন থেকে নিদ্রাহরণকারী চিন্তাগুলোকে তাড়িয়ে দিতে।

লিওন। গোলমাল কিসের?

পলিনা। গোলমাল নয় হুজুর আপনার সম্পর্কেই কিছু কথা।

লিওন। কি কথা? উদ্ধত নারীকে সরিয়ে নিয়ে যাও। অ্যান্টিগোনাস, আমি তোমাকে বলে দিয়েছিলাম ও যাতে আমার কাছে না আসে। আমি জানতাম ও আমার কাছে আসবে।

এ্যান্টি। আমিও ওকে সেই কথা বলেছিলাম হুজুর! বলেছিলাম রাজা রেগে যাবেন আর তাতে তার ও আমার ক্ষতি হবে।

লিওন। কি, সে তোমার কথা শুনল না? তাকে শাসন করতে পারলে না?

পলিনা। পারবে যদি সে অসৎ হয়। যদি সে আপনার পথ অনুসরণ না করে তাহলে আমাকে শাসন করতে পারবে না।

এ্যান্টি। শুনছেন মহারাজ? একবার যদি কথার লাগামটা হাতে পায় তাহলে ও আর থামবে না।

পলিনা। শুনুন মহারাজ, আমি শপথ করে বলছি, আমি আপনার অনুগত ভৃত্য, আপনার রোগের চিকিৎসক, আপনার পরামর্শদাতা। তবু আমি আপনার কাছে আসতে কোন কারণে সাহস পাই না। এখন আমি আপনারই সর্বাপেক্ষা নিকটতম আত্মীয়ের কাছ থেকে তাঁরই জন্য আসছি। আমি আসছি নির্দোষ সতীনারী রাণীমার কাছ থেকে।

লিওন। সতীনারী রাণীমা!

পলিনা। হ্যাঁ হুজুর, আমি বলছি সতীনারী। যদি পুরুষ মানুষ হতাম

এবং আপনি যদি বিপদে পড়তেন তাহলে যেমন আপনার জন্য লড়াই করতাম তেমনি সম্মানের জন্য লড়াই করতে রাজী আছি।

লিওন। ওকে এখান থেকে জোর করে নিয়ে যাও।

পলিনা। আগে আমি আমার উপর যে কাজের ভার দেওয়া হয়েছে তা সারি তারপর স্বেচ্ছায় চলে যাব। সতীনারী রাণী এক কন্যা সন্তান প্রসব করেছেন। এই সেই শিশু। একে আপনি আশীর্বাদ করুন। (শিশুটিকে কোল থেকে নামিয়ে রাখল)

লিওন। দূর হয়ে যাও ডাইনি! ওকে ঘর থেকে দূর করে দাও, ও গুপ্তচর-গিরি করতে এসেছে, একটা নোংরা প্রকৃতির মেয়ে।

পলিনা। না, ওসব কাজের আমি কিছুই জানি না, আর আপনি না জেনেই আমাকে এ বদনাম দিলেন। আপনি যদি উন্মাদ না হন তাহলে আমিও কোনমতে অসৎ হব না। যতদিন পৃথিবী থাকবে আমার সততার কথাও অক্ষয় হয়ে থাকবে।

লিওন। বিশ্বাসঘাতকের দল! তাকে বার করে দেবে না কি? এই অবৈধ সন্তানটাকেও ওর হাতে দিয়ে দাও। (এ্যান্টিগোনাসের প্রতি) শুনছ স্ত্রৈণ কোথাকার, এই অবৈধ ছেলেটাকে তুলে নাও। তুলে নাও বলছি, তুলে নিয়ে ওকে দিয়ে দাও।

পলিনা। উনি যে নীচতার সঙ্গে এই রাজকন্যার উপর যে অপবাদ চাপিয়ে দিয়েছেন সেই নীচতার সঙ্গে যদি তুমি ওকে তুলে নাও তাহলে চির কলুষিত হয়ে থাকবে তোমার হাত।

লিওন। এ্যান্টিগোনাস তার স্ত্রীকে ভয় করে।

পলিনা। আপনি যদি তাই করতেন তাহলে আপনার সন্তানদের জন্মের বৈধতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ জাগত না।

লিওন। যত সব বিশ্বাসঘাতকের দল!

এ্যান্টি। আমি মোটেই বিশ্বাসঘাতক নই স্যার।

পলিনা। আমিও নই স্যার। এখানে কোন বিশ্বাসঘাতক নেই। বিশ্বাসঘাতক হচ্ছেন রাজা নিজে যিনি তাঁর নিজের, তাঁর রাণীর ও তাঁর শিশু সন্তানদের সম্মানকে কলুষিত করে তুলেছেন মিথ্যা অপবাদের দ্বারা। এই অপবাদ তরবারির থেকে তীক্ষ্ণ এবং এর আঘাত বেশী বেদনাদায়ক। এখন যা বোঝা যাচ্ছে, এ এক বিরাট অভিশাপ। তাঁর যে চিন্তাধারণা একদিন বিরাট

ওকগাছ ও পাথরের মত বলিষ্ঠ ও শক্ত ছিল সে চিন্তাধারণার মূলে সেই অভিশাপই আজ পচন ধরিয়েছে। সেই অভিশাপটাকে দূর করতে হবে।

লিওন। এ হচ্ছে এমনই একটা বাজে মেয়ে যার বাচালতার শেষ নেই, যে তার স্বামীকে কথার দ্বারা ঘায়েল করে আমাকেও পরাস্ত করতে চাইছে। এই সন্তান আমার নয়, পলিকজেনের ঔরসজাত। সুতরাং একে নিয়ে যাও। এর মার সঙ্গে ছেলেটাকে জলন্ত আগুনের মধ্যে ফেলে দাওগে।

পলিনা। এ সন্তান আপনার। যদিও এখন এ খুবই ছোট তথাপি এর দেহটা আপনার দেহেরই ক্ষুদ্র প্রতিরূপ। এর চোখ, মুখ, নাক, হাত, আঙুল সব যেন আপনার ছাঁচেই গড়ে উঠেছে। এর ঠোঁটের কুঞ্চন এবং মুখের হাসিটা পর্যন্ত আপনার মত। পাছে আপনি সন্দেহ করেন এ ছেলে আপনার নয় সেই ভয়ে প্রকৃতি যেন এর মধ্যে কোথাও এতটুকু হলদে রঙের ভাব দেখাননি।

লিওন। আচ্ছা নোংরা মেয়ে ত। লোজেল, তুমি এখনো ওকে চুপ করাতে পারলে না! এর জন্য তোমাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো উচিত।

পলিনা। তাহলে জগতের সেইসব স্বামীদেরও ফাঁসিকাঠে ঝোলাতে হবে যারা আপনার মত এই কাজ করতে পারবে না, যাদের আপনি এই হীন কাজ করতে কোনমতে বাধ্য করতে পারবেন না।

লিওন। আমার আদেশ। ওকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও।

পলিনা। একজন অযোগ্য এবং অস্বাভাবিক রাজা এর থেকে বেশী কিছু করতে পারে না।

লিওন। আমি তোমাকে পুড়িয়ে মারব।

পলিনা। আমি তা গ্রাহ্য করি না। মনে রাখবেন, যারা মানুষকে পুড়িয়ে মারে তারাই নাস্তিক, যারা পুড়ে মরে তারা নয়। আমি আপনাকে অত্যাচারী বলব না; কিন্তু আপনার মানসিক দুর্বলতাজনিত এক অলস সংশয়ের বশবর্তী হয়ে আপনি আপনার রাণীর প্রতি যে নির্মম আচরণ করেছেন তা সমগ্র জগতের কাছে নিন্দিত ও ধিক্কৃত করে তুলবে আপনাকে।

লিওন। আমার প্রতি বশ্যতা যদি তোমরা স্বীকার করো তাহলে আমি বলছি ওকে সরিয়ে নিয়ে যাও। আমি যদি অত্যাচারী হতাম তাহলে ওর জীবন থাকত না এতক্ষণ, ও একথা বলতে সাহস পেত না আমাকে। ওকে সরিয়ে নিয়ে যাও।

পলিনা। আমাকে ধাক্কা দিও না, আমি এমনিতেই যাব। মহারাজ, এই শিশুটির পানে একবার তাকান। জোভ নিজে একে পাঠিয়ে দিয়েছে আপনার কাছে; এ আপনাকে সুপথে চালিত করবে, আপনাকে সুমতি দান করবে। কিন্তু একি, আমার গায়ে হাত কেন? তবে তোমরা জেনে রেখো, তোমরা যারা রাজার এই নির্বুদ্ধিতাকে সমর্থন করছ নির্বিবাদে তারা কেউ রাজার কোন ভাল করছ না, বরং তাঁর ক্ষতিই করছ। ঠিক আছে আমি যাচ্ছি, বিদায়। (প্রস্থান)

লিওন। এই যে বিশ্বাসঘাতক, তুমিই তোমার স্ত্রীকে দিয়ে এই কাজ করিয়েছ। আমার সন্তান! দূর করে নিয়ে যাও ওকে। আর তুমি এর উপর খুব মায়া দেখাচ্ছ যখন তখন তোমাকেই নিজের হাতে একে এখান থেকে তুলে নিয়ে যেতে হবে তারপর সঙ্গে সঙ্গে আগুনে ফেলে দিয়ে পুড়িয়ে মারতে হবে। আর কেউ না তোমাকেই একাজ করতে হবে। একে তুলে নিয়ে যাও এবং এক ঘণ্টার মধ্যে একাজ শেষ করে আমাকে হয়ে যাওয়ার খবরটা দাও। একাজ করে আমার প্রতি তোমার আনুগত্যের পরিচয় দাও আর তা যদি না করো তাহলে আমি তোমার জীবন সম্পত্তি সব কেড়ে নেব। তুমি যদি একাজ করতে না পার তাহলে স্পষ্ট বল। আমি নিজের হাতে এই অবৈধ সন্তানটার মাথাটা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেব। তুমিই তোমার স্ত্রীকে দিয়ে ওকে এখানে নিয়ে এসেছ।

এ্যান্টি। না আমি আনিনি হুজুর। এইসব সভাসদরা ইচ্ছা করলে এবিষয়ে আমার ভূমিকা কি আছে তা পরিষ্কার করে বলতে পারেন।

সভাসদরা। হ্যাঁ, আমরা তা পারি। মহারাজ, আমরা জানি, ওর স্ত্রীর এখানে আসার জন্য এ্যান্টিগোনাস দায়ী নয়।

লিওন। তোমরা সকলেই মিথ্যাবাদী।

১ম সভা। আমার অনুরোধ মহারাজ, আমাদের ও অপবাদ দেবেন না। আমরা এতদিন সততার সঙ্গে সেবা করে এসেছি আপনার এবং আশা করি সেই সেবার উপযুক্ত মূল্য দান করবেন। অতীতে বা ভবিষ্যতে যদি কোন ত্রুটি করে থাকি আমাদের সেবায় তাহলে নতজানু হয়ে ক্ষমা চাইছি আর অনুরোধ করছি আপনার এই ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করুন। কারণ এর ফলে অনেক অঘটন ঘটতে পারে।

লিওন। যদি আমি এই অবৈধ সন্তানটাকে বাঁচিয়ে রাখি তাহলে বাতাসে

উড়ে চলা হালকা পালকের মতই আমি এক অতি তুচ্ছ বস্তুতে পরিণত হব। সুতরাং পরে একে অভিশাপ দেবার চেয়ে একে পুড়িয়ে মেরে ফেল। একে কিছুতেই বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না। (এ্যান্টিগোনাসের প্রতি) আচ্ছা তুমিইত ধাত্রী লেডী মার্গারির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এই অবৈধ শিশুটার জীবন রক্ষা করেছ। তোমার দাড়ি ত পেকে গেছে, এবার সত্য করে বলত কি করে এর জীবন রক্ষা করবে?

এ্যান্টি। যে কোন ভাবে হুজুর, এর জীবনরক্ষার জন্য যে কোন কাজ করতে রাজী আছি। আমার চরিত্রের স্বাভাবিক মহত্ব যা আমাকে করার নির্দেশ দেবে আমি আমার সামর্থ্য অনুসারে তাই করব। আমি আমার দেহে অবশিষ্ট রক্তটুকুও এর জন্য দান করতে পারি—এই নির্দোষ শিশুর জন্য যে কোন কাজ করতে পারি, অবশ্য আমার পক্ষে যা করা সম্ভব।

লিওন। তা যদি হয়, তাহলে আমার তরবারি ছুঁয়ে শপথ করে বল আমি এবিষয়ে যা করতে বলব করবে।

এ্যান্টি। আমি তা করব হুজুর।

লিওন। শোন তাহলে, আমি যে কাজের কথা বলব ঠিক সেইমত যদি কাজ না করো তাহলে শুধু তোমার জীবন যাবে না, তোমার মধুকণ্ঠী স্ত্রীরও জীবন যাবে। তোমার স্ত্রীকে আমি এযাত্রা ক্ষমা করেছি। আমি তোমাকে আদেশ করছি, তুমি এই অবৈধ শিশুটিকে এখান থেকে তুলে নিয়ে আমাদের রাজ্যের বাইরে কোন এক বহু দূরস্থিত পরিত্যক্ত স্থানে ফেলে রেখে আসবে। সেখানে তুমি তাকে কোনরূপ দয়া মায়া না করে ফেলে রেখে আসবে। ওকে সেখানকার সেই পরিবেশের উপর ছেড়ে দিয়ে আসবে। যে নিয়তির তাড়নায় আমাদের এখানে ও জন্ম নিয়েছে সেই নিয়তির উপরেই তুমি তাকে ছেড়ে দিয়ে আসবে, নিয়তিই ওকে রক্ষা করে করবে, না করে মরবে। আমার এই আদেশ মত কাজ যদি না করো তাহলে তোমার প্রাণ ত যাবেই, তার উপর বহু দেহগত যন্ত্রণা ও পীড়ন ভোগ করতে হবে। সুতরাং একে তুলে নিয়ে যাও।

এ্যান্টি। যদিও এর থেকে মৃত্যুদণ্ড অনেক ভাল ছিল তথাপি আমি শপথ করছি, একাজ আমি করব। এস হে অসহায় হতভাগ্য শিশু। আমরা শক্তিমান মানুষ হয়েও চিল শকুনির হাতে ছেড়ে দিচ্ছি তোমার লালন পালনের ভার। লোকে বলে হিংস্র নেকড়ে ও ভালুকও অনেক সময় এই

ধরনের হতভাগ্য অসহায় শিশুদের লালন করেছে তাদের সমস্ত হিংস্রতা ভুলে গিয়ে। হে মহারাজ, ঈশ্বরের আশীর্বাদ আপনার মন থেকে সমস্ত নিষ্ঠুরতা জোর করে অপসারিত করে দিক। এস হে হতভাগ্য শিশু, তোমাকে নিয়ে যাই তোমার মৃত্যুর পথে। (শিশুসহ প্রস্থান)

লিওন। না, আমি পরের সন্তানকে কিছুতেই লালন-পালন করব না।

জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। মহারাজ, আপনি যাদের দৈববাণী সংগ্রহের জন্য এক ঘণ্টা আগে পাঠিয়েছিলেন তারা ফিরে এসেছে। ক্লিওমেন্স ও ডিওন ডেলফসের সঙ্গে দেখা করে কাজ সেরে এখনি ফিরে এসেছে। তারা দ্রুত রাজদরবারের দিকে আসছে।

১ম সভা। তারা খুব তাড়াতাড়িই ফিরেছে।

লিওন। তেইশ দিন তারা এখান থেকে গেছে। খুব তাড়াতাড়িই তারা ফিরেছে। যাই হোক, বলে দিচ্ছি এ্যাপোলো এ বিষয়ে প্রকৃত সত্য কথা ফাঁস করে দেবে। সুতরাং সভাসদগণ, তোমরা এক সভা আহ্বান করে প্রস্তুত হও। এই অভিশপ্ত অসৎ নারীকে যখন প্রকাশ্যে অভিযুক্ত করেছি তখন প্রকাশ্যেই তার বিচার হবে। সে আমার কাছে একটা বোঝাস্বরূপ। সে যতদিন বেঁচে থাকবে সে বোঝা থেকে মুক্ত হবে না আমার অন্তর। এখন তোমরা যাও আর আমার কথাটা ভেবে দেখো। (সকলের প্রস্থান)

অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। সিসিলিয়া। রাজপথ।

ক্লিওমেন্স ও ডিওনের প্রবেশ

ক্লিওমেন্স। ওখানকার জলহাওয়াটা সত্যিই বড় সুন্দর। বাতাস বড় মনোরম। দ্বীপটাও বড় উর্বর। আর দেবীর মন্দিরটারও আশ্চর্য জনখ্যাতি।

ডিওন। আমি সব কিছু বলব। যেটা সবচেয়ে আমার আশ্চর্যের লেগেছে সেটা হলো পুরোহিতদের আচরণ, ওদের বলি দেবার ও পুজো দেবার পদ্ধতিটা অপার্থিব ও স্বর্গীয় সুষমায় মণ্ডিত মনে হলো।

ক্লিও। আমার কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের লেগেছে দৈববাণীর শব্দটা। জোভের বজ্রের গর্জনের থেকেও ভয়ঙ্কর সেই শব্দে আমি ত চৈতন্য হারিয়ে ফেলেছিলাম।

ডিওন। আমাদের যাত্রা শুভ ও সফল হয়েছে, এতে যেন রাণীর ভাল হয়। এই ঘটনা যেন রাণীর পক্ষে অনুকূল হয়।

ক্লিও। মহান এ্যাপোলো ভাল কথাই বলেছেন, তিনি ঘোষণা করেছেন, হার্মিওনের উপর জোর করে যে দোষের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তিনি তা পছন্দ করেন না।

ডিওন। মহান এ্যাপোলোর ঐশ্বরিক মুদ্রাঙ্কিত এই খামটার মধ্যে যা আছে তা জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি ঘটবে। রাজা এমন একটা কিছু জানতে পারবেন যা তিনি আগে জানতেন না। সুতরাং হে অশ্ব, দ্রুত, আরও দ্রুত চল। এর ফল যেন শুভ হয়।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। সিসিলিয়া। বিচারসভা।

লিওনটেস, সভাসদবর্গ ও পদস্থ রাজকর্মচারীদের প্রবেশ

লিওন। আমরা আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এই রাজসভায় সমবেত হয়েছি। এই বিচারসভায় আজ যাঁর বিচার হবে তিনি একজন রাজকন্যা, আমার বিবাহিতা স্ত্রী এবং আমাদের সকলেরই প্রিয়। যাতে আমরা অত্যাচারীর অপবাদে নিন্দিত না হই সেজন্য আমরা প্রকাশ্য ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা করেছি এবং এই ন্যায় বিচারই সবকিছু বিবেচনা করে আসামী দোষী না নির্দোষ তা সাব্যস্ত করবে।

অফিসার। মহারাজের আদেশ অনুসারে রাণীকে স্বয়ং এখানে উপস্থিত হতে হবে।

পলিনা ও পরিচারিকাগণসহ বিচারের আসামীরূপে হার্মিওনের প্রবেশ

সব চুপ করুন।

লিওন। অভিযোগ পাঠ করো।

অফিসার। (পড়তে লাগল) সিসিলিয়ার সুযোগ্য রাজা লিওনটেসের ধর্মপত্নী রাণী হার্মিওন, আপনি আজ ঘোরতর রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছেন। আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, আপনি বোহেমিয়ার রাজা পলিকজেনস্-এর সহিত ব্যভিচারে মত্ত হইয়া আমাদের রাজা ও আপনার স্বামীর জীবননাশের জন্য ক্যামিলোর সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন। ঘটনাক্রমে এই গোপন ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস হইয়া যায়। আপনি রাণী হার্মিওন একজন প্রজা হিসাবে রাজার প্রতি আপনার

আনুগত্য ও বিশ্বাসে জলাঞ্জলি দিয়া দুষ্কৃতকারীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া তাহাদের পলাইয়া যাইতে সহায়তা করিয়াছেন।

হার্মি। যেহেতু আমি যা বলব তা আমার প্রতি এই অভিযোগের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং আমি ছাড়া আমার সততার অন্য কোন প্রমাণ নেই, সেইহেতু আমি নির্দোষ একথা বললে কোন ফল হবে না। তবে আমি আমার সততা সম্বন্ধে যা বলব তা যেন লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে। আমার বক্তব্য এই যে, যে ঈশ্বর মানুষের কর্মাকর্ম সব প্রত্যক্ষ করেন সবার অলক্ষ্য থেকে, সেই ঈশ্বরের বিধানেই এ অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে লজ্জায় মুখ লুকোবে একদিন, অত্যাচারীর অত্যাচার ভয়ে কাঁপবে। হে আমার স্বামী, তুমি নিজে জান আমার অতীত জীবন কত নিষ্পাপ এবং সৎ ছিল। কিন্তু ভাগ্যের দোষে আজ আমি দর্শকদের উপহাসের বস্তুতে পরিণত হয়েছি। আজ দেখ আমাকে—সিংহাসনের সমান অংশীদার, রাজার শয্যাসঙ্গিনী, এক মহান রাজার কন্যা এবং একজন ভবিষ্যৎ যুবরাজের মাতা হয়ে আমি এখানে আমার জীবন ও সম্মানরক্ষার জন্য বিচারপ্রার্থিনী হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। জীবনের ভয় আমি করি না। জীবনকে আমি আমার দুঃখের মতই মনে করি এবং সে দুঃখময় জীবনকে অনায়াসেই আমি ত্যাগ করতে পারব। কিন্তু আমি প্রাণের থেকে সম্মানকেই বেশী মূল্যবান বলে মনে করি বলেই এখানে এসে দাঁড়িয়েছি। আমি তোমার বিবেকের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, তুমি একবার ভাল করে ভেবে দেখ পলিকজেনস্ তোমার রাজপ্রাসাদে আসার আগে তুমি আমায় কতখানি ভালবাসতে, আমাদের দাম্পত্য সম্পর্ক কেমন মধুর ছিল এবং তিনি আসার পরে এমনকি অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছে যাতে আমাকে এভাবে অভিযুক্ত করা হচ্ছে। যদি আমি সম্মানের সীমাকে অতিক্রম করে তাঁর প্রতি আমার আচরণে আপত্তিকর কিছুমাত্র করে থাকি তাহলে উপস্থিত সকলের অন্তর আমার প্রতি এক নির্মম কাঠিন্যে প্রস্তরীভূত হয়ে উঠুক এবং আমার নিকটতম আত্মীয়ও আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ধিক্কার দিয়ে চলুক আমায়।

লিওন। বর্তমানের বিচার্য বিষয় থেকে সরে গিয়ে অতীতের কথা তোলার মত এমন কোন কোন লোক আছে পৃথিবীতে সেকথা আমিও শুনিওনি।

হার্মি। না শুনলেও আমি যা বলেছি তা সব সত্য।

লিওন। তুমি তোমার প্রতি কোন অভিযোগকে স্বীকার করবে না?

হার্মি। যে অপরাধ আমার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে আমি তা কখনই স্বীকার করব না। যে পলিকজেনস্-এর সঙ্গে আমাকে জড়িত করে আমাকে অভিযুক্ত করা হচ্ছে, আমি স্বীকার করছি আমার আত্মসম্মান বজায় রেখে তাঁকে যেটুকু ভালবাসার ভালবেসেছি। আমার মত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন একজন রাণীর পক্ষে তাঁকে যেটুকু ভালবাসা দান করা উচিত আমি সেইটুকু ভালবাসাই দান করেছি। তুমি যেভাবে আমাকে নির্দেশ দিয়েছ আমি সেইভাবেই ভালবেসেছি, তার বেশী নয়। যদি আমি সে ভালবাসাটুকু না দিতাম তাহলে তোমার ও তোমার বন্ধুর প্রতি আমার আনুগত্যহীনতা ও অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হত। কারণ তোমার বন্ধু সুদূর শৈশব হতে অর্থাৎ মুখে কথা ফোটার পর থেকে তোমায় ভালবেসে আসছেন। এবার ষড়যন্ত্রের কথা। যদিও আমাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে কিভাবে ষড়যন্ত্র গড়ে উঠেছে তা বলতে তবু আমি বলব ষড়যন্ত্র কাকে বলে আমি তা জানি না। আমি শুধু এইটুকুই জানি যে ক্যামিলো একজন সৎ লোক। কেন সে তোমার রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে গেল সেকথা আমি ত দূরের কথা স্বয়ং দেবতাগণও জানেন না।

লিওন। তুমি তার চলে যাবার কথা আগে হতে জানতে আর তার অনুপস্থিতিতে তুমি কি করেছ তাও জান।

হার্মি। তুমি কি বলতে চাইছ আমি তোমার ভাষা বুঝতে পারছিনা। আমার জীবন এখন তোমার খেয়ালী স্বপ্নের উপর নির্ভর করছে। আমি আমার সে জীবন তোমার স্বপ্নের পায়ে বলি দেব।

লিওন। তুমি যা করেছ তোমার সেই কাজই আমায় স্বপ্ন দেখতে বাধ্য করেছে। আমি সত্যিই স্বপ্নে দেখেছি তুমি সত্যিই পলিকজেনস্-এর ঔরসজাত এক অবৈধ সন্তান গর্ভে ধারণ করেছ। তোমার অতীত জীবন নিষ্পাপ ও সমস্ত লজ্জা ও অপমানের উর্ধ্বে ছিল ঠিক, কিন্তু সে জীবন গত হয়ে গেছে। তোমার অতীত জীবনের সেই সত্য এখন আর খাটবে না। এখন তোমার সন্তানের পিতৃত্ব আমি যখন অস্বীকার করেছি, তখন তুমি অবশ্য অপরাধিনী হিসাবে পরিগণিত হবে। সুতরাং তোমাকে আমাদের ন্যায়বিচারের সম্মুখীন হতে হবে এবং তার শাস্তিস্বরূপ মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হবে।

হার্মি। তোমার ভীতি প্রদর্শনের কোন প্রয়োজন নেই। আমি আমার জীবনকে এমন কোন মূল্যবান দ্রব্য বলে মনে করি না। তোমার যে ভালবাসাই ছিল আমার জীবনের সমস্ত সুখ ও সম্মানের উৎসস্বরূপ সেই ভালবাসাই যখন হারিয়েছি তখন আমার জীবনও একরকম চলে গেছে ধরতে হবে। এর পর আমার জীবনের দ্বিতীয় আনন্দের বস্তু আমার প্রথম সন্তানকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছে, আমি যেন কোন এক সংক্রামক ব্যাধি। আমার জীবনের তৃতীয় আনন্দের বস্তু যে এই দুষ্ট গ্রহের প্রকোপের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেছে সেই নির্দোষ নিষ্পাপ শিশুকেও আমার নির্দোষ নিষ্পাপ বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হত্যা করার জন্য। আঁতুর ঘরে বসে নবজাত শিশুসন্তানকে স্তন্য দান করা সব নারীর কাম্য; কিন্তু আমাকে একাজ থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে। আমাকে বারবার অসতী নারী বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হচ্ছে। সবশেষে আমাকে সকলের সামনে বিচারের জন্য দাঁড় করানো হয়েছে। এর পরে কোন সুখের আশায় আমি বাঁচতে চাইব আর মরতে ভয় পাব তা বলতে পার? সুতরাং আমায় খুশিমত মৃত্যুদণ্ড দান করো। জীবনকে আমি তৃণখণ্ডের মত তুচ্ছ জ্ঞান করি। তবে আমাকে ভুল বুঝবে না। আমি আমার সম্মানকে সমস্ত কলঙ্ক হতে মুক্ত করতে চাই। যদি অন্যান্য প্রমাণ বা যুক্তিকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে শুধুমাত্র অজানা ঈর্ষা আর অনুমানের উপর ভিত্তি করে আমাকে দণ্ড দান করো তাহলে সেটাকে আইন বা বিধিমত কাজ বলব না। বলব আমাকে শুধু অকারণে কষ্ট দেবার খাতিরেই কষ্ট দিচ্ছ। আমি আমার বিচারের সমস্ত ভার এ্যাপোলোর উপর ছেড়ে দিতে চাই। এ্যাপোলোর দৈববাণীর দ্বারাই পরীক্ষিত হবে আমার সম্মান।

১ম সভা। আপনার এই অনুরোধ খুবই ন্যায়সঙ্গত। সুতরাং এ্যাপোলোর দৈববাণী কে বহন করে এনেছে তাকে ডেকে আন। (কয়েকজন অফিসারের প্রস্থান)

হার্মি। রাশিয়ার সম্রাট ছিলেন আমার পিতা। তিনি যদি তাঁর কন্যার এই বিচার প্রত্যক্ষ করতেন, আমার এই সকরুণ অবস্থা স্বচক্ষে দেখতেন তাহলে প্রতিশোধ বাসনার থেকে করুণা জাগত তাঁর মনে।

ক্লিওমেন্স ও ডিওনসহ কয়েকজন অফিসারের প্রবেশ

অফিসার। এই ন্যায়বিচারের তরবারি স্পর্শ করে আপনারা শপথ করুন,

বলুন যে আপনারা দুজনে ডেলফসে গিয়েছিলেন এবং যেখান থেকে এ্যাপোলোর দৈববাণী সম্বলিত এই মুদ্রাঙ্কিত খামটি এনেছেন এবং আপনাদের আরও শপথ করে বলতে হবে এই সীলমোহর ভেঙে এর ভিতরে কি আছে তা একবারও পড়ে দেখেননি।

ক্লিও ও ডিওন। আমরা শপথ করছি।

লিওন। এবার সীলমোহর ভেঙে চিঠিটা পড়।

অফিসার। (পড়তে লাগল) 'হার্মিওন নির্দোষ; পলিকজেনস্‌ও নিরপরাধ; ক্যামিলো একজন অনুগত প্রজা। লিওনটেস একজন ঈর্ষান্বিত অত্যাচারী রাজা। তার শিশুর বৈধভাবেই জন্ম হয়েছে। যে সন্তান হারিয়েছে তাকে যদি খুঁজে পাওয়া না যায় তাহলে রাজার কোন উত্তরাধিকারী থাকবে না।'

সভাসদবর্গ। মহান এ্যাপোলোর উপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ ঝরে পড়ুক।

হার্মি। প্রশংসা করেছেন।

লিওন। তুমি ঠিকমত পড়েছ ত?

অফিসার। এখানে যা লেখা আছে তাই পড়েছি।

লিওন। এই দৈববাণীর মধ্যে কোন সত্য নেই। বিচার চলবে। এসব মিথ্যা।

জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। মহারাজ, মহারাজ!

লিওন। কি দরকার?

ভৃত্য। হুজুর, একথা জানাতে আমার নিজেরই ঘৃণাবোধ হচ্ছে। আপনার পুত্র রাজকুমার রাণীকে দেখতে না পেয়ে ভয়ে ও অভিমানে মারা গেছে।

লিওন। মারা গেছে!

ভৃত্য। হ্যাঁ সে মৃত।

লিওন। এ্যাপোলো রুষ্ট হয়েছেন। স্বর্গের দেবতারা আমার অবিচারের উপর এক নির্মম কুঠারাঘাত হানলেন। (হার্মিওন মূর্ছিত হয়ে পড়ল) কি হলো? দেখ দেখ।

পলিনা। এ দুঃসংবাদ রাণীর কাছে মৃত্যুসম। ওদিকে আবার সব দেখ।

লিওন। ওকে এখান থেকে নিয়ে যাও। ওর অন্তর দুঃখে ভারাক্রান্ত। সে ভাল হয়ে উঠবে। আমি আমার সংশয়ের উপর অতিরিক্ত নির্ভর করেছি। ওর জীবন বাঁচাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। (হার্মিওনকে

নিয়ে পলিনা ও পরিচারিকাদের প্রস্থান) হে এ্যাপোলো, তোমার দৈববাণীকে অবিশ্বাস ও অবজ্ঞা করে যে অধর্মাচরণ আমি করেছি তুমি আমায় তার জন্য ক্ষমা করো। আমি আবার পলিকজেনস্এর সঙ্গে সখ্যতা করব। রাণীকে আবার নতুন করে ভালবাসব এবং ক্যামিলোকে ফিরিয়ে আনব। আমি জানি ক্যামিলো সদাশয় ব্যক্তি এবং দয়া ও সত্যের মূর্ত প্রতীক। এক ভয়ঙ্কর ঈর্ষার দ্বারা আমার মন এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল যে আমি শুধু রক্তাক্ত প্রতিশোধের কথা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারিনি। আমি পলিকজেনস্এর উপর বিষপ্রয়োগের ভার দিয়েছিলাম ক্যামিলোর উপর। সে আমার আদেশ পালন না করলে তার মৃত্যু অবধারিত আর একাজ সে সুসম্পন্ন করলে অবশ্যই পুরস্কার পাবে সে। একদিকে তার আত্মসম্মান আর একদিকে রাজাদেশ এই দুইএর মধ্যে আত্মসম্মানকেই সে বেছে নেয় এবং এখান থেকে সে অজানার পথে চলে যায়। আমার পাপকর্মের পাশে তার ধর্মাচরণ এবং নীতিবোধ মরচেধরা লোহার পাশে উজ্জ্বল রত্নের মতই চকচক করছে।

পলিনার পুনঃপ্রবেশ

পলিনা। কী অভিশপ্ত সময়। আমার অন্তর ফেটে পড়ছে।

১ম সভা। কি হলো, কেন এমন করছেন ?

পলিনা। কই অত্যাচারী আমায় কিভাবে পীড়ন করবে করুক। আমার বুকের উপর দিয়ে কি চাকা চালিয়ে দেবে না আমাকে পুড়িয়ে মারবে। নাকি ফুটন্ত তেল বা সীসের মধ্যে সিদ্ধ করে মারবে ? যার প্রতিটি কথার আঘাত আগে আমি অনেক সহ্য করেছি তার কোন নতুন অত্যাচারকে আর আমি ভয় করি না। তোমার প্রতিহিংসার সঙ্গে অত্যাচার মিশ্রিত হলেও আমার মত মেয়ে তাতে ভয় পাবে না। আপনি কি করেছেন একবার ভেবে দেখুন। তারপর দেখবেন আপনি উন্মাদ হয়ে গেছেন, সম্পূর্ণরূপে উন্মাদ। আর আপনার অতীতের যত সব নির্বুদ্ধিতাই হবে সে উন্মত্ততার কারণ। আপনি পলিকজেনস্এর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, ধরে নিলাম সেটা কিছু না। তাতে শুধু আপনার নির্বুদ্ধিতা ও অকৃতজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। এক নির্দোষ রাজাকে হত্যা করার ভার দিয়ে ক্যামিলোর আত্মসম্মানবোধকে বিষাক্ত ও কলুষিত করে তুলেছিলেন আপনি, সেটাও না হয় ধরে নিলাম এমন কিছু না। আপনার শিশুকন্যাকে

আপনি কাকশকুনির কাছে ফেলে দিয়েছেন সেটাও না হয় কিছু না বলে উড়িয়ে দিলাম, যদিও স্বয়ং শয়তান একাজ করতে গিয়ে চোখের জল না ফেলে পারত না। যার দুঃখে ও অপমানে যে রাজকুমারের অন্তর বিদীর্ণ হয়ে যায় তার মৃত্যুর জন্যও আমি আপনাকে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করছি না। কিন্তু আপনার সর্বশেষ অপরাধ যার জন্য আমি হায় হায় করছি—আমাদের প্রিয়তমা রাণী আর নেই।

১ম সভা। ঈশ্বর করুন তা যেন না হয়।

পলিনা। আমি বলছি, শপথ করে বলছি তিনি মৃত। আমার শপথে বিশ্বাস না হয় তাহলে গিয়ে দেখুন। যদি আপনি তাঁর রক্তহীন ওষ্ঠাধর ও চোখে আবার জ্যোতি ফুটিয়ে তুলতে পারেন, যদি তাঁর মধ্যে প্রাণের উত্তাপ আনতে পারেন এবং প্রাণবায়ুকে প্রবাহিত করাতে পারেন তাহলে আমি আপনার দাসত্ব করব। আপনাকে দেবতাজ্ঞানে আপনার সেবা করব। হে অত্যাচারী অনুতাপ করে আর কোন ফল হবে না। আপনার শত দুঃখ অনুতাপের থেকেও মৃত্যুর গুরুত্ব অনেক বেশী। কোন এক নির্জন পাহাড়ের উপর শীতল ঝঞ্ঝাবায়ুর আঘাতে জর্জরিত হয়ে সহস্র বছর নগ্ন ও নতজানু হয়ে দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করলেও দেবতারা সুপ্রসন্ন হবেন না আপনার প্রতি।

লিওন। ঠিক আছে বলে চল। তোমার সমস্ত তিক্ত কণ্ঠের আমি যোগ্য।

১ম সভা। আর বলবেন না। যাই ঘটুক না কেন, আপনি এভাবে কথা বলে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে অন্যায় করেছেন।

পলিনা। এজন্য আমি দুঃখিত। যে অন্যায় আমি করেছি তার জন্য অনুতপ্ত আমি। আমি আমার নারীসুলভ আবেগের অনেকখানি প্রকাশ করে ফেলেছি। একথার আঘাতে ওঁর অন্তরের মহত্ত্ব জেগে উঠেছে। যা চলে গেছে, যার কোন প্রতিকার নেই তার জন্য দুঃখ করেও কোন লাভ নেই। আমার কথায় আর দুঃখ করবেন না। যে কথা আপনার ভুলে যাওয়া উচিত ছিল সে কথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছি আমি। আমার অনুরোধ আমাকে আপনি শাস্তি দিন। হে মহারাজ, এক নির্বোধ রমণীকে ক্ষমা করুন। আপনার রাণীকে আমি যে কি ধরনের ভালবাসতাম —না আবার সেই বোকামি করছি। আমি তাঁর কথা বা আপনার

সন্তানদের কথা বলব না। আমি আমার স্বামীর কথাও আর ভাবব না। সেও যে কোথায় চলে গেছে তার কিছু ঠিক নেই। আপনি এবার ধৈর্য ধরুন, আমি আর কোন কথাই বলব না।

লিওন। তুমি যা বলেছ সত্যি কথাই বলেছ। ঠিকই বলেছ। দয়া করে আমায় মৃতদেহগুলির কাছে নিয়ে চল। একই সমাধিতে দুজনকে শায়িত করা হবে। তাদের এই মৃত্যুর কারণ আমার কাছে এক চিরস্থায়ী লজ্জার বস্তু হয়ে থাকবে সমাধির উপর। প্রতিদিন একবার করে তাদের সমাধি দর্শন করতে যাব আমি। অশ্রুই হবে আমার একমাত্র বাঁচার আনন্দ। যতদিন বাঁচব ততদিন আমি নিয়মিত এই কাজ করে যাব। চল, আমায় ওদের মৃতদেহের কাছে নিয়ে চল।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। বোহেমিয়া। সমুদ্রের উপকূল।

শিশুসহ এ্যান্টিগোনাস ও জনৈক নাবিকের প্রবেশ

এ্যান্টি। তুমি ঠিকভাবে চালনা করেছ; আমাদের জাহাজ বোহেমিয়ার সীমানায় প্রবেশ করেছে।

নাবিক। হ্যাঁ হুজুর। তবে আমরা খুব দুর্যোগঘন সময়ে এসে পড়েছি। আকাশের যা অবস্থা তাতে শীগ্‌গির ঝড় উঠতে পারে। আমার মনে হয় আমাদের সঙ্গে যে বস্তু আছে স্বর্গের দেবতারা তা চান না, তাই তাঁরা রেগে গেছেন।

এ্যান্টি। তাদের পবিত্র ইচ্ছা অবশ্যই পূরণ করতে হবে। তুমি যাও জাহাজটাকে দেখগে। আমি এখনি একবার কূলে যাচ্ছি, তাড়াতাড়ি ফিরব।

নাবিক। খুব তাড়াতাড়ি ফিরবেন। কূলে বেশীদূর যাবেন না। একে আবহাওয়াটা খারাপ, তার উপর এখানে অনেক হিংস্র জন্তুর বাস।

এ্যান্টি। তুমি এখন যাও। আমি এখনি চলে আসব।

নাবিক। ব্যাপারটার ভালয় ভালয় এইখানেই নিষ্পত্তি হয়ে গেল বলে আমি খুশি।

এ্যান্টি। হে হতভাগ্য শিশু, যদিও আমি বিশ্বাস করি না, তবু শুনেছি মৃত লোকের প্রেতাত্মারা ঘুরে বেড়াতে পারে। তা যদি হয় তাহলে গতরাত্রে তোমার মা আমার কাছে এসেছিলেন। এমন স্পষ্ট স্বপ্ন কখনো

দেখিনি। যেন মনে হচ্ছিল জেগে জেগে সব দেখছি। এমন বিষাদগ্রস্ত অথচ আত্মস্থ মূর্তি কখনো দেখিনি। সাদা পোষাকপরা তাঁর চেহারাটি ছিল যেন পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক। তিনি আমার কেবিনের কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, হে সদাশয় এ্যান্টিগোনাস, যেহেতু আমার শিশুসন্তানকে তোমার উদারতা বশতঃ দূর বোহেমিয়ার কোন নির্জন স্থানে ফেলে দেবার ভার নিয়েছ তুমি ওইখানে তাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় ফেলে দাও। এ শিশুর আশা যখন ছেড়েই দেওয়া হয়েছে এর নাম রাখবে পার্দিতা। এই নিষ্করুণ অমানুষিক কাজের ভার তোমার উপর দেওয়া হয়েছে বলে তুমি তোমার স্ত্রীকে হারাবে; তাকে আর দেখতে পাবে না। এই বলে তিনি বাতাসে মিলিয়ে গেলেন। ভয় পেয়ে উঠে পড়লাম আমি। ভাবতে লাগলাম ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছিলাম—অলীক স্বপ্ন মাত্র। কিন্তু এখন এই কুসংস্কারকে বিশ্বাস করব আমি। আমার বিশ্বাস হার্মিওন মারা গেছে এবং এ্যাপোলো বলবেন, এ শিশু পলিকজেনস্‌এর ঔরসজাত আর সেইজন্য একে তার প্রকৃত পিতার রাজ্যে ফেলে রেখে যেতে হবে। তাতে বাঁচে বাঁচবে মরে মরবে। পুষ্পকোরকসম হে শিশু তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠ। (শিশুটিকে মাটিতে নামিয়ে রেখে) এইখানে শুয়ে থাক। তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে এই বনের জন্তুরাই তোমাকে লালন করবে। ঝড় উঠছে, হে হতভাগ্য শিশু তোমার মার দোষের জন্যই আজ তোমার এই অবস্থা। আমি কাঁদতে পারছি না, তবু অন্তর ক্ষত বিক্ষত হচ্ছে। আমি একজন অভিশপ্ত হতভাগ্য মানুষ বলেই একাজ করার শপথ করেছি। বিদায়। দুর্যোগ ক্রমশই বেড়ে উঠছে। প্রচণ্ড ঝড় যেন কর্কশ স্বরে তোমার ঘুমপাড়ানি গান গাইছে। দিনের বেলায় এমন অন্ধকার নেমে আসতে কখনো দেখিনি আমি। (ভিতরে গোলমালের শব্দ) নিশ্চয় কোন বন্য জন্তু, যাই জাহাজে চড়িগে। এই গেলাম, একটা জন্তু আমাকে তাড়া করেছে।

(ভালুকের দ্বারা তাড়িত অবস্থায় এ্যান্টিগোনাসের প্রস্থান)

জনৈক বৃদ্ধ রাখালের প্রবেশ

রাখাল। আমার ইচ্ছা তিন থেকে কুড়ি বছরের পর আর কোন বয়স বাড়বে না মানুষের আর যৌবনের পর মানুষ সারাজীবন ঘুমিয়ে কাটাবে। তাহলে চুরি ডাকাতি, যুদ্ধ বিগ্রহ কিছুই থাকবে না। (শিঙা বাজাল) শুনছ, শুনবে কি, উনিশ কুড়ি বাইস বছরের ছেলে এই দুর্যোগে কখনো ঘর থেকে

বেড়োর? ওদের ভুলের জন্তেই আমার দুটো ভেড়া হারিয়ে গেছে এবং আমার বিশ্বাস নেকড়ে খুব শীগগির তাদের মালিককেও ধরবে। তবে ভেড়াদুটোকে যদি কোথাও পাই ত সমুদ্রের ধারে আইভিলতা ঢাকা বনের মাঝে পাব। ঈশ্বর যেন তাই করেন। একি এখানে কি দেখছি? (শিশুটিকে তুলে নিয়ে) ঈশ্বর এর মঙ্গল করন, বড় সুন্দর শিশু ত! বড় সুন্দর। কিন্তু বেটাছেলে না মেয়েছেলে। যদিও আমি লেখাপড়া শিখিনি, তবু বলতে পারি কাছাকাছি কোথাও এক ধাত্রী আছে, বলতে পারি গোপনে প্রসব করা নিশ্চয় এ কোন অবৈধ সন্তান। এর জন্তে আমার মায়া হচ্ছে; আমি একে নিয়ে যাব। তবে আমার ছেলে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ছেলেটা আমাকে সাড়া দিয়েছে এখনি। কই হো, হো!

ক্লাউনের প্রবেশ

ক্লাউন। হিপ্পো, লোয়া।

রাখাল। কী, তুমি কাছে এসেছ? মরার সময় কারো সঙ্গে যদি প্রাণ খুলে কথা বলে যেতে চাও তাহলে দেখবে এস। কোথায় কি করছিলে বাছা?

ক্লাউন। আমি জলে আর ডাঙ্গায় দুটো অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছি। কিন্তু এখন সমুদ্রকে সমুদ্র বলে চেনাই যায় না, সেটা হয়ে গেছে এখন আকাশ। দুটো মিলেমিশে এমনভাবে একাকার হয়ে গেছে তুমি কোথায় কি তার কিছুই জানতে পারবে না।

রাখাল। কি দৃশ্য দেখেছ? কি ঘটেছে?

ক্লাউন। সমুদ্রটা কি যে ভয়ঙ্করভাবে ক্ষেপে উঠে কূল ছাপিয়ে উঠেছে তুমি যদি তা দেখতে। কিন্তু সেটা কথা নয়। সমুদ্রটা দেখলাম ক্ষেপে উঠে গর্জন করছে চাঁদের দিকে চেয়ে আর ডাঙ্গায় দেখলাম একটা ভালুকের কবলে পড়ে একটা লোক সাহায্যের জন্ম আর্ত চিৎকার করছে, ভালুকটা থাবা মেরে তার কাঁধটা ছিঁড়ে দিয়েছে। তেমনি ওদিকে উত্তাল সমুদ্রের কবলে পড়ে একটা জাহাজও হাবুডুবু খাচ্ছিল আর সেই জাহাজের লোক-গুলোর আর্তনাদে ক্ষেপা সমুদ্র উপহাস করছিল যেমন এদিকে সেই লোকটার আর্তনাদে ভালুকটা উপহাস করছিল। লোকটা বলছিল, তার নাম এ্যান্টিগোনাস, একজন সামন্ত।

রাখাল। ঈশ্বর দয়া করুন। ব্যাপারটা কখন ঘটেছে বাছা?

ক্লাউন। এই এখনি। এই ঘটনা দুটো ঘটতে দেখার পর আমি একবার চোখের পাতাও ফেলিনি। জাহাজের লোকগুলোর দেহ সমুদ্রের জলের তলায় ঠাণ্ডা হয়ে যায়নি এখনো আর ভালুকটা সেই লোকটার দেহটার আধখানাও এখনো খেয়ে ফেলতে পারেনি। ভালুকটা এখনো সেখানে আছে।

রাখাল। আমি ওখানে তখন থাকলে লোকটাকে সাহায্য করতাম।

ক্লাউন। তুমি তাহলে সমুদ্রের জলে গেলে ভাল করতে। তোমার দয়া মায়া সেখানে দাঁড়াবার জায়গা পাবে না, তলিয়ে যাবে জলের তলায়।

রাখাল। ওসব ব্যাপারের কথা ছেড়ে দাও, এদিকে তাকাও। নিজেকে ভাগ্যবান মনে করো। তুমি যত মুমূর্ষু ও মৃতপ্রায় লোকদের দেখেছ, আমি দেখেছি এক নবজাত শিশুকে। এটা দেখার মত জিনিস। কাপড় চোপড় দেখে বোঝা যায় জমিদার বাড়ির ছেলে। ওই পুঁটলিটাতে কি আছে তুলে নিয়ে খুলে দেখ। আমাকে একবার কে বলেছিল আমি পরীদের সাহায্যে নাকি ধনী হব। খুলে দেখ কি আছে দেখি সেকথা সত্যি হয় না কি।

ক্লাউন। তোমার কপাল ফিরেছে। তোমার যৌবনের পাপ যদি দূর হয়ে যায় তাহলে তুমি বাকি জীবনটা সুখেই কাটাতে পারবে। সোনা, সোনা।

রাখাল। নিশ্চয় এ সোনা পরীদের দেওয়া। ভাল করে বেঁধে রাখ। চল, তাড়াতাড়ি বাড়ি নিয়ে চল। এখন সোজা বাড়ি নিয়ে চল। এসব কথা গোপন রাখতে হয়, কাউকে বলতে নেই।

ক্লাউন। তুমি যা পেয়েছ এই সব নিয়ে সোজা বাড়ি চলে যাও। কিন্তু আমি একবার ওখানে গিয়ে দেখি ভালুকটা লোকটার গোটা দেহটা খেয়ে ফেলল না কি। কিছু অবশিষ্ট থাকলেও আমি সেটাকে কবর দেব। লোকে বলে খিদে না থাকলে ভালুকরা কিছু খায় না।

রাখাল। ওটা ভাল কাজ। লোকটার যদি কিছু অবশিষ্ট পাও তাহলে আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে তা দেখাবে।

ক্লাউন। হ্যাঁ তা আমি দেখাব। তুমি আমাকে কবর দিতে সাহায্য করবে।

রাখাল। আজকের দিনটা শুভ দিন। এদিনে আমরা কিছু ভাল কাজ করব। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

কালের প্রবেশ।

কাল। আমি হচ্ছি কাল। আমার বিধানে কোন কোন লোক সুখী হয়। তবে আমি আনন্দ, ভয়, ভাল মন্দ ভুলভ্রান্তি সমানভাবে সকলকে দান করি। আমার গতি যদি কখনো অতি দ্রুত হয় তাহলে আমাকে দোষ দিও না তার জন্য। আমি মানুষের রাজ্যের আইনকে উল্টে দিই, এক ঘণ্টার মধ্যে নতুন এক প্রথার প্রবর্তন করি আর পুরনো প্রথাকে অচল করে দিই। অতীত বর্তমানের শত আবর্তনের মাঝে আমি কিন্তু সেই একই আছি। আমি অতীতকেও দেখেছি। অতীতকে ক্রমান্বয়ে প্রাচীন ও জরাজীর্ণ হতে দেখেছি, বর্তমানে দেখছি কত সজীব বস্তুর প্রাণবন্ত উজ্জ্বলতা, আবার দেখব এই সব উজ্জ্বল বস্তুও একদিন ম্লান হয়ে চলে পড়বে ভবিষ্যতের কোলে। তোমরা ধৈর্য ধরে শোন, আমি তোমাদের এবার অন্য এক দৃশ্যপটে নিয়ে যাব। যে লিওনটেস এখন তার সেই বিষাক্ত ঈর্ষার ভয়ঙ্কর পরিণামের কথা দুঃখের সঙ্গে চিন্তা করছে সেই লিওনটেসকে ত্যাগ করে আমি এবার যাব সুন্দর বোহেমিয়া রাজ্যে। হে দর্শকবৃন্দ, বোহেমিয়ার রাজার এক ছেলের কথা হয়ত তোমাদের মনে আছে, একথা একবার তোমাদের আমি বলেছিলাম। এখন বলছি তার নাম ফ্লোরিজেল। আবার সেই সঙ্গে পার্দিতার কথাও বলছি। পার্দিতা এখন সুন্দর আর এমন বড় হয়ে উঠেছে যে তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবে। এরপরে কি হবে তা এখন বলব। কালক্রমে যা ঘটবে তাই জানতে পারবে। এখন পার্দিতা এক রাখালের কন্যা। যদি এতক্ষণ তোমরা কষ্ট করে থাক ধৈর্য ধরে তাহলে আমি বলব এরপর আর কখনো সে কষ্ট করতে হবে না।

দ্বিতীয় দৃশ্য। বোহেমিয়া। পলিকজেনস্‌এর রাজপ্রাসাদ।

পলিকজেনস্‌ ও ক্যামিলোর প্রবেশ

পলিক। আমার অনুরোধ রাখ ক্যামিলো, আর আমায় আবেদন জানিও না। তোমাকে না দেওয়ার আমার কিছুই নেই এবং সেটা হবে আমার দুর্বলতা, কিন্তু তুমি এখন যা চাইছ তা যদি আমি দিই তাহলে তা হবে আমার মৃত্যুর সমান।

ক্যামিলো। আমি পনের বছর দেশ থেকে এসেছি। যদিও জীবনের

বেশীর ভাগ সময় আমি বাইরে ঘুরে বেরিয়ে হাওয়া খেয়ে কাটিয়েছি তথাপি আমি চাই মৃত্যুর পর আমার দেহাস্থি আমার দেশেই সমাহিত হোক। তাছাড়া আমাদের অনুতপ্ত রাজা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তাঁর দুঃখের অনুভূতির আমিও কিছুটা অংশ নিতে পারব।

পলিক। ক্যামিলো, তুমি আমায় ভালবাস, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যেও না। তোমার সততা তোমাকে আমার কাছে এতখানি প্রিয় করে তুলেছে যে তোমাকে ছাড়া আমার আর চলবে না। তোমাকে পেয়ে এমন করে হারানোর থেকে তোমাকে একেবারে না পাওয়া ভাল ছিল। আমার যে সব কাজের ভার তুমি নিয়েছ তা তোমাকে ছাড়া সুসম্পন্ন হবে না। সে কাজ হয় তোমাকে থেকে সম্পন্ন করে যেতে হবে না হয় ত তোমার সব কাজ সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। আমি তোমাকে চিরদিন আমার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাব। আমাদের বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ রয়ে যাবে চিরদিন। হায় কী ভয়ঙ্কর দেশ সিসিলিয়া! তার কথা আর বলো না, তার কথা শুনলেই আমার ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধু অনুতপ্ত রাজার কথা মনে পড়ে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে বড় কষ্ট পাই মনে। তার পুত্রকন্যার কথা মনে করলে শোকদুঃখে আজও কাতর হয়ে ওঠে আমার মন। আমার পুত্র ফ্লোরিজেলকে কখন দেখেছ বলতে পার। তাদের পুত্র মানুষের মত মানুষ না হয়ে উঠলে রাজারা বড় দুঃখ পায়। এ দুঃখ পুত্রশোকেরই সমতুল।

ক্যামিলো। স্যার তিন দিন আগে আমি তাঁকে দেখেছি। তিনি কি চান তা আমি আজও বুঝতে পারিনি। তবে আজকাল আমি তাঁর অলক্ষ্যে থেকে লক্ষ্য করেছি রাজকার্যে তাঁর আর মন নেই এবং আগের থেকে তাঁর আগ্রহ অনেক কমে গেছে।

পলিক। আমিও গভীর আগ্রহ ও মনোযোগের সঙ্গে তার অনুপস্থিতির ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছি। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি সে আজকাল প্রায়ই এক রাখালের বাড়ি যায়। আর সেই রাখালটা হঠাৎ কোন এক অজ্ঞাত কারণে নিঃস্ব অবস্থা থেকে হঠাৎ বিরাট ধনসম্পত্তির মালিক হয়ে যায়।

ক্যামিলো। আমিও সেই রাখালটার কথা শুনেছি। তার এক মেয়ে আছে। সে মেয়ের এমনই রূপ যে তা সচরাচর দেখা যায় না। ওই রকম কুঁড়ে ঘরে ওই ধরনের মেয়ে কি করে এল তা কেউ ভেবে পায় না।

পলিক। আমিও সেই খবর পেয়েছি। সেই দেবদূতই আমার পুত্রকে টেনে

নিয়ে যায় সেখানে। এখন আমরা আমাদের পরিচয় না দিয়ে ছদ্মবেশে সেখানে একবার যাব। সেই রাখালকে কিছু প্রশ্ন করব। আমার মনে হয় স্বভাবসুলভ সরলতার বশে রাখালটা আমার পুত্রের সেখানে যাওয়ার আসল কারণটা বলে দেবে। আমার অনুরোধ আপাততঃ সিসিলিয়ার চিন্তা মন থেকে ঝেরে ফেলে আমাকে একাজে সাহায্য করো দেখি।

ক্যামিলো। সানন্দে আপনার আদেশ মেনে নিলাম।

পলিক। হে আমার সদাশয় ক্যামিলো, চল আমরা ছদ্মবেশ ধারণ করি।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। বোহেমিয়া। রাখালের কুটিরের সন্নিকটস্থ পথ।

গান করতে করতে অটোলিসাসের প্রবেশ

পাতার ফাঁকে ড্যাফোডিল যখন উঁকি মারে
বুঝতে হবে ঋতুরাজ আসছে শীতের পরে।
যত পাখির মিষ্টি সুরে কাঁপে বনতল
খড়ের গাদায় নেচে কুঁদে গান করি সম্বল।

আমি আমার জীবনে যুবরাজ ফ্লোরিজেলের অনেক সেবা করেছি। এখন আমার আর চাকরি নেই।

তাই বলে কি কাঁদব আমি মনের দুখে মেতে
মলিন চাঁদ কিরণ দেয় রাতের আকাশেতে।
যখন আমি করি না কিছু তখন করি ভান
ঘুরে বেড়াই শুধু হাতে থাকে না মনে কালো।

আমার বাবা আমার নাম রেখেছে অটোলিসাস। লোক ঠকানোই আমার একমাত্র রুজি রোজগারের পথ, প্রহার আর ফাঁসি যাওয়ার ভয়ে সব সময়ই পীড়িত থাকি আমি। অবশ্য ভবিষ্যৎ জীবনের কথা আমি একেবারেই ভাবি না। এই এসে গেছে একটা দাও।

ক্লাউনের প্রবেশ

ক্লাউন। দেখি কত কি টাকা আছে আর এই টাকাতে কি কেনা যায়।

অটো। (স্বগত) একবার ভাল করে যদি ওকে ধরতে পারি তাহলে ওর সব টাকা আমার হয়ে যাবে।

ক্লাউন। টাকা গুণে দেবার একজন লোক চাই আমার। সামনে আসছে আমাদের ভেড়া কামানোর উৎসব। কিছু জিনিস আমায় কিনতে হবে।

চাল ত কিনতেই হবে। চাল ছাড়া আমার বোন কি রাঁধবে? আর আমার বাবা ত আবার আমার বোনকেই এই উৎসবের কর্তা সাজিয়ে বসেছে। তিন পাউণ্ড চিনি চাই। ভেড়া কামানোর লোকেরা গাইয়ে বাজিয়েরা সব খাবে ত!

অটো। (মাটিতে লাঠি ঠুকে) ভাগ্যে আমি এসে পড়েছিলাম।

ক্লাউন। আমি মানে আমার নাম—

অটো। আমার গায়ের উপর থেকে এই কম্বলগুলো তুলে নাও দেখি। তারপর আমায় মৃত্যু দাও।

ক্লাউন। তোমার ত আরো কম্বল চাই। এগুলো তুলে নিতে বলছ কেন?

অটো। ও স্যার, এই নোংরা কম্বলগুলোর থেকে আমার গায়ের উপর মারের দাগগুলো অনেক ভাল। ওরা আমায় কত ঘা মেরেছে তার আর সীমা নেই, হয়ত লক্ষ ঘা হবে।

ক্লাউন। সেকি, এক লক্ষ ঘা প্রহার ত এক বিরাট ব্যাপার হবে।

অটো। আমার যা কিছু সব কেড়ে নিয়েছে স্যার, আর আমাকে প্রহার করেছে। আমার টাকা ও পোষাক আশাক সব কেড়ে নিয়েছে আর আমার গায়ে এই নোংরা ঘৃণ্য জিনিসগুলো চাপিয়ে দিয়েছে।

ক্লাউন। ডাকাত অশ্বারোহী না পদাতিক ছিল?

অটো। পদাতিক স্যার, একজন পদাতিক।

ক্লাউন। সে পদাতিকই হবে। যে পোষাকগুলো তোমার উপর চাপিয়ে দিয়ে গেছে তা পদাতিকেরই হবে। এস তোমার হাতটা বাড়িয়ে দাও, আমি তোমাকে ধরে তুলে দেব। (তাকে ধরে উঠিয়ে দিল)

অটো। আপনি স্যার খুব ভাল লোক।

ক্লাউন। আহা বেচারী!

অটো। আমার মনে হচ্ছে আমার কাঁধের ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে।

ক্লাউন। দাঁড়াতে পারছ না?

অটো। আস্তে স্যার, আস্তে (পকেট হাতড়াতে লাগল) আপনি অনেক উপকার আমার করেছেন।

ক্লাউন। তোমার কি টাকার দরকার? আমার কাছে অবশ্য বেশী টাকা নেই তোমাকে দেবার মত।

অটো। না স্যার. টাকা দিতে হবে না। আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি আছে কাছেই। এখান থেকে তার দূরত্ব হবে এক তৃতীয়াংশ মাইল। আমি সেইখানেই যাচ্ছিলাম। যেখানে গেলে টাকাকড়ি বা যা কিছু দরকার আমি পাব। টাকার কথা বলবেন না স্যার তাতে আমি বড় ব্যথা পাব অন্তরে।

ক্লাউন। যে লোকটা তোমার সব কেড়ে নিয়েছে সে লোকটা কি ধরনের মানুষ?

অটো। সে লোকটা আগে যুবরাজের চাকর ছিল বলে আমি জানতাম। জানি না স্যার তার কি গুণ ছিল। তবে তাকে কিন্তু মেরে রাজ দরবার থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

ক্লাউন। গুণ না বলে দোষ বল। কোন গুণবান লোককেই রাজ দরবার থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় না, বরং গুণের লোককে আদর করেই স্থান দেওয়া হয় সেখানে।

অটো। তাই দোষই বলব। তবে লোকটাকে আমি চিনি ভালভাবে। লোকটা প্রথমে বাঁদর নাচাত। পরে পেঁয়াদার কাজ করে। তারপর সে আমাদের বাড়ির কাছে একজনের বউকে বিয়ে করে। কিন্তু এইভাবে অনেক কিছু করার পর অবশেষে ডাকাতি বিদ্যা ধরে এবং এই ব্যবসাতেই সে স্থায়ীভাবে মন দেয়। লোকে তাকে অটোলিসাস বলে ডাকে।

ক্লাউন। তাকে মারতে পারলে না। সে যেখানে সেখানে মানুষকে ধরে।

অটো। তা সত্যি স্যার। সেই লোকটাই আমার উপর এই পোষাকটা চাপিয়ে দিয়েছে।

ক্লাউন। তবে লোকটা কাপুরুষ। এমন কাপুরুষ ও ভীরু ডাকাত সারা বোহেমিয়াতে আর একজনও নেই। যদি তুমি সাহস অবলম্বন করে রুখে দাঁড়িয়ে তার গায়ে থুথু দিতে সে পালিয়ে যেত।

অটো। আমি অবশ্যই একথা স্বীকার করছি স্যার যে আমি লড়াই করতে পারি না। ওদিক দিয়ে আমার তত সাহস নেই। একথা ও জানে বলে আমার মনে হয়।

ক্লাউন। এখন কেমন বোধ করছ?

অটো। ভাল স্যার, আগের থেকে একটু ভাল। এখন আমি দাঁড়াতে ও হাঁটতে পারছি। এখন আমি বিদায় নেব। নিয়ে আমার আত্মীয়বাড়ি চলে যাব।

ক্লাউন। আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব?

অটো। না না স্যার, তার দরকার হবে না।

ক্লাউন। তাহ'লে বিদায়। আমাকে আমাদের ভেড়া কামানোর উৎসবের জন্য কিছু মশলা কিনতে হবে।

অটো। আপনার সুখশান্তি কামনা করি স্যার। (ক্লাউনের প্রস্থান) তোমার পকেটে যা টাকা আছে তাতে মশলা কেনা হবে না। আমিও তোমাদের উৎসবে হাজির হব। আমি যদি তোমাকে ঠকাতে না পারি তাহলে ধর্মশাস্ত্রে আমার নামটা লিপিবদ্ধ করে রাখবে। (গান)

খুশিমনে অনেক পথ হাঁটবে সারাদিনে
ক্লান্ত হবে অল্পেতে যদি বিষাদ থাকে মনে। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। বোহেমিয়া। রাখালের কুটির।

ফ্লোরিজেল ও পার্দিতার প্রবেশ

ফ্লোরি। তোমার মুখের প্রতিটি রেখা এই কথাই বলছে যে তুমি একজন সামান্য রাখালবালিকা নও। মনে হচ্ছে বসন্তের ফুলের রাণী এসে উঁকি মারছে। তোমাদের উৎসব দেখে মনে হচ্ছে যেন দেবতাদের মিলন সভা আর তুমি হচ্ছ দেবতাদের রাণী।

পার্দিতা। স্যার, হে আমার মহামহিম প্রভু, তোমার এই অতিশয়োক্তিকে ধিক্কার দেওয়া আমার শোভা পায় না। আমাকে ক্ষমা করো। তোমার রাজকীয় মর্য্যাদা সামান্য এক চাষীর বেশে ঢেকে রেখে এখানে এসেছ আর আমি সামান্য এক কৃষকবালা হলেও আমাকে দেবী বলে প্রশংসা করছ। আমাদের এই উৎসবে তোমাকে এমন সামান্য পোষাক পরে থাকতে দেখে আমার লজ্জা পাচ্ছে।

ফ্লোরি। খুব বেঁচে গেছি। আমার বাবা তোমাদের খামারে একবার আমাকে খুঁজতে এসেছিলেন।

পার্দিতা। তুমি ভয় করো না। কিন্তু তোমার বাবা এই পথে চলে গেছেন একথা ভাবতেও আমার এখনো ভয় হয়। তিনি তাঁর পুত্রকে আমাদের সঙ্গে এভাবে জড়িত দেখলে কি বলতেন তিনি? অথবা আমিই বা কেমন করে তাঁর পানে তাকাব?

ফ্লোরি। একমাত্র আনন্দ ছাড়া এর মধ্যে আর কোন উদ্দেশ্য খুঁজতে যেওনা। এমন কি স্বর্গের দেবতারাও প্রেমের খাতিরে স্বর্গ থেকে নেমে

এসে পশুরূপ ধারণ করেছিলেন; জুপিটার ষাঁড় হয়ে গর্জন করেছিলেন। জলদেবতা নেপচুন ভেড়া হয়ে ভ্যা ভ্যা করে চিৎকার করেছিলেন। আগ্নের পোষাক পরিহিত স্বর্ণোজ্জল এ্যাপোলো আমার মতই এক সামান্য চাষীর ছদ্মরূপ ধারণ করেছিলেন। কিন্তু আমি যেমন পবিত্রভাবে এক অতুলনীয় সৌন্দর্যলাভের জন্য এই ছদ্মবেশ ধারণ করেছি দেবতারা কিন্তু তা করেননি, কারণ আমার কামনা কখনো সম্মানের সীমাকে অতিক্রম করেনি। আমার লালসার আগুনে কখনো আমার নীতিবোধ বা ধর্মবিশ্বাস পুড়ে ছারখার হয়নি।

পার্দিতা। কিন্তু স্যার তোমার সংকল্প রাজার ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে সংঘাতে টিকবে না। এর ফলে দুটোর একটা হবে—হয় তোমাকে তোমার উদ্দেশ্যের পরিবর্তন সাধন করতে হবে না হয়ত আমাকে প্রাণ দিতে হবে।

ফ্লোরি। হে আমার প্রিয়তমা পার্দিতা, যত সব অবাঞ্ছিত চিন্তাকে টেনে এনে আজকের এই উৎসবের আনন্দকে ম্লান করে দিও না। আমি যদি তোমার আপন জন হয়ে উঠতে না পারি তাহলে আমার বাবার আপন জনও আর থাকব না। তাহলে আমি আমার আমিও থাকব না। এ বিষয়ে আমার নিয়তি বিরূপ হলেও আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এখন সমস্ত দুশ্চিন্তা মন থেকে দূর করে আনন্দ করো, ভাল করে উৎসবটা দেখ। অতিথিরা আসতে শুরু করেছে। বিয়ের কনের মত মুখ তোল ভাল করে। এ বিয়ে আমাদের একদিন হবেই, আমরা শপথে আবদ্ধ হয়েছি দুজনে।

পার্দিতা। হে নিয়তি দেবী, তুমি আমাদের কৃপা করো—প্রসন্ন হও আমাদের উপর।

ফ্লোরি। দেখ দেখ, অতিথিরা সব আসছে। হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাও তাদের। ফূর্তি করো।

ছদ্মবেশী পলিকজেনস্‌ ও ক্যামিলোসহ রাখাল এবং ক্লাউন, মপসা, ডর্কাস ও অন্যান্যদের প্রবেশ

রাখাল। ধিক মেয়ে! আমার বৃদ্ধা স্ত্রী যখন বেঁচে ছিল তখন সে একা সব কাজ করত। সে নিজে রান্না করত, ঝিয়ের কাজ করত আবার গিন্নীর মত অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাত; আবার নাচ-গানও করত। খাটতে খাটতে মুখটা আগুনের মত লাল হয়ে উঠত তার। তারপর সকল অতিথিকে নিজের হাতে পরিবেশন করত। কিন্তু তোমাকে দেখে মনে

হচ্ছে তুমি যেন এই ভোজসভায় নিমন্ত্রিত, উপভোগ করছ কর্মহীন অবকাশের আরাম। যাই হোক, এইসব অপরিচিত অতিথিদের আদর আপ্যায়ণ করো। লজ্জা ঝেড়ে ফেলে সামনে এসে দাঁড়াও। গৃহকর্ত্রী হিসাবে এই উৎসবের সব অতিথিদের স্বাগত জানাও। যাতে তোমাদের নতুন ভেড়ার দল ভালভাবে বেড়ে ওঠে তার জন্য শুভেচ্ছা চাও।

পার্দিতা। (পলিকজেনস্-এর প্রতি) স্বাগত স্যার, আমার পিতার একান্ত ইচ্ছা, এই উৎসবের আতিথেয়তার সব কাজ আমি করি। (ক্যামিলোর প্রতি) আপনাকেও স্বাগত জানাই, আমাকে ওই ফুলগুলো দাও ত, এঁকে দিই। শ্রদ্ধেয় ডর্কাস, আপনি এই রোজমেরি ফুল নিন। এই ফুলের রূপ সৌন্দর্য এবং সুগন্ধ সারা শীত অটুট থাকে।

পলিক। হে রাখালবালিকা, তুমি সত্যিই সুন্দরী। তুমি আমাদের মত বৃদ্ধ লোকদের এই শীতের ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়ে খুব ভাল কাজই করেছ।

পার্দিতা। ফুলের কোন বয়স নেই। গ্রীষ্মের মৃত্যু আর শীতের জন্মের মধ্য দিয়ে বছর ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে। বছরের বয়স ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে। বছরের বয়স ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। কখন কি ফুল ফোটে আমি তা গ্রাহ্য করি না।

ক্লোরি। তুমি কি কারণে তাদের অবহেলা করো ?

পার্দিতা। আমি শুনেছি যে সৃষ্টি কৌশলের দিক থেকে কোন কোন মানুষ প্রকৃতির সমকক্ষ।

পলিক। লোকে যে যা বলে বলুক। তবে প্রকৃতি স্বভাবতঃ সুন্দর নয় ; মানুষের প্রকৃতি প্রকৃতিকে আরো সুন্দর করে তুলতে চায়। মনে করো সুন্দরী, আমরা একটা জাতের ফুলের পরাগরেণুর সঙ্গে অন্য জাতের ফুলের গর্ভরেণুর মিলন ঘটিয়ে আর একটা নতুন ধরনের ভাল জাতের ফুল তৈরি করতে পারি। মানুষের এই কৌশলটাও প্রকৃতিদত্ত।

পার্দিতা। তা বটে।

পলিক। তাহলে তোমার বাগানটাকেও ভাল জাতের সুন্দর সুন্দর ফুলে ভর্তি করে তোল। কোন ভাল ফুলকেই অবৈধভাবে জাত বলে অবজ্ঞা করো না।

পার্দিতা। আমি নিজের দেহটাকে যেমন সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর করে তুলি তেমনি আমার বাগানটাকে সব রকমের ফুল দিয়ে সাজিয়ে তুলব। এই

ফুলগুলো আপনার জন্ত এনেছি। এর মধ্যে আছে ল্যাভেণ্ডার, মেরিগোল্ড, সূর্যমুখী প্রভৃতি মধ্য গ্রীষ্মের ফুল বা আপনার বয়সের অনুকূল। আপনাদের আবার স্বাগত জানাই।

ক্যামিলো। আমি যদি তোমার ভেড়ার পালের এক ভেড়া হতাম তাহলে তুমি আমাকে চরাতে আর আমি তোমার পানে তাকিয়ে থাকতাম।

পার্দিতা। তাহলে শীতের বাতাস আপনাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। আপনাকে আমি কিছু দেব বসন্তের ফুল যা আপনার বয়সের উপযুক্ত। যে ফুলগুলি আপনার শুচিশুভ্র সৌন্দর্যের বৃন্তে শোভা পাবে। যে ড্যাফোডিল সকালে ফিঙে ডাকার আগেই ফুটে ওঠে এবং বসন্তসকালের বাগানকে সুগন্ধি করে তোলে, যে ভায়োলেট জুনোর আঁখিপল্লবের থেকেও সুন্দর এবং সাইথিরিয়ার নিঃশ্বাসের থেকেও সুগন্ধি, যে রক্তগোলাপ সূর্যের মধ্যাহ্ন-দীপ্তি দেখার আগেই ম্লান হয়ে শুকিয়ে যায়, তাছাড়া রক্তজবা আর সব রকমের পদ্ম এইসব ফুল আমায় দাও; আমি তাই দিয়ে মালা গেঁথে স্বাগত জানাব আমার এই সম্মানিত অতিথিকে। আর এইসব ফুল দিয়ে ঢেকে দেব এর দেহটাকে।

ফ্লোরি। ফুল দিয়ে যেমন কোন মৃতদেহকে ঢেকে দেয় তেমনি করে?

পার্দিতা। না মৃতদেহ না, প্রেমিকদের কুসুমশয্যা বা ক্রীড়াভূমির মত করে ফুল দিয়ে বিছিয়ে দেব। এই নিন সব ফুল।

ফ্লোরি। তুমি যা করো তাই ভাল লাগে। তুমি যখন কথা বল তখন মনে হয় চিরকাল যেন কথা বলে চল। যখন তুমি গান করো তখন সে গান ছন্দ এনে দেয়। যখম তুমি নাচ তখন মনে হয় তোমার নাচের সে ছন্দ সমুদ্রের তরঙ্গকে এক মুহূর্তে স্তব্ধ ও অচল করে দিতে পারে, মনে হয় যুগ যুগ ধরে এমনি ভাবে নেচে চল। তুমি যখন যা কিছু করো তাই অপূর্ব মনে হয়, তাই মনে হয় সর্বশ্রেষ্ঠ।

পার্দিতা। ও ফ্লোরিজেল তোমার প্রশংসা অতিশয়োক্তিতে ভরা। কিন্তু তোমার যৌবন সৌন্দর্য এবং চোখ মুখ দেখে মনে হয় তুমিও রাখালদের মতই সরল। তবে আমার যতটুকু জ্ঞান আছে তাতে আমার মনে হয় তোমার প্রেম নিবেদনের মধ্যে কোন সততা নেই।

ফ্লোরি। এ বিষয়ে তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। এস নাচি দুজনে। তোমার হাত দাও। পার্দিতা, কপোত-কপোতীর মত আমরা চিরদিন

প্রেমপাশে আবদ্ধ থাকব এমনভাবে যে কোনদিন বিচ্ছিন্ন হব না পরস্পরের কাছ থেকে।

পার্দিতা। আমি এ বিষয়ে শপথ করতে পারি।

ক্লোরি। সমস্ত চাষী মেয়েদের মধ্যে এ হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দরী। সে যখন যা কিছু করে তার মাধ্যমে বোঝা যায় সে এত বড় যে এ জায়গায় তাকে মানায় না।

ক্যামিলো। সে মেয়েটাকে এমন একটা কথা বলল যাতে ওর মুখটা লাল হয়ে উঠল। সত্যিই ওর গায়ের রংটা ঠিক দুধের সরের মত।

ক্লাউন। এস, নাচ শুরু করো।

ক্লোরি। মপসা হবে তোমার বউ ; তার চুম্বনের যেন ঠিক দাম দিও।

মপসা। নিশ্চয়।

ক্লাউন। আর একটাও কথা না। এবার প্রথামত কাজগুলো করতে হবে ত। নাও, নাচ শুরু করো। (বাদ্য ও সঙ্গীত)

চাষীদের নাচ শুরু হলো

পলিক। আচ্ছা মেষপালক, ও কি ধরনের গেঁয়ো ভূত যে নিজের মেয়ের সঙ্গে নাচছে।

রাখাল। ওকে সবাই ডোরিক্লস্ বলে ডাকে। ও খুব উচ্চ চিন্তা ভাবনার লোক বলে বড়াই করে ও। ওর ধরণ ধারণ দেখে তাই মনে হয় আর আমিও ওর কথা বিশ্বাস করি। ও বলে ও নাকি আমার মেয়েকে ভালবাসে। আমারও মনে হয় তাই হবে, কারণ ও আমার মেয়ের চোখ মুখের পানে এমনভাবে তাকিয়ে থাকে, লোকে জলের মধ্যে চাঁদ দেখতে পেলে এমন মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায় না। ওর থেকে কেউ কখনো কোন মেয়েকে বেশী ভালবাসতে পারে না।

পলিক। তোমার মেয়ে ত বেশ নাচছে।

রাখাল। শুধু নাচ না। যে কোন কাজই ও ভালভাবে করে। ছোকরা ডোরিক্লস্ যদি ওকে পায় তাহলে ওর দ্বারা সে এমনভাবে লাভবান হবে যে সে কল্পনাই করতে পারবে না।

জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। শোন মালিক, তুমি যদি সদর দরজায় গিয়ে একজন ফেরিওয়ালার গান শোন তাহলে বাঁশি আর ঢোল তবলা সহযোগে তোমাদের আর নাচতে

মন হবে না। কোন সুরই তোমায় নাচাতে পারবে না। তোমার টাকা গুণতে যত সময় লাগে তার থেকে বেশী তাড়াতাড়ি ও গান গাইতে পারে। গানের বাণীগুলো ও এমনভাবে উচ্চারণ করে যাতে মনে হয় ও যেন গানগুলো খেয়ে হজম করে ফেলেছে আর লোকেরা তা শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

ক্লাউন। সে গান ভালই গায়। আমি আবার পালাগান ভালবাসি। কোন সকরুণ কাহিনী যদি মজার মত করে উপস্থাপিত করা হয় অথবা কোন আনন্দের কাহিনী যদি দুঃখের সঙ্গে গীত হয় তাহলে আমার খুব ভাল লাগে।

ভৃত্য। সব রকমের ও সব বয়সের লোকদেরই ও গান গেয়ে তৃপ্ত করতে পারে। কোন দোকানদারই কোন খরিদ্দারকে তৃপ্ত করতে পারে না তার মত। কুমারী মেয়েদের শোনাবার জন্য অনেক সুন্দর সুন্দর প্রেমের গান তার জানা আছে।

পলিক। তাহলে ত সে একজন বীরপুরুষ।

ক্লাউন। আমার কথা বিশ্বাস করুন সে একজন সত্যিই জ্ঞানী লোক।

ভৃত্য। সে যখন যার কথা গানের মধ্যে গায় তাকে দেবতা বলে মনে হয়।

ক্লাউন। দয়া করে তাকে এখানে নিয়ে এস। তাকে একটা গান গাইতে বল।

পার্দিতা। তাকে কিন্তু আগে হতে সাবধান করে দিও সে যেন তার গানের মধ্যে কোন অশ্লীল শব্দ ব্যবহার না করে।

ক্লাউন। এইসব ফেরিওয়ালাকে যত খারাপ ভাব তত খারাপ তারা নয় বোন।

পার্দিতা। হ্যাঁ ভাই তা বটে। তবে আমি যা বললাম সেটা মনে রেখো।

গান করতে করতে অটোলিসাসের প্রবেশ

তুষারের মত কত পাবে সাদা জমি
সাইপ্রেস সম কত কালো পাবে তুমি।
গোলাপের মত পাবে আর দস্তানা
মুখের মত মুখোস চাই বল কয়খানা
বালা চুরি হার বিছে কপালের টায়রা
সখের গয়না যত সারা গায়ে পরে কুমারীরা,
আমার কাছে সব পাবে দাও কিনে দাও
প্রেমিকার ভালবাসা যদি পেতে চাও।

ক্লাউন। মপসার প্রেমে আমি যদি না পড়ে থাকি তাহলে আমার কা থেকে এক পয়সাও পাবে না। তবে যখন আমি তার প্রেমের বাঁধনে ধরা দিয়েছি তখন তাকে কিছু ফিতে আর দস্তানার বাঁধনে বাঁধতে দোষ কি?

মপসা। আমাকে কথা দিয়েছিলে উৎসবের সময় তুমি আমায় এইসব কিনে দেবে। ঠিক সময়েই ত ওরা তা বেচতে এসেছে।

ডোরি। সে তোমাকে এর থেকে বড অনেক কিছু দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তা যদি না দেয় তাহলে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হবে ও।

মপসা। সে তোমাকে দেবার যা কথা দিয়েছিল তা সব দিয়েছে। বরং আরো অনেক কিছু বেশী দিয়েছে। এখন তা আর তুমি ফেরৎ দিতে পার না।

ক্লাউন। মেয়েদের লজ্জা বলে কোন জিনিস নেই? তারা কি কোন আচরণবিধি মেনে চলে না? তারা কি দুধ দোয়ানোর সময়ে বিছানায় শুতে যাবে? এখন অতিথিদের কাছে এসব আজে বাজে কথা আর একটাও বলবে না।

মপসা। ঠিক আছে, আমাকে এই ফিতেটা আর একজোড়া দস্তানা কিনে দাও। তুমি কথা দিয়েছিলে এগুলো কিনে দেবে বলে।

ক্লাউন। আচ্ছা, আমি তোমায় বলিনি কি ভাবে পথে রাহাজানি হয়ে আমার সব টাকা মারা যায়?

অটো। হ্যাঁ স্যার; বাইরে চারিদিকেই ভণ্ড প্রতারকের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুতরাং প্রত্যেকেরই সাবধান হওয়া উচিত।

ক্লাউন। তোমার ভয়ের কিছু নেই ভাই, এখানে তোমার কোন কিছুই হারাবে না।

অটো। আমিও তাই আশা করি স্যার। তবে আমার কাছে অনেক দামী জিনিস আছে।

ক্লাউন। তোমার সঙ্গে কি আছে? ভাল আখ্যানকাব্যের কিছু বই আছে?

মপসা। আমার অনুরোধ, কিছু কেন না। ছাপার অক্ষরে কোন আখ্যানকাব্য পড়তে ভালবাসি। পড়তে পড়তে আমার মনে হয় সে সব কথা সব সত্যি।

অটো। আমার কাছে করুণ সুরের এক গাথা আছে। তাতে আছে এক

সুদখোরের স্ত্রী কোন পুঁটলির মধ্যে কুড়িটা টাকার থলে পায় আর তারপর সে সাপের ও কোলাব্যাঙের মাথা ভাজা খেতে চায়।

মপসা। এটা কি সত্যি?

অটো। খাঁটি সত্যি। ঘটনাটা মাত্র এক মাস আগের।

ডোরি। ভগবান করুন, সুদখোরের সঙ্গে আমার বিয়ে না হয়।

অটো। এর মধ্যে মিস্ট্রেস টেনপোর্টার নামে একজন গৃহিণীর নাম লেখা আছে। পাঁচ ছজন ভদ্র ঘরের স্ত্রী এই ঘটনার সাক্ষী আছে। ব্যাপারটা যদি মিথ্যা হত তাহলে আমি কখনই তা মাথায় করে বয়ে বেড়াতাম না।

মপসা। একটা কেন না আমার জন্যে।

ক্লাউন। এস এস, এটা দাও, আরো কিছু পালাগান দেখাও। আমরা অন্য সব তোমার জিনিসও কিনব।

অটো। আর একটা পালাগান আছে। সে পালাটা একটা মাছকে নিয়ে। এপ্রিল মাসের কোন এক বুধবার সে মাছটা কোন এক সমুদ্রের উপকূলে জল থেকে উঠে এসে কঠোরহৃদয় কুমারীদের কাছে এই গানটা গেয়েছিল। লোকে বলে ঐ মাছটা নাকি এককালে এক কুমারী মেয়ে ছিল ও যাকে ভালবাসত তাকে বিয়ে করতে পায়নি বলে দুঃখে ও মাছ হয়ে যায়। এই কাহিনীটা বড় করুণ।

ডোরি। তোমার কি মনে হয় এটা সত্যি?

অটো। সত্যি মানে? পাঁচ পাঁচজন বিচারপতি এতে সাক্ষী হিসাবে সই দিয়েছে। এত সত্যি আমার কাছে আর একটা পালাগানও নেই।

ক্লাউন। ঠিক আছে ওটাও নেব।

অটো। এ পালাগানটা বেশ মজার আর খুব চমৎকার।

মপসা। হ্যাঁ আমাদের কিছু মজার পালাগান দাও।

অটো। হ্যাঁ, আর একটা পালা আছে। তার নাম, 'দুটো মেয়ে একটা ছেলের জন্য কাঁদছে।' পশ্চিমে এমন একটা কুমারী মেয়েও নেই যে এই পালাটা গায় না। এ পালাটা আনার জন্য অনেকেই আমায় অনুরোধ করেছে।

মপসা। এটা আমরাও গাইতে পারি। তুমিও আমাদের সঙ্গে গাইতে পার। তাহলে তিনজন হবে।

ডোরি। আমরা একমাস আগে এটাতে সুর দিয়েছিলাম।

অটো। নিশ্চয় আমিও যোগদান করতে পারি। এটাই ত আমার কাজ। (গান)

দূর হয়ে যাও এখান থেকে, যাচ্ছি আমি চলে
জানতে চেওনাক কোথায় যেন কোন ছলে।

ডোরি। কোথায় যাবে ?

মপসা। ওগো যাবে কোথায় ?

ডোরি। কোথায় ?

মপসা। বল তোমার গোপন কথা বল আমার কাছে
শপথ করো, আমার কাছে বলো না যেন মিছে।

ডোরি। যাবে যদি আমাকেও নাও না তোমার সনে।

মপসা। গঞ্জে গাঁয়ে যেথায় যাবে সেথায় যাব আমি।

ডোরি। যদি যাই দু জায়গাতেই, তবে ত খারাপ হবে তোমার হাল।

অটো। মোটেই না।

ডোরি। কি, কোথাও যাবে না ?

অটো। না কোথাও না।

ডোরি। আমাকে ভালবাসায় তুমি শপথ করেছ।

মপসা। তার থেকেও বড় শপথ করেছ আমার কাছে। সুতরাং বল, যাচ্ছ কোথায় তুমি ?

ক্লাউন। আমরা বাইরে গিয়ে এই গানটা গাইব। আমার বাবা ভদ্রলোকদের সঙ্গে কোন এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ব্যস্ত আছে। তাঁদের আমরা বিরক্ত করব না। চলে এস মেয়েরা, আমি তোমাদের কিনে দেব দুটো পালাগানই। এস মেয়েরা।

(ডোরিকাস্ ও মপসাসহ ক্লাউনের প্রস্থান)

অটো। ওদের জন্য তোমাকে অনেক ভুগতে হবে।

(গান করতে করতে অটোলিকাসের প্রস্থান)

জড়ির ফিতে রেশমী সুতো মজার খেলনা
কিনবে যদি ত্বরা করি চলে এস না।
কত শত মজার জিনিস করি আমি ফেরি
টাকা যদি থাকে কাছে এস ত্বরা করি।

ভৃত্যের পুনঃপ্রবেশ

ভৃত্য। মনিব, চাষীরা সব মেয়েদের সঙ্গে নাচছে। খুব মজার নাচ নাচছে, এ নাচ যে দেখবে সেই মজা পাবে।

রাখাল। এখান থেকে যাও। আমরা যাব না। আমরাও এখানে বেশ মজার ঘরোয়া গল্প জমিয়ে বলাবলি শুরু করেছি। স্যার, আমার মনে হচ্ছে আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

পলিক। এটা যদি ক্লান্তিকর হয় তাহলে আনন্দের বা সুখকর আর কিছু হতে পারে না। আচ্ছা, যে নাচের কথা বললে সেটা দেখতে পারি কি ?

ভৃত্য। তিনজন নাচতে গেছে রাজার কাছে আর তিনজন নাচছে জমিদারের সামনে।

রাখাল। এখন তোমাদের কথার কচকচি রাখ দেখি। কিন্তু এঁরা যখন চাইছেন, ওদের এখানে নিয়ে এস।

ভৃত্য। তারা এখানে আসার জন্য দরজার কাছে অপেক্ষা করছে।

(প্রস্থান)

বারোজন নাচিয়ের এক দলের প্রবেশ

পলিক। (রাখালকে) হে রাখাল, পরে তুমি আরো জানতে পারবে। (ক্যামিলোর প্রতি) অনেক বাড়াবাড়ি হয়ে গেল নাকি? চল এবার যাওয়া যাক। লোকটা খুব সরল প্রকৃতির বলে অনেক কথা বলে ফেলল। (ফ্লোরিজেলের প্রতি) কি খবর রাখাল যুবক, তোমার মন ত এই উৎসবে নেই, তোমার মন এমন এক বস্তুর উপর নিবদ্ধ যা তাকে এই উৎসব থেকে অনেক দূরে টেনে নিয়ে গেছে। বিশ্বাস করো, আমি যদি তোমার মত যুবক হতাম তাহলে আমি তাকে এভাবে নিরাশ করতামনা, তাহলে আমি ঐ ফেরিওয়ালার সব রেশমী জিনিস কিনে দিতাম তাকে। কিন্তু তুমি ফেরিওয়ালার কাছ থেকে কোন জিনিসই কেননি। এতে যদি তোমার প্রেমিকা অনুযোগ করে বসে তোমার মধ্যে দানশীলতা বা ভালবাসা বলে কোন জিনিস নেই তাহলে কোন উত্তরই খুঁজে পাবে না তুমি।

ফ্লোরি। শুনুন হে বৃদ্ধ মহাশয়। আমার প্রেমিকা কখনো এইসব তুচ্ছ জিনিসকে বড় বলে মনে করে না। সে যা চায়, সে যা দামী বলে মনে করে তা আমার অন্তরের মাঝে প্রভূত পরিমাণে নিহিত আছে। সেগুলো আমি তার নামে এর আগেই উৎসর্গ করেছি। শুধু এখনো দেওয়া হয়নি হাতে

তুলে (পার্দিতার প্রতি) এই বৃদ্ধ ভদ্রলোক অতীতে একদিন ভালবেসে-ছিলেন। সুতরাং এঁর কাছে কিছু প্রেমের কথা বল। এই আমি তোমার হাতখানি তুলে নিলাম আমার হাতের উপর। এ হাত ঝঞ্জাহত তুষার অথবা কপোতের বক্ষের মত সাদা।

পলিক। এরপর কি করবে? বাঃ এ ত হাতটা খুব পরিষ্কার করে ধুয়েছে। যাইহোক তোমাদের প্রেমের পথটা শুনি একবার।

ফ্লোরি। ঠিক আছে শুনুন, এবং আমাদের প্রেমের শপথের সাক্ষী থাকুন।

পলিক। আমি এবং আমার এই প্রতিবেশী ভদ্রলোকও সাক্ষী থাকবেন।

ফ্লোরি। ঠিক আছে শুধু আপনি বা উনি নন, শুধু দু একজন মর্ত্যের মানুষ না, সারা পৃথিবী আর আকাশ সাক্ষ। থাক, যদি জীবনে অনেক বড় হই, যদি আমি একচ্ছত্র সম্রাটরূপে অভিষিক্ত হই, অথবা আমি এমন অপরিসীম প্রজ্ঞা আর প্রতাপের অধিকারী হই যা সাধারণতঃ কোন মানুষ লাভ করতে পারে না। তথাপি আমার এই প্রেমিকার ভালবাসার থেকে কখনই বেশী মূল্যবান মনে করব না তাদের। আমি তার সেবার কাজেই নিয়োজিত করব আমার যত কিছু শক্তি আর সম্পদ।

পলিক। ভাল শপথই করেছ।

ক্যামিলো। এটা হচ্ছে প্রকৃত প্রেমের লক্ষণ।

রাখাল। কিন্তু শোন আমার মেয়ে, তুমি তাকে পছন্দ করো?

পার্দিতা। আমি ঠিকমত বুঝিয়ে বলতে পারছি না, তবে আমার যেটুকু জ্ঞানবুদ্ধি আছে তাতে মনে হয় লোকটা খাঁটি।

রাখাল। ঠিক আছে, হাতে হাত দিয়ে দাও, শপথ করো। হে আমার অপরিচিত বন্ধুগণ, আপনাদের সাক্ষ্যে আমি আমার কন্যাকে সম্প্রদান করছি।

ফ্লোরি। আমি শপথ করে বলছি আমার তরফ থেকে কোন ত্রুটি হবে না। আপনার মেয়ের কথা বলতে পারি না। তবে জানবেন আমি তাকে এমনভাবে সুখী করব যে আপনি তা দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবেন। এবার এইসব সাক্ষীর সামনে আমাদের বিয়ের কাজটা সেরে ফেলুন।

রাখাল। কই তোমার হাতটা দাও। এস মেয়ে তোমার হাতও দাও।

পলিক। থাম বাছা, তোমার পিতা আছেন?

ফ্লোরি। হ্যাঁ আমার পিতা জীবিত আছেন, কিন্তু তাতে কি হয়েছে?

পলিক। তিনি জানেন?

ফ্লোরি। তিনি জানেন না এবং জানবেনও না।

পলিক। আমার মতে পুত্রের বিবাহবাসরে পিতার উপস্থিত থাকা উচিত। আচ্ছা বলত তোমার পিতা কি কোন কাজকর্ম করতে পারেন না? তিনি কি বাত প্রভৃতি বার্ধক্যের নানারকম রোগে একেবারে জর্জরিত? তিনি কি কথা বলতে, কানে শুনতে বা মানুষ চিনতে পারেন না? তিনি কি নিজের বিষয়সম্পত্তি দেখাশোনা করতে পারেন না এবং শয্যাগত হয়ে থাকেন? ছেলেমানুষের মত আবোল তাবোল কিছু বকা ছাড়া আর কিছু করতে পারেন না?

ফ্লোরি। না স্যার, তাঁর মত বয়সের যে কোন লোকের তুলনায় তাঁর প্রচুর স্বাস্থ্য এবং শক্তি আছে।

পলিক। তা যদি হয় আমি আমার পাকা দাড়ির নামে শপথ করে বলছি তুমি তাঁকে বুঝিয়ে বল। একটা ত্রুটি হয়ে গেছে। স্ত্রী নির্বাচনের ব্যাপারে অবশ্য যুক্তিটাই বড় কথা, তথাপি পিতার পরামর্শ নেওয়াটাও একান্ত কর্তব্য। তিনি এ বিষয়ে সুখী হলে তোমার ভবিষ্যতে ভালই হবে।

ফ্লোরি। আমি জানি আপনার কথা ঠিক। কিন্তু আরো কিছু কারণ আছে যার জন্য এ বিষয়টা জানাতে পারছি না তাঁকে।

পলিক। তাঁকে জানাও না।

ফ্লোরি। তাঁকে জানানো চলবে না।

রাখাল। তাঁকে জানাও বাছা। তিনি নিশ্চয়ই তোমার নির্বাচনে দুঃখিত হবেন না।

ফ্লোরি। না ও নাও, তাঁকে জানানো চলবে না। আমাদের বিয়ের কাজটা সেরে ফেল।

পলিক। (ছদ্মবেশ খুলে ফেলে) এবার শোন ছোকরা, তোমাকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করলাম। তুমি এত নীচ যে তোমাকে পুত্র বলে আমি স্বীকারই করি না। তুমি একজন যুবরাজ এবং রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হয়ে ভেড়া চরাতে এসেছ? আর তুমি বৃদ্ধ বিশ্বাসঘাতক তোমাকে ফাঁসি দেওয়া মানে ত এক সপ্তা আগে তোমার মৃত্যু ঘটানো, কারণ এমনিতেই ত তোমার সময় হয়ে গেছে। আর তুমি যাদুকরী ছলনাময়ী তরুণী, তোমার বোঝা উচিত যে নির্বোধ যুবরাজের সঙ্গে তুমি—

রাখাল। হে আমার অন্তর দ্বিধা হও।

পলিক। আমি তোমার দেহগাত্রটাকে এমনভাবে আঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে দেব যেন তোমার রূপলাবণ্য সব নষ্ট হয়ে যায়। আর শোন ছোক্‌রা, এর জন্য তোমায় দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হবে। তোমার জঘন্য কাজের জন্য তোমাকে আমি উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত করলাম। তোমাকে আমি আমার আত্মীয় বলে আর স্বীকারই করব না। এস, আমাদের সঙ্গে রাজ দরবারে এস। আমি যা বললাম মনে রেখো। শোন বৃদ্ধ, তোমার উপর আমি যথেষ্ট ক্রুদ্ধ হলেও এবারের মত তোমায় শাস্তির গুরুভার থেকে তোমায় মুক্তি দিলাম। আর শোন ছলনাময়ী, তুমি কেবল চাষী ঘরের উপযুক্ত, আমাদের মত রাজবাড়ির পক্ষে তুমি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। এর পর থেকে যদি তুমি কোনদিন একে তোমাদের বাড়ি ঢুকতে দাও অথবা এর দেহটাকে আলিঙ্গন করো তাহলে তোমাকে আমি এমন মৃত্যুদণ্ড দান করব যা তোমার মত কম বয়সী মেয়ের পক্ষে হবে বিশেষভাবে নির্মম। (প্রস্থান)

পার্দিতা। এরই মধ্যেই উনি চলে গেলেন? আমি বিশেষ ভয় পাইনি। আমিও একবার তাঁকে সোজাসুজি বলতে যাচ্ছিলাম তাঁর যে পুত্র যুবরাজ হিসাবে রাজসভায় শোভা পান সেই পুত্রই তাঁর আসল রাজকীয় পরিচয় গোপন না করেই আমাদের এই কুটিরে এসেছেন। (ফ্লোরিজেলের প্রতি) তুমিও কি চলে যাবে? আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম এই ধরনের ঘটনা ঘটবে। এবার তুমি কি করবে নিজের কথা ভেবে দেখ। আমি যে অসীম স্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছি সে স্বপ্নকে আর প্রশ্রয় দেব না। আমি ভেড়ীগুলোর দুধ দুইব আর চোখের জল ফেলব।

ক্যামিলো। কী বুড়োকর্তা, কিছু কথা বল।

রাখাল। আমি কি বলব তা ভাবতে পারছি না। আমার মাথা যেন গুলিয়ে যাচ্ছে, যা জানতাম তাও যেন ভুলে যাচ্ছি। (ফ্লোরিজেলের প্রতি) ও স্যার তুমি তিরাশি বছরের এক বুড়োর সর্বনাশ করলে। আমার পিতার পবিত্র দেহাস্থি যে সমাধিতে রক্ষিত আছে সেই সমাধির পাশে শান্তিতে চিরনিদ্রায় শায়িত হব ভেবেছিলাম, কিন্তু সে আশা আর আমার পূরণ হবে না। কারণ আমায় ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে এবং কোন এক ঘাতক তার কলঙ্কিত হাতে আমার মৃতদেহের উপর চাদর টেনে দেবে; আমার সে মৃতদেহের উপর কোন পুরোহিত মন্ত্রপূত মাটি নিক্ষেপ করবে না।

দুঃখভারাক্রান্ত অন্তরটাকে শান্ত করে আপনার প্রতি তাঁর বিরূপ মনটাকে আবার ঘুরিয়ে আনব।

ফ্লোরি। তা কেমন করে সম্ভব ক্যামিলো? তাহলে তোমাকে অতিমানব হিসাবে বিশ্বাস করতে হয়।

ক্যামিলো। আপনি কোথায় যাবেন তার কিছু ঠিক করেছেন?

ফ্লোরি। এখনো কিছু ঠিক করিনি। কিন্তু যেহেতু ভাবনা চিন্তা না করে হঠাৎ কিছু করে বসলে তার পরিণাম খারাপ হয় সেইহেতু ঠিক করেছি আপাততঃ এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে যেখানে হোক যাব।

ক্যামিলো। তাহলে আমার কথা শুনুন। আপনি যখন আপনার যাওয়ার পরিকল্পনার পরিবর্তন করবেন না, আপনি সিসিলিয়া চলে যান সোজা। সেখানে গিয়ে আপনি আপনার প্রিয়তমাকে নিয়ে রাজা লিওনটেসের সামনে উপস্থিত হোন। আমার যতদূর মনে হয় লিওনটেস দুহাত বাড়িয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে আপনাদের অভ্যর্থনা করে নেবেন। তিনি আপনার পিতার মত আপনার স্ত্রীর হস্ত চুম্বন করে নিজের ন্যায় অন্যায়ের কথা চিন্তা করবেন আর অতীতের কৃত পাপকর্মের জন্য অনু-শোচনা করবেন।

ফ্লোরি। কিন্তু ক্যামিলো আমার যাওয়ার কি কারণ আমি সেখানে গিয়ে দেখাব?

ক্যামিলো। বলবেন আপনার পিতা বোহেমিয়ারাজ তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য পাঠিয়েছেন। আপনি তাঁর সঙ্গে কিরূপ আচরণ করবেন তা আমি আপনাকে লিখে জানাব। কখন আপনি কি কথা বলবেন তা আমি মাঝে মাঝে লিখে জানাব। তবে তাঁর সঙ্গে এমন ব্যবহার করবেন যাতে মনে হয় আপনার মধ্য দিয়ে আপনার পিতার আন্তরিক ভালবাসাই ঝরে পড়ছে তাঁর উপর।

ফ্লোরি। অবশ্য তোমার এ প্রস্তাবে আমার মত আছে। তবে এবিষয়ে একটা বাধা আছে।

ক্যামিলো। সীমাহীন অজানা সমুদ্র, অপরিচিত অনির্দিষ্ট উপকূল এবং নিশ্চিত দুঃখের মাঝে নিজেদের ঠেলে দেওয়ার থেকে আমার নির্দেশিত পথ অনেক ভাল। এ ছাড়া আপনার পক্ষে অন্য কোন পথ নেই। আপনি যদি এ পথ গ্রহণ না করেন আর আমি কোনভাবে সাহায্য করতে পারব

না আপনাকে। তাছাড়া আপনি জানেন সুখ সম্পদই ভালবাসার বন্ধনকে দৃঢ় করে আরও এবং দুঃখ কষ্ট সে ভালবাসার রং ও রূপ বদলে দেয় অনেকখানি।

পার্দিতা। তোমার কথার অর্ধেকটা সত্য। দুঃখ প্রেমিকদের গালের রংটা বদলে দেয় ঠিক, কিন্তু তাদের মনটা ছুঁতে পারে না।

ক্যামিলো। আপনি বলছেন বটে কিন্তু আপনার এই পিতার কুটিরে এই ধরনের প্রেমের জন্ম খুব কমই হয়।

ফ্লোরি। ক্যামিলো, ও ওর জন্ম বিষয়ে আমাদের মতই গর্বিত।

ক্যামিলো। কিন্তু ওঁর কিছু শিক্ষাদীক্ষার দরকার। ওঁর কথা শুনে মনে হচ্ছে উনি যেন সব কিছু জেনে গেছেন।

পার্দিতা। না, এজন্য অবশ্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিই এবং জানবে আমার জ্ঞানের কোন অহঙ্কার নেই। আমি আমার কথায় নিজেই লজ্জিত।

ফ্লোরি। ও ক্যামিলো, তুমি আমার পিতাকে রক্ষা করেছিলে, আমাকেও রক্ষা করো। তুমি আমাদের পরিবারের অনেক উপকার করেছ। কিন্তু একটা কথা বর্তমানে আমি বোহেমিয়ার রাজপুত্রের মত পোষাক পরিচ্ছদ পরে নেই। আমি এই বেশে কিভাবে সিসিলিয়ার রাজার সামনে উপস্থিত হব?

ক্যামিলো। এ বিষয়ে কোন চিন্তা করবেন না প্রভু। আপনি জানেন আমার অনেক ধনরত্ন জমা আছে। আমি সেই টাকাকড়ি দিয়ে আপনাকে এমনভাবে সাজিয়ে দেব যাতে মনে হবে আপনি যেন আমারই উপকার করছেন। আপনার কোন কিছুরই অভাব থাকবে না।—একটা কথা।

(আড়ালে কি বলাবলি করল)

অটোলিসাসের পুনঃপ্রবেশ

অটো। সততার মত নির্বুদ্ধিতা আর নেই। আর সততার ভাই বিশ্বাস একজন সরল প্রকৃতির ভদ্রলোক। আমার ভাঁড় সেই মেয়েটার গান শুনে তার এমন প্রেমে পড়ে গেছে যে সেখান থেকে আসতে পারছিল না। সেই উৎসবের সময় কত চাষীলোক জড়ো হয়েছিল আর আমি তাদের পকেটগুলো সব কেটে ফেলতে পারতাম। কিন্তু সেই বুড়ো লোকটা তার

মেয়ে আর রাজপুত্রটা এসে পড়ায় সব মাটি হয়ে গেল। তা নাহলে সেই দলের মধ্যে একটা লোকের পকেটও অক্ষত থাকত না।

(ক্যামিলো, ফ্লোরিজেল ও পার্দিতা এগিয়ে এল)

ক্যামিলো। না, আপনি সেখানে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই আমার চিঠি পাবেন আর সেই চিঠি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার মন থেকে সব সংশয় দূর হয়ে যাবে।

ফ্লোরি। আর রাজা লিওনটেসকেও কিছু চিঠি লেখা করাবে?

ক্যামিলো। সে চিঠি পেয়ে আপনার পিতা বিশেষ সন্তুষ্ট হবেন।

পার্দিতা। তুমি সুখী হও। তুমি যা যা বললে তা যেন ভালভাবেই ঘটে।

ক্যামিলো। (অটোলিকাসকে দেখে) কে এখানে? আমরা একে আমাদের কিছু কাজে লাগাব। যার কাছ থেকে যতটুকু সাহায্য পাই ততটুকুই নেওয়া উচিত।

অটো। (স্বগতঃ) যদি ওরা আমার সব কথা আড়ি পেতে শুনে থাকে তাহলে আমার ফাঁসি হবে।

ক্যামিলো। একি তুমি কাঁপছ কেন? কোন ভয় নেই। এখানে কেউ তোমার কোন ক্ষতি করবে না।

অটো। আমি একজন গরীব মানুষ স্যার।

ক্যামিলো। শান্ত হও, কেউ তোমার কোন জিনিস চুরি করবে না। তবে তুমি যে পোষাক পরে আছ সেই পোষাকটা এই ভদ্রলোকের সঙ্গে বিনিময় করতে হবে তোমাকে। জানবে এই পোষাক পরিবর্তনের এক বিশেষ প্রয়োজন আছে আমাদের আর এর জন্য তুমি কিছু পাবে।

(টাকা দিল)

অটো। আমি একজন গরীব মানুষ স্যার। (স্বগত) আমি এদের চিনি।

ক্যামিলো। নাও তাড়াতাড়ি করো।

অটো। আপনি সত্যি সত্যিই একথা বলছেন স্যার? (স্বগত) আমি এর মধ্যে এক চাতুরীর গন্ধ পাচ্ছি।

ফ্লোরি। পোষাকটা তোমার খুলে ফেল বলছি।

অটো। কিন্তু স্যার এটা আমার কেমন কেমন লাগছে।

ক্যামিলো। খোল খোল। (ফ্লোরিজেল ও অটোলিকাস পোষাক পরিবর্তন

করল) এবার শুনুন কন্যা, আপনি আড়ালে গিয়ে আপনার পোষাকটা এমনভাবে বদলে নিন যাতে আপনি জাহাজে চাপার সময় কেউ যেন চিনতে না পারে।

পার্দিতা। আমার মনে হচ্ছে আমি যেন কোথাও অভিনয় করতে যাচ্ছি।

ক্যামিলো। কোন উপায় নেই। কই হলো আপনার ?

ফ্লোরি। আমার পিতা এখন আমায় দেখলে তাঁর ছেলে বলে চিনতেই পারবেন না।

ক্যামিলো। না, তোমার মাথায় টুপী থাকবে না। (টুপীটা পার্দিতাকে দিল) তাহলে বিদায় বন্ধু।

অটো। বিদায় স্যার।

ফ্লোরি। ও পার্দিতা, একটা কথা তোমায় বলতে ভুলে গেছি। (আড়ালে কথা বলতে লাগল।

ক্যামিলো। (স্বগত) এর পর আমার কাজ হবে ওদের এই পালিয়ে যাওয়ার কথাটা রাজাকে বলা এবং কোথায় গেছে তাও বলব। তারপর তাঁকে বুঝিয়ে যেমন করে হোক মত করিয়ে তাঁকে নিয়ে একবার সিসিলিয়া যাব। আমার দেশ সিসিলিয়াকে একবার দেখার জন্য আমার চিত্ত আকুল হয়ে উঠেছে মেয়েদের মত।

ফ্লোরি। আমাদের যাত্রা শুভ হোক ক্যামিলো। এবার আমরা তাহলে সমুদ্রতীরে যাই।

ক্যামিলো। যাত্রা যত দ্রুত হয় ততই ভাল। (ফ্লোরিজেল, পার্দিতা ও ক্যামিলোর প্রস্থান)

অটো। আমি এবার ওদের মতলবটা বুঝতে পেরেছি। আমি শুনেছি নিজের কানে। পকেট মারতে হলে চাই তিনটে জিনিস—পাতলা খাড়া কান, সজাগ দৃষ্টি আর চতুর হাত। আর নাকের ঘ্রাণশক্তিটাও তীব্র হওয়া চাই। এই সময়েই পকেটমারদের মত লোকেরা উন্নতি করে। ভাগ্যে টাকাটা দিল ওরা, এই টাকাটা না পেলে পোষাক পাল্টানোর কোন মানে হত ? আমার মনে হয় রাজপুত্র তার বাবার পকেট মেরে পালাচ্ছে। আমি যদি সৎ হই তাহলে রাজাকে একথাটা জানানো উচিত আমার পক্ষে, কিন্তু আমি তা করব না। আবার আমি যদি এটা গোপন

করি তাহলে সেটাও অন্যায় হয়। তবে আমি আমার পেশাগত কাজ ঠিক করে যাব।

ভাঁড় ও রাখালের পুনঃপ্রবেশ

সরে পড়ি সরে পড়ি। এখানে এমন অনেক কিছু ঘটবে যাতে মাথা গরম হয়ে যাবে।

ভাঁড়। দেখ দেখ। তুমি কি ধরনের মানুষ! রাজার কাছে একথাটা তোমার বলা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই যে ও তোমার সন্তান নয়, তুমি ওকে কুড়িয়ে পেয়েছ।

রাখাল। না—আমার কথাটা শোন।

ভাঁড়। না—আমার কথা শোন।

রাখাল। ঠিক আছে বল তাহলে।

ভাঁড়। সে যখন তোমার রক্ত মাংসের কেউ না, তখন এতে তোমার কোন দোষ নেই। সুতরাং রাজার কাছে তুমি কোন অপরাধই করনি। সুতরাং তোমার রক্ত মাংসের দেহটা কোন শাস্তিরই যোগ্য নয়। তার সম্বন্ধে তুমি যে গোপন তথ্যগুলো পেয়েছ তা রাজাকে দেখাওগে। এর পর আইনে যা আছে তাই হবে। তোমার কোন ভাবনা নেই।

রাখাল। আমি যা জানি তার প্রতিটি কথা রাজাকে বলব আর তাঁর ছেলের কথাও বলব। তাঁর ছেলেটা কিন্তু সৎ নয়! সে নিজের কাছে বা আমার কাছে বিশ্বস্ত নয়। সে আমাকে রাজার বেহাই হবার সুযোগ দিল না।

ভাঁড়। কিন্তু বেহাই দূরের সম্পর্ক হলো না? ওটা ত রক্তের সম্পর্ক না। রাজার সঙ্গে তোমার রক্তের সম্পর্ক থাকলে তোমার রক্তের দাম বেড়ে যেত।

অটো। (স্বগতঃ) কুকুর ছাগলগুলো ত বেশ বিজ্ঞের মত কথা বলছে।

রাখাল। চল আমরা রাজার কাছে যাই। তিনি হয়ত সব কিছু শুনে চিন্তায় দাড়ি চুলকোবেন।

অটো। (স্বগতঃ) আমি জানি না রাজার কাছে এ অভিযোগ করলে যুবরাজের পালিয়ে যাওয়ার পথে কোন বাধা সৃষ্টি হবে কি না।

ক্লাউন। রাজপ্রাসাদে যাবার জন্য আরাধনা করো।

অটো। (স্বগত) যদিও আমি স্বভাবতঃ সৎ নই তথাপি আমি মাঝে মাঝে ঘটনাক্রমে সৎ হয়ে যাই। (ফেরিওয়ালা হিসাবে আমি যে অপমান

পেয়েছি তা ভুলে যাব আমি। (নকল দাড়ি টেনে খুলে ফেলে) কি খবর চাষী ভাইরা, কোথায় যাচ্ছ?

রাখাল। আমরা যাচ্ছি রাজপ্রাসাদে। তুমি যাবে সেখানে?

অটো। সেখানে কার সঙ্গে তোমার কি দরকার আছে। তোমার নাম, তোমার বাসস্থান, বংশমর্যাদা প্রভৃতি বিষয়ে পরিচয় দেবার মত কোন কিছু আছে কি? যদি থাকে ত খুঁজে বার করো।

ক্লাউন। আমরা ওসব বুঝি না, সরল সাদাসিদে মানুষ স্যার।

অটো। মিথ্যা কথা। তোমরা বড় কর্কশ প্রকৃতির আর তোমাদের মাথার চুলগুলো লম্বা। মিথ্যা কথা বলা উচিত না, কারণ মিথ্যা বলাটা ব্যবসাদারদের একচেটে ব্যাপার।

ক্লাউন। মহাশয়ের মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস থাকলে একটা বলতে পারতেন।

রাখাল। আপনি রাজার সভাসদ? দেখে ত তাই মনে হচ্ছে।

অটো। আমি চাই বা না চাই আমি হচ্ছি একজন সভাসদ। তোমরা কি আমার পোষাক আশাকের মধ্যে সভাসদের পরিচয় পাচ্ছ না? তোমাদের নাকে কি সভাসদের গন্ধ পাচ্ছ না? তোমাদের মনের মধ্যে আমি কি রাজসভার প্রতি ঘৃণার চিহ্ন পাচ্ছি না? তোমরা কি কাজের জন্য সেখানে যাচ্ছ তারও আভাস পেয়েছি আমি, সুতরাং আমি কি সভাসদ নই? আমাকে তোমাদের সব কথা খুলে বল, আমি যদি বুঝি তাহলে সেখানে যেতেই দেব না তোমাদের।

রাখাল। আমার কাজ হচ্ছে স্যার রাজার সঙ্গে দেখা করা।

অটো। তুমি কার সম্বন্ধে কি কথা বলবে রাজার কাছে?

রাখাল। আমি তা জানি না, আর আমি চাই তুমি আমার হয়ে বলে দেবে ঠিকভাবে।

ক্লাউন। রাজ দরবারে গিয়ে কথা বলার জন্য একজন উকিল চাই। আমাদের কোন উকিল নেই।

রাখাল। না স্যার।

অটো। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমরা ওদের মত সরল গ্রাম্য লোক নই। তবু আমরা ভাগ্যক্রমে ওদের মতই হতে পারতাম। সুতরাং ওদের ঘৃণা বা অবজ্ঞা করব না।

ক্লাউন। ইনি নিশ্চয়ই একজন বড় দরের সভাসদ হবেন।

রাখাল। পোষাকটা খুবই দামী। কিন্তু ভাল করে পরতে পারেননি।

ক্লাউন। তিনি এলোমেলোভাবে পোষাক পরে আছেন বলেই তাঁকে আরো মহান লোক বলে মনে হচ্ছে। আমি বলে দিচ্ছি উনি একজন সত্যিই মহান লোক।

অটো। তোমার ওই বাক্সটার মধ্যে কি আছে?

রাখাল। স্যার, এই বাক্সটার মধ্যে এমন কিছু জিনিস আছে যা একমাত্র রাজারই জানা উচিত। আর তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হওয়ার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তিনি তা জানতে পারবেন।

অটো। হায় বৃদ্ধ, তোমার সব শ্রমই পণ্ড হয়ে গেল।

রাখাল। কেন স্যার?

অটো। রাজা তাঁর প্রাসাদে নেই। মনের দুঃখ দূর করা আর হাওয়া খাওয়ার জন্য তিনি জাহাজে করে সমুদ্রে বেড়াতে গেছেন। মানুষের মনের অবস্থা জানার যদি তোমার ক্ষমতা থাকে তাহলে তুমি নিশ্চয় জেনে থাকবে রাজার চিত্ত খুবই দুঃখিত।

রাখাল। লোকে বলে এ দুঃখ তাঁর ছেলের জন্য যে ছেলে একজন চাষীর মেয়েকে বিয়ে করেছে।

অটো। চাষীটার হাতে যদি হাতকড়া না পড়ে থাকে তাহলে তাকে পালাতে বল। কারণ রাজার কোপের ফলে তাকে এমন যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে যাতে যে কোন মানুষের ঘাড় পিঠ ত দূরের কথা দৈত্য মানবের মাথাও ভেঙ্গে যাবে।

রাখাল। ধন্যবাদ স্যার।

অটো। শুধু একা সেই শাস্তি ভোগ করবে না; সেই চাষীর সঙ্গে জড়িত এমন কোন লোক যদি পঞ্চাশ মাইলের মধ্যেও থাকে তাহলেও তাকে টেনে এনে ফাঁসি কাঠে ঝোলানো হবে। ভেড়া চড়ানো যার কাজ সেই একটা বুড়ো রাখাল চাষা কিনা রাজার সঙ্গে কুটুম্বিতা করবে, মেয়ের বিয়ে দেবে রাজার ছেলের সঙ্গে! কেউ কেউ বলছে তার বুকে পাথর চাপিয়ে তাকে হত্যা করা হবে। কিন্তু তার শাস্তির তুলনায় যে কোন মৃত্যুযন্ত্রণাই অকিঞ্চিৎকর।

ক্লাউন। সেই বৃদ্ধ চাষীটার ছেলে থাকলে সে আপনাদের মতই হত স্যার।

অটো। তার ছেলে থাকলে তার সারা গায়ে মধু মাখিয়ে মৌমাছির চাকের

কাছে বেঁধে রাখা হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না মৌমাছির কামড়ে সে মৃতপ্রায় হয়ে যায়। পরে আবার সঞ্জীবনী জল ছিটিয়ে তাকে বাঁচিয়ে তোলা হবে। তারপর তাকে ভর দুপুরে গরম ইটের দেয়ালে গা দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হবে আর তার মুখটা থাকবে সূর্যের দিকে। এখন বল, তোমাকে দেখে সৎ সাদাসিদে মানুষ বলেই মনে হচ্ছে, তোমার কি দরকার আছে রাজার কাছে? তোমার কথা শোনার পর বিবেচনা করে রাজা সমুদ্রযাত্রা হতে ফিরে এলে তাঁর কাছে তোমাকে নিয়ে যাব। তুমি তাঁর কাছে সশরীরে হাজির হয়ে কানে কানে তোমার কথা জানাবে। যদি তিনি মানুষ হন তাহলে অবশ্যই তোমার আবেদন মঞ্জুর করবেন।

ক্লাউন। ওঁকে দেখে মনে হচ্ছে উনি একজন ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি। ওঁকে কিছু সোনা দানা দাও। যদিও ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা ভালুকের মত একগুঁয়ে এবং ভয়ঙ্কর, তথাপি তারা টাকাকড়ি ও সোনাদানার বশীভূত হয়ে চলে। তোমার থলের ভিতর যা আছে ওঁর হাতে তা দিয়ে দাও। তা দিয়ে প্রাণ নিয়ে নিরাপদে পালিয়ে যাও।

রাখাল। দয়া করে আমাদের কাজটা করে দেবেন স্যার। আমার কাছে উপস্থিত কিছু সোনা আছে। আপনি নিন, পরে আরো নিয়ে আসব। এই ছোকরাকে আপনার কাছে বাঁধা রেখে গেলাম। আমি না আসা পর্যন্ত এ থাকবে আপনার কাছে।

অটো। আমি যা বলেছি তা করে দেওয়ার পর তুমি আমায় বাকি টাকা দেবে?

রাখাল। হ্যাঁ স্যার।

অটো। ঠিক আছে, কি টাকা আছে দাও। তুমিও কি এরই সঙ্গে জড়িত আছ?

ক্লাউন। কিছুটা বলতে পারেন স্যার, তবে আমি পালিয়ে যাব না।

অটো। ও বুঝেছি, এ হচ্ছে রাখালের ছেলে। ওর ফাঁসি হবেই। ও এমন শাস্তি পাবে যা এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

ক্লাউন। থাম থাম, ভয় করো না। আমরা রাজার কাছে গিয়ে যে অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছি তা বলব। তাঁকে জানানো উচিত যে মেয়েটা তোমার আপন মেয়েও না আর আমার বোনও নয়। তা না হলে আমাদের সর্বনাশ হবে। স্যার, ইনি আপনাকে যা দিচ্ছেন আমিও তাই দেব কাজ হয়ে গেলে। আপনাকে বাকি টাকা না দেওয়া পর্যন্ত আমি বাঁধা থাকব।

অটো। ঠিক আছে, আমি তোমাদের কথা বিশ্বাস করছি। 'এখান থেকে ডান দিকে গিয়ে সোজা সমুদ্রের ধারে চলে যাবে। আমি বনের ভিতর দিয়ে গিয়ে তোমাদের পিছনে পিছনে যাচ্ছি।

ক্লাউন। এই ধরনের একজন ভদ্রলোক পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

রাখাল। উনি যা বলেছেন তাই করো। ঈশ্বর আমাদের উপকার করার জন্যই যেন ওঁকে পাঠিয়েছেন আমাদের কাছে।

(রাখাল ও ক্লাউনের প্রস্থান)

অটো। যদিও আমি নিজে সৎ হতে চাই তথাপি নিয়তি দেবী আমাকে তা হতে দিচ্ছেন না। তিনি আমার মুখের ভিতর যেন সোনা দানা টুপ টুপ করে ফেলে দিচ্ছেন! এখন আমার দুটো সুযোগ এসে উপস্থিত—একদিকে টাকা আর একদিকে যুবরাজের উপকার করতে পারা আর তা করলে নিশ্চয়ই তাতে আমার উন্নতি হবে। আমি এই অন্ধ ছুঁচো দুটোকে প্রথমে জাহাজে আমার মালিক যুবরাজের কাছে নিয়ে যাব। এরা রাজার কাছে যে অভিযোগ করতে চায় তাতে যদি যুবরাজের কোন ক্ষতি না হয় তাহলে এঁদের তিনি আবার কূলে ফেরৎ পাঠিয়ে দেবেন। তাতে এরা আমায় দুর্বৃত্ত বলে গাল দেয় দেবে, এ গাল শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি আমি। তাতে লজ্জার কিছু নেই। আমি এদের নিয়ে যাব। এদের কাছে মনে হয় অনেক কিছু গোপন তথ্য আছে। (প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। সিসিলিয়া। লিওনটেসের রাজপ্রাসাদ।

লিওনটেস, ক্লিওমেন্স, ডিওন, পলিনা ও অন্যান্যদের প্রবেশ

ক্লিও। স্যার, আপনি অনেক দুঃখ ভোগ করেছেন। যে পাপ আপনি করেছেন তার থেকে অনেক বেশী প্রায়শ্চিত্ত ও অনুতাপের বেদনা ভোগ করেছেন। এবার আপনি আপনার অতীত পাপকর্মের কথা সব ভুলে যান, তারপর নিজেকে নিজে ক্ষমা করুন।

লিওনটেস। যখন আমি আমার স্ত্রীর গুণের কথা ভাবি তখন আমার দোষের কথা বেশী করে প্রকট হয়ে ওঠে আমার সামনে। আমার অন্যায়ের কথা বেশী করে মনে পড়ে। সব চেয়ে দুঃখের কথা, আমার এ

রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী আমার আশা ও আনন্দের একমাত্র মূর্ত প্রতীককে আমি নিজে নাশ করেছি।

পলিনা। একথা সত্য স্যার। যদি আপনি জগতের সব সুন্দরী ও গুণবতী নারীকে একে একে বিয়ে করে তাদের রূপগুণের পরীক্ষা করে দেখেন তাহলে দেখবেন আপনি আপনার যে স্ত্রীকে হত্যা করেছেন তিনি হচ্ছেন সব দিক দিয়ে অতুলনীয়া।

লিওন। আমিও তাই মনে করি। হত্যা, আমি তাকে হত্যা করেছি। কিন্তু একথাটা মনে পড়িয়ে দিয়ে তুমি আঘাত দিয়েছ। যে আঘাত মনে মনে আমি প্রতিনিয়ত পাচ্ছি, একথা বলে দয়া করে আর আমায় সে আঘাত দিও না।

ক্লিও। না, ও কথা তুমি আর বলো না। ও ছাড়া তুমি এমন অনেক কথা বলতে পারতে যাতে উনি মনে কিছুটা সান্ত্বনা পেতে পারেন।

পলিনা। যাঁরা রাজার আবার বিয়ে দিতে চান তুমি তাঁদের একজন।

ডিওন। আপনি যদি পুনরায় দার পরিগ্রহ না করেন তাহলে আপনি আপনার রাজ্য ও রাজা নামের প্রতি অবিচার করবেন। রাণীহীন রাজ্যে অনেক বিপদ আসতে পারে। আমাদের স্বর্গগতা রাণীর গুণগান করে সান্ত্বনা লাভ করা ভাল, কিন্তু বর্তমানের সুখশান্তি ও ভবিষ্যতের মঙ্গল চিন্তা করে সুন্দরী ও সর্বগুণসম্পন্না একজন উপযুক্ত শয্যাসঙ্গিনীকে নির্বাচন করতে রাজাকে সাহায্য করা আরও ভাল।

পলিনা। রাজা যে স্ত্রীকে হারিয়েছেন তাঁর তুলনায় কোন নারীই যোগ্য হতে পারে না। তাছাড়া দেবতাদের গোপন ইচ্ছা পুরণ হবেই। এ্যাপোলো কি বলেননি যে রাজার হারানো সন্তানকে ফিরে না পাওয়া গেলে তাঁর কোন উত্তরাধিকারী থাকবে না। সে সন্তানকে যেমন একদিন পাওয়া যাবে তেমনি আমার স্বামী এ্যান্টিগোনাস যে সেই শিশুর সঙ্গেই প্রাণ হারিয়েছে সেও তার কবর থেকে একদিন উঠে আসবে। মানুষের যুক্তিবোধের কাছে একথা অসম্ভব মনে হলেও দেবতার ইচ্ছানুসারে একথা একদিন সত্য হবেই। তোমরা এখন রাজাকে দেবতাদের বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করার পরামর্শ দিচ্ছ। (লিওনটেসের প্রতি) কোন সন্তান সন্ততির জন্য দুঃখ করবেন না। রাজমুকুট তার আপন উত্তরাধিকারী ঠিকই খুঁজে নেবে। মহান আলেকজাণ্ডার তাঁর মৃত্যুর পর যথাযোগ্য উত্তরাধিকারীই রেখে গিয়েছিলেন।

লিওন। ও মহীয়সী পলিনা, তুমি হার্মিওনের কথা সবচেয়ে বেশী জান। আমি যদি সব সময় তোমার পরামর্শ মেনে চলতে পারতাম। তোমার কথা শুনতে শুনতে রাণীর চোখ দুটো ভেসে ওঠে আমার সামনে, তার মধুর ওষ্ঠাধরনিঃসৃত কথা যেন কানে স্পষ্ট শুনতে পাই।

পলিনা। আর সে কথার গুরুত্ব বা মূল্যও অনেক বেশী।

লিওন। তুমি ঠিকই বলেছ। আর কোন নারীকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করব না আমি। যদি কাউকে আবার আমি স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করি তাহলে আমার রাণীর স্বর্গগত আত্মা ক্ষুব্ধ হয়ে আমার সামনে আবির্ভূত হয়ে আমাকে প্রশ্ন করতে পারে।

পলিনা। সে ক্ষমতা তাঁর থাকলে তা তিনি ন্যায়তঃ করতে পারেন।

লিওন। সে ক্ষমতা তার আছে আর তখন আমার নববিবাহিতা স্ত্রীকে হত্যা করার জন্য আমাকে উত্তেজিত করতে পারে।

পলিনা। আমি মনে করি এটা তাঁর করা উচিত। আমিই যদি সে প্রেতাত্মা হতাম তাহলে আপনাকে প্রশ্ন করতাম, 'কেন তুমি তাকে বিয়ে করেছ, তার চোখের মধ্যে কী এমন সম্পদ খুঁজে পেয়েছ? আমার কথাটা একবার ভেবে দেখ দেখি।'

লিওন। হে নক্ষত্রকূল, তোমরা সাক্ষী থাক আমি আর কোন স্ত্রী চাই না। আমি আর কাউকে বিয়ে করব না।

পলিনা। আপনি কি শপথ করবেন যে আমার অনুমতি ছাড়া আপনি আর বিয়ে করবেন না?

লিওন। আর আমি কখনই বিয়ে করব না পলিনা। আমার আত্মা শান্তি লাভ করবে তাতে।

পলিনা। তাহলে হে অমাত্যবর্গ, রাজার এই শপথবাক্যের সাক্ষী থাক তোমরা।

ক্লিও। তুমিই তাঁকে প্ররোচিত করছ।

পলিনা। হার্মিওনের চিত্রার্পিত চেহারার অনুরূপ নারী না পাওয়া পর্যন্ত উনি বিয়ে করতে পারবেন না।

ক্লিও। কিন্তু ম্যাডাম—

পলিনা। আমার কাজ হয়ে গেছে। তবু বলছি রাজা যদি একান্তই বিয়ে করেন তাহলে পাত্রী নির্বাচনের ভারটা যেন আমার হাতে দেন। যাকে

আমি আপনার স্ত্রী হিসাবে নির্বাচন করব তিনি হয়ত আপনার ভূতপূর্ব রাণীর মত যুবতী হবে না, তথাপি তিনি হবেন তাঁরই প্রতিচ্ছবি এবং তাঁরই প্রেতাত্মার মত ঘুরে বেড়াবে আপনার চারিদিকে। আর আমি তাঁকে আপনার বাহুলগ্না হতে দেখে বিশেষ আনন্দ পাব।

লিওন। হে আমার হিতাকাঙ্ক্ষী পলিনা, আমি তোমার অনুমতি ছাড়া বিয়ে করব না।

পলিনা। একমাত্র যখন আপনার প্রথমা রাণী পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবেন তখনি বিয়ে করতে পারবেন, তার আগে নয়।

জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ

ভদ্রলোক। রাজা পলিকজেন্স-এর পুত্র যুবরাজ ফ্লোরিজেল আর তাঁর স্ত্রী—এমন সুন্দরী রাজকন্যা আমি খুব কমই দেখেছি—আপনার কাছে আসতে চাইছে।

লিওন। কি ব্যাপার? যুবরাজ ত তার পিতার মত রাজকীয় মহিমায় আগে হতে সংবাদ দিয়ে আসেনি! ও এসেছে নিশ্চয় বাধ্য হয়ে কোন অবস্থার চাপে পড়ে। কে কে আছে তার সঙ্গে?

ভদ্রলোক। সামান্য দূত একজন।

লিওন। তার স্ত্রী সঙ্গে আছে বলছ?

ভদ্র। হ্যাঁ হুজুর। সৌন্দর্যের এমন অতুলনীয় রত্নের উপর সূর্যকিরণ এর আগে কখনো পতিত হয়নি।

পলিনা। ও হার্মিওন, সব বর্তমানই এক অসঙ্গত ঔদ্ধত্যে অতীতের সব ভাবকে অস্বীকার করে আপন মূল্যবোধে গর্ব অনুভব করতে চায়। সুতরাং তুমি তোমার সমাধিগর্ভ থেকে উঠে এসে এই তথাকথিত আলোচ্য সুন্দরী তরুণীর পাশে এসে দাঁড়াও। স্যার, আপনি একটু আগে যার রূপলাবণ্যের গুণগান করলেন আমাদের রাণীর সঙ্গে তার কোন তুলনাই হয় না। আপনি একদিন যে মুখে আমাদের রাণীর রূপের গুণগান করতেন সেই মুখে অন্য এক সুন্দরীর শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করা উচিত হয়নি।

ভদ্রলোক। ক্ষমা করবেন আমায়। আমি আমাদের রাণীমার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। সত্যি এখন যার কথা বললাম তাকে আপনি দেখলেও আমার মত এমনি করেই প্রশংসা করবেন। নারী জাতির মধ্যে সত্যিই সে অতুলনীয়া।

পলিনা। সব নারীর থেকে ?

ভদ্র। হ্যাঁ, সবচেয়ে বিরল এক সৌন্দর্যপ্রতিমা।

লিওন। যাও, ক্লিওমেন্স জনকতক লোক সঙ্গে নিয়ে তাদের এখানে নিয়ে এস। (ক্লিওমেন্স ও অনুচরবর্গের প্রস্থান) এটা কিন্তু সত্যিই আশ্চর্যের কথা যে বোহেমিয়ার যুবরাজ এমন করে না জানিয়ে হঠাৎ এসে হাজির হবে।

পলিনা। আমাদের যুবরাজও আজ যদি বেঁচে থাকত তাহলে সেও এই যুবরাজের মতই হয়ে উঠত। ওদের দুজনের বয়সের পার্থক্য পুরো একমাসও না।

লিওন। দয়া করে আর ওকথা বলো না। থাম। তুমি জান তার কথা উঠলেই তার মৃত্যুশোক নতুন করে অনুভব করি আমি। আমি যখন এই যুবরাজকে দেখব তখন তার কথা মনে পড়বেই আর আমার যুক্তিবোধের সব বাঁধ ভেঙ্গে যাবে, শোকে আকুল হয়ে উঠব আমি।

ফ্লোরিজেল, পার্দিতা ও অনুচরবর্গসহ ক্লিওমেন্সের পুনঃপ্রবেশ

ওরা এসে গেছে। তোমার মাতা তোমাকে প্রসব করার পরেই তোমার পিতাকে ছেড়ে স্বর্গে যান। তোমার পিতার চেহারার সঙ্গে তোমার চেহারাটার এত মিল যে মনে হচ্ছে তুমি যেন তাঁর ভাই। আমি তোমার পিতাকে ভাই বলেই জানতাম। তোমাকে সাদর স্বাগত জানাই। তার সঙ্গে দেবী প্রতিমাসম তোমার স্ত্রীকেও সাদর অভ্যর্থনা জানাই। আমি তোমাদের মত বয়সের আমার পুত্র ও কন্যাকে হারাই। আজ আমার মনে হচ্ছে তারা যেন তোমাদের রূপ ধরে স্বর্গ হতে মর্ত্যে এসে উপস্থিত হয়েছে আমার সামনে। তারপর আমি তোমার পিতার বন্ধুত্ব ও সাহচর্যও হারাই। এখন তাঁকে একবার দেখার জন্য মন আমার ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

ফ্লোরি। আমি তাঁর আদেশে এই সিসিলিয়াতে এসেছি। ভাই ভাইকে যে শুভেচ্ছা পাঠায় তিনিও আমার মাধ্যমে তাঁর সেই শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন। তিনি এখন অসুস্থ এবং দুর্বল বলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আসতে পারলেন না। তা না হলে তিনি শত কষ্ট সহ্য করেও সমস্ত দূরত্বের ব্যবধান অতিক্রম করে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। তবে তিনি আমাকে বলে পাঠিয়েছেন তিনি তাঁর সমস্ত রাজঐশ্বর্য্য ও তাঁর জীবনের প্রিয়বস্তুর থেকে আপনাকে বেশী ভালবাসেন।

লিওন। হে আমার ভাই—তোমার প্রতি যে অন্যায় আমি করেছি তা নতুন করে জেগে উঠছে আমার মনে। তুমি আমাকে আজ যে ভালবাসার দান পাঠিয়েছ তা তোমার প্রতি আমার কর্তব্যের অবহেলাটাকেই তুলে ধরছে আমার কাছে। শীতার্ত পৃথিবীর উপর নববসন্তের মত আজ স্বাগত তোমরা। আচ্ছা তোমার সঙ্গে যে সৌন্দর্যের খনিটিকে দেখছি তাকে এই বিপদসঙ্কুল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে কেন এখানে এত কষ্ট দিয়ে নিয়ে এসেছ? উনি আমার জন্য যে পথকষ্ট স্বীকার করেছেন আমি তার মোটেই যোগ্য নই।

ফ্লোরি। উনি লিবিয়া থেকে আসছেন স্যার।

লিওন। যেখানে বীর স্মেলাসকে সবাই ভয় করে এবং ভালবাসে?

ফ্লোরি। হ্যাঁ সেখান থেকেই ওর পিতা অশ্রুপূর্ণ চোখে ওকে বিদায় দিয়েছেন। অনুকূল দক্ষিণা বাতাসের সাহায্যে আমার পিতা কর্তৃক নির্দেশিত আপনার নিকট আমার শুভেচ্ছাসফর সার্থক হয়েছে। আমার সঙ্গে যে বিরাট দলবল ও সৈন্য সামন্ত ছিল সিসিলিয়ার উপকূল থেকে তাদের বিদায় দিয়েছি। তারা বোহেমিয়া গিয়ে শুধু আমার লিবিয়া অভিযানের সাফল্যের কথাই জানাবে না, আমি আর আমার স্ত্রী যে এখানে নিরাপদে এসে পৌঁছেছি সেকথাও জানাবে আমার পিতাকে।

লিওন। ঈশ্বর যেন এখানকার জলবাতাস সম্পূর্ণরূপে জীবাণুমুক্ত করেন তোমার আগমন উপলক্ষে। তোমার পিতা একজন সদাশয় এবং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি, কিন্তু আমি তাঁর উপর অন্যায় করেছি। আর সেই অন্যায় কর্মের জন্য ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে সন্তানহীন করেছেন। আর তোমার পিতা তাঁর সততার জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদে তোমার মত পুত্র লাভ করেছেন। আমার পুত্রকন্যা বেঁচে থাকলে আজ তোমাদের মতই হত আর সেটা কি সুখেরই না হত।

জনৈক পারিষদের প্রবেশ

পারি। হে আমার মহান প্রভু, আমি এমনই এক সংবাদ আপনাকে দান করব যার প্রমাণ হাতে হাতেই পাবেন এবং সে প্রমাণ অতি নিকটেই আছে। বোহেমিয়ারাজ আমার মাধ্যমে আপনাকে অভিবাদন জানিয়েছেন। তিনি আপনাকে অনুরোধ করেছেন আপনি তাঁর পুত্রকে এখানে আটক করে রাখবেন, কারণ তিনি তাঁর কর্তব্য ও মর্যাদাবোধ বিসর্জন দিয়ে তাঁর

পিতার আশা ও আনন্দে জলাঞ্জলি দিয়ে সামান্য এক রাখাল বালিকাকে নিয়ে এখানে পালিয়ে এসেছেন।

লিওন। কোথায় বোহেমিয়ারাজ? বল।

পারি। এই শহরেই তিনি আছেন। আমি এইমাত্র তাঁর কাছ থেকেই আসছি। তিনি এই রাজপুত্রের খোঁজে আপনার এই রাজ দরবারেই আসছিলেন। পথে জানতে পারেন এই কন্যাটির পিতা ও ভ্রাতা বলে পরিচিত দুই ব্যক্তিও দেশ ছেড়ে এই যুবরাজের সঙ্গে পালিয়ে এসেছে এবং তাদের দেখাও পেয়ে যান।

ফ্লোরি। ক্যামিলো বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আমার সঙ্গে। তার সততা ও সম্মানে আমার বিশ্বাস ছিল, কারণ তা বহু পরীক্ষিত।

পারি। তাঁকে অবশ্যই আপনি দোষ দিতে পারেন, তিনি আপনার পিতার সঙ্গে রয়েছেন।

লিওন। কে ক্যামিলো?

পারি। হ্যাঁ স্যার ক্যামিলো। আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি এখন সেই হতভাগ্য চাষী লোক দুটোর সঙ্গে রয়েছেন। আমি জীবনে কখনো কোন লোককে এমনভাবে কাঁপতে দেখিনি। তারা নতজানু হচ্ছে, কখনো মৃত্তিকা চুম্বন করছে। কত শপথবাক্য উচ্চারণ করছে। বোহেমিয়া তাদের কোন কথা শুনছেন না এবং তাদের জলে ডুবিয়ে মারার ভয় দেখাচ্ছেন।

পার্দিতা। ও আমার হতভাগ্য পিতা! ঈশ্বর চর লাগিয়েছেন আমাদের পিছনে এবং তিনি আমাদের এ বিয়ে চান না।

লিওন। তোমাদের বিয়ে কি হয়ে গেছে?

ফ্লোরি। না আমাদের বিয়ে এখনো হয়নি আর আমরা তা চাইও না। সর্বোচ্চ উপত্যকাই সর্বাগ্রে পরিচুম্বিত হয় নক্ষত্রালোকের দ্বারা। উচ্চ নীচের ব্যবধান সর্বত্রই সমান।

লিওন। আচ্ছা, এই মেয়েটি কি কোন রাজার কন্যা?

ফ্লোরি। একবার আমার বিবাহিত স্ত্রী হলেই সে পাবে রাজকীয় মর্যাদা।

লিওন। কিন্তু সে বিবাহের দিন আসবে বলে মনে হয় না, কারণ তোমার পিতা এখানেই দ্রুত আসছেন। আমি দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি তুমি কর্তব্যচ্যুত হয়েছ; তোমার পিতার ইচ্ছার কোন মূল্য দাওনি। তাছাড়া

তোমার স্ত্রী নির্বাচনও ঠিক হয়নি কারণ তুমি তার রূপ দেখেই ভুলে গেছ, তার গুণগত যোগ্যতা বিচার করনি।

ফ্লোরি। মুখ তুলে চাও প্রিয়তমা। যদিও নিষ্ঠুর নিয়তি আমাদের সঙ্গে প্রকাশ্য শত্রুতায় মেতে উঠে আমার পিতার সঙ্গে আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করছে তথাপি সে প্রেমের উপর কোনরূপ আঘাত হানতে পারবে না। আমার প্রার্থনা স্যার, আমার প্রতি স্নেহবশতঃ দয়া করে আমার হয়ে আমার পিতাকে বুঝিয়ে বলুন। আপনার অনুরোধে আমার পিতা সবচেয়ে মূল্যবান বস্তুকেও তুচ্ছ ভেবে দান করবেন।

লিওন। তাই নাকি? তাহলে আমি তোমার পক্ষ থেকে তোমার স্ত্রীকে ভিক্ষা চাইব তাঁর কাছ থেকে আর তিনি তা তুচ্ছ ভেবে অবশ্যই তা দান করবেন।

পলিনা। মহারাজ, আপনার চোখ কি যৌবনের মদির কটাক্ষ আবার ফিরে পেয়েছে? এখন আপনি যার রূপ দেখে বিমোহিত হয়ে পড়েছেন, আপনার রাণী তাঁর মৃত্যুর আগে এর থেকে অনেক বেশী সুন্দরী ছিলেন।

লিওন। আমি এ মেয়ের চোখের মধ্যে তার ছবি অনেকটা খুঁজে পাচ্ছি। (ফ্লোরিজেলকে) তুমি যা বলছিলে, আমি তোমার পিতার সঙ্গে দেখা করব। আমি তোমার পিতার ও তোমার উভয়েরই হিতাকাঙ্ক্ষী। আমার মতে তোমার এই স্ত্রী নির্বাচনের ব্যাপারে তোমার কোন সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়নি। আমি তোমার কথা তোমার পিতাকে বলতে যাচ্ছি, আমার সঙ্গে এস।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। সিসিলিয়া। লিওনটেসের প্রাসাদের সম্মুখস্থ স্থান।

অটোলিসাস ও জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ

অটো। আচ্ছা বলুন ত, আপনি কি তখন উপস্থিত ছিলেন যখন ওদের এইসব কথাবার্তা হয়?

১ম ভদ্রলোক। আমি উপস্থিত থেকে নিজের কানে বৃদ্ধ ভদ্রলোককে বলতে শুনেছি কিভাবে সে এটা পেয়েছে। বাক্সটা খোলার সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। তারপর ঘর থেকে আমাদের সবাইকে বার করে দেওয়া হয়। শুধু একটা কথা আমার কানে যায়, বৃদ্ধ রাখাল বলছিল সে মেয়েটাকে কুড়িয়ে পায়।

অটো। আমি ব্যাপারটা জানতে চাই ভালভাবে।

১ম ভদ্র। আমি সব ব্যাপারটা ঠিক হুবহু বলতে পারছি না। তবে তখন রাজা আর ক্যামিলোর মুখে যে ভাবান্তর দেখি তাতে মনে হলো তাঁরা বিস্মিত হয়েছেন। তাঁরা নীরবে তখন দুজনে দুজনের মুখপানে তাকাতে লাগলেন। কেমন যেন ভাষাময় হয়ে উঠল তাঁদের নীরব চোখ দুটো। তাঁদের মুখ দেখে মনে হলো যেন তাঁরা পৃথিবীর ধ্বংস অথবা এই ধরনের একটা ভয়ঙ্কর আশ্চর্যের কথা শুনেছেন। এক বিরাট বিস্ময়ের আবেগ ঢেউ খেলে বেড়াচ্ছিল তাঁদের চোখেমুখে; কিন্তু সে বিস্ময়ের আবেগের মধ্যে আনন্দ না বেদনা কি ছিল তা ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না।

অন্য একজন ভদ্রলোকের প্রবেশ

আর একজন ভদ্রলোক আসছেন, উনি আরো কিছু জানেন। কি খবর রোজারো?

২য় ভদ্র। বিরাট ব্যাপার। এ্যাপোলোর দৈববাণী সফল হয়েছে। রাজা তাঁর মেয়েকে খুঁজে পেয়েছেন। যে আশ্চর্যজনক ব্যাপার এই মুহূর্তে ঘটে গেল কবিদের কল্পনাও হার মানে তার কাছে।

অন্য একজন ভদ্রলোকের প্রবেশ

ওই দেখ লেডী পলিনার ম্যানেজার আসছে। সে আরো অনেক কিছু বলতে পারবে। খবরটা এমনই যে সত্য হলেও তার মধ্যে রয়েছে সন্দেহের প্রচুর অবকাশ। রাজা কি তাঁর উত্তরাধিকারী খুঁজে পেয়েছেন?

৩য় ভদ্র। বাস্তব ঘটনার মধ্যে যদি কোন সত্য থাকে তাহলে এ সংবাদ যথাযথভাবে সত্য। সংগৃহীত প্রমাণগুলির মধ্যে কী আশ্চর্য মিল! রাণী হার্মিওনের পোষাক, তাঁর গয়না, এ্যান্টিগোনাসের চিঠি, সব পাওয়া গেছে। তার উপর মেয়েটি দেখতে হয়েছে ঠিক তার মা অর্থাৎ রাণীর মত এবং তার চেহারা ও হাবভাব দেখেই তাকে রাজকন্যা বলে বোঝা যায়। দুই রাজার মিলন দৃশ্য দেখেছ?

২য় ভদ্র। না।

৩য় ভদ্র। তাহলে এমন দৃশ্য হতে বঞ্চিত হয়েছ যা কোনদিন দেখা ত দূরের কথা যার কথা শুনতেও পাবে না। একটার পর একটা আনন্দে তাঁরা এমনই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে চোখের জল এসে গিয়েছিল তাঁদের। তাঁরা আনন্দাশ্রুতে ভাসছিলেন। দুজনে দুজনের হাত ধরেছিলেন, তাঁদের মুখের ভাব এমনই হয়ে উঠেছিল যে তাঁদের চেনাই যাচ্ছিল না। আমাদের

রাজা তাঁর কন্যাকে পেয়ে চিৎকার করছিলেন, হায় তোমার মা, তোমার মা। তারপর তিনি বোহেমিয়ার রাজার কাছে ক্ষমা চাইলেন, রাজাও তাঁর জামাতাকে আলিঙ্গন করলেন। তিনি বৃদ্ধ রাখালকে ধন্যবাদ দিলেন, সে পাশেই দাঁড়িয়েছিল। এ ধরনের মিলন দৃশ্য আমি কখনো দেখিনি, কারো কোন লেখাতেও পড়িনি।

২য় ভদ্র। আচ্ছা এ্যান্টিগোনাসের কি হলো বলতে পার ?

৩য় ভদ্র। শোনা যাচ্ছে তাকে একটা ভালুকে ছিঁড়ে খায়। একথাটা বলল সেই বৃদ্ধ রাখালের ছেলেটা। তাকে দেখে বেশ সরল প্রকৃতির লোক বলেই মনে হলো। তাছাড়া তার কথা বিশ্বাসযোগ্য। কারণ এ্যান্টিগোনাসের রুমাল আর আংটি পাওয়া গেছে।

১ম ভদ্র। আচ্ছা, সেই জাহাজটা আর লোকজনের খবর কি বলতে পার ?

৩য় ভদ্র। তাদের মালিকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জাহাজটাও ধ্বংস হয়ে যায় ঝড়ে আর এই রাখালরা তা দেখেছে। রাজকন্যাকে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ ও বেদনার মিশ্র অনুভূতির দোলায় দুলতে থাকে পলিনা। তার মৃত স্বামীর জন্য স্বভাবতই দুঃখে ভেঙ্গে পড়ে সে, কিন্তু দৈববাণী সফল হওয়ায় আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে তাঁর অন্তরটা। রাজকন্যা ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে একদিন তাকে কোলে তুলে নিয়েছিল, আজ তাই তাকে ফিরে পেয়ে সবচেয়ে আনন্দিত হয়ে উঠেছে সে। সে তাকে এমনভাবে বুকে চেপে ধরেছে যেন মনে হচ্ছে সে তাকে গেঁথে রাখবে তার বুকে আর কোনদিন ছাড়বে না।

১ম ভদ্র। এ দৃশ্য যে সে দৃশ্য নয়, এ দৃশ্য রাজা রাজরাদের দেখার মত।

৩য় ভদ্র। দৃশ্যটা সবচেয়ে করুণ হয়ে ওঠে রাণীর মৃত্যুর কথা বর্ণনার সময় যা দেখে আমার চোখেও জল আসে। রাজা এমনভাবে বিলাপ করতে থাকেন যে তা দেখে তাঁর কন্যাও দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়ে। সেও তখন হায় হায় করতে থাকে। এইসব দেখে আমার হৃদয়ে তখন রক্ত ঝরছিল। এমন কোন কঠিন হৃদয় নেই যার হৃদয় বিগলিত হবে না এ দৃশ্য দেখে। কেউ কেউ মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল, কেউ দুঃখে খেদোক্তি করছিল। পৃথিবীর যে কেউ এ দৃশ্য দেখবে সেই দুঃখিত হবে।

১ম ভদ্র। তাঁরা কি সবাই রাজদরবারে ফিরে এসেছেন ?

৩য় ভদ্র। না। রাজকন্যা যখন শুনল পলিনার কাছে বিখ্যাত ইতালীয়

ভাস্কর জুলিও রোমানোর তৈরি এক প্রাণবন্ত প্রতিমূর্তি আছে যে মূর্তি দেখলে তাঁর সঙ্গে লোকে কথা বলতে যায়—তখন সেও আর সবাই সেইখানে তা দেখতে গেল। সেইখানেই তারা নৈশভোজন করবে।

৩য় ভদ্র। আমার মনে হয় সেখানে পলিনা কিছু একটা বড় রকমের করবে, কারণ হার্মিওনের মৃত্যুর পর থেকে প্রতিদিন দু তিনবার করে সে রাণীর পরিত্যক্ত ঘরটায় যেত। চল না, আমরাও সেখানে গিয়ে সেই আনন্দের অংশ গ্রহণ করি।

১ম ভদ্র। সেখানে ঢুকতে পেলে কে যাবে না সেখানে। না গেলে অনেক কিছু জানা থেকে বঞ্চিত হব। চল যাই সকলে মিলে।

(ভদ্রলোকদের প্রস্থান)

অটো। আমি যদি আমার স্বভাবসুলভ হঠকারিতার বশে তাড়াহুড়ো না করতাম তাহলে আমার ভাগ্যে অনেক উন্নতি হত। আমি সেই বুড়ো চাষী আর তার ছেলেকে জাহাজে যুবরাজের কাছে নিয়ে যাই এবং সেই বাক্সের কথাটা বলি। তবে উনি তখন সেই রাখাল বালিকার প্রেমে হাবুডুবু খাওয়ার জন্য এবং ওঁর স্ত্রীর শরীরটা অসুস্থ থাকার জন্য রহস্যটা উদ্‌ঘাটন করার কোন চেষ্টা করেননি।

রাখাল ও তার পুত্র ক্লাউনের প্রবেশ

এই যাদের আমি আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও উপকার করেছি তারা আসছে এবং তাদের ভাগ্যের উন্নতি শুরু হয়ে গেছে।

রাখাল। এস বাছা, আমার ত আর ছেলেপুলে হবে না। তবে এবার হতে তোমার যে সব ছেলেমেয়ে হবে তারা ভদ্রসন্তান হিসাবে পরিচিত হবে।

ক্লাউন। যাক তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হয়েছে। একদিন আমি ভদ্রসন্তান নই বলে তুমি আমার সঙ্গে লড়াই করতে চাওনি। এবার আমার কাপড় জামা দেখছ? এবার ভদ্রলোক বলে মনে হচ্ছে ত? এখন যদি তুমি আমাকে ভদ্রলোক বলে স্বীকার না করো তাহলে মিথ্যা কথা বলবে।

অটো। আমি সব জানি। এবার তোমরা সত্যিই ভদ্রলোক হয়ে উঠেছ।

ক্লাউন। চার ঘণ্টা হলো আমরা ভদ্রলোক হয়েছি।

রাখাল। আর আমিও তাই হয়েছি বাছা।

ক্লাউন। যুবরাজ আমার হাত ধরে আমাকে ভাই বলে ডাকে আর দুজন

রাজাই আমায় ভাই বলে ডাকে। তারপর যুবরাজ আর আমার বোন তার স্ত্রী আমার বাবাকে 'বাবা' বলে ডাকে। আমরা তখন কেঁদে ফেলি। জীবনে এই প্রথম ভদ্রলোকের মত চোখের জল ফেলি আমরা।

রাখাল। এই ধরনের চোখের জল জীবনে যেন আরো অনেক ফেলি বাছা।

ক্লাউন। এ ঘটনা না ঘটলে জীবনে অনেক কষ্টভোগ করতে হত আমাদের।

অটো। আমার একটা কথা আছে। ক্ষমা করবে। যদি কোন দোষ করে থাকি তাহলে ক্ষমা করবে। আমিই তোমাদের প্রথমে যুবরাজের কাছে নিয়ে যাই।

রাখাল। হ্যাঁ মনে আছে বাছা. কারণ জানবে আমরা ভদ্রলোক।

ক্লাউন। এবার থেকে তোমার জীবনের পরিবর্তন করবে ত?

অটো। হ্যাঁ, তোমাদের মতই জীবনের পরিবর্তন করব আমি।

ক্লাউন। দাও তোমার হাত দাও। আমি যুবরাজের কাছে গিয়ে শপথ করে বলব সারা বোহেমিযার মধ্যে তুমি একজন সৎ লোক।

রাখাল। একথা তুমি বলতে পার, কিন্তু শপথ করো না।

ক্লাউন। শপথ করব না কেন এখন আমি ভদ্রলোক।

রাখাল। কিন্তু যদি পরে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়?

ক্লাউন। তাতে কি হয়েছে। মিথ্যা হলেও বন্ধুর কাছে বন্ধুর হয়ে শপথ করতে আছে। আমি যুবরাজের কাছে শপথ করে বলব তুমি একজন তোমাদের জাতের মধ্যে খুব সরল প্রকৃতির লোক আর তুমি মদ খাও না। কিন্তু আমি জানি তুমি সরল প্রকৃতির নও এবং তুমি মদ খাও। তবু আমি শপথ করব আর চাইব তুমি সরল প্রকৃতির হয়ে ওঠ।

অটো। আমি তা হবার চেষ্টা করব।

ক্লাউন। যে কোনভাবে তা হবার চেষ্টা করো। ওই শুনছ, রাজারা সকলে মিলে রাণীর ছবি দেখতে যাচ্ছে। আমাদের সঙ্গে এস, তোমাকেও নিয়ে যাব। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। সিসিলিয়া। পলিনার গৃহপ্রাঙ্গণস্থ গীর্জা।

লিওনটেস, পলিকজেনস্, ফ্লোরিজেল, পার্দিতা, ক্যামিলো, পলিনা, সভাসদগণ ও অনুচরবর্গ।

লিওন। হে আত্মস্থ মহীয়সী পলিনা, একমাত্র তোমার কাছেই আমি প্রচুর সান্ত্বনা পাই।

পলিনা। আমি আপনার কোন ভাল করতে না পারলেও চেষ্টা করেছি। আর আপনি আমার যাবতীয় সেবাকর্মের জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিকও দান করেছেন। কিন্তু আজ আপনি যে আপনার আত্মীয় পরিজন সমভিব্যাহারে আমার এই ক্ষুদ্র কুটিরে পদার্পণ করেছেন সেটা আমার প্রতি আপনার অহেতুক ও উদ্বৃত্ত দয়ার দান ছাড়া আর কিছুই না।

লিওন ও পলিনা, আমরা তোমাকে কষ্ট দিতে এসেছি। আমরা এসেছি আমাদের রাণীর প্রতিমূর্তি দেখতে। তোমার গ্যালারীতে অনেক মূর্তি দেখলাম। মূর্তিগুলি দেখতে ভালও লাগল। কিন্তু আমরা তার মূর্তি দেখতে পেলাম না যার মূর্তি দেখার জন্য আমার কন্যা এখানে এসেছে। অর্থাৎ সে দেখতে এসেছে তার মার মূর্তি।

পলিনা। জীবন্ত অবস্থায় তিনি যেমন ছিলেন রূপে অতুলনীয়া, আজ তার প্রাণহীণ মূর্তিও তেমনি অতুলনীয়। আমারও বিশ্বাস এমন মূর্তি আপনারা কখনো কোথাও দেখেননি আর কোন শিল্পীও এমন মূর্তি গড়তে পারেনি। তাই সেই অনিন্দ্যসুন্দর অ৷লনীয় মূর্তিটিকে নির্জনে রেখে দিয়েছি সযত্নে। নিদ্রা যেমন মাঝে মাঝে মৃত্যুকে পরিহাস করে তেমনি জীবন যেন জীবনকে পরিহাস করছে এই মূর্তির মধ্যে। দেখুন এবং এর গুণগান করুন; (পলিনা পর্দা টানতেই হার্মিওনকে প্রতিমূর্তির মত স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল) আপনাদের এই বিস্ময়বিমোহিত চিত্তের আশ্চর্য নীরবতা আমার ভাল লাগছে। প্রথমে আপনিই বলুন মহারাজ, মূর্তিটা ঠিক রাণীর মত দেখতে হয়েছে ত?

লিওন। একেবারে তার যথাযথ চিত্ররূপ। আমায় ভৎ'সনা করো হে প্রস্তর মূর্তি, যাতে আমি বুঝতে পারি তুমিই সেই হার্মিওন। অথবা ভৎ'সনা যদি না করো তাহলে নম্রকণ্ঠে এমন কিছু বলো যাতে তোমার স্বভাবসুলভ মাধুর্যের পরিচয় পেতে পারি। সে ছিল শিশুসুলভ সততা, সরলতার মূর্ত প্রতীক। কিন্তু পলিনা, হার্মিওনের মুখে ত এত কুঞ্চন ছিল না। ওর বয়স ত এত বেশী ছিল না।

পলিক। না, এত বেশী ছিল না।

পলিনা। এতে শিল্পী তার কৃতিত্বেরই পরিচয় দিয়েছে। কারণ সে দেখিয়েছে ষোল বছর পর হার্মিওনের চেহারা এইরকম হতে পারে।

লিওন। এ মূর্তি আমার অন্তর ভেদ করে বিচলিত করে তুলছে আমায়।

ও এইভাবে দাঁড়াত, তখন ওর মধ্যে ছিল প্রাণের উত্তাপ। তবে আমি যখন প্রথম প্রেম নিবেদন করেছিলাম ওকে ও তখন এমনি এক সলজ্জ শীতলতায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একদিন আমি নিষ্ঠুরতায় পাথরের মত হয়ে গিয়েছিলাম বলেই কি এই প্রস্তর মূর্তি আজ আমায় নীরবে ভৎ'সনা করছে? হে মহিমামণ্ডিত শিল্পমূর্তি, জানি না তোমার মধ্যে আছে সে কোন ইন্দ্রজাল যা আমার অতীত পাপকর্মের কথাগুলোকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আর তোমার কন্যাকে বিস্ময়াবিষ্ট করে তোমার মতই প্রস্তরীভূত করে রেখেছে!

পার্দিতা। আমাকে অনুমতি দাও আমি নতজানু হয়ে প্রার্থনা করব এই মূর্তির কাছে। একে তোমরা কুসংস্কার বলবে বল। হে আমার প্রিয় রাজমাতা, আমি পৃথিবীতে আসার সঙ্গে সঙ্গে তোমার জীবনদীপ হয় নির্বাপিত, আমাকে তোমার হাত দাও, আমি চুম্বন করি।

পলিনা। হে ধৈর্য, শক্তি দাও। মূর্তিটার নির্মাণকার্য সম্প্রতি শেষ হয়েছে, এখনো রং শুকিয়ে যায়নি।

ক্যামিলো। হে মহারাজ, আপনার দুঃখ এমনই গভীর যে ষোলটি শীতের হাওয়া বা ষোলটি গ্রীষ্মের প্রখর শুষ্কতা সে দুঃখকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি। কোন আনন্দ কিন্তু এত দীর্ঘস্থায়ী হয় না কখনো। কোন দুঃখও এতদিন বেঁচে থাকে না।

পলিক। যে ব্যক্তি এই মূর্তি রচনা করেছে তাকে ডাক ভাই, সে নিশ্চয় তোমার মধ্য থেকে এতদিনের সব দুঃখ দূর করে দিতে পারবে। সে ক্ষমতা তার আছে।

পলিনা। আমি যদি জানতাম আমার কাছে সযত্নে রক্ষিত এই সামান্য শিল্পমূর্তিটি আপনাদের এতখানি বিচলিত করে তুলবে তাহলে আমি তা আপনাদের দেখাতাম না।

লিওন। পর্দাটা টেনে দিও না।

পলিনা। আপনারা বেশীক্ষণ আর এর পানে তাকাবেন না। তাহলে আপনাদের মনে হবে মূর্তিটি নড়ছে।

লিওন। তা হোক, তাতে যদি আমার মৃত্যু হয় হবে। কে মূর্তিটা নির্মাণ করেছে? দেখ দেখ ভাই, দেখে তোমার মনে হচ্ছে না যে মূর্তিটার নাক দিয়ে শ্বাস প্রশ্বাস পড়ছে এবং তার শিরা উপশিরা দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে।

পলিক। মূর্তিটা চমৎকার হয়েছে। ঠোঁটগুলোকেও জীবন্ত মনে হচ্ছে।

লিওন। তার চোখের দৃষ্টির মধ্যেও যেন গতি রয়েছে। যেন এই শিল্পকর্ম উপহাস করছে আমাদের।

পলিনা। আমাদের রাজা এমনই বিচলিত হয়ে পড়েছেন যে উনি এখনি ভাববেন যে ওই মূর্তিটা জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

লিওন। ও পলিনা, তা মনে করলে যদি পাগলামি করা হয় তাহলে জানবে কুড়ি বছরের স্থির মস্তিষ্কের আনন্দ ক্ষণিকের এই পাগলামির আনন্দের কখনই সমান হতে পারে না। আমাকে কিছুক্ষণ একা থাকতে দাও।

পলিনা। আমি দুঃখিত। আপনি উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। এতে আরো কষ্ট পাবেন।

লিওন। সেই কষ্ট আমায় দাও পলিনা। যে কোন আন্তরিক আনন্দের থেকে সে কষ্টের আস্বাদ অনেক মধুর। এখনো আমার মনে হচ্ছে প্রাণবায়ু প্রবাহিত হচ্ছে এ মূর্তির মধ্যে। কোন শিল্পীর বাঁটালি কখনো কোন ভাস্কর্যের মাঝে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। কেউ আমাকে উপহাস করো না, আমি এ মূর্তিকে চুম্বন করব।

পলিনা। ধৈর্য ধরুন মহারাজ। ওই ঠোঁটগুলোতে এখনো রং লেগে রয়েছে। চুম্বন করলে আপনার ঠোঁটেও রং লেগে যাবে। আমি পর্দাটা টেনে দেব কি ?

লিওন। না, আজ হতে কুড়ি বছর এ পর্দাটা টানবে না।

পার্দিতা। এই দীর্ঘ দিন আমি তাকিয়ে থাকব অবিচল নেত্রে।

পলিনা। আপনারা দুজনেই শান্ত হোন। ধীরে ধীরে এ গীর্জা থেকে চলে যান। তা নাহলে আরো বিস্ময়ের দ্বারা অভিভূত হতে হবে আপনাদের। আপনারা এর পরও যদি তাকিয়ে থাকেন এ মূর্তির পানে তাহলে আমি মূর্তিটাকে মঞ্চ থেকে নেমে এসে আপনাদের হাত ধরতে বলব। তখন কিন্তু আপনারা আপত্তির সুরে বলবেন আমি কোন দুষ্ট ভৌতিক শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি।

লিওন। তুমি এ মূর্তিকে দিয়ে যাই করাবে আমি তাই দেখব, যা বলাবে তাই শুনব খুশি মনে। যদি তুমি ওকে নড়াতে পার তাহলে কথা বলাতেও পারবে নিশ্চয়।

পলিনা। কিন্তু তার আগে আপনাদের সহজ অকুণ্ঠ বিশ্বাসকে জাগিয়ে

তুলতে হবে অন্তরে। আপনাদের সকলকে স্থির হয়ে দাঁড়াতে হবে। যদি কেউ মনে করেন আমি কোন অবৈধ বা গর্হিত কাজ করছি তিনি চলে যেতে পারেন এখান থেকে।

লিওন। তুমি যা করার করো। কেউ এক পাও নড়বে না।

পলিনা। কই গানের সুর বাজাও। সঙ্গীত ওকে জাগিয়ে তুলুক। (সঙ্গীত) এবার সময় হয়েছে, হে মূর্তি নেমে এস। যারা তোমাকে আশ্চর্য হয়ে দেখছে তাদের তুমি স্পর্শ করো। আমি তোমার সমাধিগহ্বর পূরণ করব। তুমি চলে এস। মৃত্যুর হিমশীতল জড়তা দূর করে প্রাণের উত্তাপ গতি দান করুক তোমায়। দেখুন আপনারা, মূর্তি নড়ছে। (হার্মিওন মঞ্চ থেকে নেমে এল) কেউ চমকে উঠবেন না। আমার কথার মধ্যেও যেমন কোন যাদু নেই তেমনি তাঁর প্রতিটি কর্মের মধ্যেও কোন অস্বাভাবিকতা নেই। আর তাঁকে পরিত্যাগ করবেন না, কারণ তাহলে তাঁকে দুবার হত্যা করা হবে। আপনার হাত দিন। যৌবনে একদিন প্রেম নিবেদন করেছিলেন এঁকে, আজ পরিণত বয়সেও কি উনি তেমনি প্রেম নিবেদনের যোগ্য আছেন?

লিওন। হ্যাঁ, ওর মধ্যে আমি জীবনের উত্তাপ অনুভব করছি। একি ইন্দ্রজাল না শিল্পকর্ম? যাই হোক, এটা বৈধ।

পলিক। রাণী আলিঙ্গন করছেন রাজাকে।

ক্যামিলো। উনি রাজার গলা জড়িয়ে ধরেছেন। মূর্তি যদি প্রাণে বেঁচে ওঠে তাহলে ওঁকে দিয়ে কথা বলাও।

পলিক। অথবা বলুন উনি কি এতদিন কোথাও বেঁচে ছিলেন না এখন ওঁকে মৃত্যুর কবল থেকে চুরি করে আনা হয়েছে?

পলিনা। উনি যে বেঁচে আছেন তা ত দেখাই যাচ্ছে, অবশ্য উনি এখনো কথা বলছেন না। দাঁড়ান একটু। (পার্দিতাকে) তোমাকে একটা কাজ করতে হবে মা। তুমি নতজানু হয়ে তোমার মার কাছ থেকে আশীর্বাদ চাও। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখুন রাণীমা, আমাদের পার্দিতাকে খুঁজে পাওয়া গেছে।

হার্মিওন। হে স্বর্গবাসী দেবতাবৃন্দ, তোমরা আশীর্বাদ বর্ষণ করো আমার কন্যার উপর। বল মা, এতকাল কোথায় ছিলি, কেমন করেই বা তোর পিতার রাজ্যে এসে উঠলি; আমি যখন পলিনার মুখে শুনলাম দৈববাণী তোর

জীবনের আশা দিয়েছে তখন থেকে আমি শুধু তোকে দেখার জন্য প্রাণে বেঁচে আছি।

পলিনা। যাও হে সুখী প্রেমিকরা, আনন্দের অংশ গ্রহণ করগে পরস্পরে মিলে। আর আমি নিজে কোন সাথীহারা কপোতীর মত আমার মৃত স্বামীর জন্য বিলাপ করব কোন নির্জন বনপ্রদেশে গিয়ে।

লিওন। থাম পলিনা। আমি যেমন আমার স্ত্রীকে খুঁজে পেয়েছি, তুমিও তেমনি আমার অনুমতি নিয়ে পতি গ্রহণ করবে। আমি তোমার স্ত্রীর কবরে গিয়ে কত চোখের জল ফেলেছি, কত অনুনয় বিনয় করেছি; কিন্তু একমাত্র তুমি আমার স্ত্রীকে বাঁচিয়ে রেখে আমার হাতে তুলে দিয়েছ। আমি তাকে মৃত বলেই ধরে নিয়েছিলাম। আমি তোমার নতুন স্বামীর জন্য বেশী দূরে খোঁজ করতে যাব না। সে স্বামী তোমার কাছেই আছে, আমি তার মনের খবর জানি। সে একজন সম্মানিত লোক। এস ক্যামিলো, এর হাত ধরো, এর যোগ্যতা ও সততার প্রমাণ নিজের চোখে দেখেছি সকলে। হাত ধরে পলিনাকে এখান থেকে নিয়ে যাও। এস ভাই, তোমরা আমায় ক্ষমা করো। একদিন তোমাদের দুজনের পবিত্র দৃষ্টির উপর আমার সংশয়ের কলুষ আরোপ করেছিলাম। শোন হার্মিওন, এই রাজপুত্র তোমার জামাতা, ঈশ্বরের কৃপায় সে তোমার কন্যার সঙ্গে শুভ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। চল পলিনা, আমাদের এমন কোন উপযুক্ত জায়গায় নিয়ে চল যেখানে আমরা আমাদের বিচ্ছেদের পর থেকে এই সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানে কে কোথায় কেমন ভাবে কাটিয়েছি তা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে খোলাখুলিভাবে আলাপ করতে পারি।

(সকলের প্রস্থান)

৬

শীতের কুলিশ হাত মুছে যেন দেয় না তোমাকে
বঞ্চিত করে না যেন বসন্তের গন্ধসার হতে
স্বেচ্ছাকৃত আত্মলোপে ম্লান যেন করেনাকো প্রাণের আলোকে
তোমার ঐশ্বর্য যেন ঠিকমত সঞ্চিত হয়গো তোমাতে।
ও রূপের সুষম ব্যয় নিষিদ্ধ হয় না কভু জেনো
এ দান আনন্দ দেয় দাতা আর সব মহাজনে
আপন সৃষ্টির মাঝে মৃত্যুহীন নবজন্ম মানো
দানের আনন্দ বেড়ে পরিণত হয় দশগুণে।
যদি বা তোমার রূপ আপন সন্তানমাঝে দশগুণ বাড়ে
দশগুণ লাভ করো আর তার আনন্দ নিবিড়
কি ভয় তোমায় যদি অকস্মাৎ মৃত্যু এসে পড়ে
বংশধারার মাঝে চিরকাল বেঁচে রবে স্থির।
    আত্মঘাতী হয়োনাক হে সুন্দর অজেয় দুর্বার
    মৃত্যু অথবা কীট তোমাতে পায় না যেন কোন অধিকার।

আলোর মুকুট পরে সূর্য ওঠে যবে অস্তাচলে
প্রতিটি মানুষ দেয় অকপট আনুগত্য তাকে
প্রোজ্জ্বল সে মুখপানে না তাকিয়ে পারে না সকলে
দৃষ্টির নৈবেদ্য দিয়ে পুজো যেন করে দেবতাকে।
সে সূর্য ধীরে ধীরে উঠে যায় আকাশের খাড়াই পাহাড়ে
অমিত যৌবনবেগ ধরে যেন প্রৌঢ়ত্বের কালে
তবু মূঢ় মানুষেরা তার কত আরাধনা করে
স্বর্ণপথে নেমে যায় মন্দগতি যবে অস্তাচলে।
কিন্তু তার ক্লান্ত রথ নামে যবে ঊর্দ্ধ চূড়া হতে
বার্ধক্যজর্জরিত হতম্লান সব আলো পতনের তলে
বিমুগ্ধ নয়ন কোন আসে নাতো শ্রদ্ধা তাকে দিতে
সব দৃষ্টি সরে যায় অন্যখানে যেন মায়াবলে।
    তেমনি যদি মারা যাও হয়ে তুমি সন্তানবিহীন
    অতল বিস্মৃতিগর্ভে হয়ে যাবে নিঃশেষে বিলীন।

সঙ্গীতের লক্ষ্য যদি দান করা আনন্দের মধু
কেন তুমি ভালবাস যত গান বিষাদ করুণ ?
মাধুর্যে দ্বন্দ্ব নেই আছে অনাবিল আনন্দই শুধু
আনন্দহীন বেদনার মাঝে পাও কি মাধুর্যগুণ ?
সুমধুর যত সুর ঐক্যতানে সমন্বিত হয়ে
আনন্দ না দেয় যদি বিশ্রী যদি লেগে থাকে কানে
সে সুরের ভৎ'সনা দেবে তোমায় স্মরণ করিয়ে
সঙ্গীতের রসলাভে তোমারও দায়িত্ব আছে মনে।
প্রতিটি পৃথক সুর স্বামীত্বে স্বাধীন তবু
আঘাতে আঘাতে তোলে সমন্বিত সুরের মূর্ছনা
কেউ পিতা, কেউ মাতা, কেউ শিশুসন্তান কভু
সৃষ্টি করে সকলেই একটি শুধু সুরের ব্যঞ্জনা।
এক হয়ে বহুধাবিভক্ত সেই বাণীহীন সুর
জানায়, যে একা সে সুখ হতে থাকে বহুদূর।

যদি কোন বিধবার চোখে জল ঝরে একদিন
সে ভয়ে কি আজীবন একাকীত্বে হিম হয়ে রবে
এ পৃথিবী হতে যদি চলে যাও হয়ে পুত্রহীন
বিধবা পত্নীর মত পৃথিবীই একা কেঁদে যাবে।
যেন পৃথিবী বিধবা হবে তুমি চলে গেলে
তোমার ছবি ত কোন ফুটবে না সন্তানের চোখে
অথচ সন্তানলাভে পতীহীনা স্বামীশোক ভোলে
সন্তান সান্ত্বনা দেয় যখনই কাতর শোকেদুঃখে।
এ বস্তুজগতে দেখ ক্ষয় ব্যয় শুধু স্থানান্তর
একজন অধিকারী চলে গেলে সঙ্গে সঙ্গে আসে অন্যজন
কিন্তু সৌন্দর্যক্ষয়ে সব শেষ, এই ক্ষয় চলে নিরন্তর
অব্যবহৃত সৌন্দর্য মানে সুন্দরের আত্মহনন।
আত্মঘাতী যে সুন্দর নিজেকেই হত্যা করে চলে
পরকে বাসে না ভালো সে কখনো যেন কোন ছলে

১০

লজ্জা করে না তোমার ? অন্যকে ভালবাসা দাও
অথচ আত্মপ্রেমে কেন তুমি এত উদাসীন ?
যদিও একথা মানি অনেকেরই ভালবাসা পাও
তবু কাউকে ভালবাস একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা আর ভিত্তিহীন
অকারণে জর্জরিত আত্মঘাতী অতি তীব্র ঘৃণার গরলে
ভাবতেও পার না তুমি স্বভাবের কোন পরিবর্তন,
ও সৌন্দর্য ধ্বংস করে দিতে কেন চাও অবহেলে
কেন তুমি চাওনাক ও দেহের সংস্কারসাধন ?
তোমার ও স্বভাবের অচিরেই পরিবর্তন আনো
আমিও আমার মনে পরিবর্তন আনি এখনই
প্রেম ছেড়ে ঘৃণাকে প্রশ্রয় দিতে পার না কখনো
তোমার দেহের মত মন হোক সৌন্দর্যের খনি ।
আমার প্রেমের জন্যে আর এক সত্তায় হও গড়া
সৌন্দর্য তোমার দেহে দেয় যেন চিরতরে ধরা ।

১১

যত দ্রুত ক্ষয় পাও বেড়ে ওঠ তত তাড়াতাড়ি
যাকে তুমি ছেড়ে যাবে সেই এক প্রিয়জনমাঝে
সে এক যৌবনদেহ রক্তমাংস দিয়ে তোল গড়ি
তাকেই আপন বলে পাবে তুমি জীবনের সাঁঝে ।
এতেই প্রজ্ঞা আছে, সৌন্দর্য আর অগ্রগতি
এছাড়া জীবন শুধু মূর্খতা জরামৃত্যু ভরা
এমন সবাই পেলে থেমে যেত দ্রুত মন্দগতি
তিন কুড়ি বছরেই ধ্বংস হত সারা বসুন্ধরা ।
প্রকৃতি যাদের দেহ ভরেনিক রূপের সম্ভারে
কুৎসিত বন্ধ্যাত্বে ভরা সে জীবন কত শোচনীয়
প্রকৃতি তাকেই দেয় যে করে দান অকাতরে
সে ঔদার্য লাভ করে তুমিও হও বরণীয় ।
প্রকৃতি তোমাকে যেন করেছে তাই এক সীলমোহর
বহু ছাপ রেখে যাবে, রয়ে যাবে অক্ষয় অমর ।

১২

ঘড়ির কাঁটার ঘায়ে যবে করি সময় গণনা
উজ্জ্বল দিনের আলোয় ডুবে যেতে দেখি অন্ধকারে
সুন্দর ভায়োলেট ফুল বেশীক্ষণ অম্লান থাকে না
ঘনকৃষ্ণ পাপড়িগুলি সাদা হয়ে যায় ধীরে ধীরে।
উন্নত মহীরুহ হতে সব পাতা একে একে যবে সরে যায়
শীতল ছায়াতে যার আশ্রয় লভিত কত তপ্ত মেষপাল
প্রচণ্ড গ্রীষ্মের তাপে সে পাতারা নিঃশেষে শুকায়
বাহিত শবদেহসম, যেন বৃদ্ধি করে যত জঞ্জাল।
তখনি প্রশ্ন জাগে তোমার ও রূপের বিষয়ে
কালের আবর্জনাস্তূপে তুমিও ত যাবে একদিন
মাধুর্য সৌন্দর্য যত সবকিছু যায় ক্ষয় হয়ে
অপরের বৃদ্ধি দেখে যত, তত নিজে হয়ে যায় লীন।
কালের করাল কাস্তে অব্যাহতি দেবে না কিছুতে
একমাত্র পরিত্রাণ পাবে তুমি আপনার সন্ততি হতে।

১৩

তুমি যদি রয়ে যেতে চিরকাল হে প্রিয়তমা
কিন্তু তা হবার নয়, অবশ্যই যাবে চলে মরণের পরে,
আত্মার বিগ্রহ গেলে ও দেহমন্দির তার হারাবে মহিমা
মধুর সাদৃশ্য তাই রেখো অন্য দেহের আধারে।
ও রূপসৌন্দর্য তোমার জেনো, বড় ক্ষণস্থায়ী
তুমি যে তুমিই রবে নেই তার কোনই স্থিরতা
কিন্তু তুমি তুমি রবে প্রকৃতির রীতি অনুযায়ী
সন্তানে যদি বা রাখো ও রূপের অমর বারতা।
এমন সুন্দর গৃহ কে চায় ধ্বংস হতে দিতে
সতত সজাগ দৃষ্টি গৃহস্থের কিন্তু থাকে যেথা
শীতের ঝঞ্ঝা আর মৃত্যুর হিমক্রোধ হতে
বাঁচাতে পারত ঠিক দূর করি মৃত্যু ভয় সেথা।
কেবল তারাই বাঁচে মিতব্যয়ী যারা প্রিয়তমা,
তোমারো পিতা ছিল, পুত্রকে দিও সে গরিমা।

১৪

আমার ভাগ্যবিচার করিনাক গ্রহতারা থেকে
তবু শুধু মনে হয় জ্যোতিষশাস্ত্রের কথা সব জানা আছে ;
কিন্তু তাতে ভাগ্যের ভালমন্দ উত্থান পতনের কথাকে
যাচাই করি না আমি, ব্যাধি দুর্ভিক্ষ কে কার পিছে।
বলি না সে শাস্ত্রবলে দণ্ডে পলে কার কি দশা
বজ্র, বৃষ্টি, বায়ুস্রোত কে কখন যাওয়া আসা করে ;
অথবা রাজা রাজরাদের কোন দিইনাক আশা
ভাগ্যাকাশে রাশি লগ্ন কার কখন কি আছে বিচারে।
আমার যা কিছু জ্ঞান তোমার ও দুচোখের তারার আলোতে
তুমিই ধ্রুবতারা যা কিছু জানার তাই জানি তার মাঝে,
জানি সত্য সুন্দরের সহজ সাযুজ্য আছে তাতে
তোমার সত্তার উত্তরণে সত্য সুন্দর এক হয়ে সহজে বিরাজে।
আমার ভবিষ্যদ্বাণী, শেষ কথা বলিগো তোমায়
তোমার মৃত্যুতে চিরতরে সত্য সুন্দর নেবে যে বিদায়।

১৫

যখনি মনেতে জাগে এ জগতে যা কিছু জন্মলাভ করে
চূড়ান্ত পূর্ণতায় বিরাজিত শুধু ক্ষণকাল,
যখন যা কিছু দেখি এ বিশ্বের রঙ্গমঞ্চ পরে
সব ছায়া, এড়াতে পারে না কেউ নিয়তির নিয়ন্ত্রণজাল।
এবং যখন দেখি মানুষেরা বেড়ে ওঠে বৃক্ষের মতন
উৎফুল্ল অবরুদ্ধ কভু আকাশের ক্ষণচপল খেয়ালে
যৌবন-আনন্দ তার সহসা ব্যাহত যেন তরুশাখার কর্তন
কিছুই থাকে না তার, বদ্ধ হয় অতীতের তীক্ষ্ণ স্মৃতিজালে।
ক্ষণস্থায়ী জীবনের এ চঞ্চল পটভূমিকায়
তোমার যৌবন যেন ঐশ্বর্যের পূর্ণতায় বিমূর্ত সতত
কিন্তু জরা অবক্ষয় আসে ধীরে কালের মায়ায়
উজ্জ্বল যৌবনদিন অন্ধকারে করে দিতে চায় পরিণত।
তোমাকে ভালবাসি, কালের সঙ্গে আমি তর্কে মাতি তাই
কাল যা নেয় তোমাকে আমি যে তাই পূর্ণ করে দিই।

১৬

বলো কেন, তুমি আরো অন্য কোন বলিষ্ঠ কৌশলে
করাল কালের সাথে জীবনমরণ যুদ্ধে ওঠনাক মেতে
প্রতিরক্ষার ব্যূহ গড়ো না, সে কালের অবরোধকালে
অব্যর্থ উপায় যা নেই আমার কবিতার ছন্দেতে।
এবার দাঁড়াও এসে তোমার সুখের সেই চরমোৎকর্ষ পরে
অথবা মায়াবী এক পুষ্পহীন কুমারী বাগানে
জীবন্ত ইচ্ছার ফুল সে বাগানে একদিন ফুটতেও পারে
চিত্রিত ছবির থেকে তারই মাঝে পাবে আরো জীবনের মানে
জীবনের ক্ষয়ক্ষতি যেটুকু পূরণ শুধু কালের নিয়মে
কালের সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র অথবা আমার কলম ব্যর্থ সব তারা
বাঁচাতে পারবে না তোমায় কোনরূপ গুণের মর্মে
যবে এ বিশ্বের মাঝে লোকচক্ষু হতে হবে হারা।
নিজেকে বিলাবে যত, তত পাবে আত্মার সুষমা
নিজেকে বাঁচাতে নিজেই আর তার আপন মহিমা।

১৭

কে বিশ্বাস করবে বল এ কবিতা দূর ভবিষ্যতে
যদি এতে থাকে অন্তহীন ও রূপের শুধু গুণগাথা
যদিও ঈশ্বর জানে যতটুকু থাকে সমাধিতে
থাকবে ততটুকুই অর্ধসত্য ও রূপের কথা।
যদি ও চোখের বাহার এ কবিতায় শুধু লিখে থাকি
লিখে থাকি তোমার চোখের রূপের যত খুঁটিনাটি
উত্তরকালের মানুষ বলবে, এ কবি মিথ্যা বলে নাকি
স্বর্গের সুষমা কভু পায় নাক মর্ত্যের মাটি।
কালের প্রভাবে হবে এ কবিতা পীতাভ যখন
বাচাল বৃদ্ধের মুখে অকারণে হবে ধিকৃত
তোমার রূপের সত্য মনে হবে কাল্পনিক অলস সৃজন
প্রাচীন গানের সুর অহেতুক দীর্ঘ বিলম্বিত।
কিন্তু যদি বেঁচে থাকে তোমার সন্তান ভবিষ্যতে
বাঁচবে দুবার তুমি, সে সন্তান আর কবিতাতে।

১৮

বসন্ত দিনের সাথে করব কি তুলনা তোমার
তুমি যে সুন্দর আরো, আরো তুমি স্নিগ্ধ রমণীয়
বসন্তমঞ্জরী ঝরে যবে বয় বাতাস দুর্বার
বসন্তের যত রূপ ক্ষণজীবী দুদিনের তরে স্মরণীয়।
কখনো মার্তণ্ড তেজ জ্বলে দেখি আগুনের মত
স্তিমিত সে তেজ কভু ম্রিয়মান ম্লান মেঘচ্ছায়া
সকল রূপের জ্যোতি কালের কবলে ক্রমে হবে প্রতিহত
প্রকৃতির বিধান কিম্বা অমোঘ সে দৈবের মায়া।
কিন্তু তুমি রবে চিরদিন হে অক্ষত অনন্তযৌবনা
তোমার সৌন্দর্যজ্যোতি কোনদিন হবে নাক ম্লান,
করাল মৃত্যু তোমায় কোনদিন গ্রাস করিবে না
অব্যয় তোমার রূপ, ব্যর্থ হবে মৃত্যুর অভিযান।
অজর অমর তুমি কালোত্তীর্ণ তোমার যৌবন
যদি না সন্তান থাকে, ব্যর্থ হবে তোমার জীবন।

১৯

বিকল সিংহের থাবা সর্বনাশী কালের আঘাতে
পৃথিবীর সব লোক দুঃখ ভোলে কালেরি মায়ায়
তীক্ষ্ণ দন্ত তুলে নেয় ভয়ানক ব্যাঘ্রমুখ হতে
দীর্ঘজীবী ফিনিক্স পাখির রক্তে এই কাল আগুন লাগায়।
আশ্চর্য কালের গতি, সুখ আনে ঘনঘোর দুঃখের দিনে
যখন যা খুশি তাই করে যায় সর্বনাশা কাল
সুন্দর মধুর যত দগ্ধ করে ধ্বংসের আগুনে
একটি অন্যায় হতে বিরত যেন থেকো চিরকাল।
আমার প্রেমিক যেন পড়েনাক তোমার প্রকোপে
কালের কুটিল রেখা ফুটে যেন ওঠে নাক তার চোখে মুখে
কলঙ্কের কোন দাগ পড়ে না তার শুচিশুভ্র রূপে
তার রূপের উত্তরাধিকার যেন যেতে পারে রেখে।
হে কাল সর্বনাশা যত খুশি ধ্বংস করে যাও অবিরত
আমার প্রেমিকের রূপ আমার কবিতায় রবে চিরঅক্ষত।

নারীর মুখশ্রী যেন প্রকৃতির নিজ হাতে গড়া
সে মুখ তোমার ছিল হে আমার আনন্দ প্রতিমা,
নারীর মতই মন সুকোমল নয় তবু চপলতা ভরা
নও তবু অবিশ্বস্ত, লঙ্ঘন কর না কভু শপথের সীমা।
আরো দীপ্ত, বিঘূর্ণিত হয় না তবু ও দুটি নয়ন
সে দৃষ্টির আলো পড়ে প্রতি বস্তু করে উজ্জ্বল
পুরুষের শক্তি ধরো, তবু করোনাক উচ্ছ্বাস পোষণ
নরনারী নির্বিশেষে তোমার ও রূপে বিহ্বল।
নারীর আদর্শ ছাঁচে তুমি সৃষ্ট প্রথম রমণী
কিন্তু কেন যে প্রকৃতি করেছিল মস্ত এক ভুল
অতিরিক্ত সংযোজন তুমি সৃষ্টি মাঝে, আমার ঘরণী
আমার উদ্দেশ্য যত ব্যর্থতায় করেছ সঙ্কুল।
প্রকৃতি শুধুই চায় তুমি করো রমণীর আনন্দ বর্ধন
প্রেম যাবে পাবে অমৃত সিঞ্চন।

২১

আমার মাঝে সে নয় কাব্যের মাঝে শোভা পায়
চিত্রিত সৌন্দর্য দেয় সে কবিকে প্রেরণা নবীন
আকাশ নিজেই তাকে যত কিছু উপমা যোগায়
সকল লাবণ্য যেন তার মাঝে হয়ে যায় লীন।
সূর্য-চন্দ্র জল-মাটি সমুদ্রের রত্নরাজি যত
নবীন বসন্তফুল আর যত বস্তু বরণীয়
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যে সুন্দর বিরাজে সতত
তুমি হবে স্বচ্ছন্দে সকলের সাথে তুলনীয়।
আমাকে লিখতে দাও, সেই প্রেমে হয়ে বলীয়ান
যা লিখি সরল সত্য বিশ্বাস করো সেই কথা
সুন্দরী প্রেমিকা মোর যেন সত্যজাত মায়ের সন্তান
নক্ষত্রের মত তবু নয় তার বর্ণ উজ্জ্বলতা।
তারাই বলুক বেশী রূপকথা যারা ভালবাসে
তোমামোরে বলিনাক কথা কোন অভিলাষে।

২২

দর্পণে যাবে না ধরা আমার এ বয়সের সীমা
যতদিন অক্ষত থেকে যাবে তোমার যৌবন
কিন্তু যবে বয়সে কুঞ্চিত হবে ও দেহপ্রতিমা
তখন ভাবব শুধু এর থেকে ভাল ছিল মৃত্যুবরণ।
যে সৌন্দর্যের আবরণে আবরিত প্রতনু তোমার
আমারি হৃদয়ের তা প্রিয় অঙ্গবাস
কি করে হবেগো বেশী তোমা হতে বয়স আমার
আমার হৃদয়মাঝে তোমার হৃদয় যদি করে অধিবাস।
আপনার প্রতি প্রিয় হও তবে অতি সচেতন
যেমন তোমার প্রতি আমি আছি সবকিছু ভুলে
আমার হৃদয়মাঝে তোমার হৃদয় করি কত যে লালন
শিশুর সকল শঙ্কা নিবারিত যথা ধাত্রীকোলে।
আমার অবর্তমানে তোমার হৃদয় যেন করোনাকো ক্ষয়
তুমি যা দিয়েছ তা ফিরে পেতে চাও না নিশ্চয়।

২৩

অদক্ষ যেমন কোন অভিনেতা মঞ্চের উপরে
অলস শঙ্কার ভারে ব্যর্থ করে স্বীয় অভিনয়,
অথবা উন্মত্ত পশু দুর্বল করে যথা আপন অন্তরে
শক্তির প্রাচুর্যবশে ; করে চলে বৃথা শক্তিক্ষয়।
তেমনি আমারো ভীরুতায় দিও ধিক্ শতধিক্
ব্যক্ত করি না কভু স্বতস্ফূর্ত প্রেমের উৎসার
জর্জরিত প্রেমভারে আমি এক অক্ষম প্রেমিক
অকারণে করি ক্ষয় আমারি প্রেমের সম্ভার।
প্রেমের গোপন কথা যদি থাকে অব্যক্ত গভীর
দৃষ্টির মুকুরে তা ফুটে ওঠে মূক স্বচ্ছতায়
জিহ্বার দৈন্ত ঢাকে বাঙ্ময় ঐশ্বর্যে দৃষ্টির
সব কথা ব্যক্ত করে নিঃশব্দ নীরব সততায়।
নীরব প্রেমের মুখে যত কথা সব পড়ে নাও
চোখ দিয়ে শোন, বিদগ্ধ প্রেমিক তুমি যদি হতে চাও।

২৪

আমার দৃষ্টির তুলি কোন এক চিত্রকরসম
আমারি অন্তরপটে তোমার রূপের ছবি আঁকে,
এ অঙ্গ কাঠামো মাঝে সে চিত্র থাকে অনুপম
পটভূমিরূপে তাকে শ্রেষ্ঠ শিল্পী খাড়া করে থাকে।
শিল্পীর গরিমা পাবে তার সৃষ্ট শিল্পকলা মাঝে
অঙ্গের লাবণ্য যেথা সুচিত্রিত পূর্ণ অবয়বে
এ অন্তর বিপণি মাঝে সে চিত্র সতত বিরাজে
তোমার চোখের আলোয় সে বিপণি আলোকিত পূর্ণগৌরবে।
এবার হিসাব করো লাভ-ক্ষতি মন্দ-ভাল দুজনের চোখে
এঁকেছি তোমার ছবি আমার এ আঁখিদৃষ্টি দিয়ে
ও চোখের গবাক্ষপথে দেখি আমি শুধুই আমাকে
আর সূর্যের আলোর সাথে উঁকি মারি তোমার হৃদয়ে।
    দৃষ্টির কৌশলে তবু, নেই কোন সমুন্নত ভাবের মহিমা
    বহিরঙ্গে ঘোরে ফেরে পায় না বস্তুর কোন্ অন্তরের সীমা।

২৫

যারা ধন্য সমুন্নত অনুকূল ভাগ্যের প্রসাদে
যশ, মান খ্যাতি নিয়ে নিশিদিন মত্ত অহংকারে
সে সবে বঞ্চিত আমি, প্রতিকূল নিয়তির নিষ্ঠুর বিবাদে
চাই না আনন্দ আমি যশ মান খ্যাতির সম্ভারে।
রাজাদের চাটুকার সুখৈশ্বর্য্য লাভ করে দুদিনের তরে
তাদের সৌভাগ্য যেন ক্ষীণায়ু সূর্যমুখী ফুল
সূর্যাস্তের কালো ছায়া করে গ্রাস সে ফুল অচিরে
রাজার ভ্রূকুটিক্ষেপে সকল সৌভাগ্য তার হয় নির্মূল।
সমরকুশলী যোদ্ধা খ্যাতি যার বিশ্বে সুবিদিত
যশের বিরাট সৌধ কিন্তু তার ভূমিমাঝে মুহূর্তে বিলীন
একবার মাত্র যদি কোনখানে কোনক্রমে হয় পরাজিত
গৌরবমুকুট তার বিস্মৃতির গর্ভে হয় লীন।
    অতএব সুখী আমি, ভালবাসি পাই ভালবাসা
    পতনের ভয় নাই, নাই কোন সর্বনাশা উত্থানের আশা।

২৬

প্রেমের দেবতা তুমি, তোমাতে আমার আমি চিরসমর্পিত
আমার সকল কর্ম নিজগুণে অবিরত করো আকর্ষণ
আমার এ প্রাণমন তোমা প্রতি কর্তব্যের বোধে বিধৃত
বুদ্ধির অহং নেই, আছে শুধু ভালবাসা আর সমর্পণ।
কর্তব্য অনেক বড়, বুদ্ধি ক্ষুদ্র কত তার কাছে
শব্দের অলঙ্কার যদি সে কর্তব্যে না করে সজ্জিত
আমার কর্তব্যবোধ লঘু যদি মনে হয় পাছে
তোমার আত্মার ভাষা করে যেন তারে অলঙ্কৃত।
যে কালচক্রে আমি সুখে দুঃখে হই নিয়ন্ত্রিত
যখন সে চক্রযোগে হবে এই ভাগ্য বিবর্তন
রিক্তপ্রেম হবে মোর উজ্জ্বল পোষাকে সুশোভিত
তোমার মধুর প্রেমের যোগ্য বলে নিজেকে ভাবব তখন।
তখন বলব আমি সত্য আমার প্রেম নিকষিত হেম
তার আগে মানব না, সত্য যত হোক তব প্রেম।

২৭

শয্যার শরণ নিই যবে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে
ক্লান্ত অঙ্গ রুদ্ধ ঘরে লাভ করে ঘন বিশ্রাম
তখন যাত্রা করো আমার এ খরতপ্ত মাথার প্রদাহে
দেহের সকল কাজ স্তব্ধ হয়, মন তবু চায় না আরাম।
যখন নিঃসঙ্গ থাকি মন থেকে তুমি থাক দূরে
মন আমার যাত্রা করে তোমার তীর্থপথ পানে
বিস্ফারিত দৃষ্টি মোর চেয়ে থাকে বিষণ্ণ আঁধারে
সে আঁধারে আলো দেখে আত্মস্থ কত অন্ধজনে।
অন্ধকার পরিবৃত আমার সেই কল্পিত আলোকে
দৃষ্টিহীন চোখের পটে তুলে ধরো ছায়ামূর্তি তব
যে মূর্তি রত্নসম উজ্জ্বল করে তোলে আঁধার রাত্রিকে
তোমার পুরনো মুখ হয়ে ওঠে অপরূপ আর অভিনব
দিনেতে যা দেহ থাকে রাত্রিতে হয়ে ওঠে মন
তোমার আমার মাঝে নাই কোন নিঃসঙ্গ নির্জন।

২৮

শ্রমভারে জর্জরিত কেমনে শান্তি পাই বল
কেন আমি দিনে রাতে কখনো পাই না বিশ্রাম
আমার শ্রমেতে ব্যাপ্ত পূর্ণ যত পল অনুপল
নিশিদিন পরিশ্রম করে চলি শুধু অবিরাম।
রাত্রিদিন দুইজনে কত শত্রু দেখ পরস্পরে
অথচ আমার পীড়নে কি অদ্ভুত মিল দুইজনে
যখন পরিশ্রম করি তোমা হতে চলে যাই দূরে
দেহ ব্যস্ত থাকে দিনে সারারাত ব্যস্ত থাকি মনে।
দিনকে তুষ্ট করি, বলি আমি, তুমি উজ্জ্বল
অনুরূপ সম্ভাষণে তুষ্ট করি মেঘাচ্ছন্ন অনুজ্জ্বল দিনে
কৃষ্ণকায় রাত্রিকেও তুষ্ট করি, তোষামোদে করি উজ্জ্বল
বলি অদৃশ্য নক্ষত্র তবু তুমি চল উষাপথপানে।
নির্মম দিন আমার শ্রমকষ্ট করে প্রসারিত
কুটিল রাত্রি আমার দুঃখকে করে চলে শুধু দীর্ঘায়িত।

২৯

লোকচক্ষে যবে হেয় ভাগ্যের দ্বারা বিড়ম্বিত
দুঃখে অশ্রুপাত করি দুর্ভাবনায় মন আমার কাঁপে
ঈশ্বরের বধির কর্ণ আবেদনে করি বিব্রত
ভাগ্যকে অভিশাপ দিই অর্থহীন অধীর প্রলাপে।
আশার ঐশ্বর্যে তবু স্ফীত হয়ে উঠি মনে মনে
ভাবি মনে আছে বহু প্রিয় বন্ধু আর পরিজন
নিজেকে বোঝাই কত আমিও বড় হতে পারি নিজগুণে
কিন্তু সন্তুষ্ট নই যাতে তুষ্ট থাকে পাঁচজন।
নিজেকে অভিশাপ দিই, ঘৃণা করি আপন অন্তরে
কিন্তু তোমার কথা ভাবি যবে সহসা এ মনে
তখন আমার আত্মা মর্ত্য হতে চলে যায় দূর স্বর্গদ্বারে
প্রভাতপাখির মত ফেটে পড়ে ঈশ্বরের মধুস্তোত্রগানে।
তোমার প্রেমের স্মৃতি এনে দেয় আশ্চর্য এক ভাবের মহিমা
অতুল ঐশ্বর্যে ধন্য মনে ভাবি চাইনাক রাজার গরিমা।

৩০

নিজেকে হারাই যবে মধুগন্ধী স্মৃতির নির্জনে
অতীতের কথারা যত একে একে সব উঠে আসে
এ হৃদয় ভরে যায় না পাওয়ার ব্যর্থতায় বেদনার গানে
নতুন দুঃখের সাথে পুরনো দুঃখরা যায় মিশে।
বিগলিত অশ্রুর ধারা বয়ে যায় দুচোখে আমার
হারানো বন্ধুর শোকে ফেটে পড়ি নতুন বিলাপে
হারানো প্রেমের কথা হৃদয়ে জাগায় কত ব্যর্থ হাহাকার
অতীত সুখের স্মৃতি কথা কয় সকরুণ মধুর প্রলাপে।
তখন নতুন করে ভাবি যত অতীতের দুঃখের কথা
একটি দুঃখ হতে চলে যাই অন্য এক দুঃখের স্তরে
টেনে আনি মনে মনে ভুলে যাওয়া যত সব ব্যথার বারতা
নতুন চিন্তার মূল্য আর স্বীকৃতি দিই যত পুরনো দুঃখেরে।
কিন্তু তোমার কথা যবে ভাবি হে প্রিয় বন্ধু আমার
সব ক্ষতি লাভ হয়; দুঃখের অশ্রু সুখ-পারাবার।

৩১

সকল অন্তরের কাছে কত প্রিয় তোমার অন্তর
আজ যাঁরা বেঁচে নেই তারা আছে সব তার মাঝে
কত প্রেম কত প্রীতি কত বন্ধু পরিজন আর প্রিয়বর
অন্তর আধারে তব আজো তারা সতত বিরাজে।
কত না পবিত্র অশ্রু করেছে তোমার প্রিয় ব্যক্তির চোখে
কত না পবিত্র প্রেম তোমা হতে নীরবে করেছে আকর্ষণ
আত্মীয়ের চোখে ঝরে যে অশ্রু নীরবে নিবিড় মৃত্যুশোকে
সব শোক সব অশ্রু তোমার অন্তর পায় নতুন জীবন।
তোমার সমাধি মাঝে সমাহিত প্রেম বেঁচে থাকে
মৃত যত প্রিয়জন তাদের সবার স্মৃতি নিয়ে
তোমাকে যা দেবার তারা সব কিছু দিয়েছে তোমাকে
অনেক প্রেমের দান একা তুমি নিয়েছ ভুলিয়ে।
তাদের সবার ছবি দেখি আমি তোমার অন্তরে
আমাদের অমূর্ত প্রেম মূর্ত হয় তোমার আধারে।

৩২

আমার মৃত্যুর পর যদি তুমি বেঁচে থাক প্রিয়ে
মৃত্যুর আবরণে আমার দেহাস্থি যবে ঢাকা পড়ে রবে
আমার এ জীবনের ভাল মন্দ সব কিছু দেখবে খুঁটিয়ে
অভিশপ্ত প্রেমিক এক কি ধরেছে বেঁচে ছিল যবে।
তখন তুলনা করো তার কাজ সুসময়ের সাথে
অপরের কাছে তার ম্লান হতে পারে সব কাজ
কাব্য নয়, মনে রেখো শুধু তার ভালবাসার মহিমাতে
সে ছোট অন্যের থেকে তাতে তার থাকবে না লাজ।
কথা দাও ভাববে বল, এ মধুর ভাবনার কথা
তোমার এ বন্ধু যদি কবিরূপে আরো বড় হয়
অনুপম ছন্দে লেখে ভালবাসার কাহিনী ও কথা
সার্থক প্রেমের থেকে সার্থক কাব্য বড় কখনই নয়।
সাধারণ কাব্য পড়ি ছন্দরীতি গুণের বিচারে
আমার বন্ধুর কাব্য পড়ি শুধু প্রেমের খাতিরে।

৩৩

কতদিন উষাকালে দেখেছি দুচোখ তুলে তাকিয়ে পাহাড়ে
সোনালি আলোর অচঞ্চল সুগভীর মোহের আবেশে
সবুজ প্রান্তর আর পর্বতশিখরদেশ সোহাগেতে চুম্বন করে
উজ্জ্বল করে তোলে নদীর জলের ধারা বড় ভালবেসে।
কিন্তু কুটিল মেঘ মাথা তুলে ধেয়ে আসে সুনীল আকাশে
পৃথিবীর চোখ থেকে ঢেকে দেয় সূর্যের মুখ উজ্জ্বল
মেঘের আড়ালে সূর্য ধীরে চলে পশ্চিম দিগন্তের দেশে
আলোর ঐশ্বর্য হতে নিঃস্ব বঞ্চিত হয়ে নিঃসম্বল।
আমারো গৌরবসূর্য স্বর্ণোজ্জ্বল ছিল একদিন
ঐশ্বর্যের অমিত দর্পে ভ্রূযুগল ছিল দীপ্যমান
কিন্তু হায়! সে ঐশ্বর্য ক্ষণিকেতে হয়ে যায় লীন
কুটিল মেঘেতে ব্যাপ্ত সে গৌরবসূর্য হয় ম্লান।
তবু সে সূর্যে ঘৃণা করি না কখনো কোন ছলে
এ সূর্য কোন ছার, আকাশের ঘন মেঘদলে।

৩৪

এ দিন উজ্জ্বল থাকার কেন তুমি প্রতিশ্রুতি দিলে ?
তাইত বাহির হলাম বাড়ি হতে নিশ্চিন্তে পোষাকবিহীন
কিন্তু মেঘ এল ধেয়ে ধুয়ে গেলাম বৃষ্টির জলে
কুয়াশায় আচ্ছন্ন হলো ও মুখ তোমার মলিন।
হয়ত মেঘের ফাঁকে উঁকি মেরে চোখের আলোতে
আমার সিক্ত মুখ খরতাপে শুষ্ক করে দেবে
কিন্তু সে কোন মূঢ় ক্রীতদাস আছে পৃথিবীতে
সারাবে ক্ষতদেশ শুধু, অপমান অক্ষত রবে।
অথবা লজ্জা পাও যদি তুমি আমার দুঃখেতে
নিজেকে ধিক্কার দাও ব্যথাহত অনুতপ্ত হয়ে
আমার দুঃখ কোন পাবে নাক প্রতিকার তাতে
ক্ষতকারীর অনুতাপে কোন ক্ষত যায় না মিলিয়ে।
কিন্তু তোমার অশ্রু মুক্তো হয়ে যবে ঝরে পড়ে
সকল কুকর্ম তোমার মুহূর্তেই ভুলে যাই জেনো চিরতরে।

৩৫

দুঃখ করো না আর অতীতের কৃতকর্ম তরে
গোলাপেরো কাঁটা আছে, স্বচ্ছ ঝর্ণার জলে
কর্দমাক্ত আছে তলদেশ, ঘৃণ্য কীট কুঁড়ির ভিতরে
চন্দ্র সূর্যের মুখ মাঝে মাঝে অভিগ্রস্ত হয় মেঘদলে।
সকল মানুষের মত ভুল আমি করি কতবার
তাই ত তোমার ভুল আমার ভুলের সঙ্গে তুলনায় এনে
তোমার একটি পাপ স্বচ্ছন্দে ক্ষমা করি কত শতবার;
তোমার সকল ত্রুটি সহ্য করি অনায়াসে আমি খুশিমনে।
ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভুল ক্ষমা আমি করিগো তোমার
সে ভুলের তরে কত নিজে আমি করি ওকালতি
তার জন্য লোকনিন্দা সহ্য করতে হয় শুধু বারবার
ঘৃণা ও প্রেমের মাঝে অন্তর্দ্বন্দ্ব জাগে মূঢ়মতি।
প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে বারবার ধরা দিই তারে
সে মিষ্টি নিষ্ঠুর চোর আমার সর্বস্ব চুরি করে।

৩৬

একথা স্বীকার করি আমরা দুজনে যেন যমজ সন্তান
যদিও অভিন্ন আজো রয়ে গেছে আমাদের দ্বৈত ভালবাসা
কিন্তু একা বয়ে যাব সকল কলঙ্ক অপমান
তোমার সাহায্য ছাড়া এ পাপ স্খালনে কোন থাকবে না আশা
জীবনে ভিন্ন দুটি দুই দেহে আছি দুইজনে
যদিও আমাদের প্রেমে একই গুণ একই মূল্যমান
গুণগত তেজ নাই, সে প্রেমের কোন আস্বাদনে
অভিন্ন আনন্দ মূর্তি সে প্রেমের গভীরে আছে সতত সমান।
হয়ত তোমাকে কভু স্বীকৃতি দিতে নাও পারি
আমার কলঙ্ক পাছে লজ্জা দেয় সমান তোমাকে
প্রকাশ্যে করবে না দয়া অপমান যত সহ্য করি
অসম্মান ভয়ে তুমি কোন সম্মান দেবে না আমাকে।
কিন্তু করো না কিছু, আমার এ ভালবাসা গভীর এমনি
তুমি যে আমার ওগো, তোমার কুশলে আমি কুশল মানি।

৩৭

বিকলাঙ্গ পিতা যখন লাভ করে আনন্দ অপার
যৌবনে কর্মরত বলবান পুত্রের শক্তি দেখে
নিয়তির ঘৃণার ভারে খঞ্জখর্ব তেমনি আমার
অসীম আনন্দ হয় কর্মে তৎপর যবে দেখি তোমাকে।
বিত্ত বিদ্যা সৌন্দর্য অথবা বংশমর্যাদায়
সবেতে সার্থক তুমি সর্বগুণে সুভূষিত তুমি
অথবা আরো কিছু, আমি সেই মহামহিমায়
ক্ষুদ্র প্রেম দান করে সাজাই তোমার আমি সেই মনোভূমি।
পঙ্গু আমি শক্তি পাই, পাই তেজ অমিত তখন
শক্তির ঐশ্বর্যে তোমার হই বলীয়ান
তোমার গৌরবে আমি গর্ববোধ করিগো যখন
প্রেমের প্রাচুর্যে তোমার সমৃদ্ধ ও হই মহীয়ান।
জীবনে উত্তম যা খুঁজি আমি তোমার মাঝারে
এ বাসনা তৃপ্ত হলে দশগুণ সুখী ভাবি মোরে।

৩৮

কথা ও কাহিনী তোমার রয়েছে প্রচুর পরিমাণে
তখন বিষয়বস্তু কেন খোঁজে কবিতা আমার
আমার কবিতা যদি সমৃদ্ধ হতে পারে সে কাহিনীগুণে
সর্বগুণে গুণান্বিত আমার কবিতা পাবে প্রশংসা সবার।
যদি আমি না পারি দাও তুমি ধন্যবাদ নিজেকেই নিজে
যদিও নিখুঁত নও নিরপেক্ষ কঠোর বিচারে
কিন্তু সে কোন অকৃতজ্ঞ আছে জগতের মাঝে
বাণীরূপ দেবে নাক তোমার সে বিষয়বস্তুরে।
তোমার প্রেমের কথা যোগ্য হয় যেন দশগুণ
পুরনো ছন্দের ছাঁচ থেকে, হয় যেন জোরাল সুন্দর
শাশ্বত সে ছন্দের শক্তি এমনই নিপুণ
রসমূর্তি যার রবে চিরদিন অম্লান মধুর।
আমার এ তুচ্ছ কাব্য যদি তুষ্ট করে বর্তমানে
তার জন্য তুমি দায়ী প্রশংসাই হবে নিজগুণে।

৩৯

তোমার যোগ্যতার আমি কি করে যে করি গুণগাণ
আমার শ্রেষ্ঠ সত্তা রূপায়িত তোমার গুণেতে
কেউ কি করতে পারে আপন আত্মার জয়গান
কেমনে পৃথক করি আমার প্রশংসা তোমা হতে।
অদ্বৈত প্রেমের সত্তা এজন্য হোক দ্বিখণ্ডিত
অভিন্ন নিবিড় প্রেম এক হতে দুই খণ্ড হোক দুই নাম
তখন তোমার প্রাপ্য দিতে আমি পারব ঠিকমত
বিচ্ছেদে তীব্র হবে মিলনের বাসনা উদ্দাম।
হে বিরহ, কতই কঠোর হত বিচ্ছেদের কাল
যদি না মিলন হত প্রেমের আনন্দে সুমধুর
যে আনন্দের সুতো দিয়ে বুনে চলি কল্পনার জাল
যে আনন্দের অভাবে হত এ বিচ্ছেদ অসহ্য নিষ্ঠুর।
শিখেছি তোমার কাছে এক হতে কিসে দুই হয়
মৃত্যুর পরেও কিসে মানুষের প্রশংসা থাকে অব্যয়

৪০

আমার সমস্ত প্রেম নাও তুমি হে প্রিয়তম
নিঃশেষে উজাড় করে নাও তুমি সর্বস্ব আমার
অন্তরে যে প্রেম ছিল তোমারে দিয়েছি হে অন্তরতম
এখন আরও নাও আমার এ অন্তরের শ্রেষ্ঠ সম্ভার।
এ প্রেম গ্রহণ করো শুধু যদি প্রেমের খাতিরে
প্রয়োজনে করো ব্যবহার, দোষ আমি দেব না তোমাকে
যে প্রেম দেয় না কিছু হৃদয়সর্বস্ব হরণ করে,
তাহলে নিজেই তুমি প্রতারিত করবে নিজেকে।
হে প্রিয় তস্কর আমার ক্ষমা আমি করিগো তোমাকে
আমার দৈন্য তুমি নিঃশেষে করেছ হরণ,
এ দুঃখ অনেক বড় দুঃসহ তোমার প্রেম থেকে
ঘৃণার গরল থেকে ভয়াবহ এ প্রেমের অন্যায়বহন।
 কী চপল মহিমা তোমার যার মাঝে মন্দ ভাল হয়
 যতই দাওগো ঘৃণা, তোমার শত্রুতাকে দেব না প্রশ্রয়।

৪১

তোমার অন্তর থেকে বহুদূরে থাকি আমি যবে
যে অন্যায় করে থাক অসংযত স্বাধীনতা থেকে
সে অন্যায় ক্ষমা করি তোমার যৌবন-সৌন্দর্যের কথা ভেবে
প্রলোভনে ধরা দাও যখন তখন দাও বিলিয়ে নিজেকে।
তুমি নম্র অনায়াসলব্ধ তুমি সকলের কাছে
অনিন্দ্যসুন্দরী, তাই সতত কাম্য তুমি আছ সকলের
পরমাসুন্দরী যদি ছোটে কোন পুরুষের পিছে
সে পুরুষ ভুলে যায় সহজেই সব কথা কর্মফলের।
হে সুন্দরী, বোঝ তুমি আমার এ অন্তরের কথা
শাসনে সংযত করো তোমার ও উদ্ধত যৌবনটাকে
যে যৌবন তোমার মাঝে আনে যত উচ্ছৃংখলতা
অসংখ্য শপথভঙ্গ করতে বাধ্য করেগো তোমাকে।
 প্রলোভনে ধরা দেয় অবিশ্বস্ত সৌন্দর্য তোমার
 তাইত আমার কাছে খাঁটি নও হে সুন্দরী আমার।

কিং হেনরি দি ফোর্থ, প্রথম পর্ব

নাটকের চরিত্র

রাজা চতুর্থ হেনরি

হেনরি, প্রিন্স অফ ওয়েলস্ } রাজার পুত্রদ্বয়
প্রিন্স জন অফ ল্যাঙ্কাস্টার }

আর্ল অফ ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড } রাজার বন্ধুদ্বয়
স্যার ওয়ালটার ব্লাণ্ট }

টমাস পার্সি : আর্ল অফ ওরসেস্টার

হেনরি পার্সি : আর্ল অফ নর্দামবারল্যাণ্ড

হেনরি পার্সি ওরফে হটস্পার : ঐ পুত্র

এডমণ্ড মর্টিমার : আর্ল অফ মার্চ

আর্কিবাণ্ড : আর্ল অফ ডগলাস

স্ক্রুপ : ইয়র্কের আর্কবিশপ

ওয়েন গ্লেনডাওয়ার

স্যার রিচার্ড ভার্নন

স্যার জন ফলস্টাফ
পয়েনস্
বার্ডল্ফ } বিদূষকগণ
পেটো
গ্যাডশিল }

লেডী পার্সি হটস্পারের স্ত্রী ও মর্টিমারের বোন

লেডী মর্টিমার মর্টিমারের স্ত্রী

কুইকলি : ঈস্টচীপ হোটেলের মালিক

লর্ডগণ, অফিসারগণ, পরিচারকগণ, শেরিফ, প্রহরী ও রক্ষীগণ, বাহকগণ ও পথিকগণ

ঘটনাস্থল : ইংলণ্ড ও ওয়েলস্

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। লণ্ডন। রাজপ্রাসাদ।

রাজা, ল্যাঙ্কাস্টারের লর্ড জন, আর্ল অফ ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড, স্যার ওয়ালটার ব্লাণ্ট ও অন্যান্যদের প্রবেশ

রাজা। আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিভিন্ন দ্বন্দ্বের ঘাত প্রতিঘাতে দীর্ঘদিন বিব্রত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকার পর আমাদের ভীত সন্ত্রস্ত দেশমাতার শান্তি হাঁপ ছাড়ার সময় পেয়েছে, দূরাগত কোন নূতন বিপদাশঙ্কা হতে সে এখন মুক্ত হয়েছে

সবেমাত্র। আমাদের দেশমৃত্তিকার বিদীর্ণ বক্ষের তৃষ্ণা দেশের সন্তানদের রক্তে আর সিঞ্চিত করে তুলবে না তার শুষ্ক অধরোষ্ঠ। যুদ্ধের অসংখ্য পরিখা খনন করা হবে না দেশের প্রতিটি প্রান্তরে। শত্রুসৈন্যদের দর্পিত ও সশস্ত্র পদভরে দলিত বা পিষ্ট হবে না আর দেশের ফুল্ল কুসুমদল। আকাশের কক্ষচ্যুত উল্কার মত আমাদের যে সব শত্রুরা রোষকষায়িত লোচনে আভ্যন্তরীণ কলহ ও অন্তর্যুদ্ধকে তীব্র করে তোলার প্রয়াস পাচ্ছিল আজ তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে একযোগে ব্রতী হবে দেশের কাজে। বন্ধু বন্ধুর বিরুদ্ধে, ভাই ভাইএর বিরুদ্ধে, আত্মীয় স্বজন আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে না আর কোন সর্বনাশা যুদ্ধে। যুদ্ধের ক্ষুরধার শাণিত ছুরির আত্মঘাতী আঘাতে সে ছুরির মালিক আর নিহত হবে না। সুতরাং বন্ধুগণ, যিশু খৃস্টের পবিত্র সমাধিস্থল পর্যন্ত এবার প্রসারিত হবে আমাদের ইংরাজশক্তির রাজকীয় প্রভুত্ব। যাঁর পবিত্র পদধূলিতে ধন্য হয় এ দেশের মাটি, যিনি সমগ্র মানবজাতির উদ্ধারের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়ে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন আমরা সেই মহামানব খৃস্টের শান্তি-সেনারূপেই অধার্মিক ও নাস্তিক পেগানদের ওদেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্য সংগ্রাম করেছি। এই পবিত্র ব্রতসাধনের সংগ্রামী সংকল্প যেন মাতৃজঠরেই সঞ্চারিত হয়েছিল আমাদের অস্থিমজ্জায়। তবে আজ এখন অবশ্য সে সংকল্পের কথা আলোচনা করার জন্য এখানে মিলিত হইনি আমরা, কারণ এ সংকল্প দীর্ঘ এক বছরের পুরাতন। ভাই ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড, গতরাতে আমাদের পরিষদ আমাদের করণীয় কর্তব্যকর্ম বর্তমানে কিভাবে দ্রুত কার্যে রূপায়িত করা যায় সে সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সে বিষয়ে কিছু বলব।

ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড। এ কাজের তৎপরতা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না মহারাজ। তবে গতরাত্রিতে ওয়েলস্ হতে আগত এক দুঃসংবাদ বিঘ্ন ঘটায় আমাদের কাজে। সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে আমাদের মহান মর্টিমার তাঁর হিয়ারফোর্ডশায়ারের লোকজন নিয়ে বিদ্রোহী গ্লেনডাওয়ারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকালে ওয়েলস্‌বাসীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হন এবং তাঁর একহাজার সৈন্য তাদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়। তারা ওদের দেহগুলো এমনভাবে পদদলিত ও বিকৃত করে যে সেকথা বলতেও লজ্জা পাবে যে কোন মানুষ।

রাজা। তুমি কি বলতে চাও এই দুঃসংবাদের জন্য আমাদের পরিকল্পিত ধর্মযুদ্ধ স্থগিত থাকবে?

ওয়েস্ট। এর সঙ্গে আরো দুঃসংবাদ আছে মহারাজ। আরও ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ এসেছে উত্তর থেকে। সংবাদটা এই যে হোমডনে দুর্ধর্ষ স্কটদের সঙ্গে আমাদের বীর হটস্‌পার, যুবক হেনরি পার্সি আর আর্কিব্যাল্ডের এক ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ হয়। খবরে যতদূর জানা যায় হটস্‌পারদের শত্রুরা জয়ী হয়েছে।

রাজা। কিন্তু আমাদের মিত্র বীর ও কর্মঠ স্যার ওয়াল্‌টার ব্লাণ্ট এইমাত্র যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এসে খবর দিলেন হোমডনের প্রান্তরে আর্ল অফ ডগলাস পরাজিত। হোমডনের রণক্ষেত্রে ওয়ালটার আরো দেখেছে দশ হাজার স্কট আর কুড়ি জন নাইট রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পড়ে আছে। হটস্‌পার যাদের যাদের গ্রেপ্তার করেছে তাদের মধ্যে আছে পরাজিত ডগলাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র ফিফির আর্ল মর্ডেক আর আছে মুরে, এ্যাঙ্গাস ও মেনটিথের আর্লরা। এগুলো কি আমাদের পক্ষে গৌরব ও সম্মানের কাজ না? এ কাজ কি বীরত্বের পুরস্কার নয় ভাই?

ওয়েস্ট। একজন রাজপুত্রের পক্ষে এ বিজয়গৌরবলাভ সত্যিই গর্ব করার মত।

রাজা। সেইখানেই ত আমার দুঃখ ভাই। আমার কেবল ঈর্ষা হয় লর্ড নর্দামবারল্যাণ্ড কেন এই সৌভাগ্যবান ও গৌরবজনক পুত্রের পিতা হলো। যে আর পাঁচজন ছেলেকে তার কৃতিত্বের দ্বারা ছাড়িয়ে অসংখ্য আগাছার মধ্যে মহীরুহের মত বড় হয়ে উঠেছে সে কেন আমার পুত্র হলো না? কেন কোন নৈশ পরী এসে তাদের শৈশবের দোলনা থেকে বিনিময় করল না পরস্পরের মধ্যে? সে আমার পার্সিকে নিলে আমি তার হ্যারিকে নিতাম। পার্সির কৃতিত্ব সম্বন্ধে তুমি কি বল? যে সব লোককে সে বন্দী করেছে তাদের মধ্যে আমি শুধু মর্ডেক ছাড়া আর কাউকে পাব না, বাকি সবাইকে সে নিজের স্বার্থে রেখে আমাকে শুধু বন্দী করার খবরটা পাঠিয়েছে লোকমুখে?

ওয়েস্ট। এটা নিশ্চয় তার কাকার শিক্ষা। যে ওরসেস্টার সব বিষয়েই আপনার অপকার ও ক্ষতি চিন্তা করে থাকেন সেই ওরসেস্টারের কুশিক্ষা-বশতঃই উনি একাজ করেছেন। আর এইভাবেই রাজকুমার বিভিন্ন বিষয়ে আপনার অসম্মান করে নিজেকেই অপমানিত ও ছোট করে তোলেন তিনি।

রাজা। কিন্তু আমি এর কৈফিয়ৎ দেবার জন্য ওকে ডেকে পাঠিয়েছি। আর এই কারণেই আমাদের পবিত্র জেরুজালেম অভিযান স্থগিত রাখতে হলো

ভাই, আগামী বুধবার উইণ্ডসরে পরিষদের সভা আহ্বান করব—তুমি সব লর্ডদের জানিয়ে দাও। কিন্তু তুমি কাজ সেরেই তাড়াতাড়ি চলে আসবে, শুধু রাগের মাথায় গরম গরম কথা বললে চলবে না, অনেক কিছু বলার ও করার আছে। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। লণ্ডন। যুবরাজের প্রাসাদ।

যুবরাজ ও স্যার জন ফলস্টাফের প্রবেশ

ফলস্টাফ। এখন বেলা কত হলো ছোকরা ?

যুবরাজ। তুমি পুরনো পচা মদ খেয়ে আর সারাদিন বিকেল পর্যন্ত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তোমার মাথাটাকে এমন মোটা করে ফেলেছ যে আসলে কোনটা কি জানতে হবে তা জানতে ভুলেই গেছ। বেলা কত তা জেনে তোমার মাথামুণ্ডু কি হবে ? যদি ঘণ্টাগুলো মদের কাপ না হয়, ঘড়িটা যদি মদের চাট না হয় আর সূর্যটা যদি আগুন রঙের জামাপরা কোন সুন্দরী নারী না হয় তাহলে তোমারও বেলা কত হলো তা জানার কোন মানে হয় না।

ফলস্টাফ। তুমি কিছুটা ঠিক বলেছ হল। আমরা যারা মদ পান করি তারা চাঁদ আর সপ্তর্ষিমণ্ডলের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করি, সূর্যের কাছাকাছি যাই না। যাই হোক, তুমি যখন রাজপুত্র, ঈশ্বর তোমায় রক্ষা করুন। তবে ঈশ্বরের আশীর্বাদ তুমি কিন্তু কিছুই পাবে না।

যুবরাজ। কী, কিছুই পাব না ?

ফল। না কিছুই না, শুধু ডিম আর মাখন জোটার মত একটুখানি আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছুই না।

যুবরাজ। আচ্ছা কেন তা আমায় বুঝিয়ে বল।

ফল। তাহলে হে আমার প্রিয় রাজপুত্র, আমরা যারা রাতের প্রহরী তারা দিবালোকের সৌন্দর্য চুরি করি এ অপবাদ আমাদের দিও না। আমরা হচ্ছি ডায়েনার অরণ্যরক্ষক, ছায়াবাসী মানুষ, চাঁদের ভৃত্য ও অনুগত প্রজা। সমুদ্রের মত আমরাও আমাদের সতী লক্ষ্মী রাণীর সুশাসনে সন্তুষ্ট এবং তাঁর ছত্রচ্ছায়ায় থেকে দিব্য চুরি করে যাই।

যুবরাজ। ভালই বলেছ আর তোমার কথাটাও সত্যি। আমরা যারা চাঁদের লোক তাদের ভাগ্যও চন্দ্রশাসিত সমুদ্রের জোয়ারভাটার মতই ওঠানামা করে। এই যেমন ধরো এক থলে স্বর্ণমুদ্রা সোমবার এক জায়গা হতে ছিনিয়ে নেওয়া হলো, অথচ মঙ্গলবার দিনই তা আজে বাজে কারণে সব খরচ হয়ে গেল।

অর্থাৎ জোয়ারের জলের মত এসে তা ভাটার টানের মত কোথায় চলে গেল।

ফল। তুমিও ভালই বলেছ ছোকরা। আচ্ছা, আমাদের এই হোটেলওয়ালী মেয়েটা সুন্দরী না?

যুবরাজ। হ্যাঁ, তা আবার নয়? হিবিয়ার মধুর মতই মিষ্টি ওর রূপ। আচ্ছা মোষের চামড়ায় তৈরি কোন জার্কিনই কি বন্দীদের পক্ষে ভাল পোষাক নয়?

ফল। এ কি কথা হে ছোকরা! তুমি কি পাগলা হয়ে গেলে নাকি? এ আবার তোমার কি হেঁয়ালি? মোষের চামড়ার জামা নিয়ে আমি মরতে কি করব?

যুবরাজ। আমিও তেমনি তোমাদের হোটেলওয়ালীকে নিয়ে কি করব?

ফল। তুমি তাকে কতবার ডেকেছ?

যুবরাজ। আমি তোমার জন্যই তাকে ডাকিনি কি? তুমি তোমার হোটেল খরচ মিটিয়ে দেবে বলেই আমি তাকে ডেকেছিলাম।

ফল। না, তুমিই তা মিটিয়ে দিয়েছ, অবশ্য আমি তোমার টাকা পরে সব শোধ করে দেব।

যুবরাজ। আমার কাছে যতক্ষণ টাকা থাকে আমি তাই করি এবং তা করবও, যখন থাকবে না তখন ধার করব।

ফল। আসল কথা এতে তুমি যুবরাজ হিসাবে তোমার ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে চাও। এর দ্বারা কি বোঝা যায় না যে তুমিই হচ্ছ যুবরাজ? হে আমার প্রিয় ছোকরা, তুমি যখন রাজা হবে তখন ইংলণ্ডে কি ফাঁসিকাঠ বলে কোন জিনিস থাকবে আর প্রাচীন আইন কানুন বলেও কি কিছু থাকবে? তুমি রাজা হলে তুমি যেন কোন চোরকে ফাঁসি দিও না।

যুবরাজ। না আমি না, তুমি দেবে।

ফল। আমি দেব? হ্যাঁ কখনো কেমনে। তবে হ্যাঁ, বিচারক হিসাবে আমি যে সাহসের পরিচয় দেব তাতে কোন সন্দেহ নেই।

যুবরাজ। তোমার কথা এখনই মিথ্যা প্রমাণিত হচ্ছে। তুমি তখন ঠিক চোরদের ফাঁসিকাঠে ঝোলাবে আর লোকসমাজে একজন বিশিষ্ট ঘাতক হিসাবে পরিচিত হবে।

ফল। বাঃ বেশ বলেছ, হল। তোমার কথাগুলো আমার কথার মতই

রসিকতাপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রাজদরবারে বিদূষক হিসাবে আমি এই কথাই বলে থাকি।

যুবরাজ। রাজদরবারে কি তুমি প্রজাদের আবেদন শুনতে যাও ?

ফল। হ্যাঁ, আর প্রজাদের আবেদন নিবেদন শোনা বা তাদের ন্যায় অন্যায়ের বিচার করার ক্ষমতা আমার কিছু কম নেই। তবে আজ আমার মন মেজাজ ভাল নেই। আজ আমি বন্দী বিড়াল অথবা সাথীহারা ভালুকের মতই বিষণ্ণ।

যুবরাজ। অথবা কোন বৃদ্ধ সিংহ বা প্রেমিকের বীণার মত বল।

ফল। অথবা লিঙ্কনশায়ারের গুঞ্জনরত বুলবুল পাখির মত বিষণ্ণ বলতে পার।

যুবরাজ। আচ্ছা খরগোশ বা মুর খালের বিষাদ সম্পর্কে তোমার অভিমত কি ?

ফল। তোমার উপমাগুলো বড় বেখাপ্পা ছোকরা আর তুমি যার তার সঙ্গে শুধু তুলনা করে বস কথায় কথায়। কিন্তু দয়া করে আর আমার মধ্যে অহঙ্কার জাগিয়ে তুলো না। ঈশ্বরের কৃপায় তুমি আর আমি যদি কোথায় ভাল ভাল নাম বিক্রি হয় তা জানতাম তাহলে তা কিনে আনতাম। এই ত সেদিন রাজার পরিষদের সদস্য একজন প্রবীণ লর্ড আমাকে তোমার সমতুল্য বলে অভিমত প্রকাশ করলেন প্রকাশ্য রাজপথে। আমি অবশ্য কান দিইনি তাঁর কথায়। তবে কথাটা তিনি বিজ্ঞের মতই বলেছিলেন। আর আমি না শুনলেও তিনি বিজ্ঞের মত সেকথা বলে চললেন রাজপথে।

যুবরাজ। তুমি ঠিকই করেছ, কারণ বিজ্ঞ লোকেরা এইভাবে জ্ঞানের কথা পথে পথে বলে বেড়ায় ছড়িয়ে বেড়ায় ; কিন্তু কেউ তা শোনে না।

ফল। তোমার কথাগুলো ত সাংঘাতিক। তুমি তোমার এই কথার কারসাজিতে মুনিরও মন টলিয়ে দিতে পার। তুমি আমার অনেক ক্ষতি করেছ হল আর ভগবান তার জন্য তোমায় ক্ষমা করুন। তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হবার আগে আমি কিছুই জানতাম না আর এখন আমি একটা দুষ্ট লোকের থেকে কোন অংশে ভাল নই। অর্থাৎ আমি যেটুকু খারাপ হয়েছি সে শুধু তোমারি জন্য। আমি এ জীবন ছেড়ে দেব, তোমার সংস্রব ত্যাগ করব, আর যদি তা না করি তাহলে আমাকে শয়তান বলে ডাকবে। আমি কোন কালে বা কোন জন্মে রাজপুত্র হতে চাই না।

যুবরাজ। কাল আবার কোথায় আমরা টাকা পাব জ্যাক ?

ফল। জাহান্নামে যাও। কোথায় আর পাবে, আমিই যোগাড় করব

যেখান থেকে হোক। আর যদি তা না করতে পারি তাহলে আমাকে শয়তান বলে ডাকবে।

যুবরাজ। বাঃ আমি দেখছি তোমার জীবনে এক ভাল পরিবর্তন হয়েছে—প্রার্থনার কাজ ছেড়ে করছ টাকা ছিনতাই।

ফল। কেন হল, এটা আমার পেশা। আপন আপন পেশার কাজ করে যাওয়ায় কোন পাপ নেই।

পয়েনস্‌এর প্রবেশ

পয়েনস্, গ্যাডশিল যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছে এবার আমরা জানব তার কথা। মানুষ পাপ করে যদি তার গুণ বা যোগ্যতার দ্বারা পরিত্রাণ পায় তাহলে নরকে একবার করে সবাই গিয়ে ফিরে আসত। এই লোকটা একটা ভয়ঙ্কর শয়তান, ও বহু সৎ লোকের কাজে বাধা দিয়েছে।

যুবরাজ। নমস্কার নেজ।

পয়েনস্। নমস্কার হল। মহাশয় 'রিমোর্স' (দুঃখ) এর খবর কি? স্যার জন স্যাক ও সুগার কি বলেন? আচ্ছা জ্যাক, কিকরে তুমি শয়তানের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে গুড ফ্রাইডের মত শুভ দিনে তোমার আত্মাকে একপাত্র মদ আর বাসি মোরগের একটা ঠ্যাংএর জন্য বিকিয়ে দিলে?

যুবরাজ। স্যার জন কখনো কথার খেলাপ করে না। শয়তানকে কথা দিলেও সে কথা ত রাখবেই, তার প্রাপ্যও তাকে দিয়ে দেবেই।

পয়েনস্। শয়তানের সঙ্গে কথার ঠিক রাখার জন্য তোমায় অভিশাপ ভোগ করতে হবে।

যুবরাজ। শয়তানকে ঠকালেও আবার ওকে অভিশাপ ভোগ করতে হত।

পয়েনস্। কিন্তু শোন ছোকরারা, কাল ভোর চারটের সময় তোমাদের গ্যাডশিলের কাছে যেতে হবে। ঐ সময় বহু তীর্থযাত্রী বহু কিছু মূল্যবান ধনরত্ন ও উপচার নিয়ে ক্যান্টারবেরির পথে এগিয়ে যাবে আর বহু ব্যবসায়ী-সন্তান যাবে মোটা মোটা টাকা নিয়ে। আজ রাতে গ্যাডশিল শোবে রচেস্টারে। তোমাদের সকলের ঘোড়া আছে আর আমি তোমাদের জন্যে মুখোস ঠিক করে রেখেছি। আগামীকাল রাতে আমি ঈস্টচীপ হোটেলে নৈশ ভোজের ব্যবস্থা করে রেখেছি। কাজটা আমরা ঘুমোতে ঘুমোতে অতি সহজেই করে ফেলতে পারব। যদি তোমরা যাও তাহলে সোনার টাকায় ভরে দেব তোমাদের থলে আর যদি না গিয়ে ঘরে বসে থাক তাহলে গলায় দড়ি দিয়ে মর।

ফল। শোন এডওয়ার্ড, যদি আমি না গিয়ে ঘরে বসে থাকি আর তুমি চলে যাও তাহলে আমি তোমাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাব যাওয়ার জন্যে।

পয়েনস্। একেবারে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবে?

ফল। হল, তুমি একাজটা করবে তার মানে ওকে কাটবে?

যুবরাজ। কে আমি? আমি চুরি করি, একজন চোর হয়ে একাজ করব? না, সত্যি বলছি আমি তা পারব না।

ফল। তোমার মধ্যে সততা মনুষ্যত্ব বন্ধুত্ব কিছুই নেই। যদি তুমি দশ শিলিংএর জন্ত কারো সামনে সাহস করে রুখে দাঁড়াতে না পার তাহলে তোমার রাজবংশে জন্মগ্রহণ করাই বৃথা।

যুবরাজ। ঠিক আছে, তাহলে জীবনে মাত্র একবার আমি পাগলামি করব।

ফল। ঠিক বলেছ।

যুবরাজ। তাহলে তুমি যা করার করবে, আমি কিন্তু বাড়িতেই থাকব।

ফল। তাহলে তুমি রাজপুত্রই থাকবে আর আমি বিশ্বাসঘাতক প্রতিপন্ন হব।

যুবরাজ। আমি তা গ্রাহ্য করি না।

পয়েনস্। স্যার জন, আমাকে কিছুক্ষণ যুবরাজের সঙ্গে একা থাকতে দাও। আমি তাঁকে এমন সব যুক্তি দেখাব যাতে উনি এই অভিযানে অবশ্যই যোগদান করবেন।

ফল। ঠিক আছে, ঈশ্বর তোমায় প্ররোচনাশক্তি দান করুন আর ওঁকে পরের কথা শুনে লাভবান হবার মত কান দান করুন। ভগবান করুন, তুমি যা বলবে তা যেন ওঁকে বিচলিত করে আর উনি যা শুনবেন তা যেন বিশ্বাস করেন; যেন একজন প্রকৃত যুবরাজ ঠাট্টার ছলে মিথ্যা চোরে পরিণত হন। সময় বিশেষে সাহসের সঙ্গে সব করতে হয়।

যুবরাজ। বিদায় হে বিলম্বিত বসন্ত! বিদায় হে উজ্জ্বল গ্রীষ্ম।

(ফলস্টাফের প্রস্থান)

পয়েনস্। হে আমার প্রিয়তম প্রভু, কাল আমার সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে চল। ঠাট্টার ছলে আমায় এমনই একটা কাজ করতে হবে যা আমি একা পারব না। ফলস্টাফ, বার্ডল্‌ফ, পিটো আর গ্যাডশিল পথের ধারে ওৎ পেতে দাঁড়িয়ে থেকে লোকগুলোর কাছ থেকে সব ছিনিয়ে নেবে। আমরা তখন ওখানে থাকব না। কিন্তু ওরা ওদের কাছ থেকে মালগুলো হস্তগত করলে আমরা গিয়ে

যদি আবার ওদের কাছ থেকে তা ছিনিয়ে না আনি তাহলে আমার মাথাটা কেটে ফেলবে ঘাড় থেকে।

যুবরাজ। আমরা তাহলে কখন কিভাবে ওদের থেকে ছাড়াছাড়ি হব?

পয়েনস্। কেন, হয় ওদের যাবার আগে অথবা পরে আমরা রওনা হব আর একটা জায়গা নির্দিষ্ট করে দেব যেখানে ওরা দেখা করবে আমাদের সঙ্গে। তারপর ওরা আপনার কাজ করবে। আর কাজটা হাসিল হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা যেয়ে পড়ব ওদের কাছে।

যুবরাজ। কিন্তু ওরা আমাদের ঘোড়া দেখেই চিনে ফেলবে। আমাদের হাবভাব আর ধরণধারণ দেখে আমাদের ধরে ফেলবে ওরা।

পয়েনস্। যাঃ! আমাদের ঘোড়াগুলো ওরা দেখতেই পাবে না—আমি বনের ভিতরে ঘোড়াগুলো বেঁধে রাখব গাছের সঙ্গে। আমরা আমাদের মুখোসগুলোও বদলে নেব। আর আমাদের বাইরের পোষাক ঢাকারও এক ধরনের আবরণ আছে।

যুবরাজ। তা সত্ত্বেও আমার মনে হচ্ছে ওদের আমরা ধরতে পারব না।

পয়েনস্। ওদের মধ্যে দুজনকে জানি একেবারে খাঁটি কাপুরুষ আর তৃতীয় লোকটা বড় কুঁড়ে অর্থাৎ দরকারের বেশী একটুও লড়াই করে না। এই ব্যাপারটার মজা এই যে দেখবে ওই মোটা লোকটা আবোল তাবোল বেমালুম মিথ্যা কথা বলে যাবে আমাদের নৈশভোজের আসরে। ও বলবে ও তিরিশটা লোকের সঙ্গে একা লড়াই করেছে, কত আঘাতই না ও সহ্য করেছে। আর এই সব মিথ্যার জন্য ও যে বকুনি খাবে তাতে প্রচুর মজা হবে।

যুবরাজ। ঠিক আছে, আমি যাব তোমার সঙ্গে। যাবার জন্য সব ঠিকঠাক করো। কাল রাতে ঈস্টচীপ হোটেলে খাব, ওখানেই দেখা করবে আমার সঙ্গে।

পয়েনস্। বিদায় স্যার। (পয়েনস্‌এর প্রস্থান)

যুবরাজ। আমি তোমাদের সকলকে চিনি এবং তোমাদের আলস্যজনিত এই রঙ্গতামাশার ব্যাপারটা আমি মেনে নেব। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে সূর্যকে অনুসরণ করব। সূর্য যেমন সাময়িকভাবে কালো মেঘচ্ছায়াকে তার উজ্জ্বল সৌন্দর্যকে ঢেকে ফেলার অনুমতি দেয়, কিন্তু পরক্ষণেই আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনবোধ করলে এক আশ্চর্য আলোর প্রখরতা দিয়ে সমস্ত মেঘ ও কুয়াশাজাল বিদীর্ণ করে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে আমিও তেমনি

সাময়িকভাবে ওদের এ আবদার মেনে নিয়ে এক হীন কাজের দ্বারা আমার স্বরূপকে ম্লান করে তুলব। তাবলে বারো মাস নয়। কোন খেলা বা হাসি তামাশা কখনো বারো মাস ভাল লাগে না। প্রতিকূল মাটিতে মলিনভাবে পড়ে থাকা কোন মূল্যবান ধাতুর মত আমি আমার উজ্জ্বলতর স্বরূপ পরক্ষণেই এমনভাবে প্রকাশ করব যাতে অনেকের মুগ্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় আমার প্রতি। আমি তাহলে এই অপরাজেয় কাজটাকে শুধু এক কৌশলগত পদ্ধতি হিসাবে প্রয়োগ করব সাময়িকভাবে। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। লণ্ডন। রাজপ্রাসাদ।

রাজা, নর্দামবারল্যাণ্ড, ওরসেস্টার, হটস্‌পার, স্যার ওয়ালটার ব্লাণ্ট ও অন্যান্যদের প্রবেশ

রাজা। এই সব অপমান সত্ত্বেও আমার রক্ত এতদিন সহিষ্ণুতায় শীতল হয়েছিল। তোমরা তা লক্ষ্য করেছ। তাই তোমরা আমার ধৈর্যের উপর অত্যাচার করে এসেছ। কিন্তু মনে রেখো, এবার হতে আমি সত্যিকারের রাজার মত চলব। আমার যে স্বরূপ এতদিন তেলের মত নরম আর চারাগাছের মত নত হয়ে থেকে রাজকীয় মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছিল সে স্বরূপ এবার আমি কঠোর ও ভয়াবহভাবে প্রকাশ করব। আমার রাজকীয় মর্যাদাবোধসম্পন্ন মাথা এবার হতে কেবলমাত্র মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির কাছেই নত হবে।

ওরসেস্টার। আমাদের রাজপরিবারও আমাদের চেষ্টা সত্ত্বেও সে মর্যাদার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি মহারাজ।

নর্দাম। হুজুর—

রাজা। ওরসেস্টার, তুমি চলে যাও এখান থেকে। অবাধ্যতা আর বিপজ্জনক বিদ্রোহের স্পষ্ট আভাস পাচ্ছি আমি তোমার চোখে। তোমার এই উপস্থিতি যেমন উজ্জ্বল তেমনি দুঃসাহসিকতাপূর্ণ। কোন রাজাও কখনো কোন প্রজার চোখের এমন রোষকষায়িত ভ্রূকুটি সহ্য করবে না। তার থেকে তুমি বরং চলে যাও এখান থেকে। আমরা দরকার বুঝলে পরে তোমায় ডেকে পাঠাব। (ওরসেস্টারের প্রস্থান) এবার তুমি বল কি বলতে যাচ্ছিলে।

নর্দাম। বলছিলাম কি মহারাজ, হোমডনে হ্যারি পার্সি আপনার নামে যে শত্রুকে বন্দী করেছিল, সে সব বন্দীকে সে আপনার কাছে উপস্থাপিত করতে অস্বীকার করেনি এবং যথাসময়েই সে আপনার সমীপে উপস্থিত করছে

তাদের। সুতরাং নিশ্চয়ই কোন লোক ঈর্ষা অথবা উচ্চাভিলাষের বশবর্তী হয়ে একথা বলেছে আপনার কাছে। এর জন্য আমার পুত্র কোনক্রমে দায়ী নয়।

হটস্পার। মহারাজ, একথা কখনই অস্বীকার করিনি আমি। আমার বেশ স্মরণ আছে যখন ঘোরতর যুদ্ধ চলছিল, যখন আমি যুদ্ধজনিত নীরস ক্রোধ আর নিদারুণ শ্রমে ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে আমার তরবারির উপর ঝুঁকে পড়ে হাঁপাচ্ছিলাম তখন বরবেশে সজ্জিত হয়ে সুগন্ধী আতর মেখে নস্যির কৌটো হাতে কোন এক সৌখীন লর্ড এসে হাজির হলেন সেখানে। সেই ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকরা যখন মৃত ও আহত সৈনিকদের বহন করে নিয়ে যাওয়ার কাজে ব্যস্ত ছিল তিনি তখন হেসে হেসে কথা বলছিলেন এবং এক সময় তাঁর পাশ দিয়ে বিকৃত মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সৈন্যদের গালাগালি করতে লাগলেন। পরে তিনি আমাদের ভর্ৎসনা করতে লাগলেন এবং আপনার নাম করে বন্দীদের দাবি করলেন। দুঃখে অধৈর্য হয়ে আমার ক্ষতস্থান না বেঁধেই অবহেলার সঙ্গে তাঁর উত্তর দিলাম আমি। একাজ আমার উচিত কি অনুচিত তা আমি ভেবে দেখিনি, তাঁর সেই ব্যবহার আর উজ্জ্বল ও সুগন্ধী পোষাকের নিষ্ঠুর উপহাস পাগল করে দিয়েছিল আমায়। সুসজ্জিতা বীরাঙ্গনার মত তিনি হালকাভাবে যুদ্ধের কথা বলতে লাগলেন।—ঈশ্বর তাঁকে ক্ষমা করুন। তাঁর প্রভুত্বসূচক বড় বড় কথা আমার অন্তরের জ্বালা বাড়িয়ে দিয়েছিল। সত্যিই এটা দুঃখের বিষয় যে তিনি বললেন, এই সব গুলি-গোলার ভয় না থাকলে তিনি যুদ্ধ কাকে বলে তা দেখিয়ে দিতেন। তার এই সব দায়িত্বহীন অসংলগ্ন কথার উত্তর আমি দিয়েছিলাম পরোক্ষভাবে। আমার প্রার্থনা হুজুর, তাঁর কোন বিবরণ যেন আপনার আমার মধুর সম্পর্কের মাঝে কোনরূপ অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায়।

ব্লাণ্ট। হুজুর, সমগ্র অবস্থা পর্যালোচনা করে সেই বিশেষ স্থান ও কালে সেই বিশেষ লোকটাকে হ্যারি পার্সি যা যা বলেছে তা আপনি ভুলে যান। তাছাড়া সে যখন সেকথা স্বীকার করে ক্ষমা চাইছে তখন সেকথার উপর ভিত্তি করে তাকে আর অভিযুক্ত করবেন না।

রাজা। কেন, সে বন্দীদের দিতে চেয়েছিল একটা শর্তে। যে নির্বোধ মর্টিমার অভিশপ্ত গ্লেনডাওয়ারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, সেই বন্দী মর্টিমারকে টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে আনলে তবে সে বন্দীদে

সমর্পণ করবে বলেছিল। সুতরাং এবার বল, আমরা কি রাজকোষ শূন্য করে একজন রাজদ্রোহীকে কিনে আনব? কেন, সে বন্ধ্যা পার্বত্যভূমিতে না খেয়ে শুকিয়ে মরুক। যে বিদ্রোহী মর্টিমারকে ঘুঁষ দিয়ে ছাড়িয়ে আনার কথা বলবে তাকে আমি আমার বন্ধু বলে ভাবতে পারব না।

হট। বিদ্রোহী মর্টিমার! তার যদি পতন হয়ে থাকে মহারাজ তাহলে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি অনুসারে ঘটনাক্রমেই হয়েছে। তার দেহের অসংখ্য ক্ষতই প্রমাণ করবে তার সততা। বীরের মত সে যুদ্ধ করতে করতে এই সব ক্ষত সহ্য করে। পরিশেষে সে সেভার্ণ নদীর তীরে একা যুদ্ধ করতে করতে তাক লাগিয়ে দেয় গ্লেনডাওয়ারকে। যুদ্ধ করতে করতে তিন তিনবার তারা হাঁপাতে হাঁপাতে থেমে নদীর জল পান করে। পরে সে তাদের সংখ্যাধিক্য দেখে একা না দাঁড়িয়ে নলখাগড়ার বনের ভিতর দিয়ে পালিয়ে যায়। সুতরাং মহারাজ, তার বীরত্ব ও সততার যেন কেউ অপব্যাখ্যা না করে। মর্টিমার বিশ্বাসঘাতক হলে সে কখনই এতগুলো আঘাত সহ্য করত না। এমন অবস্থায় তাকে যেন কেউ বিদ্রোহী বা বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদ না দেয়।

রাজা। তার সম্বন্ধে তুমি মিথ্যা কথা বলছ পার্সি। সে কখনই একা গ্লেনডাওয়ারের সঙ্গে লড়াই করেনি। যাও তুমি আর মর্টিমারের কথা বলো না। লর্ড নর্দামবারল্যাণ্ড, তুমি তোমার পুত্রকে নিয়ে এখান থেকে চলে গিয়ে যত তাড়াতাড়ি পার বন্দীদের পাঠিয়ে দাওগে। তা না হলে আমি যে ব্যবস্থা গ্রহণ করব তা কিন্তু শুভ হবে না তোমাদের পক্ষে।

(রাজা হেনরি, ব্লাণ্ট ও অনুচরবর্গের প্রস্থান)

হট। যেন শয়তান স্বয়ং এসে গর্জন করে উঠল রাজার কণ্ঠে। করুক, আমি বন্দী পাঠাব না। আমি সরাসরি তার সামনে গিয়ে একথা বলব। আমার অন্তরটা অন্তত: হালকা হবে, তাতে আমার মাথা কাটা যায় যাবে।

নর্দাম। তুমি এখন রাগে উন্মাদ হয়ে গেছ। একটু থাম, শান্ত হয়ে একটু চিন্তা করো। ঐ দেখ, তোমার কাকা আসছে।

ওরসেস্টারের প্রবেশ

হট। মর্টিমারের কথা আর বলো না! একশোবার আমি তার কথা বলব। আজ যদি মর্টিমারকে সমর্থন না করি তাহলে আমার আত্মা যেন ঈশ্বরের কৃপা হতে বঞ্চিত হয়। দরকার হলে আমি আমার দেহের সব রক্ত ফোঁটা ফোঁটা

করে ধূলিতে ঢেলে দিয়ে আমার সব শিরাগুলোকে শূন্য করে দেব। তবু আমি এই অকৃতজ্ঞ রাজা বোলিংব্রোকের সমান মর্যাদার স্তরে তুলে ধরব মর্টিমারের নামকে।

নর্দাম। ভাই, রাজা তোমার ভাইপোর মাথা খারাপ করে দিয়েছে।

ওরসেস্টার। আমি যাওয়ার পর কে আবার এই উত্তাপের সৃষ্টি করল ?

হট। উনি আমাদের সব বন্দীদের নিয়ে নেবেন। কিন্তু আমি যখন আমার শ্যালক মর্টিমারের মুক্তির জন্য উপযুক্ত উপঢৌকন দেবার কথা বললাম তখন উনি এমন কঠোরভাবে আমার দিকে তাকালেন যে তা দেখে মনে হলো সাক্ষাৎ মৃত্যু মূর্ত হয়ে উঠেছে সে দৃষ্টিতে, মনে হলো মর্টিমারের নাম শুনেই উনি ভয়ে কাঁপছেন।

ওর। এর জন্য আমি তাঁকে দোষ দিতে পারি না। রিচার্ড কি এই বলে অভিশাপ দিয়ে যাননি যে তাঁর মৃত্যুর আর দেরি নেই ?

নর্দাম। হ্যাঁ, সে অভিশাপের কথা আমি শুনেছি। সেই হতভাগ্য রাজা রিচার্ডের প্রতি যে অন্যায় আমরা করেছি ঈশ্বর যেন তা ক্ষমা করেন। রাজা রিচার্ড প্রথমে আইরিশ অভিযানে বার হয়েছিলেন, পরে সে অভিযান মাঝপথে বন্ধ রেখে দেশে ফিরে আসেন এবং সিংহাসনচ্যুত ও নিহত হন।

ওর। আর তাঁর সেই শোচনীয় মৃত্যুর জন্য আমাদের নিন্দায় পঞ্চমুখ হয় সারা দুনিয়ার লোক।

হট। একটু চুপ করুন। আচ্ছা রাজা রিচার্ড কি তখন আমার শ্যালক এডমণ্ড মর্টিমারকে তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসাবে ঘোষণা করে যাননি ?

নর্দাম। হ্যাঁ তিনি তাই করেছিলেন আর আমি সেকথা নিজের কানে শুনেছি।

হট। এর পর রাজা যদি বন্ধ্যা পার্বত্যভূমিতে তাঁকে শুকিয়ে মারার কথা বলেন তাহলে আমি তাঁকে দোষ দিতে পারি না। কিন্তু এইজন্যই কি আপনারা এই আত্মবিস্মৃত রাজার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন ? তার উন্নতির শিখরে ওঠার সময় মই, দড়ি প্রভৃতি হীন উপায়রূপে কাজ করে জগতের সামনে এক রক্তাক্ত হত্যার কলঙ্কে কলঙ্কিত করে তুলেছিলেন নিজেদের ? এই সুচতুর রাজার দাসত্ব ও মনোরঞ্জন করতে গিয়ে কত নীচে আপনারা নেমে গেছেন আর সেই পতনের গুরুত্বটা কত শোচনীয় তা দেখাবার জন্য আমার এই ধৃষ্টতাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু আপনারা কি আপনাদের

এই অপবাদ ও কলঙ্কের কথাকে শুধু বর্তমানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবেন নাকি এই কলঙ্কের কাহিনী ছড়িয়ে দেবেন ভবিষ্যতের মুখে মুখে ? ভবিষ্যতের মানুষকে কি আপনারা একথা বলার সুযোগ দেবেন যে আপনাদের মত সম্ভ্রান্তবংশীয় ও উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ এই নীচ কাজে আপনাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে রাজসিংহাসন হতে সুন্দর ও মধুর গোলাপসদৃশ রাজা রিচার্ডকে সরিয়ে কণ্টকসর্বস্ব নির্গুণ বোলিংব্রোককে বসালেন তার জায়গায় ? আর সবচেয়ে লজ্জার কথা এই যে, ওঁর জন্য এত কিছু করা সত্ত্বেও উনি আপনাদের বোকা বানিয়ে পদচ্যুত ও পরিত্যাগ করলেন। না, এখনও সময় আছে। আপনারা আপনাদের হারানো নির্বাসিত মর্যাদা ও মানসম্মানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন জগতের সামনে, আপনাদের সম্পর্কে লোকের ধারণা পাল্টে দিতে পারতেন। আপনাদের প্রতি এই অহঙ্কারী রাজার অহেতুক ঘৃণার প্রতিশোধ নিন। আপনাদের কাছে যে ঋণে উনি আবদ্ধ হয়ে আছেন সে ঋণ উনি আপনাদেরই রক্তাক্ত মৃত্যুর দ্বারা পরিশোধ করে দিতে চান। সুতরাং আমি বলি কি—

ওর। আর না হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! আমি তোমাকে একটি গোপন কথা বলব। তীব্র অসন্তোষ ও অসহিষ্ণুতার দ্বারা সংক্ষুব্ধ তোমার অন্তরের কাছে এখনই এক কাজের পরিকল্পনার কথা বলব যে কাজ গর্জনশীল তরঙ্গ অথবা তীক্ষ্ণ শলাকার উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার মতই বিপজ্জনক।

হট। এধার থেকে ওধার পর্যন্ত যত খুশি বিপদ পাঠান, যত সব বিপজ্জনক কাজের দ্বারা জর্জরিত করে দিন আমাকে। তাতে যদি আমার পতন ঘটে ঘটবে, ডুবি ডুবব অথবা সাঁতার কেটে বিপদের সমুদ্র অতিক্রম করতে পারি ত করব।

নর্দাম এক বৃহত্তর কৃতিত্বের কল্পনা ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে বহু দূরে নিয়ে গেছে তাকে।

হট। সত্যি বলছি আমার এখন মনে হচ্ছে লাফ দিয়ে চাঁদের দেশে গিয়ে তার বুক থেকে এক উজ্জ্বল সম্মান ছিনিয়ে আনা অথবা সমুদ্রের তলহীন গভীরতা থেকে নিমজ্জিত সম্মানের ঝুঁটি ধরে তুলে আনা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। যারা এইভাবে অপমানের হাত থেকে সম্মানকে উদ্ধার করতে পারে তারাই প্রকৃত সম্মানের অধিকারী হয়।

ওর। ওর শুধু এ বিষয়ে একটা ভাসা-ভাসা কল্পনা আছে। কিন্তু কি করতে

হবে সে বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট ধারণা নেই। আচ্ছা ভাইপো, কিছুক্ষণের জন্য ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনবে?

হট। আমায় ক্ষমা করবেন।

ওর। স্কটল্যাণ্ডের যে সব সামন্তরা তোমার হাতে বন্দী হয়েছে—

হট। আমি তাদের সবাইকে রেখে দেব। ভগবানের নামে বলছি রাজা একজন স্কটকেও পাবে না। আমি তাদের সবাইকে রেখে দেব আমার হাতের মধ্যে।

ওর। তুমি শুধু নিজের কথা বলে যাচ্ছ, আমার কথা শুনছ না। বন্দীদের তুমি রেখে দিও।

হট। আমি তাদের আমার হাতে রাখব—এটা নিশ্চিত। রাজা বলল মর্টিমারের মুক্তির জন্য কোন উপঢৌকন দেবে না। মর্টিমারের কথা বলার জন্য নিষেধ করল আমাকে। কিন্তু আমিও বলে দিচ্ছি ও যখন ঘুমোবে তখন ওর কানের কাছে গিয়ে 'মর্টিমার' নামটা চিৎকার করে বলব। শুধু তাই না, আমি একটা পাখিকে শুধু 'মর্টিমার' নামটা শিখিয়ে দেব যে ওর রাগটা শুধু বাড়িয়ে দেবে।

ওর। আমার একটা কথা শোন ভাইপো।

হট। একমাত্র বোলিংব্রোকের সর্বনাশের কথা ছাড়া অন্য কোন কথা বা নীতি উপদেশ আমি শুনব না। সেই একই তরবারি আর বর্ম যা যুবরাজ— আমার মনে হয় ওর বাবা ওকে মোটেই ভালবাসে না এবং ও যে কোন দুর্ঘটনার কবলে পড়লে সে খুশিই হবে। একপাত্র মদের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে ওকে খাওয়াব।

ওর। এখন বিদায় ভাইপো। তোমার মন মেজাজ ভাল হলে পরে আমি কথা বলব তোমার সঙ্গে।

নর্দাম। কেন, বোকার মত অধৈর্য হয়ে নারীসুলভ এক আবেগে ফেটে পড়ছ? শুধু নিজের কথা ছাড়া আর কারো কোন কথা শুনবে না?

হট। আমি যখনই এই দুষ্ট বোলিংব্রোকের নাম কানে শুনি তখনই মনে হয় কে যেন আমাকে জালে আবদ্ধ করে লোহার রড দিয়ে মারছে আর অসংখ্য পিঁপড়ে দিয়ে কামড়ানো করাচ্ছে। রিচার্ডের সময়ে—জায়গাটার নাম কি? —অভিশপ্ত সেই জায়গাটা হচ্ছে গ্লসেস্টশায়ারে—যেখানে যেখানে রাজার কাকা ইয়র্ক থাকত সেইখানে আমি নতজানু হয়ে এই বোলিংব্রোকের প্রতি

আনুগত্যের শপথ নিই। দূর! আপনি ও সে যখন র‍্যাভেনস্‌পার্গ হতে ফিরে আসেন—

নর্দাম। বার্কলে প্রাসাদে।

হট। ঠিক বলেছেন। তখন এই ভয়ঙ্কর শিকারী কুকুরটা কী মিষ্টি সৌজন্যই না দেখিয়েছিল আমাকে! যখন তার শিশু সৌভাগ্য সবেমাত্র শুরু হয়েছে তখন হ্যারি পার্সি আর তার দয়ালু ভাই—এই সব বিশ্বাসঘাতকরা শয়তানের কবলে পড়ুক! ঈশ্বর আমায় ক্ষমা করুন। হে আমার পিতৃব্য, এবার আপনি আপনার কথা বলুন—আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে।

ওর। তোমার যদি কাজ শেষ না হয়ে থাকে ত আবার তা শুরু করো। তোমার পূর্ণ অবকাশ না হওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব।

হট। সত্যি বলছি, আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে।

ওর। তাহলে আমরা আবার সেই বন্দীদের কথাতেই ফিরে যাচ্ছি। বিনা উপঢৌকনেই বন্দীদের সব প্রত্যর্পণ করো। আর এইভাবে ডগলাসের পুত্রকে হাত করে স্কটল্যাণ্ডের শাসনক্ষমতা করায়ত্ত করো আর বিভিন্ন কারণে উনি তাতে সম্মত হবেন। পরে অবশ্য আমি সব কথা লিখে জানাব। (নর্দামবারল্যাণ্ডকে) স্যার, এইভাবে তোমার পুত্র স্কটল্যাণ্ডের শাসনক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হলে তুমি চলে যাবে সেই প্রিয় আর্কবিশপের কাছে।

নর্দাম। ইয়র্কের আর্কবিশপ, তাই না কি?

ওর। হ্যাঁ ঠিক তাই। উনি ওঁর ভাইএর মৃত্যুতে মর্মাহত হয়ে আছেন। আমি শুধু এ বিষয়ে কোন কল্পনার কথা বলছি না। কি হবে না হবে সেই ষড়যন্ত্রের সুচিন্তিত পরিকল্পনাটা শুরু করতে চলেছি। ঘটনাটা শুধু ঘটতে বাকি।

হট। আমিও তার গন্ধ পাচ্ছি। আমি বেশ বলতে পারি এটা ভালই হবে।

নর্দাম। তবে ঘটনাটা ঘটার আগে একথা কারো কাছে প্রকাশ করবে না।

হট। এটা সত্যিই হবে একটা ভাল ষড়যন্ত্র। এর ফলে একই সঙ্গে স্কটল্যাণ্ডের শাসনক্ষমতা হাতে আসবে আর ইয়র্ক যোগ দেবে মর্টিমারের সঙ্গে। হা, কী মজা!

ওর। হ্যাঁ সত্যিই যোগ দেবে।

হট। পরিকল্পনাটা সত্যিই খুব চমৎকার হয়েছে।

ওর। এতগুলো মাথা বাঁচাতে গিয়ে যদি একটা মাথা যায় ত ক্ষতি কি

তাকে ! রাজা বেশ জানে আমাদের কাছে সে ঋণী আর আমরা এর জন্ত অসন্তুষ্ট আছি। একদিন এ ঋণ তাকে শোধ করে দিতেই হবে আর তখন বুঝতে পারবে কিভাবে সে তার অসদ্ব্যবহারের দ্বারা তৈরি করে তুলেছে আমাদের।

হট। হ্যাঁ সত্যিই তাই করেছে। আমরা এর প্রতিশোধ নেবই।

ওর। বিদায় ভাইপো, আমি চিঠিতে যা যা জানাব সেইমত চলবে। তার বাইরে কিছু করবে না। উপযুক্ত সময় আর সুযোগ এলে আর হঠাৎ যে কোন সময়ে তা এসে যেতে পারে। আমি গ্লেনডাওয়ার আর মর্টিমারের কাছে লুকিয়ে পালিয়ে যাব। তখন সেখানে ওদের শক্তির সঙ্গে মিলিত হবে তোমার আর ডগলাসের শক্তি। এখন যে শক্তি আমাদের অসংবদ্ধ ও অনিশ্চিত হয়ে রয়েছে তখন তা সমবেত ও সুসংবদ্ধ হয়ে আমাদের সৌভাগ্যের পথ পরিষ্কার করে তুলবে।

নর্দাম। বিদায় ভাই। জয় আমাদের হবেই।

হট। বিদায় পিতৃব্য। সেই চরম যুদ্ধের ক্ষণ যেন বিলম্বিত না হয়।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। রচেস্টার। কোন এক পান্থশালার প্রাঙ্গণ।

লণ্ঠনের আলো হাতে জনৈক বাহকের প্রবেশ

১ম বাহক। কই হে, যদি এখন ভোর চারটে না বাজে তাহলে আমি ফাঁসিকাঠে ঝুলব। চারটে বাজল তবু ঘোড়ায় মাল চাপানো হলো না। কই অসলার !

অসলার। (ভিতর থেকে) এই যে যাচ্ছি, যাচ্ছি।

২য় বাহক। নাও নাও, আমার কথা শোন টম, জিন লাগাও ঘোড়াতে।

অন্য এক বাহকের প্রবেশ

২য় বাহক। মটর দানাগুলো সব খারাপ হয়ে গেছে ভিজে কুকুরের মত। রবিন অসলারের মৃত্যুর পর থেকে এ বাড়িটার ধরনধারণ পাল্টে গেছে একেবারে।

১ম বাহক। গাজরের দামটা বেড়ে যাওয়ার পর থেকে বেচারা একদিনও আনন্দ করেনি, এই দাম বাড়াটাই ওর মৃত্যুর কারণ।

২য় বাহক। সারা লণ্ডন রোডের মধ্যে এমন রক্তচোষা পোকায় ভরা বাড়ি আর একটাও নেই। আমাকে যা কামড়েছে না।

১ম বাহক। আমার মত এমন করে আর কাউকে কামড়ায়নি।

২য় বাহক। তোমার ঘরেতেও সে পোকা প্রচুর জন্মায়।

১ম বাহক। কই অসলার, এস এস, গলায় দড়ি তোমার।

২য় বাহক। আমার কিছু শূয়োরের মাংস আর আদা আছে, তাড়াতাড়ি মালটা পৌছে দিতে হবে।

১ম বাহক। কই অসলার, কানে কথা যাচ্ছে না? মরণ হোক তোমার। কই এস এস, এসে ফাঁসিকাঠে ঝোল।

গ্যাডশিলের প্রবেশ

গ্যাডশিল। প্রাতঃ নমস্কার বাহক মশাইরা। এখন বাজে ক'টা?

১ম বাহক। আমার মনে হয় দুটো বাজবে।

গ্যাড। আমার অনুরোধ, তোমার লণ্ঠনটা একবার দাও। আমি আস্তাবলটা দেখে আসি।

১ম বাহক। না না, থাম। অমন চাতুরী আমার অনেক দেখা আছে।

গ্যাড। লণ্ঠনটা একবার আমায় দাও, আমার কথা শোন।

২য় বাহক। 'লণ্ঠনটা দাও ত' খালি বলছে। তোমারই প্রথমে ফাঁসিকাঠে ঝোলা উচিত।

গ্যাড। আচ্ছা বাহক মশাই, তোমরা লণ্ডনে কখন নাগাদ পৌছবে?

২য় বাহক। তখন শুতে যাবার মত রাত হবে। কই সব চল চল। ওদের আবার ডেকে জড়ো করতে হবে।

(বাহকদের প্রস্থান)

গ্যাড। কই হে চেম্বারলেন আছ নাকি?

চেম্বারলেন। (ভিতর থেকে) কে ডাকে? আছি আমি। কে ডাকছে পকেটমার নাকি?

গ্যাড। তোমার কাজটাও পকেটমারার থেকে এমন কিছু ভাল না।

চেম্বারলেনের প্রবেশ

চেম্বার। নমস্কার মাস্টার গ্যাডশিল! আমি তোমায় গতরাত্রিতে বলেছিলাম, ফ্রাঙ্কলিন নামে কোন এক লোক তিনশো স্বর্ণমুদ্রা এনে কেণ্টে বসে আছে।

গতরাত্রিতে সে নাকি তার এক সঙ্গীকে বলে সে ডিম আর মাখনের কারবার করবে।

গ্যাড। কি বলব, তারা যদি সেন্ট নিকোলাসের লোকের সঙ্গে দেখা না করে তাহলে আমি আমার গর্দান দেব।

চেম্বার। না না, ও গর্দান ফাঁসির ঘাতকের জন্য রেখে দিও। আমি জানি নিকোলাসকে তুমি মিথ্যার জাহাজ হিসাবেই শ্রদ্ধা করো।

গ্যাড। কী ফাঁসির কথা বলছ? আমি যদি ফাঁসিকাঠে ঝুলি তাহলে ফাঁসির কাঠ দুটোকে খুব মোটা করে বানাতে হবে, কারণ আমার সঙ্গে স্যার জনও ফাঁসি কাঠে ঝুলবে। তবে জানবে আমি যার তার সঙ্গে মিশি না; আমি মিশি সেই সব জাহাজমালিক, কাপ্তেনের সঙ্গে যারা মুখে কথা বলতে না বলতেই মেরে বসে, যারা মদ পান করতে না করতে শুধু বকবক করে আর প্রার্থনা করতে গিয়ে শুধু মদ পান করে থাকে। অবশ্য প্রার্থনা বা উপাসনা কারো যদি তারা করে ত তা তাদের দলেরই করে। আবার তাদের এই দলটাকেও তারা অনেক সময় পা দিয়ে দলে দিয়ে যায়।

চেম্বার। সেকি, তাদের দলটাকেই পা দিয়ে দলে দিয়ে যায়!

গ্যাড। হ্যাঁ হ্যাঁ, মদ খেয়ে হুঁস হারিয়ে ন্যায় বিচারের মাথা খেয়ে তারা তাই করে। যাই হোক, আমরা দেখবে যে কোন বড় প্রাসাদে কিভাবে চুরি করি। ফার্ণের বীজের মত এমন অদৃশ্যভাবে চলাফেরা করব যে কেউ আমাদের দেখতেই পাবে না।

চেম্বার। তোমাকে আবার দিনের আলোর পরিবর্তে রাতের অন্ধকারে বেশী দেখা যায়, কারণ তুমি লোকচক্ষুর অগোচরে চলাফেরা করো কিনা।

গ্যাড। আমাকে তোমার হাত দাও। আমরা যা কিছু পাব তার একটা ভাগ তোমাকেও দেব। আর দেখবে আমি হচ্ছি খাঁটি মানুষ। দেখবে আমার কথা কত খাঁটি।

চেম্বার। না, তোমার হাত বরং আমাকে দাও, কারণ মানুষ হিসাবে খাঁটি হলেও চোর হিসাবে খাঁটি না।

গ্যাড। যাও যাও। অসলারকে ডেকে আস্তাবল থেকে আমার ঘোড়াটা বার করতে বল। বিদায় নোংরা পাজী কোথাকার। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। গ্যাডশিলের সন্নিকটস্থ সড়ক।

যুবরাজ ও পয়েনস্‌এর প্রবেশ

পয়েনস্‌। এস এস, আমরা লুকিয়ে পড়ি, আমি ফলস্টাফের ঘোড়াটা লুকিয়ে

ফেলেছি। সে পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

যুবরাজ। আমার কাছে এসে দাঁড়াও।

ফলস্টাফের প্রবেশ

ফল। ও পয়েনস্, পয়েনস্, তুই ফাঁসিকাঠে ঝোল, জাহান্নামে যা।

যুবরাজ। এই ভুঁড়িমোটা খচ্চর কোথাকার? চুপ করো। কী ঝগড়া করছ শুধু শুধু?

ফল। পয়েনস্ কোথায় হল?

যুবরাজ। সে গেছে ওই পাহাড়টার চূড়ায়; আমি তাকে গিয়ে ডেকে আনব।

ফল। আমাকে বাধ্য হয়ে এই সব চোরদের দলে ভিড়ে যেতে হবে, পাজীটা আমার ঘোড়াটাকে সরিয়ে কোথায় বেঁধে রেখেছে। আমি যদি আবার বেশী তাড়াতাড়ি বা জোরে হাঁটাহাঁটি করি চারপেয়ে জন্তুর মত তাহলে আমার শ্বাস আটকে যাবে। সেই শয়তানটাকে একবার পেলে তাকে খুন করে ফেলবো, তাতে যদি আমায় ফাঁসিকাঠে ঝুলে মরতে হয় তাহলেও সে মৃত্যুকে সুখের বলে মনে করব। আমি এই বাইশ বছরের মধ্যে তার সঙ্গ পরিত্যাগ করব বলে কতবার যে শপথ করেছি আর সে শপথ ভঙ্গ করেছি তার সীমা নেই, তবু কিসের মোহে যে তার সঙ্গ ছাড়তে পারিনি তা জানি না। পাজীটা নিশ্চয় আমাকে কোন ওষুধ খাইয়ে বশীকরণ করে তাকে ভালবাসতে আমায় বাধ্য করেছে। যদি তা না করে তাহলে আমি ফাঁসিকাঠে ঝুলব। এ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। আমি ওষুধ খেয়েছি। ও পয়েনস্! ও হল! তোমরা দুজনেই জাহান্নামে যাও। বার্ডলফ্, পিটো, আমি না খেয়ে শুকিয়ে মরব তবু এখান থেকে এক পাও হেঁটে যাব না কোথাও। অবশ্য কিছু মদ খেয়ে গায়ে বল করে এই পাজীদের সঙ্গ ত্যাগ করে এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল। কিন্তু এই সব কঠিন হৃদয় মানুষের সঙ্গ আমার পরিত্যাগ করা উচিত। আট গজ অসমতল উঁচুনিচু পথ সত্তর মাইল সমতল সোজা পথের সমান আমার কাছে। চোরগুলো যদি নিজেদের লোকদের প্রতি বিশ্বস্ত না হয় তাহলে সত্যিই সেটা বড় দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (ওরা শীষ দিল) হিউ! জাহান্নামে যা তোরা। আমার ঘোড়া এনে দে হতভাগারা। তারপর ফাঁসিকাঠে ঝোল।

যুবরাজ। ও পেটভাগরা ভুঁড়িমোটা মহাশয়, থাম থাম। এখন মাটিতে শুয়ে পড়ে কান পেতে পথিকদের পায়ের শব্দ শোন।

ফল। তোমার বাপের সব ধনদৌলত পেলেও আমি অতটা হেঁটে গিয়ে

শোব না মাটিতে। আমার ঘোড়াটা লুকিয়ে রেখে কী মজা করছ তোমরা ?

যুবরাজ। তুমি মিথ্যা কথা বলছ। আমরা তোমার ঘোড়া নিইনি। তোমার ঘোড়া ঠিকই আছে।

ফল। আমার কথা রাখ হল। হে আমার প্রিয় রাজপুত্র ! সোনা মানিক আমার।

যুবরাজ। দূর হয়ে যাও বদমাস কোথাকার ! আমাকে কি তোমার অসলার পেয়েছ নাকি যে আমি তোমার ঘোড়া খুঁজে দেব ?

ফল। তোমার মত যুবরাজের মোজার গার্টারটা গলায় জড়িয়ে মরা ভাল। আমি কিন্তু রাজসভায় গেলে নালিশ করব তোমার নামে ; তোমার গুণগান করব না। এ ধরনের ঠাট্টা আমি ঘৃণা করি।

গ্যাডশিল, বার্ডল্‌ফ ও পিটোর প্রবেশ

গ্যাড। দাঁড়াও।

ফল। আমার ইচ্ছা না থাকলেও দাঁড়াচ্ছি।

পয়েনস্‌। বার্ডল্‌ফ, কি খবর ?

বার্ডল্‌ফ। মুখোস পরে এগিয়ে চল। রাজকোষে জমা দেবার জন্য কারা অনেক টাকা আনছে ঐ পাহাড়ের ওধার থেকে।

ফল। মিথ্যা কথা বলছ। রাজার কোষাগারে নয়, ওটাকা যাচ্ছে রাজার পান্থশালায়।

গ্যাড। ও টাকায় আমাদের সকলের ভালভাবে পুষিয়ে যাবে।

ফল। তোমরা ফাঁসি যাবে।

যুবরাজ। তোমরা চারজন ঐ রাস্তাটা যেখানে সরু হয়ে গেছে তার মোড়ের মাথায় ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। নেদ পয়েনস্‌ আর আমি পিছনে একটু সরে থাকব। তোমাদের হাত থেকে ওদের কেউ ফস্কে গেলে আমাদের হাতে ধরা পড়বে।

পিটো। ওরা সংখ্যায় কতজন আছে ?

গ্যাড। আট থেকে দশ জন।

ফল। কী সর্বনাশ ! ওরা আমাদের হারিয়ে দেবে না ?

যুবরাজ। তুমি কি কাপুরুষ স্যার জন ?

ফল। অবশ্য যদিও আমি তোমার পিতামহ স্যার জন অফ গণ্টের মত বীর নই। তথাপি ঠিক কাপুরুষ নই হল।

যুব। ঠিক আছে ঘটনাতেই তার প্রমাণ হবে।

পয়েনস্। ও ভাই জ্যাক, তোমার ঘোড়া ওই ঝোপটার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। দরকার হলেই তা পেতে পার। বিদায়। কাজে যাও তাড়াতাড়ি।

ফল। আমি তাকে এখন মারতে পারি না, যদি আবার আমায় ফাঁসি যেতে হয় তার জন্য।

যুব। (পয়েনস্‌কে আড়ালে) আচ্ছা নেদ, আমাদের ছদ্মবেশের পোষাকগুলো কোথায়?

পয়েনস্। (চুপি চুপি) কাছেই আছে! (পয়েনস্ ও যুবরাজের প্রস্থান)

ফল। আমার মালিক যেন সুখী হয়, তার পাওনাটা যেন মোটা রকমের হয়।

পথিকদের প্রবেশ

১ম পথিক। এস এস হে আমার সহযাত্রী। ছেলেটা আমাদের ঘোড়াগুলো ঠিক নিয়ে যাবে পাহাড় থেকে নিচে। আমরা ততক্ষণ একটু হেঁটে পা-টা ছাড়িয়ে নিই।

দস্যুগণ। দাঁড়াও।

পথিকগণ। যিশু আমাদের মঙ্গল করুন।

ফল। মার, মার। শয়তানদের গলা কেটে ফেল। পাজী নচ্ছারের বেটা, শূয়োর খেকো কোথাকার। ওরা আমাদের মত যুবকদের দেখতে পারে না।

পথিকগণ। হায় হায় সর্বস্বান্ত হলাম আমরা। আমরা নিজেরাও গেলাম আর আমাদের মালপত্রও গেল।

ফল। গলায় দড়ি তোমাদের পেটমোটা অপদার্থের দল। সর্বস্বান্ত হলে কোথায়? তোমাদের মোটা পেটে এখনো শূয়োরের মাংস গজগজ করছে।

(ওরা পথিকদের সব কেড়ে নিয়ে তাদের বেঁধে রেখে গেল)

মোটা কাপড় পরিহিত অবস্থায় ছদ্মবেশে যুবরাজ ও পয়েনস্‌এর প্রবেশ

যুবরাজ। চোরগুলো এদের ঠিকই বেঁধে রেখে গেছে। এইবার চোরের উপর বাটপাড়ি করে তাদের সব কিছু কেড়ে নিয়ে লণ্ডন পালিয়ে চল। তাহলে একথা নিয়ে এক সপ্তা ধরে বলাবলি আর একমাস ধরে হাসাহাসি করবে লোকে।

পয়েনস্। চুপ, ওদের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

দস্যুগণের পুনঃপ্রবেশ

ফল। নাও এস, এবার যা পেয়েছ সব ভাগ করে নাও নিজেদের মধ্যে।

তারপর সকাল হবার আগে ঘোড়ায় চেপে পালিয়ে চল। যুবরাজ আর পয়েনস্ ওরা দুজনেই কাপুরুষ, ওদের ভাগ দিয়ে কোন লাভ নেই। একটা বুনো হাঁসের যে সাহস তার থেকে বেশী সাহস পয়েনস্‌এর নেই। (ওদের টাকা ভাগের সময় হঠাৎ যুবরাজ ও পয়েনস্ ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের উপর)

যুবরাজ। কই দেখি তোমাদের টাকা।

পয়েনস্। শয়তানের দল! (ওরা সবাই পালিয়ে গেল। ফলস্টাফও ঘা কতক মার খেয়ে টাকার থলে ফেলে রেখে পালিয়ে গেল)

যুবরাজ। অনায়াসেই সব কিছু আমরা পেয়ে গেলাম। এখন চল ঘোড়ায় চেপে চলে যাই। চোরগুলো আমাদের দেখে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পালিয়ে গেছে; তারা এমন ভয় পেয়ে গেছে যে ওরা একে অন্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারছে না বিশ্বাস করে। একে অন্যকে অফিসার ভাবছে। চল পালিয়ে যাই নেদ। ফলস্টাফ ছুটতে ছুটতে থেমে গেছে, সে ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। ওকে দেখে করুণা হচ্ছে, কিন্তু খুব জোর হাসিও পাচ্ছে।

পয়েনস্। পাজী মোটকাটা কেমন গর্জাচ্ছে দেখুন। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। ওয়ার্কওয়ার্থ প্রাসাদ।

পত্রপাঠরত অবস্থায় হটস্‌পারের প্রবেশ

হট। 'কিন্তু, হে আমার লর্ড, আমার দিক থেকে বলছি আমি যদি আপনার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসাবশতঃ আপনার ওখানে যেতে পারতাম তাহলে আমি খুবই খুশি হতাম।' সে খুশি হত—তাহলে সে এখন খুশি হতে পারেনি? আমাদের পরিবারের প্রতি তার ভালবাসার কথা বলেছে। কিন্তু আসলে সে আমাদের পরিবারের থেকে নিজের স্বার্থটাই বেশী বোঝে। দেখি আরো কি আছে। 'যে উদ্দেশ্যপূরণের ব্রত গ্রহণ করেছেন তা সত্যিই বড় বিপজ্জনক।' —কেন, এটা ত জানা কথা। তা যদি হয়, ঠাণ্ডায় বেরোন, ঘুমোন, মদ খাওয়া সব কিছুর মধ্যেই বিপদ আছে। তবে আমিও বলে দিচ্ছি বোকা কোথাকার, আমি এই বিপদের কণ্টকজালের মধ্য থেকেই তুলে আনব সাফল্য আর নিরাপত্তার ফুল। 'আপনার উদ্দেশ্য বিপজ্জনক; আপনার বন্ধুদের বন্ধুত্ব অনিশ্চিত; এ সময়ও সে কাজের উপযুক্ত নয়; এবং আপনার এই ষড়যন্ত্রের সমগ্র পরিকল্পনাটি শত্রুপক্ষের বিরাট শক্তির তুলনায় খুবই অকিঞ্চিৎকর।' তাই নাকি, তুমি কি তাই বল? তোমাকে আমি আবার বলছি তুমি কাপুরুষ, এবং নির্বোধ প্রকৃতির; তুমি মিথ্যা কথা বলছ। এটা তোমার

নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক। ভগবানের নামে বলছি, আমাদের ষড়যন্ত্র আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত ষড়যন্ত্র হয়েছে পৃথিবীতে তার মধ্যে ভাল ; আমাদের বন্ধুরা নির্ভরযোগ্য এবং আমাদের ষড়যন্ত্র সম্ভাবনাময়। কী ভীরু প্রকৃতির পাজী লোকটা! ইয়র্কের লর্ড পর্যন্ত আমার এই ষড়যন্ত্র ও এর কর্মপদ্ধতির প্রশংসা করেছেন। আমি যদি তার দেখা পেতাম তাহলে তার স্ত্রীর হাতপাখা দিয়ে তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতাম। আমাদের এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছেন আমার বাবা, আমার কাকা, লর্ড এডমণ্ড মর্টিমার, লর্ড অফ ইয়র্ক আর আছে গ্লেনডাওয়ার। তাছাড়া আছে ডগলাস। পরের মাসে নয় তারিখে তাদের সঙ্গে সশস্ত্র অবস্থায় একত্রে মিলিত হবার চিঠি পেয়েছি আমি এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার এর মধ্যেই রওনা হয়ে পড়েছেন। কী নাস্তিক পেগান লোকটা! হ্যাঁ, ভয় আর কুণ্ঠার বশবর্তী হয়ে ও রাজার কাছে গিয়ে আমার পরিকল্পনায় কথা সব ফাঁস করে দেবে। চুলোয় যাক, ওকে যেতে দাও রাজার কাছে। আমরা প্রস্তুত। আমি আজ রাত্রেই রওনা হব।

লেডী পার্সির প্রবেশ

কেমন আছ কেট, ঘণ্টা দুইয়েকের মধ্যে তোমাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে আমায়।

লেডী পার্সি। হে আমার স্বামী, কেন তুমি একা একা রয়েছ? কেন আজ একপক্ষকাল ধরে আমাকে নির্বাসিত করে রেখেছ তোমার শয্যা হতে? বল প্রিয়তম, কি কারণে তুমি তোমার আহার নিদ্রা আনন্দ সব ত্যাগ করেছ? কেন তুমি সব সময় একা বসে মাটির দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠ মাঝে মাঝে? তোমার গালগুলো রক্তহীন ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে কেন? দিনরাত দুশ্চিন্তা-মগ্ন ও বিষাদগ্রস্ত হয়ে থেকে তোমার উপর আমার সব অধিকার কেড়ে নিয়েছ? তোমার অগভীর নিদ্রার মাঝে তোমাকে প্রায়ই যুদ্ধের কথা অস্ত্রের কথা ও মৃত সৈনিকদের কথা বিড়বিড় করে বলতে শুনেছি। কামান, আগ্নেয়াস্ত্র ও ক্ষেপ-নাস্ত্রের কথাও বলতে শুনেছি। ঘুমন্ত অবস্থায় ফেনায়িত জলবুদবুদের মত বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠতে দেখেছি তোমার গায়ে। এ সব কিসের লক্ষণ প্রিয়তম?

হট। এই কে আছ?

জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ

প্যাকেটটা নিয়ে গিলামিস চলে গেছে?

ভৃত্য। এক ঘণ্টা আগেই তিনি চলে গেছেন হুজুর।

হট। শেরিফের ঘোড়া আনা হয়েছে ?

ভৃত্য। একটা ঘোড়া এখনি আনা হয়েছে।

হট। কোন ঘোড়াটা ? সাদা সাদা দাগওয়ালা সেই বাদামী কানকাটা ঘোড়াটা ?

ভৃত্য। হ্যাঁ হুজুর।

হট। ওই ঘোড়াটাই হবে আমার সিংহাসন। ওর পিঠে সোজা গিয়ে আমি চাপব। চাকরকে ঘোড়াটাকে পার্কে নিয়ে আসতে বল। (ভৃত্যের প্রস্থান)

লেডী। আমার কথা শুনছ ?

হট। কি বলছ প্রিয়তমা ?

লেডী। কে তোমায় আমার কাছ থেকে দূরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ?

হট। কেন আমার ঘোড়া প্রিয়তমা, আমার ঘোড়া।

লেডী। দূর হয়ে যাও পাগল। বাঁদর কোথাকার! কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি তা আমি জানবই। আমার ভয় হচ্ছে আমার ভাই মর্টিমার তোমাকে তার কার্যসিদ্ধির জন্য ডেকে পাঠিয়েছে। কিন্তু যদি তুমি যাও—

হট। তুমি সরে যাও, আর না, আমি বিরক্তিবোধ করছি।

লেডী। আমার আসল কথার জবাব দাও। যদি তুমি সব কথা সত্যি করে খুলে না বল তাহলে আমি আমার হাতের একটা আঙুল ভেঙ্গে ফেলব।

হট। এখন যাও। এখন যাও কেট, তোমাকে আমার ভাল লাগছে না, আমি তোমাকে গ্রাহ্য করি না। এখন সাজানো পুতুলের মত নারীদেহ নিয়ে চুম্বনের খেলা খেলার সময় নয়। এখন শুধু যুদ্ধ আর রাজমুকুটের কথা। তুমি কি বলতে চাও কেট ? আমাকে কি করতে বল ?

লেডী। তুমি কি আমায় ভালবাস না ? যদি তা না বাস তাহলে আমিও নিজেকে নিজে ভালবাসব না। সত্যি করে বল, তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ ?

হট। এস, তুমি আমার ঘোড়ায় চাপা দেখবে ? ঘোড়ার উপর চেপে আমি শপথ করে বলব তোমাকে অনন্তকাল ধরে ভালবাসব। কিন্তু শোন কেট, আমি কোথায় যাচ্ছি তা জানতে চেও না। শুধু এইটুকু জেনো, আজ সন্ধ্যায় তোমায় ছেড়ে চলে যেতে হবে। আমি জানি তুমি বুদ্ধিমতী, তথাপি যতই

হোক নারী ত। তাই বলি কি তুমি যতটুকু জান তা কাউকে বলবে না। আমি শুধু তোমায় এইটুকুই বিশ্বাস করি কেট।

লেডী। কত দূরে যাবে ?

হট। মোটেই দূরে নয়। আমি যেখানে যাব তুমিও সেখানে যাবে। আমি আজ যাই ত তুমি যাবে কাল।

লেডী। নিশ্চয় যাব। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। ঈস্টচীপ হোটেল।

যুবরাজ ও পয়েনস্‌এর প্রবেশ

যুব। নেদ, ওই বড় ঘরটা থেকে বেরিয়ে এস। এসে আমাকে কিছুটা হাসতে সাহায্য করো।

পয়েনস্‌। তুমি কোথায় হল ?

যুব। তোমার আমার মাঝখানে তিন চার কুড়ি শূয়োরের ব্যবধান। শূয়োর-গুলোর সঙ্গে আমি এরই মধ্যে বন্ধুত্ব করে ফেলেছি, ওদের আমি টম, ডিক, ফ্রান্সিস প্রভৃতি এক একটা নাম দিয়েছি এবং ওরাও বুঝে নিয়েছে, যদিও আমি যুবরাজ তথাপি আমি সৌজন্য বা বিনয়ের রাজা। আমি ইংলণ্ডের রাজা হবার পরেও ঈস্টচীপের এই সব ছোকরাদের কথা মনে রাখব। দুঃখের বিষয় নেদ, ওদের সঙ্গে আমার এই সব ভাব-ভালবাসার আদান প্রদাণের সময় তুমি ছিলে না। থাকলে তুমিও উপযুক্ত সম্মান পেতে। তুমি একটু পাশের ঘরে থেকে ফ্রান্সিস বলে ডাকবে। আমি তোমাকে দেখিয়ে দেব ওরা আমার কথা বোঝে কি না।

(পয়েনস্‌এর প্রস্থান)

পয়েনস্‌। (ভিতর থেকে) ফ্রান্সিস।

ফ্রান্সিসএর প্রবেশ

ফ্রান্সিস। এই যে যাচ্ছি স্যার।

যুব। এখানে এস ফ্রান্সিস।

ফ্রান্সিস। হুজুর ?

যুব। তুমি কতদিন কাজ করছ ফ্রান্সিস ?

ফ্রান্সিস। বোধ হয় পাঁচ বছর—

পয়েনস্‌। (ভিতর থেকে) ফ্রান্সিস।

ফ্রান্সিস। এই যে যাচ্ছি স্যার।

যুব। পাঁচ বছর! কিন্তু তুমি কি এখান থেকে পালিয়ে যেতে পার না ফ্রান্সিস?

ফ্রান্সিস। ও স্যার, আমি ইংলণ্ডের সব ধর্মগ্রন্থ ছুঁয়ে শপথ করে বলতে পারি, আমার অন্তরে সে ধরনের কোন প্রেরণা—

যুবরাজ। তোমার বয়স কত ফ্রান্সিস?

ফ্রান্সিস। দাঁড়ান হিসেব করে দেখি। পরের মাসে আমি—

পয়েনস্। (ভিতর থেকে) ফ্রান্সিস!

ফ্রান্সিস। এই যে স্যার।

যুব। আচ্ছা ফ্রান্সিস তুমি কি এই চামড়ার জামাটা চুরি করে নেবে? তোমার সাদা প্যাণ্টটা খারাপ।

ফ্রান্সিস। আপনি কার কথা বলতে চাইছেন স্যার?

পয়েনস্। (ভিতর থেকে) ফ্রান্সিস!

যুব। যাও যাও, তোমাকে ডাকছে, শুনতে পাচ্ছ না? (দুজনে দুদিক থেকে ডাকতে লাগল, ফ্রান্সিস হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল)

ভিন্টারের প্রবেশ

ভিন্টার। কী, দাঁড়িয়ে দেখছ কি? ভিতরে কারা ডাকছে শুনতে পাচ্ছ না? অতিথিদের দেখ। (ফ্রান্সিসের প্রস্থান) হুজুর, বৃদ্ধ স্যার জন প্রায় এক ডজন লোক নিয়ে এসে দরজার বাইরে ডাকাডাকি করছে। ওদের কি ভিতরে নিয়ে আসব?

যুব। ওদের কিছুক্ষণ ওইভাবে দাঁড় করিয়ে রাখার পর দরজা খুলে দেবে। (ভিন্টারের প্রস্থান) পয়েনস্!

পয়েনস্‌এর পুনঃপ্রবেশ

পয়েনস্। এই যে, যাচ্ছি স্যার।

যুব। ফলস্টাফ আর বাকি চোরগুলো দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা কি মজা করতে পারি?

পয়েনস্। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঝিঁ ঝিঁ পোকার মত আমরা আনন্দে উল্লাস করতে পারি। কৌশলে ওদের সঙ্গে চাতুরী করে কী মজাই না করেছ!

যুব। সৃষ্টির আদিকাল অর্থাৎ আদি পিতা আদমের যুগ থেকে আজ রাত দুপুর পর্যন্ত যত হাস্যরসিকতা করা হয়েছে পৃথিবীতে আমার এ পরিহাস হচ্ছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল।

ফ্রান্সিসের পুনঃপ্রবেশ

এখন ক'টা বাজে ফ্রান্সিস ?

ফ্রান্সিস। এই যে এই যে স্যার।

যুব। বেটার কথা কিছু বোঝাই যায় না। বেটা কথায় যেন একেবারে তোতাপাখি ; ওর কাজ শুধু ওই ওঠানামা করা। আমি কিন্তু মনের দিক থেকে পার্সি বা হটস্‌পারের মত নই। হটস্‌পার রোজ প্রাতরাশের আগেই ছয় সাত ডজন স্কট মেরে হাত ধুয়ে এসে তার স্ত্রীর কাছে বলে, 'আমি বৈচিত্র্যহীন শান্ত জীবন ভালবাসি না ; আমি কাজ চাই।' তার স্ত্রী তখন প্রশ্ন করে, 'ও আমার প্রিয়তম হ্যারি, আজ কজন লোক তুমি খুন করলে ?' পার্সি তখন বলে, 'আমার ঘোড়াটাকে ধুয়ে দাও।' তারপর আবার বলে 'চোদ্দজনকে মেরেছি।' ফলস্টাফকে ডাক, আমি করব পার্সির অভিনয় আর সে করবে তার স্ত্রীর অভিনয়।

ফলস্টাফ, গ্যাডশিল, বার্ডল্‌ফ ও পিটোর প্রবেশ ; পরে মদের পাত্র হাতে ফ্রান্সিসের প্রবেশ

পয়েনস্‌। স্বাগত জ্যাক, এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?

ফলস্টাফ। দুনিয়ার সব কাপুরুষরা জাহান্নামে যাক। ঈশ্বর তাদের উপর যেন প্রতিশোধ নেন। কই আমাকে একপাত্র মদ দাও ত হে ছোকরা। যদি আমি বাঁচি তাহলে এবার থেকে আমি দর্জিগিরি করব, তবু ওই কাপুরুষদের সঙ্গে আর মিশব না। ওরা সব জাহান্নামে যাক। আচ্ছা মানুষের গুণ বলে কি কিছু অবশিষ্ট নেই ? (মদ পান করল)

যুবরাজ। মাখন যেমন সূর্যের নাম শুনলে গলে যায় তুমিও মদের নাম শুনলে গলে যাচ্ছ দেখছি।

ফল। মদের ভিতর চূণ রয়েছে দেখছি। তোমাদের মত দুর্বৃত্ত শয়তানদের কাছ থেকে ছল চাতুরী ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। কিন্তু চূণ মেশানো মদের থেকে কাপুরুষগুলো আরো খারাপ। শয়তান কাপুরুষ কোথাকার, যা খুশি তাই করতে পার, যখন খুশি মরতে পার। দুনিয়ায় মনুষ্যত্ব বলে যদি কিছু থাকে ত আমাকে মরা হেরিং মাছ বলে ডাকবে। দুনিয়াটা রসাতলে গেছে। এবার থেকে আমি দর্জিগিরি করব আর অবসর সময়ে ঈশ্বরের নামগান করব। তবে আবার বলছি দুনিয়ার যত সব কাপুরুষরা জাহান্নামে যাক।

যুব। কী ব্যাপার বল ত !

ফল। খুব হয়েছে, রাজার ছেলে! যদি আমি তোমাকে মারতে মারতে এই রাজ্যছাড়া না করি আর তোমার সামনে তোমার প্রজাদের রাজহাঁসের মত তাড়িয়ে না দিই তাহলে আমার মুখে কোনদিন আর দাড়ি গজাতে দেব না। শুনছ যুবরাজ!

যুব। কী হলো বল, ভুঁড়িমোটা খানকির বেটা?

ফল। বল তুমি কাপুরুষ নও?—আর পয়েনস্ তুমিও বল।

পয়েনস্। চুলোয় যাও পেটমোটা শয়তান কোথাকার! তুমি আবার আমায় কাপুরুষ বলে গাল দিচ্ছ? আমি তোমাকে খুন করব।

ফল। হাঁা, আমি তোকে কাপুরুষ বলছি। আমি তোকে কাপুরুষ বলার আগেই তোর সর্বনাশ দেখতে চাই। যদি আমার এক হাজার পাউণ্ড থাকত তাহলে তোকে মজা দেখিয়ে দিতাম, দেখতাম তুই কতদূর যাস আর কেই বা তোকে সাহায্য করে পেছন থেকে। যাই হোক আর একপাত্র মদ দে আমায়। আর যদি আমি মাতাল হই তাহলে আমাকে পাজী দুর্বৃত্ত বলে ডাকবি।

যুব। ও শয়তান, এখনো ঠোঁটে তোমার মদ লেগে রয়েছে, আবার মদ চাইছ?

ফল। ঠিক আছে, তা যদি হয় তাহলে আর একপাত্র হলেই চলবে। (মদপান করল) তবু বলব সব কাপুরুষরা জাহান্নামে যাক।

যুব। কী ব্যাপার বলবে ত?

ফল। ব্যাপার কি? আমরা চারজন আজ সকালে এক হাজার পাউণ্ড পেয়েছিলাম।

যুব। কোথায় সে টাকা জ্যাক, কোথায় সে টাকা?

ফল। কোথায় সে টাকা! সে টাকা ছিনতাই হয়ে গেছে। প্রায় এক হাজার লোক আমাদের চারজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

যুব। এক হাজার লোক।

ফল। যদি আমি তাদের মধ্যে বারো জন লোকের সঙ্গে দুঘণ্টা ধরে আমার তরোয়াল নিয়ে একা সামনাসামনি লড়াই করে না থাকি তাহলে আমাকে দুর্বৃত্ত বলে ডাকবি। ঐন্দ্রজালিকভাবে কোন রকমে পরিত্রাণ পাই আমি। আমার জামা প্যাণ্ট সব ছিঁড়ে যায়। আমার ঢাল তরোয়াল সব ভেঙ্গে যায়। এত বড় বীরত্বের সঙ্গে লড়াই আমি জীবনে এর আগে কখনো করিনি।

কাপুরুষগুলো সব চুলোয় যাক। এবার তারা বলুক কি বলবে। যদি তারা যা সত্যি কথাগুলোর থেকে বাড়িয়ে বা কমিয়ে বলে তাহলে তাদের বলব শয়তান আর অবৈধ সন্তান।

যুব। কই বল তোমরা, কি হয়েছিল?

গ্যাড। প্রায় এক ডজন লোক আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ফল। অন্ততঃ ষোল জন স্যার।

গ্যাড। তাদের সব বেঁধে ফেলেছিলাম।

পিটো। না না, তাদের বাঁধা হয়নি।

ফল। পাজী দুর্বৃত্ত কোথাকার। তাদের প্রত্যেককে বাঁধা হয়েছিল। যদি তা না হয় তাহলে আমাকে হিব্রু ইহুদী বলে ডাকবে।

গ্যাড। আমরা যখন টাকা ভাগ করছিলাম তখন ছ সাত জন অচেনা লোক আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে—

যুব। তোমরা তাদের সকলের সঙ্গে লড়াই করেছিলে?

ফল। সকলের সঙ্গে বলতে কি বোঝাতে চাইছ তুমি তা জানি না। তবে পঞ্চাশ থেকে বাহান্ন তিপ্পান্ন জন লোকের সঙ্গে যদি আমি লড়াই করে না থাকি তাহলে আমাকে এক গোছা মূলো বলে ডাকবে, তাহলে আমায় দুপেয়ে মা ধ না বলে চারপেয়ে জানোয়ার বলবে।

যুব। লড়াই করতে করতে কাউকে মেরে ফেলনি ত? মেরে ফেললে ক্ষমা প্রার্থনা করো ঈশ্বরের কাছে।

ফল। জালের মুখোস পরা দুজন লোককে আমি অস্ত্র দ্বারা গেঁথে ফেলেছিলাম। চারজন জালের মুখোসপরা লোক আমায় তেড়ে এল।

যুব। একটু আগে বললে দুজন, আবার এখন চারজন হয়ে গেল?

ফল। আমি চারজনের কথাই বলেছিলাম হল।

পয়েনস্। চারজনের কথাই ও বলেছে।

ফল। চারজন বিশেষ করে আমাকেই আক্রমণ করল। আর আমিও তখন তাদের সাতজনকে একাই আক্রমণ করলাম।

যুব। চারজন থেকে আবার সাতজন হয়ে গেল?

ফল। সাতজন যদি না হয় ত আমি হব আস্ত শয়তান।

যুব। (পয়েনস্কে চুপি চুপি) ওকে একা রেখে দাও আমাদের কাছে। আরো মজা করব।

ফল। আমার কথা শুনছ হল ?

যুব। হ্যাঁ, তোমার কথা শুনছি আর তোমাকে লক্ষ্যও করছি জ্যাক।

ফল। হ্যাঁ কথাটা সত্যিই শোনার মত। জালের পোষাকপরা যে নয়জন লোকের কথা তোমায় বলেছি—

যুব। আবার দুজন বেড়ে গেল !

ফল। ওরা আমায় ফেলে দিতে চাইছিল মাটিতে। কিন্তু আমি ওদের সব অস্ত্র ভেঙ্গে দিয়েছি। ওদের এমনভাবে আক্রমণ করেছিলাম যে এগার জনের মধ্যে সাতজনই ঘায়েল।

যুব। কী ভয়ঙ্কর কথা ! দুজন থেকে এগার জন হয়ে গেল !

ফল। কী বলব, বেস্তাল বনে তিন জন পাজী দুর্বৃত্ত পিছন থেকে আমার পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তখন এমন অন্ধকার যে নিজের হাত নজর হয় না।

যুব। পিতা যেমন পুত্রের জন্ম দেয় তেমনি তোমার মিথ্যা মিথ্যার জন্ম দিয়ে যাচ্ছে। তোমার মাথায় কি কাদা ভরা আছে ? তোমার মিথ্যা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। তুমি কি ভদ্র বৈধ সন্তান ?

ফল। তুমি কি পাগল হয়েছ ? যা সত্য তা সত্য।

যুব। যদি এতই অন্ধকার হয় যে হাত দেখতে পাওয়া যায় না তাহলে তুমি সেই লোকগুলো কি পোষাক পরেছিল তা কিকরে জানতে পারলে ? এস, তোমাকে বলতেই হবে কোন যুক্তিতে তুমি একথা বলেছ ? এবিষয়ে তোমার বলার কি আছে বল ?

পয়েনস্। তোমার যুক্তি দেখাও জ্যাক।

ফল। কী, জোর করে আমায় বাধ্য করবে নাকি ? দুনিয়া রসাতলে গেলেও আমি বাধ্য হয়ে কোন কথা বলব না। বাধ্য হয়ে তোমাদের যুক্তি দেখাব ! যুক্তিগুলো যদি কালো জামের মত সস্তা হয় তাহলেও আমি বাধ্য হয়ে কাউকে কোন যুক্তি দেখাব না, বুঝলে ?

যুব। আমি আর এই মিথ্যার পাপ সহ্য করব না। এই নিশ্চিত শয়তান মাংসের পাহাড়টা শুধু মিথ্যার পাহাড় জমিয়ে যাচ্ছে।

ফল। আর তোমাকে কি নামেই বা ডাকব ! শুঁটকী মাছ, বাসি মাংস কোথাকার।

যুব। থাম থাম, একটু জিরিয়ে নাও. তুলনা খুঁজে খুঁজে হাঁপিয়ে গেছ। এখন শোন আমার কথা।

পয়েনস্। কথা শোন জ্যাক।

যুব। আমরা দুজনে দেখেছি তোমরা চারজন সেই চারজন পথিককে আক্রমণ করে তাদের বেঁধে রেখে তাদের টাকাকড়ি সব কেড়ে নাও। এর পর আসল ঘটনাটা কি তা শোন। তারপর আমরা দুজন তোমাদের চারজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং এক কথায় তোমাদের কাছ থেকে সব কিছু কেড়ে নিই। এই বাড়িতেই তা তোমাদের দেখাতে পারি। ফলস্টাফ, তুমি আমাদের কাছ থেকে ক্ষমা ভিক্ষা করতে করতে ছুটতে থাক। তুমি চিৎকার করতে করতে ছুটে পালাও তোমার তরোয়াল নিয়ে আর ফলস্টাফ কি না তাদের সঙ্গে লড়াই করেছ! এই নগ্ন প্রত্যক্ষ লজ্জার হাত থেকে এবার কোন ছল চাতুরীর দ্বারা বাঁচাবে নিজেকে?

পয়েনস্। এবার কোন ছল চাতুরীর খেলা খেলবে জ্যাক?

ফল। ঈশ্বরের নামে বলছি, আমি তোমাকে সত্যিই চিনতে পেরেছিলাম। তোমার জন্মদাতা পিতার মতই আমি স্পষ্ট একনজরে চিনতে পেরেছিলাম তোমায়। আমার কথা শোন মালিক। আচ্ছা, আমি কি কখনো আমাদের যুবরাজকে জেনে শুনে হত্যা করতে পারি? আমি কখনো প্রকৃত রাজপুত্রকে আক্রমণ করতে পারি? তুমি জান আমি বীর হারকিউলিসের মতই সাহসী, কিন্তু আমার প্রবৃত্তি বলে ত একটা জিনিস আছে। পশুরাজ সিংহ কখনো প্রকৃত রাজাকে স্পর্শ করে না। আমি তখন আমার সেই সহজাত প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে পড়েছিলাম। সারাজীবন ধরে তোমার আমার মধ্যে একটা সুন্দর বোঝাপড়া থাকবে, আমাদের সম্পর্ক অক্ষুন্ন থাকবে—তুমি প্রকৃত রাজা আর আমি যেন পশুরাজ সিংহ। আমরা পরস্পরের মর্ম বুঝে চলব। তবে যাই হোক ছোকরারা তোমরা যে টাকাটা পেয়েছ তা জেনে খুশি হলাম। কই বাড়িওয়ালী কই? আমরা কি এবার আনন্দ করতে পারি? একটা নাটক টাটক হবে নাকি?

যুব। থাম থাম—সব কথা শুনলে তুমি পালাবে লজ্জায়।

ফল। আর না, খুব হয়েছে হল। তুমি ত আমাকে ভালবাস।

বাড়িওয়ালীর প্রবেশ

বাড়িওয়ালী। যুবরাজের মঙ্গল হোক।

যুব। কি খবর? আমায় কিছু বলবে?

বাড়িওয়ালী। দরজার বাইরে একজন সামন্ত এসে দাঁড়িয়ে আছেন; উনি

আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন। উনি বলছেন উনি নাকি আপনার বাবার কাছ থেকে আসছেন।

যুব। ওঁকে উপযুক্ত সম্মান দান করে আমার মার কাছে পাঠিয়ে দাও।

ফল। লোকটা কি রকমের ?

বাড়ি। লোকটা বুড়ো।

ফল। বুড়ো লোক হয়ে এই দুপুর রাতে বেরিয়েছে বাড়ি থেকে। আমি গিয়ে দেখব ? মুখের মত জবাব দেব ?

যুব। তাই করো জ্যাক।

ফল। বিশ্বাস করো আমি তাকে সোজা পাঠিয়ে দেব যে মুখে এসেছে সেই মুখে। (ফলস্টাফের প্রস্থান)

যুব। তাহলে তোমরা সবাই অর্থাৎ পিটো বার্ডলফ তোমরাও পশুরাজ সিংহের মতই প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে ছুটে পালিয়েছিলে। তোমরা কেউ প্রকৃত রাজকুমারকে স্পর্শ করবে না।

বার্ডলফ। বিশ্বাস করুন, আর সবাইকে পালাতে দেখে আমিও পালিয়ে যাই।

যুব। আচ্ছা সত্যি করে বলত ফলস্টাফের তরোয়ালটা তাহলে কি করে ভাঙ্গল ?

পিটো। ও ওর ছোরাটা দিয়ে তরোয়ালটা ভেঙ্গে দুমরে আমাদেরও তাই করতে বলেছিল। ও নিজে একাজ করে আমাদের বলেছিল ও শপথ করে আপনাকে বিশ্বাস করাবে যে লড়াই করতে গিয়ে ওর তরোয়ালের এই অবস্থা হয়।

বার্ডলফ। শুধু তাই না, লম্বা ঘাসের ডগায় আমাদের নাক মুখ ঘষে রক্ত বার করতে বলে। পরে সেই রক্ত পোষাকে মাখিয়ে দিতে বলে যাতে করে মনে হয় ওটা সত্যিকারের মানুষের রক্ত।

যুব। ও শয়তান !

বার্ডলফ। হুজুর, আপনি আকাশে উল্কা আর ধোঁয়া দেখেছেন ?

যুব। হ্যাঁ দেখেছি।

বার্ডলফ। ওগুলো কিসের লক্ষণ বলে মনে করেন ?

যুব। ওগুলো উত্তপ্ত ক্রোধ আর আর্থিক বিপর্যয়ের লক্ষণ।

বার্ডলফ। ঠিকমত বিচার করলে ক্রোধই হবে।

যুব। না, ঠিকমত বিচার করলে ওর মানে হবে ফাঁসির দড়ি।

ফলস্টাফের পুনঃপ্রবেশ

এই যে জ্যাক আসছে। হে আমার প্রিয় বাচাল, কি খবর? আচ্ছা কতদিন তুমি নতজানু হওনি?

ফল। আমার জানুর উপর নত হওয়া? তোমার মত বয়সে হতাম। কিন্তু চুলোয় যাক যত সব দুঃখ আর দীর্ঘশ্বাস। দুঃখ আর দীর্ঘশ্বাস মানুষকে ব্লাডারের মত ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেয়। বাইরে খুব খারাপ খবর শোনা যাচ্ছে। তোমার বাবার কাছ থেকে স্যার জন ব্রেসি এসেছিল খবর নিয়ে। তোমাকে রাজদরবারে যেতে হবে কাল সকালে। কিন্তু তোমাকে আবার কিজন্য ডাকছে?

পয়েনস্। ও গ্লেনডাওয়ারের জন্য।

ফল। ওরেন, তার জামাই মর্টিমার, বৃদ্ধ নর্দামবারল্যাণ্ড ও ডগলাস যে ঘোড়ায় চেপে খাড়াই পাহাড়ে উঠতে পারে।

যুব। যিনি খুব দ্রুত ঘোড়া ছুটিযে যেতে যেতে পিস্তলে করে উডন্ত চড়ুই পাখি মারতে পারেন?

ফল। তুমিও ত চড়ুই মেরেছ।

যুব। সে কিন্তু কখনও এভাবে চড়ুই মারতে পারেনি।

ফল। লোকটা পাজী হলেও ওর মধ্যে অনেক ভাল গুণ আছে।

যুব। তুমিও বেশ পাজী; তুমি আবার ওদের প্রশংসা করছ।

ফল। ও শুধু ঘোড়ায় চড়তেই ওস্তাদ, পায়ে হেঁটে এক পাও যাবে না।

যুব। হ্যাঁ জ্যাক, হয়ত এখানেও তার প্রবৃত্তিই কাজ করে।

ফল। হ্যাঁ, আমিও তাই বলি। শুধু সে নয়, তার সঙ্গে মর্ডেক এবং হাজার-খানেক নীল টুপীর লোক। আজ রাতে ওরসেস্টারকে চুরি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ খবর শুনে তোমার বাবার মুখের দাড়ি পেকে গেছে। জমির দাম এখন পচা মাংসের মত খুব সস্তা হয়ে গেছে। তুমি কিনতে পার।

যুব। জমি নয়, মেয়ে কেনাবেচার ব্যবসা করব।

ফল। ঠিক বলেছ, তাই করো। কিন্তু ছোকরা, কথাটা শুনে ভয় পাওনি তুমি? তুমি হচ্ছ যুবরাজ, অথচ তোমার তিন জন শত্রু অর্থাৎ ডগলাস, পার্সি আর গ্লেনডাওয়ার তোমাকে তোমার প্রাপ্য রাজসিংহাসন হতে বঞ্চিত করবে। অথচ তুমি ভয় পাচ্ছ না? এতে তোমার গায়ের রক্ত রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে না?

যুব। মোটেই না। তোমার মধ্যে যে প্রবৃত্তি আছে তা আমার নেই।

ফল। কিন্তু কাল তুমি যখন তোমার বাবার কাছে যাবে তখন কিন্তু বকুনি খাবে। কি বলবে তা এখন থেকে ঠিক করো।

যুব। তুমি এখন আমার পিতা সেজে পরীক্ষা করে দেখতে পার।

ফল। তাই করব কি? ঠিক আছে, থাম। আমার এই চেয়ারটা আমার রাজ্য, আমার ছোরাটা রাজদণ্ড আর আমার বালিশটাই হবে আমার রাজমুকুট।

যুব। তাই হোক। তোমার সীসের ছোরাটা হোক সোনার রাজদণ্ড আর তোমার মাথার টাকটা হোক রাজমুকুট।

ফল। না না, ঠাট্টা করো না। আমাকে একপাত্র মদ দাও, আমার চোখ তুটো লাল হতে দাও। তখন তুমি অবশ্যই বিচলিত হবে। তখন আমার চোখ দেখে মনে হবে কেঁদেছি আর আমি আবেগের সঙ্গে কথা বলব ঠিক রাজা ক্যাম্বিসের মত।

বাড়িওয়ালী। এ বেশ মজার খেলা হবে দেখছি। মুখটা ঠিক বাবার মতই করেছে।

ফল। কেঁদো না রাণী, মায়াকান্নার জল সব সময়েই ব্যর্থ হয়।

বাড়িওয়ালী। ঠিক যেন অভিনয় দেখছি।

ফল। হ্যারি, তুমি কোথায় বৃথা সময় নষ্ট করছ আমি শুধু সেই কথা ভেবেই আশ্চর্য হচ্ছি না, তুমি কাদের সঙ্গে মিশছ সেটাও আমার আশ্চর্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্যামোমিলে গাছ যত পদদলিত হয় ততই তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে; কিন্তু মানুষের যৌবন জানবে যত ক্ষয় হয় ততই নষ্ট হয়। তুমি যে আমার পুত্র তার আংশিক প্রমাণ হলো তোমার মার কথা আর কিছুটা প্রমাণ হলো আমার একটা নিজস্ব অভিমত। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো তোমার চোখ আর ঠোঁট শয়তানি করে মনে করিয়ে দিচ্ছে সেকথা। কিন্তু আমার ছেলে হয়ে কেন তুমি এত নীচ হলে? আকাশের সূর্য কি নেমে এসে গাছে চড়ে কালো জাম খেয়ে মুখ কালো করে? ইংলণ্ডের ছেলে হয়ে তুমি লোকের টাকা চুরি করে বেড়াবে? একটা কথা প্রায়ই শুনে থাকবে হ্যারি, সঙ্গদোষের জন্য আলকাতরার মতই কালো আর কলঙ্কিত হয়ে উঠেছে তোমার নাম। শোন হ্যারি, আমি মদ খেয়ে নেশার ঘোরে একথা বলছি না, বলছি চোখের জলে ভাসতে ভাসতে; আনন্দের সঙ্গে একথা বলছি না, বলছি

গভীর দুঃখের সঙ্গে। শুধু কথার কথা বলছি না। বলছি গভীর দুঃখের সঙ্গে। তথাপি তোমার সঙ্গীদের মধ্যে একজন ধার্মিক গুণবান লোককে দেখেছি আমি।

যুব। আমার দলের লোককে আপনি পছন্দ করেন মহারাজ?

ফল। সুন্দর চেহারা, সুন্দর চোখ; আমার মনে হয় তার বয়স পঞ্চাশ অথবা ষাটের কাছাকাছি। এবার আমার মনে পড়েছে, তার নাম হচ্ছে ফলস্টাফ। সত্যি বলছি হ্যারি, সদগুণ কাকে বলে তা আমি দেখেছি তার চোখের দৃষ্টির মধ্যে। গাছ যেমন ফলের দ্বারা পরিচিত হয় তেমনি ফলও গাছের দ্বারা পরিচিত হয়। সেই একমাত্র গুণবান ফলস্টাফের সঙ্গে তুমি মিশবে আর সকলকে তাড়িয়ে দেবে, কিন্তু আমায় বল দেখি এই একমাস কোথায় ছিলে?

যুব। তুমি কি সত্যি সত্যিই রাজার মত কথা বলছ? এবার তুমি আমার অভিনয় করো আর আমি রাজা সাজব।

ফল। তাহলে আমাকে সিংহাসনচ্যুত করবে?

যুব। এই আমি রাজা সাজলাম। তা যদি করো ত ঠিকমত বিচার করে ফাঁসি দাও।

ফল। ঠিক আছে। আমিও দাঁড়ালাম। আমার বিচার করো।

যুব। আচ্ছা হ্যারি, এখন কোথা থেকে আসছ তুমি?

ফল। আমি এখন ঈস্টচীপ থেকে আসছি স্যার।

যুব। তোমার নামে যে অভিযোগ আমি শুনেছি তা সত্যিই খুব গুরুতর।

ফল। ওসব অভিযোগ মিথ্যা স্যার। বরং আমি প্রমাণ করে দেব আপনি আসলে রাজা নন, একজন ছোকরা যুবরাজ।

যুব। তুমি আবার রাগ করছ? তুমি আর জীবনে মুখ দেখাবে না আমায়। তুমি খুব দ্রুত খারাপ হয়ে যাচ্ছ। একটা শয়তান মোটা বুড়ো মানুষের রূপ ধরে তোমাকে পেয়ে বসেছে। তাকে দেখলেই হাসি পায়। সেই জানোয়ারটার সঙ্গে তুমি কেন কথা বল? শূয়োরের মাংস দিয়ে মদ খাওয়া ছাড়া তার আর কি গুণ আছে? ছল চাতুরী ছাড়া তার আর কি বুদ্ধি আছে? সব কিছুতেই একমাত্র শয়তানি ছাড়া আর তার কি যোগ্যতা আছে? আর সব কিছুতে অযোগ্যতা ছাড়া কী তার যোগ্যতা আছে?

ফল। ঠিক আছে, আপনি কোন লোকটার কথা বলছেন আমাকে নিয়ে চলুন তার কাছে।

যুব। আবার কার কথা, সেই ঘৃণ্য শয়তান ফলস্টাফ যে যুবকদের কুপথে নিয়ে যায়। সেই পাকা দাড়িওয়ালা শয়তানটা।

ফল। স্যার, লোকটাকে আমি চিনি।

যুব। আমি জানি তুমি তাকে চেন।

ফল। কিন্তু স্যার, আমি যদি বলি আমার থেকে তার মধ্যে বেশী দোষ আছে তাহলে আমি তাকে প্রকৃতপক্ষে যতটুকু চিনি তার থেকে বেশী চিনি বলা হবে। তিনি যে বৃদ্ধ—সেকথা দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতেই হবে, কারণ তাঁর পাকা চুলই তার প্রমাণ। কিন্তু সে বেশ্যাদের দালাল—সেকথা আমি কিছুতেই স্বীকার করব না। যদি মদ আর চিনি দোষের হয় তাহলে সে দোষে সবাই দোষী আর ঈশ্বর সে দোষীদের ক্ষমা করুন। বুড়ো হওয়া আর আনন্দ করাটা যদি পাপ হয় তাহলে অনেক বুড়োই হবে পাপী। মোটা হওয়াটা যদি ঘৃণার কারণ হয় তাহলে ফারাওর মত যারা রোগা-রোগা তারা হবে ভালবাসার পাত্র। কিন্তু ঠিক না স্যার। তাড়িয়ে দিতে হয় পিটো, বার্ডল্‌ফ ও পয়েনস্‌কে তাড়িয়ে দিন। কিন্তু দয়ালু, সত্যবাদী, সাহসী আমার প্রিয় ফলস্টাফকে কোন নিবাসনদণ্ড দেবেন না। আপনার হ্যারির সঙ্গীকে তাড়াবেন না। জ্যাককে নির্বাসিত করলে দুনিয়ায় সৎ বলে কেউ আর থাকবে না।

যুব। না, আমি তাকে নির্বাসনদণ্ড দেবই। আমি তাকে তাড়াব। (দরজায় করাঘাত, বাড়িওয়ালী, ফ্রান্সিস ও বার্ডল্‌ফের প্রস্থান)

ছুটতে ছুটতে বার্ডল্‌ফের পুনঃপ্রবেশ

বার্ডল্‌ফ। স্যার স্যার দরজার কাছে শেরিফ রক্ষীদের নিয়ে অপেক্ষা করছে।

ফল। দূর হয়ে যাও বদমাস কোথাকার! মিছে কথা বলে আমাদের অভিনয়-টাকেই নষ্ট করে দিতে বসেছ! ফলস্টাফের স্বপক্ষে এখনো আমার অনেক কিছু বলার আছে।

বাড়িওয়ালীর পুনঃপ্রবেশ

যুব। কী ব্যাপার?

বাড়ি। শেরিফ রক্ষীদের নিয়ে বাড়ি খানাতল্লাসী করতে এসেছে। তাদের ঢুকতে দেব?

ফল। শুনছ হল? তোমাকে রাজা সাজতে হবে না, সত্যি সত্যিই তুমি রাজা হয়ে গেলে। খাঁটি সোনাকে কখনো নকল বলতে যেও না।

যুব। তুমি হচ্ছ আসল কাপুরুষ।

ফল। আমি একথা স্বীকার করি। তুমি যদি শেরিফের কাছে তোমার পরিচয় না দাও তাহলে ওকে ঢুকতে দাও।

যুব। যাও তোমরা সব লুকিয়ে পড। (যুবরাজ ও পিটো ছাড়া সকলের প্রস্থান)

ফল। আমিও লুকিয়ে পড়ব।

যুব। আমার শেরিফকে ডাক।

শেরিফ ও বাহকের প্রবেশ

আচ্ছা শেরিফ, আমার সঙ্গে তোমার কি কাজ আছে?

শেরিফ। প্রথমতঃ আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন স্যার। কতকগুলো লোক চেঁচামেচি করতে করতে এই বাড়িতে ঢুকেছে।

যুব। কী ধরনের লোক? কারা?

শেরিফ। একজন লোক ত বেশই পরিচিত সকলের কাছে। একটা মোটা-সোটা লোক।

বাহক। মাখনের মত বেশ গোলগাল।

যুব। সে লোক ত এখন এখানে নেই। আমি তাকে অন্য কাজে নিযুক্ত করেছি। যাই হোক, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি আগামী কাল সে দুপুরে মধ্যাহ্নভোজনের সময় তোমার সঙ্গে দেখা করে অভিযোগের জবাব দেবে। সুতরাং এখন তুমি এখান থেকে চলে যাও, আমার অনুরোধ।

শেরিফ। আমি যাব স্যার। কিন্তু স্যার, আমার সঙ্গে দুজন ভদ্রলোক আছেন, তাঁদের কাছ থেকে ডাকাতরা তিনশো পাউণ্ড ছিনিয়ে নিয়েছে।

যুব। যদি তাই হয়, যদি সে এঁদের টাকা নিয়ে থাকে তাহলে সে তার জবাব দেবে। তাহলে এখন বিদায়।

শেরিফ। শুভ রাত্রি স্যার।

যুব। আমার মনে হয় এখন প্রাতঃকাল।

শেরিফ। আমার মনে হয় এখন বেলা দুটো বাজে স্যার। (শেরিফ ও বাহকের প্রস্থান)

যুব। এই একমাত্র পাজী লোকটাকে সবাই চেনে। ডাক তাকে।

পিটো। ফলস্টাফ! বাঃ গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েছে আর ঘোড়ার মত নাক ডাকাচ্ছে।

যুব। কি রকম করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে দেখ। ওর পকেটে কি আছে খোঁজ

করো। (পিটো ফলস্টাফের পকেট দেখল এবং কিছু কাগজ পেল) কি দেখতে পেলে ?

পিটো। কাগজ ছাড়া আর কিছু না স্যার।

যুব। দেখি কি কাগজ, পড়।

পিটো। (পড়তে লাগল) দুই শিলিং ছয় পেনির শুয়োরের মাংস, চার পেনির সস, পাঁচ শিলিং আট পেনি দামের দু গ্যালন মদ।

যুব। কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার! ও এখানে সারাদিন ঘুমোক। আমি কাল সকালেই রাজদরবারে যাচ্ছি। আমাদের সকলকেই যুদ্ধে যেতে হবে। আমি এই মোটা পাজী লোকটাকে পদাতিক সৈনিক হিসাবে নিযুক্ত করব। মাইলের পর মাইল মার্চ করলেই ওর কাছে সেটা মৃত্যুসম হবে। যার কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছে সময়মত সেটা ফিরিয়ে দিলেই হবে। কাল সকাল পর্যন্ত তুমি আমার কাছেই থাক পিটো। পরে বিদায় নেবে।

পিটো। নমস্কার স্যার। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। ওয়েলস্। গ্লেনডাওয়ারের প্রাসাদ।

হটস্পার, ওরসেস্টার, মর্টিমার ও গ্লেনডাওয়ারের প্রবেশ

মর্টিমার। এই সব প্রতিশ্রুতি সত্যিই সুন্দর, এই সব লোকদের মিত্রতা নিশ্চিত এবং এতে আমরা প্রচুর আশার সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি।

হটস্পার। লর্ড মর্টিমার আর ভাই গ্লেনডাওয়ার, তোমরা বসবে কি ? পিতৃব্য ওরসেস্টার—হায় হায়, ম্যাপটার কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।

গ্লেনডাওয়ার। এই ত ম্যাপ। বস ভাই পার্সি, বস ভাই হটস্পার। তোমার নাম শুনেই ল্যাঙ্কাস্টারের মুখখানা মলিন হয়ে গেল এবং তোমায় স্বর্গে যাবার অভিশাপ দিল।

হটস্পার। আর তোমার নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে নরকে যাবার অভিশাপ দিল।

গ্লেনডাওয়ার। আমি তাকে দোষ দিতে পারি না। আমার জন্মের সময় সারা আকাশটা যেন জ্বলছিল আর সারা পৃথিবীটা কাঁপছিল ভীরু কাপুরুষের মত।

হটস্পার। কিন্তু পৃথিবীটা তোমার জন্মের সময় আমার মত, ভীরু প্রকৃতির ছিল না নিশ্চয়।

গ্লেনডাওয়ার। কিন্তু আমার জন্মের সময় সত্যিই আকাশে আগুন ছিল আর পৃথিবীটা কাঁপছিল।

হটস্পার। পৃথিবীটা যদি তখন সত্যি সত্যিই কেঁপে থাকে তাহলে তোমার জন্মের ভয়ে নয়, আকাশে আগুন দেখে সেই ভয়েই কেঁপেছিল। রোগগ্রস্ত মানুষের মত, প্রকৃতির মাঝেও মাঝে মাঝে আশ্চর্য রকমের কম্পন দেখা যায়; দূষিত বাতাস তার গর্ভে প্রচুর পরিমাণে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার জন্য পৃথিবীটাও যেন প্রবল যন্ত্রণায় কেঁপে ওঠে আর তার ফলে বড় অট্টালিকা আর প্রাচীন গম্বুজগুলো ধসে যায়। তোমার জন্মের সময়ও আমাদের বৃদ্ধা পিতামহী পৃথিবী এমনি করে কেঁপে উঠেছিল।

গ্লেনডাওয়ার। ভাই, আমার একথার প্রতিবাদ করতে কাউকে শুনিনি। আমি তোমাকে আবার বলছি, আমার জন্মের সময় আকাশে আগুন জলছিল, পাহাড়ে প্রান্তরে ছাগ মেষ ও গবাদি পশুর পাল ছোটাছুটি করছিল ভয়ে। এই সব লক্ষণ থেকে বোঝা যায় আমি একজন অসাধারণ পুরুষ এবং আমার সারা জীবনেও এই কথাই প্রমাণ হয় যে আমি একজন সাধারণ মানুষ নই। ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলস্‌এর জলে স্থলে এমন কোন লোক আছে কি যে আমাকে অর্বাচীন বলে উপহাস করতে পারে অথবা আমাকে নীতি উপদেশ শোনাবার সাহস করতে পারে? যদি কেউ থাকে তাকে ডেকে নিয়ে এস, সে তাহলে মায়ের ছেলে, বাপের বেটা নয়, দেখি সে আমার সামনে কিকরে দাঁড়ায়।

হটস্পার। এখন আমি খেতে যাব।

মর্টিমার। ভাই পার্সি চুপ করো। তুমি ওকে পাগল করে দেবে।

গ্লেন। আমি সমুদ্রের তলদেশ হতে প্রেতাত্মাদের ডেকে আনতে পারি।

হটস্। কেন, সে ত আমিও পারি, যে কোন লোকই পারে। কিন্তু দরকারের সময় কি তুমি তাদের পাবে?

গ্লেন। আমি তোমাকে শিখিয়ে দিতে পারি, কিকরে শয়তানকে দরকারের সময় পাওয়া যায়।

হটস্। আর আমিও তোমাকে শিখিয়ে দিতে পারি কিকরে সত্যি কথা বলতে হয় আর সত্যি কথা বলে কিকরে শয়তানকে লজ্জা দিতে হয়।

মর্টি। নাও, আর না, এই সব নিস্ফল কথাবার্তায় আর কাজ নেই।

গ্লেন। তিন তিনবার হেনরি বোলিংব্রোক আমাকে আক্রমণ করেছিল, কিন্তু তিনবারই আমি তাকে ওয়াই ও সেভার্ণ নদীর তীর থেকে সোজা বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি বিফল মনোরথে, নগ্নপদে ও দুর্যোগঘন আবহাওয়ার মধ্যে।

হটস্। সেকি, খারাপ আবহাওয়ার মধ্যে খালি পায়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছ? জ্বর হবে যে?

গ্লেন। এস, এই নাও ম্যাপ। আমরা কি আমাদের তিন জনের অধিকার ভাগ করে নেব নিজেদের মধ্যে?

মর্টি। আর্কডেকন সমানভাবে এর আগেই ভাগ করে দিয়েছে। ইংলণ্ডের দক্ষিণ ও পূর্ব দিক অর্থাৎ ট্রেণ্ট ও সেভার্ণ থেকে এখান পর্যন্ত আমার ভাগে পড়েছে। সমস্ত পশ্চিমাঞ্চল ও ওয়েলস্এর উর্বর ভূমি ভাগে পড়েছে ওয়েন গ্লেনডাওয়ারের। ট্রেণ্ট থেকে গোটা উত্তরাঞ্চল পড়েছে তোমার ভাগে। এইমত দলিল করা হয়েছে আমাদের তিনজনের নামে। আজ রাত থেকে এ দলিল কার্যকরী হবে। আগামীকাল ভাই পার্সি, আমি ও লর্ড অফ ওরসেস্টার শ্রুসবেরিতে তোমার বাবা ও স্কটল্যাণ্ডের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করব। আমার বাবার সাহায্য নেবার কোন দরকার নেই। (গ্লেনডাওয়ারের প্রতি) তোমার প্রাপ্ত ভূখণ্ডের অন্তর্গত প্রজা, অনুরাগী ও অনুচরদের একত্রিত ও সংগঠিত করতে পার।

গ্লেন। অল্প সময়ের মধ্যেই আমি সে কাজ সেরে তোমাদের কাছে যাব। আর তার ফলে খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের স্ত্রীদের কাছ থেকে বিদায়পর্ব সারতে হবে। বিদায় নেওয়া মানেই ত চোখের জলের যুদ্ধ। কে কত চোখের জল ফেলতে পারে তার প্রতিযোগিতা।

হটস্। আমার কিন্তু মনে হয় আমার ভাগে যা পড়েছে সেই উত্তরাঞ্চল তোমার ভাগের সমান নয়। দেখ দেখ নদীটা এসে কিভাবে আমার প্রাপ্ত ভূখণ্ডটাকে অর্ধচন্দ্রাকারে কেটে কেমন সুন্দর রূপালি ধারায় বয়ে চলেছে। এখানে ট্রেণ্ট নদীর একটা নতুন খাল বয়ে যাবে; কিন্তু সেটা বেশী গভীর হবে না বলে তাতে আমার কিছু সুবিধা হবে না।

গ্লেন। কেন, সুবিধা হবে না! হবে হবে, অবশ্যই হবে।

মর্টি। কিন্তু দেখ, নদীটা আমার অংশে এসে দুই কূলকে উর্বর করে কেমন বয়ে চলেছে।

ওরসেস্টার। এখানে নদীর বাঁকটাকে একটু কেটে দিলেই তা সোজা বয়ে যাবে। উত্তরাঞ্চলটা উর্বর হয়ে উঠবে।

হটস্‌। আমি তাই করব। একটু কেটে সোজা করে দিলেই চলবে।

গ্লেন। কিন্তু আমি ওর কোন পরিবর্তন করতে দেব না।

হটস্‌। তুমি তা দেবে না ?

গ্লেন। না; তুমি তা করতে পারবে না।

হটস্‌। কে তা করতে দেবে না আমায় ?

গ্লেন। কেন, আমি দেব না।

হটস্‌। তোমার ভাষা আমি বুঝতে পারছি না। তাহলে ওয়েলস্‌ ভাষায় বল।

গ্লেন। আমি তোমার মতই ইংরিজি বলতে পারি স্যার। আমি যখন ইংরেজ রাজদরবারে ছিলাম তখন আমি ইংরিজি ভাষা শিখতাম। আমার ছেলেবেলাতেই এমন সুন্দরভাবে সে ভাষা শিখেছিলাম যে অনেক শব্দ আমি সংযোজন করেছি ইংরিজি শব্দকোষে. তাতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে তোমাদের শব্দকোষ।

হটস্‌। তা বটে, খুব খুশি হলাম তোমার কথা শুনে। আমি বরং বিড়ালছানার মত 'মিউ' 'মিউ' করে ডাকব, তবু সে শব্দ ব্যবহার করব না।

গ্লেন। ঠিক আছে, ট্রেণ্ট নদীটার গতি তুমি ঘুরিয়ে দিতে পার।

হটস্‌। আমি তা গ্রাহ্য করি না। আমি এর তিন গুণ জমি আমার কোন বন্ধুকে দান করে দেব. কিন্তু চুক্তির ব্যাপারে আমি এক চুলের নয় ভাগের এক ভাগ পরিমাণ জমিও ছাড়ব না। দলিল সব তৈরি হয়ে গেছে ? আমরা কি তাহলে যাব ?

গ্লেন। এখন চাঁদ উজ্জ্বলভাবে কিরণ দান করছে। তুমি এই রাতেই রওনা হতে পার। আমি দলিল লেখককে সঙ্গে নিয়ে তাড়াতাড়ি যাব। ইতিমধ্যে বাড়ির মেয়েছেলেদের সঙ্গে বিদায়পর্বটাও সারতে হবে। আমার মনে হয় মর্টিমারের বিরহে আমার কন্যা পাগল হয়ে যাবে।

মর্টি। ভাই পার্সি, তুমি আমার শ্বশুরকে বেশ রাগিয়ে দিয়েছিলে।

হটস্‌। মাঝে মাঝে উনি এমন আমাকে রাগিয়ে দেন যে আমি শক্ত কথা না বলে পারি না। উনি আমাকে মাঝে মাঝে এমন সব আজগুবি অতিপ্রাকৃত কথা বলেন যে তা শুনে আমার মাথা জ্বলে যায়। এই যেমন গতরাতে উনি প্রায় নয়

ঘটা ধরে অনেক শয়তান ও ডাকিনী যোগিনীর কথা বলুলেন যারা ওঁর অনুগত। তাই উনি আমার কাছে ক্লান্ত ঘোড়া আর বাচাল মহিলার মতই অবাঞ্ছিত ও অস্বস্তিকর। আমি ওঁর কথা মোটেই সহ্য করতে পারি না।

মর্টি। কিন্তু বিশ্বাস করো, উনি মানুষ হিসাবে সত্যিই এক সুযোগ্য ব্যক্তি। প্রচুর পড়াশুনো এবং পাণ্ডিত্য আছে এবং গুহ্যবিদ্যাতেও বেশ পারদর্শী। উনি সিংহের মত সাহসী এবং ভারতের খনির মতই উনি উদার ও অকৃপণ। সত্যি বলছি ভাই, উনি তোমার মতামতকে সত্যিই শ্রদ্ধার চোখে দেখেন এবং তোমার সঙ্গে কোন বিষয়ে বিতর্ক বাধলে উনি অনেক সময় নিজের মতের সঙ্গে আপোষ করে বসেন। তুমি যেভাবে ওঁকে রাগিয়ে দিয়েছ, এমন কোন জীবিত লোক নেই জগতে যে তা পারে। তাহলে তার বিপদ অনিবার্য। তবে আমার অনুরোধ, বারবার তা করতে যেও না।

ওর। সত্যিই স্যার, তুমি কিন্তু ইচ্ছা করে দোষ করে যাচ্ছ। তোমার এখানে আসার পর থেকে উনি প্রায়ই অধৈর্য হয়ে রেগে ওঠেন। তুমি এ দোষের সংশোধন করো। অবশ্য যদিও এতে তোমার সাহস বীরত্ব মহত্ব প্রভৃতি কোন কোন গুণের পরিচয় পাওয়া যায় তবু আবার এতে ক্রোধ, ঔদ্ধত্য, অহঙ্কার, ঘৃণা প্রভৃতি কতকগুলো দোষেরও পরিচয় পাওয়া যায়। আর এতে একজন সামন্ত হিসাবে তোমার নাম কলঙ্কিত হবে; লোকচক্ষে তুমি হেয় হয়ে উঠবে।

হটস্। যাই হোক খুব নীতি উপদেশ শোনালে। ভদ্র আচরণ তোমার জীবনকে সুন্দর করে তুলুক। এখন আমাদের কাছে বিদায় নেবার জন্য মেয়েরা আসছে।

লেডী মর্টিমার ও লেডী পার্সিসহ গ্লেনডাওয়ারের পুনঃপ্রবেশ

মর্টি। এটা আমার কাছে সবচেয়ে বেশী বিরক্তির বিষয় যে আমার স্ত্রী ইংরিজিতে কথা বলতে জানে না আর আমিও ওয়েলস্ ভাষায় কথা বলতে পারি না।

গ্লেন। আমার মেয়ে কাঁদছে; সে তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না; সে বরং সৈনিক হয়ে যুদ্ধে যাবে তোমার সঙ্গে।

মর্টি। ওকে বুঝিয়ে বলুন, ও পরে আপনার সঙ্গে যুদ্ধে যাবে। (গ্লেনডাওয়ার লেডী মর্টিমারের সঙ্গে ওয়েলস্ ভাষায় কথা বলাবলি করল)

গ্লেন। ও কিন্তু মরিয়া হয়ে উঠেছে। ও এমনই একজন একগুঁয়ে রাগী মেয়ে যে কারো কোন কথা শুনবে না। (লেডী মর্টিমার ওয়েলস্ ভাষায় কথা বলল)

মর্টি। আমি তোমার সুন্দর দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পারছি, কিন্তু তোমার ভাষা কিছু বুঝছি না। (লেডী মর্টিমার আবার ওয়েলস্ ভাষায় কি বলল) আমি তোমার চুম্বনের অর্থমাধুর্য উপলব্ধি করতে পারি আর তুমিও আমার চুম্বনের অর্থ বুঝতে পার। কিন্তু তোমার মুখের ভাষা বুঝতে না পারা পর্যন্ত তোমার সার্থক প্রেমিক হয়ে উঠতে পারব না প্রিয়তমা। তোমার কথা ওয়েলস্ ভাষার শ্রেষ্ঠ সম্পদ; তোমার কণ্ঠ এমনই মধুর যে মনে হচ্ছে যেন বসন্তের কোন ছায়াঘন কুঞ্জবনের নির্জনে এক নিঃসঙ্গ সুন্দরী রাণী সুমধুর সুরে বীণা বাজাচ্ছে।

গ্লেন। তুমি যদি কেঁদে ফেল তাহলে ও পাগল হয়ে যাবে। (লেডী মর্টিমার আবার কি বলল)

মর্টিমার। আমি তোমার কোন কথাই বুঝতে পারছি না।

গ্লেন। ও মরিয়া হয়ে তোমায় অনুরোধ করছে, তুমি শুয়ে পড় ওর কোলে মাথা দিয়ে। আর ও তোমায় মধুর গান শুনিয়ে তৃপ্ত করবে। তোমার চোখের পাতায় এনে দেবে নিদ্রাদেবীকে। এক মনোরম তন্দ্রার শীতলতা দিয়ে তোমার দেহের রক্তকে শান্ত করে দেবে। রাত্রি ও দিনের মাঝখানে অর্থাৎ পূব দিগন্তের সূর্যের স্বর্ণরশ্মিজাল প্রসারিত হবার আগে যেমন এক প্রত্যুষস্নিগ্ধ ধূসরতা বিরাজ করে পৃথিবীতে ঠিক তেমনি এক মায়াবী ধূসরতা নেমে আসবে তার সুরের প্রভাবে।

মর্টি। আমি আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে তার গান শুনব। এর মধ্যে আশা করি আমাদের কাগজপত্র সব তৈরি হয়ে যাবে।

গ্লেন। তাই করো। এখানের সুর যেন হাজার মাইলের ব্যবধান অতিক্রম করে যেতে পারে এখান থেকে।

হটস্। এস কেট, তুমিও শুয়ে পড়। আমিও তোমার কোলে শুয়ে পড়ব।

লেডী পার্সি। নাও, তুমি কিন্তু চঞ্চল রাজহাঁসের মতই দুষ্টু। (গান করতে লাগল)

হটস্। বাঃ এখন দেখছি শয়তানটা ভালই ওয়েলস্ ভাষা বুঝতে পারে। ও এমনিতে গান জানে না, কিন্তু ওর স্ত্রীর কাছে বেশ গান গাইছে।

লেডী পার্সি। তাহলে তুমিও গান গাও। তুমি ত ঠাট্টা ছাড়া আর কিছু বোঝ না। আর গান না গাইবে ত আমার গান শোন ওয়েলস্ ভাষায়।

হটস্। তার চেয়ে আমার শিকারী কুকুরটা আইরিশ ভাষায় গর্জন করবে আর আমি তা শুনব।

লেডী পার্সি। তুমি কি চাও তোমার মাথাটা ভেঙ্গে যাক ?

হটস্। না।

লেডী পার্সি। তাহলে চুপ করে স্থির হয়ে বস।

হটস। না, আমি তা পারব না। মেয়েদের এটাই দোষ।

লেডী পার্সি। ঈশ্বর তাহলে তোমাকে রক্ষা করুন।

হটস্। তিনি তাহলে আমাকে এক ওয়েলস্ নারীর শয্যায় নিয়ে গিয়ে শায়িত হতে সাহায্য করুন।

লেডী পার্সি। সে আবার কি ?

হটস্। চুপ, ও গান করছে। (লেডী মর্টিমার গান করল) নাও কেট, আমিও তোমার গান শুনব।

লেডী পার্সি। না, আমার গান তুমি শুনতে পাবে না বলছি।

হটস্। সেকি, শুনতে পাব না। কেন শপথ করছ কেট ? ও সব শপথ বা প্রতিবাদের কথা রেখে দাও যত সব অকর্মণ্য কুঁড়ে লোকদের জন্য। তুমি আমাকে গান শোনাও।

লেডী পার্সি। না, আমি গান করব না।

হটস। তাহলে দর্জিগিরি করো। আমি কিন্তু ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই চলে যাব।

গ্লেন। লর্ড মর্টিমার তুমি কিন্তু বড় শ্লথ এ বিষয়ে। লর্ড পার্সি যাবার জন্যে যত তাড়াতাড়ি করছে তুমি তত দেরি করছ। এতক্ষণে আমাদের দলিল তৈরি হয়ে যাবে। আমরা তাতে সই করেই ঘোড়ায় চাপব।

মর্টি। ঠিক আছে, আমি তৈরি। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। লণ্ডন। রাজপ্রাসাদ।

রাজা, যুবরাজ ও লর্ডদের প্রবেশ

রাজা। সভাসদ্‌গণ, আপনারা যেতে পারেন। যুবরাজের সঙ্গে আমার কিছু গোপন আলোচনা আছে। আপনারা অবশ্য নিকটেই থাকবেন, কারণ আপনাদের প্রয়োজন হতে পারে। (লর্ডদের প্রস্থান) জানি না এটা ঈশ্বরের অভিপ্রেত কি না, জানি না ঈশ্বরের কাছে আমি কী এমন অপরাধ করেছি যার জন্য তিনি আমারই রক্তের সৃষ্ট সন্তানের মাধ্যমে প্রতিশোধ নিচ্ছেন আমার উপর। তুমি তোমার জীবনে শুধু এই কথাই প্রমাণ করে যাচ্ছ যে তুমিই

আমার সমস্ত পাপকর্মের শাস্তির একমাত্র মূর্ত প্রতীক। বল এই ধরনের নীচ কুসঙ্গে মিশে কুৎসিত আমোদ প্রমোদে গা ভাসিয়ে দেওয়া আমাদের মত রাজবংশের ছেলে হয়ে তোমার উপযুক্ত কাজ হয়েছে কিনা ?

যুবরাজ। আমার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আপনি এনেছেন আমি তার থেকে মুক্ত করব নিজেকে। তবে জানবেন আমি যত না খারাপ তার থেকে অনেক বেশী খারাপ করে আমাকে দেখিয়েছে অনেকে। যাই হোক, আমি আপনার কাছে বিনয়ের সঙ্গে ক্ষমা ভিক্ষা করছি আমার সমস্ত অপরাধের জন্য।

রাজা। ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করুন। তবু আমি একথা ভেবে আশ্চর্য না হয়ে পারছি না হ্যারি হে তুমি তোমার বংশের ধারা থেকে দূরে সরে গিয়ে সমস্ত মান সম্মানের কথা ভুলে গিয়ে কিভাবে সঙ্গী নির্বাচন করেছ। পরিষদে তুমি তোমার আসন হারিয়েছ, এখন সে আসনে তোমার ছোট ভাই বসেছে। আমাদের রাজপরিবারের কোন লোক বা সভাসদরা তোমাকে দেখতে পারে না। তোমার ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার এবং প্রতিটি লোকে অন্তরের সঙ্গে তোমার পতন কামনা করে। আমিও যদি একদিন তোমার মত কুসঙ্গে মিশতাম তাহলে যারা আমায় সিংহাসনে বসিয়েছে তারাই আমার নির্বাসনের ব্যবস্থা করত। আমি আগে যখন তখন যেখানে সেখানে যেতাম না, হঠাৎ ধূমকেতুর মত কোনখানে আবির্ভূত হতাম কোন বিশেষ প্রয়োজনে আর তখন আমায় দেখে লোকে বলাবলি করত, এই সেই বোলিংব্রোক। আমিও তখন তাদের অভিবাদনের উত্তরে এমন মধুর সৌজন্য প্রকাশ করতাম যে সকলেই আমায় তাদের অন্তরের অকুণ্ঠ আনুগত্য দান করত। এমন কি প্রকৃত রাজার উপস্থিতি সত্বেও তারা হর্ষধ্বনি করে আমায় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করত। এইভাবে আশ্চর্যজনক এক অতি সৌখীন পোষাকের মত, ভোজসভায় ব্যবহৃত কোন বিরল উপাদেয় খাদ্যবস্তুর মত আমি কদাচিৎ আবির্ভূত হতাম লোকচক্ষে। অথচ এর আগের রাজা যখন তখন যেখানে সেখানে জনগণের সামনে গিয়ে হাজির হতেন। তাদের সঙ্গে হাসি তামাশা করতেন। অতিরিক্ত অনিয়মিত ব্যবহারে মধুর আস্বাদ্যমানতা যেমন নষ্ট হয়ে যায় তেমনি বহু আকাঙ্ক্ষিত রাজদর্শন পরিমাণে ও সংখ্যায় বেশী হলে তার গুরুত্ব নষ্ট হয়ে যায় এবং লোকেও আগ্রহ হারিয়ে ফেলে রাজার প্রতি। সূর্যসঙ্কাশ

কোন উত্তপ্ত প্রতাপ বা রাজমর্যাদার কোন উজ্জ্বল জ্যোতি ছিল না তাঁর উপস্থিতির মধ্যে; ফলে প্রজারা তাঁকে দেখত অবহেলার দৃষ্টিতে। আজ তুমিও তাঁর মতই কুসঙ্গদোষে রাজকীয় মর্যাদা ও সম্মান সব হারিয়ে ফেলেছ। আজ একমাত্র আমি ছাড়া কেউ আর তোমায় দেখতে চায় না। আমি তোমায় অনেক দিন দেখিনি বলে দেখতে চাইছি স্নেহের বশে; কিন্তু স্নেহে অন্ধ হয়ে আর আমি তোমার অন্যায়কে মেনে নিতে পারব না।

যুব। এখন থেকে আমি নিজেকে সংশোধন করে আমার প্রকৃত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হব।

রাজা। এখন যেমন তোমার অবস্থা, আমি যখন ফ্রান্স থেকে প্রথম র‍্যাডেনস্‌-পার্গে আসি তখনও আমার ছিল সেই অবস্থা। তখন আমি ছিলাম ঠিক তোমারই মত। এখন কিন্তু আমি আমার রাজদণ্ড ছুঁয়ে বলছি, এখন আমার হাতে অনেক কাজ, তোমার উত্তরাধিকার নিয়ে মাথা ঘামাবার অবকাশ আমার নেই। এখন সিংহের জোয়াল থেকে আমার মাথাটা বার করে আনতে হবে। এখন যত সব প্রবীণ সভাসদ ও যাযকদের যুদ্ধে পাঠাতে হবে। যে ডগলাসের সামরিক খ্যাতি এবং বিক্রম সর্বজনবিদিত, সেই ডগলাসের বিরুদ্ধে মর্যাদার লড়াই লড়তে হবে, এখন হটস্‌পার ডগলাসের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। এখন পার্সি, নর্দাম্‌বারল্যাণ্ড, ইয়র্কের আর্কবিশপ, ডগলাস, মর্টিমার সকলেই রাজশক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে কিন্তু এসব কথা আমি কাকে বলছি। যাকে আপন ভেবে আমি আমার শত্রুদের কথা বলছি সে ত তার হীন কামনার দাস হয়ে আমারই বিরুদ্ধে শত্রুতা করছে। সে ত তার অধঃপতনের শেষ ধাপে নেমে গেছে।

যুব। আর তা মনে ভাববেন না। যা হয়ে গেছে আর তার পুনরাবৃত্তি হবে না। আমি যে ভুল যে অন্যায় করেছি পার্সির মাথা নিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করব। একদিন যুদ্ধে বীরত্ব দেখিয়ে জয়লাভ করে আপনার সামনে এসে মাথা তুলে বলব আমি আপনার যোগ্য পুত্র। আমি এক রক্তলাল পোষাক বর্ম পরিধান করে সর্বজনপ্রশংসিত নাইট হটস্‌পারের সঙ্গে এক মর্যাদার লড়াইএ অবতীর্ণ হব। সেদিন নিশ্চয় আসবে যেদিন এই বীর যুবকের সমকক্ষরূপে তার সমপরিমাণ গৌরব ও কৃতিত্ব অর্জন করতে পারব। এখন পার্সির সমান গৌরব অর্জন করাই হলো আমার একমাত্র চিন্তা। আমি আজ এই মুহূর্তে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি যদি সে গৌরব অর্জন করতে না পারি অথবা ঈশ্বর যদি তা না চান, তাহলে

আমি মৃত্যুবরণ করব। আমার এই শপথ ভঙ্গ করার আগে যেন আমার হাজার বার মৃত্যু ঘটে।

রাজা। তুমি তাহলে বহু বিদ্রোহীর প্রাণনাশ করতে পারবে। তোমাকে তাহলে বিশ্বাস করে আমি অনেক কিছুর ভার দেব।

স্যার ওয়ালটার ব্লাণ্টের প্রবেশ

কি খবর ব্লাণ্ট! তোমার চোখের দৃষ্টি খুব চঞ্চল মনে হচ্ছে।

ব্লাণ্ট। আমি যে কাজের কথা বলতে এসেছি সে কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মহারাজ। স্কটল্যাণ্ডের লর্ড মর্টিমার বলে পাঠিয়েছেন ডগলাস ইংরেজ বিদ্রোহীদের নিয়ে এমাসের এগার তারিখে স্রুষবেরির প্রান্তরে সমবেত হবে। ওদের সম্মিলিত শক্তি সত্যিই বিশাল আর ভয়াবহ মহারাজ। যদি ওদের সবাই প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে তাহলে সেটা আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর হবে।

রাজা। আর্ল অফ ওয়েস্টমোরলাণ্ড আজই আমার পুত্র ল্যাঙ্কাস্টারকে নিয়ে রওনা হয়ে গেছে। আগামী বুধবার হ্যারি তুমি যাবে। বৃহস্পতিবার আমি নিজে অভিযান শুরু করব। আমরা সকলেই ব্রিজনর্থে সমবেত হব। হ্যারি গ্লসেস্টশায়ারের ভিতর দিয়ে সৈন্য নিয়ে কুচকাওয়াজ করে যাবে। এইভাবে আজ হতে বারো দিনের মধ্যে আমার সমস্ত শক্তি সম্মিলিত হবে ব্রিজনর্থে। আমাদের হাতে এখন অনেক কাজ। চল সব এখান থেকে। বিলম্বে শত্রুদেরই সুবিধা। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। ঈস্টচীপ।

ফলস্টাফ ও বার্ডল্‌ফের প্রবেশ

ফল। আচ্ছা বার্ডল্‌ফ, আমার সেই কাজটার পর থেকে আমার কি অবনতি ঘটেছে? আমি কি রোগা হয়ে যাচ্ছি না? বৃদ্ধার ঢলঢলে গাউনের মত আমার গায়ের চামড়া কি ঝুলে পড়ছে না? আমি এখন ঝরা আপেল ফুলের মত শুকিয়ে গেছি। আমাকে এখন অনুশোচনা করতে হবে। কিন্তু আমার অন্তর একটু পরে এত খারাপ হয়ে যাবে যে আমি কোন অনুশোচনাও করতে পারব না। কুসঙ্গ, হ্যাঁ একমাত্র অসৎ সঙ্গই আমার এই অধঃপতনের জন্য দায়ী।

বার্ডল্‌ফ। স্যার জন, আপনি এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন যে আপনি আর বেশীদিন বাঁচবেন না।

ফল। কেন, এস আমার কাছে, আমাকে একটা চটকদার মজার গান শোনাও। আমাকে খুশি করো। আর পাঁচজন ভদ্রলোকের মত আমিও ভদ্র জীবন যাপন করব শপথ করেছি। খুব কম তাশ পাশা খেলেছি, খেলেছি মাত্র সপ্তায় সাত বার। সপ্তায় মাত্র একদিন মদের দোকানে গিয়েছি। ধার করেও মদের টাকা শোধ করেছি। তিন চার বার আমি খুব ভালভাবে সংভাবে জীবন যাপন করেছি। কিন্তু এখন আমি জীবনে সব শৃংখলা হারিয়ে ফেলেছি।

বার্ডল্‌ফ। আপনি এত মোটা স্যার জন যে আপনাকে হাত দিয়ে ধরা যায় না। আপনি সকল সীমা ও শৃংখলার বাইরে।

ফল। তুমি যদি তোমার মুখটা বদলে ফেলতে পার তাহলে আমি আমার জীবনটাকেও বদলে ফেলতে পারব।

বার্ডল্‌ফ। কেন স্যার জন, আমার মুখটা ত আপনার কোন ক্ষতি করেনি ?

ফল। না, সেকথা শপথ করে বলতে পারি। বরং লোকে যেমন মরার মাথাটাকে প্রয়োজনমত ব্যবহার করে থাকে আমিও তেমনি তোমার মুখটাকে ব্যবহার করে আসছি। তোমার মুখটাকে দেখলেই আমার মনে পড়ে নরকাগ্নির কথা। তোমার মধ্যে যদি কোন সদগুণ থাকে তাহলে সেটা তোমার মুখ দেখেই বোঝা যায়। আমি নিজে শপথ করে বলতে পারি তুমি হচ্ছ দেবদূতের মত। কিন্তু তোমার মুখখানা বাদে, তোমার আর সব কিছুই অন্ধকারে ডুবে গেছে। মুখ ছাডা তোমার আর সব কিছুই খারাপ। তুমি আমাকে রাতের পর রাত একের পর এক করে কত হোটেলে নিয়ে গিয়ে বহু টাকার মদ খাইয়েছ। সে টাকা থাকলে অনেক কিছু হত।

বার্ডল্‌ফ। আমার মনে হচ্ছে আমার মুখটা আপনার পেটের ভিতর ঢেকে রাখি।

ফল। ভগবান যেন তা না করেন। তাহলে আমার অন্তরের জ্বালা আরো বেড়ে যাবে।

বাড়িওয়ালীর প্রবেশ

কি খবর গিন্নী! মুরগী মহাশয়! কারা আমার পকেট মেরেছে তার কিছু খোঁজ করেছ ?

বাড়িওয়ালী। কেন, কি ভেবেছ তুমি স্যার জন? তুমি কি ভাব আমি আমার বাড়িতে চোর পুষি? আমি, আমার স্বামী, আমার লোকজন সবাই তন্ন তন্ন করে এবাড়ির সর্বত্র খোঁজ করেছি। এর আগে এখানে একটা চুলও কারো খোয়া যায়নি।

ফল। তুমি মিথ্যা কথা বলছ। বার্ডল্ফ তার চুল দাড়ি কেটেছে, তার অনেক চুল খোয়া গেছে। আর সত্যিই আমার পকেটমার হয়েছে। যাও যাও, তুমি ত সামান্য মেয়েছেলে। যাও যাও।

বাড়ি। কী আমি সামান্য মেয়েছেলে? কখনই না। আমার বাড়িতে বসে এর আগে এ কথা কেউ বলতে পারেনি।

ফল। যাও যাও, আমি তোমাকে ভালভাবেই চিনি।

বাড়ি। না স্যার জন, তুমি আমায় চেন না। কিন্তু আমি তোমাকে চিনি স্যার জন। তাছাড়া তুমি আমার কাছে টাকা ধার করেছ। এখন তুমি একটা যেন তেন প্রকারেণ ঝগড়া বাধিয়ে আমাকে ফাঁকি দিতে চাও। আমি তোমাকে প্রায় এক ডজন জামা কিনে দিয়েছি ধারে।

ফল। যাও যাও, নোংরা মেয়ে কোথাকার। সে জামা আমি যারা রুটি তৈরি করে তাদের বউদের দিয়ে দিয়েছি।

বাড়ি। তুমি টাকা ধার করেছ, তাছাড়া তোমার খাওয়া থাকা ও মদের জন্য আমরা টাকা পাই তোমার কাছ থেকে। তোমাকে শুধু আলাদা ধার দেওয়া হয়েছে চব্বিশ পাউণ্ড।

ফল। আমি তা শোধ করে দেব।

বাড়ি। শোধ করে দেবে তুমি? তুমি ত গরীব। তোমার কিছুই নেই।

ফল। কী! আমি গরীব? আমার মুখের দিকে তাকাও, আমার মুখে কি লেখা আছে যে আমি গরীব। আর ধনী কাদের বল? তাদের নাক আর গালগুলো কি সোনা দিয়ে বাঁধান? আমি তোমাকে এক পয়সাও দেব না। আমাকে এত অপমান? আমি হোটেলে থাকব অথচ স্বস্তি পাব না? আমার পকেট মারা যাবে হোটেলের ভিতর? আমি আমার ঠাকুর্দার আমলের আংটিটা পাচ্ছি না, যার দাম চল্লিশ মার্ক।

বাড়ি। ও ভগবান! আমি নিজের কানে শুনেছি যুবরাজ বলছিল আংটিটা আমার।

ফল। যুবরাজ মিথ্যাবাদী। সে যদি এখানে এসে আবার ওকথা বলে আমি তাহলে ওকে কুকুরের মত লাঠিপেটা করব।

পিটোসহ সহসা কুচকাওয়াজরত যুবরাজের প্রবেশ

ফল। কি খবর ছোকরা! আমরা কি অভিযানে যোগদান করব?

বার্ডল্ফ। সব জোড়া জোড়া অবস্থায় মার্চ করে যেতে হবে।

বাড়ি। স্যার, আমার একটা আবেদন আছে, শুনতে হবে।

যুব। কি বলছ মিস্ট্রেস কুইকলি? তোমার স্বামী কেমন আছে? তাকে আমি ভালবাসি। সে একজন সত্যিই সৎ লোক।

বাড়ি। ঠিক আছে স্যার, আমার কথাটা শুনুন।

ফল। ওকে বার করে দাও, আমার কথাটা শোন।

যুব। কি বলবে জ্যাক?

ফল। গত রাত্রে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আর তখন আমার পকেটমার হয়। এই বাড়িটা এখন চোরের আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে। ওরা পকেট মারে।

যুব। তোমার কি কি হারিয়েছে জ্যাক?

ফল। আমার কথা. তুমি বিশ্বাস করবে হল? চল্লিশ পাউণ্ড ওজনের তিন চারটে সোনার টুকরো আর আমার ঠাকুরদার একটা আংটি।

যুব। ও এমন কিছু না।

বাড়ি। আমিও তাই বলছিলাম স্যার। কিন্তু ও আপনার নামে যা তাই বলছিল স্যার। ওর মুখটা খুব খারাপ। বলছিল ও আপনাকে নাকি লাঠি-পেটা করবে।

যুব। কী, তাই নাকি?

বাড়ি। একথা যদি সত্য না হয় তাহলে আমার নারীত্ব, সতীত্ব সব মিথ্যা হয়ে যাবে।

ফল। তোমার সব কিছুই মিথ্যে। ধূর্ত খেঁকশেয়ালের মত তোমার মধ্যে সত্য বা সততা বলতে কিছুই নেই।

বাড়ি। জেনে রেখো, আমি একজন সৎ লোকের স্ত্রী। তোমার কাছ থেকে নাইট উপাধিটা কেড়ে নিলে তোমাকে একটা আস্ত জুয়োচোর ছাড়া কিছুই বলবে না লোকে।

ফল। তোমার নারীত্বটাকেও তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিলে তুমি হয়ে উঠবে একটা পশু; একটা জানোয়ার।

যুব। কি জানোয়ার?

ফল। না মাছ, না মাংস।

যুব। না কুইকলি, সত্যিই ও তোমায় গালাগালি করছে যা তা বলে।

বাড়ি। ও আপনাকেও গাল দিচ্ছিল স্যার। বলছিল আপনি নাকি ওর কাছে হাজার পাউণ্ড ধার করেছেন।

যুব। আমি তোমার কাছে হাজার পাউণ্ড ধার করেছি ?

ফল। হ্যাঁ হল, হাজার পাউণ্ড কি, আমি তোমার কাছ থেকে লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের তোমার ভালবাসা পাই। তোমার ভালবাসার দাম অনেক। সেই ভালবাসার ঋণে তুমি ঋণী আমার কাছে।

বাড়ি। ও বলেছিল ও নাকি আপনাকে লাঠিপেটা করবে।

ফল। আমি তাই বলেছিলাম বার্ডল্‌ফ ?

বার্ডল্‌ফ। হ্যাঁ স্যার জন, তুমি তাই বলেছ।

ফল। হ্যাঁ বলেছিলাম যদি সে বলে থাকে আমার আংটিটা তামার।

যুব। আমি বলছি আংটিটা তামার। এবার তোমার কথামত কাজ করো সাহস থাকে ত।

ফল। হল, তুমি আমাকে জান। যেখানে তুমি একজন সামান্য মানুষ সেখানে আমি তোমাকে আঘাত করতে পারি। কিন্তু যেখানে তুমি একজন যুবরাজ সেখানে আমি তোমাকে সিংহের বাচ্চার মত ভয় করি।

যুব। সিংহের মত নয় কেন ?

ফল। স্বয়ং রাজাকে আমি সিংহের মত ভয় করব। তুমি কি ভাব তোমার বাবার মত তোমাকেও ভয় করব ? কখনই না। তাতে ঈশ্বর শাস্তি দেয় দেবে।

যুব। আমার মনে হচ্ছে তোমাকে নতজানু হতে বাধ্য করি। তোমার এই বিরাট পেটটার মধ্যে সত্য, বিশ্বাস, সততা কিছুই নেই, আছে শুধু কুবুদ্ধি। এক সৎ মেয়েছেলেকে পকেটমারের অভিযোগে অভিযুক্ত করছ! অথচ তোমার পকেটে শুধু হোটেলের বিল আর মদের দোকানের বিল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। যদি এছাড়া তোমার পকেটে মূল্যবান কিছু থেকে থাকে তাহলে আমাকে শয়তান বলে ডাকবে। তোমার লজ্জা হচ্ছে না ?

ফল। শুনছ হল ? আদমের মত সৎ লোকেরও পতন ঘটেছিল। এই শয়তানির যুগে হতভাগা জ্যাক কিকরে তার সততা রক্ষা করবে। দেখছ সাধারণ আর পাঁচ জন লোকের থেকে আমার গায়ে বেশী মাংস আছে। সুতরাং তাতে দুর্বলতাও বেশী থাকবে। তাহলে স্বীকার করো বাড়িওয়ালী, তুমি আমার পকেট মেরেছ।

যুব। তোমার কাহিনী শুনে তাই ত মনে হচ্ছে।

ফল। আমি তোমায় ক্ষমা করলাম বাড়িওয়ালী। যাও আমার প্রাতঃরাশের

ব্যবস্থা করগে। তোমার স্বামীকে ভালবাসগে আর ঝি চাকরদের দেখাশোনা করগে। সততা ও যুক্তিবোধের অভাব কখনো হবে না আমার মধ্যে। তুমি দেখছ আমি কত শান্তিপ্রিয় মানুষ। যাও। (বাড়িওয়ালীর প্রস্থান) এখন হল রাজদরবারের কথা বল। যে টাকা ডাকাতি করা হয়েছে তার কি হবে ?

যুব। সে টাকা শোধ করা হয়ে গেছে। দেখ সত্যিই আমি কত ভাল জ্যাক।

ফল। শুধু শুধু করে সে টাকা শোধ করে দেওয়ার মধ্যে কোন যুক্তি দেখি না।

যুব। বাবার সঙ্গে আমার মিটমাট হয়ে গেছে।

ফল। প্রথমে রাজকোষ থেকে কিছু টাকা চুরি করে এনে আমাকে দাও ত।

বার্ডলফ। তাই করুন স্যার।

যুব। তোমাকে পদাতিক সৈনিক হিসাবে নিয়োগ করছি আমি জ্যাক।

ফল। অশ্বারোহী সৈনিকের কাজ হলে খুব ভাল হত। আমার কাছে এখন কিছুই নেই। আমি একেবারে নিঃস্ব। এখন আমি কি এমন কাউকে পাব না যে কিছু চুরি করে আমাকে এনে দিতে পারবে ?

যুব। বার্ডলফ !

বার্ডলফ। হুজুর ?

যুব। আমার ভাই জন ল্যাঙ্কাস্টারকে এই চিঠিটা দিয়ে আসবে। আর এই চিঠিটা দেবে ওয়েস্টমোরল্যাণ্ডকে। (বার্ডলফের প্রস্থান) যাও পিটো, ঘোড়া তৈরি করগে, মধ্যাহ্নভোজনের আগে আমাদের তিরিশ মাইল পথ অতিক্রম করতে হবে। (পিটোর প্রস্থান) জ্যাক, কাল বেলা দুটোর সময় টেম্পলএ আমার সঙ্গে দেখা করবে। সেখানেই তুমি তোমার নিয়োগপত্র ও প্রয়োজনীয় আদেশনামা পাবে। সারা দেশ এখন জ্বলছে। পার্সি এখন অনেক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে অনেক উঁচুতে উঠেছে। এ যুদ্ধে হয় সে না হয় আমরা মরব। (প্রস্থান)

ফল। চমৎকার কথা। সাহসের কথা। বাড়িওয়ালী, আমার প্রাতরাশ কই, দিয়ে যাও। (প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। শ্রুবেরির নিকটস্থ বিদ্রোহীদের শিবির।

হটস্পার, ওরসেস্টার ও ডগলাসের প্রবেশ

হটস্। বাঃ বেশ ভাল কথাই বলেছ ভাই। এই বয়সে আমি তোমাদের

কথা বলব। একথা একমাত্র ডগলাস ছাড়া আর কেউ বলতে পারবে না এ পৃথিবীতে। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি আমি কারো তোষামোদ করতে পারি না। আমি কারো তোষামোদ পছন্দও করি না। তবে সত্যি কথা বলছি আমি, বীর হিসাবে অন্তরের সঙ্গে আমি যতখানি শ্রদ্ধা করি তোমাকে তত শ্রদ্ধা আর কাউকে করি না।

ডগলাস। তুমি হচ্ছ সম্মানের রাজা। তোমার এই সম্মান রক্ষার জন্য আমি এ পৃথিবীতে যে কোন লোকের বিরোধিতা করতে পারব।

হটস্‌। তাই করো।

পত্রহাতে জনৈক দূতের প্রবেশ

কার চিঠি এনেছ? তোমাকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না।

দূত। এ চিঠি আপনার পিতা দিয়েছেন আপনাকে।

হটস। তিনি চিঠি পাঠিয়েছেন? তিনি নিজে এলেন না কেন?

দূত। তিনি আসতে পারলেন না স্যার, কারণ তিনি গুরুতরভাবে পীড়িত।

হটস। সর্বনাশ! এ সময়ে তিনি অসুস্থ হলেন? এখন কে তাঁর হয়ে সৈন্য পরিচালনা করবে?

দূত। তাঁর যা কিছু বলার এই চিঠিতেই লিখেছেন স্যার, আমি কিছু বলতে পারব না।

ওর। আচ্ছা বলত, উনি কি শয্যাগত আছেন?

দূত। আমি চারদিন আগে যখন ওখান থেকে রওনা হই তখন উনি শয্যাগতই ছিলেন এবং ওঁর চিকিৎসকরা ওঁর জীবনের আশঙ্কা করছিলেন।

ওর। এখন ওঁর সুস্থতার সবচেয়ে বেশী দরকার ছিল।

হটস্‌। ওঁর এই অসুস্থতা আমার মূল পরিকল্পনার প্রাণরস অনেকখানি শোষণ করে নিল। আমাদের এই শিবিরের মাঝেও এনে দিল নিস্তেজ বিষাদের ভাব। তিনি অবশ্য তাঁর আন্তরিক উদ্বেগের কথাই লিখেছেন আমাকে। লিখেছেন, এখন কোন বন্ধুকে এই ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক পরিকল্পনার কথা যেন বিশ্বাস করে বলা না হয়। তিনি বলেছেন আমাদের এই সামান্য শক্তি নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে, দেখতে হবে ভাগ্যে আমাদের কি আছে। তিনি আমাকে জানিয়েছেন এ সময় আর ফিরে আসা যায় না, বিদ্রোহের অবসান ঘটানো যায় না, কারণ রাজা আমাদের পরিকল্পনার কথা সব জেনে গেছেন। আপনি কি মনে করেন?

ওর। তোমার পিতার অসুস্থতা আমাদের পক্ষে বিশেষ ক্ষতির কথা।

হটস্‌। কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের এই পরিকল্পনা কি নস্যাৎ করে ফেলা ঠিক হবে? আমাদের সব আশা ও সৌভাগ্যের সম্ভাবনাকে এভাবে শেষ করে দেওয়া কি ঠিক হবে?

ডগলাস। আমার মনে হয় আমাদের তাই করা উচিত। এখন ফিরে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। এখন এই পশ্চাদ্ধাবনের মধ্যেই আছে একমাত্র সান্ত্বনা।

হটস্‌। দুর্ঘটনা যদি প্রবল হয়, শয়তান যদি বিকটাকার ধারণ করে, তাহলে আমরা কি ভয়ে বাড়ি পালিয়ে গিয়ে গোপনে লুকিয়ে থাকব?

ওর। কিন্তু তথাপি আমি মনে করি তোমার পিতার এখন থাকা উচিত ছিল। তিনি থাকলে কোন ভাঙ্গন দেখা দিত না আমাদের দলে। তাঁর অনুপস্থিতির কারণ কেউ কিছু বুঝতে পারবে না। অনেকে ভাববে তাঁর বিজ্ঞতা রাজভক্তি ও আমাদের ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর অসম্মতির জন্যই তিনি দূরে আছেন আমাদের কাছ থেকে। এক অহেতুক আতঙ্কের ফলে অনেকে ভেঙ্গে যাবে, আমাদের উদ্দেশ্যের সততা সম্বন্ধে সংশয় জাগবে অনেকের মনে। আমাদের এই পরিকল্পনার মধ্যে তখন অনেকে ছিদ্র খুঁজে পাবে আর তখন যুক্তি দিয়ে চিরে চিরে বিচার করে দেখবে। তোমার পিতার অনুপস্থিতি আমাদের এই কাজটার উপর এমন একটা যবনিকা টেনে দিল যা দেখে অনেকেই ভয় পেয়ে যাবে।

হটস্‌। আপনি কিন্তু বাড়াবাড়ি করছেন। আমি আমার বাবার অনুপস্থিতি সম্বন্ধে এই মনে করি; তাঁর অনুপস্থিতি আমাদের এই পরিকল্পনার গুরুত্ব বাড়িয়ে দেবে। আমাদের সাহসিকতা সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করবে সবাই। তারা ভাববে তাঁর সাহায্য ছাড়াই যদি আমরা এই রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এগিয়ে যেতে পারি তাহলে তাঁর সাহায্য পেলে আমরা একটা গোটা রাজ্যকে একেবারে উল্টে দিতে পারব। এখনো পর্যন্ত মোটামুটি সব ঠিক আছে। এখনো পর্যন্ত আমাদের ঐক্য ঠিক আছে।

ডগলাস। এখনো পর্যন্ত সারা স্কটল্যাণ্ডের মধ্যে ভয়ের কথা কেউ উচ্চারণ করেনি।

রিচার্ড ভার্ননের প্রবেশ

হটস্‌। ভাই ভার্নন, আমার আন্তরিক স্বাগত জানাচ্ছি।

ভার্নন। অবশ্য যে সংবাদ আমি বহন করে এনেছি তা যদি স্বাগত জানাবার

পক্ষে উপযুক্ত হয়। আর্ল অফ ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড সাত হাজার সৈন্য নিয়ে এই দিকেই আসছে আর তাঁর সঙ্গে যুবরাজ জনও আছে।

হটস্‌। কোন ভয় নেই। আর কি খবর আছে ?

ভার্নন। আমি আরো জেনেছি রাজা নিজে এক বিশাল শক্তি সংগ্রহ করে এই দিকেই দ্রুত আসছেন।

হটস্‌। তিনিও আসুন না। আমি স্বাগত জানাব। কোথায় তাঁর পুত্র আর তার দলবল যারা দুনিয়ার কিছুরই পরোয়া করে না।

ভার্নন। তারা সকলেই রণসাজে সজ্জিত হয়েছে। উটপাখির মত তাদের যেন পাখা গজিয়েছে আর তারা যেন ঈগলদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য বাতাসের বেগে ছুটে আসছে। তারা বসন্ত দিনের মতই সজীব, নিদাঘসূর্যের মতই প্রখর ও প্রতাপান্বিত, বলদের মতই বলশালী। আমি হ্যারিকে দেখলাম, সে এমনভাবে রণসাজে সজ্জিত হয়েছে যাতে তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে যেন স্বয়ং যুদ্ধের দেবতা, এইমাত্র আকাশ থেকে পড়ল, পৃথিবীতে এল মানুষকে যুদ্ধ শেখাতে।

হটস্‌। আর না, খুব হয়েছে। তাদের এই প্রশংসা গ্রীষ্মের প্রখর সূর্যতাপের মত জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। আসুক তারা। তারা আসার সঙ্গে সঙ্গে ধূম্রলোচনা রক্তাম্বরা যুদ্ধের দেবীর কাছে তাদের সকলকে বলি দেব আমরা। আমি এখন প্রতিশোধবাসনায় ক্ষিপ্ত ও উত্তপ্ত। আমার ঘোড়া তৈরি করো। আমি যখন যুবরাজের বক্ষস্থল লক্ষ্য করে বজ্রগতিতে প্রধাবিত হব তখন কে আমার গতি-রোধ করবে ? হ্যারি যাবে হ্যারির কাছে। অশ্বপৃষ্ঠে দুজনে সম্মুখীন হবে দুজনের। একজনের পতন না ঘটা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবে দুজনে। ও. এই সময় গ্লেনডাওয়ার থাকলে কত ভালই না হত।

ভার্নন। আর একটা খবর। উনি আজ থেকে চোদ্দ দিনের মধ্যে সৈন্য সংগ্রহ করতে পারবেন না। আমি ওরসেস্টারে এ খবর পেলাম।

ডগলাস। এটা হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ সংবাদ।

ওর। সত্যিই এ দুঃসংবাদ মর্মবিদারক।

হটস্‌। আচ্ছা রাজার মোট সৈন্যসংখ্যা কত ?

ভার্নন। তিরিশ হাজার।

হটস্‌। চল্লিশ হাজার হোক কেন ! আমার বাবা ও গ্লেনডাওয়ার অনুপস্থিত থাকার জন্য আমাদের যা সৈন্য আছে তা দিয়ে আমরা শুধু বিশাল রাজশক্তিকে মাত্র একটি দিনের জন্য প্রতিহত করতে পারব। চল আমরা তাড়াতাড়ি

তৈরি হয়ে নিই। ধ্বংসের দিন যখন কাছে এগিয়ে এসেছে তখন হাসতে হাসতে মৃত্যুবরণ করো।

ডগলাস। মৃত্যুর কথা বলো না। আমি অন্ততঃ ছমাস মৃত্যুর ভয় করব না।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। গীর্জার সন্নিকটস্থ সাধারণের পথ।

ফলস্টাফ ও বার্ডল্‌ফের প্রবেশ

ফল। বার্ডল্‌ফ, আমাকে এক বোতল মদ এনে দাও। আমাদের সৈনিকরা সোজা কুচকাওয়াজ করে যাবে। আজ রাতে আমাদের সাটন্ কোফিল্‌ে পৌছতে হবেই।

বার্ডল্‌ফ। তুমি আমায় টাকা দেবে ত ক্যাপ্টেন?

ফল। তুমি দিয়ে দেবে। যা লাগে দেবে।

বার্ডল্‌ফ। এই বোতলটা অপূর্ব লাগবে খেতে।

ফল। তা যদি হয় তাহলে এই নাও তোমার বখশিস্। এর সব দামটাই না হয় নিয়ে নাও। খুচরোটা না হয় পরে দিয়ে দেব। এই শহরের প্রান্তে আমার লেফট্‌ন্যাণ্ট পিটোকে দেখা করতে বলবে আমার সঙ্গে।

বার্ডল্‌ফ। বলব ক্যাপ্টেন।

(প্রস্থান)

ফল। আমি আমার দলের সৈনিকদের দেখে যদি লজ্জা না পাই ত কি বলব। আমি সত্যিই রাজার টাকার অপব্যবহার করছি। মাত্র দেড়শো জন সৈনিকের জন্য তিনশো পাউণ্ড পেয়েছি। অথচ আমি বেছে বেছে ভদ্রঘরের ও উচ্চবংশের অবিবাহিত যুবকদের সৈন্যদলে নিয়েছি। কিন্তু এরা সবাই ক্রীতদাসের মতই ভীরু; বন্দুকের আওয়াজ শুনলেই আহত মুরগী বা পাতিহাঁসের মতই ভয়ে চমকে ওঠে। এরা যেন সবাই শান্তির সময়ে জন্মেছে, যুদ্ধ কাকে বলে কিছুই জানে না। তাছাড়া এরা সবাই এখন সেই পুরাণের অমিতব্যয়ী পুত্রের মত যেন এইমাত্র শূয়োর চড়িয়ে ছেঁড়া জামা পরে নিঃস্ব অবস্থায় এল। এমন কি এদের গায়ে কারো একটা জামা পর্যন্ত নেই, ঠিক যেন জেলখানার কয়েদী।

যুবরাজ ও ওয়েস্টমোরল্যাণ্ডের প্রবেশ

যুবরাজ। কি খবর জ্যাক।

ফল। কি খবর হল, পাগলা ছোকরা! ওয়ারউইকশায়ারে তোমার আবার

কি কাজ আছে? ক্ষমা করবেন স্যার ওয়েস্টল্যাণ্ডমোর। আমি ভেবেছিনাম আপনি এরই মধ্যে শ্রুষবেরিতে চলে গেছেন।

ওয়েস্ট। আমাদের সবাইকেই সেখানে যেতে হবে, আর সময় নেই। তবে আমার লোকজন সব চলে গেছে। রাজা আমাদের সবাইকে সেখানে যেতে বলেছেন। আজ রাতেই সেখানে আমাদের যেতে হবে।

ফল। কোন ভয় করবেন না স্যার। বিড়াল যেমন দুধের সর চুরির জন্য সজাগ থাকে তেমনি আমিও সবসময় সজাগ আছি।

যুব। হ্যাঁ দুধের সর, কারণ এর আগের বার চুরি করার পর তুমি ত নিজেই মাখন হয়ে গেছ। আচ্ছা জ্যাক, ওরা কারা আসছে?

ফল। কেন, আমার লোক, আমার অধীনস্থ সব সৈন্য।

যুব। এমন শোচনীয় মানুষ আমি কখনো দেখিনি এর আগে।

ফল। যাও যাও, এরা সবাই খুব ভাল মানুষ। খাদ্যের পরিবর্তে গুলি দেবে। এদের নিয়ে খাল বুজোন হবে খুব ভাল। এরা সবাই মরণশীল মানুষ।

ওয়েস্ট। তা ত বুঝলাম, কিন্তু এরা বড গরীব, এরা ভিখারীর মত, এদের গায়ে জামা নেই।

ফল। বিশ্বাস করুন, এরা এদের এই দারিদ্র্য কোথা থেকে পেয়েছে তা জানি না; কিন্তু এই দেহের নগ্নতার জন্য আমি মোটেই দায়ী নই। আমার কাছ থেকে তা এরা শেখেনি।

যুব। তা অবশ্য আমিও শপথ করে বলতে পারি। তবে তাদের বুকের তিনটে পাঁজরা দেখা গেলেও যদি তাদের দেহ নগ্ন না বলো ত আলাদা কথা, কিন্তু তাড়াতাড়ি করো। পার্সি যুদ্ধক্ষেত্রে এসে গেছে। (প্রস্থান)

ফল। সেকি, রাজা শিবির সংস্থাপন করেছেন?

ওয়েস্ট। হ্যাঁ করেছেন স্যার জন। আমার মনে হয় আমাদের ওখানে যেতে দেরি হয়ে যাবে। (প্রস্থান)

ফল। ঠিক আছে। তবে আগে খাওয়া যাক। পেট ভরে না খেলে কেউ ভাল যুদ্ধ করতে পারে না। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। শ্রুষবেরির সন্নিকটস্থ বিদ্রোহীদের শিবির

হটস্‌পার, ওরসেস্টার, ডগলাস ও ভার্ননের প্রবেশ

হটস্‌। আজ রাতেই রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করব আমরা।

ওর। তা নাও হতে পারে।

ডগ। তাহলে ওদের সুযোগ দেওয়া হবে।

ভার্নন। মোটেই না।

হটস্। কেন তুমি একথা বললে? উনি কি রসদ সরবরাহের জন্য অপেক্ষা করছেন না?

ভার্নন। আমরাও ত অপেক্ষা করছি।

হটস্। ওঁর সরবরাহের ব্যাপারটা নিশ্চিত, আর আমাদের অনিশ্চিত।

ওর। আমার কথা শোন ভাইপো, আজ রাতে যুদ্ধ শুরু করো না।

ভার্নন। আজ করবেন না স্যার।

ডগলাস। তোমরা ঠিক পরামর্শ দিচ্ছ না। তোমরা এ পরামর্শ দিচ্ছ ভয়ের বশবর্তী হয়ে।

ভার্নন। আমাকে ছোট ভাববেন না ডগলাস। ভয় আমি করি না, কাল যুদ্ধের সময় প্রমাণিত হবে কে ভয় করে।

ডগলাস। কাল না হয় আজ রাত্রেই।

ভার্নন। ঠিক আছে, আমি রাজী।

হটস্। আজ রাত্রেই।

ভার্নন। কিন্তু তা হতে পারে না। আপনারা বুঝতে পারছেন না এতে আমাদের বাধা কোথায়। এখনো আমাদের সব অশ্বারোহী এসে পৌছয়নি। আপনার কাকা ওরসেস্টারের অশ্বারোহীরা সবেমাত্র আজ এসে পৌচেছে। কিন্তু তারা এত ক্লান্ত যে তাদের অর্ধেক ক্ষমতাও নেই।

হটস্। শত্রুদেরও সেই অবস্থা; তাদের বেশীর ভাগ অশ্বারোহীই পথক্লান্ত। আমাদের বেশীর ভাগ অশ্বারোহী বরং অনেকক্ষণ ধরে বিশ্রাম করে সুস্থ হয়ে উঠেছে।

ওর। শত্রুরা আমাদের থেকে সংখ্যায় অনেক বেশী। ঈশ্বরের নামে বলছি ভাইপো, সবাই না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। (আলোচনার জন্য বাদ্যধ্বনি)

স্যার ওয়ালটার ব্লাণ্টের প্রবেশ

ব্লাণ্ট। আমি রাজার কাছ থেকে এক সম্মানজনক প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। আপনারা যদি শ্রদ্ধার সঙ্গে সেকথা শোনেন ত বলি।

হটস্। স্বাগত স্যার ওয়ালটার ব্লাণ্ট। আপনি যদি আমাদের সংকল্পের কথা শোনেন ত ভাল হয়। যেহেতু আপনি আমাদের শত্রুপক্ষে আছেন, আপনার যোগ্যতা ও খ্যাতি আমাদের ঈর্ষার বস্তু।

ব্লাণ্ট। যতদিন আপনারা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অটল থাকবেন ততদিন আমিও রাজার পক্ষ অবলম্বন করে থাকব। তবে আমার মাধ্যমে রাজা আপনাদের অভিযোগ কি তা জানতে চেয়েছেন। কেন আপনারা দেশের শান্ত বুকে নিয়ে এসেছেন অশান্তি, শত্রুতা আর উদ্ধত নিষ্ঠুরতা ? আপনাদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ রাজার কাছে থাকলেও তিনি সেসব কথা ভুলে যাবেন ; আপনারা আপনাদের এই বিদ্রোহের কারণ বা যাবতীয় অভিযোগ অনুযোগের কথা সব খুলে বললে রাজা তার প্রতিকার করবেন। এবং আপনাদের সব অপরাধ রাজা মার্জনা করবেন।

হটস্। রাজা দয়ালু। আমরা জানি রাজা কখন কি দেবার প্রতিশ্রুতি দেন আর কখন কিভাবে সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। ওঁর বয়স যখন মাত্র ছিল ছাব্বিশ, যখন উনি কিছুই জানতেন না, তখন আমার বাবা কাকা আর আমিই ওঁকে এ রাজ্য ও রাজত্ব পাইয়ে দিই। উনি যখন আমার বাবার কাছ থেকে সাহায্য ভিক্ষা করেন চোখের জলে তখন আমার বাবা ওঁর দুঃখে বিচলিত হয়ে দয়াবশতঃ ওঁকে সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দেন। পরে এদেশের অন্যান্য সামন্তরা ও নর্দামবারল্যাণ্ড ওর কাছে গিয়ে ওঁকে সাহায্য করতে থাকেন। কিন্তু উনি বড় হবার পর আমাদের ভুলে যান। আমাদের দূরে ঠেলে দেন। উপরে ন্যায়-বিচারের ভান করে তখন উনি অনেকের মনই জয় করেন।

ব্লাণ্ট। আমি এসব কথা শুনতে আসিনি।

হটস্। তাহলে আসল কথা শুনুন। অল্পকালের মধ্যেই উনি রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করেন এবং তার কিছু পরে তাঁর প্রাণনাশ করেন। এইভাবে রাজ্যের অবস্থাটাকে ক্রমশঃ খারাপের দিকে নিয়ে যান এবং তাঁর আত্মীয় বন্ধুদের পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে বাধ্য করেন। এই রাজা আমাকে ওয়েলস্ যুদ্ধের সময় নানাভাবে অপমানিত করেন, আমাকে কৌশলে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করেন। পরিষদের সভ্যপদ থেকে আমার পিতৃব্যকে ইস্তফা দেন, রাজদরবার হতে আমার বাবাকে বরখাস্ত করেন। এইভাবে একটার পর একটা করে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে অন্যায় করে চলেন। অবশেষে আমরা ওঁর মাথা হতে সেই রাজমুকুট কেড়ে নেবার জন্য বদ্ধপরিকর হই যা ওঁর অযোগ্য মাথায় আর বেশী-দিন রাখা যায় না।

ব্লাণ্ট। আমি কি রাজাকে এই কথাই জানাব? এই কি তাঁর প্রস্তাবের উত্তর ?

হটস্‌। ঠিক তা নয় স্যার ওয়ালটার। আমরা কিছুক্ষণ যুদ্ধ স্থগিত রাখব। রাজার কাছে গিয়ে বলুন, আগামী কাল আমার কাকা গিয়ে আমাদের উদ্দেশ্যের কথা তাঁকে জানিয়ে আসবে। সুতরাং এখন বিদায়।

ব্লাণ্ট। আপনারা আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা গ্রহণ করবেন।

হটস্‌। আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসাও গ্রহণ করবেন।

ব্লাণ্ট। ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। ইয়র্ক। আর্কবিশপের প্রাসাদ।

ইয়র্কের আর্কবিশপ ও স্যার মাইকেলের প্রবেশ

আর্কবিশপ। স্যার মাইকেল, এই সীলকরা কাগজটা লর্ড মার্শালের কাছে নিয়ে যাও। এটা আমার ভাই স্ক্রুপ ও তাদের দলের সকলের জন্য। এর মধ্যে কি আছে সে বিষয়বস্তুর কথা জানলে তুমি আরো অনেক তাড়াতাড়ি করতে।

স্যার মাইকেল। আমি কিছুটা বুঝতে পেরেছি স্যার।

আর্কবিশপ। আগামীকাল হচ্ছে এমন দিন যেদিনের উপর দশ হাজার লোকের ভাগ্য নির্ভর করছে। কাল স্রুষবেরির প্রান্তরে রাজা তাঁর বিশাল সৈন্যদল নিয়ে লর্ড হ্যারির সম্মুখীন হচ্ছেন। আমার ভয় হচ্ছে মাইকেল, নর্দামবারল্যাণ্ড অসুস্থ, যাঁর শক্তি নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর। ভবিষ্যদ্বাণীর ভয়ে গ্লেনডাওয়ারও অনুপস্থিত। এখন দেখছি বিশাল রাজশক্তির তুলনায় পার্সির শক্তি খুবই দুর্বল।

মাইকেল। আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই স্যার, ডগলাস আর মর্টিমার আছেন পার্সির পক্ষে।

আর্ক। মর্টিমার নেই ত।

মাইকেল। কিন্তু মর্ডেক আছে, ভার্নন আছে, আছে ওরসেস্টার এবং আরো কত সাহসী বীর যোদ্ধা ও সামন্ত।

আর্ক। তা অবশ্য আছে। কিন্তু রাজা অনেক বড় বড় লোককে জড়ো করেছেন, যেমন ধরো যুবরাজ, লর্ড জন অফ ল্যাঙ্কাস্টার, ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড ও বীরযোদ্ধা ব্লাণ্ট।

মাইকেল। ভাববেন না স্যার, তাদের ঠিকমতই প্রতিরোধ করা হবে।

আর্ক। আশা আমিও করি। তবু ভয় করাও ভাল। যাতে অশুভ কিছু না ঘটে তার জন্য তাড়াতাড়ি চলে যাও মাইকেল। রাজা আমাদের গোপন

আঁতাতের কথা শুনে ফেলেছেন। আমি আবার আমার অন্যান্য বন্ধুদের কাছে চিঠি লিখব। (পৃথকভাবে প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। শ্রুষবেরির নিকটে রাজার শিবির।

রাজা, যুবরাজ, জন অফ ল্যাঙ্কাস্টার, স্যার ওয়াল্টার ব্লান্ট ও স্যার জন ফলস্টাফের প্রবেশ

রাজা। দেখ ঐ পাহাড়ের উপর সূর্যের কিরণটা কেমন লাল হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই লাল ছটায় দিনের উজ্জ্বলতাটা কেমন ম্লান দেখাচ্ছে।

যুব। দক্ষিণের বাতাস পত্রমর্মরে এক ঝড়ের আগমন ঘোষণা করছে।

রাজা। যারা পরাজিত হবে তাদের কাছে এটা কুলক্ষণ, কিন্তু যারা জয়লাভ করবে তাদের কাছে কোন কুলক্ষণই কিছু করতে পারে না। (বাদ্য)

ওরসেস্টার ও ভার্ননের প্রবেশ

কি খবর লর্ড ওরসেস্টার! এ সময়ে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। তুমি আমার বিশ্বাস ভঙ্গ করে আমাদের শান্তিকে বিঘ্নিত করেছ। এটা কিন্তু তোমার ঠিক হয়নি। এবিষয়ে তুমি কি বলতে চাও? তুমি কি একদিন এর আগে যেদিকে ছিলে, যেদিকে তুমি ছিলে তোমার স্বকীয় কৃতিত্বে উজ্জ্বল, সেইদিকেই ফিরে আসবে? তুমি কি কক্ষচ্যুত এক ভয়াবহ উল্কার মত নিরুদ্দেশ্যভাবে ঘুরে বেড়ানো বন্ধ করবে?

ওর। আমার কথা শুনুন মহারাজ। আমার কথা যদি বলেন আমি আমার শান্ত অতীতের কোণকেই বরণ করে নিতে চাই, কারণ আমি এইসব যুদ্ধবিগ্রহ ও অশান্তি চাই না।

রাজা। তুমি চাও না? তাহলে কিকরে হলো এইসব?

ফল। কিকরে আবার, ওঁর চলার পথে বিদ্রোহের ফল পড়েছিল, আর উনি তা কুড়িয়ে খেয়েছেন।

যুব। তুমি থাম।

ওর। যদিও আপনি আমার ও আমার পরিবারের উপর থেকে কৃপাদৃষ্টি তুলে নেন তবু আমার মনে পড়ছে স্যার, একদিন আমিই ছিলাম আপনার প্রিয়তম

বন্ধুদের অন্যতম। রিচার্ডের সময় আপনাকে দেখার জন্য ও আপনার হস্তচুম্বন করার জন্য দিনরাত প্রতীক্ষায় থাকতাম আমি। আমি, আমার ভাই আর আমার ভাইপোই আপনাকে দেশে ফিরিয়ে আনি সমস্ত বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে। তখন আপনি আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আপনি ব্রান্ট আর ল্যাঙ্কাস্টারের ডিউকপদ ছাড়া আর কিছুই চাইবেন না। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে নিষ্ঠুর কালের আনুকূল্য, আমাদের সাহায্য আর রাজার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ডনকাস্টারে প্রদত্ত আপনার প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যান। ভাগ্যদেবীর প্রসন্নতা ঝরে পড়ে আপনার মাথার উপর। আর আপনিও আমাদের উপর এমনই অপ্রসন্ন হয়ে পড়েন যে আমরা ভয়ে আপনার সামনে উপস্থিত হতে পারতাম না, দূরে পালিয়ে যেতে বাধ্য হই। তাই আজ আমরা আপনি যেভাবে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে অকৃতজ্ঞের মত আমাদের বিরোধিতা করেছিলেন তেমনি আজ আমরাও আপনার বিরোধিতা করতে বাধ্য হচ্ছি।

রাজা। তুমি যেকথা বললে একথা সব বিদ্রোহীরাই হাটে মাঠে ঘাটে গীর্জায় বলে বেড়ায়। কোন বিপ্লব বা বিদ্রোহের কারণের অভাব হয় না কখনো।

যুব। যদি সত্যি সত্যিই যুদ্ধ বাধে তাহলে উভয় পক্ষে বহুলোক হতাহত হবে। আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে গিয়ে বলবেন যুবরাজ সমাজের আর পাঁচজনের মতই তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বর্তমান অবস্থায় তাঁর এখন মাথার ঠিক নেই। তবু বলব অত বড় বীর যোদ্ধা আমি খুব কম দেখেছি হেনরি পার্সির মত। আমি বরং তার তুলনায় নিজে লজ্জাবোধ করছি। তাঁকে বলবেন উভয় পক্ষে অযথা রক্তপাত না ঘটিয়ে তিনি যেন একক যুদ্ধে আমার সম্মুখীন হন।

রাজা। নানা রকম বাধা থাকা সত্ত্বেও যুবরাজ যখন সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে এ কাজে আমরাও সাহসের সঙ্গে সম্মতি দান করছি। সত্যি বলছি ওরসেস্টার, আমরা আমাদের প্রজাদের সত্যিই ভালবাসি; এমন কি যারা বিভ্রান্ত হয়ে তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের পক্ষ অবলম্বন করেছে তাদেরও ভালবাসি। যদি আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করো তোমরা তাহলে আবার তোমরা সবাই আমার বন্ধুত্ব লাভ করবে আর যদি তা না করো তাহলে এর প্রতিফল ঠিক পাবে। সুতরাং এখন যাও। (ওরসেস্টার ও ভার্ননের প্রস্থান)

যুব। আমি আমার জীবনের বিনিময়ে বলতে পারি ওরা এ প্রস্তাবে রাজী হবে না। হটস্পার আর ডগলাস একসঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে সারা দুনিয়াকেও পরোয়া করে না ওরা।

রাজা। ধিক্‌ ওদের জবাবে। সেনাপতিরা তাদের আপন আপন কাজে চলে যাক। আমরা ওদের আক্রমণ করব। আমাদের কারণ ন্যায়সঙ্গত বলে ঈশ্বর আমাদের সহায় হবেন। (যুবরাজ ও ফলস্টাফ ছাড়া সকলের প্রস্থান)

ফল। হল, তুমি কি আমায় সত্যিই যুদ্ধে নামাতে চাও ?

যুব। যাও প্রার্থনা করোগে ঈশ্বরের কাছে।

ফল। কিন্তু এখন ত শোবার সময় নয়।

যুব। কেন, এখন তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত। (প্রস্থান)

ফল। এখনো ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার আমার সময় হয়নি। নির্দিষ্ট সময়ের আগে আমি ঈশ্বরের উপাসনা করতে চাই না। এখন সম্মান যেন আমাকে লাভ করার জন্য আমাকে খোঁচা মারছে। কিন্তু সম্মান বস্তুটা কি, একটা ছুরি নাকি ? না, একটা শব্দ মাত্র। তাতে কি আছে ? কিছুই না, বাতাস। এই সম্মান কি মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকে, মৃত্যুর পরেও কি তা মৃতব্যক্তি অনুভব করতে পারে ? না। তাহলে আমি সে সম্মান চাই না। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। বিদ্রোহীদের শিবির।

ওরসেস্টার ও ভার্ননের প্রবেশ

ওর। ও আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, রাজার উদার ও সদয় প্রস্তাবের কথাটা শোন।

ভার্নন। প্রস্তাবটা তিনি ভালই করেছেন।

ওর। এ প্রস্তাব যদি ভাল হয় তাহলে আমরা গেলাম। তাহলে সর্বনাশ হবে আমাদের। এটা মানা কখনই সম্ভব না। রাজা আমাদের তা হলেও সন্দেহের চোখে দেখবে। আমার ভাইপো হটস্‌পার যদি কিছু দোষ করে থাকে তাহলে সেজন্য আমি আর আমার ভাই দায়ী। আমরাই তাকে মানুষ করেছি। সে এখন যুবক, অল্পেতেই রেগে ওঠে, উত্তেজিত হয়ে ওঠে। শাস্তি পেতে হয় ত আমরা পাব, সে একা কেন সব শাস্তি ভোগ করবে। সুতরাং ভাই, পার্সিকে যেন রাজার প্রস্তাবের কথা জানিও না।

ভার্নন। আমাকে যা বলতে বলবে আমি তাই রাজাকে জানাব। এই আপনার ভাইপো আসছে।

হটস্‌পার ও ডগলাসের প্রবেশ

হটস্‌। আমার পিতৃব্য ফিরে এসেছেন। খবর কি বলুন পিতৃব্য।

ওর। রাজা এখনি তোমাদের যুদ্ধে নামতে বললেন।

ডগ। স্বচ্ছন্দে আমরা তা করব। (প্রস্থান)

ওর। রাজার মধ্যে কোন দয়ামায়ার লেশমাত্র নেই।

হটস্‌। আপনি কোন দয়াভিক্ষা করেননি ত তাঁর কাছে?

ওর। আমি আমাদের অভিযোগের কথা জানিয়েছিলাম শান্তভাবে। তিনি কিভাবে শপথ ভঙ্গ করেছেন আমাদের কাছে সেকথাও তাঁকে জানিয়েছিলাম। কিন্তু সেকথা অস্বীকার করলেন তিনি। তিনি আমাদের বিদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক প্রভৃতি বলে গালাগালি করতে লাগলেন।

ডগলাসের পুনঃপ্রবেশ

ডগ। অস্ত্র ধারণ করো ভদ্রমহোদয়গণ, আজ আমরা রাজশক্তিকে উপযুক্ত বিক্রমের সঙ্গে প্রতিহত করতে চাই।

ওর। হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, যুবরাজ রাজার সামনে তোমাকে একক যুদ্ধে আহ্বান জানিয়েছেন।

হটস্‌। তাহলে বিবাদটা অবশেষে আমাদের মাথার উপরেই এসে পড়ল। আচ্ছা, ও কি অবজ্ঞার সঙ্গে কথাটা বলল?

ভার্নন। না স্যার, এমন গুরুত্বপূর্ণ আহ্বান আমি কখনো শুনিনি জীবনে। তিনি প্রথমে আপনার গুণগান করে রাজকীয় মর্যাদার সঙ্গে আপনার প্রশংসা করেন। আপনার কৃতিত্বের কথা রূপকথার মত বর্ণনা করেন। তিনি নিজের থেকে আপনাকে বড় করে দেখান এবং নিজেকে ছোট করে দেখান আর তার জন্য নিজের চঞ্চল অপরিণামদর্শী যৌবনকেই দায়ী করেন। তবে একটা কথা আমি সবাইকে বলে রাখছি, যদি তিনি আজকের যুদ্ধে মারা যান তাহলে ইংলণ্ডের এক মধুর আশা নষ্ট হয়ে যাবে।

হটস্‌। পিতৃব্য, আপনি তার নির্বুদ্ধিতায় মুগ্ধ হয়ে উঠেছেন। আমি এমন উদ্দাম প্রকৃতির কোন যুবরাজের কথা কখনো শুনিনি, সে যা তাই থাক। তবে আজ রাত্রির আগে আমি একবার তাকে বীর সৈনিকের ভঙ্গিতে আলিঙ্গন করব, সে তখন বুঝতে পারবে আমি কে। তোমরা সবাই অস্ত্র ধারণ করো। তোমরা নিজেরাই নিজেদের কর্তব্য বুঝে নাও। তোমাদের রক্তকে উত্তেজিত করার মত কোন বাক্‌শক্তি আমার নেই।

জনৈক দূতের প্রবেশ

দূত। স্যার, এই আপনার চিঠি।

হটস্‌। সে চিঠি পড়ার আমার সময় নেই। ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের জীবনের পরিসর বড় স্বল্প। যদি আমরা বাঁচি আমরা রাজার উপর প্রভুত্ব অর্জন

করে বেঁচে থাকব আর যদি মরি তাহলে রাজাদেরও সঙ্গে নিয়ে বীরের মত মরব। মনে রেখো, আমরা ন্যায়সঙ্গত যে অস্ত্র ধারণ করছি তা সার্থক হবেই।

অন্য এক দূতের প্রবেশ

দূত। স্যার, রাজা আসছেন।

হটস্‌। তাঁকে ধন্যবাদ, তিনি আমার ভাষণটাকে মাঝপথে থামিয়ে দিলেন, কারণ আমি ভাল বক্তা নই। আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে তোমরা আপন আপন কাজ করে চল। আমি আমার এই তরবারি কোন শ্রেষ্ঠ মানবের রক্তে রঞ্জিত করব। যুদ্ধের সবচেয়ে ভাল বাজনা বাজাও। তোমরা সবাই পরস্পরের আলিঙ্গন করো।

(পরস্পরকে আলিঙ্গন ও প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। দুই শিবিরের মধ্যবর্তী প্রান্তর।

রণদুন্দুভিসহ সৈন্যসমভিব্যাহারে রাজার প্রবেশ ও প্রস্থান।

পরে ডগলাস ও স্যার ওয়ালটার ব্লাণ্টের প্রবেশ

ব্লাণ্ট। কী তোমার নাম? এ যুদ্ধে আমার মাথা কেন চাইছ তুমি?

ডগ। জেনে রেখো আমার নাম ডগলাস। আমি তোমার পিছু নিয়েছি, কারণ কেউ কেউ বলল যে তুমিই নাকি রাজা।

ব্লাণ্ট। তারা তোমাকে ঠিকই বলেছে।

ডগ। আজ তোমার পরিবর্তে তোমার মত দেখতে লর্ড অফ স্ট্র্যাফোর্ডকে আমি এই তরবারি দিয়ে হত্যা করেছি। এবার আমি তোমাকে হত্যা করব এই তরবারি দিয়ে যদি তুমি আত্মসমর্পণ না করো।

ব্লাণ্ট। আত্মসমর্পণ কাকে বলে আমি তা জানি না। তবে শীঘ্রই তুমি রাজার দেখা পাবে যিনি স্ট্র্যাফোর্ডের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবেন। (যুদ্ধ ও ব্লাণ্টের পতন)

হটস্‌পারের পুনঃপ্রবেশ

হটস্‌। ও ডগলাস, কী যুদ্ধ করছ! তুমি যদি হোমডনে এইভাবে যুদ্ধ করতে তাহলে স্কটদের পরাস্ত করতে পারতাম না।

ডগ। সব শেষ হয়ে গেছে। ঐ দেখ রাজা স্বয়ং পড়ে হাঁপাচ্ছে।

হটস্‌। কোথায়?

ডগ। এই ত এখানে।

হটস্‌। আমি ত এঁকে চিনি। ইনি একজন বীর নাইট, এর নাম ব্লাণ্ট। রাজার মত দেখতে।

ডগ। কেন তুমি তখন আমায় বললে যে তুমিই রাজা?

হটস্‌। রাজার বেশ পরে অনেকেই বেড়াচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রে।

ডগ। শপথ করছি, রাজার দেখা না পাওয়া পর্যন্ত আমি তাদের সকলকে একে একে হত্যা করব।

হটস্‌। এগিয়ে যাও। আমাদের সৈন্যদল আজকের যুদ্ধ ভালই করেছে।

(সকলের প্রস্থান)

বাদ্য। ফলস্টাফের প্রবেশ

ফল। যদিও আমি ইচ্ছে করলে পালাতে পারতাম, তবু আমি পালাব না, কারণ লণ্ডনে চারদিকেই গুলি চলছে। কোন উপায় নেই। কে তুমি? স্যার ওয়াল্টার ব্লাণ্ট? এখন তোমার মধ্যে কোন সম্মান বা অহঙ্কার নেই। আমি নিজে এখন গলা সীসের মতই গরম আর ভারী, ঈশ্বর আমায় এ বিপদ থেকে নিরাপদ জায়গায় পৌছে দিন। আমার দেড়শো জন লোকের মধ্যে তিনজনও বেঁচে নেই। কিন্তু কে আবার আসছে?

যুবরাজের প্রবেশ

যুব। এখানে কুঁড়ের মত দাঁড়িয়ে দেখছ কি? দাও তোমার তরোয়ালটা। অনেক সামন্ত মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন তাঁদের মৃত্যুর এখনো প্রতিশোধ নেওয়া হয়নি। তোমার তরোয়ালটা দাও দেখি।

ফল। ও হল, আমাকে একটু হাঁপ ফেলবার অবকাশ দাও। আমি যা যুদ্ধ করেছি তুর্কী বীর গ্রেগরীও সেরকম যুদ্ধ করতে পারেনি। আমি পার্সিকে ঘায়েল করে তার মৃত্যুকে নিশ্চিত করে তুলেছি।

যুব। সে তোমাকে হত্যা করার জন্য বেঁচে আছে। দাও তোমার তরোয়ালটা।

ফল। না, তাহলে তা পাবে না হল। পার্সি যদি বেঁচে থাকে তাহলে আমি আমার তরবারি কিছুতেই তোমায় দেব না। বরং তুমি আমার পিস্তলটা নিতে পার।

যুব। তাই দাও, কিন্তু এর খাপের ভিতর কি?

ফল। কেন, বেশ গরম আছে, বেশ গরম মদ। (পিস্তলের থাপ খুলে যুবরাজ তার মধ্যে মদের বোতল পেল)

যুব। কী, এটা ঠাট্টা করার সময়। (মদের বোতলটা ফলস্টাফের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে যুবরাজ চলে গেল)

ফল। ঠিক আছে, পার্সি যদি বেঁচে থাকে আর আমার পথের সামনে এসে পড়ে তাহলে আমি তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলব। আর আমি যদি তার পথে গিয়ে পড়ি তাহলে সেও আমাকে যা খুশি করতে পারে। তবে আমি ব্লান্টের মত মৃত্যুর গৌরব পেতে চাই না, যতক্ষণ পারি আমি বাঁচতে চাই। অবশ্য অযাচিতভাবে যদি মৃত্যুর গৌরব এসে পড়ে ত পড়ুক। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। যুদ্ধক্ষেত্রের অপর এক দিক।

বাদ্য। রাজা, যুবরাজ, জন অফ ল্যাঙ্কাস্টার ও ওয়েস্টমোরল্যাণ্ডের প্রবেশ।

রাজা। আমার অনুরোধ হ্যারি, তুমি চলে যাও। তোমার গা দিয়ে প্রচুর রক্ত ঝরছে। লর্ড জন অফ ল্যাঙ্কাস্টার, তুমিও যাও।

জন। আমারও গা দিয়ে রক্ত না ঝরা পর্যন্ত আমি যাব না।

যুব। আমার অনুরোধ হে রাজন, আপনি এখন চলে যান। আপনার আকস্মিক অন্তর্ধানে আপনার মিত্ররা আশ্চর্য হয়ে যাবে।

রাজা। তাই যাব। ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড, ওকে ওর তাঁবুতে নিয়ে যাও।

যুব। আপনার সাহায্যের আর দরকার হবে না। একটা সামান্য আঘাতে যুবরাজ পালিয়ে যাবে যুদ্ধক্ষেত্র হতে আর কত সম্মানিত সামন্তের মৃতদেহ পদদলিত হবে ও বিদ্রোহীরা জয়লাভ করবে। (জন ল্যাঙ্কাস্টার ও ওয়েস্টমোরল্যাণ্ডের প্রস্থান)

যুব। তুমি আমায় সত্যিই ঠকিয়েছ ল্যাঙ্কাস্টার। তুমি এমন তেজস্বী বীর তা আমি জানতাম না। আগে আমি তোমাকে শুধু ভাই হিসাবে ভালবাসতাম, এখন আমি আমার আপন আত্মার মতই শ্রদ্ধা করি তোমায়।

রাজা। আমি একবার দেখেছিলাম, ও পার্সিকে বেকায়দায় ফেলেছিল।

যুব। এই বালক আমাদের সকলকে শিক্ষা দিয়েছে। (প্রস্থান)

ডগলাসের প্রবেশ

ডগ। আবার এক রাজা! হায়েড্রার মাথার মত নতুন নতুন রাজা গজিয়ে উঠছে দেখছি। আমিও সেই ভয়ঙ্কর ডগলাস প্রতিটি রাজার পরম শত্রু। কে তুমি?

রাজা। আমি স্বয়ং রাজা। এতক্ষণ শুধু রাজার প্রতিচ্ছবি দেখেছ, ছায়া দেখেছ, এবার আসল রাজা দেখ। আমার দুজনকে দরকার, পার্সি আর

ডগলাস। এখন তোমাকেই যখন পেয়েছি তখন তোমাকেই আক্রমণ করব। রক্ষা করো নিজেকে।

ডগ। আমার মনে হয় তুমিও আর এক নকল রাজা। তবে তোমাকে রাজা বলেই মনে হচ্ছে। তুমি যেই হও তোমাকে আমি পরাজিত করবই।

(যুদ্ধ। রাজা বিপন্ন হয়ে উঠল)

যুবরাজের প্রবেশ

যুব। সাবধান দুর্বৃত্ত স্কট। বীর পার্সি, স্ট্র্যাফোর্ড ও ব্লাণ্টের মৃত আত্মারা আমার তরবারির উপর ভর করেছে। (যুদ্ধ, ডগলাসের পলায়ন) আনন্দ করুন হে রাজন। গ্লসি এবং ক্লিফটন বিপন্ন অবস্থায় সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছে। আমি ক্লিফটনের কাছে সোজা চলে যাচ্ছি।

রাজা। একটু হাঁপ ছেড়ে জিরিয়ে নাও। তুমি তোমার হারানো গৌরব আবার ফিরে পেয়েছ। তুমি আমার জীবন রক্ষা করলে।

যুব। আপনার মৃত্যুর কথা শুনলে আমি সবচেয়ে বেশী আঘাত পেতাম।

রাজা। যাও ক্লিফটনের কাছে, আমি যাব গ্লসির কাছে।

(সকলের প্রস্থান)

হটস্‌পারের প্রবেশ

হটস্। যদি আমার ভুল না হয় তাহলে তুমিই হচ্ছ হ্যারি মনমাউথ।

যুব। তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন আমি আমার নাম অস্বীকার করব।

হটস্। আমার নাম হ্যারি পার্সি।

যুব। বিদ্রোহীদের সবচেয়ে বড় বীরকে আমার সামনে দেখছি তাহলে। আমি হচ্ছি যুবরাজ। কিন্তু আমি আর পার্সিকে আমার গৌরবের অংশ গ্রহণ করতে দেব না। একই আকাশে দুটি নক্ষত্র থাকতে পারে না। ইংলণ্ডে কখনো হ্যারি পার্সি আর যুবরাজের রাজত্ব চলতে পারে না।

হটস্। আমিও তা আর সহ্য করব না হ্যারি। আমাদের দুজনের একজনকে যেতেই হবে।

যুব। তোমার জীবনের সব সম্মান কেড়ে নিয়ে তাই দিয়ে আমি গাঁথব আমার জয়ের মালা।

হটস্। তোমার গর্ব আর আমার সহ্য হয় না। (যুদ্ধ)

ফলস্টাফের প্রবেশ

ফল। ঠিক আছে, হল, এটা কোন ছেলেখেলা নয়, লড়াই করো।

ডগল্লাসের পুনঃপ্রবেশ। ডগলাস ফলস্টাফের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল। ফলস্টাফ মরার মত পড়ে গেল। ডগলাস চলে গেল। আহত হয়ে হটস্‌পার পড়ে গেল।

হটস্‌। ও হ্যারি, তুমি আমার যৌবনের সব শক্তি কেড়ে নিলে। তোমার তরবারি আমার দেহকে যত না আঘাত করল, আমার এই পরাজয় আমার চিন্তা ও কল্পনাকে তার থেকে অনেক বেশী আঘাত হানল। কিন্তু চিন্তা ত জীবনের দাস আর জীবন হচ্ছে কালের নির্বোধ ক্রীতদাস। সে জীবনের একদিন অবসান ঘটবেই। যদি আমি কিছু ভবিষ্যতের কথা বলতে পারতাম। কিন্তু মৃত্যুর চাপ ভারী হয়ে উঠেছে আমার জিহ্বায়। ও পার্সি, তুমি এখন সামান্য ধুলো ছাড়া আর কিছুই নও এবং সামান্য খাদ্য— (মৃত্যু)

যুব। পোকার খাদ্য হে বীর পার্সি। হে মহান হৃদয় বিদায়। হীন উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তোমার পতনের কারণ। যে তেজস্বিতা ও অমিত প্রাণপ্রাচুর্য তোমার মধ্যে ছিল তার তুলনায় নিতান্ত তুচ্ছ এ রাজ্য। কিন্তু এত কিছু করে এখন পেলে শুধুমাত্র দুহাত পরিমাণ সামান্য জমি। যে পৃথিবী তোমার মৃতদেহ এখন ধারণ করে রয়েছে সে পৃথিবীতে তোমার মত কোন শক্তিমান বীর জীবিত নেই। তুমি যদি একটু স্থিতধী হতে তাহলে আমি কখনই একাজ করতাম না। তোমার জীবনের যত কিছু কৃতিত্বের গৌরব ও প্রশংসা তুমি স্বর্গে নিয়ে চলে যাও, তোমার যত কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি তা সমাহিত হয়ে থাক তোমার মৃতদেহের সঙ্গে এই কবরের মধ্যে। (ভূতলে শায়িত ফলস্টাফকে দেখে) হায় দীর্ঘদিনের বন্ধু! তোমার এই বিশাল বপুর প্রভূত মাংসসম্ভার ছোট্ট একটা জীবনকে ধরে রাখতে পারল না? বিদায় জ্যাক! তোমার পরিবর্তে অন্য কোন যোগ্য লোককে হারালেও আমার ক্ষতি ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি, আমি বিশেষভাবে অনুভব করব তোমার অভাব। আমি তোমাকে একে একে সমাহিত করব। তার আগে পর্যন্ত রক্তাপ্লুত দেহে পার্সির পাশে পড়ে থাক। (প্রস্থান)

ফল। (হঠাৎ উঠে পড়ে) সমাহিত করবে। কি করব, সাধে কি আর মরার মত ভান করে পড়েছিলাম! তা না হলে সেই স্কটটা আমায় যমের ঘর পাঠিয়ে দিত। মরার মত ভান? না, আমি মিছে কথা বলছি। মরাটাই ভান করা, কারণ একটা মানুষ মরে পড়ে থাকলে তাকে দেখে মানুষের মতই মনে হবে, অথচ মানুষের জীবন থাকবে না তার মধ্যে। কিন্তু একটা জীবন্ত

মানুষ যদি মরার ভান করে তাহলে ঠিকই করবে, কারণ তার দ্বারা জীবনের প্রকৃত রূপটাকেই সে তুলে ধরবে। সাহসের সবচেয়ে বড় দিক হলো সুবিবেচনা ; আর এই সুবিবেচনার দ্বারাই আমি আমার জীবনকে বাঁচিয়েছি। কী সর্বনাশ, মরে গেলেও এই পার্সিটাকে আমি ভয় করি। বলা যায় না, যদি সেও আমার মত মরার ভান করে থাকে এবং হঠাৎ উঠে পড়ে? হয়ত সে আমার থেকে আরো ভাল ভান করবে। সুতরাং তার মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত হব আমি এবং বাইরে প্রচার করব আমিই তাকে হত্যা করেছি। কেউ আমায় আবার দেখে ফেলছে না ত! এস দেখি, তোমার জানুতে এক নতুন ক্ষত নিয়ে আমার সঙ্গে এস। (মৃত পার্সিকে ছুরিকাঘাত করল ও তাকে পিঠে চাপিয়ে নিয়ে গেল)

যুবরাজ ও জন অফ ল্যাঙ্কাস্টারের পুনঃপ্রবেশ

যুব। এস ভাই জন, তুমি জীবনে প্রথম যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে এক অপূর্ব বীরত্বের দ্বারা তোমার তরবারিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছ।

জন। কিন্তু চুপ করো এখন! আমরা কাকে দেখছি এখানে! তুমি বললে যে সেই মোটা লোকটা মারা গেছে।

যুব। হ্যাঁ, আমি তাই বলেছিলাম, কারণ আমি তাকে শ্বাসরুদ্ধ, মৃত ও রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। তুমি বেঁচে আছ? অথবা আমরা স্বপ্নের খেলা দেখছি চোখের সামনে। দয়া করে কথা বল! কানে কিছু না শুনে চোখের কথাকে বিশ্বাস করতে পারছি না। তোমাকে দেখে জীবিত মনে হলেও আসলে তুমি তা নও।

ফল। আমি যে জীবিত তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি একই সঙ্গে জীবিত ও মৃত এ ধরনের কোন দ্বৈত মানুষ নই। তবে আমি যদি জ্যাক ফলস্টাফ না হই তাহলে শুধু জ্যাক ত হবই। এই নাও পার্সি। (পার্সির মৃতদেহটা কাঁধ থেকে মাটিতে ফেলে দিয়ে) তোমার বাবা যদি আমায় সম্মানিত করেন ত ভাল, তা না হলে বলবে এবার পরের পার্সিকে তিনি নিজেই যেন মারেন। আমি আর্ল অথবা ডিউক কিছু একটা হতে চাই।

যুব। আমি ত নিজে পার্সিকে হত্যা করেছি, তারপর তোমাকে মৃত দেখেছি।

ফল। তাই নাকি, হা ভগবান! দুনিয়াটা কী মিথ্যাবাদী হয়ে গেছে! স্বীকার করছি আমি মরার মত পড়ে ছিলাম, পার্সিও তাই ছিল। তুমি যাওয়ার পর আমরা দুজনেই উঠে পড়ে অনেকক্ষণ ধরে যুদ্ধ করতে থাকি। আমার

কথা যদি বিশ্বাস করো ত ভাল আর যদি কেউ না করে ত তার পাপ মাথায় করে বয়ে নিয়ে বেড়াক। আমিই ত জানুতে এই আঘাতটা দিয়েছিলাম। ও যদি বেঁচে উঠে একথা অস্বীকার করে ত ওকে আমার এই তরবারি দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করব।

জন। বড় অদ্ভুত কথা শুনলাম ত।

যুব। ও লোকটাই বড় অদ্ভুত। নাও চল এই মৃতদেহটা সম্মানের সঙ্গে তোমার পিঠে করে বয়ে নিয়ে চল। যদি মিথ্যার মধ্য দিয়ে সম্মান চাও ত তোমাকে সে সম্মান আমি আনন্দের সঙ্গে দান করব। (যুদ্ধ বন্ধের বাদ্যধ্বনি) আজকের যুদ্ধে আমরাই জয়লাভ করেছি। (এস ভাই, এখন দেখিগে আমাদের কোন কোন বন্ধু বেঁচে আছে আর কারা মারা গেছে। (যুবরাজ ও জন ল্যাঙ্কাস্টারের প্রস্থান)

ফল। আমিও যাব ওদের পিছু পিছু। ওরা পুরস্কারের কথা বলল। আমাকে যে পুরস্কার দেবে ঈশ্বর তাকে পুরস্কার দেবে। তবে আমি মানে বড় হলে শরীরের দিক থেকে ছোট ও রোগা হয়ে যাব। কারণ তখন মদ ছাড়তে হবে আর ধরাবাঁধার মধ্যে থাকতে হবে, ঠিক যেমন ভাবে সামন্তরা থাকে।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য। যুদ্ধক্ষেত্রের অপর এক অংশ

রাজা, যুবরাজ, জন অফ ল্যাঙ্কাস্টার, ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড ও বন্দী ওরসেস্টার ও ভার্ননের প্রবেশ

রাজা। এই হলো বিপ্লবের প্রতিফল! কুপ্রবৃত্তিসম্পন্ন ওরসেস্টার, আমরা কি আমাদের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও মিত্রতার প্রস্তাব পাঠাইনি? আর তোমরা কি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করনি? তোমার আত্মীয়ের বিশ্বাসের মর্যাদাকে কি ক্ষুণ্ণ করনি? আমাদের দলের তিনজন নাইট আজকের যুদ্ধে মারা গেছে। তুমি যদি আগে হতে আসল কথাটা বুঝতে পারতে তাহলে অনেক সৈন্যসামন্তর প্রাণ বাঁচত।

ওর। আমি যা করেছি আমার নিরাপত্তার খাতিরেই করেছি। নিয়তির যে বিধানকে পরিহার করা যায় না, আমি ধৈর্য সহকারে সেই অমোঘ অপরিহার্য বিধানকে বরণ করে নিতে চাই।

রাজা। ওরসেস্টার ও ভার্ননকে মৃত্যুদণ্ড দিলাম ; ওদের নিয়ে যাও। (রক্ষীরা ওদের নিয়ে গেল) এবার যুদ্ধের খবর বল।

যুব। স্কটল্যাণ্ডের সামন্ত ডগলাস যখন দেখেন আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করেছি, পার্সি নিহত হয়েছে এবং তাঁদের দলের সৈন্যরা ভয়ে ছুটে পালাচ্ছে, তখন তিনি বিব্রত হয়ে পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে যান। তাঁর দেহ ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায় এবং তিনি ধরা পড়ে যান। ডগলাস আমার তাঁবুতেই আছেন। রাজার অনুমতি নিয়ে আমি তাঁকে ছেড়ে দিতে পারি?

রাজা। আমি আনন্দে সে অনুমতি দান করছি।

যুব। ভাই জন, তোমারই উপর সে সম্মানজনক কাজের ভার দিলাম। তুমি ডগলাসের কাছে গিয়ে তাঁকে তাঁর ইচ্ছামত মুক্তি দান করো। তাঁর মত শত্রুর কাছ থেকে বীরত্ব কাকে বলে তা শেখা উচিত।

জন। এজন্য তোমায় ধন্যবাদ ভাই। আমি এখনি যাচ্ছি।

রাজা। এবার আমরা নিজেদের বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে আপন আপন কাজে চলে যাব। জন আর ভাই ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড, তোমরা ইয়র্কে গিয়ে নর্দামবারল্যাণ্ড ও স্ক্রুপের শক্তিকে প্রতিহত করগে। আমি ও যুবরাজ ওয়েলস্‌এ গিয়ে গ্লেনডাওয়ার ও মার্চের আর্লের সঙ্গে যুদ্ধ করব। কালকের দিনের মধ্যে এ দেশে বিদ্রোহের সব আগুন একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেব। প্রথম যুদ্ধে আমাদের জয় হলেও আমাদের উদ্দেশ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হব না আমরা। (সকলের প্রস্থান)

হ্যামলেট, দি প্রিন্স অফ ডেনমার্ক

নাটকের চরিত্র

ক্লডিয়াস : ডেনমার্কের রাজা
হ্যামলেট : ভূতপূর্ব রাজার পুত্র ও বর্তমান রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র
পলোনিয়াস : লর্ড চেম্বারলেন
হোরেশিও : হ্যামলেটের বন্ধু
লার্তেস : পলোনিয়াসের পুত্র
ভল্‌তেমাণ্ড
কর্নেলিয়াস
রোজেনক্রান্তস্‌
গিল্ডেনস্টার্ন
ওকরিক } সভাসদবর্গ
জনৈক ভদ্রলোক বা পুরোহিত
মার্সেলাস
বার্নার্দো } অফিসারগণ
ফ্রান্সিসকো : জনৈক সৈনিক
বেনালদো : পলোনিয়াসের ভৃত্য
অভিনেতাগণ
দুইজন ভাঁড় : সমাধিখননকারী
ফোর্টিনব্রাস : নরওয়ের যুবরাজ
নরওয়ের ক্যাপ্টেন
ইংরেজ রাষ্ট্রদূতগণ
গার্ট্রুড : ডেনমার্কের রাণী ও হ্যামলেটের মাতা
ওফেলিয়া : পলোনিয়াসের কন্যা
হ্যামলেটের পিতার প্রেতাত্মা
সভাসদগণ, সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ, অফিসারগণ, সৈনিকগণ, নাবিকগণ, দূতগণ ও অনুচরবর্গ

ঘটনাস্থল : ডেনমার্ক

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। এলসিনোর। দুর্গপ্রাসাদের প্রহরীমঞ্চ।

কর্তব্যরত অবস্থায় রক্ষী ফ্রান্সিসকোর নিকট বার্নার্দো প্রবেশ করল।

বার্নার্দো। কে ওখানে?

ফ্রান্সিসকো। সে উত্তর তুমি আগে দাও। দাঁড়াও, কাছে কি আছে দেখাও।

বার্নার্দো। রাজা দীর্ঘজীবী হোন।

ফ্রান্সিস

বার্নার্দো। বল।

ফ্রান্সিস। তুমি বুঝেসুঝে ঠিক সময়েই এসেছ।

বার্নার্দো। এখন রাত বারোটা বাজে, তুমি শুতে যাও ফ্রান্সিসকো।

ফ্রান্সিস। তোমায় ধন্যবাদ। এখন দারুণ ঠাণ্ডা। আমার ভাল লাগছে না।

বার্নার্দো। তোমার আজকের পাহারা বেশ শান্তিতে কেটেছে ত ?

ফ্রান্সিস। একটা ইঁদুরও নড়েনি।

বার্নার্দো। ঠিক আছে, শুভরাত্রি। যদি হোরেশিও আর মার্সেলাস নামে আমার দুজন সহকর্মীর সঙ্গে দেখা হয় তাহলে তাদের তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিও এখানে।

হোরেশিও ও মার্সেলাসের প্রবেশ

ফ্রান্সিস। ওদের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। দাঁড়াও, কে ওখানে ?

হোরেশিও। বন্ধু তোমাদের।

মার্সেলাস। ডেনমার্কের রাজার লোক।

ফ্রান্সিস। শুভরাত্রি।

মার্সেলাস। বিদায় হে সৎ সৈনিক ! কে তোমার বদলে পাহারায় এল ?

ফ্রান্সিস। বার্নার্দো এল আমার জায়গায়। (প্রস্থান)

মার্সেলাস। কই বার্নার্দো আছ ?

বার্নার্দো। বল কি বলছ—কী, হোরেশিও ওখানে রয়েছে ?

হোরেশিও। তার একটা অংশ আছে এখানে।

বার্নার্দো। স্বাগত হোরেশিও, স্বাগত মার্সেলাস।

হোরেশিও। কী, আজ রাতে আবার সে ব্যাপারটা ঘটেছে নাকি ?

বার্নার্দো। আমি কিছু দেখিনি।

মার্সেলাস। হোরেশিও বলে এটা আমাদের অলস কল্পনা আর এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য আমরা দুবার দেখলেও সে তা কখনই বিশ্বাস করবে না। তাই আজ তাকে আমি অনুরোধ করতে এসেছি সেই ঘটনাটা ভালভাবে প্রত্যক্ষ করার জন্য। যদি সেই প্রেতাত্মা আবার আবির্ভূত হয় তাহলে সে তার চাক্ষুষ প্রমাণ পাবে, তার সঙ্গে কথাও বলতে পারবে।

হোরেশিও। যাও যাও, সে প্রেতাত্মা আর আসবে না।

বার্নার্দো। চুপ করে কিছুক্ষণ বস দেখি। যে দৃশ্য আমরা দুরাত দেখেছি

এবং যার কথা তুমি বিশ্বাস করতে চাও না সেকথা কান দিয়ে ভাল করে শোন দেখি।

হোরেশিও। ঠিক আছে, আমরা বসলাম। এবার বার্নার্দো কি বলে তা শোনা যাক।

বার্নার্দো। গতরাতের সবচেয়ে বড় কথা হলো সামনের আকাশে ঐ যে তারাটা গতকাল যখন পশ্চিমে ঢলে পড়ে আজকের মত জলজল করে জলছিল তখন ঘড়িতে একটা বাজল আর ঠিক তখন মার্সেলাস আর আমি—

প্রেতাত্মার প্রবেশ

মার্সেলাস। চুপ করো, সরে যাও ; দেখ ওটা আবার এখানে আসছে।

বার্নার্দো। ঠিক মৃত রাজার মত দেখতে।

মার্সে। হোরেশিও, তুমি একজন পণ্ডিত লোক ; কথা বল ওঁর সঙ্গে।

বার্নার্দো। উনি রাজার মত দেখতে নন ? দেখ দেখ হোরেশিও।

হোরেশিও। হ্যাঁ, ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ছি আমি।

বার্নার্দো। ওঁর সঙ্গে কথা বলা হবে।

মার্সে। ওঁকে প্রশ্ন করো হোরেশিও।

হোরে। কে আপনি ? নিশীথ রাত্রির এই সময়ে ডেনমার্কের মৃত ও সমাহিত রাজা যে সামরিক পোষাক পরিধান করে যুদ্ধে যেতেন সেই পোষাক পরে এখানে এসেছেন ? আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।

মার্সে। উনি রেগে গেছেন।

বার্নার্দো। উনি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন।

হোরে। আপনি যাবেন না, আমার কথার উত্তর দিন। আমি আপনাকে প্রশ্ন করছি, কথা বলুন। (প্রেতাত্মার অন্তর্ধান)

মার্সে। চলে গেল, কোন কথার উত্তর দেবে না।

বার্নার্দো। কী ব্যাপার হোরেশিও ! তুমি কাঁপছ, তোমার মুখ মলিন হয়ে গেছে ভয়ে। এটা কী স্বপ্নে বা কল্পনায় দেখা কোন অলীক বস্তুর চেয়ে বেশী কিছু না ? তুমি কি মনে করো ?

হোরে। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, আমি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না।

মার্সে। উনি কি রাজার মত দেখতে নন ?

হোরে। তুমি যেমন ঠিক তোমার মত দেখতে তেমনি উনিও ঠিক রাজার

মত দেখতে। এই বর্মটাই পরে উনি নরওয়ের বিদ্রোহী রাজ্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তখন কথা বলতে বলতে একবার ঠিক এমনি ভ্রূকুটি করে বরফের উপর হাতের অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেন। কী আশ্চর্য মিল!

মার্সে। এইভাবে তিনি দুবার সামরিক বিক্রম দেখিয়ে দুবার আমাদের চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

হোরে। কী বিশেষ উদ্দেশ্যে এই প্রেতমূর্তির আবির্ভাব তা বলতে পারব না; তবে আমার মোটা বুদ্ধিতে যা বলে তাতে মনে হয় এই ঘটনায় আমাদের রাজ্যে আসন্ন কোন বিপর্যয়ের আভাস সূচিত হচ্ছে।

মার্সে। দয়া করে বসে আমায় বলত, এখন রাতপাহারার এত কড়াকড়ি কেন? যুদ্ধের প্রস্তুতিহিসাবে রোজ এত কামানগর্জন ও বিদেশী অস্ত্রশস্ত্রের এত আমদানি কেন? এত সব যুদ্ধজাহাজেরই বা সাজসজ্জা কেন? দিনরাত শুধু কেন চলেছে এই রণপ্রস্তুতির এই বিরামহীন বিরাট সমারোহ তা কে আমায় বলতে পারবে হোরেশিও?

হোরে। আমি তা বলতে পারি। একথা কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে। আমাদের ভূতপূর্ব যে রাজার প্রেতাত্মা একটু আগে আবির্ভূত হয়েছিল, সেই রাজা তুমি জান, নরওয়ের উদ্ধত অহঙ্কারী রাজা ফোর্টিনব্রাসের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন বাধ্য হয়ে। আর সেই যুদ্ধে আমাদের সর্বজনশ্রদ্ধেয় বীর হ্যামলেট ফোর্টিনব্রাসকে প্রতিহত করেন। ফোর্টিনব্রাস বিধিমত সম্পাদিত এক চুক্তিপত্রবলে তাঁর জীবন ও সমস্ত ধনসম্পত্তি বিজয়ী হ্যামলেটের হাতে তুলে দেন। এখন ফোর্টিন-ব্রাসের পুত্র অপরিণতবয়স্ক হলেও খুবই উদ্ধত প্রকৃতির। সে এখন ক্রোধের উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে নরওয়ের প্রান্তে এসে সদর্পে যুদ্ধভিক্ষা করছে। তার পরাজিত পিতা যেসব ভূসম্পত্তি যুদ্ধে হারিয়েছে তা পুনর্দখলের সংকল্পে অটল ও অনমনীয় হয়ে উঠেছে সে। আমাদের রণপ্রস্তুতির মূল কারণ হচ্ছে এই। এইজন্যই আমাদের এত কিছু ব্যস্ততা।

বার্নার্দো। আমারও মনে হয় এ ছাড়া অন্য কোন কারণ নেই। আমার মনে হয় এই জন্যই আমাদের চোখের সামনে দুবার সেই সশস্ত্র প্রেতমূর্তির আবির্ভাব ঘটল, কারণ আমাদের ভূতপূর্ব রাজাই ছিলেন যুদ্ধের মূলে।

হোরে। মনশ্চক্ষু প্রসারিত করে অতীতের দিকে তাকালে দেখতে পাব জুলিয়াস সীজারের পতনের সময় রোমেও এই রকম হয়েছিল। তাঁর পতনের আগের দিন মৃতেরা কবরের ভিতর থেকে জেগে উঠে রাজপথে কথা বলাবলি

করছিল। নক্ষত্রদল থেকে আগুন আর আকাশ থেকে রক্ত ঝরোছল। সৃষ্টির শেষ ধ্বংসের দিনের মত অন্ধকার নেমে এসেছিল দিবাকালে। আসন্ন বিপর্যয়ের সংকেতসূচক এই সব কুলক্ষণাক্রান্ত ঘটনা ঘটেছিল অতীতের রোমে।

প্রেতমূর্তির পুনরাবির্ভাব

কিন্তু এখন চুপ করো। ঐ দেখ, আবার আসছে মূর্তিটা। যদিও এ মূর্তি দেখে আমার ভয়ে কাঁপুনি আসছে তথাপি আমি ওকে প্রশ্ন করব। থাম হে প্রেতমূর্তি! (প্রেতমূর্তি হস্ত প্রসারিত করল।) যদি তুমি কোন কথা বলতে পার তাহলে আমার কথার উত্তর দাও। বল এমন কিছু আমি করতে পারি কিনা যাতে তোমার ও আমার মঙ্গল হয়। বল তুমি কি দেশের কোন দুর্ভাগ্য ও অমঙ্গলের কথা জানাবে দেশকে যা আগে হতে জানতে পেরে তা পরিহার করা চলবে? অথবা বল তুমি কি মাটির গর্ভে কোন গুপ্তধন লুকিয়ে রেখেছ যার জন্য প্রেতাত্মারা অনেক সময় পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়। (মোরগ ডাকল) থাম থাম, বল। চুপ করো মার্সেলাস।

মার্সে। আমি আমার অস্ত্র দিয়ে আঘাত করব এই প্রেতমূর্তিকে?

হোরে। হ্যাঁ তাই করো, দেখ আঘাত করলে ও তা সহ্য করতে পারে কি না।

বার্নার্দো। এই যে এখানে মারো।

হোরে। এই যে মারো এখানে।

মার্সে। প্রেতমূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেছে (প্রেতমূর্তির অন্তর্ধান) আমরা এই রাজোপম প্রেতমূর্তির গায়ে আঘাত করে অন্যায় করলাম। প্রেতমূর্তি আসলে হচ্ছে এক বায়বীয় বস্তু এবং সকল আঘাতের অতীত। আমাদের হিংসাপ্রসূত অস্ত্রাঘাত আমাদেরই উপহাস করবে।

বার্নার্দো। মোরগ ডাকার সঙ্গে সঙ্গে প্রেতমূর্তি কথা বলতে যাচ্ছিল।

হোরে। প্রেতমূর্তিটা তখন আসামীর কাঠগড়ায় বিচারাধীন অপরাধীর মত চমকে উঠেছিল। আমি মোরগের ডাক শুনেছি। প্রতিদিন প্রত্যূষে মোরগের কর্কশ চিৎকার জাগিয়ে তোলে দিবালোকের দেবতাকে। আর সেই চিৎকারের সতর্কতামূলক ধ্বনিতে জলে স্থলে বাতাসে আগুনে যে সব অত্যাচারী অপদেবতা বিচরণ করে বেড়ায় তারা লুকিয়ে পড়ে তাদের আপন আপন গোপন স্থানগুলিতে। এই মোরগের ডাক শুনেই আমাদের আলোচ্য প্রেতমূর্তিও অদৃশ্য হয়ে যায়।

মার্সে। মোরগ ডাকার সঙ্গে সঙ্গে সব প্রেতরা পালিয়ে যায়। অনেকে বলে যিশুখৃস্টের জন্মের মাসে প্রত্যূষকালের এই পাখি সারারাত ধরে ডাকে আর তখন কোন প্রেত পরী ডাকিনী যোগিনী কেউ বার হতে বা বেড়াতে সাহস পায় না। সেই সময়টা এমনই পবিত্র যে কোন অশুভ শক্তির দ্বারা সেই সব রাত্রির পবিত্রতা কোনভাবে নষ্ট হয না আর কোন গ্রহ নক্ষত্রও তখন অশুভ কক্ষে অবস্থান করে না।

হোরে। আমিও তাই শুনেছি এবং এর কিছুটা বিশ্বাসও করি। কিন্তু দেখ এখন সকাল হয়েছে। শুভ্র পোষাকপরিহিত ঊষাকাল শিশিরস্নাত ঐ পূবের পাহাড়ের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছে। আমাদের পাহারার কাজ এখন শেষ হয়েছে। আমার পরামর্শ এই যে, গতরাতে আমরা যা যা দেখেছি তরুণ যুবরাজ হ্যামলেটকে তা জানানো উচিত। কারণ আমার বিশ্বাস সেই প্রেতমূর্তি আমাদের কাছে কোন কথা না বললেও হ্যামলেটকে নিশ্চয়ই কিছু বলবে। হ্যামলেটের প্রতি আমাদের ভালবাসা ও কর্তব্যপরায়ণতার বশবর্তী হয়ে একথা তাকে জানানো উচিত, এটা তোমরা স্বীকার করো ত ?

মার্সে। আমারও অনুরোধ তাই করো। আর আমি জানি এই সকালবেলায় হ্যামলেটকে কোথায় পাওয়া যাবে। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। এলসিনোর। দুর্গের অভ্যন্তরভাগ।

বাদ্য। ডেনমার্কের রাজা ক্লডিয়াস, রাণী গার্ট্রুড, পরিষদের সদস্যবৃন্দ, পলোনিয়াস, তার পুত্র লার্তেস, ভল্‌তেমাণ্ড, কর্ণেলিয়াস ও হ্যামলেটের প্রবেশ

রাজা। যদিও আমার প্রিয়তম ভ্রাতার মৃত্যুর স্মৃতি এখনো সজীব হয়ে আছে হ্যামলেটের মনে এবং যদিও এ শোক শুধু হ্যামলেটের একার নয়, আমাদের সমগ্র রাজ্যের অধিবাসীদের, তথাপি এ শোকদুঃখের আতিশয্যে অভিভূত না হয়ে বিজ্ঞের মত উপযুক্ত জ্ঞান ও বিবেচনা সহকারে মৃত রাজার কথা সকলে মিলে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাস্তব অবস্থার কথাটাও ভেবে দেখতে হবে। সুতরাং হে আমার একদা ভগিনী এবং বর্তমানে রাণী, আমাদের সমরসংক্ষুব্ধ সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী, একই সঙ্গে সমপরিমাণ আনন্দ ও বিষাদের সঙ্গে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেছি তোমায়। একই সঙ্গে আজ শবযাত্রা ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার করুণতম সঙ্গীতের সঙ্গে শুভ বিবাহের আনন্দোল্লাসসিক্ত সঙ্গীত মিশ্রিত করে দিতে বাধ্য হচ্ছি। তোমার বুদ্ধি ও সুবিবেচনাপ্রসূত মতামত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। বর্তমানে আমাদের দেশের রাজ-

নৈতিক অবস্থা কি তা তুমি জান। যুবরাজ ফোর্টিনব্রাস আমার অগ্রজের মৃত্যুর ফলে আমাদের রাজ্যকে দুর্বল ও অনৈক্যক্লিষ্ট ভেবে নিজেদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখছে। যে সব সম্পত্তি সে ইতিপূর্বে আমার বীর অগ্রজের হাতে হারিয়েছিল সে সম্পত্তি তাকে প্রত্যর্পণের জন্য আমাদের কাছে খবর পাঠিয়েছে। এই ত গেল তার কথা। এবার আমাদের এই সভায় আমাদের যথাকর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে। আমরা এখন তরুণ যুবক ফোর্টিনব্রাসের পিতৃব্য প্রবীণ নরওয়ের কাছে চিঠি লিখে একজন দূত পাঠাচ্ছি, তিনি এখন অসুস্থ এবং শয্যাগত ; তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের উদ্দেশ্য ও সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। সুতরাং শোন কর্নেলিয়াস ও ভল্‌তেমাণ্ড, আমরা এখন তোমাদের নরওয়ের কাছে পাঠাচ্ছি। তবে এই পত্রে যা লেখা আছে তার বেশী কিছু তোমরা বলবে না। বিদায়, যত দ্রুত পার গিয়ে কাজ সারবে।

কর্ণে ও ভল্‌তে। আমরা যথাসাধ্য আমাদের কর্তব্য পালন করব।

রাজা। তাতে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। অন্তরের সঙ্গে বিদায় জানাচ্ছি তোমাদের। (কর্নেলিয়াস, ভল্‌তেমাণ্ডের প্রস্থান) এখন বল লার্তেস, কি খবর তোমার ? তুমি কি একটা আবেদন জানাবে না ? কী সে আবেদন ? তুমি বিনা যুক্তিতে কখনো কিছু চাইতে পার না। কী এমন তুমি চাইবে যা আমি তোমাকে দিতে পারব না লার্তেস ? হাত ও হৃদয়ের মধ্যে, হাত ও মুখের মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক বিদ্যমান, ডেনমার্কের সিংহাসনের সঙ্গে তোমার পিতারও সেই সম্পর্ক। বল, কি চাও লার্তেস।

লার্তেস। ভীতিসঞ্চারকারী হে রাজন, ফ্রান্সে ফিরে যাবার জন্য আপনার অনুমতিই হচ্ছে আমার আবেদনের বিষয়বস্তু। যে ফ্রান্স থেকে আপনার রাজ্যাভিষেকে অংশগ্রহণের জন্য স্বেচ্ছায় আমি ডেনমার্কে চলে এসেছি সাময়িকভাবে সেই ফ্রান্সেই আমি আবার ফিরে যেতে চাই আমার কর্তব্যকর্ম শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং এবিষয়ে আমি আপনার যথাযথ মার্জনা ও অনুমতি প্রার্থনা করি।

রাজা। তুমি তোমার পিতার অনুমতি নিয়েছ ? তোমার পিতা পলোনিয়াস কি বলে ?

পলোনিয়াস। বহু কাতর আবেদন নিবেদনের পর আমি ওকে অনুমতি দিয়েছি মহারাজ। আমার অনুরোধ, আপনিও ওকে যেতে অনুমতি দিন।

রাজা। তোমার ইচ্ছামত যাত্রার শুভক্ষণ তুমি নির্বাচন করো লার্তেস। তোমার ইচ্ছামত তোমার শ্রেষ্ঠ কর্মক্ষমতা আত্মপ্রকাশ করুক। এই আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ও পুত্র হ্যামলেট এসে গেছে—

হ্যামলেট। (স্বগত) আত্মীয়তার দিক থেকে আমি যতখানি তোমার নিকটে, স্বভাবের দিক থেকে কিন্তু ততখানি নই।

রাজা। এখনো তোমার মুখমণ্ডলে কেন বিষাদের মেঘ দেখছি?

হ্যাম। না মহারাজ, আমি ত খুশির আলোতেই অবস্থান করছি।

রাণী। তোমার চোখ থেকে বিষাদকৃষ্ণ দৃষ্টি অপসারিত করে বন্ধুর মত এক প্রসন্ন দৃষ্টিতে ডেনমার্কের সিংহাসনপানে তাকাও হ্যামলেট। নিম্নমুখী দৃষ্টির এক তীক্ষ্ণতা দিয়ে পৃথিবীর ধূলিকণার সঙ্গে মিশে যাওয়া তোমার মহান পিতাকে তার মধ্যে চিরদিন ধরে খুঁজো না। তুমি জান—মৃত্যুই সকল মানুষের সহজ ও শেষ পরিণতি। সকল মানুষকেই একদিন না একদিন মরতে হবে—এই শান্ত অসীম প্রকৃতির রাজ্য থেকে চলে যেতে হবে অনন্তের মধ্যে।

হ্যাম। জানি মা, মৃত্যু সকলেরই শেষ পরিণতি।

রাণী। তা যদি জান তবে কেন তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে এই মৃত্যুকে তুমি বিশেষ করে দেখছ, এতখানি গুরুত্ব দান করে চলছ?

হ্যাম। মনে হচ্ছে! কই না ত, তা ত মনে হচ্ছে না। আমার মনের প্রকৃত অবস্থা কি বোঝা যাচ্ছে আমাকে দেখে? শুধু আমার প্রথাগত ঘনকৃষ্ণ শোক-সূচক পোষাক নয়, আমার কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাসের অস্বাভাবিকতা, অবারিত অশ্রুর স্রোতোধারা, আমার মুখের বিষাদগম্ভীর ভাব—শোকদুঃখের এই সমস্ত বহির্লক্ষণ একত্রিত হয়েও আমার অন্তরের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করতে পারছে না। শোকদুঃখের এই সব বহিরাবরণগুলি আমার বাইরের অভিনেয় রূপের কথাই প্রকাশ করছে শুধু; কিন্তু আমার অন্তরের আসল অবস্থা এই সব কিছুর ঊর্ধ্বে।

রাজা। তোমার স্বভাবের মমতামেদুর মাধুর্যই তোমার পিতার মৃত্যুশোককে এতখানি গুরুত্ব দান করেছে হ্যামলেট। কিন্তু তোমার ভেবে দেখা উচিত তোমার পিতাও একদিন তাঁর পিতাকে হারিয়েছিলেন। সেই পিতা আবার তাঁর পিতাকে হারিয়েছিলেন। সব মৃত পিতার জীবিত পুত্ররা আপন আপন কর্তব্য অনুসারে পিতৃশোক পালন করে। কিন্তু এক অনমনীয় দৃঢ়তা আর অধ্যবসায় সহকারে সেই শোককে বিরামহীন নিষ্ঠায় আঁকড়ে ধরে থাকার

সংকল্প এক অধার্মিক অন্যায় গোঁড়ামি ছাড়া আর কিছুই না। এ দুঃখ এ শোক অপুরুষোচিত ; এ দুঃখ ঈশ্বরের প্রতি তোমার বিদ্রোহী ও অসঙ্গত মনেরই পরিচয় দান করে। এ দুঃখ তোমার দুর্বল অরক্ষিত অন্তর, অস্থির অধীর মন আর অমার্জিত ও অতিসরল বুদ্ধিরই অভ্রান্ত পরিচায়ক। জ্ঞানত, আমরা যেটাকে অতি সাধারণ বলে জানি, যা আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়ানুভূতির আয়ত্তাধীন, এক তীব্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেন আমরা সেটাকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করে এক বিশেষ গুরুত্ব দান করব ? ধিক ধিক ! এ কাজ ঈশ্বরের প্রতি অধর্মাচরণ। এ কাজ হচ্ছে মৃতের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন। আপন স্বভাব, নীতি ও যুক্তিবোধের প্রতি ঘোরতর অন্যায় ছাড়া এ আর কিছুই না। পৃথিবীর সকল পিতার মৃত্যুই এক স্বাভাবিক ঘটনা এবং পৃথিবীতে প্রথম পিতার মৃত্যুর কাল হতে আজ পর্যন্ত সকল পুত্রই সে মৃত্যুকে সহজ স্বাভাবিক ঘটনা বলে যখন মেনে এসেছে তখন তুমিই বা তা মানবে না কেন ? আমাদের অনুরোধ, এই অসঙ্গত দুঃখের বোঝাভার তুমি ঝেড়ে ফেলে দাও তোমার মন থেকে এবং আমাকেই তোমার পিতা বলে মনে করো। জগতের সবাই জানুক, তুমিই হচ্ছ আমাদের এই সিংহাসনের অব্যবহিত উত্তরাধিকারী। একজন মহান পিতা তার পুত্রকে যে ভালবাসার চোখে দেখে তোমার প্রতি আমার ভালবাসা তার থেকে কিছুমাত্র কম নয়। উইটেনবার্গ বিদ্যালয়ে তোমার প্রত্যাবর্তন আমাদের ইচ্ছার পরিপন্থী। আমাদের অনুরোধ, তুমি আমাদের প্রধান পারিষদ, প্রিয় পরিজন ও পুত্ররূপে এখানেই অবস্থান করে আমাদের চোখের আনন্দ বৃদ্ধি করো।

রাণী। তোমার মার আবেদন যেন ব্যর্থ না হয় হ্যামলেট। আমার অনুরোধ, তুমি আমাদের কাছে থাক। উইটেনবার্গে আর যেও না।

হ্যাম। আমি যথাসাধ্য তোমার আদেশ পালনের চেষ্টা করব মা।

রাজা। এই ত সুন্দর ও শ্রদ্ধাপূর্ণ উত্তর। তুমিও আমাদের মত সমান সুখ ও সম্মানের অধিকারী হয়ে ডেনমার্কে বাস করো হ্যামলেট। রাণী, চলে এস। হ্যামলেটের এই শান্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি এক মধুর হাসির প্রলেপে আমার অন্তরের সব ক্ষতকে ভরিয়ে দিয়েছে। এই ঘটনার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আজ ডেনমার্কের প্রতিটি আনন্দপূর্ণ স্বাস্থ্যপান কামান গর্জনে নির্ঘোষিত হবে আকাশে বাতাসে ও প্রতিটি মেঘপুঞ্জগাত্রে। আবার রাজকীয় আনন্দোল্লাসের এই পার্থিব ধ্বনি বজ্রনির্ঘোষে প্রতিধ্বনিত হবে আকাশ হতে। চলে এস।

(বাদ্য। হ্যামলেট ছাড়া সকলের প্রস্থান)

হ্যাম। হায়, যদি এই জড়দেহের,স্থূলকঠিন মাংসপিণ্ড এক তরলিত মেদুরতায় বিগলিত হয়ে শিশিরে পরিণত হত! যদি আত্মহত্যা ঈশ্বরের বিধানে পাপ হিসাবে পরিগণিত না হত! হে ঈশ্বর! হে ঈশ্বর! পৃথিবীর সকল বস্তুকেই কত ক্লান্ত পুরাতন, বৈচিত্র্যহীন ও নিস্ফল বলেই না মনে হচ্ছে! ধিক, ধিক সব কিছুকে। এ পৃথিবী যেন এক আশ্চর্য স্বতস্ফূর্ত অসজ্জিত বাগান, যেখানে আছে যত অব্যবহার্য কটুগন্ধী ফল আর একমাত্র বীজ-উৎপাদনই যার একমাত্র লক্ষ্য। এটা যে ঘটবে তা আমি ভাবতেই পারিনি। মাত্র দুমাস, মাত্র দুমাস মৃত্যু হয়েছে তাঁর, না, হয়ত দুমাসও পুরো হয়নি। রাজা হিসাবে আমার পিতা এমন শ্রেষ্ঠ ছিলেন যে তাঁর তুলনায় এ রাজাকে দেখে মনে হচ্ছে সবিতৃ-দেবের তুলনায় অর্ধছাগাকৃতি এক বনদেবতার মতই অকিঞ্চিৎকর। আমার মার প্রতি তাঁর ভালবাসা এতই গভীর ছিল যে কোন উতল বাতাসের আঘাতে আমার মার মুখখানা বিস্রস্ত হয়ে উঠলেও তিনি তা সহ্য করতে পারতেন না। সে স্বর্গ, হে মর্ত্য, একথা মনে করে আমাকে কি চিরকাল স্মৃতির দংশনে ক্ষতবিক্ষত হতে হবে? কিছুকাল আগেও আমার পিতাই ছিলেন আমার মার একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু তা যেন খাদ্যবস্তুর প্রলোভনজনক সাহচর্যে ক্ষুধাবৃদ্ধি। মাত্র এক মাসের মধ্যেই—আর আমি একথা ভাবব না। হায় নারী, ক্ষণচাপল্যগর্ভ দুর্বলতাই কি তোমার অন্য নাম! মাত্র এক মাস আগে অশ্রু-ভারাক্রান্ত নিয়োবের মত যে জুতা পরিধান করে আমার মৃত পিতার শবানুগমন করেছিলে সে জুতা পুরাতন হতে না হতেই—হ্যাঁ হ্যাঁ সে অর্থাৎ আমার—হা ভগবান! যুক্তিজ্ঞানবিবর্জিত সামান্য এক পশুও তার মৃত স্বামীর জন্য আরো দীর্ঘকাল ধরে শোকপালন করত—আমার সেই মা আমার খুল্লতাত অর্থাৎ আমার পিতার অনুজকে বিয়ে করেন। কিন্তু বীর হারকিউলিসের তুলনায় আমি যেমন অপদার্থ আমার পিতার তুলনায় তাঁর এই ভাইও তেমনি অযোগ্য ও অপদার্থ। মাত্র এক মাসের মধ্যে তাঁর অপবিত্র কপটাশ্রুর লবণাবশেষ তাঁর বিষাক্ত চক্ষুতারকার রক্তিম প্রান্তদেশ পরিত্যাগ করতে না করতেই তিনি আবার আবদ্ধ হলেন এক নতুন পরিণয়বন্ধনে! কামার্ত দেহের ক্ষুন্নিবৃত্তিমানসে এক জারজ শয্যামিলনের কী এক দুরন্ত তৎপরতা ও দক্ষতা! এ মিলন কখনও মঙ্গলজনক হতে পারে না। কিন্তু হে আমার অন্তর দ্বিধাবিভক্ত হও, আমার রসনাকে অবশ্যই সংযত করে চলতে হবে আমায়।

হোরেশিও, মার্সেলাস ও বার্নার্দোর প্রবেশ

হোরে। আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন হে যুবরাজ।

হ্যাম। তোমাকে দেখে খুশি হলাম হোরেশিও। আমি ত তোমাকে কেন নিজেকেও একরকম ভুলতে বসেছিলাম।

হোরে। আমি ত আপনার সেই অনুগত ভৃত্য একই হোরেশিও প্রভু।

হ্যাম। আমার বন্ধু স্যার। বরং প্রভু-ভৃত্যের এই সম্পর্কটা আমি বিনিময় করতে চাই। উইটেনবার্গ থেকে তুমি চলে এলে কেন হোরেশিও? মার্সেলাস ?

মার্সে। হুজুর।

হ্যাম। তোমাকে দেখেও খুশি হলাম। (বার্নার্দোর প্রতি) শুভসন্ধ্যা স্যার। কিন্তু তোমরা কেন চলে এলে উইটেনবার্গ থেকে ?

হোরে। এক পলায়নী মনোভাবের বশবর্তী হয়ে বলতে পারেন প্রভু।

হ্যাম। একথা আমি তোমাদের শক্রকেও বলতে দেব না। একথা বলে তুমি আমার কর্ণকুহরকে পীড়িত করো না। তোমার একথায় তোমার আপন আত্মাই বিশ্বাস করবে না। আমি জানি তোমরা পলায়নী মনোভাবের লোক নও। কিন্তু এলসিনোর দুর্গে তোমাদের কাজ কী ? এখান থেকে চলে যাওয়ার আগে কিকরে বেশী মদ খেতে হয় তা শিখিয়ে দেব।

হোরে। আমি আপনার পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করার জন্য এসেছিলাম প্রভু।

হ্যাম। আমার অনুরোধ, আমায় উপহাস করো না হে আমার সহপাঠী। আমার মনে হয় তুমি এসেছ আমার মার বিয়ে দেখতে।

হোরে। তা অবশ্য বটে, যদিও ঘটনাটা খুবই মর্মান্তিক।

হ্যাম। রসনা সংযত করে কথা বল হোরেশিও। অন্ত্যেষ্টির শোকতপ্ত মাংস বিবাহের ভোজসভায় পরিবেশিত হয়েছে এক শীতল আহার্যরূপে। ওঃ, সেদিনের ঘটনা দেখার আগে আমার ভীষণতম শক্রর সম্মুখীন হয়ে যদি আমি স্বর্গে যেতে পারতাম হোরেশিও! আমার পিতাকে—হ্যাঁ মনে হচ্ছে আমার পিতাকে আমি দেখতে পাই।

হোরে। কোথায় দেখতে পান প্রভু?

হ্যাম। আমার মনশ্চক্ষুতে হোরেশিও।

হোরে। আমি তাঁকে একবার দেখেছিলাম। তিনি ছিলেন সত্যিই এক সুদর্শন রাজা।

হ্যাম। এবং মানুষ হিসাবে যদি ধরো তাহলে অমন মানুষ আর একটিও কোথাও পাবে না।

হোরে। আমি তাঁকে গতকাল দেখেছি প্রভু।

হ্যাম। দেখেছ কাকে?

হোরে। আপনার পিতা ভূতপূর্ব রাজাকে।

হ্যাম। আমার পিতা ভূতপূর্ব রাজাকে!

হোরে। আমি আমার এই আশ্চর্য কাহিনীর সবটুকু এইসব ভদ্রলোকদের কাছে ব্যক্ত করার আগে পর্যন্ত দয়া করে আপনি আপনার বিস্ময়ের আবেগটাকে সংযত করে রাখুন।

হ্যাম। ঠিক আছে, ঈশ্বরের নাম করে শপথ করে বলছি আমি তা শুনব।

হোরে। পর পর দুই রাত্রি এই দুজন ভদ্রলোক মার্সেলাস ও বার্নার্দো পাহারা দেবার সময় মধ্য ও শেষ রাত্রিতে তাঁকে দেখেছে। আপনার পিতার মত অবিকল দেখতে এক মূর্তি রণসাজে সজ্জিত অবস্থায় ধীর গম্ভীর পদক্ষেপে ওদের পাশ দিয়ে চলে যান। তিন তিনবার এইভাবে ওদের ভীত ও বিস্ময়াভিভূত দৃষ্টির সামনে দিয়ে চলে যান। তাঁর হস্তধৃত দণ্ডটির ব্যবধানই ছিল ওদের থেকে তাঁর একমাত্র দূরত্ব। ওরা ভয়ে এমন বিহ্বল হয়ে পড়েছিল যে কোন কথাই বলতে পারেনি তাঁর সঙ্গে। ওরা পরে এক ভয়ঙ্কর গোপনতার সঙ্গে আমাকে সেকথা জানালে পর তৃতীয় রাত্রে আমিও ওদের সঙ্গে পাহারার কাজে যোগদান করি। প্রহরাকালে আমি দেখতে পাই, ওদের কথামত সেই প্রেত-মূর্তির আবার আবির্ভাব হয়। আমি চিনতে পারি তিনি আপনার পিতা। আপনার পিতার সঙ্গে সে-মূর্তির সাদৃশ্য আমার এই হাত দুটির সাদৃশ্য থেকে কিছুমাত্র কম নয়।

হ্যাম। কিন্তু ব্যাপারটা কোথায় ঘটেছিল?

মার্সে। সেই প্রহরীমঞ্চে যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা পাহারা দিই।

হ্যাম। তোমরা কথা বলনি তাঁর সঙ্গে?

হোরে। আমি কথা বলেছিলাম হুজুর। কিন্তু তিনি কোন উত্তর দেননি। তবু আমার মনে হলো একবার উনি যেন মাথা তুলে কথা বলতে চাইলেন। কিন্তু ভোরের মোরগ ডেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল সে মূর্তি আমাদের দৃষ্টিপথ হতে।

হ্যাম। সত্যিই বড় আশ্চর্যের কথা ত।

হোরে। আমার এই জীবনের মতই এ ঘটনা সত্য হুজুর। আমার মনে হয় একথা আপনাকে বলা আমাদের কর্তব্য।

হ্যাম। তা ত বটেই। তবে আমার মনে বড় কষ্ট হচ্ছে একথা শুনে। আজ রাতে তোমরা আবার পাহারা দেবে নাকি ?

সকলে। হ্যাঁ দেব হুজুর।

হ্যাম। তোমরা কি বললে, উনি সশস্ত্র অবস্থায় এসেছিলেন ?

সকলে। হ্যাঁ, সশস্ত্র।

হ্যাম। একেবারে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ?

সকলে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত হুজুর।

হ্যাম। তাহলে তাঁর মুখখানা দেখতে পাওনি ?

হোরে। হ্যাঁ দেখেছি, তিনি তাঁর মুখাবরণ তুলে রেখেছিলেন।

হ্যাম। তিনি কি রাগত অবস্থায় ভ্রুকুটি করেছিলেন ?

হোরে। তাঁর মুখে ক্রোধের থেকে বেশী ছিল দুঃখ।

হ্যাম। তাঁর মুখখানা কি রকম ছিল—মলিন না রক্তিম ?

হোরে। না, খুবই মলিন।

হ্যাম। তিনি কি তাঁর দৃষ্টি তোমার উপর নিবদ্ধ রেখেছিলেন ?

হোরে। হ্যাঁ, একেবারে স্থিরভাবে।

হ্যাম। আমি যদি তখন সেখানে উপস্থিত থাকতাম।

হোরে। থাকলে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেতেন।

হ্যাম। তা বটে। উনি অনেকক্ষণ ধরে সেখানে ছিলেন ?

হোরে। সাধারণভাবে এক থেকে একশো গুণতে যত সময় লাগে ততক্ষণ ছিলেন।

মার্সেলাস ও বার্নার্দো। আরো বেশীক্ষণ। আরো বেশীক্ষণ।

হোরে। আমি কিন্তু যেদিন দেখেছিলাম সেদিন এর থেকে বেশী সময় ছিলেন না।

হ্যাম। তাঁর দাড়িটা কি ধূসরিত ছিল ?

হোরে। তাঁর জীবদ্দশায় যেমন দেখেছি তাঁর দাড়িটা ছিল ঠিক সেইরকম অর্থাৎ কৃষ্ণবিন্দুচিত্রিত রজতশুভ্র।

হ্যাম। আজ রাত্রে আমি লক্ষ্য রাখব। আমার মনে হয় সে মূর্তি আবার দেখা দেবে।

হোরে। আমি জোর করে বলতে পারি আবার আসবে সে মূর্তি।

হ্যাম। যদি সে মূর্তি আমার পিতার মত দেখতে হয় তাহলে অবশ্যই কথা বলব তাঁর সঙ্গে। স্বয়ং নরক মুখ বার করে আমাকে চুপ করার আদেশ দিলেও আমি কথা বলব। তোমাদের সকলের কাছে আমার অনুরোধ, এতক্ষণ পর্যন্ত যদি এ ঘটনার কথা গোপন রেখে থাক তাহলে আমার দেখা পর্যন্ত তা গোপন রাখ। আজ রাত্রে যা ঘটবে তা শুধু তোমরা বোঝার চেষ্টা করবে, সে সম্বন্ধে কোন কথা কাউকে বলবে না। আমার প্রতি তোমাদের ভালবাসার পুরস্কার একদিন আমি তোমাদের দেব। এখন বিদায়। প্রহরীমঞ্চে রাত্রি এগারোটা হতে বারোটার মধ্যে আমি দেখা করব তোমাদের সঙ্গে।

সকলে। আপনার প্রতি যথোচিত সম্মানের সঙ্গে আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করে যাব।

হ্যাম। তোমাদের প্রতিও আমার ভালবাসা রইল। বিদায়। (হ্যামলেট ছাডা সকলের প্রস্থান) আমার পিতার সশস্ত্র প্রেতমূর্তি! ব্যাপারটা ভাল বুঝছি না। নিশ্চয় কোন দুষ্কৃতকারীর হীন চক্রান্ত বলে সন্দেহ হচ্ছে আমার। রাত্রিটা যদি এখনি চলে আসত তাহলে ভাল হত। রাত্রি না আসা পর্যন্ত অবশ্যই স্থির হয়ে থাকতে হবে আমার আত্মাকে। সমগ্র জগৎ তাতে অভিভূত হয়ে পডলেও দুষ্কৃতকর্ম অবশ্যই একদিন না একদিন লোকচক্ষে উদ্ঘাটিত হবেই। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। এলসিনোর। পলোনিয়াসের বাসভবন।

লার্তেস ও তার বোন ওফেলিয়ার প্রবেশ

লার্তেস। আমার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সব জাহাজে তুলে দেওয়া হয়েছে। বিদায় বোন, যেহেতু বাতাস এখন অনুকূল এবং জাহাজটাও ভাল আমার যাত্রা শুভ হবেই। তবে তুমি যেন ঘুমিয়ে থেকো না। আমাকে চিঠি দিও মাঝে মাঝে।

ওফেলিয়া। সেবিষয়ে তোমার কোন সন্দেহ আছে?

লার্তেস। আমার উদ্বেগ হ্যামলেট আর তার তুচ্ছ অনুরাগের জন্য। তোমার প্রতি তার প্রেম হচ্ছে এক অলস প্রথাগত ভাববিলাস, তার যৌবনোতপ্ত রক্তের ক্রীড়নকমাত্র, বসন্তের আগমনে ফুল্ল ভায়োলেট ফুলের মত যার উচ্ছ্বাস আছে কিন্তু স্থায়িত্ব নেই, যা শুধু মুহূর্তের জন্য গন্ধ বিলায়, ক্ষণিকের জন্য আনন্দ দান করে, যার আর কোন মূল্য নেই।

ওফেলিয়া। আর কোন মূল্য নেই ?

লার্তেস। এর বেশী কিছু ভেবো না। অর্ধাকৃতি চন্দ্রকলার মত মানুষের দেহমন্দিরের অভ্যন্তরে তার মন ও আত্মারও বৃদ্ধিপ্রাপ্তি ঘটে দিনে দিনে। এখন সে হয়ত তোমায় ভালবাসে; এখনো পর্যন্ত অন্য কোন গ্লানিমা বা কোন ছলনা বা প্রতারণা কলুষিত করেনি তার প্রেমানুভূতিকে। কিন্তু তোমার বোঝা উচিত সে জীবনে বড় হলে তার এই ইচ্ছার বল্গা তার করায়ত্ত নাও থাকতে পারে। কারণ সে নিজে তার বংশগৌরবের বন্ধনে আবদ্ধ জন্মাবধি। সাধারণ মানুষের মত সে ইচ্ছামত যে কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করতে পারে না, কারণ তার বিচক্ষণতার উপর নির্ভর করছে সমগ্র রাষ্ট্রের ভাগ্য ও সুখসমৃদ্ধি। সুতরাং যে রাষ্ট্রদেহের সে মস্তকস্বরূপ সেই রাষ্ট্রদেহের দ্বারাই সীমাবদ্ধ তার ইচ্ছার স্বাধীনতা। তাহলে সে যদি বলে তোমাকে ভালবাসে তবে সে কথা তুমি তোমার জ্ঞানবুদ্ধিমত বিশ্বাস করবে ততদূরে যতদূর সে তার কর্তব্য পালন ও পদমর্যাদা রক্ষা করেও তার প্রেমের প্রতিশ্রুতিকে কার্যে রূপায়িত করে চলতে পারে। তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিধি সারা ডেনমার্ক জুড়ে, কারণ সে সারা ডেনমার্কের সমস্ত প্রজাদের মুখ্য কণ্ঠস্বর, সর্বপ্রধান প্রবক্তা। তাহলে এবার ভেবে দেখ কতখানি সম্মানহানি এ ব্যাপারে সহ্য করতে পারে তোমার আত্মসম্মানবোধ; প্রত্যয়াবৃত কর্ণকুহরে কত প্রেমের সঙ্গীত তার শুনে যেতে পার। তোমার হৃদয় যদি তার মাঝে হারিয়ে যায় অথবা তোমার সতীত্বের ধনভাণ্ডার তার অসংযত যৌবনের আক্রমণের সামনে উন্মুক্ত করে দেয় নিজেকে তাহলে পরিমাপ করে দেখ সে ক্ষতি সহ্য করতে পারবে কি না। সুতরাং এ বিষয়ে সদা সতর্ক ও সন্ত্রস্ত থেকো ওফেলিয়া, ভগিনী আমার। সুতরাং যে কোন বাসনার বিপজ্জনক লক্ষ্যস্থলের পরিধির বাইরে থেকে তোমার প্রেমকে যেন রক্ষা করে চলো। বিশেষ লজ্জাবতী কুমারীও যদি চন্দ্রের কাছে তার যৌবনসৌন্দর্যকে অনাবৃত করে তাহলে সেও উচ্ছল ও অমিতব্যয়ী হয়ে ওঠে। অনেক সময় গুণবতী মেয়েরাও লোকনিন্দার আঘাত থেকে পরিত্রাণ পায় না। অনেক সময় অনেক বসন্তকুসুম প্রস্ফুটিত হবার আগেই দুষ্ট কীটের দ্বারা নষ্ট হয়। যৌবনের প্রত্যূষে ও তরল শিশিরেই সংক্রামক ব্যাধির ভয় সবচেয়ে বেশী। সুতরাং সাবধানে থেকো। আশঙ্কার মধ্যেই আছে শ্রেষ্ঠ নিরাপত্তা। মনে রেখো, অনেক সময় কাছে কেউ না থাকলেও যৌবন অনেক সময়ে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে নিজের কাছে।

ওফেলিয়া। এই সব নীতি উপদেশগুলিকে আমার অন্তরের মধ্যে সদাজাগ্রত প্রহরীর মত ধারণ করে রাখব। কিন্তু ভাই, অনেক গুণহীন ধর্মযাজকের মত যেন আমাকে স্বর্গরাজ্যের বন্ধুর ও কণ্টকাকীর্ণ পথ দেখিয়ে পরে নিজে লম্পটের মত উচ্ছৃংখলতার পথে পদচারণা করো না। বিবেকের নির্দেশকে অগ্রাহ্য করো না।

লার্তেস। সে ভয় তোমায় করতে হবে না।

পলোনিয়াসের প্রবেশ

আমি এখানে দীর্ঘক্ষণ রয়েছি। আমার বাবা এখানেই আসছেন। আগের বারের মত এবারও আমি যাত্রাকালে আমার পিতার আশীষ লাভ করব আর তাতে আমার মঙ্গলই হবে।

পলোনিয়াস। তুমি এখনো এখানে রয়েছ লার্তেস! যাও যাও জাহাজে চড়গে। তোমার জাহাজের পালে এখন অনুকূল বাতাস বইছে আর তুমি এখানে কালক্ষেপ করছ! তোমার উপর আশীর্বাদ রইল। আমার কিছু উপদেশ মনে রাখবে সব সময়। তোমার চরিত্রের সততা আর পবিত্রতার দিকে সব সময় লক্ষ্য রাখবে। মনের কথা কাউকে কখনো বলবে না অথবা অপরিণত চিন্তাকে কার্যে কখনো রূপায়িত করবে না। সকলের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলো, কিন্তু কারো সঙ্গে যেন কুৎসিৎ আচরণ করো না। যে সব বন্ধুর বন্ধুত্ব পরীক্ষিত তোমার কাছে এক ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তার সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলো; কিন্তু যাদের ভাল করে চেন না জান না সেই সব নবাগতদের প্রশ্রয় দিও না। তাদের করমর্দনে তোমার করতালু অহেতুক ক্ষয় করো না। কোন কলহের মাঝে প্রবেশ করতে যেও না; তবে একবার প্রবেশ করলে এমনভাবে চলবে যাতে প্রতিপক্ষ তোমাকে ভয় করে চলে। সকলের কথা শুনে যাবে নীরবে, কিন্তু কোন মন্তব্য করবে না। সকলের কথা শুনে যাবে, কিন্তু নিজের বিচারবুদ্ধির কথা প্রকাশ করবে না। এমন পোষাক-পরিচ্ছদ পরবে যা তোমার ক্রয়ক্ষমতার সীমাকে ছাড়িয়ে না যায়, যাতে কোন অসংযত কল্পনার প্রকাশ না থাকে। পোষাক পরিচ্ছদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুদর্শন হবে, কিন্তু তাতে আত্মপ্রচারের কোন উচ্ছ্বাস থাকবে না। কারণ অনেক সময় পোষাক পরিচ্ছদের দ্বারাই মানুষকে জানা যায়। যে সমস্ত ফরাসী অভিজাত বংশের এবং উচ্চপদমর্যাদাসম্পন্ন, পোষাক পরিচ্ছদেই তাঁদের সুরুচির পরিচয় পাওয়া

যাক্‌। কখনো কারো কাছে টাকা ধার করবে না অথবা কাউকে ধার দেবে না, কারণ ঋণদানে একই সঙ্গে দেওয়া টাকা আর বন্ধুত্বের বিলুপ্তি ঘটে। আর ঋণ গ্রহণে মিতব্যয়িতার তীক্ষ্ণতা নাশ পায়। রাত্রির পর যেমন দিন আসে তেমনি সত্যের অনুসরণ করে যেও অবিচলভাবে। তাহলে কখনো কারো প্রতি মিথ্যাচার করবে না। বিদায়। আমার আশীর্বাদ যেন তোমাকে এই সত্যে অভ্যস্ত করে তোলে।

লার্তেস। বিনয়াবনত চিত্তে আমি আপনার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি পিতা।

পলো। কালের আমন্ত্রণে তোমাকে সেথায় যেতেই হবে। ভৃত্যেরা তোমার অপেক্ষায় আছে।

লার্তেস। বিদায় ওফেলিয়া। আমি যা যা তোমায় বলেছি তা যেন মনে রেখো।

ওফেলিয়া। সে সব কথা আমার স্মৃতির কুটরিতে তালাবন্ধ করে রেখে দিয়েছি। তুমি তার চাবিটা তোমার কাছে রেখে দিতে পার। (প্রস্থান)

পলো। তোমাকে ও কি বলেছে ওফেলিয়া ?

ওফেলিয়া। হ্যামলেট সম্বন্ধে কিছু কথা।

পলো। তার কথাটা মনে পড়িয়ে দিয়ে ভালই করেছ। সম্প্রতি লোকে আমায় বলছে সে নাকি গোপনে তোমার কাছে আসে, আর তুমিও নাকি তাকে প্রশ্রয় দাও এবং অবাধে মেলামেশা করো। আমি যা শুনেছি তা যদি সত্য হয় এবং একথা একদিক দিয়ে সতর্কবাণীও বলা চলে—তাহলে বলব ব্যাপারটার গুরুত্ব তুমি ভালভাবে বুঝতে পারছ না। আমার মেয়ে হিসাবে তুমি তোমার আত্মসম্মান বজায় রেখে চলতে পারছ না। তোমাদের দুজনের মধ্যে কি ধরনের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে আমাকে সব কথা খুলে বল।

ওফেলিয়া। সম্প্রতি সে ভালবাসার অনেক আবেদন নিবেদন জানিয়েছে আমার কাছে।

পলো। ভালবাসা! হাঃ। তুমি এক অনভিজ্ঞা বালিকার মত কথা বলছ। এই সব ভালবাসাকে কেন্দ্র করে যে সব বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় সে সম্বন্ধে তোমার কোন অভিজ্ঞতাই নেই। তুমি তার যে সব আবেদন নিবেদনের কথা বললে তাতে তুমি বিশ্বাস করো ?

ওফেলিয়া। আমি ত ওসব কিছু বুঝি না।

পলো। ঠিক আছে আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব। তুমি নিজে এমনই

এক তরুণী বালিকা যে তার সব আবেদন নিবেদনকে বিশ্বাস করেছ, সত্য বলে মনে করেছ। কিন্তু ঠিকমত বিচার করে দেখলে ওগুলোর কোন দাম নেই। নিজেকে আরো শক্ত করো, ওর ওই সব আবেদন নিবেদনের কথা যদি অসার ও অসত্য না হয় তাহলে আমাকে নির্বোধ বলে ডাকবে।

ওফেলিয়া। পিতা, সে আমায় সম্মানের সঙ্গে প্রেম নিবেদন করেছে।

পলো। ঠিক সম্মানের সঙ্গে নয়, সম্মানের ধাঁচে।

ওফেলিয়া। সে তার ভালবাসার কথার সঙ্গে অনেক পবিত্র শপথও করেছে।

পলো। হ্যাঁ, বনমুরগী ধরার জন্য এ এক ফাঁদ মাত্র। আমি জানি মানুষের রক্তে যখন আগুন ধরে তখন সে জিহ্বার মাধ্যমে অনেক বড় বড় শপথের কথা উচ্চারণ করে। এই সব শপথবাক্যের উত্তাপ থেকে আলোর ঝলকানিই বেশী; কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই অর্থাৎ শপথবাক্য উচ্চারণ করতে না করতেই তাদের আলো ও উত্তাপ দুইই শেষ হয়ে যায়। সুতরাং তাদের সততার উত্তাপে তুমি বিশ্বাস করো না। আজ থেকে তুমি একজন কুমারী মেয়ে হিসাবে যখন তখন যার তার কাছে বার হবে না, কেউ আলাপ আলোচনার জন্য তোমায় আদেশ বা অনুনয় বিনয় করলেই তা মেনে নেবে না, নিজেকে আরো উচ্চতর মূল্যমানের স্তরে অধিষ্ঠিত করে রাখবে। মনে রেখো, মাননীয় হ্যামলেট একজন তরুণ যুবক ছাড়া আর কিছুই না। তোমার থেকে আরো বড় ও সম্মানজনক পরিবেশে সে ঘোরাফেরা করে। সংক্ষেপে বলছি ওফেলিয়া, তার শপথবাক্যে তুমি বিশ্বাস করো না। ওই সব প্রতিশ্রুতি কখনো আসল বস্তু নয়, ওরা দালাল মাত্র, পোষাকের নকল রঙের মতই ওরা মিথ্যা। এই সব প্রতিশ্রুতির কথা শুনে মনে হয় সেগুলো খুবই পবিত্র ও ধর্মসম্মত, কিন্তু যত সব অসার আবেদন নিবেদনের দ্বারা ওরা মানুষকে ভ্রান্ত ও প্রতারিত করে। আমি তোমাকে সোজা কথা বলে দিচ্ছি—তুমি হ্যামলেটের সঙ্গে মুহূর্তের জন্যও মিশবে বা কথাবার্তা বলবে এ অপবাদ যেন আমায় শুনতে না হয়। আমি কিন্তু তা আর সহ্য করব না। আমার কথাটা যেন মনে রেখো। এই শেষ কথা বলে দিচ্ছি। এস আমার সঙ্গে।

ওফেলিয়া। আমি এ কথা মেনে চলব পিতা। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। এলসিনোর। দুর্গের প্রহরীচত্বর।

হ্যামলেট, হোরেশিও ও মার্সেলাসের প্রবেশ

হ্যাম। বাতাসটা বড় কনকনে, আজ বড় ঠাণ্ডা।

হোরে। বাতাসটা এত তীক্ষ্ণ যে মনে হচ্ছে হাড় কেটে নিচ্ছে।

হ্যাম। এখন রাত কত ?

হোরে। মনে হয় বারোটার কিছু কম।

মার্সে। না বারোটা বেজে গেছে।

হোরে। তা হবে ; আমি তা শুনিনি। প্রায় এমনি সময়েই সেই প্রেতমূর্তির আবির্ভাব হয়েছিল। (তূর্যধ্বনি ও দুইবার কামান গর্জন) এর অর্থ কি প্রভু ?

হ্যাম। রাজা আজ নৈশভোজ ও আনন্দোৎসবের মাধ্যমে রাত্রি জাগরণ করবেন। প্রমোদতরঙ্গে গা ভাসিয়ে দিয়ে তিনি উদ্দাম উন্মত্ত নৃত্যে ফেটে পড়বেন আর তিনি যখন রাইনের উত্তম মদ সবচেয়ে বেশী পান করে তাঁর শপথ রক্ষা করবেন তখন বাদ্যধ্বনি দ্বারা তাঁর সগৌরব ঘোষণা নির্ঘোষিত হবে।

হোরে। এটা কি প্রথা ?

হ্যাম। হ্যাঁ, এইটাই প্রথা। যদিও আমি এদেশেরই ছেলে হিসাবে এ প্রথায় অভ্যস্ত তথাপি বলব পালন অপেক্ষা এ প্রথার বর্জনের মধ্যেই আছে প্রকৃত সম্মান। শিরঃপীড়াদায়ক এই আনন্দোৎসবের প্রথা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল জাতির কাছে আমাদের হেয় করে তুলেছে। তারা আমাদের মদ্যপ ও শূকর প্রভৃতি কুবাক্যের দ্বারা আমাদের উপাধিকে কলঙ্কিত করে এবং আমাদের সকল গৌরবময় কৃতিত্বের মর্যাদাহানি করে। অবশ্য কোন ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে দেখা যায় পাপ তাদের সহজাত প্রবৃত্তি, এর জন্য তাদের দোষী করা যায় না কারণ এটা তাদের স্বভাব। আবার কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় কোন এক বিশেষ বস্তুর প্রতি তাদের এমনই এক মাত্রাতিরিক্ত প্রবণতা দেখা যায় যে তারা নীতি ও যুক্তির সব দুর্গ ভেঙ্গে চুরে অবাধে অপ্রতিহত বেগে ছুটে চলে সেই বস্তুপ্রাপ্তির পথে। আবার কেউ বা কোন অভ্যাসের দাস হয়ে শোভন আচরণের সব সীমাকে লঙ্ঘন করে। নিয়তির বিধান অথবা দৈবগ্রহের ফলে এইসব লোক সারাজীবন কেবলমাত্র একটা ত্রুটির বোঝা বহন করে নিয়ে যায় ; এ ছাড়া তাদের চরিত্রে অনেক গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে সাধারণ বিচারে দেখা যায় ঐ একটা দোষের জন্যই তারা দুর্নীতির ক্রীড়নক হয়ে পড়ে। অনুমাত্র দোষও মানুষের মহৎ গুণকে সংশয় ও অপবাদের বস্তুতে পরিণত করে।

প্রেতমূর্তির প্রবেশ

হোরে। দেখুন প্রভু, ঐ আসছেন।

হ্যাম। হে দেবদূত ও পবিত্র ধর্মযাজকগণ, আমাদের রক্ষা করুন। তুমি কোন সুস্থ মানবাত্মা হও অথবা কোন অভিশপ্ত প্রেতাত্মা হও, স্বর্গের নন্দনকানন-নিঃসৃত বাতাস অথবা নরকের মত্ত প্রভঞ্জন যাই হও না কেন, তোমার উদ্দেশ্য সৎ বা অসৎ যাই হোক না কেন, তুমি এমন সংশয়জনকরূপে আবির্ভূত হয়েছ যে আমি তোমাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করবই। আমি তোমাকে আমার পিতা ডেনমার্কের রাজা হ্যামলেট বলে অভিহিত করব। আমার কথার উত্তর দাও। অজ্ঞতাজনিত অধৈর্যের দ্বারা আমাকে বিদীর্ণ না করে আমায় বল কেন তোমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াপূত দেহাস্থি সমাধিগাত্র ভেদ করে উঠে এল? যে সমাধির মাঝে তোমাকে আমরা শায়িত ও সমাহিত দেখেছি সেই সমাধির মর্মর প্রস্তরনির্মিত ভারী দেহগাত্র কিভাবে উন্মুক্ত হলো তোমার জন্য? কেন তুমি তোমার মৃত্যুর পর দুর্ভেদ্য ইস্পাতকঠিন বর্ম পরিহিত অবস্থায় পুনরায় এখানে এই ক্ষীণ চন্দ্রিকার স্বল্পচকিত আলোকোদ্ভাসের মাঝে অকস্মাৎ আবির্ভূত হয়ে রাত্রির রহস্যময় ভয়াবহতাকে আরো বাড়িয়ে দিলে? আর কেনই বা আমরা প্রকৃতির নির্বোধ ও অসহায় ক্রীড়নকরূপে তোমায় দেখে এক বোধাতীত সংবেদনের আলোড়নে এমন প্রচণ্ডভাবে কম্পিত হয়ে উঠছি? কম্পিত হয়ে উঠছে আমাদের মানসসত্তার সমগ্র ভিত্তিভূমি? উত্তর দাও, কেন কিজন্য এমন হলো আর কীই বা আমাদের কর্তব্য।

(প্রেতমূর্তি হ্যামলেটকে সংকেত করল)

হোরে। আপনাকে সংকেতে ডাকছে ওর সঙ্গে যাবার জন্য। মনে হচ্ছে কোন নির্জন কক্ষে ও আপনাকে একা পেতে চায়।

মার্সে। দেখুন, কেমন সৌজন্যমূলক সঙ্কেত দ্বারা আপনাকে কোন দূরস্থিত ভূমিতে নিয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু যাবেন না ওর সঙ্গে।

হোরে। না, কোনমতেই যাবেন না ওর সঙ্গে।

হ্যাম। তা না হলে ও কোন কথা বলবে না। আমি যাব ওর সঙ্গে।

হোরে। যাবেন না স্যার।

হ্যাম। কেন, ভয় কিসের? আমি আমার জীবনকে সামান্য মূল্যেও মূল্যবান মনে করি না। আর আমার আত্মা যা ওই প্রেতাত্মার মতই সূক্ষ্ম অমর ও

অবিনশ্বর, তার কে কি ক্ষতি করতে পারে? আবার আমায় সংকেত জানাচ্ছে। আমি ওকে অনুসরণ করব।

হোরে। কিন্তু স্যার, ও যদি আপনাকে প্রলুব্ধ ও বিভ্রান্ত করে কোন অগাধ জলরাশির গর্ভে অথবা সমুদ্রাভিক্ষেপী কোন পর্বতশীর্ষে নিয়ে যায় এবং সেখানে আরো ভয়ঙ্কর কোন আকার ধারণ করে আপনার যুক্তিবোধকে নিঃশেষে বিলুপ্ত করে উন্মাদ করে তোলে আপনাকে? ভেবে দেখুন, সেস্থানের ভয়াবহতা অন্য কোন অপপ্রভাব বা অসদুদ্দীপনা ছাড়াই পাগল করে দিতে পারে মানুষকে, কারণ সেখানে যে কেউ নিম্নস্থ সমুদ্রের গভীর জলরাশির দিকে তাকিয়ে ও তার তরঙ্গগর্জন শুনে সব কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে নিঃশেষে।

হ্যাম। আমাকে এখনো সংকেতে ডাকছে। আমি যাব ওর সঙ্গে।

মার্সে। যাবেন না স্যার।

হ্যাম। তোমরা সরে যাও।

হোরে। আমাদের কথা শুনুন স্যার।

হ্যাম। আমার নিয়তি আমায় আহ্বান করছে। নিয়তির এই আহ্বান আমার দেহের প্রতিটি শিরা উপশিরাকে নেমীয় সিংহের স্নায়ুর মত কঠিন করে তুলেছে। (প্রেতমূর্তি আবার সংকেত করল) আবার আমায় ডাকছে। আমাকে ছেড়ে দাও ভদ্রগণ। যে আমাকে বাধা দেবে ঈশ্বরের নামে বলছি আমি তাকেও ভূত বানিয়ে ছাড়ব। আমি বলছি সরে যাও। আমি তোমাকে অনুসরণ করব, চল। (প্রেতমূর্তি ও হ্যামলেটের প্রস্থান)

হোরে। কল্পনার আতিশয্যে ও এখন উন্মত্ত ও মরিয়া হয়ে উঠেছে।

মার্সে। চল ওকে আমরা অনুসরণ করি। এক্ষেত্রে ওর আদেশ পালন করা উচিত হবে না।

হোরে। তাই করো, কিন্তু কি ফল তাতে?

মার্সে। কোন এক পাপের কলুষের জন্য পচন ধরেছে ডেনমার্ক-রাষ্ট্রে।

হোরে। ঈশ্বর যা করবেন তাই হবে।

মার্সে। তবু আমরা ওঁকে অনুসরণ করব। (সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য। এলসিনোর। দুর্গপ্রাকার।

প্রেতমূর্তি ও হ্যামলেটের প্রবেশ

হ্যাম। আর কোথায় নিয়ে যাবে তুমি আমায়? কি বলবে বল, আর আমি যাব না।

প্রেত। আমার দিকে তাকাও।

হ্যাম। তাকাচ্ছি।

প্রেত। আমার যাবার সময় হয়ে গেছে। যন্ত্রণাদায়ক গন্ধকাগ্নিতে আত্মাহুতি দিতে হবে আমায়।

হ্যাম। হায় হতভাগ্য প্রেত!

প্রেত। আমার প্রতি করুণা দেখাতে হবে না। আমি যা বলব তা মনোযোগ সহকারে শোন।

হ্যাম। বল, আমি তা অবশ্যই শুনব।

প্রেত। তাহলে শোনার পর প্রতিশোধ নেবার প্রতিশ্রুতিতেও আবদ্ধ হও।

হ্যাম। কিসের প্রতিশোধ?

প্রেত। আমি তোমার পিতার প্রেতাত্মা। আমি অভিশপ্ত; আমার জীবদ্দশায় আমারি দ্বারা কৃত সব পাপের যতদিন স্খালন না হয় ততদিন পর্যন্ত আমি দিবসকালে উপবাস আর অগ্নির মাঝে অবস্থান করতে বাধ্য হব আর রাত্রিকালে আমি বিচরণ করে বেড়াব। কিন্তু আমার বন্দীশালার গোপন তথ্য জানাতে নিষেধ আছে, তা না হলে এমন এক কাহিনী বলতাম যার সামান্যতম কথাতেও তোমার আত্মা বিদীর্ণ হত; তোমার দেহের রক্ত হিম হয়ে যেত; কক্ষচ্যুত তারকার মত উৎপাটিত হত তোমার দুটি চক্ষু; তোমার ঘনসংবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত কেশদামের প্রতিটি পাশ সদা উত্তেজিত শল্লকীর কণ্টকিত গাত্রলোমের মত হত আপ্রান্ত দণ্ডায়মান। কিন্তু এই সব দৈব ঘটনার উজ্জ্বল আত্মপ্রকাশ সাধারণ রক্তমাংসের মানুষের শোনার কথা নয়। যদি তুমি তোমার পিতাকে কোনদিন ভালবেসে থাক তাহলে শোন, শোন আমার কথা।

হ্যাম। ও ভগবান!

প্রেত। তার জঘন্য হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নাও।

হ্যাম। হত্যাকাণ্ড!

প্রেত। সবচেয়ে যুক্তিপূর্ণ কারণে হলেও হত্যামাত্রই এক জঘন্য কাজ। কিন্তু এ হত্যাকাণ্ড সবচেয়ে জঘন্য, অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক।

হ্যাম। আমাকে তাড়াতাড়ি সব কথা জানাও যাতে আমি ক্ষিপ্রগতি চিন্তা ও প্রেমের থেকেও দ্রুতগতিতে গিয়ে এ হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারি।

প্রেত। তোমাকে এ বিষয়ে তৎপর বলেই মনে হচ্ছে। তা যদি না হতে তাহলে বৈতরণী নদীতীরে অযত্নসঞ্জাত অনায়াসলালিত অসংখ্য আগাছার

মতই নিষ্প্রাণ ও অপদার্থ বলে গণ্য হতে। শোন হ্যামলেট: আমার মৃত্যুর কারণস্বরূপ একথা ঘোষণা করা হয় যে বাগানে শুয়ে থাকাকালে এক কালসাপ আমায় দংশন করে। এইভাবে এক মিথ্যা কারণ দেখিয়ে ডেনমার্কের সমস্ত মানুষের কর্ণকুহরকে কলুষিত করা হয়। জেনে রেখো হে মহান যুবক, যে কালসাপ আমায় সেদিন দংশন করে, সেই কালসাপই আজ আমার রাজমুকুট পরিধান করেছে তার মাথায়।

হ্যাম। হে আমার ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা আত্মা! আমার খুল্লতাত!

প্রেত। সেই কামার্ত ব্যভিচারী পশু তার কুবুদ্ধির যাদুমন্ত্রে ও ছলনাময় উপহারের দ্বারা আমার আপন ধর্মশীলা রাণীর মনকে তার নির্লজ্জ লালসার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে। ও হ্যামলেট, কী শোচনীয়ই না এ অধঃপতন। যে আমি বিবাহের বাসরশয্যা হতে শুরু করে আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমার প্রেমের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলি সেই আমাকে ভুলে এমনই একজন অধমকে সে গ্রহণ করল যে গুণ ও চরিত্রসম্পদে আমার থেকে নিকৃষ্ট। লাম্পট্য যদি স্বর্গীয় সুষমার বেশে আবেদন নিবেদন করে তথাপি ধর্ম কখনো বিচলিত হয় না তার সে ছলনায়। লালসা দেবদূতের মত স্বর্গীয় দ্যুতিতে উদ্ভাসিত হয়ে স্বর্ণশয্যায় শায়িত হলেও পূতিগন্ধময় আবর্জনার মৃগয়া-গ্রাসই তার ভাগ্যে জোটে। কিন্তু আমি প্রভাতবায়ুর গন্ধ পাচ্ছি। সংক্ষেপে আমার সব কথা বলে নিই। অপরাহ্নে উদ্যাননিদ্রা ছিল আমার প্রতিদিনের অভ্যাস। এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে তোমার খুল্লতাত একদিন চুপি চুপি সেখানে গিয়ে একশিশি বিষাক্ত ওষধি-নির্যাস আমার কর্ণকুহরে ঢেলে দেয়। মানব-দেহের রক্তের উপর সেই ওষধির এমনই বিরূপ ক্রিয়া যে তার পারদসদৃশ তরলিত গতিপ্রবাহে আমার দেহের স্বাস্থ্যপ্রদ তরল শোণিত সহসা অম্লান্বিত দুগ্ধের মত ঘন হয়ে ও দানা বেঁধে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আমার মসৃণ দেহগাত্র ঘৃণ্য ব্রণোদ্গমে কুষ্ঠরোগীর মত অসংখ্য ক্ষতে ভরে গেল। এইভাবে ঘুমন্ত অবস্থায় আমি আমার ভাইএর হাতে আমার জীবন, রাজমুকুট ও মহিষীকে হারাই। কোন পাপকর্ম মুকুলিত হতে না হতেই উৎপাটিত হলো আমার দেহতরু। গণনা সমাপ্ত না হতেই অপরিপূর্ণ জীবনের ভার বহন করে অকালে বিদায় নিতে হলো আমায়। ওঃ কী ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর! যদি তোমার হৃদয় বলে কোন জিনিস থাকে তোমার মধ্যে তাহলে কখনো সহ্য করো না নীরবে। ডেনমার্কের রাজকীয় শয্যা যেন ব্যভিচারের আরামশয্যায় পরিণত না হয়। তবে

যেভাবেই প্রতিশোধ নাও না কেন, তোমার যার প্রতি তোমার মন যেন বিষাক্ত না হয়, তার যেন কোন ক্ষতি করো না। তাকে ঈশ্বরের বিধানের উপর ছেড়ে দাও। যে অনুশোচনার কাঁটা তার বুকের মধ্যেই নিহিত আছে সে কাঁটায় বুক তার ক্ষতবিক্ষত হোক। এবার বিদায়। খদ্যোতের ক্রমোম্লান দীপ্তিতে প্রভাতের আগমনের সংকেত পাচ্ছি। বিদায়। মনে রেখো আমার কথা। (প্রস্থান)

হ্যাম। হে স্বর্গের দেবতাগণ, হে ধরিত্রী, আর কাকে ডাকব? আমি কি এর পর নরককে আহ্বান করব? স্থির হও হে আমার অন্তর! হে আমার পেশীমণ্ডলী, তোমরা এখন সহসা বার্ধক্যে জর্জরিত হয়ে পড়ো না, আমাকে কঠিনভাবে ধারণ করো। তোমাকে স্মরণ করব! হায় হতভাগ্য প্রেত, যতদিন আমার উদ্‌ভ্রান্ত মস্তিষ্কে স্মৃতির কোন স্থান থাকবে, ততদিন তোমাকে স্মরণ করে যাব আমি। শুধু তাই নয়, আমার স্মৃতির পট হতে অন্যান্য যত সব তুচ্ছ বস্তুনিচয়,—অতীতের কথা, পঠিত গ্রন্থের উপদেশ যা সব আমার যৌবন-জীবনের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়—সব আমি মুছে দেব। আমার মস্তিষ্কের সেই গ্রন্থে বিরাজ করবে শুধু তোমার আদেশ, সেখানে আর কোন কথা থাকবে না। হ্যাঁ, ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, হে দুরাচারী নারী, তুমি শয়তান, অভিশপ্ত শয়তান! একথা আমার স্মৃতিতে লিপিবদ্ধ করে রাখা উচিত যে স্মিতহাস্য ব্যক্তিও শয়তান বা পাপাত্মা হয়। অন্ততঃ ডেনমার্কে তা হয়। (লিখতে লাগল) তাহলে খুল্লতাত, এই তোমার স্বরূপ। এই রচিত হলো তোমার অদৃষ্টলিপি। আমি আমার কথা রাখব। বিদায়। আমার কথা মনে রেখো না। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি।

হোরে। (ভিতর থেকে) প্রভু।

হোরেশিও ও মার্সেলাসের প্রবেশ

মার্সে। মালিক হ্যামলেট।

হোরে। ঈশ্বর তাঁকে রক্ষা করুন।

হ্যাম। তাই হোক।

মার্সে। ইল্লোহো, হো, হো, আমার প্রভু।

হ্যাম। ইল্লোহো, হো, হো, কি বলছ? এস এস।

মার্সে। আপনি কেমন আছেন প্রভু?

হোরে। কি সংবাদ প্রভু?

হ্যাম। বড়ই বিস্ময়কর!

হোরে। ঠিক আছে, দয়া করে বলুন প্রভু।

হ্যাম। না, তোমরা তা প্রকাশ করে দেবে।

হোরে। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি আমি তা বলব না।

মার্সে। আমিও তা বলব না।

হ্যাম। তোমরা কি বলছ, একথা ভাবতে পারে কোন মানুষ? কিন্তু তোমরা একথা ঠিক গোপন রাখবে ত?

উভয়ে। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি প্রভু।

হ্যাম। ডেনমার্কের সব লোকই একথা বলে যে তারা কেউ শয়তান নয়, অথচ তারা সকলেই নির্লজ্জ পাপাত্মা।

হোরে। একথা বলার জন্য সমাধিগহ্বর হতে কোন প্রেতাত্মার উঠে আসার প্রয়োজন ছিল না প্রভু।

হ্যাম। তা ঠিক, ঠিক কথাই বলেছ। তবে আমার মতে আর কোন কথা না বাড়িয়ে করমর্দন সেরে আমাদের বিদায় নেওয়া উচিত পরস্পরের কাছ থেকে। তোমরা যেমন আপন আপন কাজে যাবে আমিও তেমনি যাব আমার নিজের কাজে, কারণ প্রত্যেক মানুষেরই আছে আপন আপন উদ্দেশ্য আর করণীয় কাজ। আমিও যাব।

হোরে। আপনার কথাগুলো কেমন অসংলগ্ন এবং রুক্ষ।

হ্যাম। আমার এ কথায় তোমরা আঘাত পেয়েছ এতে আমি দুঃখিত, আমার মনে হয় তোমরা অন্তরের সঙ্গে আঘাত পেয়েছ।

হোরে। আপনার কথায় কোন আঘাতই নেই প্রভু।

হ্যাম। সেণ্ট প্যাট্রিকের নামে বলছি হোরেশিও, একথায় আঘাত আছে। আর সেই প্রেতমূর্তি সম্বন্ধে বলতে হয় সে প্রেতমূর্তি খুবই নির্দোষ। তোমরা জানতে না সে মূর্তি আমাকে কি বলেছে। এখন শোন হে বন্ধু, বিজ্ঞ আর সৈনিক, বল, আমার একটা অনুরোধ তোমরা রক্ষা করবে?

হোরে। কী সে অনুরোধ প্রভু? আমরা তা রাখব।

হ্যাম। আজ রাতে যা দেখেছ তার কথা কাউকে বলবে না।

উভয়ে। আমরা কাউকে বলব না প্রভু।

হ্যাম। না, শপথ করো।

হোরে। বিশ্বাস করুন প্রভু, আমি কখনো বলব না একথা।

মার্সে। বিশ্বাস করুন প্রভু, আমিও কখনো বলব না।

হ্যাম। আমার তরবারি স্পর্শ করে শপথ করো।

মার্সে। আমরা এর আগেই শপথ করেছি প্রভু।

হ্যাম। তবু আমার তরবারি ছুঁয়ে শপথ করো।

প্রেত। (প্রহরীমঞ্চের নিচে থেকে) শপথ করো।

হ্যাম। হাঃ হাঃ হাঃ, তুমিও তাই বল ? হে সজ্জন, তুমি এখনো আছ ওখানে ? শুনছ নিম্নদেশ হতে প্রেতও আদেশ করছে তোমাদের। সুতরাং শপথ করো।

হোরে। প্রস্তাব করুন প্রভু।

হ্যাম। আমার তরবারি ছুঁয়ে শপথ করো, আজ যা দেখেছ তার কথা কখনো কোথাও বলবে না ?

প্রেত। (নিম্নদেশ হতে) শপথ করো।

হ্যাম। তুমি এখানেও, তুমি কি সর্বত্রসঞ্চারী ? বেশ তাহলে আমরা স্থান পরিবর্তন করব। এস ভদ্রগণ, আমার তরবারির উপর হাত রেখে শপথ করো, আজ যা শুনেছ সেকথা কখনো প্রকাশ করবে না।

প্রেত। (নিম্নদেশ থেকে) ওর তরবারি ছুঁয়ে শপথ করো।

হ্যাম। বেশ বলেছ। হে বৃদ্ধ মৃত্তিকাখননকারী, এত তাড়াতাড়ি ভূগর্ভ ভেদ করতে পার ? আবার আমরা স্থান পরিবর্তন করব বন্ধুগণ।

হোরে। সাক্ষী থাক হে দিবসশর্বরী, কিন্তু এ ঘটনা সত্যিই বড় অদ্ভুত এবং আশ্চর্যজনক।

হ্যাম। তাহলে আরও এক অদ্ভুত উপায়ে এ ঘটনাকে স্বাগত জানাও। স্বর্গে মর্ত্যে এমন অনেক জিনিস আছে কোন দর্শনশাস্ত্রই যার ব্যাখ্যা করতে পারে না। আগের মত আবার শপথ করো, ঈশ্বরের করুণা তোমার সহায় হোক। ভবিষ্যতে যদি কখনো অদ্ভুতবেগে তোমাদের সামনে প্রতীয়মান হই, যদি কখনো আমার আচরণ উন্মত্ততায় পর্যবসিত হয়, যদি এইভাবে আমার বাহু আবদ্ধ থাকে এবং শির সঞ্চালিত হয়, এবং আমি অনেক দুর্বোধ্য বাক্য উচ্চারণ করি তাহলেও আমার সম্বন্ধে কোন জ্ঞাত কথা যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশিত না হয় কারো কাছে—একথা শপথ করো। প্রয়োজনকালে ঈশ্বরের করুণা তোমাদের সহায় হোক।

প্রেত। (নিচে থেকে) শপথ করো।

হ্যাম। থাম থাম হে বিচলিত প্রেতাত্মা ! এবার বন্ধুগণ, আবার তোমাদের

প্রতি আমার ভালবাসা জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। তোমাদের প্রতি আমার ভালবাসা ও বন্ধুত্বের কখনো অভাব হবে না। চল আমরা একসঙ্গে যাই। তবে ওষ্ঠে অঙ্গুলি স্থাপন করে নীরব থাকবে, কোন কথা প্রকাশ করবে না। এখন সময় খুব খারাপ, যেন কাল গ্রন্থিচ্যুত হয়ে পড়েছে। হে অভিশপ্ত বিদ্বেষ, আমি কি সে বিদ্বেষকে দূরীভূত করার জন্যই জন্মগ্রহণ করেছিলাম? না, চল, আমরা একসঙ্গে যাই। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। এলসিনোর। পলোনিয়াসের বাসভবন।

পলোনিয়াস ও রেনাল্ডোর প্রবেশ

পলো। তাকে এই টাকা আর এই চিঠিটা দেবে রেনাল্ডো।

রেনাল্ডো। আমি তা দেব প্রভু।

পলো। তার সঙ্গে দেখা করার আগে যদি তার আচরণ সম্বন্ধে কিছু জেনে নাও তাহলে সবচেয়ে ভাল হয় রেনাল্ডো।

রেনাল্ডো। আমিও তাই চাই প্রভু।

পলো। বাঃ বেশ বলেছ। ঠিক বলেছ। দেখ, প্রথমে খোঁজ নিয়ে জানবে প্যারিসে কি ধরনের ডেনমার্কের লোক থাকে। জানবে কোথায় তারা থাকে, কিভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, কিরকম সঙ্গীর সঙ্গে তারা মেশে, কী পরিমাণ টাকা তারা খরচ করে। তারপর যারা আমার পুত্রকে চেনে তাদের কাছে গিয়ে এমনভাবে কথা বলবে যাতে মনে হবে তুমি তার সম্বন্ধে খুব অল্পই জান, তুমি তার বাবা আর বন্ধুবান্ধবদের চেন। বুঝলে রেনাল্ডো?

রেনাল্ডো। হ্যাঁ, ভালই বুঝেছি প্রভু।

পলো। 'অংশত চিনি'—তবে বলতে পার তাও ভাল করে চিনি না। বলবে আমি যাকে চিনি সে যদি সেই হয় তাহলে সে বড় উচ্ছৃংখল। সে নানা বস্তুতে আসক্ত; এইভাবে নানারকমের খুশিমত মিথ্যা কথা বলে তাকে অভিযুক্ত করো। তবে দেখবে, এমন নিন্দা করবে না যাতে তার সম্মানের হানি হয়। সে বিষয়ে সতর্ক থেকো। তুমি তার সম্বন্ধে বলবে উদ্দাম

যৌবনের সেইসব আনুষঙ্গিক সাধারণ ত্রুটি বিচ্যুতির কথা যা সর্বজনবিদিত।

রেনাল্ডো। যেমন দ্যূতক্রীড়া প্রভু।

পলো। আর একটু এগিয়ে গিয়ে বলতে পার পানাসক্তি, অস্ত্রক্রীড়া, যথেচ্ছ শপথ গ্রহণ, কলহপ্রিয়তা, বেশ্যাসক্তি প্রভৃতির কথা।

রেনাল্ডো। কিন্তু এসব কথায় তাঁর সম্মানের হানি হবে প্রভু।

পলো। বিশ্বাস করো, তা হবে না। অভিযোগ করতে গিয়ে তুমি কথাটা গুছিয়ে ভালভাবে বলতে পার। সে সব সময়েই বাইরে থাকে—এ অপবাদ তাকে দিও আমি তা বলতে চাইনি। তার দোষের কথা এমনভাবে বলবে যাতে মনে হবে তার দোষ হচ্ছে অবাধ স্বাধীনতার অপব্যবহার, উত্তপ্ত মনের ক্ষণদীপ্ত এক আত্মপ্রকাশ, সংযমাতিরিক্ত রক্তের এক বন্য উদ্দামতা অর্থাৎ যে যে দোষে সাধারণতঃ দোষী করা হয় যুবকদের।

রেনাল্ডো। কিন্তু প্রভু—

পলো। তুমি কারণ জানতে চাইছ?

রেনাল্ডো। হ্যাঁ প্রভু, আমি তা জানতে চাই।

পলো। ঠিক আছে, এই হচ্ছে আমার কারণ। আর এটা আমার পরোয়ানাও বলতে পার। কাজ করতে গেলে কোন যন্ত্রে যেমন সামান্য মালিন্য লাগে তেমনি আমার পুত্রকে তুমি এইসব অভিযোগে অভিযুক্ত করলে এর বেশী মালিন্য লাগবে না তার চরিত্রে। যার সঙ্গে তুমি এ বিষয়ে আলাপ করবে সে তোমার সব অভিযোগ শোনার পর অবশেষে 'ভদ্র', অথবা 'মহাশয়' অথবা 'বন্ধু' এইভাবে আপন দেশীয় প্রথানুসারে সম্বোধন করে সে কথা শুরু করবে।

রেনাল্ডো। বুঝেছি প্রভু।

পলো। কি বলছিলাম যেন, আমি কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম। বলতে বলতে কোথায় থেমে গিয়েছিলাম?

রেনাল্ডো। বলছিলেন কি, এই তার উপসংহার, 'বন্ধু,' 'ভদ্রমহোদয়গণ'।

পলো। উপসংহারে সে সত্যিই বলবে, 'আমি ভদ্রলোককে চিনি, আমি গতকাল তাকে দেখেছিলাম।' অথবা 'অন্য কোন দিন, তাঁর সঙ্গে ওরা ছিল। তিনি পাশা খেলছিলেন অথবা মদ্যপানে প্রমত্ত অবস্থায় দেখেছি তাঁকে অথবা তিনি টেনিস খেলায় ব্যস্ত ছিলেন অথবা তাঁকে কোন বেশ্যালয় বা এই ধরনের কোন জায়গায় ঢুকতে দেখেছি। এইভাবে মিথ্যার জাল বিস্তার করে অজানার গভীর জলতল থেকে সত্যের মীনপংক্তিকে আয়ত্ত করবে। এইভাবে

পরোক্ষ সমর্থন ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ সত্যের সন্ধান করতে হবে। আমি যা যা বলেছি বা যেমন উপদেশ দিয়েছি সেইমত কাজ করলে আমার পুত্রের সব তথ্যই জানতে পারবে। আমার কথা বুঝতে পেরেছ ত ?

রেনাল্ডো। বুঝতে পেরেছি স্যার।

পলো। তাহলে বিদায়।

রেনাল্ডো। বিদায় স্যার।

পলো। তোমার মধ্যে তার ইচ্ছাকে বিচার করে দেখ।

রেনাল্ডো। তাই করব স্যার।

পলো। সে যেন সঙ্গীতচর্চা করে।

রেনাল্ডো। ঠিক আছে স্যার।

পলো। বিদায়। (রেনাল্ডোর প্রস্থান)

ওফেলিয়ার প্রবেশ

কেমন আছ ওফেলিয়া ? কি খবর তোমার ?

ওফেলিয়া। বড ভীত হয়ে পড়েছি পিতা।

পলো। কিসের ভয় ? ঈশ্বরের নামে সত্য কথা বল।

ওফেলিয়া। আমি যখন সেলাইএর কাজ করছিলাম, তখন হঠাৎ লর্ড হ্যামলেট এসে হাজির; কিন্তু তার মাথায় টুপী বা কোন আচ্ছাদন নেই। তার বুক খোলা, তার মলিন মোজায় কোন গার্টার নেই, তার উরুবন্ধনী জানু পর্যন্ত গ্রন্থিমুক্ত, তার জামা ও বহির্বাস সব মলিন। তার চোখের দৃষ্টি এমনই সকরুণ যে মনে হয় সে যেন এইমাত্র নরক থেকে উঠে এসেছে সেখানকার ভয়াবহ কোন দৃশ্যের বর্ণনার জন্য। এইভাবে সে এসেছিল আমার কাছে।

পলো। সে কি তোমার প্রেমে উন্মাদ ?

ওফেলিয়া। তা ত জানি না পিতা, তবে তাকে দেখে আমার ভয় হলো।

পলো। কি বলল সে ?

ওফে। সে প্রথমে আমার হাতের কব্জিটা এইভাবে শক্ত করে ধরল, তারপর তার বাহুর দূরত্বে চলে গেল এবং আর একটা হাত কপালে এইভাবে রেখে সে আমার মুখখানাকে এমনভাবে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল যাতে মনে হবে সে যেন ছবি আঁকবে। এইভাবে সে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল। তারপর আমার হাতটা ধরে নাড়া দিয়ে তার মাথাটা তিনবার সঞ্চালন করল এইভাবে। তারপর সে এমনভাবে একটা গভীর ও সকরুণ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল যাতে মনে

হলো তার সারা অস্তিত্ব দীর্ণ বিদীর্ণ করে মৃত্যু তার ঘনিয়ে এসেছে। এরপর সে আমায় ছেড়ে দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। কিন্তু সামনে না তাকিয়েই সে পথ চলছিল, কারণ দৃষ্টি তার সব সময় আমার উপর ছিল নিবদ্ধ।

পলো। এস আমার সঙ্গে। রাজার কাছে যাব। এ হচ্ছে প্রেমের আবেগ। এ আবেগ এমনই উপাদানে গঠিত যে তা এমনি করেই এক আত্মঘাতী প্রবণতায় ফেটে পড়ে এবং আমাদের ইচ্ছাকে এক অর্থহীন প্রমত্ততার পথে নিয়ে যায়। যে সব আবেগ পৃথিবীর সব মানুষের অন্তরকে যন্ত্রণায় পীড়িত করে এ আবেগ তাদের অন্যতম। আমার মনে হয় সম্প্রতি তুমি ওকে কোন শক্ত কথা বলেছ।

ওফে। না পিতা। শুধু আপনার কথামত ওর পত্র প্রত্যাখ্যান করেছি এবং ওকে আমার কাছে আসতে নিষেধ করেছি।

পলো। তাতেই ও পাগল হয়ে গেছে। আমার এখন দুঃখ হচ্ছে হ্যামলেটকে দেখে, তখন যদি আরো ভালভাবে বিচার করে দেখতাম। আমার তখন ভয় হয়েছিল সে প্রেমের ছলনা করে তোমার সর্বনাশ করছে। কিন্তু আমার এই ঈর্ষান্বিত সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। যৌবনে মানুষ যেমন কোন বিচার না করেই সবকিছু গ্রহণ করে, বার্ধক্যে আমরা তেমনি সব কিছুকে বেশী বিচার করতে গিয়ে আপন আত্মার সীমা ছাড়িয়ে যাই। বিচারবিমুখিতার মতই অতিবিচার-প্রবণতাও ভয়ঙ্কর। চল, রাজার কাছে যাই। একথা অবশ্যই জানাতে হবে। একথা গোপন রাখলে দুঃখ আরো বেড়ে যাবে। একথা প্রকাশ করলে প্রেমের ব্যাপারে যে ঘৃণা তুমি পাবে তার থেকে সে দুঃখ হবে অনেক বেশী।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। এলসিনোর। দুর্গপ্রাসাদ।

রাজা, রাণী, রোজেনক্রান্তস, গিল্ডেনস্টার্ন ও অনুচরবর্গের প্রবেশ

রাজা। স্বাগত রোজেনক্রান্তস ও গিল্ডেনস্টার্ন, দীর্ঘদিন ধরে তোমাদের দেখার ইচ্ছা হচ্ছিল, তার উপর একটা কাজে তোমাদের সাহায্যের প্রয়োজন হওয়ায় তাড়াতাড়ি লোক পাঠিয়েছিলাম তোমাদের কাছে। হ্যামলেটের চিত্তবিকারের কিছু খবর হয়ত শুনেছ। একথা এজন্য বললাম যে দেহ ও মনের দিক থেকে হ্যামলেট কখনই এমন ছিল না এর আগে। কিন্তু কী এর কারণ? তার পিতার মৃত্যু ছাড়া আর কি কারণে সে এমন হতে পারে তা আমি ভাবতেই পারছি না। শৈশব হতে তোমরা কাছাকাছি মানুষ হয়েছ, তার আচরণ ও

মনোভাব তোমাদের জানা আছে। আমাদের অনুরোধ, কিছুদিন আমাদের রাজপ্রাসাদে বিশ্রাম করো। তাকে তোমাদের সঙ্গ দান করে তাকে আমোদ প্রমোদের দিকে আকর্ষণ করবে। এইভাবে হয়ত তার এই চিন্তাবস্থার প্রকৃত কারণ তোমরা বুঝতে পারবে আর তাহলে আমরা সহজেই তার প্রতিকার করতে পারব।

রাণী। ভদ্র, তোমাদের কথা সে প্রায়ই বলে। আমি নিশ্চিত জানি পৃথিবীতে আর কোন দ্বিতীয় লোক নেই যাকে সে তোমাদের থেকে বেশী ভালবাসে। আমাদের প্রতি সৌজন্য ও শুভেচ্ছাবশতঃ যদি তোমরা আমাদের কাছে কিছুকাল অতিবাহিত করো তাহলে আমাদের আশা অনেকখানি চরিতার্থ হবে, তাহলে তোমাদের এই কাজের জন্য রাজার কাছ থেকে যোগ্য পুরস্কার ঠিকই পাবে।

রোজেন। আমরা আপনাদের রাজকীয় ক্ষমতার অধীনস্থ প্রজামাত্র। সুতরাং কোনরূপ অনুনয় বিনয় না করে আপনাদের এই ইচ্ছাকে আদেশে পরিণত করুন।

গিল্ডেন। যাই হোক, আমরা মেনে নিলাম আপনাদের আদেশ। আমরা আন্তরিকতার সঙ্গে মুক্তচিত্তে নিজেদের উৎসর্গ করছি আপনাদের সেবায়। শুধু আদেশের অপেক্ষা।

রাজা। ধন্যবাদ রোজেনক্রান্তস, ধন্যবাদ গিল্ডেনস্টার্ন।

রাণী। ধন্যবাদ তোমাদের। আমার অনুরোধ তোমরা এখনই আমার বিকৃত-মস্তিষ্ক পুত্রের সঙ্গে দেখা করো। তোমাদের মধ্যে কেউ এঁদের হ্যামলেটের কাছে নিয়ে যাও।

গিল্ডেন। ঈশ্বর করুন, আমাদের সেবা আর সাহচর্যে যেন হ্যামলেট উপকৃত হয়।

রাণী। হ্যাঁ, তাই যেন হয়। (রোজেনক্রান্তস, গিল্ডেনস্টার্ন ও কিছু অনুচরের প্রস্থান)

পলোনিয়াসের প্রবেশ

পলো। নরওয়ে থেকে রাষ্ট্রদূতরা সানন্দে প্রত্যাবর্তন করেছে।

রাজা। সর্বদাই দেখি আপনি সুসংবাদ দান করেন।

পলো। তাই কি প্রভু? তবে আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন, ঈশ্বরের প্রতি আমার আত্মা যেমন একনিষ্ঠ আপনার প্রতিও আমার কর্তব্যবোধ তেমনি অবিচল।

আমার মনে হয় আমি হ্যামলেটের উন্মত্ততার প্রকৃত কারণ জানতে পেরেছি—তা যদি না হয় তাহলে বুঝতে হবে আমার মস্তিষ্ক অতীতের মত নীতিনির্ধারণে আর নিশ্চিত বা কৃতবিদ্য নয়।

রাজা। বলুন বলুন সেকথা। সেকথা শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছি আমি।

পলো। আগে রাষ্ট্রদূতদের কথা শুনুন। আমার প্রদত্ত সংবাদ হবে সেই মহোৎসবের ফলাহার।

রাজা। তুমিই তাদের নিয়ে এস সম্মানের সঙ্গে। (পলোনিয়াসের প্রস্থান) ও বলছে গার্ট্রুড, ও নাকি তোমার পুত্রের মস্তিষ্কবিকৃতির প্রকৃত কারণ জানতে পেরেছে।

রাণী। আমার মতে এর মূল কারণ হলো তার পিতার মৃত্যু আর আমাদের এই অতি দ্রুত বিবাহ।

রাজা। ঠিক আছে, তাকে সে বিকার থেকে মুক্ত করি।

ভল্‌তেমাণ্ড ও কর্নেলিয়াসসহ পলোনিয়াসের প্রবেশ

স্বাগত বন্ধুগণ, বল ভল্‌তেমাণ্ড, নরওয়ের খবর কি?

ভল্‌তেমাণ্ড। প্রথমে আমাদের শুভেচ্ছা আর অভিবাদনের উপযুক্ত প্রতিদান করলেন তারপর আমরা আমাদের কথাটা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে যুদ্ধাভিযানে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য আদেশ পাঠালেন। তিনি ভেবেছিলেন এ অভিযান পোলদের বিরুদ্ধে। কিন্তু ভালভাবে খোঁজ নিয়ে জানলেন এ অভিযান আপনার বিরুদ্ধে। এইভাবে তিনি তাঁর বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা ও অক্ষমতার জন্য প্রতারিত হয়েছেন ভেবে দুঃখিতচিত্তে নিষেধাজ্ঞা প্রেরণ করলেন ফোর্টিনব্রাসের প্রতি। আর ফোর্টিনব্রাসও সে আদেশ পালন করলেন। বৃদ্ধ নরওয়ে তাঁকে ভৎসনা করলেন এবং পরিশেষে ফোর্টিনব্রাসও তাঁর পিতৃব্যের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করলেন তিনি কখনো অস্ত্রধারণ করবেন না আপনার বিরুদ্ধে। বৃদ্ধ নরওয়ে-অধিপতি তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে ফোর্টিন-ব্রাসকে ষাট হাজার স্বর্ণমুদ্রার ভূমিবৃত্তি দান করলেন এবং তাঁর উপর পোলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার ভার দিলেন। সেই সঙ্গে পত্র মারফৎ এক অনুরোধ পাঠিয়েছেন। (পত্র দান) এ পত্রে তিনি আপনাকে অনুরোধ করেছেন আপনি যেন আপনার রাজ্যের ভিতর দিয়ে তাঁদের সৈন্য চালনা করার অনুমতি দেন। তারা শান্তিপূর্ণভাবে চলে যাবে, আমাদের নিরাপত্তা তাতে কোনরকমে বিঘ্নিত হবে না।

রাজা। আমরা এতে সম্মত। সময়মত এ পত্র পাঠ করে তার উত্তর দেব এবং এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা নেব। আপাততঃ তোমাদের সার্থক পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখন তোমরা বিশ্রাম করগে। রাত্রিতে ভোজসভায় আবার আমরা একত্রে মিলিত হব। স্বাগত জানাই তোমাদের প্রত্যাগমনে।

(রাষ্ট্রদূতদ্বয় ও অনুচরবর্গের প্রস্থান)

পলো। যাক এ ব্যাপারের সুন্দর এক পরিসমাপ্তি ঘটল মহারাজ। মহারাণী, রাজার উচিত কর্তব্য কি, দিন কেন দিন, রাত্রি কেন রাত্রি এসব তর্কে শুধু বৃথা কালক্ষয়। সুতরাং যেহেতু সংক্ষিপ্ততাই জ্ঞানবুদ্ধির প্রাণ এবং ক্লান্তিকর বিলম্ব হচ্ছে সে জ্ঞানের বহিরঙ্গের প্রকরণ বা অলঙ্কার মাত্র, সেইহেতু আমি আমার বক্তব্য সংক্ষেপে সারব। আপনার মহান পুত্র উন্মাদ হয়ে গেছে। আমি তাঁকে পাগলই বলছি, কারণ পাগলের সংজ্ঞা নির্ণয় করে দেখলে তাঁকে পাগল ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। যাক সে কথা।

রাণী। আড়ম্বর ত্যাগ করে আসল কথায় আসুন।

পলো। মহারাণী, আমার কথায় কোন আড়ম্বর নেই। তিনি উন্মাদ একথা সত্য। একথা দুঃখের হলেও একথা সত্য। কী নির্বোধ! কিন্তু না, আমি কোন অলঙ্কারের আশ্রয় নেব না। এখন ধরে নিন তিনি পাগল এবং এখন তাহলে এই ঘটনার কারণ নির্ণয় করতে হবে আমাদের অথবা বলতে পারেন এই দুর্ঘটনার কারণ। বর্তমানে এই হচ্ছে অবস্থা, এখন বিবেচনা করুন কি করবেন। আমার একটি কন্যা আছে—হ্যাঁ যতদিন সে আমার কাছে আছে ততদিন সে আমারই এবং সে তার আনুগত্য ও কর্তব্যপরায়ণতার বশবর্তী হয়ে আমাকে এই প্রেমপত্রটি দান করেছে। (পড়তে লাগল) 'আমার আত্মার আনন্দপ্রতিমা সৌন্দর্যবিভূষিতা ওফেলিয়াকে।' কিন্তু সৌন্দর্যবিভূষিতা বিশেষণটা ঠিক হলো না। কিন্তু শুনুন সব কথা। (পড়তে লাগল) 'তোমার সুন্দর শুভ্র বক্ষ পরে' ইত্যাদি।

রাণী। এ চিঠি হ্যামলেট লিখেছে ওফেলিয়াকে?

পলো। একটু থামুন রাণী, আমি সব বলব। (পড়তে লাগল)

'সংশয় করো তারকা অগ্নিহীন
সংশয় করো সূর্য বুঝি বা স্থির
সব সত্য মিথ্যায় হয় লীন
জেনো মোর প্রেম চিরদিন রবে ধীর।

ও আমার প্রিয়তমা ওফেলিয়া, আমার এইসব অন্তরের আকৃতিকে ঠিকমত ছন্দোবদ্ধ করার কলাকৌশল আমার জানা নেই। তবে বিশ্বাস করো আমি তোমাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসি। বিদায়। আমি চিরদিনের তোমারই প্রিয়তমা। যতদিন আমার দেহযন্ত্র আমার থাকবে ততদিন আমি তোমারই থাকব। হ্যামলেট।' আমার কন্যা আমার প্রতি তার আনুগত্যবশতঃ শুধু এই পত্রটি আমায় দান করেনি। হ্যামলেটের প্রেম নিবেদনের স্থান কাল ও উপাদানের কথা সব বলেছে আমায়।

রাজা। কিন্তু কিভাবে তোমার কন্যা তার প্রেম লাভ করল?

পলো। আমাকে কি ধরনের মানুষ হিসাবে বিচার করেন?

রাজা। একজন বিশ্বস্ত ও সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে।

পলো। আমি প্রমাণ করতে রাজী আছি। আমার কন্যা আমাকে কিছু বলার আগেই আমার বোধগম্য হয়েছিল এ প্রেমের কথা। কিন্তু আমি এই প্রেমের পাখিকে তার তপ্ত পক্ষবিধূননে উড্ডীন দেখেও যদি চুপ করে থাকতাম তাহলে হে মাননীয় মহারাজ ও মহারাণী, কি বলতেন আমায়? যদি আমি নির্বাক অলস দৃষ্টিতে এই প্রেমলীলা দেখেও নিষ্প্রাণ লিপিকাধারের মত মূক হয়ে থাকতাম তাহলে কী ভাবতেন আপনারা? না, চুপ করে না থেকে কার্যে প্রবৃত্ত হলাম আমি। আমার কন্যাকে আমি বলে দিলাম, লর্ড হ্যামলেট একজন যুবরাজ, তোমার ভাগ্যের নাগালের সীমার বাইরে; সুতরাং এসব অনুচিত। তারপর আমি এক নিষেধাজ্ঞা জারি করলাম, সে যেন হ্যামলেটের কাছে আর বার না হয়। তার কোন দূত বা উপহার যেন গ্রহণ না করে। আমার উপদেশ সে পালন করে এবং হ্যামলেটের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় এর ফলে তিনি বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন, ক্রমে সে বিষাদ থেকে উপবাস, রাত্রি জাগরণ, দুর্বলতা, ও চিন্তার লঘুতা এবং অবশেষে উন্মত্ততায় চূড়ান্ত পতন। এবং এই হচ্ছে আমাদের সকলের দুঃখের কারণ।

রাজা। তুমি কি এটা উন্মত্ততাই মনে করো?

রাণী। হতে পারে, এটা খুবই সম্ভব।

পলো। আমি জানতে চাই অতীতে কখনো কি আমার কোন কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে?

রাজা। তা আমার জানা নেই।

পলো। জেনে রাখুন, আমার কথা যদি মিথ্যা হয় তাহলে সত্য যেখানেই লুক্কায়িত থাক না, যে কোন গোপনতম কেন্দ্র থেকেও তাকে বার করে আনব।

রাজা। কিকরে আমরা তার প্রমাণ পাব ?

পলো। আপনারা জানেন মাঝে মাঝে উনি অনেকক্ষণ ধরে পদচারণা করেন এই পথপ্রকোষ্ঠে।

রাণী। হ্যাঁ ও তাই করে।

পলো। সেই সময় আমি আমার কন্যাকে তার কাছে পাঠিয়ে দেব। আপনি আর আমি তখন এক পর্দার অন্তরালবর্তী হয়ে তাদের সাক্ষাৎকার অবলোকন করব। যদি তিনি ওকে ভাল না বাসেন এবং আবেগের বশবর্তী হয়ে যুক্তি হারিয়ে না ফেলেন তাহলে আমায় রাজসহকারীর পদ হতে নামিয়ে দিয়ে কৃষিকর্মে সামান্য শকটচালকের কার্যে নিয়োগ করবেন।

রাজা। পরীক্ষা করে আমরা দেখব।

গ্রন্থ পাঠরত অবস্থায় হ্যামলেটের প্রবেশ

রাণী। দেখ দেখ, বেচারা কী বিষণ্ণ অবস্থায় পাঠ করতে করতে আসছে।

পলো। আপনারা চলে যান। আমার অনুরোধ, আপনারা দুজনেই চলে যান। আমাকে ওঁর কাছে একা থাকতে দিন। (রাজা ও রাণীর প্রস্থান) কেমন আছেন লর্ড হ্যামলেট ?

হ্যাম। ভাল, ঈশ্বর করুণাময়।

পলো। আমাকে চিনতে পারছেন ত স্যার ?

হ্যাম। ভালই চিনতে পারছি, তুমি একজন জেলে।

পলো। আমি তা ত নই স্যার।

হ্যাম। তাহলে যদি সৎ হতে।

পলো। সৎ !

হ্যাম। হ্যাঁ স্যার। দুনিয়ার যেমন রীতি হয়েছে তাতে প্রতি দশ হাজার লোকের মধ্যে সৎ লোক পাওয়া যাবে মাত্র একটা।

পলো। একথা সত্য স্যার।

হ্যাম। মৃত কুকুরের শতচুম্বন করে সূর্য যদি ক্রিমির জন্ম দেয়—তোমার এক কন্যা আছে না ?

পলো। হ্যাঁ আছে স্যার।

হ্যাম। তাকে রোদে বেড়াতে দিও না। গর্ভাধান আশীর্বাদ। কিন্তু তোমার কন্যাও গর্ভাধান করতে পারে। সুতরাং সাবধান থেকো।

পলো। কি বলতে চান আপনি? (স্বগত) এখনো আমার মেয়ের নাম করছে। তবু প্রথমে সে আমায় চিনতে পারেনি। বলল, আমি এক জেলে। তার উন্মত্ততা অনেক বেড়ে গেছে। আমার যৌবনকালেও আমি প্রেমের ব্যাপারে এমনি কষ্ট ভোগ করি। আমি আবার কথা বলব ওর সঙ্গে। কি পড়ছেন স্যার?

হ্যাম। কতকগুলো শব্দ, শুধু শব্দ, শুধু কথা।

পলো। কি বিষয় স্যার?

হ্যাম। কাজের মধ্যে?

পলো। আমি বলছি কি কি বিষয়ে পড়ছেন। আপনার পাঠের বিষয়বস্তু কি?

হ্যাম। শুধু নিন্দা আর অপবাদ। বিদ্রূপবাক্ দুর্জন বলে বৃদ্ধদের শ্মশ্রু ধূসর, তাদের মুখমণ্ডল বলিরেখাঙ্কিত, চক্ষুতারকা বদরীবৃক্ষের রসসারের মতই ঘন। তাদের বুদ্ধির অভাব প্রচুর আর জানুগুলো খুবই দুর্বল। যদিও এসব কথায় আমি বিশ্বাস করি তথাপি এসব কথা লিপিবদ্ধ করা সততার কাজ হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। যদি কূর্মের মত পশ্চাদ্গমন করতে পারেন তবে আপনিও আমার মত একদিন বৃদ্ধ হবেন।

পলো। (স্বগত) উন্মাদ হলেও কথার মধ্যে সঙ্গতি রয়েছে।—স্যার। আপনি কি মুক্ত বায়ুর বাইরে যাবেন?

হ্যাম। আমার সমাধির মাঝে?

পলো। মুক্ত বায়ুর বাইরে যেতে হলে ত সমাধির মধ্যেই যেতে হবে। (স্বগত) তার প্রত্যুত্তর কেমন অর্থবহ। অনেক সময় উন্মাদরা সহজে যে সব সত্য কথা বলে সেকথা অনেক বিচক্ষণ জ্ঞানী লোকও বলতে পারে না। আমি একবার এখান থেকে হঠাৎ সরে গিয়ে আমার কন্যার সঙ্গে ওঁর সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করব—স্যার, আমাকে একবার যাবার অনুমতি দিন।

হ্যাম। না। আমার তুমি সব নিতে পার। আমিও স্বেচ্ছায় তোমায় সব দিতে পারি। কিন্তু জীবন দিতে পারি না।

রোজেনক্রান্তস্ ও গিল্ডেনস্টার্নের প্রবেশ

পলো। বিদায় স্যার।

হ্যাম। বিরক্তিকর এইসব বৃদ্ধ নির্বোধদের সাহচর্য।

পলো। আপনারা মাননীয় হ্যামলেটকে চান; ওইযে ওখানে উনি।

রোজেন। ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন স্যার। (পলোনিয়াসের প্রস্থান)

গিল্ডেন। আমার সম্মানিত প্রভু।

রোজেন। আমার প্রিয় প্রভু।

হ্যাম। আমার প্রিয় বন্ধুদ্বয়। কেমন আছ তোমরা গিল্ডেনস্টার্ন ও রোজেন-ক্রান্তস্?

রোজেন। পৃথিবীর অনাথ অসহায় সন্তানদের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি।

গিল্ডেন। আমরা অতি সুখী নই এই অর্থে কিছুটা সুখী; তবে ভাগ্যদেবীর মুকুটের মণি হতে পারিনি।

হ্যাম। তেমনি আবার তার জুতোর শুকতলাও হওনি।

রোজেন। না, এর কোনটাই হইনি।

হ্যাম। তাহলে তোমার তাঁর দেহের মধ্যভাগে থেকে তার প্রসন্নতার অর্ধাংশ ভোগ করে যাচ্ছ।

গিল্ডেন। বিশ্বাস করুন, আমরা তাঁর সামান্য সেবকমাত্র।

হ্যাম। সেকি, নিয়তির গোপন অংশে তোমাদের সেবা। তা বটে, নিছক গণিকা সেই নারীর কি খবর বল।

রোজেন। অন্য কোন খবর নেই প্রভু। খবর শুধু এই যে পৃথিবী সততাপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

হ্যাম। তবে কি পৃথিবীর প্রলয়কাল আসন্ন? তোমাদের খবর ঠিক না। আমাকে কিছু প্রশ্ন করতে দাও। তোমরা ভাগ্যের কাছে কী এমন অপরাধ করেছ যে সে তোমাদের এই কারাগারে পাঠিয়ে দিয়েছে?

গিল্ডেন। কারাগার প্রভু?

হ্যাম। সারা ডেনমার্ক একটা কারাগার।

রোজেন। তবে ত সারা পৃথিবীটাও তাই।

হ্যাম। হ্যাঁ বেশ সুন্দর এক কারাগার। তার মধ্যে কত অবরোধকক্ষ, কত অন্ধকূপ আর ডেনমার্ক হচ্ছে তার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ।

রোজেন। আমাদের ত তা মনে হয় না স্যার।

হ্যাম। তাহলে তোমাদের কাছে তা নয়। আসলে পৃথিবীতে সত্য বা মিথ্যা বলে কিছু নেই; যে যা ভাবে তাই মনে হয় তার কাছে। আমার কাছে সারা পৃথিবীটা কারাগার বলে মনে হয়।

রোজেন। তবে নিশ্চয় আপনার উচ্চাভিলাষের জন্যই এমন মনে হচ্ছে, আপনার মনের কাছে এ পৃথিবীটা খুব সঙ্কীর্ণ ও ছোট বলে মনে হচ্ছে।

হ্যাম। হে ভগবান, দুঃস্বপ্নে এমন করে পীড়িত না হলে সামান্য বীজের গর্ভে আবদ্ধ থেকে নিজেকে অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সম্রাট বলে মনে করতে পারতাম।

গিল্ডেন। সে দুঃস্বপ্ন নিশ্চয় উচ্চাভিলাষে ভরা, কারণ স্বপ্নের ছায়াই উচ্চা-ভিলাষের একমাত্র উপাদান।

হ্যাম। আসলে সব স্বপ্নই ত ছায়ামাত্র।

রোজেন। সত্যিই তাই। আমি সে উচ্চাভিলাষকে এমন এক হালকা বস্তু বলে মনে করি যে তাকে আমার ছায়ার ছায়া বলে মনে হয়।

হ্যাম। তাহলে ভিক্ষুকরা হচ্ছে দেহ আর সম্রাট ও গর্বোদ্ধত বীরেরা তাদের ছায়া। আমরা কি এবার রাজদরবারে যেতে পারি? কারণ আমার মনে হচ্ছে, আমি আর তর্ক করতে পারছি না।

উভয়ে। আমরা আপনার অপেক্ষায় আছি।

হ্যাম। না, এখন ওসব নয়। আমি তোমাদের আমার ভৃত্যদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারব না। আমি আমার ভৃত্যদের সেবার জ্বালায় অস্থির। এখন পরিচিত বন্ধুত্বের পথ ধরে প্রশ্ন করছি কি হেতু তোমাদের এলসিনোরে আগমন ?

রোজেন। আপনার সাক্ষাৎলাভ ছাড়া অন্য কোন কারণ নেই প্রভু।

হ্যাম। আমি নিজেই যেহেতু ভিখারী, ধন্যবাদ দেবারও ক্ষমতা নেই আমার। তথাপি আমি তোমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে জানবে আমার ধন্যবাদেরও দাম আছে। আচ্ছা, তোমাদের কি এখানে পাঠানো হয়েছে? তোমরা কি স্বেচ্ছায় এসেছ? এস এস, সত্য কথা বল।

গিল্ডেন। কী আমরা বলব প্রভু?

হ্যাম। যা খুশি বলতে পার। তবে আমার কথার [illegible] দেবে। তোমাদের এখানে ডেকে আনা হয়েছে। তোমাদের দৃষ্টির মধ্যে রয়েছে এ কথার স্বীকারোক্তি, তোমাদের শিষ্টাচারের চাতুর্য কোন বর্ণ লেপনের দ্বারা সে স্বীকারোক্তিকে ঢেকে দিতে পারেনি। আমি জানি সদাশয় রাজা ও রাণী তোমাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

রোজেন। কি উদ্দেশ্যে প্রভু?

হ্যাম। তোমরা আমায় শেখাবে এই উদ্দেশ্যে। তবে আমাদের বন্ধুত্বের

অধিকারে, যৌবনের সমধর্মিতায়, আমাদের ভালবাসার বাধ্যবাধকতায় সুচারু প্রস্তাবকের মত আবেদন করছি আমার প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দাও তোমরা। বল, তোমাদের ডেকে পাঠানো হয়েছিল কি না।

রোজেন। (গিল্ডেনস্টার্নকে চুপি চুপি) তুমি কি বল ?

হ্যাম। (স্বগত) তাহলে ওদের উপর নজর রাখতে হবে আমায়।—যদি তোমরা আমায় ভালবাস তাহলে গোপন করো না কোন কথা।

গিল্ডেন। হ্যাঁ প্রভু, আমাদের ডেকে পাঠানো হয়েছিল।

হ্যাম। কিজন্য ডেকে পাঠানো হয়েছিল আমি তা তোমাদের বলব। তাতে তোমাদের কোন দোষ হবে না। রাজা রাণীর কাছে তোমাদের গোপন প্রতিশ্রুতি ক্ষুণ্ণ হবে না কিছুমাত্র। সম্প্রতি কেন জানি না, জীবনের সব আনন্দ যেন হারিয়ে ফেলেছি, খেলাধূলা সব পরিত্যাগ করেছি। আমার মনটা বিষাদে এমনই ভারী হয়ে উঠেছে যে গঠনসৌকর্যে অপূর্ব সুন্দর এই পৃথিবীকে জন্মবীজবিবর্জিত এক বন্ধ্যা মহাপ্রলয়ভূমি বলে মনে হচ্ছে। ওই সুন্দর বায়ুমণ্ডলপরিবৃত অনন্তপ্রসারিত উদার আকাশ, স্বর্ণাগ্নিখচিত ওই আলোর চন্দ্রাতপ আমার কাছে মহামারীর বীজাণুসম্বলিত এক দূষিত বাষ্প-চাপ বলে মনে হচ্ছে। কত সুন্দর সৃষ্টি এই মানুষ। যুক্তিতে কত মহান, শক্তিতে কত সীমাহীন! আকার প্রকার ও প্রচলনে কত যথার্থ ও বিস্ময়কর! কর্মপ্রচেষ্টায় কেমন দেবদূতের মত! উপলব্ধি ও ধ্যান ধারণায় সে কত দেবোপম! সারা জগতের সৌন্দর্যসার, সমস্ত জীবজন্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তবু আমার অনুভবে সেই মানুষ হচ্ছে ধূলিকণামাত্র সার। নর নারীতে কোন আনন্দ পাই না আমি যেমন পাচ্ছি না তোমার মুখের ওই মৃদু হাসিতে।

রোজেন। এ ধরনের কোন কথা আমি মনে ভাবিনি প্রভু।

হ্যাম। তবে যখন আমি বলছিলাম মানুষে কোন আনন্দ পাই না তখন হাসছিলে কেন ?

রোজেন। তখন শুধু আমি এই কথাই ভাবছিলাম যে যদি আপনি মানুষের সাহচর্যে কোন আনন্দ না পান তাহলে যে অভিনেতৃদল এখানে আসছে আপনার সমীপে তারা কোন আনন্দই দান করতে পারবে না আপনাকে। পথে অভিনেতৃদলের সঙ্গে আমাদের দেখা হতে তাদের আসতে বলি। তারা এখনি আপনার জন্যই এখানে আসবে।

হ্যাম। যিনি রাজার ভূমিকায় অভিনয় করবেন তাঁকে আমি স্বাগত জানাব।

সেই অভিনীত রাজার মহিমাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য দান করব আমি। দুঃসাহসী যোদ্ধা তার শিক্ষিত তরবারি আর লক্ষ্যের সমুচিত ব্যবহারে প্রীত করবে বীরদের। বৃথা যাবে না আশাহত প্রেমিকের দীর্ঘশ্বাস। রসিকজনের অভিনয়ে শান্তি লাভ করবে অনেক দর্শক। কৌতুককাতর অনেক ব্যক্তি হাসিতে মুখর হয়ে উঠবে বিদূষকের অভিনয়ে। নায়িকার অভিনয়ে অনেক নারীমনের কথা ব্যক্ত হবে অথবা অবাধ অমিত্রাক্ষর ছন্দের গতি রুদ্ধ হবে। কোন সম্প্রদায়ের অভিনেতা এরা ?

রোজেন। যাদের অভিনয় দেখে আপনি আনন্দ পেতেন, নগরের সেই বিয়োগান্তক নাটকের অভিনেতৃসম্প্রদায়।

হ্যাম। তাদের স্থায়ী পেক্ষাগৃহের খ্যাতি ও অর্থপ্রাপ্তি ত দুইই সমান, তবে কেন তারা ঘুরে বেড়ায় ভ্রাম্যমাণ দলের মত ?

রোজেন। আমার মনে হয় সম্প্রতিককালের অভিনয়ে যে নবধারার ঢেউ এসেছে তা একান্তভাবে অন্তরায় হয়ে উঠেছে ওদের পক্ষে।

হ্যাম। আচ্ছা, আমি শহরে থাকাকালে ওদের যে খ্যাতি ছিল সেই খ্যাতিই আজও আছে ত ? আজও কি তা তেমনি অনুসৃত হয় ?

রোজেন। না, তা আর হয় না।

হ্যাম। কেন এমন হলো ? তারা একেবারে পুরনো হয়ে গেল ?

রোজেন। না, ওদের প্রচেষ্টা ঠিকমতই অগ্রসর হচ্ছে। নবোদ্গমপক্ষ শ্যেন শাবকের মত একদল বালক-অভিনেতা অভিনয়ের নামে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে আর তাই করেই প্রচণ্ড করতালি পায়। অভিনয়ের জগতে এটাই এখন রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরা সাধারণ মঞ্চকে এমন গালাগালি দেয় যে অনেক অস্ত্রধারী বীরও তাদের হংসপক্ষনির্মিত লেখনীর ভয়ে সাধারণ মঞ্চে আসতে ভয় পায়।

হ্যাম। কী, তারা কি বয়সে সত্যিই নবীন ? কারা তাদের পোষণ করে ? কিভাবে তারা বেতন পায় ? যতদিন তাদের গান করার ক্ষমতা থাকবে ততদিনই কি তাদের অভিনয়যোগ্যতা থাকবে ? যদি তারা সাধারণ অভিনেতার মত যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তাহলে কি তারা শেষ জীবন পর্যন্ত অভিনয় করতে পারবে না ? তাদের যোগ্যতা যাই হোক না কেন, তাদের ভবিষ্যৎ বৃত্তির বিরুদ্ধে সমালোচকদের এই আক্রমণ কি অন্যায় ও নিন্দনীয় নয় ?

রোজেন। বিশ্বাস করুন, উভয় পক্ষেই এ বিষয়ে বলার মত অনেক কথা আছে। তাদের এবিষয়ে বিতর্কে প্রবৃত্ত করাটাকে দেশবাসীও কোন অপরাধ বলে গণ্য করে না। এক সময় ত অর্থ ঘোষণা করা হত এই বিতর্কে। নাটকের বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে তর্কযুদ্ধে কবি ও অভিনেতারা ঘোরতর তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন।

হ্যাম। এও কি সম্ভব ?

গিল্ডেন। এই সব তর্কবিতর্কে অনেক মানসিক শ্রমের বৃথা অপচয় ঘটত।

হ্যাম। বালক অভিনেতারা কি জয়লাভ করেছে ?

রোজেন। হ্যাঁ তারাই প্রভু। তাদের জয়লাভের প্রতীক হিসাবে ধরিত্রীধারী হারকিউলিসের মূর্তিটিও তারাই লাভ করেছে।

হ্যাম। এটা এমন কিছু বিচিত্র নয়। এখন আমার কাকা ডেনমার্কের রাজা। কিন্তু ডেনমার্কের যেসব লোক আমার পিতার জীবদ্দশায় তাঁকে দেখে বিদ্রূপ করত আজ তারাই তাঁর একটি ক্ষুদ্র প্রতিকৃতির জন্য বিশ থেকে একশত মুদ্রা খরচ করতেও প্রস্তুত। কোন বস্তু বা ঘটনার মূল্যায়ন অবমূল্যায়ন সম্পর্কে মানবমনের এই গতিপরিবর্তনের পশ্চাতে নিশ্চয় কোন এক অস্বাভাবিক কারণ আছে, একমাত্র দার্শনিকরাই সে কারণ খুঁজে বার করতে পারেন।

(তূর্যধ্বনি)

গিল্ডেন। অভিনেতৃবৃন্দ এসে গেছেন।

হ্যাম। ভদ্রমহোদয়গণ, এলসিনোরে আপনাদের স্বাগত জানাই। আসুন করমর্দন করি। প্রথাগত এই অভ্যর্থনার অনুষ্ঠান অন্তরের অভ্যর্থনার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আমিও আপনাদের এই প্রথাগত অভ্যর্থনাতেই তুষ্ট করি। তা না হলে আপনাদের প্রতি আমার এই অভ্যর্থনা আন্তরিকতার আতিশয্যদোষে দুষ্ট বলে মনে হবে। আমি আপনাদের আবার স্বাগত জানাই। কিন্তু আমার খুল্লতাত-পিতা আর খুল্লমাতা-জননী প্রতারিত।

গিল্ডেন। কিসে প্রতারিত প্রভু ?

হ্যাম। আমি উন্মাদ নই। আমার বায়ু যখন উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে বয় তখনই আমি কিছুটা উন্মাদ হই, কিন্তু বায়ু যখন দক্ষিণে বয় তখন আমি বেশ বুঝতে পারি কোনটা শ্যেন আর কোনটা ফক্কা।

পলোনিয়াসের প্রবেশ

পলো। মঙ্গল হোক, ভদ্রমহোদয়গণ।

হ্যাম। শোন গিল্ডেনস্টার্ন, শুনুন ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা প্রত্যেকে শুনুন ভাল করে—যে বৃহৎ শিশুটিকে আপনাদের সামনে দেখছেন সে আজও জন্মবস্ত্রের আবরণ হতে মুক্ত হতে পারেনি।

রোজেন। সম্ভবতঃ উনি শৈশবে দ্বিতীয়বার পদার্পণ করেছেন। লোকে বলে বৃদ্ধমাত্রই দ্বিতীয়বার শিশু হয়ে ওঠে।

হ্যাম। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি, ও অভিনেতাদের সম্পর্কে আমায় কিছু বলতে আসছে। আপনারা ঠিকই বলেছেন স্যার—সোমবার সকালে। ঐ সময়ই নির্দিষ্ট রইল।

পলো। মাননীয় স্যার, আপনার জন্য সংবাদ আছে।

হ্যাম। মাননীয় স্যার, আপনার জন্য সংবাদ আছে। রোসিয়াস কখন রোমে অভিনয় করতেন—

পলো। অভিনেতারা এসে গেছেন প্রভু।

হ্যাম। বাজে কথা।

পলো। আমার সম্মানের শপথ—

হ্যাম। তাহলে প্রতিটি অভিনেতা আপন আপন গাধায় চড়ে এসেছেন।

পলো। সারা পৃথিবীর মধ্যে এই নাট্য সম্প্রদায় শ্রেষ্ঠ প্রভু। বিয়োগান্তক অথবা মিলনান্তক, ঐতিহাসিক, অথবা গ্রাম্যভিত্তিক, গ্রাম্যকৌতুকী বা গ্রাম্য ঐতিহাসিক, কৌতুকী-শোকান্ত বা একাত্মক দৃশ্যনাট্য বা নাট্যকাব্য—যে কোন ধরনের নাটকের অভিনয়ে ওঁরা পারদর্শী। গুরুত্বপূর্ণ বিয়োগান্তক অভিনয়ে এঁরা সেনেকাকেও হার মানায় আর লঘু কৌতুকাভিনয়ে এঁরা হার মানায় প্লুটাসকে। বিধিমত রচনা ও স্বাধীন স্বচ্ছন্দ অভিনয়ে এঁরা অনন্য।

হ্যাম। হে ইসরাইলের বিচারপতি জোপথা, কী এক মহামূল্যবান রত্নই না তোমার ছিল!

পলো। কি রত্ন ছিল প্রভু?

হ্যাম। কেন— সুন্দরী কন্যা এক আর কেহ নয়
তার প্রতি স্নেহ তার ছিল অতিশয়।

পলো। (স্বগত) এখনো আমার মেয়ের কথা ভুলতে পারেনি।

হ্যাম। আমি ঠিক বলছি না হে বৃদ্ধ জোপথা?

পলো। আমাকে যদি জোপথা বলেন তাহলে বলব আমারও এক কন্যা আছে যাকে আমি অতিশয় স্নেহ করি।

হ্যাম। না, তা নয়।

পলো। তাহলে কি প্রভু?

হ্যাম। কেন—

'বিধাতার জানা ছিল ললাট লিখন' এর পরের পংক্তিটাও তোমার জানা আছে, 'যেমন উচিত ছিল তেমনি ঘটিল।' সুনির্বাচিত প্রথম পংক্তিটিই তোমার সম্বন্ধে বেশী প্রযোজ্য। ঐ দেখ, যাদের কথা সংক্ষেপে বলতে যাচ্ছিলাম তারা এসে গেছে।

অভিনেতাদের প্রবেশ

স্বাগত ভদ্রমহোদয়গণ, স্বাগত সকলে। আপনাদের সুস্থ দেখে আনন্দিত আমি। স্বাগত বন্ধুগণ, আপনাদের এর আগে যখন দেখেছিলাম তার পর থেকে মুখে অনেক দাড়ি গজিয়ে গেছে। আপনারা কি এই দাড়ি দিয়ে আমায় ডেনমার্কে ভয় দেখাতে এসেছেন? হে আমার তরুণী নায়িকা, তোমাকে প্রথম দেখার পর তুমি লম্বায় এত বড় হয়ে গেছ যে স্বর্গকে ছুঁই-ছুঁই করছে তোমার মাথা। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, তোমার কণ্ঠস্বর যেন অপ্রচলিত স্বর্ণমুদ্রার মত স্বরবৃত্তে ভগ্ন না হয়।—ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের সকলকে স্বাগত। শিকারনির্বিশেষ ফরাসী শ্যেনপালের মত আমরা প্রত্যক্ষগোচর কোন বিশেষ বস্তুকে লক্ষ্য করে এই নাট্যকর্মের অনুষ্ঠান করব। আসুন, আবেগগর্ভ এক অনুচ্ছেদ আবৃত্তি করে আপনাদের যোগ্যতার পরিচয় দিন।

১ম অভিনেতা। কী ধরনের অনুচ্ছেদ প্রভু?

হ্যাম। একবার আপনার মুখ থেকে এক নাট্যাংশের আবৃত্তি শুনেছিলাম, কিন্তু তা অভিনীত হয়নি। আর যদিও তা অভিনীত হয়ে থাকে তাহলেও একবারের বেশী হয়নি। সেই নাট্যাংশের বিষয়বস্তু হলো সাধারণ এক বীরত্বগাথা। লবণাক্ত মৎসডিম্বসম্বলিত অন্নব্যঞ্জনের মত সে নাটক বহু লোকের মনোরঞ্জনে অসমর্থ ও সাধারণভাবে অনাদৃত হলেও আমার বিবেচনায় ও আমার থেকে শ্রেষ্ঠ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের বিচারে সে নাটক ছিল অপূর্ব। একজন বিদগ্ধ দর্শককে বলতে শুনেছি দৃশ্যসংস্থানে সুন্দর সে নাটক ছিল বাহুল্যবর্জিত, লিপিচাতুর্যে নিপুণ, তার মধ্যে কামগন্ধী উপকরণবর্জিত সে নাটকে এমন কিছু নেই যাতে নাট্যকারকে কৃত্রিমতাদোষে দোষী করা যেতে পারে। বড় সৎ, নীতি ও শ্লীলতাপূর্ণ সে নাটকে। তার একটা অংশ বিশেষ করে ভাল লাগে আমার। সেটা হচ্ছে দিদোর কাছে বলা ঈনিসের কাহিনী।

বিশেষ করে সে যেখানে প্রিয়াম বধের কথা ব্যক্ত করছে। যদি সেটা আপনার স্মরণ থাকে, তাহলে আরম্ভ করুন। দেখি আমারও হয়ত মনে আছে :

'হিরকানিয়ার পশুর ন্যায় বর্বর সেই পাইরাস,' না ত; এর প্রথমেই আছে পাইরাস। 'বর্বর ও নিষ্ঠুর সেই পাইরাস যখন সেই অশুভ লক্ষণাক্রান্ত অশ্বপৃষ্ঠে কৃষ্ণবর্ণ রাত্রিসদৃশ কৃষ্ণকুটিল উদ্দেশ্যজাল বিস্তার করে শিকারসন্ধানী পশুর ন্যায় প্রতীক্ষায় রত ছিল, তার কৃষ্ণবর্ণ গাত্রের উপর কৃষ্ণবর্ণ বর্ম সংযোজিত হওয়ায় সব মিলে আরো ভয়াবহ করে তুলেছিল তাকে। আপাদমস্তক তার সর্বাঙ্গে রক্তের অনুলেপন। কত পিতা, কত ভ্রাতা, কত পুত্র ও কত কন্যার দেহ হতে উৎসারিত শোণিতস্রোত অগ্নিদগ্ধ রাজপথের তাপপ্রবাহে শুষ্ক ও মণ্ডাকৃতি ধারণ করেছে। সেই ভয়ঙ্কর অগ্নিপ্রদাহের অভিশপ্ত দীপ্তি এক নিষ্ঠুর আলোকসম্পাতে যেন প্রকটিত করে তুলছে রাজহত্যার অসাধারণ ঘটনাটিকে। ক্রোধতপ্ত, অগ্নিদগ্ধ ও সর্বাঙ্গ রক্তমণ্ডিত নারকীয় পাইরাস পদ্মরাগমণিসন্নিভ রক্তচক্ষুদ্বারা বৃদ্ধ প্রিয়ামকে অন্বেষণ করতে লাগল।' এইভাবে বল।

পলো। ঈশ্বরের সামনে বলতে পারি প্রভু, আপনি ভালই আবৃত্তি করেছেন। উচ্চারণ ও বিষয়বস্তু দুটোই ভাল।

১ম অভিনেতা। খুব নিকট হতে গ্রীকদের উপর আঘাত হানতে হানতে সে অবশেষে প্রিয়ামকে পেয়ে গেল। তার সুপ্রাচীন তরবারি তার আপন বাহুর সঙ্গে বিদ্রোহ করছিল, তার আপন আদেশ অমান্য করছিল; যেখানেই প্রক্ষিপ্ত হচ্ছিল সেখানেই স্থির হয়ে থাকছিল সে তরবারির আঘাত। অসম প্রতিদ্বন্দ্বী পাইরাস প্রিয়ামের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে ক্রোধাতিশয্যে অসংলগ্নভাবে আঘাত করছিল তার প্রতি। কিন্তু সহসা বায়ুসঞ্চালনরত তার অবনত তরবারির আকস্মিক আঘাতে পতন ঘটল স্নায়ুদুর্বল বৃদ্ধ প্রিয়ামের। চেতনাহীন ইলিয়াম প্রাসাদও যেন অনুভব করল সে আঘাত আর সঙ্গে সঙ্গে তার প্রজ্জ্বলিতাগ্নি শীর্ষদেশ দুঃখভারে আনত হলো তার ভিত্তিপ্রদেশে; এক প্রচণ্ড শব্দে বিদীর্ণ হলো যেন পাইরাসের কর্ণকুহর। শ্রদ্ধেয় প্রিয়ামের বৃদ্ধ-শুভ্র শিরে পতিত পাইরাসের তরবারি যেন শুধু নিঃশব্দ বায়ুর দ্বারা প্রতিহত। তখন চিত্রার্পিত অত্যাচারীর মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বাসনানিরপেক্ষ পাইরাস। আমরা সাধারণতঃ যেমন প্রত্যক্ষ করি ঝড়ের পূর্বে এক অটল গাম্ভীর্য স্থির হয়ে থাকে জীমূতদলজর্জরিত আকাশ, এক অবিচল নৈঃশব্দ্যে সংহত হয়ে থাকে বিক্ষুব্ধ বায়ুর প্রবলতা, মৃত্যুর মত স্তব্ধ হয়ে থাকে সৌরমণ্ডল-

তলস্থিত মর্ত্যভূমি ; কিন্তু পরক্ষণেই ভয়ঙ্কর বজ্রনির্ঘোষে দীর্ণ বিদীর্ণ হয় সমগ্র আকাশ বাতাস, তেমনি মুহূর্তের ক্ষণবিরতির পর এক প্রতিশোধাত্মক কর্ম-চঞ্চলতায় প্রমত্ত হয়ে উঠল ঝঞ্ঝাসদৃশ পাইরাস। রণদেবতার বর্ম নিশ্ছিদ্র নিপুণভাবে দেবকর্মশালায় নির্মিত। কিন্তু কোন নিষ্ঠুরতম দানবের অস্ত্রাঘাতও প্রিয়ামের মস্তকোপরি পতিত পাইরাসের রক্তাক্ত তরবারি অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নিষ্করুণ নয়। দূর হ, দূর হ গণিকারূপিনী নিয়তিসুন্দরী, হে স্বর্গস্থ দেবগণ, কোন দেবসভায় সর্বসম্মতিক্রমে উপনীত সিদ্ধান্তের দ্বারা সর্বতোভাবে ক্ষমতাচ্যুত করুণ নিয়তিদেবীকে, তার ভাগ্যচক্রের প্রতিটির নাভিদণ্ড ভেঙ্গে দিন, অতঃপর তার চক্রনাভিটিকে সুউচ্চ সুমেরুশিখর হতে নরকগর্ভস্থ শয়তানের রাজ্যে নিক্ষিপ্ত করুন।

পলো। এ অনুচ্ছেদ বড়ই দীর্ঘ।

হ্যাম। হ্যাঁ, এ কাহিনী তোমার দাড়ির সঙ্গেই নাপিতের কাছে পাঠানো হবে। আপনি আবৃত্তি করে যান। উনি শুধু চটুল নৃত্য বা অশ্লীল কাহিনীই ভালবাসেন। আপনি এবার হেকুবার অংশ আবৃত্তি করুন।

১ম অভিনেতা। কিন্তু কে দেখেছে সেই অবগুন্ঠিতমুখ রাজমহিষীকে ?

হ্যাম। 'অবগুন্ঠিতমুখ রাজমহিষী' ?

পলো। এটা কিন্তু ভাল। 'অবগুন্ঠিতমুখ রাজমহিষী'।

১ম অভিনেতা। নগ্নপদলাঞ্ছিত পথভূমির উপর তিনি তখন ইতস্ততঃ পদচারণায় রত ; অগ্নিশিখাত্রাস অশ্রুধারায় দৃষ্টি তাঁর আচ্ছন্ন ; তাঁর যে মস্তকে কিছুকাল আগে মণিমুক্তাখচিত রাজমুকুট শোভা পেত সেখানে এখন সামান্য এক বস্ত্র-খণ্ড মাত্র ; শঙ্কাবিহ্বল চিত্তে ধৃত এক সামান্য অঙ্গাবরণে আচ্ছাদিত তাঁর প্রসবক্লান্ত ক্ষীণ কটিদেশ ; এ দৃশ্য দর্শনে যে কোন মানুষ ভাগ্যদেবীর অমোঘ রাজকীয় বিধানের বিরুদ্ধে বিষবর্ষী কণ্ঠস্বরে বিদ্রোহ ঘোষণা করবেই। যদিও মরণশীল মানবকুলের পার্থিব শোকদুঃখে বিচলিত হন না স্বর্গের অমর দেবতারা, তথাপি তাঁরা যদি সেই মুহূর্তে সেই রাজমহিষীকে দেখতেন যখন তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে তাঁর স্বামীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে তরবারির দ্বারা খণ্ড বিখণ্ড করে তার নির্মম প্রতিহিংসা চরিতার্থ করছিল পাইরাস আর যখন তা দেখে উচ্চরোল ক্রন্দনে আকুল হয়ে উঠেছিলেন তিনি, তাহলে অবশ্যই এক সকরুণ আবেগে বিগলিত হত তাঁদের অন্তর, তাহলে অশ্রুর অমৃতধারায় সিক্ত হত তাঁদের বহ্নিদীপ্ত চক্ষুনিচয়।

পলো। দেখুন কেমন বিষাদে ম্লান হয়ে উঠেছে ওঁর মুখমণ্ডল, অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠেছে ওঁর চক্ষুদ্বয়। সুতরাং আর না, এবার থামুন।

হ্যাম। খুব ভাল। আমি বাকি অংশটুকু পরে শুনবই।—এখন শোন স্যার, এই সব অভিনেতাদের থাকা খাওয়ার সুবন্দোবস্ত করবে? শুনতে পাচ্ছ? এদের ঠিকমত কাজে লাগাতে হবে। এঁরা হচ্ছেন কালের কালানুক্রমিক ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার। তোমার মৃত্যুর পর তোমার সমাধিলিপি খারাপ হোক ক্ষতি নেই, কিন্তু তোমার জীবিতকালে তোমার অযোগ্যতা সম্পর্কে কোন অভিযোগ যেন ওঁরা না করে।

পলো। আমি ওঁদের পদমর্যাদা অনুসারে ওঁদের প্রতি লক্ষ্য রাখব প্রভু।

হ্যাম। ঈশ্বরের দেহের দিব্য, আরও ভালভাবে এদের দেখাশোনা করবে। যোগ্যতা অনুসারে বিচার করতে গেলে কশাঘাত হতে কেই বা পরিত্রাণ পাবে? এঁদের প্রতি তোমার ব্যবহার যেন তোমার পদমর্যাদার যোগ্য হয়। তাঁদের যোগ্যতা যত কম হবে, তোমার উদারতার প্রশংসা তত বেশী হবে। তাঁদের ভিতরে থাকার ব্যবস্থা করে দাও।

পলো। ভিতরে আসুন আপনারা।

হ্যাম। ওঁর সঙ্গে যান বন্ধুগণ, আগামী কাল আপনাদের অভিনয় শুনব। আমার কথা শুনছেন, আচ্ছা আপনারা কি গঞ্জালোর হত্যাকাণ্ড অভিনয় করতে পারবেন?

১ম অভিনেতা। হ্যাঁ পারব প্রভু।

হ্যাম। আগামী কাল রাত্রে সে অভিনয়ের অনুষ্ঠান হবে। এর সঙ্গে আমি বারো থেকে ষোলটা পংক্তি যোগ করে দেব। সেটা একটু পড়ে নিয়ে অভিনয় করতে পারবেন কি?

১ম অভিনেতা। হ্যাঁ পারব প্রভু।

হ্যাম। খুব ভাল কথা, আপনারা ঐ লর্ডের সঙ্গে যান। ওঁকে উপহাস করবেন না। (পলোনিয়াস ও অভিনেতাদের প্রস্থান) হে আমার সদাশয় বন্ধুগণ, রাত্রির আগে তোমাদের সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না। এলসিনোরে স্বাগত জানাই তোমাদের।

রোজেন। বিদায় প্রভু। (রোজেনক্রান্তস্ ও গিল্ডেনস্টার্নএর প্রস্থান)

হ্যাম। হ্যাঁ, বিদায় তোমাদের। এবার একা। হায় কী হীন দুর্জন আর দীন ক্রীতদাস আমি। এটা কি এক ভয়ঙ্কর রকমের আশ্চর্যের কথা না যে

এই অভিনেতা সামান্য এক রূপকথাকে অবলম্বন করে এক কাল্পনিক আবেগের প্রভাবে অভিনেয় চরিত্রের এক বোধায়ত্ত উপলব্ধিতে এমনই অম্বিষ্ট করে তুলেছিল তার অন্তর যে সেই রাজমহিষী হেকুবার দুঃখের কথা ভেবে বিষাদে ম্লান হয়ে উঠেছিল তার মুখমণ্ডল, দুচোখে এসেছিল জল, তার সঙ্গে এসেছিল শিথিলতা, ভগ্ন হয়ে উঠেছিল তার কণ্ঠস্বর, সেই অভিনেয় চরিত্রের সামগ্রিক রূপকল্পনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল তার প্রতিটি কর্মতৎপরতা। অথচ এই সব কিছু সেই কল্পিত হেকুবার জন্য। আসলে সেগুলো কিছুই না। কিন্তু হেকুবা কে তার কাছে অথবা সেই বা হেকুবার কে যে এমন আকুল হয়ে কাঁদবে তার মন? কিন্তু হেকুবার পরিবর্তে আমার অন্তরের ব্যথাহত আবেদন আর উদ্দেশ্য যদি হত তার অভিনয়ের বিষয়বস্তু তাহলে কী করত সে? তাহলে কি সে তার অশ্রুর প্লাবনে নিমজ্জিত করে ফেলত মঞ্চদেশ এবং সেই ভয়ঙ্কর আবৃত্তির শব্দে বিদীর্ণ করে ফেলত দর্শকবৃন্দের কর্ণপট? তার সে আবৃত্তি শুনে কি অপরাধী উন্মত্ত হয়ে উঠত, অপরাধমুক্ত ব্যক্তিও কি ভীত হয়ে উঠত অপরাধ ভয়ে, অজ্ঞজন হয়ে উঠত বিমূঢ় এবং চক্ষুকর্ণের সকল ক্ষমতা কি বিকল হয়ে উঠত বিস্ময়াতিশয্যে? অথচ কর্দমবৎ দুর্বলহৃদয় এক হীন ব্যক্তি আমি, কর্মহীন স্বপ্নমাত্র সার আমার অন্তরাত্মা; আমি আমার উদ্দেশ্যকে সফল করে তুলতে পারি না, অথবা সে সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠে কোন দৃপ্ত ঘোষণাবাক্য উচ্চারণ করতে পারি না। এমন কি সেই মহান রাজা যাঁর অভিশপ্ত জীবন ও সম্পত্তি অন্যায়ভাবে শত্রুহস্তকবলিত হয় তাঁর জন্যও আমি কিছু করতে পারি না। আমি কি একজন কাপুরুষ? আমাকে শয়তান বলে কেউ কি অভিহিত করেছে? কেউ কি আঘাতে ভগ্ন করে আমার মাথা? আমার দাড়ি উৎপাটিত করে আঘাত হানে আমার মুখের উপর? আঘাতে বক্র বা বিকৃত করে দেয় আমার নাসিকা? কেউ কি গভীর মিথ্যা ঢেলে দেয় আমার আকণ্ঠ শ্বাসযন্ত্রে? কে, কে এইসব করে? কেউ যদি এই অপবাদ আমায় দিয়ে থাকে তাহলে আমি তা গ্রহণ করব। কারণ আমি কপোতের মতই ভীরু প্রকৃতির। উপযুক্ত পিত্তের অভাবে অনুভব করতে পারি না কোন অত্যাচারের তিক্ততা। তা না হলে এই জঘন্য ক্রীতদাসের গলিত শবদেহ-মাংসে পুষ্ট করে তুলতাম আমি আকাশের শকুনসমূহকে। রক্তলোলুপ, উচ্ছৃংখল, শয়তান, নির্দয় নিষ্ঠুর ব্যভিচারী, বিশ্বাসঘাতক! প্রতিশোধ আমার নিতেই হবে তোমার উপর। কী গর্দভই না আমি! এই কি আমার

বীরত্বের কাজ? আমার প্রিয়তম নিহত পিতার পুত্র হয়ে এবং স্বর্গ-নরক দ্বারা একই সঙ্গে প্রতিশোধবাসনায় অনুপ্রাণিত হয়েও শুধু এক বাচাল বীরাঙ্গনার মতই কথা বলেই দুঃখ ভারাক্রান্ত করে তুলি আমার হৃদয়, ভ্রষ্টা পরিচারিকার মতই অর্থহীন অভিশাপবাক্য উচ্চারণে ক্ষান্ত হই। ধিক! হে আমার মস্তিষ্ক! হ্যাঁ, আমি শুনেছি কোন নাটকাভিনয় দেখার সময় অপরাধী মানুষদের আত্মা কোন বিশেষ নাট্যদৃশ্যের চাতুর্যে আহত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিবেকদষ্ট অবস্থায় কৃত অপকর্মের কথা স্বীকার করে। যদিও কোন গোপন হত্যাকাণ্ডের কণ্ঠস্বর নেই, তথাপি অনেক সময়ে ঐন্দ্রজালিক উপায়ে আত্মপ্রকাশ করে থাকে সে হত্যাকাণ্ডের গোপন কথা। আমি আমার খুল্লতাত সমক্ষে এই সব অভিনেতাদের দ্বারা আমার পিতার হত্যাকাণ্ডের অনুরূপ এক নাট্যবস্তুর অভিনয় করাব। অভিনয়কালে আমি তার দৃষ্টি পর্যবেক্ষণ করব, তীক্ষ্ণ পরীক্ষায় পরীক্ষা করব তাঁর সর্বাঙ্গ। যদি বিন্দুমাত্রও সঙ্কুচিত হয় তাঁর কোন অঙ্গ তাহলে আমি যা করার ঠিক করব। যে প্রেতমূর্তি আমি প্রত্যক্ষ করেছি তা প্রকৃতপক্ষে শয়তান হতে পারে এবং অনেক সময় শয়তান সুচারু সুরমা আকার ধারণে সমর্থ হয় এবং এমনও হতে পারে সেই প্রেতের প্রভাবেই দুর্বলতা ও বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছি আমি অথবা অভিশপ্ত করে তুলছি নিজেকে তথাপি এর দ্বারা এক বলিষ্ঠতর যুক্তির ভিত্তিভূমি খুঁজে পাব। এই অভিনয়ের মাধ্যমে আমি আমার খুল্লতাতের আহত বিবেকের রূপটি দেখতে পাব।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। এলসিনোর। দুর্গপ্রাসাদ।

রাজা, রাণী, পলোনিয়াস, ওফেলিয়া রোজেনক্রান্তস্ ও গিল্ডেনস্টার্নের প্রবেশ

রাজা। দিনরাত এক বিপজ্জনক ও উন্মত্ত আবেগকে অন্তরে পুষে রেখে দিয়ে কেন সে এই অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সে কথাটা বার করে নিতে পারলে না তার মুখ থেকে?

রোজেন। সে স্বীকার করল যে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে; কিন্তু এর কারণ কি তা সে কোনক্রমেই প্রকাশ করবে না।

গিল্ডেন। তার মুখ থেকে আমরা কোন কথা বার করতে পারিনি। তার মনের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে যখনি আমরা তার মুখ থেকে কোন স্বীকারোক্তি বার করার চেষ্টা করেছি তখনি এক উন্মত্ততার চাতুর্য দেখিয়ে সে এড়িয়ে গেছে।

রাণী। সে তোমাদের ভালভাবে অভ্যর্থনা করেছে?

রোজেন। একজন প্রকৃত ভদ্রলোকের মতই।

গিল্ডেন। কিন্তু সে যেন জোর করে তাব ইচ্ছাকে প্রয়োগ করেছিল এ কাজে।

রোজেন। নিজে কোন প্রশ্ন করেনি, কিন্তু আমরা কোন প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরে অবাধ হয়ে উঠেছিল সে।

রাণী। তোমরা কি তাকে কোন প্রমোদানুষ্ঠানে আহ্বান করেছিলে?

রোজেন। ম্যাডাম, পথে একদল অভিনেতা দেখতে পেয়ে তাঁর কাছে বলি এবং উনি তাতে আনন্দ প্রকাশ করেন। সেই অভিনেতারা এখন রাজদরবারে উপস্থিত। আজ রাত্রেই ওঁদের অভিনয় করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়।

পলো। একথা সম্পূর্ণ সত্য। উনি আমাকে ওঁদের অভিনয় দেখার জন্য আপনাদের অনুরোধ করতে বলেন।

রাজা। সানন্দে আমি তা দেখব। এইসব আমোদপ্রমোদের প্রতি ঝুঁকেছে শুনে আমি সন্তুষ্ট। যাও তোমরা তাকে এদিকে আরো বেশী করে টানার জন্য চেষ্টা করো।

রোজেন। আমরা তা করব মহারাজ। (রোজেনক্রান্তস্ ও গিল্ডেনস্টার্নের প্রস্থান)

রাজা। তুমি এখান থেকে যাও গার্ট্রুড। কারণ আমরা এখানে হ্যামলেটকে ডেকে পাঠিয়েছি। এমন ব্যবস্থা করেছি যাতে সে এদিকে ঘুরতে ঘুরতে এসে হঠাৎ ওফেলিয়াকে দেখতে পেয়ে যায়। ওফেলিয়ার বাবা আর আমি দুজনে অলক্ষ্যে এমনভাবে অবস্থান করব যে আমরা যেন ওদের সাক্ষাৎকারের সব কথা শুনতে পাই এবং ওদের কথাবার্তা ও আচরণ সব কিছু বিচার করে দেখতে পারি। আমরা দেখতে চাই তার এই মানসিক অবস্থা আশাহত প্রেমের বেদনা হতে সঞ্জাত কি না।

রাণী। আমি তাই যাব স্বামী। আর শোন ওফেলিয়া, আমার মনে হয়, তোমার সৌন্দর্যের জন্যই হ্যামলেটের এই উন্মত্ততা। সুতরাং আমি আশা করব তোমার সদ্‌গুণের দ্বারা তুমি তাকে আবার তার অভ্যস্ত পথে ফিরিয়ে আনবে।

ওফেলিয়া। ম্যাডাম, আমি তার চেষ্টা করব। (রাণীর প্রস্থান)

পলো। এখানে পদচারণা করো ওফেলিয়া—গম্ভীরভাবে এখানে চলাফেরা করো। আমরা আড়ালে যাই। এই বইটা পড়। এমনভাবে পড়বে যাতে তোমার একাকীত্বটা প্রকটিত হয়ে ওঠে। একথা বহুবার প্রমাণিত হয়েছে যে ভক্তির আকারে ও ধর্মীয় আচার আচরণে শয়তানকেও মূর্ত দেখলে আমরা তার আপাতসুন্দর রূপে ভুলে যাই। এইটাই আমাদের সাধারণ দোষ।

রাজা। (স্বগত) সত্য একথা! কী তীক্ষ্ণ কশাঘাতে আহত করে একথা আমার বিবেককে। প্রসাধনে গণিকার গণ্ডদেশ সুন্দর প্রতীয়মান হয়, তথাপি প্রকৃত বিচারে কুৎসিত সে গণ্ডদেশ। প্রকৃত বিচারে আমার কার্যও কুৎসিৎ আর লজ্জাজনক। কী দুঃখজনক এই ভাব!

পলো। তার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমরা আড়ালে যাই প্রভু।

(রাজা ও পলোনিয়াসের প্রস্থান)

হ্যামলেটের প্রবেশ

হ্যাম। যদি বাঁচতে হয় সমগ্র অস্তিত্ব সহকারে সমুন্নত চেতনাসহকারে বাঁচতে হবে; আর যদি তা সম্ভব না নয় তাহলে একেবারে সকল অস্তিত্ব হারিয়ে যেতে হবে বিলুপ্ত হয়ে। আজ আমাকে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে—আমি কি মনের দিক থেকে এই সব যন্ত্রণা সহ্য করব, রোষাগ্নিদীপ্ত নিয়তির কুটিল সব শরাঘাত নীরবে সহ্য করব না এই সীমাহীন দুঃখের পারাবারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করব? এবং এইভাবে প্রবল প্রতিকূলতা-সাধনের দ্বারা বিলুপ্ত করব সব দুঃখের। মৃত্যু ত শুধু নিদ্রা—এর বেশী কিছু না আর নিদ্রার মধ্যেই নিঃশেষিত আত্মলোপ ঘটে যত সব হৃদয়যন্ত্রণা ও দেহগত ঘাত প্রতিঘাতের। এরই মাঝে আছে শান্তির প্রলেপ। বিশেষ করে সে নিদ্রা যদি স্বপ্নময় হয়। মৃত্যুসম সেই স্বপ্নময় সুষুপ্তির শান্তিই ত আমাদের এই মর্ত্যলোকের মরণশীল দেহকুণ্ডলী পরিত্যাগ করতে বা মৃত্যুচিন্তা করতে দেয় না। সেই স্বপ্নের মোহই ত দীর্ঘায়ু করে তোলে আমাদের জীবনের যত কিছু দুঃখ আর দুর্বিপাককে। যদি সামান্য এক উন্মুক্ত ছুরিকার আঘাতে এই যন্ত্রণাময় জীবনসংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটে তাহলে মানুষ কেন সহ্য করে যায় কালের এই বিদ্রূপ আর অবজ্ঞার কশাঘাত? কেন সে সহ্য করে অত্যাচারীর অন্যায় আর গর্বিতের অবজ্ঞা, প্রত্যাখ্যাত প্রেমের বেদনা, আইনের বিলম্বিত বিচার, পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অন্যায় ঔদ্ধত্য আর

ধৈর্যশীল গুণবানদের উপর গুণহীন অযোগ্যদের অবিচার? স্বেদাক্ত শূকরসম কেন তবে মানুষ বহন করে যায় দুর্বিসহ জীবনের ক্লান্তিকর বোঝাভার? বহন করে এই কারণে যে মৃত্যুর পরপারে অবস্থিত ভীতিসঙ্কুল এমন এক অনাবিষ্কৃত দেশ আছে যেখান থেকে কোন পথিক কখনো ফেরে না—এই চিন্তা বিভ্রান্ত করে দেয় মানুষের ইচ্ছাকে। অজানিত পরলোকের রহস্যে না গিয়ে তাই আমরা এই মর্তলোকের সমস্ত জালা যন্ত্রণা সহ্য করে যাই নির্বিবাদে। এইভাবে আমাদের ক্লীব ও কাপুরুষ করে তোলে আমাদের দূরদর্শী বিবেকের প্রাক-কল্পনাগত জ্ঞান। এইভাবে এক অলস চিন্তার মলিন ছায়া ম্লান করে তোলে স্বভাবদীপ্ত সংকল্পের উজ্জ্বলতাকে। ঐইভাবে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা ও কর্মতৎপরতার স্রোত প্রত্যয়ের উর্ধ্বসীমা ও ভাবসমুন্নত মুহূর্তের চরম স্তর হতে প্রত্যাবৃত্ত হয়ে এক অর্থহীন অকর্মণ্যতার আলস্যসিক্ত পথে চলে পিছিয়ে।—কিন্তু এবার আর কথা না। সুন্দরী ওফেলিয়া,—অপ্সরা, তুমি যেন তোমার প্রার্থনায় আমার সব পাপের কথা স্মরণ করো।

ওফে। মাননীয় প্রভু, এই দীর্ঘদিন কেমন ছিলেন?

হ্যাম। ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমায় বিনয়ের সঙ্গে। ভাল, ভালই আছি।

ওফে। প্রভু, আমার কাছে আপনার কিছু স্মারকলিপি আছে। আমি দীর্ঘদিন ধরে সেগুলো আপনাকে ফিরিয়ে দেবার কথা ভাবছি। আমার অনুরোধ, আপনি সেগুলি গ্রহণ করুন।

হ্যাম। না, আমি তা কখনো তোমায় দিইনি।

ওফে। মাননীয় প্রভু, হ্যাঁ আপনিই তা দান করেছিলেন। সেসব বস্তুর সঙ্গে দান করেছিলেন অনেক মধুগন্ধী কথা। তাতে আপনার দানের মূল্য ও মর্যাদা বেড়ে গিয়েছিল আরো। সেই সব কথার সুবাস আজ হারিয়ে গেছে। আপনার প্রদত্ত বস্তু আজ আপনি ফিরিয়ে নিন, কারণ মহৎ ব্যক্তিরা দয়ামমতা-হীন কোন দাতার মূল্যবান বস্তুকেও হীন বলে মনে করে। এই নিন প্রভু।

হ্যাম। হা, হা। তুমি কি সৎ?

ওফে। প্রভু?

হ্যাম। তুমি কি সুন্দরী?

ওফে। আপনি কি বলতে চাইছেন প্রভু?

হ্যাম। যদি তুমি সৎ ও সুন্দর হও তাহলে তোমার সতীত্ব যেন তোমার সৌন্দর্যের সঙ্গম প্রার্থনা মঞ্জুর না করে।

ওফে। সতীত্বের থেকে আর কীই বা ভাল বস্তু সৌন্দর্য পাবে প্রভু?

হ্যাম। সত্যি তা বটে। সতীত্বের প্রভাবে কোন নারী সতী সাধ্বী হয়ে ওঠার অনেক আগেই সৌন্দর্যের প্রভাবে কোন নারী অসতী হয়ে উঠতে পারে। অতীতে এটা ছিল অসম্ভব ব্যাপার, কিন্তু বর্তমানে এ ঘটনার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। আমি তোমায় একদিন ভালবাসতাম।

ওফে। হ্যাঁ প্রভু, একথা আপনি একদিন আমায় বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছিলেন।

হ্যাম। আমাকে বিশ্বাস করা তোমার উচিত হয়নি। কারণ মানুষের অন্তরে ধর্মবোধ যেভাবেই সঞ্চারিত হোক না কেন, আদিম পাপের প্রতি আমাদের প্রবণতাকে তা দূর করতে পারে না, বরং আমরা সে পাপের রস আগের মতই আস্বাদন ও উপভোগ করে যাই। আমি তোমাকে কোনদিন ভালবাসতাম না।

ওফে। তাহলে আমি প্রতারিত হয়েছি।

হ্যাম। আশ্রমে আশ্রয় নাওগে। বিয়ে করে কেন শুধু কিছু পাপী লোকের জন্ম দিয়ে যাবে? আমি নিজে নির্বিশেষে সৎ লোক, তবু আমি একথা না ভেবে পারি না যে আমার মা আমায় জন্মদান না করলে ভালই হত। আমি অতিশয় গর্বিত, প্রতিহিংসাপরায়ণ, উচ্চাভিলাষী। আমার চিন্তার থেকে দুষ্ট প্রবৃত্তির সংখ্যা এত বেশী যে সেই সব কুপ্রবৃত্তিগুলোকে বাস্তব আকার দান করে তাদের কার্যে রূপায়িত করে তোলার মত আমার সংকল্প, কল্পনা বা সময় নেই। আমার মত যে সব হতভাগ্যেরা স্বর্গকামনায় মর্তলোকে হীনভাবে পদচারণা করে বেড়ায় কীই বা তাদের পরিণতি? আমরা সকলেই নির্লজ্জ প্রতারক। যাও, আশ্রমজীবন যাপন করগে। তোমার বাবা কোথায়?

ওফে। বাড়িতে আছেন প্রভু।

হ্যাম। দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখবে তাকে। কারণ যা করে ঘরেই করবে, বাইরে যেন কোথাও সে তার নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতে না পারে।

ওফে। হে স্বর্গের দেবতাগণ, এঁর মঙ্গল করুন।

হ্যাম। যদি তুমি বিয়ে করো তাহলে তোমার বিয়ের যৌতুকস্বরূপ আমি এই বিয়ের অভিশাপের কথা স্মরণ করিয়ে দেব তোমায়। তুমি যতই হিমকণা ও তুষারের মত পবিত্র ও শুচিশুভ্র হও না কেন, লোকনিন্দা হতে কোনমতেই মুক্ত রাখতে পারবে না নিজেকে। বিয়ে যদি করতেই চাও তাহলে কোন

নির্বোধ লোককে বিয়ে করবে, কারণ কোন জ্ঞানী লোককে তুমি পাবে না, তারা জানে বিয়ের পর তাদের কি অবস্থা হবে। যাও, যত তাড়াতাড়ি পার, আশ্রমজীবন যাপন করগে। বিদায়।

ওফে। হে স্বর্গের দেবতাগণ, ওঁর জ্ঞান ফিরিয়ে দাও।

হ্যাম। আমি তোমাদের সাজসজ্জার কথাও শুনেছি। ঈশ্বর তোমাদের মুখ দিয়েছেন, কিন্তু কৃত্রিম সাজসজ্জার দ্বারা সে মুখকে তোমরা অন্য মুখে পরিবর্তিত করো। লঘুচপল নৃত্যের ছন্দে চলতে গিয়ে তোমাদের স্বাভাবিক চলনটাকে বিকৃত করে তোল, তোমাদের কথা বলার ভঙ্গিমাটাও বাচালতায় ভরা, প্রত্যক্ষভাষণের সাহস নেই তাতে। বিকৃত নামকরণের দ্বারা ঈশ্বরের সৃষ্টির মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করো। সব বিষয়ে তোমাদের স্বেচ্ছাচারিতাকে অজ্ঞতার নাম করে চালাবার চেষ্টা করো। যাও, এ নিয়ে আর আমি ভাবব না। তাহলে আমি পাগল হয়ে যাব। আমাদের মধ্যে আর যেন কেউ বিয়ে না করে। যারা এর আগেই বিয়ে করে ফেলেছে তাদের মধ্যে মাত্র একজন ছাড়া সকলেই মরবে। আর যারা বিয়ে করেনি তারা যেন আর বিয়ে না করে। আশ্রমে যাও। (প্রস্থান)

ওফে। ওঃ, এক মহৎ মনের কী এক শোচনীয় পতন! দৃষ্টিতে রাজপুরুষ, বীরত্বে সৈনিক, কথনে বিজ্ঞ পণ্ডিত, গোলাপসদৃশ সৌন্দর্যমূর্তির আদর্শ, প্রচলিত রীতিনীতির নিখুঁত দর্পণ, সকল দর্শকের আদর্শ দ্রষ্টব্য—তবু অপরিসীম বিভ্রান্তির মাঝে অধঃপতিত সে। আর আমি যে সমগ্র নারীকুলের মাঝে সবচেয়ে ভাগ্যহতা, যে আমি একদিন তাঁর প্রেমের শপথরূপ সঙ্গীতের মধু পান করেছিলাম, আজ সুরহারা তালমাত্রাহীন ঘণ্টাধ্বনির মতই তাঁর কর্কশ বচন ভোগ করছি। তাঁর বিকশিত যৌবনের অতুলনীয় দেহসৌন্দর্য আজ দুশ্চিন্তার তাপে শুষ্কম্লান। হায় আমার কী দুর্ভাগ্য যে এ দৃশ্য আমায় নিজের চোখে দেখতে হলো।

রাজা ও পলোনিয়াসের পুনঃপ্রবেশ

রাজা। প্রেম! তার মনের প্রবণতা ত সেদিকে নেই। তাছাড়া সে যা যা বলল, তার মধ্যে কিছু সঙ্গতির অভাব থাকলেও তাকে সম্পূর্ণ উন্মাদের প্রলাপোক্তি বলা যায় না। তার আত্মার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা তার দুঃখ বিষাদের মূলে। আমার মনে হয় বিহঙ্গলালিত ডিম্বের মত ও এমন একটা চিন্তাকে লালন করে যাচ্ছে যার থেকে ভবিষ্যতে বিপদের আশঙ্কা

আছে। এই বিপদের সম্ভাব্যতাকে রোধ করার জন্যই আমি স্থির করেছি : ইংলণ্ডসরকারের দ্বারা অবহেলিত আমাদের রাজস্বের দাবি আদায়ের জন্য আমি ওকে যথাশীঘ্র ইংলণ্ডে পাঠাব। নূতন দেশের সমুদ্র ও বিচিত্র দৃশ্যসম্ভার তার অন্তরের সেই বদ্ধমূল ধারণাটাকে দূরীভূত করবে যা তাকে তার স্বভাবধর্ম থেকে বিচ্যুত করেছে। এবিষয়ে তুমি কি বল ?

পলো। তা ভালভাবেই করবে হুজুর। তবু আমার বিশ্বাস, তার এই দুঃখ ও বিষাদের মূল উৎস হলো অবহেলিত প্রেমের বেদনা। কি খবর ওফেলিয়া ? লর্ড হ্যামলেট যা যা বলেছেন তা তোমার বলার আর দরকার নেই। আমরা সবাই শুনেছি। আপনার যা খুশি করতে পারেন হে রাজন। কিন্তু যদি উপযুক্ত বিবেচনা করেন, নাটকাভিনয়ের পর তাঁর মা মহারাণীকে দিয়ে একবার তাঁর দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করাবেন। রাণীমা একাই থাকবেন তাঁর কাছে, তবে আমি শ্রুতিগোচর দূরত্বের মধ্যে থেকে তাঁদের আলোচনা সব শুনব। যদি রাণীমা তাঁর দুঃখের আসল কারণ জানতে না পারেন তাহলে তাঁকে ইংলণ্ডে পাঠাবেন অথবা তাকে আপনার ইচ্ছামত কোন স্থানে আবদ্ধ করে রাখবেন।

রাজা। তাই হবে। উচ্চস্তরের কোন ব্যক্তি যদি উন্মত্ত হয় তাহলে তার উন্মত্ততার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয়। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। এলসিনোর। দুর্গপ্রাসাদ।

হ্যামলেট ও তিনজন অভিনেতার প্রবেশ

হ্যাম। আমার অনুরোধ, আমি যেভাবে দেখিয়ে দিয়েছি সেইমত উচ্চারণে আবৃত্তি করুন। আজকালকার তরুণ অভিনেতাদের মত চিৎকারই যদি আপনাদের অভিনয় ও আবৃত্তির রীতি হয় তাহলে নগরঘোষকই আমার নাট্যাংশের আবৃত্তি সবচেয়ে ভাল পারবে। এইভাবে হস্তসঞ্চালনের দ্বারা বায়ুস্তর ভেদ করবেন না, শান্তভাবে হাত নাড়ুন। কারণ আপনাদের আবেগের ঝঞ্ঝাপ্রবাহে বা ঘূর্ণিবাত্যায় এমন একটা সংযমের ভাব থাকবে যা আপনাদের অভিনয় সহজবোধ্য ও স্বচ্ছন্দগতি করে তুলবে। উপকেশধারী সেই অভিনেতাদের আমি মোটেই পছন্দ করি না যারা আবেগময় চিৎকারে কর্ণপট বিদীর্ণ করে, যারা আসলে একমাত্র মূকাভিনয়েরই যোগ্য। টারমাগ্যাণ্টের ভূমিকায় অতি-নাটকীয় অভিনয়ের জন্য আমি এই ধরনের কোন অভিনেতাকে কশাঘাত করতে পারতাম। এ যেন হেরোদের ভূমিকায় অভিনয় করতে

গিয়ে তাকে অতিক্রম করা অতি-অভিনয়ের দ্বারা। আমার অনুরোধ এ যেন করবেন না।

১ম অভিনেতা। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি মাননীয় প্রভু।

হ্যাম। আবার অভিনয়ে খুব বেশী নিষ্প্রাণ হবেন না। মোট কথা আপনারা নিজেদের বিচারবুদ্ধির যথাযথ প্রয়োগ করে চলবেন। আপনারা আবৃত্তির সঙ্গে নাট্যকর্মের আর নাট্যকর্মের সঙ্গে আবৃত্তির সামঞ্জস্য বিধান করে চলবেন। আর তা করতে গিয়ে আপনারা সব সময় লক্ষ্য রাখবেন আপনারা স্বাভাবিক পরিমিতিবোধকে যেন অতিক্রম না করেন। অতি-অভিনয় অভিনয়ের মূল উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে। সকল যুগের অভিনয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো অভিনয়রূপ দর্পণে প্রকৃতিদত্ত স্বভাবের প্রতিচ্ছবিকে তুলে ধরা; ধর্মকে তার প্রকৃত স্বরূপ দেখানো, ধর্মের কৃত্রিম প্রতিকৃতিতে ঘৃণার ভাব প্রকাশ করা আর কালকে যথার্থ আকারে উপস্থাপিত করা। অতি-অভিনয় বা দুর্বল অভিনয়ে সাধারণ অদক্ষ দর্শক কৌতুকবোধ করলেও বিদগ্ধ দর্শক তাতে দুঃখ পান। একটি পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত দর্শকের মতামত অপেক্ষা একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির সমালোচনার গুরুত্ব অনেক বেশী। আমি এমন সব অভিনেতার অভিনয় দেখেছি যাদের উচ্চ প্রশংসায় সাধারণ দর্শকবৃন্দ পঞ্চমুখ হলেও আমার ভাল লাগেনি। কথাটা অন্যায় না হলে বলি তাদের চলনে বলনে খৃস্টান বা পেগান অর্থাৎ পৌত্তলিক বা মানুষ কোন কিছুই বলে মনে হয়নি। তারা যেন প্রকৃতির কর্মশালায় এক একটি অক্ষম সৃষ্টি। এদের অভিনয়ে মানবতার এক হীন অনুকরণই ফুটে উঠেছিল।

১ম অভিনেতা। আশা করি, আমরা আমাদের অভিনয়ে এ ভাবের সংশোধন করতে পেরেছি প্রভু।

হ্যাম। সম্পূর্ণরূপে সংশোধন করুন। যারা বিদূষকের ভূমিকায় অভিনয় করবেন তাঁরা যেন প্রয়োজনের বেশী একটা কথাও না বলেন। বিদূষকদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁরা প্রয়োজনীয় নাট্য মুহূর্তের অপেক্ষা না করেই কিছু নির্বোধ দর্শককে হাসাবার জন্য অতিরিক্ত রসিকতা করেন। এও এক ধরনের শয়তানি। নির্বোধ অভিনেতাদের উদ্দেশ্য সাধনের এ এক হীন অপকৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। (অভিনেতাদের প্রস্থান)

পলোনিয়াস, রোজেনক্রান্তস্‌ ও গিল্ডেনস্টার্নএর প্রবেশ

কি খবর মশাই! রাজা কি এ নাটক দেখবেন?

পলো। রাণীও দেখবেন এবং এখনি তাঁরা আসবেন।

হ্যাম। অভিনেতাদের তাড়াতাড়ি করতে বল। (পলোনিয়াসের প্রস্থান) তোমরাও কি ওদের সাহায্য করবে ?

(রোজেনক্রান্তস্‌ ও গিল্ডেনস্টার্নএর প্রস্থান)

কই, হোরেশিও কোথায় ?

হোরেশিওর প্রবেশ

হোরে। এই যে এখানে প্রিয় লর্ড, আমি এখানে আপনারই কাজে নিযুক্ত আছি।

হ্যাম। হোরেশিও, আমি অনেকের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছি, কিন্তু তোমার মত বিচক্ষণ লোক কোথাও পাইনি।

হোরে। হে আমার প্রিয় লর্ড।

হ্যাম। না, ভেবো না আমি তোমার তোষামোদ করছি। যার ভরণ পোষণের জন্য সাহস আর সততা ছাড়া আর কোন সম্বল নেই তার কাছে কীই বা আমি প্রত্যাশা করতে পারি ? এক দরিদ্র ব্যক্তির কেন আমি তোষামোদ করব ? মধুকণ্ঠ চাটুকারেরা অসার ঐশ্বর্যের লালসায় ধনীদের তোষামোদ করুক, তাদের কাছে কিছু প্রাপ্তির আশায় নতজানু হোক। শুনছ ? যেহেতু আমার আত্মাই আমার জীবনের সকল কিছুর নির্বাচনের অধিকারী, সেই আত্মা সকলের মধ্যে তোমাকেই নির্বাচন করেছে। তুমি হচ্ছ এমনই একজন ব্যক্তি যে জীবনের কোন দুঃখকেই দুঃখ বলে মনে করে না, যে সমান আগ্রহের সঙ্গে সুখ দুঃখ বা আনন্দ-বেদনা সম্পর্কিত নিয়তির যে কোন বিধানকে গ্রহণ করে। যাদের দেহের রক্তগত উত্তাপ ও বিচারবুদ্ধি এক সহজ সামঞ্জস্যে সহাবস্থান করে, যারা ভাগ্যের হাতে নিজেদের অসহায় পশুর মত ছেড়ে দেয় না। সেই সব মানুষই ভাগ্যবান, যারা আবেগের দাস নয়। আমি তোমার মত সেই সব মানুষদেরও অন্তরের অন্তঃস্থলে গ্রহণ করব। এছাড়া আর একটা কথা আছে। আজ রাতে এক নাটকাভিনয় অনুষ্ঠিত হবে। আমি আমার পিতার মৃত্যু সম্পর্কে তোমাকে যে ঘটনার কথা বলেছি সে ঘটনাসম্বলিত এক দৃশ্য থাকবে সে নাটকের মধ্যে। আমার অনুরোধ সে দৃশ্যের অভিনয়কালে তোমার অন্তরের তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধিকে সজাগ রেখে আমার খুল্লতাতকে নিরীক্ষণ করবে। একটি অনুচ্ছেদের আবৃত্তিতে

যদি তাঁর গোপন পাপ সহসা অবরোধমুক্ত না হয় তাহলে যে প্রেতমূর্তি আমি দেখেছি তা মিথ্যা ও অভিশপ্ত আর আমার কল্পনা ভালক্যানের কর্মশালার মতই কুৎসিত। তাঁকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করবে আর আমিও আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখব তাঁর মুখের উপর। পরে নির্জনে একসঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর চোখমুখের অবস্থা সম্পর্কে সমালোচনা করব।

হোরে। অভিনয়ের সামান্য একটি অংশও যদি কেউ আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পরিধি হতে অপহরণ করে নিয়ে যায় তাহলেও আমি ফিরিয়ে আনব সেই চৌর্যকবলিত অংশকে।

তুরীবাদ্য ও নাকারাধ্বনি। ডেনদের সমরাভিযান সঙ্গীত। তূর্যধ্বনি. রাজা, রাণী, পলোনিয়াস, ওফেলিয়া, রোজেনক্রান্তস, গিল্ডেনস্টার্ন ও অন্যান্য লর্ডগণ ও অনুচরবর্গের প্রবেশ। পশ্চাতে মশালবাহী রক্ষীগণের প্রবেশ।

হ্যাম। ওরা নাটক দেখতে আসছে। আমি চুপচাপ থাকব। তুমি এক জায়গায় বসে পড়।

রাজা। কেমন আছ ভাইপো হ্যামলেট ?

হ্যাম। বিশ্বাস করুন, খুব ভাল আছি। আপনি যে আহার্যের ব্যবস্থা করেছেন তা বায়ুভুক সরীসৃপের আহার্য। আমিও অবশ্য বায়ুভুক আর আমার সে বায়ু শুধু প্রতিজ্ঞার দ্বারা স্ফীত। সে আহার্যে আপনার ভোজসভার জন্য সংরক্ষিত কুক্কুটকেও পালন করতে পারবেন না।

রাজা। এ উত্তরের সঙ্গে আমার প্রশ্নের কোন সম্পর্ক নেই হ্যামলেট। এ উত্তরে আমার কোন প্রয়োজন নেই।

হ্যাম। আমারও নেই। (পলোনিয়াসের প্রতি) আচ্ছা স্যার, তুমি নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ে একবার অভিনয় করেছিলে ?

পলো। হ্যাঁ, করেছিলাম এবং ভাল অভিনেতা হিসাবে প্রশংসাও পেয়েছিলাম।

হ্যাম। কোন ভূমিকায় অভিনয় করেছিলে ?

পলো। আমি জুলিয়াস সীজারের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম। আমি রাজধানীতে নিহত হয়েছিলাম এবং ব্রুটাস আমায় হত্যা করেছিল।

হ্যাম। এই ধরনের একটি সুন্দর গোবৎসকে হত্যা করার অভিনয় করে বর্বর পশুর মতই কাজ করেছিল ব্রুটাস। অভিনেতারা সব তৈরি ?

রোজেন। হ্যাঁ প্রভু। তাঁরা সবাই আপনার অনুমতির অপেক্ষায় আছেন।

রাণী। এখানে এস বাছা হ্যামলেট, আমার পাশে বস।

হ্যাম। না মা, চুম্বকের আকর্ষণ এদিকেই বেশী।

পলো। (রাজাকে) ও হো! শুনলেন কথাটা?

হ্যাম। ভদ্রে, তোমার কোলে শোব? (ওফেলিয়ার পদতলে শায়িত হল)

ওফে। না প্রভু।

হ্যাম। আমি বলতে চাইছি কি তোমার কোলে মাথাটা রাখব কি?

ওফে। না প্রভু।

হ্যাম। আমি বলতে চাইছি কি তোমার কোলে মাথাটা রাখব কি?

ওফে। রাখুন প্রভু।

হ্যাম। তুমি কি গ্রাম্য কোন স্থূল ঘটনার মত কিছু ভেবেছিলে?

ওফে। আমি কিছুই ভাবিনি প্রভু।

হ্যাম। কোন কুমারীর দুই উরুদেশের মাঝখানে শোয়ার কথাটা ভাবতেও বড় ভাল লাগে।

ওফে। কি ভাল লাগে প্রভু?

হ্যাম। কিছু না।

ওফে। আপনাকে খুশি দেখাচ্ছে প্রভু।

হ্যাম। কাকে, আমাকে?

ওফে। হ্যাঁ আপনাকে।

হ্যাম। হে ভগবান, পৃথিবীর যত সব লঘুছন্দ নৃত্যের আমিই যেন এক-মাত্র গীতিকার। মানুষ আনন্দিত না হয়ে করবেই বা কি? দেখ, আমার পিতার মৃত্যুর দুই ঘণ্টার ব্যবধানে আমার মাকে কেমন আনন্দিত দেখাচ্ছে।

ওফে। না, তাঁর মৃত্যু হয়েছে দুই মাস।

হ্যাম। এত দিন? না, তাহলে এই কালো পোষাক কি শয়তানের? আমি কি আরো মূল্যবান কৃষ্ণচর্মে আচ্ছাদিত করব নিজেকে? হা ঈশ্বর, দুই মাস আগে মারা গেছেন, অথচ এখনো বিস্মৃত হননি তিনি? তাহলে দেখা যাচ্ছে কোন মহৎ লোকের স্মৃতি তাঁর মৃত্যুর অর্ধ বৎসরকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। কন্যা কুমারীর শপথ করে বলছি, তাঁর উচিত

স্থাপন করা, তা না হলে তাঁর কথা কেউ মনে রাখবে না। অতীতের বিস্মৃত রঙ্গনাট্যের মত তাঁর কথাও সবাই ভুলে যাবে আর তাঁর সমাধিলিপিতে শুধু যেন লেখা থাকবে 'বিস্মৃত সেই অতীতের যত সব আমোদ প্রমোদ।'

ভেরীনিনাদ ও উচ্চরব বাঁশীর ধ্বনি। মূকাভিনয় শুরু। নিবিড় প্রেমসম্পর্কের চিহ্নে চিহ্নিত হয়ে অভিনয়ের রাজা ও রাণী প্রবেশ করে। তারা পরস্পরকে আলিঙ্গনবদ্ধ করে। রাণী জানু পেতে বসে রাজার প্রতি প্রেমের বিচিত্র ভাবভঙ্গী প্রকাশ করে। রাজা তাকে তুলে নিয়ে তার কাঁধের উপর মাথা রাখে। পরে কুসুমশয্যায় শয়ন করে। রাজাকে নিদ্রিত দেখে রাণী তাকে সেখানে রেখে চলে যায়। পরমুহূর্তে জনৈক লোক এসে রাজার রাজমুকুটটি তুলে নিয়ে সেটিকে চুম্বন করে ও পরে রাজার কানের ভিতর বিষ ঢেলে দিয়ে চলে যায় সেখান থেকে। রাণী ফিরে এসে রাজাকে মৃত দেখে আবেগের সঙ্গে শোক প্রকাশ করে। পরে বিষপ্রয়োগকারী দুই তিনজন অনুচরসহ সেখানে এসে রাণীকে সান্ত্বনা দেবার ভান করে। মৃতদেহটিকে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়। বিষ প্রয়োগকারী বিভিন্ন উপহার দান করে প্রেম নিবেদন করে রাণীর কাছে। প্রথমে কিছুক্ষণ রূঢ়ভাবে আপত্তি করার পর অবশেষে সে প্রেম গ্রহণ করল রাণী।

(সকলের প্রস্থান)

ওফে। এ দৃশ্যের অবতারনার অর্থ কি প্রভু?

হ্যাম। এর অর্থ হলো এক গোপন দুষ্কর্ম।

ওফে। মনে হয় এই দৃশ্য নাটকের বিষয়বস্তুর উপর আলোকসম্পাত করবে।

নান্দীকারের প্রবেশ

হ্যাম। এই অভিনেতার মাধ্যমে আমরা সব জানতে পারব। অভিনেতারা কোন বিষয় গোপন রাখতে পারে না। তারা সব কিছুই বলবে।

ওফে। এই অভিনীত দৃশ্যের অর্থও কি ওরা বলে দেবে?

হ্যাম। হাঁ—এই দৃশ্য অথবা যে কোন দৃশ্য যা ওকে দেখানো হবে। ওকে

দেখাতে হবে যদি তুমি লজ্জা না পাও তাহলে ও তার অর্থ বলতেও লজ্জা পাবে না।

ওফে। আপনি বড় দুষ্টু। আমি বরং নাটক দেখি কথা না বলে।

নান্দীকার। আমাদের জন্য আর আমাদের এই বিয়োগান্ত নাটকের জন্য নতজানু হয়ে আপনাদের অনুগ্রহ ভিক্ষা করছি। আপনারা ধৈর্য ধরে শ্রবণ করুন—এই আমাদের প্রার্থনা। (প্রস্থান)

হ্যাম। একি নান্দীপাঠ না অঙ্গুলিধৃত কবিতাপাঠ ?

ওফে। খুবই সংক্ষিপ্ত প্রভু।

হ্যাম। নারীর ভালবাসার মতই সংক্ষিপ্ত।

নাট্যবর্ণিত রাজা ও রাণীর প্রবেশ

না. রাজা। প্রেমের পবিত্র বন্ধনে আমাদের হৃদয এবং প্রজাপতির নির্বন্ধে আমাদের হস্তযুগলের মিলনের পর থেকে সূর্যদেবতার রথ ত্রিংশৎবার লবনাম্বু-বারিধিকে ও বসুধার সুবিশাল ভূগোলককে পরিক্রমা করেছে। আবার পৃথিবীর চারিদিকে চন্দ্রমা ত্রিংশৎ-দ্বাদশ বার চন্দ্রমা আবর্তন করেছে।

না. রাণী। আমাদের প্রেমের পরিসমাপ্তির পূর্বে চন্দ্র-সূর্যের এই পরিক্রমা আবার যেন আমরা গণনা করি। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, সম্প্রতি তুমি দেহের দিক থেকে এমনই অসুস্থ আর মনের দিক থেকে এমনই নিরানন্দ এবং তোমার মানসিক অবস্থার এমনই পরিবর্তন ঘটেছে যে এখন আর আমি তোমায় বিশ্বাস করতেই পারছি না। কিন্তু যদিও আমি তোমায় অবিশ্বাস করি তথাপি তোমার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। কারণ ভয় আর ভালবাসা একই সঙ্গে বিরাজ করে নারীদের মনে। এই ভয় ও ভালবাসা সমানুপাতিক, অনুপস্থিত বা অতিরিক্ত কোনটাই না। তবে আমার ভালবাসা কত গভীর তার প্রমাণ আগেই পেয়েছ। ভালবাসা ও ভয়ের পরিমাণ একই আমার মনে। ভালবাসা যেখানে গভীর সেখানে সামান্য সংশয়ও ভয়ের আকার ধারণ করে, আবার যেখানে সামান্য ভয ক্রমে বড় আকার ধারণ করে ভালবাসাও সেখানে প্রবল হয়ে ওঠে।

না. রাজা। বিশ্বাস করো প্রিয়তমা, তোমাকে ছেড়ে আমায় যেতে হবে এবং তাও অতি শীঘ্র। আমার দেহের যাবতীয় যন্ত্রসমূহ বিকল হয়ে উঠেছে আজ। আমার মৃত্যুর পরও এই সুন্দর পৃথিবীতে যথাযোগ্য

সম্মান ও ভালবাসার অধিকারী হয়ে বাস করবে তুমি এবং হয়ত আমারই মত অনুরাগীকে স্বামীরূপে তুমি—

না. রাণী। থাক, আর বলো না। আমার সে প্রেম কৃতঘ্নতারই নামান্তর হবে। দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করলে আমি যেন অভিশপ্ত হই ঈশ্বরের দ্বারা। প্রথম স্বামীকে মনের দিক থেকে হত্যা না করলে ত দ্বিতীয়বার বিয়ে করা যায় না।

হ্যাম। তিক্ত, বড তিক্ত।

না. রাণী। দ্বিতীয়বারের বিবাহের দৃষ্টান্তের মধ্যে অনুরাগ নেই, আছে শুধু কৃপনেব হীন বিবেচনা। যখন আমার দ্বিতীয় স্বামী দাম্পত্যশয্যায় আমায় চুম্বন করবে তখন আমি দ্বিতীয়বার আমার মৃত স্বামীকে হত্যা করব।

না. রাজা। আমারও বিশ্বাস তুমি তোমার মনের কথাই বলেছ। কিন্তু আমরা প্রায়ই যা সংকল্প করি তা আমরা নিজেরাই ভঙ্গ করি। আমাদের ইচ্ছা বা অভিলাষ ত স্মৃতির দাস—জন্মমুহূর্তে প্রবল, কিন্তু স্থায়িত্বে ক্ষণভঙ্গুর। ঠিক অপক্ক ফলের মত তরুশাখাকে অবলম্বন করে থাকে, কিন্তু রসপরিণতিলাভ করলেই বিনা আঘাতেই ঝরে যায়। আত্মঋণ পরিশোধ করতে প্রায়ই আমরা আত্মবিস্মৃত হই। আমাদের আপন আত্মার কাছে আবেগের সঙ্গে যা করার সংকল্প করি, সে আবেগ অপসারিত হলেই সে সংকল্পও হারিয়ে যায়। সুখ অথবা দুঃখের প্রবণতা হতে যে সব সংকল্পের বা কর্মতৎপরতার উৎপত্তি, মূল দুঃখের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্তি ঘটে সে সব সংকল্পের। আনন্দ যেখানে যত উচ্ছ্বাসে প্রবল, শোক দুঃখও সেখানে তত গভীর। সুতরাং শোকের আনন্দ অথবা আনন্দের শোক তা বিচার করা খুবই কঠিন, কারণ তাদের পার্থক্যের পরিসীমা বড়ই ক্ষীণ। পৃথিবী ত চিরস্থির নয়। পৃথিবীর মত আমাদের ভাগ্যও পরিবর্তনশীল, আবার আমাদের ভাগ্যের মত আমাদের প্রেমও যদি পরিবর্তনশীল হয় তাহলে সেটা এমন কিছু বিচিত্র নয়। কারণ প্রেম ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করে না, ভাগ্যই প্রেমকে পরিচালিত করে—একথা এখনো নিঃশেষে প্রমাণিত হয়নি। মহৎ ব্যক্তিদের যখন ভাগ্যপতন ঘটে, তখন তার বন্ধু ও প্রিয় সহচরেরা দূরে পালিয়ে যায়, আবার দরিদ্র ব্যক্তিরা যখন সৌভাগ্য লাভ করে তখন শত্রুরাও বন্ধু

হয়ে ওঠে। এ পর্যন্ত দেখা যায় ভাগ্যের দ্বারা লালিত ও পরিচালিত হয় মানুষের প্রেম। যার কোন কিছুতে প্রয়োজন নেই তার কোন বন্ধুরও অভাব হয় না, আবার যে প্রয়োজনে বন্ধুর সাহায্য চায় সে তার বন্ধুকে শত্রুতে পরিণত করে তোলে। যাক, যেখানে আরম্ভ করেছিলাম সেখানেই ফিরে আসি। আমাদের ভাগ্য আর বাসনা এমনই পরস্পরবিরুদ্ধ যে তারা কখনো একমুখে বলে না। তাই আমাদের কর্মপ্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা প্রায়ই ব্যর্থ ও বিনষ্ট হয়। তুমি এখন বলছ দ্বিতীয় স্বামী কখনো গ্রহণ করবে না। কিন্তু তোমার প্রথম স্বামী মারা গেলে এ কথা ভুলে যাবে।

না. রাণী। যদি আমি বিধবা হওয়ার পর আবার কারো স্ত্রী হই তাহলে মাতা বসুমতী যেন আমায় খাদ্য না দেয়, আকাশ যেন আমায় আলো না দেয়, আমোদ প্রমোদ ও বিশ্রামের আনন্দ যেন আমায় পরিত্যাগ করে, আমার জীবনের সকল আশা ও বিশ্বাস যেন বিনষ্ট হয় সম্পূর্ণরূপে। বন্দীদশায় প্রাপ্ত যৎকিঞ্চিৎই যেন আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন হয়। বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার দ্বারা আমার জীবনের সব আনন্দ যেন ম্লান হয়। আমার বাঞ্ছিত সকল বস্তু যেন বিনষ্ট হয়। এক চিরস্থায়ী অন্তর্দ্বন্দ্বে আমার ইহকাল ও পরকালের সব শান্তিকে এক অক্লান্ত অশুভ অনুমানের দ্বারা নষ্ট করে ফেলে।

হ্যাম। যদি সে এ শপথ ভঙ্গ করে।

না. রাজা। বড় গভীর নিষ্ঠায় ধন্য এ শপথ। প্রিয়তমা, ক্ষণকালের জন্য এখানে আমায় একা রেখে যাও। ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে আসছে আমার প্রাণের প্রদীপ। আমার ইচ্ছা নিদ্রার দ্বারা দিবসের সব ক্লান্তি অপনোদন করি। (নিদ্রা)।

না. রাণী। নিদ্রার দোলায় মৃদু দোলায়িত হোক তোমার মস্তিষ্ক। তোমার আমার মধ্যে যেন কখনো কোন বিপত্তি বা বিচ্ছেদ না আসে।

(প্রস্থান)

হ্যাম। নাটকটা তোমার কেমন লাগছে মা ?

রাণী। মনে হচ্ছে নায়িকা বড় বাড়াবাড়ি করছে তার প্রেমের অভিব্যক্তিতে।

হ্যাম। কিন্তু সে তার কথা নিশ্চয় রক্ষা করবে।

রাজা। এর বিষয়বস্তুটা তুমি জান ? এতে খারাপ কিছু নেই ত ?

হ্যাম। না না, ওরা শুধু রঙ্গ ও অভিনয় করছে। রঙ্গ করেই ওরা বিষ প্রয়োগ করে, কিন্তু সে ত অভিনয়ের খাতিরে। এতে অপরাধের কিছু নেই।

রাজা। এ নাটকের নামটা কি ?

হ্যাম। 'ইঁদুর-ধরার ফাঁদ' ; কেমন ভাল না ? নামেতে আছে উপমার অলঙ্কার। এ নাটক হলো ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত এক হত্যাকাণ্ডের প্রতিচ্ছবি। গনজাগো হচ্ছে সেখানকার ডিউকের নাম আর তার স্ত্রীর নাম হচ্ছে বাপটিসিয়া। আপনারা সব এখনি দেখতে পাবেন। এ এক জঘন্য পাপাচারের কাহিনী। কিন্তু আমাদের তাতে কি ? হে রাজন, আপনার আমার আত্মা মুক্ত ও পবিত্র, এ কাহিনী আমাদের আত্মাকে স্পর্শ করতে পারবে না। যে সব অশ্বের স্কন্ধে ক্ষত আছে ঘর্ষণে তারাই যন্ত্রণা পাবে, কিন্তু আমাদের স্কন্ধে ত কোন ক্ষত নেই। সুতরাং কোন যন্ত্রণার ভয়ও নেই।

লুসিয়ানার প্রবেশ

এ হচ্ছে লুসিয়ানা, রাজার ভ্রাতুস্পুত্র।

ওফে। আপনি যেন ঐক্যতানের কাজ করছেন।

হ্যাম। পুতুলনাচের মধ্যে যদি কোন প্রেমের অভিনয় দেখি তাহলে তুমি আর তোমার প্রেমাস্পদের মধ্যে প্রেমসম্পর্কটার ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে পারি।

ওফে। আজ আপনাকে খুব তীক্ষ্ণ দেখাচ্ছে প্রভু।

হ্যাম। আজ আমার সে তীক্ষ্ণতাকে নষ্ট করে দিতে তোমাকে অনেক যন্ত্রণার দাম দিতে হবে।

ওফে। সে ত আরো ভাল আবার মন্দও শুনতে পারেন।

হ্যাম। এইভাবে তোমরা আমাদের স্বামীকে ভুল বোঝ। কই আবার শুরু করো হত্যাকারী। তোমরা অভিশপ্ত মুখভাবের বিচিত্র ভঙ্গী পরিত্যাগ করে শুরু করো। নাও শুরু করো। ঐ শোন দাঁড়কাকের কর্কশ চিৎকারে প্রতিহিংসার অনুশোচনা।

লুসিয়ানা। কৃষ্ণকুটিল চিন্তা, অত্যুগ্র হস্তদ্বয়, উপযুক্ত ওষধি আর সময় আমার এ কাজ সমর্থন করছে। অনুকূল কাল ছাড়া এ কাজের আর কোন সাক্ষী নেই। মধ্যরাত্রিতে সংগৃহীত গুল্মরাজিনিঃসৃত নির্যাসের

কুৎসিত মিশ্রনে উৎপন্ন যে ওষধি, ডাকিনীদের রাণী হেকেটের মন্ত্র তিনবার পাঠ করে তোমাকে তিনগুণ বিষাক্ত করে তুলেছি, তুমি তোমার স্বভাব-জাত ইন্দ্রজাল ও ভয়াবহ দ্রব্যগুণের প্রয়োগ দ্বারা এই সুস্থ প্রাণটিকে অবিলম্বে সংহার করো। (কানে বিষ ঢেলে দিল)

হ্যাম। রাজ্যের লোভে রাজ-উদ্যানে বিষ প্রয়োগ করল রাজার উপর। ওঁর নাম গনজাগো। বিশুদ্ধ ইতালি ভাষায় লিখিত এ কাহিনী সত্য। এখনি দেখবে, কিভাবে হত্যাকারী গনজাগোর স্ত্রীর প্রেমও লাভ করে।

ওফে। রাজা উঠে পড়ছেন।

হ্যাম। কী, মিথ্যা অগ্নিভ্রমের নকল উত্তাপে এতই ভীত !

রাণী। কেমন বোধ করছ স্বামী ?

পলো। অভিনয় বন্ধ করো।

রাজা। আমাকে আলো দাও। যাও আলো নিয়ে এসো।

পলো। আলো, আলো, আলো।

(হ্যামলেট ও হোরেশিও ছাড়া সকলের প্রস্থান)

হ্যাম। আহত হরিণ যখন যন্ত্রণায় কাতর হয়ে কাঁদতে থাকে তখন সক্ষম মৃগেরা খেলা করতে থাকে আনন্দে। কিছু লোক যখন নিদ্রা যায় তখন কিছু লোক থাকে অতন্দ্র এবং সতত সজাগ। জগতের রীতিই ত এই। আমার ভাগ্য যদি বিরূপ হয় তাহলে আমার এই অভিজ্ঞতা, মাথার টুপীতে রাশি রাশি পালক আর গ্রাম্য গোলাপের অনুকরণে কাটা চামড়ার জুতো—এই সব কিছুর একত্রিত সাহায্যেও কি আমি কোন নাট্য প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হতে পারব না ?

হোরে। হ্যাঁ, অর্ধেকের অংশীদার হতে পারবেন।

হ্যাম। আমি অর্ধেক না, গোটাটা চাই। হে আমার প্রিয় বন্ধু ড্যামন, তুমি ত জান, এ রাজ্য একদিন স্বয়ং দেবরাজ জোভের ছিল, কিন্তু আজ তিনি রাজ্যচ্যুত, আজ এ রাজ্য শাসিত হচ্ছে এক কামুক ময়ূরের দ্বারা।

হোরে। একথাটা আপনি ছন্দোবদ্ধ করে বলতে পারতেন।

হ্যাম। ঠিক বলেছ সদাশয় হোরেশিও। প্রেতের কথা যদি সত্য না হয় তাহলে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দান করব। তুমি লক্ষ্য করেছ ব্যাপারটা ?

হোরে। ভালভাবেই করেছি প্রভু।

হ্যাম। বিষপ্রয়োগের দৃশ্যাভিনয়ের সময় লক্ষ্য করেছ ?

হোরে। আমি ভালভাবেই লক্ষ্য করেছি।

হ্যাম। আ হা, কিছু গানবাজনার ব্যবস্থা করো। বাঁশি বাজিয়েদের ডাক। কিছু গান হোক। রাজা যদি মিলনান্ত নাটক পছন্দ না করেন ত ভগবানের দিব্য। তবে মনে হয় উনি তাও পছন্দ করেন না। নাও নাও, কিছু গানবাজনার ব্যবস্থা করো।

(রোজেনক্রান্তস্‌ ও গিল্ডেনস্টার্নএর পুনঃপ্রবেশ)

গিল্ডেন। আপনার সঙ্গে একটা কথা বলার যদি অনুমতি দেন প্রভু।

হ্যাম। একটা কথা কেন, একটা গোটা ইতিহাস বলার অনুমতি দিচ্ছি।

গিল্ডেন। রাজা স্যার—

হ্যাম। ঠিক আছে স্যার, তাঁর কি হয়েছে ?

গিল্ডেন। রাজা তাঁর ঘরে চলে গেছেন ; তিনি আশ্চর্যভাবে রেগে উঠেছেন।

হ্যাম। মদ পান করে ?

গিল্ডেন। না স্যার, এমনি রাগের আগুনে জ্বলছেন।

হ্যাম। রাজার এই অবস্থার কথা তাঁর চিকিৎসককে জানালে তুমি ভাল করতে। কারণ আমি যদি এর প্রতিকার করতে যাই তাহলে তিনি আরো রেগে যাবেন।

গিল্ডেন। আপনার বক্তব্য সংহত করে বলুন স্যার, বিষয়বস্তু থেকে হঠাৎ দূরে সরে যাবেন না।

হ্যাম। আমার বক্তব্য সংহতই আছে। বল, কি বলবে।

গিল্ডেন। আপনার মা মহারাণী নিদারুণ অশান্তিতে ভুগছেন। তিনি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন আমাকে দিয়ে।

হ্যাম। তুমি স্বাগত।

গিল্ডেন। না প্রভু, আপনার এই সৌজন্য প্রকাশ যথার্থ নয়। আপনি যদি আমাকে যথাযথ উত্তর দেন তাহলে আমি আপনার মার আদেশ পালন করব। যদি তা না দেন তাহলে মার্জনা করবেন, আমি ফিরে চলে যাব এবং সেইখানেই হবে আমার আরব্ধ কাজের শেষ।

হ্যাম। আমি তা পারি না স্যার।

রোজেন। কী পারেন না প্রভু ?

হ্যাম। যথার্থ উত্তর দিতে। আমার বুদ্ধি রোগগ্রস্ত; তবে যে উত্তর আমি সাধ্যমত দিতে পারি তা তোমাকে আর আমার মাকে দেব। আর বেশী কিছু চেও না। তুমি বলছিলে আমার মা—

রোজেন। তিনি বলছিলেন, আপনার আচরণ দেখে তিনি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছেন।

হ্যাম। যে ছেলে তার মাকে বিস্ময়াভিভূত করে দিতে পারে সে ছেলে সত্যিই বিস্ময়কর। কিন্তু মার এই বিস্ময়ের পরে আর কি কিছু নেই?

রোজেন। তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান, আপনি শুতে যাবার সময় তাঁর ঘরে একবার দেখা করে যাবেন।

হ্যাম। তিনি আমার মা বা মার দশগুণ যা হোন, আমি তাঁর আদেশ পালন করব। তোমাদের কি অন্য কোন কাজ আছে আমার সঙ্গে?

রোজেন। প্রভু, আপনি একদিন আমাকে ভালবাসতেন।

হ্যাম। আমার এই সংগ্রহকারক অপহারক হস্তদ্বয়ের দিব্য করে বলছি আজও তোমাকে ভালবাসি।

রোজেন। প্রভু, আপনার এই মানসিক বিপর্যয়ের কারণ কি? আর আপনি যদি আপনার বন্ধুকে সে কারণের কথা স্বাধীনভাবে বলতে না পারেন তাহলে সে বলার পথে বাধাই বা কোথায়?

হ্যাম। আমার পদোন্নতির অভাব স্যার।

রোজেন। কিন্তু তা কি করে হয়, কারণ রাজা নিজেই ত বলেছেন আপনিই ডেনমার্কের সিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী।

হ্যাম। 'ঘাস গজাতে গজাতে ঘোড়া মরে যায়'—এই প্রবাদবাক্যটা এত প্রাচীন যে তা একরকম বর্ণহীন হয়ে গেছে।

বংশীবাদকগণ সহ অভিনেতাদের প্রবেশ

হে বংশীবাদকগণ! একটা বাঁশি দাও দেখি। আমাকে আপনারা আপনাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে চান—আপনারা কি আমাকে সারিয়ে তুলতে চান, কোন কর্মপাশে আমাকে আবদ্ধ করাই যেন আপনাদের উদ্দেশ্য।

গিল্ডেন। ও আমার প্রভু, আমার কর্তব্যবোধ যেমন অতিসাহসী, আমার ভালবাসাও তেমনি ভব্যাতিরিক্ত।

হ্যাম। আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না। এই বাঁশিটা তুমি বাজাবে কি?

গিল্ডেন। আমি বাঁশি বাজাতে পারি না স্যার।

হ্যাম। আমি অনুরোধ করছি।

গিল্ডেন। আমার কথা বিশ্বাস করুন, আমি পারি না।

হ্যাম। আমি অনুনয় বিনয় করছি।

গিল্ডেন। আমি বাঁশি ধরতেই জানি না।

হ্যাম। মিথ্যা কথা বলার মতই সহজ এ কাজ। তোমার আঙ্গুল আর বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে এই রন্ধ্রগুলির মুখ নিয়ন্ত্রিত করো আর ফুৎকারে তোমার মুখ থেকে বায়ু নির্গত করে এর মধ্যে সঞ্চালিত করো। তাহলেই দেখবে কেমন চমৎকার স্বর বেরিয়ে আসবে এর ভিতর থেকে। দেখ দেখ, এইগুলো হচ্ছে রন্ধ্র।

গিল্ডেন। কিন্তু এই সব রন্ধ্রপথনিঃসৃত স্বরধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে ঐক্যতান সৃষ্টি করতে পারব না আমি। সে দক্ষতা আমার নেই।

হ্যাম। তাহলে দেখ, কত অযোগ্যই না মনে করো আমায়। তুমি আমাকে বাঁশির মত বাজাতে চাও; তুমি আমার জীবন ও চরিত্রের রন্ধ্রপথগুলির কথা জেনে নিতে চাও, তুমি আমার অন্তরের সব রহস্য জেনে নিতে চাও; তুমি চাও আমার নিম্নতম স্বরগ্রাম হতে উচ্চতম স্বরগ্রাম পর্যন্ত ইচ্ছামত ধ্বনিত করে তুলবে আমার কণ্ঠকে। এই ক্ষুদ্র যন্ত্রটি কী মধুর স্বরে ভরা, অথচ এটিকে ধ্বনিত করে তুলতে পার না তুমি। পবিত্র ধর্মীয় শোণিতের দিব্য করে বল দেখি, তুমি কি আমায় বাঁশির থেকেও বাজানো সহজ বলে মনে করো? তুমি আমাকে বাঁশি বা যে যন্ত্রই মনে করো না কেন, তুমি আমাকে বাজাতে পারবে না।

পলোনিয়াসের পুনঃপ্রবেশ

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন স্যার!

পলো। প্রভু, রাণীমা আপনার সঙ্গে কথা বলবেন এবং এখনি।

হ্যাম। প্রায় উটের মতন দেখতে সামনের মেঘটা দেখতে পাচ্ছেন?

পলো। সম্মিলিত প্রার্থনার নামে বলছি, ওটা উটের মতই দেখতে।

হ্যাম। আমার ত মনে হচ্ছে বেজীর মত।

পলো। ওর পিঠটা বেজীর মত।

হ্যাম। অথবা তিমির মত।

পলো। হুবহু তিমির মত।

হ্যাম। তাহলে আমি আমার মার কাছে কিছু পরেই যাচ্ছি। (স্বগত) ওরা আমার উন্মত্ততার শেষ সীমা পর্যন্ত আমায় বোকা বানিয়ে চলে। —আমি শীঘ্রই যাচ্ছি।

পলো। সেই কথাই বলব তাঁকে।

হ্যাম। কথাটা সহজেই বলা যায়। বন্ধুগণ, এখন তোমরা যাও। (হ্যামলেট ছাড়া সকলের প্রস্থান) রাত্রির এই সময়ই ত সতর্ক প্রহরার কাল। প্রতিটি গীর্জাপ্রাঙ্গণ এখন জৃম্ভণরত অবস্থায় আলস্য উদ্গীরণ করছে। নরকের দূষিত নিঃশ্বাসে মহামারীর অসংখ্য বীজাণু ছড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীতে। রাত্রির এই মুহূর্তে আমি কারো উষ্ণ রক্ত পান করতে পারি, দিনের বেলায় যে পাপকর্ম চোখে দেখে চমকে উঠতাম এখন তা অনায়াসে করতে পারি। কিন্তু এখন চুপ। এখন মার কাছে গিয়ে কি বলব সেইটাই হলো কথা। স্থির হও হে আমার হৃদয়, সংযত করো তোমার স্বভাবকে। আমার বক্ষে যেন নীরোর নিষ্ঠুরতা অনুপ্রবিষ্ট না হয়। আমি নিষ্ঠুর হলেও আমার সে নিষ্ঠুরতায় যেন অস্বাভাবিকতা না থাকে। আমার প্রতিটি কথায় থাকবে শানিত ছুরিকার তীক্ষ্ণতা, কিন্তু সে তীক্ষ্ণতা আমি প্রয়োগ করব না। আমার জিহ্বা এবং আত্মা যেন ছলনাময় হয় এ বিষয়ে। আমি আমার কথা দিয়ে যতই তাঁকে ধিক্কার দিই না কেন, কার্যতঃ তার প্রয়োগে যেন সম্মতি দিও না হে আমার অন্তর।

তৃতীয় দৃশ্য। এলসিনোর। দুর্গপ্রাসাদ।

রাজা, রোজেনক্রান্তস্ ও গিল্ডেনস্টার্নএর প্রবেশ

রাজা। আমার ত তাকে মোটেই ভাল লাগছে না। তার এই উন্মত্ততার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিও আমাদের পক্ষে নিরাপদ নয়। সুতরাং প্রস্তুত হও। তোমাদের জন্য আদেশপত্র আমি এখনি পাঠিয়ে দেব। সেও তোমাদের সঙ্গে ইংলণ্ডে যাবে। তার এই বিপজ্জনক মানসিক রোগ যা প্রতি ঘণ্টায় বেড়ে যাচ্ছে, আমাদের রাষ্ট্রের পক্ষে তা সহ্য করা সম্ভবপর হবে না।

গিল্ডেন। আমরা যা করার যথাসাধ্য করব এ বিষয়ে। রাজ্যের অসংখ্য যে সব প্রজার জীবন ও ভরণপোষণ নির্ভর করছে আপনার উপর তাদের নিরাপত্তার জন্য আপনার এই আশঙ্কা খুবই ন্যায় ও ধর্মসঙ্গত।

রোজেন। এ জটিগতে প্রতি মানুষ মনের সমস্ত শক্তি ও অস্ত্রের দ্বারা সব রকমের বিপদ হতে নিজেকে রক্ষা করতে বাধ্য। কিন্তু যার শুভ অস্তিত্বের উপর অসংখ্য জীবন নির্ভর করছে তার নিজেকে রক্ষার প্রয়োজন আরো অনেক বেশী। কোন রাজার মৃত্যু এক বিরাট উপসাগরের মত যা তার সন্নিকটস্থ অনেক কিছুকেই গ্রাস করে। এ যেন পর্বতশিখরে সংস্থাপিত বিশাল এক চক্র যার মর্মদেশের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে অসংখ্য বস্তু ও ব্যক্তিরূপ নাভিদণ্ড। অজস্র বস্তুসমন্বিত সে চক্রের যখন পতন ঘটে তখন এক বিরাট ধ্বংসলীলা নেমে আসে সারা দেশ জুড়ে। কোন রাজা কখনো একা দুঃখে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন না, তাঁর সে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে অগণ্য মানুষের আকুল আর্তনাদ।

রাজা। তোমরা তাহলে দ্রুত নৌযাত্রার ব্যবস্থা করো। আমরা এই মুক্তমত্ত ভয়কে উপযুক্ত শৃংখলে আবদ্ধ করতে চাই।

রোজেন। আমরা দ্রুত যাবার ব্যবস্থা করছি।

(রোজেনক্রান্তস ও গিল্ডেনস্টার্নএর প্রস্থান)

পলোনিয়াসের প্রবেশ

পলো। মাননীয় প্রভু, উনি ওঁর মার কক্ষে যাচ্ছেন। পর্দার অন্তরাল থেকে আমি ওঁদের কথাবার্তা শুনব। আমি জোর করে বলতে পারি রাণীমা প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তাঁর কাছ থেকে আসল কথাটা বার করে নেবেন। তবু আপনি যেহেতু বিজ্ঞের মত বলেছেন, প্রকৃতি মাতৃজাতিকে পুত্রের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট করে তুলেছেন সেই হেতু মাতা ছাড়া অন্য এক তৃতীয় ব্যক্তির বাইরে থেকে ওঁদের কথাবার্তা শোনা উচিত। বিদায় মহারাজ! আপনি শয্যাগমন করার আগেই আমি আপনার সঙ্গে দেখা করে সব কথা জানাব।

রাজা। ধন্যবাদ প্রিয় লর্ড। (পলোনিয়াসের প্রস্থান) ওঃ, কী পূতিগন্ধময় আমার পাপ যার অশুভ বিস্তারে সুদূর স্বর্গলোক পর্যন্ত হয়ে উঠেছে দূষিত। মহাপাপ এই ভ্রাতৃহত্যা যা সেই প্রাচীন আদি অভিশাপের দ্বারা অভিশপ্ত। মনে বাসনা জাগলেও আমি প্রার্থনা করতে পারছি না। প্রবলতর পাপের কাছে পরাভব মানতে বাধ্য হচ্ছে আমার প্রবল বাসনা। দ্বিমুখী দুটি কর্মের আকর্ষণে কোন মানুষ যেমন বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দুটি কর্মকেই উপেক্ষা করে, আমিও তেমনি কর্মারম্ভের পূর্বে যেখানে

ছিলাম সেখানেই দাঁড়িয়ে আছি বিহ্বল হয়ে। যে ভ্রাতৃরক্তে রঞ্জিত হয়েছে আমার অভিশপ্ত হাত সে রক্ত ধৌত করে আমার হাতকে তুষারশুভ্র করে তোলার মত উপযুক্ত বৃষ্টিধারা কি আকাশে নেই? করুণা যদি পাপের সম্মুখীন না হয় তাহলে কিসের তবে তার প্রয়োজন? পাপের আগে মানুষকে প্রতিরুদ্ধ করা ও পতনের পর তার জন্য উপযুক্ত ক্ষমার ব্যবস্থা করা—এই দ্বিবিধ ক্ষমতা যদি কোন প্রার্থনার না থাকে তাহলে সে প্রার্থনার প্রয়োজন কি? তাহলে আমিও ত আশার সম্ভাবনায় মুখ তুলে তাকাব, আমার পাপও অতীত। কিন্তু আমার প্রার্থনার কথাবস্তু কি হবে? জঘন্য ভ্রাতৃহত্যার জন্য আমায় ক্ষমা করো! তা ত হতে পারে না। কারণ ঐ হত্যার আনুষঙ্গিক ফলগুলি আজও আমি ভোগ করে চলেছি, যথা রাজমুকুট, রাজগৌরব আর রাজমহিষী। পাপের স্খালন না হওয়া পর্যন্ত কি কোন পাপী মার্জনা পেতে পারে? এই জগতের কলুষিত জীবনপ্রবাহে পাপের আপাতউজ্জ্বল হাতে প্রায়ই ন্যায়বিচার লাঞ্ছিত হয়, প্রায়ই দেখা যায় যত সব দুষ্ট পুরস্কারে ন্যায়বিচার ক্রীত হয়। কিন্তু সেই উর্ধ্বলোকে তা হবার কোন উপায় নেই; সেখানে কখনো কোন পদস্খলন হয় না ন্যায়বিচারের। সেখানে আপন আপন পাপকর্মের করাল উপস্থিতির সম্মুখীন হয়ে সত্য সাক্ষ্য দান করতে বাধ্য হই আমরা। তাহলে কি করব আমি? এর পর করার কি আছে আমার? চেষ্টা করো অনুতাপের মাধ্যমে পাপের যদি স্খালন করতে পার। অনুতাপ কি না পারে? কিন্তু কেউ যদি অনুতাপ করতে না পারে তাহলে কি হবে? হায়, কী হতভাগ্য আমার অবস্থা! হে আমার মৃত্যুসম কুটিল বক্ষ, মুক্তিকামনায় সতত সংগ্রামরত হে আমার কর্মপাশবদ্ধ আত্মা, দ্বিগুণীকৃত করো তোমাদের প্রচেষ্টা। সাহায্য করো হে দেবদূতগণ! আমায় উদ্ধার করো। হে আমার উদ্ধত জানুদ্বয়, প্রার্থনায় নত হও, হে আমার ইস্পাত-কঠিন হৃদয়, নবজাত শিশুর পেশীর মত নম্রমেদুর হও। সব ঠিক হয়ে যাবে। (নতজানু হয়ে প্রার্থনায় বসল)

হ্যামলেটের প্রবেশ

হ্যাম। এখনি ত সেরে ফেলতে পারি সেই প্রতিশোধ গ্রহণের কাজটা। এখন ও প্রার্থনায় রত। এখনি আমি কাজটা সম্পন্ন করব, তাহলে ওর আত্মা সরাসরি চলে যাবে স্বর্গলোকে আর আমারও প্রতিশোধবাসনা হবে

চরিতার্থ। কিন্তু আমার এ কাজকেও ত বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। কোন এক শয়তান হত্যা করেছে আমার পিতাকে আর আমি তাঁর এক-মাত্র পুত্র হিসাবে স্বর্গে প্রেরণ করছি সেই শয়তানকে। এ ত প্রতি-হিংসার কাজ নয়, বেতন বা পুরস্কার দাবি করতে পারি আমি এ কাজের জন্য। স্থূল লালসার দ্বারা তাড়িত হয়ে সে আমার পিতাকে হত্যা করেছে। মধ্য বসন্তের পরিণত পুষ্পের মত আরক্তিম হয়ে উঠেছে পূর্ণবিকসিত তার পাপ। একমাত্র স্বর্গই জানে তার পাপের যথার্থ পরিমাণ। তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং আমাদের স্বাভাবিক চিন্তা-ধারার বিচারে যতদূর মনে হয় অমিত পাপের ঋণভারে জর্জরিত সে। কিন্তু যখন সে আত্মশোধনে রত, প্রার্থনায় উপবিষ্ট এবং তার আত্মা ইন্দ্রিয়াতীত ঊর্ধ্বলোকে উড্ডীন তখন যদি তাকে হত্যা করি তাহলে আমার প্রতিশোধবাসনা কি ঠিকমত চরিতার্থ হবে? না, কোষবদ্ধ হও হে আমার তরবারি। আরো কোন ভয়ঙ্কর মুহূর্তের অপেক্ষায় থাক। যখন সে পানোন্মত্ত অবস্থায় নিদ্রা যাবে অথবা কোন অবৈধ রাগের আগুনে জ্বলতে থাকবে অথবা যখন অগম্যাযোনিসম্ভোগে লিপ্ত থাকবে যে আরামশয্যায়, যখন সে দ্যূতক্রীড়ায় রত থাকবে বা মিথ্যা শপথবাক্য উচ্চারণ করবে অর্থাৎ এই ধরনের কোন না কোন ক্ষমাহীন পাপকর্মে জড়িত হয়ে পড়বে তখনি আঘাত করবে তাকে যাতে সে ঊর্ধ্বপদ ও অধোমস্তক অবস্থায় নরকে পতিত হয়ে স্বর্গকে পদাঘাত করে এবং তার গন্তব্যস্থল নরকের মতই অভিশপ্ত ও কালো হয়ে ওঠে। আমার মা আবার আমার অপেক্ষায় আছেন। তোমার এই অব্যাহতি তোমার এই বিপদাতিক্রান্ত দেহ যেন তোমার রোগাক্রান্ত আয়ুষ্কালকে দীর্ঘস্থায়ী করে তোলে। (প্রস্থান)

রাজা। (উঠে দাঁড়িয়ে) ঊর্ধ্বলোকে উড়ে যায় প্রার্থনার কথা; নিম্নের এই মর্ত্যভূমি পরে পড়ে থাকে চিন্তাক্লিষ্ট অন্তর আমার। কিন্তু অন্তঃসার-শূন্য যে প্রার্থনার কথা, স্বর্গের সান্নিধ্য বা সামীপ্য মুক্তি তা পায় না কখনো। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। রাণীর গর্ভকক্ষ।

রাণী ও পলোনিয়াসের প্রবেশ

পলো। উনি এখানে সোজা চলে আসবেন। ওঁর অন্তরের অন্তঃস্থল পর্যন্ত লক্ষ্য করবেন। বলবেন ওর উন্মত্ততাজনিত বিদ্রূপ দিনে দিনে

এমনই বেড়ে উঠেছে যে তা সহ্যের সীমাকে ছাড়িয়ে গেছে। বলবেন আপনার করুণাই এখনো পর্যন্ত তাকে রক্ষা করে চলেছে রাজরোষের অমোঘ উত্তাপ থেকে। আমি নিকটেই নীরবে অবস্থান করব। আমার অনুরোধ, স্পষ্ট করে সব কথা বলবেন।

হ্যাম। (ভিতর থেকে) মা মা।

রাণী। আমি বলছি, ভয়ের কোন কারণ নেই। তুমি চলে যাও। ও এসে গেছে, ওর কথা শুনতে পাচ্ছি। (পর্দার আড়ালে আত্মগোপন করল পলোনিয়াস)

হ্যামলেটের প্রবেশ

হ্যাম। এবার বল মা, খবর কি ?

রাণী। হ্যামলেট, তুমি তোমার পিতাকে খুবই রুষ্ট করে তুলেছ।

হ্যাম। তুমিও ত আমার পিতাকে খুবই রুষ্ট করে তুলেছ।

রাণী। দেখ, তুমি তোমার অলস জিহ্বার দ্বারা আমার কথার উত্তর দিচ্ছ।

হ্যাম। দেখ, তুমিও তোমার দুষ্ট জিহ্বার দ্বারা আমাকে প্রশ্ন করছ।

রাণী। একথা কেন বলছ হ্যামলেট ?

হ্যাম। এখন কি বলতে চাও বল।

রাণী। তুমি কি আমায় ভুলে গেছ ?

হ্যাম। ক্রুশবিদ্ধ যিশুর নামে বলছি আমি তোমায় ভুলিনি। তুমি হচ্ছ রাণী, তোমার স্বামীর ভ্রাতার স্ত্রী আর আমার মা—অবশ্য আমার মা না হলেই ভাল হতে।

রাণী। না, এভাবে যদি তুমি কথা বল তাহলে যারা তোমার এ কথার জবাব দিতে পারবে তাদের নিযুক্ত করব।

হ্যাম। নাও, নাও, স্থির হয়ে বস, বাজে বকো না। এখন তুমি যেতে পাবে না। আমি তোমার সামনে এক দর্পণ রাখব, তার উপর তোমার মর্মস্থলকে প্রতিবিম্বিত দেখ।

রাণী। কি করতে চাও তুমি ? তুমি আমায় হত্যা করবে না ত ? কই কে আছ, রক্ষা করো।

পলো। (অন্তরাল হতে) কই কে আছ, রক্ষা করো। বাঁচাও।

হ্যাম। (তরবারি মুক্ত করে) কে বটে, ইদুর ? এক ডুকেট বাজী

রেখে বলতে পারি তুমি মৃত। (যবনিকা ভেদ করে অস্ত্রচালনা করে পলোনিয়াসকে হত্যা করল)

পলো। (অন্তরাল থেকে) হায়, আমি নিহত হলাম।

রাণী। হা আমার কপাল। কি করলে তুমি?

হ্যাম। জানি না ত। রাজা নাকি?

রাণী। কী হঠকারী এবং রক্তাক্ত কাজই তুমি করলে।

হ্যাম। রাজাকে হত্যা করে তার ভাইকে বিয়ে করার মতই কি রক্তাক্ত এ কাজ?

রাণী। রাজাকে হত্যা করার মত?

হ্যাম। হ্যাঁ, আমি ত তাই বলি। (পর্দা সরিয়ে) বিদায় হে হঠকারী হতভাগ্য, অনধিকার প্রবেশকারী নির্বোধ। আমি ভেবেছিলাম তোমার থেকে কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। তোমার দুর্দৈব তুমি গ্রহণ করো। অনধিকার চর্চায় অতি তৎপরতার প্রতিফল তুমি পেলে। তোমার হাত মোচড়ানো বন্ধ করে চুপ করে বস মা। আমি তোমার অন্তরটাকে মোচড় দিয়ে মথিত করি। অবশ্য সেটা যদি ভেদযোগ্য কোন বস্তু হয়, যদি অভিশপ্ত পাপাচারের নিয়মিত অভ্যাসে সমস্ত কাণ্ডজ্ঞানের বিরুদ্ধে তোমার অন্তরকে এক দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত না করে তোলে।

রাণী। কী এমন আমি করেছি যার জন্য তুমি এমন রূঢ় ভাষায় আমায় গালাগালি করছ?

হ্যাম। এমনই কাজ যা শ্লীলতার মহিমাকে আচ্ছন্ন করে দেয়, যা সতীত্বকে লজ্জারক্ত করে তোলে, ভণ্ডামিতে পরিণত করে মানুষের সমস্ত সদ্‌গুণকে, যা নির্দোষ প্রেমের ললাট হতে শুচিসুন্দর গোলাপটিকে অপসারিত করে তার পরিবর্তে রেখে দেয় সেখানে এক তপ্ত ক্ষতচিহ্ন। যে কাজ বিবাহের পবিত্র শপথবাক্যকে দ্যুতক্রীড়ার পণের মত মিথ্যা করে দেয়। সে কাজ এমনই কাজ যা দেহের মর্মকেন্দ্র হতে আত্মাকে উৎপাটিত করে, ধর্মকে পরিণত করে শুধু অসার শব্দঝঙ্কারে; সে কাজ দেখে লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠেছে স্বর্গের সুদীপ্ত আনন, ক্রোধতপ্ত হয়ে উঠেছে বিশাল ধরিত্রীর কঠিন মুখ।

রাণী। হায়, কী সে কাজ যার কথা বলতে গিয়ে ভূমিকাতেই বজ্রের মত এমন তর্জন গর্জন করছ?

হ্যাম। এই ছবিটিকে দেখ। তার পাশে দেখ আর একটি। দুটি ছবি দুই ভ্রাতার প্রতিকৃতি। এই ললাটে দেখ মহিমার কী এক অপরূপ ব্যঞ্জনা, হাইপীরিয়নের মত কুঞ্চিত কেশদাম। স্বয়ং দেবরাজসদৃশ তাঁর সম্মুখ অঙ্গ। রণদেবতার মত প্রদীপ্ত তাঁর চক্ষুযুগল যা একই সঙ্গে ভীতির সঞ্চার করে এবং অধীনস্থদের আদেশ দান করে। মরুতের মত যিনি সবেমাত্র আবির্ভূত হয়ে আকাশচুম্বী সুমেরুশিখরে অবস্থান করছেন পূর্ণজ্যোতিতে ভাস্বর হয়ে; অনুপম দেবচিহ্নে সমন্বিত ও সুগঠিত যাঁর প্রতিটি অঙ্গ, যাঁকে দেখে বোঝা যায় তিনিই জগতের মধ্যে আদর্শ পুরুষ। এই আদর্শ পুরুষ ছিলেন তোমার স্বামী। কিন্তু এর পর কি হয়েছে দেখ। ইনিই হচ্ছেন তোমার বর্তমান স্বামী যিনি ত্বকদুষ্ট শস্যশীর্ষের মত তাঁর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ভ্রাতাকে হত্যা করেছেন। তোমার চোখের দৃষ্টি আছে? এই সুন্দর গিরিচূড়া ত্যাগ করে নিম্নের এই হীন জলাশয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারলে তুমি? হা, চোখ বলে তোমার কিছু আছে? এটাকে তুমি প্রেম বলতে পারনা। তোমার এই বয়সে যৌবনজীবনের রক্তের সেই উদ্দামতা এখন স্তিমিত, সে রক্ত এখন শান্ত হয়ে মেনে চলে বিচারবুদ্ধির নির্দেশ। কিন্তু কোন সে যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির নির্দেশে তোমার এই নিম্নমুখী পদক্ষেপণ? তোমার গতি ও চলৎশক্তি যখন আছে তখন ইন্দ্রিয়ানুভূতিও নিশ্চয় আছে। কিন্তু সে অনুভূতি এখন অপস্মার রোগে আক্রান্ত। তুমি ত উন্মাদও নও, কারণ উন্মাদের এ ভুল হয় না, উন্মত্ত আবেগের দাসত্বে তার অনুভূতি এমনভাবে আবদ্ধ বা বিকল হয় না। এই সব পার্থক্যনির্ণয়ের ক্ষেত্রে তারও কিছুটা নির্বাচন ক্ষমতা থাকে। জীবনের কানামাছি খেলায় কোন সে শয়তান তোমায় এমনভাবে প্রতারিত করেছে? অনুভবহীন দৃষ্টি কিংবা দৃষ্টিহীন অনুভব, স্পর্শদৃষ্টিহীন শ্রবণ বা ঘ্রাণমাত্রসার অথবা রোগজীর্ণ ইন্দ্রিয়ের কোন দুর্বল অংশ তোমায় এতখানি নির্বোধ করতে পারত না। হে লজ্জা, কোথায় তোমার আরক্ত আনত ভাব! হে বিদ্রোহী নরক, কোন এক বয়স্থা নারীর শিথিলিত অস্থিমজ্জায় যদি বিদ্রোহের আগুন জ্বালাতে পার তাহলে জ্বলন্ত যৌবনের নিজস্ব অগ্নিশিখায় ধর্মবোধ ত দ্রবীভূত হবেই। অপরিহার্য প্রবৃত্তির বশে যখন এইভাবে এগিয়ে চলা, শীতের তুষারে যখন অগ্নির সক্রিয় দহন, বল্গাহীন বাসনার উদ্দামতায় যুক্তিবোধ যখন ভ্রষ্ট, তখনও নেই কোন লজ্জার ঘোষণা।

রাণী। ও হ্যামলেট, আর কথা বলো না। তুমি আমার দৃষ্টিকে আমার আপন আত্মার উপর নিবদ্ধ করেছ, সে আত্মার মাঝে দেখছি শুধু ঘনকৃষ্ণ কলঙ্করেখা যা কোনদিন মুছে যাবে না।

হ্যাম। না না, জঘন্য শূকরাবাসবৎ আপাতমধুর আরামশয্যায় আকণ্ঠ কলুষমগ্ন হয়ে প্রেমাবেগে কূজন করো আর যৌনাচারে মত্ত হয়ে থাক।

রাণী। আর বলিস না। তোর কথাগুলো শাণিত ছুরির মত প্রবেশ করছে আমার কানে। আর না লক্ষ্মী হ্যামলেট আমার।

হ্যাম। একজন হত্যাকারী শয়তান, একটা হীন ক্রীতদাস, তোমার ভূতপূর্ব স্বামীর যোগ্যতার কুড়ি ভাগের একভাগও ছিল না যার মধ্যে, যে সামান্য এক তস্করের মত সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা ও রাজমুকুটরূপ রত্নকে করায়ত্ত করে।

রাণী। আর না।

প্রেতমূর্তির প্রবেশ

হ্যাম। ছিন্নভিন্ন রাজা এক—স্বর্গের হে দেবপ্রহরীগণ, তোমাদের মায়াময় পক্ষজাল বিস্তার করে রক্ষা করো আমায়। মহিমান্বিত রাজোপম আকৃতি, কি চান আপনি?

রাণী। হায়, ও উন্মাদ হয়ে গেছে।

হ্যাম। আপনার যে অলস পুত্র বৃথা আবেগে কালক্ষেপ করছে, আপনার সেই ভয়ঙ্কর আদেশ পালনে অনর্থক বিলম্ব করছে যে, আপনি কি তাকে তিরস্কার করতে এসেছেন? বলুন, উত্তর দিন।

প্রেত। ভুলে যেও না, আমার এই সাক্ষাতের উদ্দেশ্য হলো কালক্ষেপে স্থূলতাপ্রাপ্ত তোমার সংকল্পকে শাণিত করে দেওয়া। কিন্তু দেখ, তোমার মার চোখে মুখে বিস্ময়, অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত তাঁর আত্মার সামনে গিয়ে দাঁড়াও। বিবেকের দংশন দুর্বল মনেই বেশী। তোমার মার সঙ্গে কথা বল হ্যামলেট।

হ্যাম। এখন কেমন আছ ভদ্রে?

রাণী। হায় হায়, তুমি কেমন আছ? শূন্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বিদেহ বাতাসের সঙ্গে কথা বলছ? তোমার বিক্ষুব্ধ অন্তরের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে তোমার চক্ষে। রণবাদ্যজাগরিত নিদ্রোত্থিত সৈন্যদলের মত আপ্রান্ত দণ্ডায়মান তোমার সুবিন্যস্ত শায়িত কেশগুচ্ছ। হে সুভদ্র শান্ত পুত্র

আমার, তোমার উত্তপ্ত চিত্তের উদ্ধত অগ্নিশিখায় ধৈর্যের শীতল জল-সিঞ্চন করো। কার দিকে তাকাচ্ছ তুমি?

হ্যাম। তাঁর দিকে, তাঁর দিকে। দেখ, তাঁর দৃষ্টি কেমন ম্লান, তাঁর আকৃতি এবং উদ্দেশ্য একত্র মিলিত হয়ে আবেদন জানালে নিষ্প্রাণ পাথরও প্রাণ পেয়ে অসাধ্য সাধনে সক্ষম হবে।—আমার পানে আর তাকিও না। তাহলে তোমার সকরুণ দৃষ্টি আমার কঠিন অন্তরকে বিগলিত করে ফেলবে। তখন আমি হারিয়ে ফেলব আমার সংকল্পের দৃঢ়তা, তখন রক্তের লালসার পরিবর্তে অশ্রু ঝরবে আমার চোখে।

রাণী। কার সঙ্গে কথা বলছিস?

হ্যাম। তুমি কি কিছুই দেখতে পাচ্ছ না?

রাণী। কিছুই না, যা যা আছে তাই দেখছি।

হ্যাম। তুমি কি কিছুই শুনতে পাওনি?

রাণী। আমাদের কথাবার্তা ছাড়া আর কোন কথা ত শুনতে পাইনি।

হ্যাম। কেন, ওখানে দেখ, দেখ কেমন উনি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে চলে যাচ্ছেন! আমার পিতা, জীবদ্দশার সেই পোষাক তাঁর পরিধানে, উনি দ্বারদেশের বাইরে চলে যাচ্ছেন। (প্রেতমূর্তির অন্তর্ধান)

রাণী। এ তোমার আপন মস্তিষ্কের সৃষ্টি। দেহহীন মানবের এই বিভ্রম সৃজন, তোমার উন্মত্ততা অতি সুচতুর।

হ্যাম। উন্মত্ততা! আমার ধমনীস্পন্দন তোমার মত কালের নিয়মিত ধারাকে মেনে চলছে এবং সঙ্গীতের মত ধ্বনিত হয়ে চলেছে ছন্দোবদ্ধ সুরে। আমি উন্মাদসুলভ কোন প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করিনি। আমাকে পরীক্ষা করে দেখ। আমি আগে যা বলেছি এবং যাকে তুমি উন্মাদের কথা বলছ সেই কথাবস্তুকে আমি আবার একসূত্রে গ্রথিত করব। ঈশ্বরের করুণার প্রতি যদি কোনমাত্র শ্রদ্ধা থাকে তবে মা, তুমি কোন অবৈধ জীবন যাপন করছ না। আমিই শুধু উন্মাদের মত প্রলাপ বকে চলেছি—আত্মপ্রসাদরূপ প্রলেপের এই মিথ্যা তোষামোদবাক্যে বিশ্বাস করো না, এ প্রলেপ এক অতিসূক্ষ্ম আবরণে ক্ষতস্থানকে আবৃত রাখে শুধু। কিন্তু তখন দূষিত রোগবীজাণু গোপন বিস্তারে ভিতরে ভিতরে এগিয়ে গিয়ে সংক্রামিত করে তোলে সমগ্র দেহকে। ঈশ্বরের কাছে সব কিছু স্বীকার করো। অতীত পাপকর্মের জন্য অনুতাপ

করো। অবাঞ্ছিত ভবিষ্যৎকে পরিহার করে চল। অরণ্য-আগাছার উপর সার প্রয়োগ করে তাদের আরো সজীব ও কলুষপ্রসারী করে তুলো না। ক্ষমা করো, আমার গুণ বলতে শুধু এইটুকু। কামনাকীর্ণ এই স্থূল কালে ধর্মই এখন অধর্মের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করবে, নতজানু হয়ে সে এখন তার কল্যাণ সাধনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করবে।

রাণী। ও হ্যামলেট, তুমি আমার অন্তরকে দ্বিধাবিভক্ত করে দিয়েছ।

হ্যাম। তা যদি হয় তাহলে তোমার অন্তরের খারাপ অংশটি ফেলে দিয়ে ভাল অংশটিকে রেখে দিয়ে পবিত্র জীবন যাপন করো। শুভরাত্রি; কিন্তু আমার খুল্লতাতর শয্যায় গমন করো না। সে সদগুণ যদি তোমার নাও থাকে তাহলে অন্তত তার ভান করো। প্রথাগত আচরণরূপ দানব সমস্ত কু-অভ্যাসকে কালক্রমে গ্রাস করে। এ দিক থেকে তা দেবদূতের মত কাজ করে। সদাচার নিয়মিত অভ্যাসে মানুষকে এক ধর্মাবরণে আবৃত করে। আজকের রাত্রিটা নিবৃত্ত থাক পাপকর্ম হতে। এই সংযম ক্রমশঃ সহজ করে তুলবে তোমার আত্মনিগ্রহের ব্রত সাধনাকে। নিয়ত অভ্যাস মানবস্বভাবের রূপান্তর ঘটায়. এক আশ্চর্য শক্তির দ্বারা সে স্বভাবের কুৎসিত শয়তানসুলভ প্রবৃত্তিগুলিকে হয় সংযত করে অথবা দূরেতে নিক্ষেপ করে। আবার শুভরাত্রি জানাচ্ছি। যদি কখনো তুমি ঈশ্বরের আশীর্বাদ চাও তাহলে আমি তোমার পক্ষ থেকে সে আশীর্বাদ প্রার্থনা করব ঈশ্বরের কাছে। তোমার এই বর্তমান স্বামীর জন্যও দুঃখ হয় আমার। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা, এ কাজ করে তাঁর সে ইচ্ছা পূরণ আমায় করতেই হবে। তবে যে মৃত্যু তাঁকে আমি দান করব তার জন্য ঈশ্বরের কাছে অবশ্যই কৈফিয়ৎ দেব আমি। আবার শুভরাত্রি। সদয় হবার জন্যই নিষ্ঠুর হতে হবে আমায়। এই সবে মন্দের শুরু। আরো মন্দ রয়েছে পশ্চাতে। আর একটা কথা সুভদ্রে!

রাণী। বল কি কথা।

হ্যাম। না, আমি যা তোমায় করতে বলেছি তা কোনক্রমেই করো না। পানস্ফীত রাজা শয্যায় প্রলুব্ধ করুক তোমায়। কামাতুর স্পর্শের আঘাত হানুক তোমার গণ্ডদেশে। তোমাকে তার মুষিক বলে আদর করুক। আর তুমিও তার একজোড়া অশ্লীল চুম্বন আর তোমার গ্রীবাদেশে তার অভিশপ্ত অঙ্গুলিসঞ্চালনে বাধ্য হয়ে একথা তার কাছে

প্রকাশ করে দিও যে আসলে আমি উন্মাদ নই, আমার এ উন্মত্ততা কৌশলগত এক চাতুর্য মাত্র। তুমি তাকে একথা জানালেই ভাল হবে। একজন সুন্দরী, ধীরমতি, বিচক্ষণা রাণী হয়ে তুমি ত আর সামান্য এক ভেক, বাদুর বা মার্জারের কাছে একথা গোপন রাখতে পার না। সমস্ত কাণ্ডজ্ঞান ও গোপনতার নির্দেশকে অগ্রাহ্য করে গৃহশীর্ষে তুলে ধরো তোমার পিঞ্জর, গোপন কথার পাখিরা উড়ে যাক সে পিঞ্জর হতে আর তখনি সেই বিখ্যাত বানরের মত সেই শয়তানটা তোমার পিঞ্জর পরীক্ষার জন্য নেমে এসে তোমার গলদেশ ভগ্ন করুক।

রাণী। তুমি নিশ্চিত থাকতে পার। আমার প্রাণবায়ু রুদ্ধ হয়ে গেলেও আমি তোমার কথা প্রকাশ করব না।

হ্যাম। আমাকে ইংলণ্ডে যেতে হবে, তুমি তা জান।

রাণী। এটা দুর্ভাগ্যের কথা, আমি তা ভুলেই গিয়েছিলাম। তবে এটাই স্থির হয়েছে।

হ্যাম। মুদ্রাঙ্কিত আদেশপত্র প্রস্তুতই আছে এবং আমার দুজন সহপাঠি যাদের আমি বিষধর সাপের থেকে বেশী বিশ্বাস করি না তাদের উপর ভার পড়েছে সে আদেশ পালন করার। তারা অবশ্যই আমার গতিকে ত্বরান্বিত করে হীন চক্রান্তের পথে আমাকে চালিত করবে। তাই করুক তারা। বিস্ফোরক নিজেই যদি বিস্ফোরণে বিদীর্ণ হয় তাহলে দর্শকরা তা দেখে কৌতুক অনুভব করে। ব্যাপারটা দুঃখের হলেও আমিও এদের গতিপথের দুই হাত তলায় বিস্ফোরক স্থাপিত করে এদের চন্দ্রমণ্ডলে পাঠিয়ে দেব। একই পথে দুটি ষড়যন্ত্র যদি মিলিত হয় তাহলে তা কী সুন্দরই না দেখায়। এই ভদ্রলোকটিই ত আমায় বিদেশে পাঠানোর মূলে। এর মৃতদেহটা এখন পাশের ঘরে রেখে দিই। বিদায় মা, শুভ রাত্রি। এই পারিষদ এখন কত স্থির, সংযত এবং গম্ভীর; কিন্তু ওর জীবদ্দশায় ও ছিল নির্বোধ বাচাল আর ঘৃণ্য চক্রান্তকারী। এস মশায়, তোমার একটা গতি করি। বিদায় মা, শুভরাত্রি।

(পৃথক পৃথকভাবে উভয়ের প্রস্থান। পলোনিয়াসের মৃতদেহ টেনে নিয়ে যেতে যেতে হ্যামলেটের প্রস্থান)

প্রথম দৃশ্য। এলসিনোর। দুর্গপ্রাসাদ।

রাজা, রাণী, রোজেনক্রান্তস্ ও গিল্ডেনস্টার্নের প্রবেশ

রাজা। তোমাদের এই গভীর দীর্ঘশ্বাস নিশ্চয় কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের

প্রতি নির্দেশ করছে। আমরা যাতে বুঝতে পারি সেইভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত। তোমার পুত্র কোথায় ?

রাণী। কিছুক্ষণের জন্য আমাদের এখানে থাকতে দাও। (রোজেনক্রান্তস্‌ ও গিল্ডেনস্টার্ন এর প্রস্থান) হায়, আজ রাতে কীই না দেখলাম !

রাজা। কি দেখেছ গাট্রুড ? হ্যামলেট কেমন আছে ?

রাণী। কার শক্তি বেশী এই নিয়ে দ্বন্দ্বে যেমন প্রমত্ত হয়ে ওঠে সমুদ্র আর ঝঞ্ঝাবায়ু তেমনি আজ হ্যামলেটও প্রমত্ত। তার সেই মত্ত অবস্থায় সহসা যবনিকার অন্তরালে একটা জিনিসকে নড়ে উঠতে দেখে 'মুষিক মুষিক' বলে চিৎকার করে তার তরবারিটা কোষমুক্ত করে, তারপর এক অলীক আশঙ্কার বশবর্তী হয়ে সেই অদৃশ্য ভদ্রলোককে হত্যা করে।

রাজা। কী দুঃখজনক ঘটনা। আমরা যদি ওখানে থাকতাম তাহলে আমাদেরও তাই হত। তার অবাধ স্বাধীনতা আমাদের সকলের কাছেই ভয়ের বস্তু—তোমার আমার প্রত্যেকের কাছেই। হায়, এই রক্তক্ষয়ী হত্যাকাণ্ডের কী জবাব দেব আমরা ? লোকে আমাদের দূরদৃষ্টির প্রতি দোষারোপ করবে। বলবে এই উন্মাদ যুবককে উপযুক্ত প্রহরাধীনে রেখে ওর গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করা উচিত ছিল। কিন্তু স্নেহের আতিশয্যে আমরা বুঝতে পারিনি আমাদের কি করা উচিত। দূষিত রোগে আক্রান্ত কোন ব্যক্তি যেমন লোকচক্ষু হতে সে রোগের কথা গোপন রেখে সে রোগকে অবাধে তার প্রাণ ক্ষয় করে যেতে দেয়, আমরাও তাই করছি। কোথায় সে ?

রাণী। যাকে সে হত্যা করেছে তার মৃতদেহ এখন সে সরাতে ব্যস্ত। অপরিশুদ্ধ খনিজ পদার্থের মাঝে বিশুদ্ধ ধাতুর মতই তার উন্মত্ততা এখন পবিত্রতায় উজ্জ্বল। সে এখন তার কৃতকর্মের জন্য আকুল হয়ে কাঁদছে।

রাজা। এস গাট্রুড। চলে এস। আগামী কালের সূর্য উদয়াচল স্পর্শ করার আগেই আমরা তাকে সমুদ্রপথে পাঠিয়ে দেব। আমাদের রাজকীয় মহিমা এবং চাতুর্যের দ্বারা এই জঘন্য পাপকর্মের দায়িত্বের সম্মুখীন হব আমরা এবং আমরা তাকে মার্জনাও করব। কই গিল্ডেনস্টার্ন !

রোজেনক্রান্তস্‌ ও গিল্ডেনস্টার্নের প্রবেশ

বন্ধুগণ, তোমরা দুজনে একটি কাজে যাও। হ্যামলেট উন্মত্ততার বশে

পলোনিয়াসকে হত্যা করে ফেলেছে। সে এখন তার মার কক্ষ থেকে মৃতদেহটা সরাচ্ছে। যাও, তার কাছে গিয়ে তাকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করে সেই মৃতদেহটা ধর্মমন্দিরে নিয়ে এস। অনুরোধ, যত তাড়াতাড়ি পার কাজটা সম্পন্ন করো। (রোজেনক্রান্তস্ ও গিল্ডেনস্টার্নের প্রস্থান) এস গার্ট্রুড, আমরা আমাদের বিচক্ষণ বন্ধুদের ডাকব এবং তাদের আমরা আমাদের কর্তব্যের কথা জানাব। যে অঘটন ঘটে গেছে অকালে সেকথাও জানাব। কামানের অগ্নিগোলকের মত লোকনিন্দার কলগুঞ্জনও অভ্রান্ত গতিতে ভূবৃত্তের ব্যাসপথে নির্দিষ্ট প্রতীপবিন্দুতে উপনীত হয়—কিন্তু সে গুঞ্জন হয়ত স্পর্শ করতে পারবে না আমাদের নামকে, শুধু দুর্ভেদ্য বাতাসের গায়ে বৃথা আঘাত হেনে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ফিরে যাবে তা। চলে এস। আমার অন্তর আজ ভয় আর অশান্তিতে পরিপূর্ণ।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। এলসিনোর। দুর্গপ্রাসাদ।

হ্যামলেটের প্রবেশ

হ্যাম। নিরাপদ স্থানে অপসৃত হলো এ মৃতদেহ।

ভদ্রমহোদয়গণ। (ভিতর থেকে) হ্যামলেট, লর্ড হ্যামলেট !

হ্যাম। চুপ, কিসের গোলমাল ? কে ডাকছে হ্যামলেটকে ? ওই ত, ওরা এইদিকেই আসছে।

রোজেনক্রান্তস্ ও গিল্ডেনস্টার্ন এর প্রবেশ

রোজেন। মৃতদেহটা কোথায় রেখেছেন প্রভু ?

হ্যাম। যে ধূলিকণার সঙ্গে এর আত্মীয়তা বেশী তার সঙ্গে ওকে মিশিয়ে দিয়েছি।

রোজেন। বলুন কোথায় রেখেছেন, যাতে আমরা মৃতদেহটিকে ধর্মমন্দিরে নিয়ে যেতে পারি।

হ্যাম। একথায় বিশ্বাস করো না।

রোজেন। কি কথায় বিশ্বাস ?

হ্যাম। বিশ্বাস করো না যে তোমাদের কথামত কাজ করব আমার বিবেচনামত নয়। একজন শোষক যদি প্রশ্ন করে একজন রাজপুত্র কি তার উত্তর দেবে ?

রোজেন। আমাকে একজন শোষক বলে মনে করেন প্রভু ?

হ্যাম। হ্যাঁ স্যার! রাজ অনুগ্রহ, রাজ পুরস্কার আর শাসন কর্তৃত্বভার সব শোষণ করতে চায় সে শোষক। এই সব কর্মীদের রাজসেবাই পরিশেষে শ্রেষ্ঠ পরিগণিত হয়। বানর যেমন আপেল ফল তার মুখের এক কোণে রেখে দিয়ে পরে ধীরে ধীরে খায় তেমনি রাজাও এদের প্রয়োজন মত চাপ দিয়ে এদের সব সঞ্চয় শোষণ করে নেন, তখন এরা শুষ্ক হয়ে যায়।

রোজেন। আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

হ্যাম। আমি তাতে খুশি। নির্বোধরা সুচতুর কথা বুঝতে পারে না, তাদের শ্রুতিপথে সে কথারা ঘুমিয়ে পড়ে।

রোজেন। মাননীয় প্রভু, আপনাকে অবশ্যই বলতে হবে মৃতদেহটি কোথায় এবং আমাদের সঙ্গে আপনাকে রাজ সমীপে যেতে হবে।

হ্যাম। মৃতদেহটি আছে রাজার কাছে, কিন্তু রাজা মৃতদেহের কাছে নেই। রাজা এক বস্তুমাত্র—

গিল্ডেন। বস্তুমাত্র!

হ্যাম। বস্তু কিন্তু অন্তঃসারশূন্য। চল আমায় রাজার কাছে নিয়ে চল। শিকারকে গোপনে রেখে দাও, সকলে তার পিছনে ছুটুক।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। এলসিনোর। দুর্গপ্রাসাদ।

অনুচরবর্গসহ রাজার প্রবেশ

রাজা। আমি তাকে খুঁজে আনতে লোক পাঠিয়েছি। মৃতদেহটাকেও আনতে বলেছি। এ ধরনের লোককে মুক্ত রাখা কী বিপজ্জনক। আপনারা নিশ্চয়ই এর উপর কঠোর বিধি প্রয়োগ করতে বলবেন না, কারণ ও মূঢ় জনতার কাছে একান্ত প্রিয়। সাধারণ জনগণ ত বিচার করে কোন কিছুকে দেখে না, নয়নলোভন বস্তুকেই ভালবাসে। তারা শুধু অপরাধীর শাস্তিটাকেই বড় করে দেখে, অপরাধীর অপরাধের কথাটা ভেবে দেখে না। ঘটনাকে আয়ত্বে আনতে হলে তাকে সহসা বিদেশে পাঠাতেই হবে, তাতে যদি আমাদের যুক্তিবোধকে থামিয়ে রাখতে হয় ত তা হবে। রোগ বেড়ে গেলে অস্ত্রপ্রচারেই তার উপশম ঘটাতে হয়। তা না হলে রোগ সারে না।

রোজেনক্রান্তস্‌ এর প্রবেশ

কি খবর! কি হলো?

রোজেন। মাননীয় প্রভু, মৃতদেহ কোথায় সেকথা কিছুতেই উনি আমাদের বলবেন না।

রাজা। কিন্তু কোথায় সে ?

রোজেন। বাইরে প্রহরাধীনে। আপনার আদেশের অপেক্ষায়।

রাজা। তাকে এখানে নিয়ে এস।

রোজেন। হো গিল্ডেনস্টার্ন, প্রভুকে নিয়ে এস।

গিল্ডেনস্টার্ন ও হ্যামলেটের প্রবেশ

রাজা। এখন বল হ্যামলেট, পলোনিয়াস কোথায় ?

হ্যাম। নৈশভোজে।

রাজা। নৈশভোজে ? কোথায় ?

হ্যাম। তবে সেখানে তিনি খাচ্ছেন না, খাদিত হচ্ছেন। তাঁর মৃতদেহের মধ্যে এখন রাজনৈতিক শবকীটদের এক ভোজসভা চলেছে। আপনার এই দেহরূপ রাজ্যের শবকীটই ত একমাত্র সম্রাট। আমরা আমাদের দেহকে বর্ধিত করার জন্য অনেক প্রাণীকে লালন করি, আর আমাদের দেহকে লালন করি শুধু শবকীটদের জন্য—পরিশেষে আমরা সকলেই তার খাদ্যবস্তুতে পরিণত হই। স্থূলদেহ রাজা অথবা শীর্ণদেহ ভিক্ষুক দুই পাত্রে পরিবেশিত ভিন্ন পরিমাণ একই আহার্য। আহারের স্থান এক। এই ত সকলের এক পরিণাম।

রাজা। হায় হায় !

হ্যাম। যে পোকা কোন রাজার মৃতদেহ ভক্ষণ করেছে সেই পোকার উপচারে কোন মানুষ মাছ ধরতে পারে, আবার সে পোকা যে মাছ খেয়েছে সেই মাছ সে খেতেও পারে।

রাজা। এর দ্বারা কি বলতে চাও তুমি ?

হ্যাম। কিছু না, শুধু দেখাতে চাই যে কোন রাজকীয় যাত্রাপথের শেষ পরিণতি হলো ভিক্ষুকের দেহাবশেষ।

রাজা। পলোনিয়াস কোথায় ?

হ্যাম। স্বর্গে। সেখানে আপনার দূত পাঠান। সেখানে যদি তাকে পাওয়া না যায় তাহলে আপনি নরকে নিজে গিয়ে খোঁজ করতে পারেন তার আর যদি সেখানেও একমাসের মধ্যে না পান তাহলে সিঁড়ি বেয়ে প্রতীক্ষালয়ে যাবার মুখে তার গন্ধ পাবেন।

রাজা। (অনুচরবর্গকে) যাও ওখানে খোঁজ করগে।

হ্যাম। তোমরা না যাওয়া পর্যন্ত সে সেখানেই থাকবে।

(অনুচরদের প্রস্থান)

রাজা। হ্যামলেট, তোমার এই কাজের জন্য আমরা গভীরভাবে দুঃখিত। বিশেষ করে তোমার নিরাপত্তার জন্য আমরা চিন্তিত। আর এই জন্যই তোমাকে অগ্নির মত দ্রুতগতিতে এ স্থান হতে অন্যত্র পাঠাতে বাধ্য হচ্ছি। সুতরাং প্রস্তুত হও, তোমার জাহাজ তৈরি, বাতাস অনুকূল, তোমার সহচরেরা প্রস্তুত, সব শুভ এখন ইংলণ্ড যাত্রার পক্ষে?

হ্যাম। ইংলণ্ড যাত্রার জন্য?

রাজা। হ্যাঁ, তাই হ্যামলেট।

হ্যাম। ভাল।

রাজা। আমাদের উদ্দেশ্যের কথা যদি জেনে থাক ত ভালই।

হ্যাম। আমি এক স্বর্গীয় রক্ষককে জানি যে আপনাদের সব কাজকে প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু ইংলণ্ডে যাই। বিদায় মা।

রাজা। আমি তোমার স্নেহশীল পিতা হ্যামলেট, মাতা নই!

হ্যাম। আমার মাতা! পিতা ও মাতা ত স্বামী আর স্ত্রী; দুজনে ত একই রক্ত মাংসের মানুষ এবং আমার মাতাও তাই। চল ইংলণ্ডে যাই। (প্রস্থান)

রাজা। ওকে পায়ে পায়ে অনুসরণ করো। ওকে বুঝিয়ে জাহাজে নিয়ে গিয়ে চাপাও। দেরি করো না। আমি চাই আজ রাত্রেই ওকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে। সব কিছু ব্যবস্থা ঠিক হয়ে আছে। আমার অনুরোধ তাড়াতাড়ি করো, তা না হলে আবার কিছু ঘটে যেতে পারে। (রাজা ছাড়া আর সকলের প্রস্থান) আর ইংলণ্ড, তোমার প্রতি আমার ভালবাসার যদি কোন মূল্য থাকে, আমার প্রবল প্রতাপ যদি তোমাকে কিছুমাত্র আত্মসচেতন করে তোলে, ডেনমার্কের অব্যর্থ তরবারির আঘাতে সৃষ্ট রক্তলাল ক্ষত অশুষ্ক থাকে যদি এখনো, এখনো যদি তুমি অবাধ ভয়ের বশবর্তী হয়ে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য দান করে চলো তাহলে আমাদের এই রাজকীয় নির্দেশ কখনই তুমি অগ্রাহ্য করবে না। এ নির্দেশপত্রের তাৎপর্য হলো অবিলম্বে হ্যামলেটের মৃত্যু। এ কাজ তোমায় করতেই হবে ইংলণ্ড। আমার রক্তে সে নিয়ে আসে জ্বরবিকারস্বরূপ এক

উত্তপ্ত উত্তেজনা। এর থেকে আমাকে মুক্ত তোমায় করতেই হবে। এ কাজ নিষ্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা কিছুই অনুভব করতে পারব না আমি।

চতুর্থ দৃশ্য। ডেনমার্কের কোন এক প্রান্তর।

সেনাদলসহ ফোর্টিনব্রাসের প্রবেশ

ফোর্টিন। যাও সেনানায়ক, আমার পক্ষ থেকে ডেনমার্করাজকে অভিনন্দন জানাও। তাঁকে বল তাঁর অনুমতি অনুসারে ফোর্টিনব্রাস তাঁর রাজ্যের ভিতর দিয়ে সৈন্যচালনা করতে চায়। তুমি আমাদের গোপন সাক্ষাতের স্থান জান, যদি তাঁর কিছু বলার থাকে তাহলে আমরা তাঁর সামনে গিয়েই আমাদের কর্তব্যের কথা জানাব, তাঁকে একথা জানাবে।

সেনানায়ক। আমি তাই করব প্রভু।

ফোর্টিন। যাও, ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হও।

(সেনানায়ক ছাড়া আর সকলের প্রস্থান)

হ্যামলেট, রোজেনক্রান্তস্, গিল্ডেনস্টার্ন ও অন্যান্যদের প্রবেশ

হ্যাম। হে ভদ্র, এ সব কার সেনাদল?

সেনানায়ক। এ সব সৈন্য নরওয়েব রাজার স্যার।

হ্যাম। কি উদ্দেশ্যে এদের অভিযান?

সেনানায়ক। পোল্যাণ্ডের এক অংশের বিরুদ্ধে।

হ্যাম। এ সৈন্যদল কে পরিচালনা করছে?

সেনানায়ক। বৃদ্ধ নরওয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ফোর্টিনব্রাস।

হ্যাম। সমগ্র পোল্যাণ্ড, না তার কোন সীমান্তের বিরুদ্ধে এরা অগ্রসর হচ্ছে?

সেনানায়ক। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা এখন অগ্রসর হচ্ছি সামান্য এমন একখণ্ড ভূমির জন্য যার কোন আর উপস্বত্ব নেই, শুধু নামমাত্র সার। মাত্র পঞ্চমুদ্রার বিনিময়েও সে ভূমি চাষ করব না আমি। আর যদি মুদ্রার বিনিময়ে এ ভূমি বিক্রীত হয় তাহলে নরওয়ে বা পোল্যাণ্ড কেউই এর বেশী মূল্য পাবে না।

হ্যাম। তাহলে পোল্যাণ্ড নিশ্চয় এ ভূমির জন্য কোন আক্রমণ প্রতিরোধ করবে না?

সেনানায়ক। হ্যাঁ, এর আগেই তারা প্রতিরক্ষার সব আয়োজন সম্পূর্ণ করে রেখেছে।

হ্যাম। দুই হাজার লোকের জীবননাশ আর কুড়ি হাজার মুদ্রার অপচয় হলেও ঐ তুচ্ছ তৃণখণ্ড সম্পর্কিত বিতর্কের শেষ হবে না। বহু শান্তি আর সম্পদের ধ্বংসের এটাই হলো কারণ। মানুষ কেন মরে সে কারণ বাইরে প্রকাশিত হয় না। সে কারণ আছে মানুষের মনের ভিতরে। ভিতরে ভিতরে ভেঙ্গে দেয় মানুষের মনকে। বিনয়ের সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্যার।

সেনানায়ক। বিদায় স্যার। (প্রস্থান)

রোজেন। অনুগ্রহ করে আসবেন প্রভু?

হ্যাম। তুমি চল, আমি যাচ্ছি এখনি। (হ্যামলেট ভিন্ন সকলের প্রস্থান) কেমন সমস্ত ঘটনাই এখন আমার প্রতিকূলে যাচ্ছে। আমার স্তিমিত হয়ে পড়া প্রতিশোধবাসনাকে উত্তেজিত করে তুলছে তারা। সে মানুষই বা কি ধরনের মানুষ যে উপযুক্ত মূল্য দিয়ে কেনা সময় শুধু আহার নিদ্রার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করার মাঝেই জীবনের পরম কল্যাণকে খুঁজে পায়? সে পশু ছাড়া আর কিছুই নয়। যে ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমাদের ব্যাপক বিচারবুদ্ধি, অতীত ও ভবিষ্যৎকে দেখার ক্ষমতা, ঐশ্বরিক যুক্তিবোধ প্রভৃতি ক্ষমতাগুলি অব্যবহারে নষ্ট হয়ে যাবার জন্য দান করেননি। এ কোন পাশবিক বিস্মৃতি, না বাসনাগত কোন কুণ্ঠা অথবা ঘটনা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ অতিচিন্তার ফল যে চিন্তার তিনভাগ জুড়ে আছে কাপুরুষতা আর এক ভাগে আছে জ্ঞান—তা আমি জানি না। জানি না কেন এখনো আমি জীবিত আছি আর কেন আমি বলছি, এ কাজ আমায় করতে হবে আর করার মত কারণ, ইচ্ছা ও উপায় আছে। পৃথিবীর স্থূল অস্তিত্বের মত বাস্তব প্রমাণ বা দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই যা আমায় উপযুক্ত শিক্ষা দান করতে পারে। দেখ ঐ সেনাদল আয়তনে যেমন বিরাট, সংখ্যায় তেমনি বহুল, অথচ এই বিরাট সেনাদল অল্পবয়স্ক শীর্ণদেহ এক তরুণ যুবরাজের দ্বারা পরিচালিত, যার মনে এক স্বর্গীয় উচ্চাভিলাষ, অদৃশ্য অদৃষ্টের প্রতি বিদ্রূপ, অনিশ্চিত জীবনমৃত্যুর অধীন হয়েও যে সামান্য ডিমের খোলার মত তুচ্ছ এক ভূমিখণ্ডের জন্য নিয়তি নির্ধারিত মৃত্যু ও বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে সাহসের সঙ্গে। উপযুক্ত কারণ না থাকলে উত্তেজিত হওয়া মহত্তের লক্ষণ নয়, কিন্তু সম্মানহানির আশঙ্কা দেখা দিলে মহৎ ব্যক্তিরা তুচ্ছ কারণে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হন। তাহলে আমার অবস্থাটা কি?—পিতা যার নিহত, মাতা যার কলঙ্কিনী, আমার দেহের রক্তের সমস্ত উত্তাপ ও যুক্তি-

বোধের সব উত্তেজনাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি। অথচ লজ্জার সঙ্গে আমি আমার চোখের সামনে দেখছি কুড়ি হাজার লোক ভ্রান্ত আদর্শ অথবা ছলনাময়ী যশের আশায় সমাধিশয্যার পথে এগিয়ে চলেছে, উপযুক্ত কারণের অনুসন্ধান না করেই সামান্য একখণ্ড ভূমির জন্য লড়াই করছে যে ভূমিখণ্ড তাদের সমাধি বা শবাচ্ছাদনের পক্ষেও যথেষ্ট নয়। এবার হতে রক্তের কামনা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না আমার চিন্তায়।

পঞ্চম দৃশ্য। এলসিনোর। দুর্গপ্রাসাদ।

রাণী, হোরেশিও ও জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ

রাণী। না আমি তার সঙ্গে কোন কথা বলব না।

ভদ্রলোক। সে এখন উন্মাদের মত, বড়ই ব্যাকুল। তার সে অবস্থা দেখলে করুণা হয়।

রাণী। সে কি বলতে চায়?

ভদ্রলোক। সে এখন তার পিতার কথাই বেশী বলে। সে বলে সে নাকি শুনেছে এ পৃথিবীতে ছলনার ফাঁদ পাতা। বলতে বলতে করাঘাত করে বুকে, তৃণখণ্ড ঠেলে দেয় পদাঘাতে। তার কথা সংশয়জনক, অর্ধ আভাসিত তার কথা। তার কথায় বক্তব্য কিছু নেই, তবু সে কথার অস্ফুট স্খলিত ভঙ্গিমা আকৃষ্ট করে শ্রোতাদের। সে কথার অর্থ তারা বোঝার চেষ্টা করে, আপন আপন চিন্তা ও ধারণা অনুসারে তার ব্যাখ্যা করে। কখনো আঁখিপাতে, কখনো মস্তক সঞ্চালনে, কখনো অঙ্গভঙ্গিতে সে তার ভাব প্রকাশ করে। তা দেখে লোকে কিছু স্পষ্ট করে বুঝতে না পারলেও বুঝতে পারে দুঃখের কিছু একটা ঘটেছে।

হোরে। তাঁর সঙ্গে কথা বললে ভাল করতেন, কারণ ওঁর এই অবস্থা দেখে অশিষ্ট মানসিকতাসম্পন্ন মানুষে অনেক কিছু খারাপ ভাবতে পারে।

রাণী। তাকে এখানে নিয়ে এস। (ভদ্রলোকের প্রস্থান) (স্বগত) পাপের স্বভাব অনুসারে আমার অসুস্থ মনে সামান্য এক তুচ্ছ বস্তুও এক বিরাট দুর্ঘটনার পূর্বাভাস বলে মনে হচ্ছে। আমার অপরাধ এমনই অনভিজ্ঞ অচতুর যে তা প্রকাশ হয়ে যাবার ভয় করলেও নিজেকেই নিজে প্রকাশ করে ফেলে।

উন্মত্ত অবস্থায় ওফেলিয়ার প্রবেশ

ওফেলিয়া। ডেনমার্কের সুন্দরী রাণী কোথায়?

রাণী। কেমন আছ ওফেলিয়া ?

ওফেলিয়া। (গান করতে লাগল)

কেমন করে জানব তোমার
খাঁটি ভালবাসা
পায়ে চটি, হাতে ছড়ি
মাথায় টুপী খাসা।

রাণী। হায় মেয়ে, কী অর্থ এই গানের ?

ওফে। আপনি বলছেন ? না দয়া করে শুনুন ? (গান)

সে মরে গেছে, এ পৃথিবী
ছেড়ে গেছে চলে ;
এখন মাথায় তার সবুজ ঘাস
পাথর পায়ের তলে।

ও হো।

রাণী। না, কিন্তু ওফেলিয়া—

ওফে। দয়া করে শুনুন। (গান) পর্বততুষারশুভ্র তার শবাচ্ছাদন—

রাজার প্রবেশ

রাণী। হায়, এদিকে দেখ স্বামী।

ওফে। মিষ্টি ফুলের সাজে সেজে
যাচ্ছে সমাধিতে
চোখের জল ফেলে সবাই
তারি দুঃখেতে।

রাজা। কেমন আছ সুন্দরী বালিকা ?

ওফে। ঈশ্বর আপনাকে সৃষ্টি করেছেন ! লোকে বলে পেঁচা রুটি প্রস্তুতকারকের মেয়ে। আমরা কি তা জানি প্রভু, কিন্তু কি হব তা জানি না। আপনার খাবার টেবিলে ঈশ্বর যেন উপস্থিত থাকেন।

রাজা। ও ওর পিতার চিন্তাই করছে।

ওফে। দয়া করে ও কথা আমায় আর বলবেন না। যদি আপনাকে এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করে ত বলবেন : (গান)

কাল ত প্রেমের দিন সকালেই
আমাদের প্রেমের প্রথম

তোমার জানালা পথে আমার কুমারী মন
প্রতীক্ষায় রবে প্রিয়তম।
তারপর উঠে পড়ে
পোষাক ত্যাগ করে,
দুয়ার খুলে কুমারীকে
নেয় যে বরণ করে।
সে কুমারী আর যে কভু
যায় না বাহিরে।

রাজা। সুন্দরী ওফেলিয়া !

ওফে। সত্যি শুনুন, শপথ না করেই এর শেষ করব। (গান)

দিব্য দিয়ে বলতে পারি
লজ্জা আর দুর্দৈব
যুবকরাই লজ্জা নাশে
দোষ যে তাদের মেয়েদের দিব্য।
সে বলে, বিয়ে করব বলে আমায়
বিপথে তুমি নিয়ে গিয়েছিলে।

সে উত্তর দেয়, সূর্যের শপথে বলি, বিপথে তোমায় যাইনি নিয়ে বিয়ে করব বলে।

রাজা। কতদিন ওর এমন হয়েছে ?

ওফে। আশা করি সব ঠিক হয়ে যাবে। আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে। কিন্তু ওরা কিভাবে তাঁকে ঠাণ্ডা মাটির গর্ভে শায়িত করেছে সে কথা ভাবলে না কেঁদে পারি না। আমার ভাই একথা জানতে পারবে। আপনার সুপরামর্শের জন্য ধন্যবাদ। গাড়ি প্রস্তুত করো আমার জন্য। শুভরাত্রি, শুভরাত্রি ! (প্রস্থান)

রাজা। ওকে অনুসরণ করো। ওকে লক্ষ্য করো ভাল করে। আমার অনুরোধ। (হোরেশিও ও গিল্ডেনস্টার্নএর প্রস্থান) এ হচ্ছে ওর গভীর দুঃখেরই বিষময় ফল। ওর পিতার মৃত্যুই হচ্ছে এ দুঃখের উৎস। এখন দেখ গার্টুড, দুঃখ যখন আসে, তখন একা আসে না, আসে দল বেঁধে। প্রথমতঃ তার পিতা নিহত হলেন, তারপর তোমার পুত্র নিজের দোষে নির্বাসিত হলো। প্রজারা সন্দেহের বশে পলোনিয়াসের মৃত্যু সম্বন্ধে নানা-

রকম কুৎসা রটনা করছে। আমরা নাকি তাঁকে খুব তাড়াতাড়ি অনভিজ্ঞের মত সমাধিস্থ করেছি। হতভাগিনী ওফেলিয়া এখন আত্মবিস্মৃত এবং বিচারবুদ্ধিহীন। যে বিচারবুদ্ধির অভাবে আমরা মানুষ হয়েও প্রাণহীন প্রতিকৃতি অথবা জ্ঞানহীন পশু মাত্র, সে বিচারবুদ্ধি আর তার নেই। এ ছাড়া তার ভাই ফ্রান্স থেকে গোপনে দেশে ফিরে এসেছে। আপন বিস্ময়ে অভিভূত সে; তার পিতার মৃত্যু সম্পর্কে নিন্দুকরা যাতে কুৎসিত নিন্দার দ্বারা তার কানকে সংক্রামিত করতে না পারে তার জন্য বাড়িতে আত্ম-গোপন করে আছে সে। যেখানে প্রকৃত তথ্যের অভাব সেখানে অসংখ্য লোকের কানে কানে ফেরা নিন্দার কথা আমাদের বিদ্ধ করবে। ও আমার প্রিয়তম গার্ট্রুড, এক একটি নিন্দাবাক্য যেন এক একটি মৃত্যুশেল, মৃত্যুর অধিক মৃত্যু দান করছে আমাদের। (ভিতরে গোলমালের শব্দ)

রাণী। আমার দুর্ভাগ্য! গোলমাল কিসের?

রাজা। প্রহরী!

জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ

আমার সুইস প্রহরীরা কোথায়? তাদের দ্বার রক্ষা করতে বল। ব্যাপার কি?

ভদ্র। নিজেকে রক্ষা করুন মহারাজ। কূলপ্লাবী মহাসমুদ্রের বিধ্বংসী জলরাশির থেকেও উচ্ছৃংখল দ্রুততার সঙ্গে লার্তেস দ্বাররক্ষীদের পরাভূত করে এক বিক্ষুব্ধ জনতাকে সঙ্গে করে এদিকেই আসছে। জনতা তাকে রাজা বলে অভিহিত করছে। অতীতের সমস্ত প্রথা লঙ্ঘন করে এমন-ভাবে ব্যবহার করছে যাতে মনে হবে এই বুঝি পৃথিবীর শুরু। তারা চিৎকার করে বলছে, 'আমরা নির্বাচন করছি, লার্তেস রাজা হবে।' টুপী তুলে হাত নেড়ে চিৎকারে আকাশ ফাটিয়ে তারা বলছে, 'লার্তেস রাজা হবে, লার্তেস রাজা হবে।'

রাণী। কত মিথ্যা এক ব্যাপারে তারা আনন্দে উল্লাস করছে। (ভিতরে গোলমাল) ডেনীয় কুকুর সব, এখানেও মিথ্যা ছলনা।

রাজা। সব দরজা ভেঙ্গে গেল।

এক সশস্ত্র জনতাসহ লার্তেসএর প্রবেশ

লার্তেস। রাজা কোথায়?—মহাশয়রা, তোমরা সবাই বাইরে থাক

সকলে। না, আমাদেরও ভিতরে যেতে দাও।

লার্তেস। আমার অনুরোধ, আমাকে যেতে দাও।

সকলে। ঠিক আছে যেতে দিচ্ছি।

(সকলের প্রস্থান)

লার্তেস। ধন্যবাদ তোমাদের। দরজার কাছে তোমরা থাক।—ও শয়তান রাজা, আমার পিতাকে ফিরিয়ে দাও।

রাণী। শান্তভাবে কথা বল ভদ্র লার্তেস।

লার্তেস। আমার দেহের কোন রক্তবিন্দু যদি শান্ত থাকে তাহলে তা যেন আমাকে অবৈধ সন্তান বলে ঘোষণা করে, আমার পিতাকে ভ্রষ্টা স্ত্রীর স্বামী বলে উপহাস করে এবং সতী নারী আমার মার শুচিশুভ্র ললাটে কুলটার কলঙ্ক লেপন করে।

রাজা। তোমার এ মনোভাবের কারণ কি লার্তেস? কেন সহসা বিদ্রোহী হয়ে বিকটাকার দৈত্যের রূপ ধারণ করেছ? ওকে এগিয়ে আসতে দাও গার্ট্রুড, আমাদের দৈহিক ক্ষতির কোন আশঙ্কা করো না। এক স্বর্গীয় নিরাপত্তার দৈব জ্যোতি এমনভাবে বেষ্টন করে থাকে রাজাদের যে কোন রাজদ্রোহিতা তার বিশেষ কোন ক্ষতি করতে পারে না, শুধু উঁকি মেরে যায় দূর থেকে। ওকে এগোতে দাও গার্ট্রুড। বল যুবক।

লার্তেস। আমার পিতা কোথায়?

রাজা। তিনি মৃত।

রাণী। কিন্তু রাজা তাঁকে হত্যা করেননি।

রাজা। ওর যা জানার ওকে জানতে দাও।

লার্তেস। কেমন করে তিনি মারা গেলেন? আমি কারো দ্বারা প্রতারিত হব না। রসাতলে যাক আমার সমস্ত আনুগত্য। আমার সমস্ত শপথ আমি কৃষ্ণকুটিল শয়তানকে দান করি। আমার সমস্ত বিবেকবুদ্ধিকে নরকের অতল গভীরে নিক্ষেপ করে আমি চিরকালের জন্য যে কোন অভিশাপ সহ্য করতে প্রস্তুত। একটা বিষয়ে আমি স্থির ও অবিচল থাকব, এর জন্য ইহকাল পরকাল অগ্রাহ্য করব আমি। যা ঘটে ঘটুক, তবু আমি আমার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবই।

রাজা। কে তোমার প্রতিরোধ করবে?

লার্তেস। একমাত্র আমার নিজের ইচ্ছা ছাড়া জগতের আর কোন কিছুই আমার প্রতিরোধ করতে পারবে না। এমন সুদক্ষভাবে আমি আমার

অস্ত্র প্রয়োগ করব যে তা অন্সের জন্য প্রয়োগ করলেও বহুদূর পর্যন্ত তা যাবে।

রাজা। শোন ভদ্র লার্তেস। তুমি যদি তোমার পিতার হত্যা সম্পর্কে সঠিক কারণ জানতে চাও তাহলে কেন তুমি শত্রু মিত্র নির্বিশেষে সকলের প্রতিহিংসা লাভ করতে চলেছ? তুমি কি জয় পরাজয় বিচার না করেই পনের তাস টেনে নিতে চাও?

লার্তেস। আমি শুধু তাঁর শত্রুদের ছাড়া আর কাউকে চাই না।

রাজা। তুমি কি চেন তাঁর শত্রুদের?

লার্তেস। তাঁর শ্রেষ্ঠ বন্ধুদের প্রতি আমার বাহু প্রসারিত করব আমি, তারপর জীবনদায়িনী পেলিকান জননীর মত আমার রক্ত দিয়ে তাদের পালন করব।

রাজা। এই ত সুবোধ বালক ও ভদ্র সুজনের মত কথা বলছ। আমি যে তোমার পিতার মৃত্যু সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং তোমার শোক-দুঃখের প্রতি বিশেষভাবে সহানুভূতিশীল সেকথা দিবালোকের মতই প্রতি-ভাত হয়ে উঠবে তোমার চোখে। (ভিতরে গোলমাল) ওকে আসতে দাও।

লার্তেস। কি ব্যাপার, কিসের গোলমাল?

ওফেলিয়ার পুনঃপ্রবেশ

হে উত্তাপ, শুষ্ক করে দাও আমার সমগ্র মস্তিষ্ককে, সাতগুণ লবণাক্ত আমার অশ্রু আমার চোখের ধর্ম ও চেতনাবোধকে দগ্ধ করে দিক। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি তুলাদণ্ডে তোমার এ উন্মত্ততার প্রতিশোধ নেব। ও বসন্তগোলাপের মত সুন্দরী আমার ভগিনী ওফেলিয়া! হায় ভগবান, তরুণী যুবতীর জ্ঞানবুদ্ধি যেন বৃদ্ধের জীবন। এও কি সম্ভব! প্রেম মানুষের প্রকৃতিকে করে সুন্দর। প্রেম যেখানে সুন্দর সেখানে প্রেমাস্পদের মৃত্যুর পরেও তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে মহার্ঘ শ্রদ্ধার্ঘ্য দান করে?

ওফে। (গান) হে নন ননি, হে নন ননি।

মুক্ত আনন তার শবাধারে
বয়ে নিয়ে যায়
সমাধিতে অশ্রু ঝরে তার
হে কপোত বিদায়।

লার্তেস। তোর এই বোধশক্তি নিয়ে তুই যদি আমায় প্রতিহিংসায় পাঠাতিস তাহলে আমি হয়ত এতটা বিচলিত হতাম না।

ওফে। গান গাও, আরো নিচে, আরো নামো নিচে। চরকার আওয়াজ শোন গানের মর্মদেশে। অবিশ্বাসী ভৃত্য এক চুরি করে নিয়ে যায় প্রভুর দুহিতা।

লার্তেস। শূন্যগর্ভ অর্থহীন; তবু যেন অর্থের অধিক আছে এর মাঝে।

ওফে। এই আছে রোজমেরী ফুল, এ ফুল আমাকে স্মরণ করার জন্য। আর এই হচ্ছে পানষ্টি ফুল, এ ফুল আমার কথা ভাবার জন্য।

লার্তেস। এ হচ্ছে উন্মত্ততার লক্ষণ—স্মৃতি আর চিন্তার আশ্চর্য এক সমন্বয়।

ওফে। তোমার জন্য রইল কামনা বাসনার আগুন, কিছু কৃতজ্ঞতা আর কিছু অনুতাপ। কিছু অনুতাপ আমার জন্যও। অনুতাপ হচ্ছে সান্ত্বনার প্রলেপ, বিশ্রাম দিনের নির্যাস। তুমি অবশ্য অন্যভাবে অনুতাপ প্রকাশ করবে। এই রইল ডেইজি ফুল। আমি তোমাকে কিছু ভায়োলেট ফুলও দেব। কিন্তু সে ফুল আমার পিতার মৃত্যুকালে শুকিয়ে যায়। ওরা বলে আমার পিতার মৃত্যু ভালভাবেই হয়েছে। (গান)

দুষ্টু রবিন মিষ্টি রবিন তরে
আমার চোখে আনন্দ জল ঝরে।
সে যে আর আসবে নাক আসবে না আর ফিরে
মৃত্যুশয্যায় দেখ গিয়ে সে যে গেছে মরে।
শণের নুড়ি মাথা তার তুষারসাদা দাড়ি
চিরতরে গেছে চলে এই পৃথিবী ছাড়ি।
চিরতরে গেছে চলে সে যে গেছে মরে
ঈশ্বরের করুণা যেন তার উপর ঝরে।

সকল খৃস্টানের আত্মাকেই যেন ঈশ্বর ক্ষমা করেন, এই হচ্ছে আমার প্রার্থনা।

লার্তেস। হে ঈশ্বর, তুমি কি এই সব দেখতে পাচ্ছ না?

রাজা। লার্তেস, যদি তুমি আমাকে তোমার শোকদুঃখের অংশ না দাও তাহলে আমাকে এক পবিত্র অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে। অন্যত্র গিয়ে তুমি তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞ বন্ধুদের নিয়ে এস। তারা সব কথা শুনে বিচার করে যদি দেখে তোমার পিতার মৃত্যুতে আমার প্রত্যক্ষ বা

পরোক্ষ হাত আছে তাহলে আমি আমার রাজ্য তোমায় দান করব, আমার জীবন ও রাজমুকুট তোমার হাতে সঁপে দেব। আর তা যদি না হয় তাহলে ধৈর্য ধরে আমাদের কথা শোন। তোমার সঙ্গে মিলে মিশে আমরা একযোগে তোমাকে সুখী করার চেষ্টা করব।

লার্তেস। তাই হোক। তাঁর মৃত্যুর কারণ অজ্ঞাত এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও গোপনে সম্পন্ন। কোন স্মৃতিফলক, তরবারি বা কুলমর্যাদাসূচক অস্ত্রের আবরণ নেই তাঁর সমাধির উপর। প্রথাগত শেষকৃত্যের কোন সমারোহ হয়নি তাঁর মৃত্যুতে। যার ফলে স্বর্গ মর্ত্যের সকলের জন্যেই জাগছে সন্দেহ।

রাজা। তোমরাও সন্দেহের সে উত্তর দাবি করতে পার। অপরাধ যেখানে কেউ না কেউ করেছে তখন শাস্তির প্রচণ্ড কুঠার নেমে আসবে অপরাধীর মাথায়। আমার অনুরোধ, চল আমার সঙ্গে। (সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য। এলসিনোর। দুর্গপ্রাসাদ।

ভৃত্যসহ হোরেশিওর প্রবেশ

হোরে। কারা আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়?

ভৃত্য। তারা নাবিক প্রভু। বলছে আপনার একটা চিঠি আছে।

হোরে। তাদের ভিতরে নিয়ে এস। (ভৃত্যের প্রস্থান) হ্যামলেট ছাড়া আর কে আমায় চিঠি লিখতে পারে তা আমি বুঝতে পারছি না।

নাবিকদের প্রবেশ

নাবিক। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন প্রভু।

হোরে। তোমাদেরও মঙ্গল করুন।

নাবিক। অনুগ্রহ হলে ঈশ্বর নিশ্চয় মঙ্গল করবেন। আপনার একটা চিঠি আছে স্যার। একজন রাষ্ট্রদূত ইংলণ্ড যাবার পথে আপনাকে দেবার জন্য এটা দিয়েছেন। আপনার নাম হোরেশিও ত, অবশ্য আমাকে তাই বলা হয়েছে।

হোরে। (চিঠি পড়তে লাগল) 'হোরেশিও, এই চিঠিখানি পড়ার পর তুমি এদের রাজার কাছে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিও। রাজাকে দেবার জন্য একখানি চিঠি দিলাম এদের হাতে। আমাদের সমুদ্রযাত্রার দুদিন অতিবাহিত হতে না হতেই একদল জলদস্যু আমাদের জাহাজ আক্রমণ করে। আমাদের জাহাজ খুব ধীর গতিতে চলছিল। আমরা আমাদের

শৌর্য বীর্যের পরিচয় দিতে বাধ্য হই এবং আমি তাদের জাহাজে গিয়ে উঠে পড়ি। পরে তারা আমাদের জাহাজ ছেড়ে চলে আসে এবং আমি একাই এইভাবে তাদের হাতে বন্দী হয়ে পড়ি। তবে তারা চোর-ডাকাত হলেও তাদের দয়া মায়া আছে। তারা ভদ্রলোকের মতই ব্যবহার করেছে এবং আমাকেও এদের উপকার করতে হবে। রাজা যেন আমার চিঠিটা পান এবং তুমি মৃত্যু ভয়ে পালিয়ে আসছ এমন দ্রুত গতিতে আমার কাছে চলে আসবে। তোমাকে বলার অনেক কিছু আছে এবং সেকথা শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। এরা তোমাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। রোজেনক্রান্তস্ ও গিল্ডেনস্টার্ন এখন ইংলণ্ডের পথে। তাদের বিষয় অনেক কিছু বলার আছে। বিদায়। যাকে তুমি তোমার নিজের বলে জান সেই হ্যামলেট।' এস, তোমাদের যাওয়ার পথ দেখিয়ে দিচ্ছি। এই চিঠিটা সেখানে দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে এসে আমাকে তার কাছে নিয়ে যাবে যার কাছ থেকে এ চিঠি এনেছ। (সকলের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য। এলসিনোর। দুর্গপ্রাসাদ।

রাজা ও লার্তেস এর প্রবেশ

রাজা। এবার নিশ্চয় তোমার বিবেক আমাকে অপরাধ হতে মুক্তিদানের সম্মতি দেবে এবং তুমি আমাকে তোমার বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে। বুদ্ধিদীপ্ত তোমার কান, তুমি নিশ্চয় শুনেছ কে তোমার মহান পিতাকে হত্যা করেছে এবং কে আমাকেও হত্যা করার চেষ্টা করেছিল।

লার্তেস। তা ত শুনেছি। কিন্তু বলুন আমায়, এই সব পাপকর্ম সত্ত্বেও এবং আপনার নিরাপত্তার জন্য আপনার বিচারবুদ্ধি উত্তেজিত হলেও কেন আপনি প্রতিবিধানে অগ্রসর হননি ?

রাজা। দুটো বিশেষ কারণে। এ কারণ তোমার কাছে দুর্বল মনে হলেও আমার কাছে সে কারণ বলিষ্ঠ। রাণী, তার মাতা তাকে দেখেই যেন বেঁচে আছে প্রাণে ; আর আমার গুণ দোষ যাই বল, রাণীর সঙ্গেই এক ঘনিষ্ঠ বন্ধনে বাঁধা আছে আমার প্রাণ ও আত্মা। কক্ষ বিনা তারকা যেমন গতিহীন তেমনি তাঁকে না পেলে আমার প্রাণের গতিও স্তব্ধ হয়ে যাবে। আর একটি কারণ হলো তার জনপ্রিয়তা, এইজন্যই আমি সাধারণের সমক্ষে তার বিচার করতে যাইনি। জনগণ তাকে এত ভালবাসে যে তার সমস্ত দোষকে তারা স্নেহ দিয়ে এমনভাবে সিক্ত

করে দেয়। আর সেই স্নেহসিক্ত জলধারা নির্ঝরের মত সমস্ত অরণ্যকে প্রস্তরে পরিণত করে, তার দোষ পরিণত করে গুণে। তার ফলে জনমতের হাওয়া আমার বিরুদ্ধে এমনই সোচ্চার ও প্রতিকূল যে আমার নিক্ষিপ্ত শর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ফিরে আসবে আমারই কাছে।

লার্তেস। অতএব আমি আমার মহান পিতাকে হারিয়েছি, আমার বোন উন্মাদ হয়ে গেছে। উন্মাদ হওয়ার আগে গুণের দিক থেকে সে এমন পরিপূর্ণতা অর্জন করেছিল যে সকলকে হার মানিয়েছিল। কিন্তু আমায় প্রতিশোধ নিতেই হবে।

রাজা। তার জন্য তোমার নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটাতে হবে না। তুমি আমাকে এমন অপদার্থ ভেবো না যে বিপদকে আসন্ন দেখে শুধু তার শ্মশ্রু বিকম্পিত করে ছেলেখেলা ভেবে চুপ করে বসে থাকব। আমি তোমার পিতাকে ভালবাসি এবং নিজেকেও ভালবাসি। এর পর আরো অনেক কিছু জানতে পারবে। আশা করি এর দ্বারা তুমি কল্পনা করতে পারবে—

জনৈক দূতের প্রবেশ

কি ব্যাপার! কি খবর?

দূত। হ্যামলেটের কাছ থেকে চিঠি এসেছে। এই হচ্ছে আপনার চিঠি আর এই হচ্ছে রাণীমার।

রাজা। হ্যামলেটের কাছ থেকে? এ চিঠি কে এনেছে?

দূত। নাবিকরা হুজুর। ওরা বলল, আমি তাদের দেখিনি। আমাকে এ চিঠি দিয়েছে ক্লাডিও। সে-ই ওদের কাছ থেকে এ চিঠি গ্রহণ করে।

রাজা। লার্তেস, তুমি এ চিঠির কথা শোন। তুমি যাও। (দূতের প্রস্থান) (পড়তে লাগল) হে প্রতাপান্বিত রাজন্‌, আপনি পরে জানতে পারবেন, আমি আপনার রাজ্যে নিঃস্ব অবস্থায় পরিত্যক্ত। আগামীকাল যখন আপনার রাজকীয় দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত হবার অনুমতি প্রার্থনা করব তখন আমি আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করে আমার এই প্রত্যাবর্তনের আশ্চর্য কারণ বর্ণনা করব। 'হ্যামলেট'। এর মানে কি? ওর সঙ্গে বাকি সকলেই কি ফিরে আসছে? অথবা এ এক চাতুরী শুধু, অন্য কিছু না?

লার্তেস। হাতের লেখা চেনেন?

রাজা। হ্যামলেটের হাতের লেখা। লিখেছে নিঃস্ব ও নিঃসঙ্গ এবং পুনশ্চতে লিখেছে, 'একা।' এর কারণ কিছু বুঝতে পারছ?

লার্তেস। আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি এতে প্রভু। তবে তাকে আসতে দিন। তার এই আগমনবার্তা শুনে আমার শীতল অন্তর উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। সে এলে আমি তার মুখের সামনে বলব, 'তুমিই এ কাজ করেছ।'

রাজা। তাই যদি হয় লার্তেস তাহলে কথা হচ্ছে তা কেমন করে হবে, আর কিভাবেই বা তা হতে পারে। তুমি আমার কথামত চলবে ?

লার্তেস। হ্যাঁ চলব প্রভু। তবে আপনি নিশ্চয় আমাকে চুপ করে থাকতে বলবেন না।

রাজা। আমি তোমার শান্তির ব্যবস্থা করব। সে যদি আর সমুদ্রযাত্রা না করে এখানে ফিরে আসে তাহলে আমি আমার সুপরিকল্পিত চক্রান্তের কবলে তাকে ফেলব। আর তার মৃত্যুর জন্য কেউ আমাদের দোষারোপ করবে না। এমন কি তার মা পর্যন্ত বলবে এটা এক দুর্ঘটনা।

লার্তেস। আমি আপনার নির্দেশ মেনে চলব মহারাজ। আমাকে যদি এ ব্যাপারে আপনি যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেন তাহলেও আমি আপনার নির্দেশ মত চলব।

রাজা। ঠিক হয়েছে। তোমার বিদেশ যাত্রার আগে তোমার এক বিশেষ বিদ্যার কথা লোকে বলাবলি করত। হ্যামলেটও শুনেছে সে কথা। তোমার সমস্ত গুণের সমন্বয়ের থেকেও সে বিদ্যার মূল্য অনেক বেশী। আমার মতে তার অবশ্য খুব একটা মূল্য নেই।

লার্তেস। কী সে বিদ্যা প্রভু ?

রাজা। যৌবনের সাজসজ্জায় সামান্য এক অলঙ্কার মাত্র। কিন্তু তার প্রয়োজনও আছে। বিশিষ্ট পরিচ্ছদ আর কলোপ পশুচর্মের আচ্ছাদন পরিণত বয়সের স্বাস্থ্য ও গাম্ভীর্যের পরিচয় দান করে। সেইমত যৌবনের লঘু পোষাক পরিচ্ছদ চিন্তাহীন যৌবনের পরিচায়ক। দুমাস আগে নর্মাণ্ডির এক ভদ্রলোক এসেছিলেন। আমি নিজে দেখেছি এবং ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করেও দেখেছি তারা অশ্বারোহণে পটু। কিন্তু নর্মাণ্ডির সেই ভদ্রলোক যেন যাদু জানেন। তিনি সেই ঘোড়ার পিঠে চড়ে এমন সব কৌশল প্রদর্শন করেন, যে মনে হয় তিনি সেই উদ্দাম পশুর সঙ্গে প্রায় এক হয়ে তার অর্ধেক স্বভাব আয়ত্ত করেছেন। তাঁর সে কলাকৌশল চিন্তা করতে গিয়ে আমি তা কল্পনাতেও আনতে পারিনি।

লার্তেস। একজন নর্ম্যান ?

রাজা। একজন নর্ম্যান।

লার্তেস। আমার জীবনের দিব্য, লামণ্ড তার নাম।

রাজা। তিনিই।

লার্তেস। আমি তাঁকে চিনি। তিনি যেন সমগ্র জাতির রত্ন স্বরূপ।

রাজা। তিনিই তোমার সম্বন্ধে একটা কথা স্বীকার করেছেন। তিনি নিজে বলেছেন, অসি চালনায় ও রক্ষণচাতুর্যে তুমি এমনই নিপুণ যে প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে তোমার অসি যুদ্ধ এক দর্শনীয় বস্তু। সে জোর গলায় শপথ করে বলে তাদের দেশের সমস্ত অসিচালক তোমার প্রতিরোধে অক্ষম হয়ে স্তব্ধগতি ও দৃষ্টিশক্তিহীন হয়ে পড়ে। তার এই বিবরণ শুনে হিংসার বিষে হ্যামলেটের মন এমনই বিষাক্ত হয়ে ওঠে যে অসি যুদ্ধে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য তোমার অকস্মাৎ প্রত্যাবর্তন কামনা করছিল সে। এখন এর থেকে—

লার্তেস। এর থেকে কি প্রভু?

রাজা। লার্তেস, তোমার পিতা কি তোমার প্রিয় ছিলেন? অথবা তুমি কি শুধু দুঃখের প্রতিকৃতি, অন্তরবিহীন মুখচ্ছবি শুধু?

লার্তেস। একথা কেন প্রশ্ন করছেন প্রভু?

রাজা। তুমি যে তোমার পিতাকে ভালবাস না তা বলছি না আমি। উপযুক্ত সময়েই সে ভালবাসার সূত্রপাত হয়; কিন্তু কালক্রমে প্রমাণের পথে দেখা গেছে স্তিমিত হয়ে পড়ে সে ভালবাসার উত্তাপ আর স্ফুলিঙ্গ স্তিমিত হয়ে পড়ে! প্রেমের অগ্নিশিখার মাঝে এমনই এক বস্তু আছে যা ক্রমে স্তিমিত করে দেয় তার শিখাকে। চিরদিনই কোন বস্তু উৎকৃষ্ট থাকে না, উৎকর্ষের আতিশয্যের এক চরম স্তরে উন্নীত হবার পরই বিনাশ ঘটে তার। তাই আমাদের যা কিছু করার তা তাড়াতাড়ি করা উচিত। কারণ ইচ্ছা ও প্রেরণার পরিবর্তন ঘটে, আর ইচ্ছাপূরণেরও বিলম্ব আছে তার উপর আছে বাধা নিষেধ আর দুর্ঘটনা। যার নিঃশ্বাস ক্ষয় ক্ষতিকর তার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ক্ষয়ের মত এটা অন্যায়। কিন্তু আমরা আসল ক্ষতস্থানে ফিরে যাই; হ্যামলেট ফিরে এসেছে। তুমি কি করবে লার্তেস, সে কাজের দ্বারা তুমি কি নিজেকে পিতার পুত্র বলে প্রমাণ করবে?

লার্তেস। ধর্মমন্দিরে তার গলা কাটব।

রাজা। পৃথিবীতে এমন কোন স্থান নেই যা হত্যাকে পবিত্র করতে পারে,

প্রতিশোধের কোন প্রান্তদেশ নেই। কিন্তু ভদ্র লার্তেস, যা বলব শুনবে কি? ঘরের মধ্যে অবস্থান করো। হ্যামলেট ফিরে এসে শুনবে তুমি ফিরে এসেছ। আমরা তোমার অস্ত্রবিদ্যার প্রশংসা করব, সেই ফরাসী ভদ্রলোক যা বলেছিলেন তার উপর আতিশয্যের রং মাখিয়ে দ্বিগুণ করে তুলব তার গুরুত্বকে। তারপর তোমাদের দুজনকে একত্রিত করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করব। তার মন শিথিল, এবং সে মনে ষড়যন্ত্রের কোন চিন্তা না থাকায় সে অসির তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করবে না। সুতরাং সহজেই অথবা সামান্য কৌশল প্রয়োগে তুমি এক অসি নির্বাচন করো যার তীক্ষ্ণতার কখনো উপশম ঘটবে না। আর সেই অসির নির্মম চালনে পিতৃঋণ পরিশোধ করো।

লার্তেস। আমি তা করবই। আর এই উদ্দেশ্যে আমি বিষ মাখিয়ে দেব আমার অসিতে। বাজীকরের কাছে থেকে এক বিষাক্ত তেল কিনেছি; সে তেল এমনই মারাত্মক যে একবার কোন ছুরিকায় সে তেল মাখিয়ে তা দিয়ে দেহের কোন জায়গায় ক্ষত করে রক্তপাত করলেই চন্দ্রালোকসিক্ত কোন রাত্রিতে সংগৃহীত সমস্ত বিরল ওষধি প্রয়োগ সত্ত্বেও মৃত্যু অনিবার্য। এই সংক্রামক বিষ লেপন করব আমার অসিমুখে, যে অসির সামান্য ঘর্ষণেও মৃত্যু সুনিশ্চিত।

রাজা। এ সম্বন্ধে আরো কিছু চিন্তা করতে হবে। তুলাদণ্ডে ওজন করে দেখতে হবে কোন সময় আর সুযোগ আমাদের উদ্দেশ্য পূরণে সবচেয়ে সাহায্য করবে। যদি এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, যদি আমাদের মনের ইচ্ছা আমাদের মুখে মুকুরিত হয় তাহলে সে চেষ্টা না করাই ভাল। তাহলে আরো সার্থক এক দ্বিতীয় পদ্ধতির প্রয়োজন হবে। ধীরে চল। চিন্তা করে দেখি শপথবদ্ধ পণে তোমার চাতুর্যকে আরো মূল্যবান করে তুলব। যখন তোমরা সেই অসিযুদ্ধে প্রমত্ত হয়ে উঠবে, যখন দীর্ঘক্ষণ অসিচালনার ফলে তোমরা উত্তপ্ত হয়ে উঠবে এবং সে পানীয় চাইবে তৃষ্ণায় আমি তখন এক উপযুক্ত পানপাত্র এগিয়ে দেব তার হাতে। যদি সে তোমার অব্যর্থ আঘাত হতে পরিত্রাণও পায় তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হবে এইভাবে। কিন্তু থাম, গোলমাল কিসের?

রাণীর প্রবেশ

রাণী। একটা দুঃখ যেতে না যেতে আসে আর একটা দুঃখ। এত দ্রুত

পরস্পরকে অনুসরণ করে তারা। তোমার ভগিনী জলে ডুবে গেছে লার্তেস।

লার্তেস। জলে ডুবে গেছে! কোথায়?

রাণী। ঐ নদীর ধারে একটা উইলো গাছ তির্যকভাবে হেলে আছে। নদীর স্বচ্ছ জলে প্রতিফলিত দেখা যায় তার ধূসর শ্বেত পাতাগুলো। সেখানে সে গাঁথছিল বিচিত্র ফুলের এক অদ্ভুত মালা। সে মালায় ছিল কাকফুল, আলাকুশী, ডেইজি বা বাসন্তী ফুল আর ভুঁইচাপা, সরলমনা রাখালরা যাকে অন্য এক স্থূল অশ্লীল নামে ডাকে আর সতীলক্ষ্মী কুমারী মেয়েরা বলে মৃতের অঙ্গুলি। সেই নদীর বুকে নেমে আসা গাছের শাখায় ভর দিয়ে সে যাচ্ছিল উইলোর মাথায় সেই বনফুলের মুকুটটা পরিয়ে দিতে। কিন্তু সহসা সেই শাখাটা তার ভরে ভেঙ্গে যেতেই সে পড়ে গেল অশ্রুমতী নদীর জলে। তার পোষাকগুলো ছড়িয়ে পড়ল তার চারদিকে। তাকে তখন দেখাচ্ছিল মৎসকন্যার মত। সে তখন গাইছিল পুরনো গানের একটা সুর। সে তার নিজের দুঃখ অনুভব করতেই পারছিল না অথবা মনে হচ্ছিল সে আসলে এক জলকন্যা আর সেই নদীবুকই তার আজন্মের আশ্রয়স্থল। কিন্তু বেশীক্ষণ ত আর এভাবে চলতে পারে না। শীঘ্রই তার পোষাকগুলো জল খেয়ে ভারী হয়ে তাকে সেই সুরের রাজ্য থেকে নিয়ে গেল পঙ্কিল মৃত্যুর মাঝে।

লার্তেস। হায়, সে তাহলে ডুবে মারা গেছে!

রাণী। ডুবে মারা গেছে! সে ডুবে মারা গেছে।

লার্তেস। হায় হতভাগিনী ওফেলিয়া, অনেক অনেক জল পান করেছ তুমি। সুতরাং আমি আর অশ্রুপাত করব না। তবে এ শুধু কৌশলমাত্র, প্রকৃতি তার নিজস্ব প্রথায় কাজ করে যাবে। লজ্জা যা বলার বলবে। এইসব লজ্জার কথা আর অশ্রুর ধারা শেষ হয়ে গেলে নারীসুলভ কোমল স্বভাবটাও দূর হয়ে যাবে। বিদায় প্রভু। আমার কথার অগ্নিশিখা এই নির্বোধ অশ্রুধারায় নির্বাপিত না হলে তা এখন প্রজ্জলিত হয়ে উঠত। (প্রস্থান)

রাজা। চল গার্ট্রুড, ওকে অনুসরণ করি। ওর ক্রোধকে শান্ত করার জন্য আমাকে অনেক কিছু করতে হবে। আমার ভয় হয় ওর ক্রোধ আপাতত শান্ত হলেও আবার তা বেড়ে উঠবে। সুতরাং চল ওর কাছে যাওয়া যাক। (সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। এলসিনোর। গীর্জাপ্রাঙ্গণ

কোদাল ও গাঁইতি হাতে দুই সমাধিখনক বিদূষকের প্রবেশ

১ম বিদূষক। নিজের মুক্তি সে যখন নিজেই বেছে নিয়েছে তখন কি খৃস্টান ধর্মমতেই তাকে কবর দেওয়া হবে ?

২য় বিদূষক। আমি বলছি তাই হবে ; সুতরাং কবরটা এখনি খুঁড়ে ফেল। অপঘাত বিশারদরা বিচার করে দেখেছেন, খৃস্টান ধর্মমতেই তাকে কবর দেওয়া হবে।

১ম বিদূ। তা কি করে হয়, যদি সে নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে ডুবে না থাকে ?

২য় বিদূ। কেন, বিচার বিবেচনায় দেখা গেছে তাই হবে।

১ম বিদূ। সে নিশ্চয় আত্মরক্ষার জন্যই নিজেকে আক্রমণ করেছিল। এ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। কথাটা হচ্ছে এই ! যদি আমি স্বেচ্ছায় ডুবিয়ে মারি নিজেকে তাহলে সেটা একটা ক্রিয়া বলে ধরতে হবে আর যে কোন ক্রিয়ার তিনটি অংশ আছে।—কাজের সংকল্প করা করতে শুরু করা আর কাজটা সম্পন্ন করা। এখন বিচারে দেখা যাচ্ছে ও স্বেচ্ছায় নিজেকে ডুবিয়ে মেরেছে।

২য় বিদূ। না গো বন্ধু খননকারী, আমার কথা শোন।

১ম বিদূ। আমাকে বলতে দাও। এই ধর জল, ভাল, এই ধর লোকটি দাঁড়িয়ে, তাও ভাল। লোকটা যদি জলের মধ্যে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় নেমে যায় তাহলে সে দেখবে ডুবে যাবেই। কিন্তু জল যদি তার কাছে এসে তাকে ডুবিয়ে মারে, সে মৃত্যুত তার কোন দোষ থাকতে পারে না। কাজেই, সে যখন নিজের মৃত্যুর জন্য দায়ী নয় তখন সে তার নিজের আয়ুষ্কালকেও সংক্ষিপ্ত করেনি।

২য় বিদূ। এই কি আইনের বিধান ?

১ম বিদূ। হ্যাঁ তাই। অপঘাত বিশারদরা বিচার করে তাই বলেছে।

২য় বিদূ। আসল সত্যটা জানবে কি? যদি সে অভিজাত বাড়ির মেয়ে না হত তাহলে খৃস্টান ধর্মমতে তার সমাধি দেওয়া হত না।

১ম বিদূ। এই ত কাজের কথা বলেছ। সবচেয়ে দুঃখের কথা কি, যারা অভিজাত সমাজের লোক তারা নিজেদের ডুবিয়ে মারুক অথবা গলায় দড়ি দিয়েই মরুক, তারা সাধারণ আর পাঁচজন মানুষ থেকে ধর্মের সমর্থন বেশী পেয়ে থাকে সব সময়। সুতরাং এস বাবা কোদাল। বাগানের মালী, পরিখা খননকারী আর সমাধি খননকারী—এরাই ত কুলীন ভদ্রলোক, এরাই ত আজন্মের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে আদি কাল হতে।

২য় বিদূ। আদম কি ভদ্রসন্তান ছিলেন?

১ম বিদূ। কুলচিহ্নের অস্ত্র তিনিই প্রথম ধারণ করেছিলেন।

২য় বিদূ। কই তাঁর ত কোন অস্ত্র ছিল না।

১ম বিদূ। আচ্ছা তুই কি বিধর্মী? ধর্মশাস্ত্র তুই কি করে বুঝিস? বাইবেলে বলে আদম মাটি কাটত আর অস্ত্র ছাড়া কি কেউ মাটি কাটতে পারে? আমি তোকে আর একটা প্রশ্ন করব। যদি আমায় ঠিকমত উত্তর দিতে না পারিস ত স্বীকার করিস—

২য় বিদূ। আরে যা যা।

১ম বিদূ। রাজমিস্ত্রী, জাহাজমিস্ত্রী ও কাঠের মিস্ত্রী এই তিনজনের মধ্যে কে সবচেয়ে ভাল মিস্ত্রী, কার নির্মাণক্ষমতা সবচেয়ে বেশী?

২য় বিদূ। ফাঁসিকাঠের মিস্ত্রী। হাজার হাজার লোকের মৃত্যু হলেও ফাঁসিকাঠ ঠিক অক্ষয় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

১ম বিদূ। তোমার রসিকতা আমার ভালই লাগে। সত্যিই ফাঁসিকাঠ ভাল কাজই করে যুগ যুগ ধরে। কিন্তু কিকরে করে? যারা কুকর্ম করে ফাঁসিকাঠ তাদেরই ভাল করে। কিন্তু এখন যেহেতু তুমি বলেছ গীর্জার থেকেও ফাঁসিকাঠ আরো শক্ত করে তৈরি এবং স্থায়ী সেইহেতু তুমিও অন্যায় করেছ, কাজেই ফাঁসিকাঠ তোমারও ভাল করবে। নাও, আবার আমাদের সেই আসল কথাটায় ফিরে আসা যাক।

২য় বিদূ। রাজমিস্ত্রী, জাহাজমিস্ত্রী ও কাঠের মিস্ত্রীর মধ্যে কে সবচেয়ে নির্মাণকার্যে পটু?

১ম বিদূ। তুমি আমাকে তা বলে সমস্যার সমাধান করো।

২য় বিদূ। হ্যাঁ, এখন আমি তা বলতে পারি।

১ম বিদূ। বল।

২য় বিদূ। সম্মিলিত প্রার্থনার শপথ করে বলছি আমি তা পারি না।

হ্যামলেট ও হোরেশিওর কিছুদূরে প্রবেশ

১ম বিদূ। এ নিয়ে আর মাথা ঘামিও না। কারণ তোমার মাথাটা গর্দভের মত এমনই নীরেট বোকা আর মন্দগতি যে তাকে মারলেও তার গতি দ্রুত হবে না। এর পর তোকে যখন জিজ্ঞাসা করা হবে একথা তখন বলবি সমাধি খননকারী, কারণ সমাধি খননকারী যে ঘর তৈরি করে তা পৃথিবীর শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত টিকে থাকে। যা এখন জগাহানে যা, আমাকে এক কলসী মদ এনে দে। (দ্বিতীয় বিদূষকের প্রস্থান)

(সমাধি খনন করতে করতে গান গাইতে লাগল)

যৌবনেতে যখন আমি
বেসেছিলাম ভালো
মনে হত মধুর বড়
ভালবাসার আলো।
ঘর করতে গিয়ে দেখি
এ আলো যে কালো।

হ্যাম। লোকটা কবর খুঁড়তে খুঁড়তে গান করছে? ও কি কাজ করছে সে সম্বন্ধে ওর কোন বোধ নেই।

হোরে। এই কাজ করতে করতে কাজটা ওর কাছে সহজ হয়ে গেছে।

হ্যাম। তা বটে, কাজের অভ্যাস যেখানে অল্প, সে কাজের অনুভূতিও নিশ্চয় কম হতে বাধ্য।

১ম বিদূ। (গান) কিন্তু আমার বার্ধক্য চুপিসারে এসে
আঘাত দিয়ে আমায় ধরে ফেলে
মাটির মাঝে আমায় ফেলে দেয় যে অবশেষে
ছিলাম নাক এমন কোনকালে।

(একটা মাথার খুলি তুলে ফেলে)

হ্যাম। এই মাথার খুলিটারও একদিন কণ্ঠ ছিল, এও একদিন গান গাইতে পারত। কিন্তু এই গাধাটা কত সহজেই না এই মাথাটা মাটিতে

ফেলে দিল এটা যেন প্রথম হত্যার সেই অস্ত্র, কেইনের গর্দভ-চিবুকাস্থি। এই মাথার খুলিটা কোন রাজনীতিবিদেরও হতে পারে যিনি এতদিন ঈশ্বরের ইচ্ছাকে পদে পদে অতিক্রম করার চেষ্টা করতেন আর আজ এই নির্বোধ গাধাটা তাঁর ইচ্ছাকে কত সহজে অতিক্রম করে যাচ্ছে।

হোরে। হ্যাঁ, তা বটে প্রভু।

হ্যাম। অথবা এ মাথাটা কোন ভদ্রসন্তানেরও হতে পারে যিনি আমার সঙ্গে দেখা হলেই, 'সুপ্রভাত, কেমন আছেন প্রভু' বলে অভ্যর্থনা করতেন। এটা এমন কোন পারিষদেরও হতে পারে যিনি কারো ঘোড়ার প্রশংসা করেছিলেন সেটা তাঁর কাছ থেকে ভিক্ষা চেয়ে নেবার জন্য। তা কি হতে পারে না?

হোরে। হ্যাঁ তা পারে প্রভু।

হ্যাম। কেন, এমন কোন প্রভুর মাথাও হতে পারে যিনি এখন কীট-রূপিণী প্রেয়সীর আয়ত্তাধীনে, সমাধিখননকারীর অস্ত্রতাড়িত চিবুকহীন করোটিমাত্র। তবে এও এক অপরূপ বিপ্লব যা দেখার মত। এই সব অস্থিপুঞ্জ যেমন কীটের জন্ম দান করতে পারে তেমনি কি এরা কন্দুকক্রীড়ায় কীলকরূপে ব্যবহৃত হতে পারে? এ বিষয়ে চিন্তা করতে গিয়ে আমার করোটিও যন্ত্রণায় কাতর হয়ে উঠছে।

১ম বিদূ। (গান)

গাঁইতি চাই কোদাল চাই, চাই একটা কোদাল
মুখ ঢাকার একটা চাই চাদর
কাদামাটি দিয়ে তৈরি চাই একটা খাল
অতিথি যেমন হবে তার তেমনি হবে আদর।

(আর একটা খুলি তুলল)

হ্যাম। আর একটা পেল। এটা কোন আইনজীবীর মাথার খুলিও হতে পারে। এখন কোথায় তার বাকচাতুর্য আর সূক্ষ্মবিচারবুদ্ধি, তার মামলার কাগজপত্র, তার ভূসম্পত্তি আর কূট কৌশলসমূহ? আজ একটা নির্বোধ অসভ্য লোক তার ময়লা অস্ত্র দিয়ে মাথাটা আঘাত করছে আর তিনি চুপ করে তা সহ্য করছেন, কোন প্রতিবাদে ফেটে পড়ছেন না। একদিন এই ভদ্রলোক হয়ত ছিলেন ভূসম্পত্তির এক প্রসিদ্ধ ক্রেতা, স্বীকৃতি-পত্রের আইনগত শর্তাদি, দেয় কর, দ্বিপত্রীনির্দেশনামা, স্বত্বাধিকার পুনরর্জন

—এ সমস্তই তাঁর ছিল। আজ তাঁর সমস্ত সূক্ষ্ম অধিকার বিষয় সম্পত্তির সমস্ত স্বত্ব এই ধূলিকণার সঙ্গে মিশে মলিন হয়ে গেছে। সেই সব দলিলপত্র ও নির্দেশনামা কি এঁর সম্পত্তিক্রয়কে আর কোনদিন সমর্থন করবে না? এঁর বিষয়সম্পত্তির সমস্ত অধিকার এই সামান্য বাক্সের মধ্যে আঁটবে না। এমন কি যিনি এত সব অধিকারের অধিকারী তিনি নিজেও এ বাক্সে আর নেই। হা।

হোরে। তিলমাত্র নেই প্রভু।

হ্যাম। অধিকারপত্র ভেড়ার চামড়া দিয়ে তৈরি নয়?

হোরে। শুধু ভেড়ার নয় প্রভু, বাছুরের চামড়া দিয়েও তৈরি।

হ্যাম। তাহলে ত যারা এর মাঝে অধিকারপত্রের স্থায়িত্বের খোঁজ করে তারা নিজেরাই ভেড়া আর গরু। আমি এর সঙ্গে কথা বলব। এটা কার সমাধি?

১ম বিদূ। আমার স্যার। (গান)

কাদামাটি দিয়ে তৈরি চাই একটা খাল
অতিথি যেমন হবে তেমনি তার আদর।

হ্যাম। তা বটে, তুমি যখন এর মধ্যেই রয়েছ তখন এ কবর তোমারি হবে।

১ম বিদূ। আপনি এর বাইরে আছেন স্যার, সুতরাং এটা আপনার নয়। আমার কথা যদি বলেন আমি অবশ্য এর মধ্যে শুয়ে নেই, তবু এটা আমারি।

হ্যাম। তুমি এর মধ্যে রয়েছ বলে বলছ এটা তোমার। কিন্তু এটা ত মৃতের জন্য তৈরি, জীবিতদের জন্য নয়। সুতরাং তুমি মিথ্যা বলছ।

১ম বিদূ। এটা জীবন্ত মিথ্যা স্যার। এ মিথ্যা আমার কাছ থেকে সোজা আপনার কাছে চলে যাবে।

হ্যাম। কোন পুরুষের জন্য এ কবর খুঁড়ছ?

২য় বিদূ। পুরুষ ত নয় স্যার।

হ্যাম। তাহলে নিশ্চয় কোন নারী।

১ম বিদূ। না তাও নয়।

হ্যাম। তাহলে কাকে সমাধিস্থ করবে এখানে?

১ম বিদূ। একদিন যিনি স্ত্রীলোক ছিলেন স্যার। কিন্তু আজ তিনি মৃত। তাঁর আত্মা স্বর্গলাভ করুক।

হ্যাম। নির্বোধ হলেও ওর কথাগুলো কেমন সঙ্গত। আমাদের এমনি সরলভাবেই কথা বলা উচিত, দ্ব্যর্থবোধক কথা কথার আসল গুরুত্বকে নষ্ট করে দেয়। ঈশ্বরের নামে বলছি হোরেশিও, এই তিন বছর আমি অনেক লক্ষ্য করেছি, দিনকাল এমনই হয়েছে কৃষকের পায়ের ডগা পারিষদের পায়ের গোড়ালির কাছে চলে এসেছে, ওর পাদুকার সূচীমুখ ওর পায়ের মোজা স্পর্শ করে। তুমি কতদিন সমাধি খননের কাজ করছ?

১ম বিদূ। যেদিন আমাদের আগেকার রাজা হ্যামলেট ফোর্টিনব্রাসকে পরাজিত করে. সেইদিন আমি এই কাজে নেমেছিলাম।

হ্যাম। সে আজ কতদিনের কথা হলো?

১ম বিদূ। সেটাও বলতে পারেন না? যে কোন বোকা লোকও তা বলতে পারেন। সেইদিন যুবরাজ হ্যামলেটের জন্ম হয়। আজ তিনি উন্মাদ আর তাঁকে ইংলণ্ডে পাঠানো হয়েছে।

হ্যাম। হ্যাঁ তা বটে। কিন্তু কেন তাকে ইংলণ্ডে পাঠানো হলো?

১ম বিদূ। কেন আবার, কারণ সে পাগল হয়ে গিয়েছিল এবং সেখানে গেলে সে জ্ঞানবুদ্ধি ফিরে পাবে এই জন্য। আর যদি নাও ফেরে ত তাতে কিছু যায় আসে না।

হ্যাম। কেন?

১ম বিদূ। কারণ সেখানে তাকে পাগল বলে বোঝাই যাবে না। সেখানে সবাই পাগল তার মত।

হ্যাম। কি করে সে পাগল হলো?

১ম বিদূ। লোকে বলে সেটা নাকি অদ্ভুত ব্যাপার।

হ্যাম। কেমন অদ্ভুত ব্যাপার?

১ম বিদূ। বিশ্বাস করুন, এমন কি সে নাকি কাণ্ডজ্ঞান সব হারিয়েছে।

হ্যাম। কি কারণে?

২য় বিদূ। কেন এই ডেনমার্কে। ছোট থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় তিরিশ বছর ধরে আমি এখানে সমাধিখননের কাজ করছি।

হ্যাম। আচ্ছা, কোন মানুষের মৃতদেহ কতদিন পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকে? অর্থাৎ তাতে পচন ধরে না?

১ম বিদূ। বিশ্বাস করুন, মৃত্যুর আগেই যদি না কোন দেহে পচন ধরে থাকে, যেমন আজকাল অনেক মৃতদেহ আগে হতেই পচনে এমন বিকৃত হয়ে

থাকে যে সমাধিস্থ করার অবসর দেয় না,—তাহলে আট ন' বছর থাকে। চামড়া ব্যবসায়ীর মৃতদেহ নয় বছর থাকবেই।

হ্যাম। কেন তা থাকে?

১ম বিদূ। চামড়ার ব্যবসা করতে গিয়ে তার নিজের গায়ের চামড়াটাও এমন শক্ত হয়ে ওঠে যে তাতে জল ধরে না। আর জল বা জলীয় অংশ মৃতদেহেতে পচন ধরায় তাড়াতাড়ি, যেমন দেখুন এই বেশ্যাসন্তানের দেহে ধরিয়েছে। এই দেখুন একটা মাথার খুলি, এটা তেইশ বছর ছিল মাটির তলায়।

হ্যাম। এটা কার মাথা ছিল?

১ম বিদূ। কোন বেশ্যাপুত্র; পাগল ছিল লোকটা। লোকটা কে ভাবছেন?

হ্যাম। না, আমি জানি না।

১ম বিদূ। এই পাগলা দুর্বৃত্তটার উপর মহামারী নেমে আসুক। একবার ও আমার মাথার উপর এক কলসী রাইনের মদ ঢেলে দিয়েছিল। এই মাথাটা ছিল স্যার রাজ বিদূষক ইয়োরিকের।

হ্যাম। এইটা?

১ম বিদূ। হঁ্যা এইটাই।

হ্যাম। কই দেখি (মাথার খুলিটা হাতে নিয়ে) হায় হতভাগ্য ইয়োরিক। আমি তাকে চিনি হোরেশিও। অন্তহীন রসিকতা ও হাস্য পরিহাসে ভরা ছিল লোকটা, কী চমৎকার কল্পনাশক্তি ছিল তার। সে আমায় অজস্রবার তার পিঠে চাপিয়ে বেড়িয়েছে। আজ আমার কল্পনা করতেও ঘৃণা হয় একে। এর কথা ভাবতেই বমনোদ্রেক হয়। এই সেই ওষ্ঠাধর যা আমি কতবার চুম্বন করেছি। আজ কোথায় তোমার লম্ফ ঝম্প, কোথায় তোমার রঙ্গ তামাশা যা সভাস্থ সকলকে অট্টহাস্যে মুখরিত করে তুলত? আর তোমার ঐ চিবুকহীন মুখের হাসিতে আনন্দ পাবার মত একজনও কি নেই? আজ তুমি আমার নায়িকার কক্ষে গিয়ে তাকে বল, সে তার মুখে যতই প্রসাধনসামগ্রী লেপন করুক, একদিন তাকে এই অবস্থাতে আসতেই হবে। এই রসিকতার দ্বারা তাকে যদি হাসাতে পার ত হাসাও। দয়া করে আমায় একটা কথা বল হোরেশিও।

হোরে। কি কথা প্রভু?

হ্যাম। তুমি কি মনে করো সমাধিগহ্বরের ভিতরে আলেকজাণ্ডারের মৃতদেহটাও এইভাবে বিকৃত হয়ে উঠেছিল?

হোরে। হ্যাঁ, ঠিক এইভাবে।

হ্যাম। আর এইভাবে দুর্গন্ধ বার হয়েছিল তার থেকে?

(মাথার খুলিটা ফেলে দিল)

হোরে। হ্যাঁ ঠিক এইমত।

হ্যাম। কী শোচনীয় পরিণতিতেই না আমাদের নেমে আসতে হয় হোরেশিও। যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি নিজেকে এক মদ্যাধারের ছিদ্রবন্ধরূপে নিযুক্ত করেন ততক্ষণ আলেকজাণ্ডারের মৃতদেহের মহান ধূলিকণাকে আমরা কল্পনায় অনুসরণ করি না কেন?

হোরে। এসব কথা ভাবা মানেই স্বাভাবিক চিন্তার মাত্রাকে ছাড়িয়ে যাওয়া।

হ্যাম। না মোটেই তা নয়, বিশ্বাস করো। বরং উপযুক্ত মর্যাদা আর শালীনতার সঙ্গে তাঁর পরিণতির কথা ভাবব। আলেকজাণ্ডার মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন, তিনি সমাধিস্থ হয়েছিলেন। তাঁর দেহ ধূলিকণাতে পরিণত হয়েছিল। সেই ধূলিকণা আবার পরিণত হয় মাটিতে। সেই মাটিকে আবার আমরা পলিতে পরিণত করি আর এইভাবে তিনি যখন এই পলিমাটিতে পরিণত তখন সেই মাটি দিয়ে তৈরি ছিদ্রবন্ধ দিয়ে মদ্যাধারের ছিদ্র বন্ধ করবে না লোকে? সম্রাট সীজার, মৃত তিনি এবং মাটিতে পরিণত, হয়ত বা প্রাচীরের শৈত্যনিবারক কোন ছিদ্রবন্ধে পরিণত। হায়, একদিন তাঁর দেহরূপ যে মৃত্তিকা ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলত সারা পৃথিবীকে সে মৃত্তিকা আজ প্রাচীরের ছিদ্রবন্ধরূপে শৈত্যরোধ নিবারিত করছে। কিন্তু চুপ করো কিছুক্ষণের জন্য। রাজা আসছেন।

শবাধারসহ শোকযাত্রায় রাজা, রাণী, লার্তেস, পুরোহিত ও অনুচরবর্গের প্রবেশ।

রাণী আর পারিষদবর্গ কার শবানুগমন করছেন? আর এ শবযাত্রা এমন সমারোহহীনই বা কেন? মনে হয় যাঁর শবানুগমণ এঁরা করছেন তিনি হতাশার বশে নিজের প্রাণ নিজের হাতেই সংহার করেন। মনে হয় তিনি কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। কিছুক্ষণ অলক্ষ্যে থেকে অবলোকন করি।

(হোরেশিওসহ অন্তরালে প্রস্থান)

লার্তেস। আরো কি সব করণীয় আছে?

হ্যাম। ঐ হচ্ছে লার্তেস, এক মহান যুবক।

পুরোহিত। আমাদের সাধ্যমত আমরা তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেছি তার মৃত্যু সন্দেহজনক। ধর্মের বিধিকে অতিক্রম করে ঐ মহান আদর্শে যদি আমাদের সম্মতি দান করত এ কাজে তাহলে পৃথিবীর শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত অপবিত্র অবস্থায় সমাধিতলে শায়িত থাকতে হত। সকরুণ প্রার্থনার পরিবর্তে তার উপর বর্ষিত হত খর্পর, প্রস্তরখণ্ড আর কাঁকর। কিন্তু আজ সে তার কুমারী জীবনের যোগ্য সাজে সজ্জিত হয়ে উপযুক্ত ঘণ্টাস্বনে ও শাস্ত্রীয় বিধিমতে সমাধিস্থ হয়ে চির বিশ্রাম লাভ করছে।

লার্তেস। আর কি কিছুই করার নেই?

পুরোহিত। আর কিছু করার নেই। শান্তিতে নির্গত আত্মাদের প্রতি যে ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ স্তবগান বা ঐ ধরনের কিছু অনুষ্ঠান করা হয় এ ক্ষেত্রে তা করতে গেলে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দোষদুষ্ট হবে।

লার্তেস। তাহলে তাকে শায়িত করুন সমাধির মাঝে। তার এই সুন্দর অকলঙ্ক দেহ হতে বসন্ত-পুষ্প উদ্গত হোক। শোন তুমি নিষ্ঠুর পুরোহিত, যখন তুমি চিৎকার করে শেষমন্ত্র পাঠ করবে তখন আমার বোন দেবদূতে পরিণত হবে।

হ্যাম। কী, সুন্দরী ওফেলিয়া!

রাণী। মধুর হতেও মধুরতর। (পুষ্প ছড়িয়ে দিলেন) আশা ছিল তুমি আমার হ্যামলেটের বধূ হবে, ভেবেছিলাম তোমার বাসরশয্যা সজ্জিত করব, তোমার সমাধিভূমি নয়।

লার্তেস। ওঃ, ত্রিগুণ দুঃখ, তিন দশগুণ তার সেই অভিশপ্ত মস্তকে নেমে আসুক যার পাপাচার তোমাকে তোমার সরল মনকে বুদ্ধিভ্রষ্ট করেছে। ক্ষণকালের জন্য মাটি দেওয়া বন্ধ করো, আমি আর একবার তাকে আলিঙ্গন করি। (সমাধিগহ্বরে ঝাঁপিয়ে পড়ল) এবার জীবিত এবং মৃতের উপর মৃত্তিকা নিক্ষেপ করো যতক্ষণ পর্যন্ত মৃত্তিকার এই স্তূপ পর্বত-প্রমাণ হয়ে প্রাচীন পেলিকান অথবা আকাশনীল অলিম্পাসকে উচ্চতায় অতিক্রম করে।

হ্যাম। (অগ্রসর হয়ে) কি সে শোক যা এত সোচ্চার, যার বেদনার ভাষা আবর্তমান তারকাপুঞ্জকে মন্ত্রমুগ্ধ করে বিস্ময়াবিভূত দর্শকের মত স্তব্ধগতি করে তোলে? আমি হচ্ছি ডেনের হ্যামলেট। (সমাধিগহ্বরে ঝাঁপ দিল)

লার্তেস। শয়তান তোর আত্মাকে গ্রহণ করুক। (মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত)

হ্যাম। তুমি ভাল প্রার্থনা করতে জান না। আমার অনুরোধ, আমার কণ্ঠদেশ হতে তোমার আঙ্গুল সরিয়ে নাও। যদিও আমি হঠকারী বা উদ্ধত নই, তথাপি আমার মধ্যে এমন একটা বিপজ্জনক শক্তি আছে যাকে তোমার ভয় করা উচিত। তোমার হাত সরিয়ে নাও।

রাজা। ওদের দুজনকে সরিয়ে দাও।

রাণী। হ্যামলেট, হ্যামলেট।

সকলে। ভদ্রমহোদয়গণ!

হোরে। সুভদ্র হে মাননীয় প্রভু, শান্ত হোন। (অনুচরগণ তাদের সরিয়ে দিল এবং তারা কবর থেকে বেরিয়ে এল)

হ্যাম। কেন, এ ব্যাপারে আমার আঁখিপাতায় পলক না পড়া পর্যন্ত আমি ওর সঙ্গে লড়াই করে যাব।

রাণী। কোন ব্যাপারে পুত্র?

হ্যাম। আমি ওফেলিয়াকে ভালবাসতাম। চল্লিশ হাজার ভাইএর ভালবাসা একত্র যোগ করলেও পরিমাণে আমার ভালবাসার সমান হতে পারবে না। বল তুমি তোমার ভালবাসার খাতিরে তার জন্য কি করতে রাজী আছ?

রাজা। ও উন্মাদ লার্তেস।

রাণী। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, ওর কাছ থেকে সরে যাও।

হ্যাম। পবিত্র ক্ষতস্থানের শপথ, কি করতে চাও তুমি? তুমি কি কাঁদবে, দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে, উপবাস করবে, তুমি কি নিজেকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে, সির্কাপান করবে অথবা কুমীরের মাংস ভক্ষণ করবে? আমি তা করব। তুমি কি এখানে নাকে কাঁদতে এসেছ? কবরে ঝাঁপ দিয়ে আমায় লজ্জা দিতে এসেছ? তুমিও তার সঙ্গে সমাধিস্থ হও, তাহলে আমিও হব। যদি তুমি পর্বতের অহঙ্কার করো তাহলে ওরা কোটি কোটি মণ ওজনের মাটি আমাদের উপর নিক্ষেপ করুক যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের এই সমাধির ভূমিতল স্ফীত হয়ে সৌরমণ্ডলকে স্পর্শ করে ওস্সাকে তিল প্রমাণে পরিণত করে। তুমি যেমন বাচালতা করবে আমিও তেমনি উদ্ধত অসার কল্পনাকে প্রশ্রয় দেব।

রাণী। এ শুধু উন্মত্ততা; এ উন্মত্ততা অল্পক্ষণই কার্যকরী থাকবে। তারপর স্বর্ণোজ্জ্বল শাবকগণের বহিরাগমনে ধৈর্যমণ্ডিত বনকপোতীর মতই এক বিষণ্ণ স্তব্ধতায় ম্লান হয়ে বসে থাকবে ওর মুখের উপর।

হ্যাম। শোন ভদ্র, তুমি কেন আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করছ? আমি ত চিরদিন তোমায় ভালবেসে এসেছি। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। শক্তির দেবতা স্বয়ং হারকিউলিসও যা খুশি করতে পারেন। এখন যত খ্যাঁশ বিড়াল ডাকে ডাকুক, কুকুরের দিন এককালে আসবেই। (প্রস্থান)

রাজা। আমার অনুরোধ হোরেশিও, ওকে দেখ। (হোরেশিওর প্রস্থান) (লার্তেসের প্রতি) আমাদের গতরাতের আলোচনার কথা স্মরণ করে তোমার ধৈর্যকে আরো শক্ত করে তোল। আমরা এই ঘটনাকে এখনি বিচার করে দেখব। শোন গার্ট্রুড, তোমার পুত্রের উপর নজর রাখো,— এই সমাধির উপর এক জীবন্ত স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হবে। এখন ঘণ্টাখানেক আমরা বিশ্রাম করব, তারপর ধৈর্যসহকারে আমরা আমাদের যথাকর্তব্য স্থির করব। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। এলসিনোর। রাজপ্রাসাদ।

হ্যামলেট ও হোরেশিওর প্রবেশ

হ্যাম। এ ব্যাপারে ত অনেক কিছুই হলো স্যার। এবার দেখবে আর একটি ঘটনা। তোমার সব কিছু মনে আছে ত?

হোরে। মনে আছে প্রভু।

হ্যাম। আমার অন্তরের মাঝে এমন এক দ্বন্দ্ব চলেছে যাতে আমার কিছুতেই ঘুম আসে না। আমার সতত মনে হয় শৃংখলাবদ্ধ বিদ্রোহীর থেকেও আমার অবস্থা আরো শোচনীয়। যদি আমি হঠকারিতার সঙ্গে কাজ করে থাকি তাহলে সে হঠকারিতার প্রশংসা করা উচিত। জেনে রেখো, আমাদের চিন্তালালিত অতি বিলম্বিত গভীর ষড়যন্ত্র যখন ব্যর্থ হয় তখন অতি দ্রুত সিদ্ধান্ত অনেক সময় ভাল ফল দান করে। আর এর থেকে আমাদের এই শিক্ষা পাওয়া উচিত যে আমাদের কর্মপ্রচেষ্টা যতই অসংবদ্ধ হোক না কেন, বিধাতৃপুরুষ আমাদের উদ্দেশ্যকে এক সুষ্ঠু পরিণতি দান করেন।

হোরে। তা খুবই সত্য।

হ্যাম। সমুদ্রযাত্রাকালে কোন এক রাত্রিতে সামুদ্রিক লঘু অঙ্গবাস পরে আমি তাদের অনুসন্ধানে আমার কক্ষ হতে অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লাম। আমার ইচ্ছা পূরণ হলো। আমি তাদের প্যাকেটটা হাতে নিয়েই আমার কক্ষে ফিরে এলাম। তাদের সেই মহান সনদ বা আদেশনামার রহস্য

উদ্‌ঘাটনের এক দুঃসাহসে সব ভয়ের কথা ভুলে গিয়েছিলাম আমি। সে আদেশনামা খুলে তার মাঝে দেখলাম হোরেশিও রাজার বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ। ডেনমার্কের ও ইংলণ্ডের মঙ্গলকামনার পর এক নিশ্চিত ও অমোঘ আদেশ দান করা হয়েছে। কিসের আদেশ জান? আমার জীবন নাকি অনিষ্টকারী দৈত্য দানবের থেকেও বিভীষিকাময়; সুতরাং আদেশপত্র পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে কালবিলম্ব না করে এমন কি কুঠার শাণিত করার অবকাশ না দিয়েই যেন আমার শিরচ্ছেদ করা হয়।

হোরে। এটা কি সম্ভব?

হ্যাম। এই নাও সেই আদেশনামা। অবসর মত পড়ো। এখন শুনবে কি এর পর আমি কি করেছিলাম?

হোরে। আমার অনুরোধ আপনি তা বলুন।

হ্যাম। এইভাবে শয়তানদের পাতা ষড়যন্ত্রজালের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে—এ নিয়ে কোন চিন্তা করার আগেই আমার মস্তিষ্ক কাজ শুরু করে দিল। আমি তৎক্ষণাৎ বসে এক নতুন আদেশনামা রচনা করলাম। সুন্দর হস্তাক্ষরে আমি তা লিখে ফেললাম। আমাদের রাজনীতিবিদদের মত আমিও একদিন লিপিশিক্ষা করেছিলাম এবং সেটা ভোলার জন্য চেষ্টাও করে-ছিলাম। কিন্তু সেদিন এ শিক্ষা আমার প্রচুর উপকার করেছিল। কি লিখেছিলাম তা শুনবে কি?

হোরে। শুনব প্রভু।

হ্যাম। রাজার নিকট থেকে এক সনির্বন্ধ অনুরোধ, যেহেতু ইংলণ্ড ডেন-মার্কের এক অনুগত রাষ্ট্র এবং যেহেতু দুই দেশের মধ্যে প্রীতি তাল-বৃক্ষের মতই বৃদ্ধি পাচ্ছে দিনে দিনে, সুখসমৃদ্ধির বিজয়মাল্য পরিহিত শান্তি যেহেতু আজও দুই দেশের মধ্যে এক অভ্রান্ত সংযোগচিহ্ন হিসাবে বিদ্যমান, সেই হেতু এই আদেশপত্রবিধৃত বিষয় অবগত হওয়ামাত্র যেন পত্রবাহকদের পাপস্বীকৃতির সময় পর্যন্ত না দিয়েই বধ করা হয়।

হোরে। কেমন করে মুদ্রাঙ্কিত করলেন সে আদেশপত্র?

হ্যাম। সেখানেও ছিল দৈবের যোগাযোগ। আমার টাকার থলের ভিতর পিতার মুদ্রাঙ্কিত আংটি ছিল, রাজকীয় মুদ্রারই অনুরূপ। আগেকার আদেশ-নামার মত ভাঁজ করে তা মুদ্রাঙ্কিত করে আবার যথাস্থানে রাখলাম এবং আদেশপত্রের এই পরিবর্তনের কথা অজ্ঞাত রয়ে গেল সকলের কাছে।

তার পরদিনই জলদস্যুদের সঙ্গে সেই নৌযুদ্ধ বাধে এবং এর পরের ঘটনা সব তুমি জান।

হোরে। তাহলে রোজেনক্রান্তস্ ও গিল্ডেনস্টার্ন মৃত্যুমুখে পতিত।

হ্যাম। কেন, তারা ত স্বেচ্ছায় এ কাজ বেছে নিয়েছে। তারা আমার বিবেক বা মমতাবোধকে কোনমতে স্পর্শ করতে পারে না। তাদের এই পরাজয় ত তাদেরই ইচ্ছাকৃত কুচক্রেরই ফল। দুই শক্তিমান বিবাদীর মধ্যে যখন কোন নীচ ব্যক্তির আগমন ঘটে তখন আরো বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।

হোরে। এ কি ধরনের রাজা!

হ্যাম। তুমি কি এটা আমার কর্তব্য বলে এখন মনে করো না—যে আমার বাবাকে হত্যা করেছে, আমার মাকে ভ্রষ্টায় পরিণত করেছে, যে আমার আশা ও নির্বাচনের মাঝখানে অনধিকার প্রবেশ করেছে, যে আমার জীবনহানির জন্য অঙ্কুশ নিক্ষেপ করেছে এমন কৌশলে তাকে এই বাহু দিয়ে নিধন করাই কি আমার অভ্রান্ত বিবেকের নির্দেশ নয়? প্রকৃতির এই কলঙ্ককে দিনে দিনে তার পাপকর্মকে বাড়িয়ে যেতে দিলে নরকের অভিশাপে কি অভিশপ্ত হব না আমি।

হোরে। ইংলণ্ড থেকে শীঘ্রই খবর আসবে সেখানে কি ঘটেছে।

হ্যাম। অতি অল্পকালের মধ্যেই আসবে সে খবর। সে খবর আসার আগে পর্যন্ত এই মধ্যবর্তী কালটুকুই আমার জীবনের আয়ু। মানুষের জীবনটাই ত বড় ক্ষণস্থায়ী, 'এক' গণনা করতে যতক্ষণ। কিন্তু আমি বড় দুঃখিত হোরেশিও, লার্তেসের কাছে আমি আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েছিলাম। আমি আমার নিজের শোকের মাঝেই দেখছি তার শোকদুঃখের সকরুণ প্রতিচ্ছবি। যাই হোক, আমি তার শুভেচ্ছা প্রার্থনা করব। তার শোকের সোচ্চার প্রকাশই আমার আবেগকে তখন এমন উত্তুঙ্গ করে তুলেছিল।

হোরে। চুপ করুন, কে আসছে এদিকে।

যুবক ওস্‌রিকের প্রবেশ

ওস্‌রিক। ডেনমার্ক প্রত্যাবর্তনে স্বাগত জানাই প্রভুকে।

হ্যাম। বিনয়ের সঙ্গে তোমাকেও ধন্যবাদ জানাই। (হোরেসিওর প্রতি চুপি চুপি) এই মশকটিকে চেন?

হোরে। (জনান্তিকে হ্যামলেটকে) না, জানি না প্রভু।

হ্যাম। (জনান্তিকে হোরেশিওকে) আমার থেকে তোমার অবস্থা ভাল, তাই তুমি একে চেন না। কারণ একে চেনাও পাপ। এর প্রচুর উর্বর ভূসম্পত্তি আছে। পশু যদি পশুর রাজা হয় তাহলে রাজার ভোজনাগারে তার ভোজনপাত্র স্থাপিত হবেই। এ এক অদ্ভুত বন্ধুত্ব। কিন্তু ঐ যে বললাম, ধূলিমলিন এক বিশাল ভূসম্পত্তির ও অধিকারী।

ওস্রিক। মাননীয় প্রভু, যদি আপনার অবসর থাকে তাহলে মহারাজ প্রেরিত এক সংবাদের কথা আপনাকে জানাই।

হ্যাম। যথাসাধ্য উদ্যম সহকারে আমি সে সংবাদ শুনব। তবে তোমার টুপীটা ঠিক করে বসাও, ওটা মাথার জন্য।

ওস। ধন্যবাদ প্রভু। তবে বড় গরম।

হ্যাম। না, বিশ্বাস করো, বড় ঠাণ্ডা। উত্তরে বাতাস বইছে।

ওস্। হ্যাঁ ঠাণ্ডা, তবে অনিয়মিত।

হ্যাম। তবে আমার গায়ে বড় গুমোট গরম বোধ হচ্ছে।

ওস্। খুব বেশী প্রভু। কেন তা বলতে পারব না, তবে বড় গুমোট। কিন্তু প্রভু, রাজা আপনাকে জানাতে বলেছেন যে তিনি আপনার উপর এক বড় রকমের পণে আবদ্ধ হয়েছেন।

হ্যাম। আমার অনুরোধ, আমার কথাটা স্মরণ রেখো। (টুপী ঠিক করার ইঙ্গিত করল)

ওস্। না, বিশ্বাস করুন স্যার, এটা শুধু আমার আরামের জন্য। সম্প্রতি লার্তেস রাজসভায় ফিরে এসেছেন। বিশ্বাস করুন, তিনি হচ্ছেন সব দিক দিয়ে প্রকৃতপক্ষে একজন ভদ্রসন্তান; আচারে ব্যবহারে সমস্ত সদ্গুণের আকরস্বরূপ। সত্যানুভূতির সঙ্গে বলতে হয় তিনি যেন আদর্শ ভদ্রতার নির্দেশপত্র ও গুণপঞ্জী। ভদ্রজনেরা যে গুণেই তাঁকে বিশেষিত করুন না কেন আপনি তাঁকে সেই গুণেই ভূষিত দেখবেন।

হ্যাম। তার স্বরূপকে বিকৃত করে দেখানো আপনার বর্ণনার পক্ষে সাধ্য নয়। আমি জানি তাঁর সব গুণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ স্মৃতির গণিতকে করে তুলবে বিভ্রান্ত এবং সেই অসংখ্য গুণরাজি দ্রুতগতিতে তাঁকে অতিক্রম করে যাবে। সত্য প্রশংসার আতিশয্যে আমি তাঁকে কতকগুলি বিরল গুণের মিশ্রণে সমুন্নত এক মহান আত্মা বলে মনে করি। তাঁর মুকুরিত প্রতিবিম্বই তার একমাত্র তুলনীয় বস্তু। আর যারা তাঁর অনুকরণ করতে যাবে তারা সবাই ছায়ামাত্র, আর কিছু নয়।

ওস্। আপনি তাঁর সম্বন্ধে যা বললেন তা সব ঠিক প্রভু।

হ্যাম। আসল বিষয়টা কি স্যার? কি কারণে আমরা সেই ভদ্রলোককে আমাদের দূষিত নিঃশ্বাস দ্বারা আচ্ছন্ন করে ফেলছি?

ওস্। মহাশয়?

হোরে। (জনান্তিকে হ্যামলেটকে) অন্যের মুখ থেকে কথাটা জানা কি সম্ভব না। আপনি তা সত্যিই জানতে পারবেন।

হ্যাম। সেই ভদ্রলোকের নাম করার উদ্দেশ্য কি?

ওস্। কার, লার্তেসের?

হোরে। (জনান্তিকে) ওর সঞ্চয় ফুরিয়ে গেছে। স্বর্ণমুদ্রাবৎ শব্দরাজি নিঃশেষিত সব।

হ্যাম। হ্যাঁ, তারই নাম।

ওস্। আমি জানি আপনিও এ বিষয়ে অনবহিত নন।

হ্যাম। সত্য সত্যই যদি তুমি জানতে। তবে বিশ্বাস করো, জানলেও আমার তাতে কোন উপকার হত না। আচ্ছা ঠিক আছে।

ওস্। লার্তেস কত নিপুণ কত সুদক্ষ তা নিশ্চয় আপনার অজানা নেই—

হ্যাম। তা স্বীকার করার সাহস আমার নেই, পাছে তার নৈপুণ্যের স্বীকার করতে গিয়ে তার তুলনা করে ফেলি। কিন্তু কোন লোককে ভালভাবে জানা মানেই ত নিজেকে জানা।

ওস্। আমি তার অস্ত্রের কথা বলছি স্যার। তবে জনশ্রুতি এই যে অস্ত্রনৈপুণ্যে তিনি নাকি অতুলনীয়।

হ্যাম। তাঁর অস্ত্র বলতে কি কি আছে?

ওস্। সূচীমুখ এক লঘু তরবারি আর কীরিচ।

হ্যাম। তার এই দুই অস্ত্র—ঠিক আছে, তারপর?

ওস্। রাজা তাঁর সঙ্গে পণ রেখেছেন দুটি আরবী ঘোড়া! অন্য পক্ষের পণ হলো দুটি ফরাসী তরবারি আর কীরিচ আর তাদের আনুষঙ্গিক যত কিছু যেমন কটিবন্ধ, চর্মবন্ধনী ইত্যাদি;—আবার বিশ্বাস করুন অসিবাহকের মধ্যে তিনটি হলো অতিশয় মনোরম, ধারণীর পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত ও সূক্ষ্ম কারুকার্য খচিত।

হ্যাম। অসিবাহক বলতে কি বোঝাতে চাইছ?

হোরে। (জনান্তিকে হ্যামলেটকে) আমি জানতাম ব্যাপারটা বোঝার আগেই পার্শ্বব্যাখ্যায় উত্তেজিত করা হবে আপনাকে।

ওস্। চর্মবন্ধনীই অসিবাহক স্যার।

হ্যাম। আমরা যদি কামান সংস্থাপন করতাম তাহলে শব্দটা যোগ্য অর্থে ব্যবহৃত হত। ততক্ষণ পর্যন্ত চর্মবন্ধনীই থাক অসিবাহকের পরিবর্তে। কিন্তু তারপর? এক পক্ষে ছুটি আরবী ঘোড়া আর অন্য পক্ষে ছুটি ফরাসী তরবারি তাদের আনুষঙ্গিক আর অলঙ্কৃত অসিবাহক। এই হলো ডেনের প্রতিপক্ষে ফরাসী পণ। কিন্তু এ সব কিসের পণ?

ওস্। রাজা পণ রেখেছেন, মোট বারোবার খেলা হবে এবং তার মধ্যে আপনি মোট তিনবার তাঁকে আঘাত করতে পারবেন। আর অপর পক্ষ বলেছেন বারোবার খেলার মধ্যে উভয় পক্ষই নয়বার করে আঘাত করতে পারবেন। এবার আপনি অনুমতি দিলেই পরীক্ষা আরম্ভ হয়।

হ্যাম। আমি যদি এতে রাজী না হই?

ওস্। আপনাকে প্রতিপক্ষে রেখেই ত এই পরীক্ষা।

হ্যাম। আমি এই ঘরেই পদচারণা করব। রাজার যদি ইচ্ছা হয় তাহলে এ প্রতিযোগিতা হবে, এটা যেন আমার কাছে প্রাতঃকালের ব্যায়াম মাত্র। সুতরাং অস্ত্র আনা হোক, প্রতিযোগী ভদ্রলোকেরও ইচ্ছা হোক আর রাজাও পণে আবদ্ধ হোন। যদি পারি জয়ী হব আর যদি না পারি তাহলে পাব শুধু কিছু এলোমেলো আঘাত আর কিছু লজ্জা।

ওস্। আপনার এই কথাই রাজাকে জানাব ত?

হ্যাম। ঠিক যা বললাম তাই জানাবে, তবে ভাষাটা তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী হতে পারে।

ওস্। প্রভুর সেবায় আমার সমস্ত কর্মতৎপরতা সঁপে দিতে রাজী আছি।

হ্যাম। আমিও তোমার সেবায় রাজী আছি। (ওসরিকের প্রস্থান) সে নিজের প্রশংসা নিজেই বেশ করতে পারে; তা ভাল, অন্য কেউ ত ওর প্রশংসা করবে না।

হোরে। সদ্যোজাত ভৃঙ্গের মত মাথায় ডিম্বের অবশিষ্টাংশ নিয়ে ছুটে পালাল ও।

হ্যাম। ওরা স্তন্য পান করার আগেও স্তনাগ্রভাগের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল।

আমি এই ধরনের আরো অনেক লোককে জানি যারা শুধু কালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যায় আর সৌজন্যের বহিরঙ্গ প্রকাশে অভ্যস্ত হয়ে মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা পায়। ভাল করে পরীক্ষা করে দেখবে ওরা বুদ্‌বুদের মত মিলিয়ে যাবে দুদিনের মধ্যে।

জনৈক পারিষদের প্রবেশ

পারিষদ। মাননীয় প্রভু, মহারাজ ওস্‌রিকের মাধ্যমে তাঁর কথা জানিয়েছিলেন। ওস্‌রিক গিয়ে তাঁকে জানায় যে আপনি সভাকক্ষে তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন। রাজা জানতে চেয়েছেন আপনি কি এখন লার্তেসের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে চান না আরো সময় চান?

হ্যাম। আমি আমার উদ্দেশ্যে অটল আছি এবং সে উদ্দেশ্য রাজার অভিরুচিকেই অনুসরণ করে চলেছে। তিনি যদি এবিষয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকেন তাহলে আমিও প্রস্তুত অথবা যখন খুশি তাঁর—অবশ্য যদি আমি এখনকার মত সমর্থ থাকি।

পারিষদ। রাজা রাণী ও আর সকলে এ দিকেই আসছেন।

হ্যাম। উপযুক্ত সময়েই আসছেন।

পারি। রাণীর ইচ্ছা আপনি অস্ত্রক্রীড়ায় অবতীর্ণ হবার আগে লার্তেসের সঙ্গে কিছু সৌজন্যমূলক কথাবার্তা বলবেন।

হ্যাম। তিনি ভাল উপদেশই দিয়েছেন। (পারিষদের প্রস্থান)

হোরে। আপনি এ খেলায় হেরে যাবেন প্রভু।

হ্যাম। আমি তা মনে করি না। কারণ ও যখন ফ্রান্সে ছিল আমি তখন নিয়মিত এ ক্রীড়ার অভ্যাস করেছি। শর্তের নানা বৈষম্য সত্ত্বেও আমি জয়লাভ করব। কিন্তু তুমি ভাবতে পারবে না কী দারুণ দ্বন্দ্ব চলছে আমার অন্তরে। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না।

হোরে। না না, প্রভু।

হ্যাম। এটা শুধু মূঢ়তা, কিন্তু এমনই যন্ত্রণাদায়ক যে নারীমনকে তা সহজেই কাতর করে তুলবে।

হোরে। যদি আপনার মনে কোন বিষয়ের প্রতি অনিচ্ছা থাকে তাহলে সেটাকে মেনে চলাই উচিত। তাঁরা এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁদের একথা জানাব। বলব যে আপনি এখন প্রস্তুত নন।

হ্যাম। না, বিন্দুমাত্রও না; আমরা শুভাশুভ সঙ্কেত অনেক সময় অগ্রাহ্য

করে চলি। সামান্য একটি চড়ুই পাখির মৃত্যুতেও আছে ঈশ্বরের বিধান। যদি সে মৃত্যু এখনই আসে তাহলে সে ত আর ভবিষ্যতে আসবে না, আর ভবিষ্যতে যদি তা না আসে তবে সে এখনই আসবে। সে মৃত্যু এখন না এলেও ভবিষ্যতে একদিন ত আসবেই—সুতরাং প্রস্তুত হয়ে থাকাই ভাল; এই প্রস্তুতিটাই হলো সবচেয়ে বড় কথা। পরিত্যক্ত কোন কিছুরই উপর যখন মানুষের কোন অধিকার থাকে না তখন যা যাবার যাক। যা হবার হোক।

মঞ্চ সজ্জিত হয়। বাদ্য। উপাধান, তরবারি ও ছুরিকাসহ রাজ-কর্মচারিদের প্রবেশ। পরে রাজা, রাণী, লার্তেস ও অনুচরবর্গের প্রবেশ

রাজা। এস হ্যামলেট, আমার কাছ থেকে এই হাত গ্রহণ করো।

(রাজা লার্তেসের হাত হ্যামলেটের হাতের উপর রাখলেন)

হ্যাম। আমায় তুমি ক্ষমা করো ভদ্র; আমি তোমার উপর অন্যায় করেছি। কিন্তু যেহেতু তুমি ভদ্রসন্তান, আমাকে মার্জন করো। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী জানেন এবং তুমিও নিশ্চয় শুনেছ এক মানসিক বিশৃংখলা থেকে কী ধরনের সন্তাপ আমি ভোগ করছি। যা কিছু আমি করেছি তাতে যদি তোমার সম্মান ক্ষুণ্ন হয় এবং ক্রোধ জাগরিত হয় তাহলে আমি সর্বসমক্ষে ঘোষণা করছি তার জন্য দায়ী আমার উন্মত্ততা। লার্তেসের উপর যে অন্যায় করা হয়েছে তা কি হ্যামলেট করেছে? কখনই না। হ্যামলেট যখন নিজের মধ্যেই নিজে ছিল না, যখন সে আপন সত্তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল তখন যদি সে লার্তেসের উপর কোন অন্যায় করে থাকে তাহলে সে অন্যায় নিশ্চয় হ্যামলেট করেনি। হ্যামলেট তা অস্বীকার করছে। তবে কে সে অন্যায় করেছে? করেছে তার উন্মত্ততা। তা যদি হয় তাহলে হ্যামলেটের উপরেও অংশতঃ অন্যায় করা হয়েছে। উন্মত্ততাই হতভাগ্য হ্যামলেটের শত্রু। হে ভদ্র, উপস্থিত সকলের সামনে আমি ঘোষণা করছি, লার্তেসের প্রতি অন্যায় করার কোন উদ্দেশ্যই আমার ছিল না এবং আশা করি তুমি তোমার স্বাভাবিক উদারতা বশতঃ নিশ্চয়ই আমাকে দোষমুক্ত করবে। আমি একথাও স্বীকার করছি যে আমি আমার নিজের বাড়িতেই তীর নিক্ষেপ করে আপন ভাইকে আহত করেছি।

লার্তেস। স্বভাবতঃ আমি প্রতিশোধবাসনায় উত্তেজিত হলেও আমি তোমার কথায় আপাততঃ তৃপ্ত হলাম। কিন্তু যেখানে আমার আত্মসম্মানের প্রশ্ন

সেখানে আমি এখনো অবিচল এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন প্রবীণ সম্মানিত ব্যক্তি শান্তি স্থাপনের উপযুক্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়ে আমার নামকে কলঙ্কমুক্ত করতে না পারবেন ততক্ষণ আমি সেখানে থাকব অবিচলিতচিত্ত। তবে তার আগে আপাততঃ আমি তোমার প্রেমের অর্ঘ্য প্রকৃত প্রেম হিসাবেই গ্রহণ করলাম এবং সে প্রেমের উপর আমি কোন অবিচার করব না।

হ্যাম। আমি তোমার কথা মুক্তচিত্তে মেনে নিলাম। অকুণ্ঠভাবে এ অসিক্রীড়ায় যোগদান করব। আমাদের অসি দাও। কই এস।

লার্তেস। আমাকেও একটা দাও।

হ্যাম। আমি হব তোমার চাতুর্যলাঞ্ছিত প্রতিদ্বন্দ্বী লার্তেস। আমার অজ্ঞতার সুযোগে তোমার দক্ষতা অন্ধকার আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত জ্বল জ্বল করতে থাকবে।

লার্তেস। তুমি আমায় উপহাস করছ।

হ্যাম। না, আমার এই হাতের দিব্য।

রাজা। ওস্‌রিক, ওদের অস্ত্র দাও। ভ্রাতুস্পুত্র হ্যামলেট এ খেলার পণ জান ত?

হ্যাম। ভালই জানি মহারাজ। আপনি দুর্বল পক্ষের উপরেই বেশী চাপ দিয়েছেন।

রাজা। তাতে আমি ভয় করি না। আমি তোমাদের দুজনকেই দেখেছি। কিন্তু যেহেতু সে বেশী দক্ষ, সেইহেতু পণ আমাদের পক্ষেই।

লার্তেস। এ তরবারিটা খুব ভারী। আমাকে অন্য একটা দাও।

হ্যাম। আমারটা ঠিক আছে। এই সব অসিগুলোই দৈর্ঘ্যেতে সমান?

(উভয়ে অসিক্রীড়ার জন্য প্রস্তুত হলো)

ওস্। হ্যাঁ প্রভু।

রাজা। আমার মদ্যপাত্র টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখ। হ্যামলেট যদি আঘাতদানে প্রথম অথবা দ্বিতীয় হয় অথবা তৃতীয়বার আঘাতের প্রত্যুত্তর দান করে তাহলে দুর্গপ্রাকার হতে সব কামানগুলো গোলাবর্ষণ করবে, রাজা তাহলে হ্যামলেটের দীর্ঘ আয়ু কামনা করে তার স্বাস্থ্যপান করবে আর সেই মদ্যপাত্রে এমন এক রত্ন নিক্ষিপ্ত হবে যা ডেনমার্কের পর পর চারজন রাজার রাজ মুকুটস্থিত রত্ন অপেক্ষাও বেশী মূল্যবান। আমাকে মদ্যপাত্র দাও। তুরীবাদনের পর নাকারা বাজুক, তুরীবাদনের শব্দে

গোলন্দাজরা কামান হতে গোলা বর্ষণ করুক। কামান গর্জনের শব্দে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হোক আর সে শব্দ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হোক পৃথিবীতে। এখন রাজা হ্যামলেটের স্বাস্থ্য পান করছে। এবার শুরু করো। বিচারকরা লক্ষ্য রাখ।

হ্যাম। এস ভদ্র।

লার্তেস। এস। (অসিক্রীড়া শুরু হলো)

হ্যাম। এই এক আঘাত।

লার্তেস। না।

হ্যাম। বিচার চাও ?

ওস্। আঘাত, স্পষ্ট আঘাত।

লার্তেস। ঠিক আছে, আবার নাও।

রাজা। থাম, আমাকে মদ দাও। হ্যামলেট, এই নাও রত্ন, এটা তোমার। এই তোমার স্বাস্থ্য পাণ করছি। (বাগু ও কামানগর্জন) ওকে মগুপাত্র দাও।

হ্যাম। আর একবার খেলাটা সারি। ওখানে রেখে দাও সুরা। এস। (খেলা শুরু) আর এক আঘাত। এবার কি বল ?

লার্তেস। শুধু স্পর্শমাত্র। আমি অবশ্য স্বীকার করি।

রাজা। আমাদের পুত্রই জয়লাভ করবে।

রাণী। ও ঘেমে গেছে, ও হাঁপাচ্ছে। হ্যামলেট, তুমি আমার রুমালটা নিয়ে তোমার কপালটা মোছ। রাণী তোমার সৌভাগ্য কামনায় পাণ করছে হ্যামলেট।

হ্যাম ! ধন্যবাদ ভদ্রে।

রাজা। গাট্রুড, ওটা পাণ করো না।

রাণী। আমি পাণ করব। আমার অনুরোধ আমাকে মার্জনা করবে।

রাজা। (স্বগত) এ পাণপাত্র বিষাক্ত ; বড় বিলম্ব হয়ে গেল।

হ্যাম। পান করার সাহস এখনো পাচ্ছি না। তবে অবিলম্বে পান করব।

রাণী। আয় তোর মুখ মুছিয়ে দিই।

লার্তেস। মহারাজ, এবার আমি ওকে আঘাত করব।

রাজা। আমার ত তা মনে হয় না।

লার্তেস। (স্বগত) যদিও এটা আমার বিবেকের বিরুদ্ধে।

হ্যাম। এস, এবার তৃতীয়বারের খেলা শুরু। লার্তেস, আমার মনে হচ্ছে

তুমি ছেলেখেলা করছ। আমার অনুরোধ উপযুক্ত শক্তি প্রয়োগ করে খেল। আমার মনে হচ্ছে তুমি আমাকে দুর্বল ভাবছ।

লার্তেস। তাই নাকি? আচ্ছা এস (খেলা শুরু)

ওস্। কোন পক্ষেই কোন আঘাত নেই।

লার্তেস। এই নাও (লার্তেস হ্যামলেটকে আঘাত করল। পরে তুমুল দ্বন্দ্বের মধ্যে উভয়ে অস্ত্র পরিবর্তন করে এবং পরে লার্তেসকে আঘাত করে হ্যামলেট)

রাজা। ওকে পৃথক করো; ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে ওরা।

হ্যাম। না, আবার নাও। (রাণীর পতন)

ওস্। দেখ রাণীর কি হলো।

হোরে। ওদের দুজনের দেহই রক্তাক্ত হচ্ছে। এটা কি হলো মহারাজ?

ওস্। কি বলো লার্তেস?

লার্তেস। কাঠঠোকরা পাখির মত নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়েছি ওস্রিক। আমারই বিশ্বাসঘাতকতার ফলে নিহত হচ্ছি আমি।

হ্যাম। রাণীর কি হলো? কেমন আছে?

রাজা। ওদের রক্তপাত দেখে রাণী মূর্ছিত হয়ে পড়েছেন।

রাণী। না না, ঐ সুরা, সুরা। হায় আমার প্রিয়পুত্র হ্যামলেট, বিষাক্ত সুরা পান করেছি আমি। (মৃত্যু)

হ্যাম। শয়তানি। সব দরজা বন্ধ করে দাও। বিশ্বাসঘাতককে খুঁজে বার করো। (লার্তেস পড়ে গেল)

লার্তেস। এখানে এই অসিমুখেই আছে আমাদের মৃত্যুর উৎস। তুমি নিহত হ্যামলেট, দুনিয়ার কোন ওষুধ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। মাত্র আধ ঘণ্টার আয়ুও অবশিষ্ট নেই তোমার মধ্যে। বিশ্বাসঘাতক যে অস্ত্র তোমার হাতে রয়েছে তার মুখ বিষাক্ত। যে পাপকর্ম আমি করেছি তা আমার কাছেই ফিরে এসেছে। এই আমি শায়িত হলাম। আর কখনো উঠব না! বিষপ্রয়োগে নিহত তোমার মাতা। রাজা, একমাত্র রাজাই দোষী সব কিছুর জন্য।

হ্যাম। মৃত্যুমুখ অস্ত্রভাগ বিষাক্ত। তবে সে বিষ তুইও পান কর। (রাজাকে ছুরিকাঘাত)

সকলে। রাজদ্রোহিতা! রাজদ্রোহিতা!

রাজা। ও, আমাকে রক্ষা করুন এখনো, আমি আহত হয়েছি শুধু।

হ্যাম। এই নে ব্যভিচারী, নরঘাতক, অভিশপ্ত ডেন, এই অবশিষ্ট বিষটুকু পান কর্। একি সেই মুক্তো তোর এখানে! আমার মাতাকে অনুসরণ কর।

লার্তেস। ন্যায়সঙ্গত বিচারই হয়েছে। এ বিষ ওই মিশিয়েছিল। হে মহান হ্যামলেট, মার্জনার বিনিময় করো আমার সঙ্গে। আমার বা আমার পিতার মৃত্যুর দায় হতে মুক্ত তুমি আর তোমার মৃত্যুর দায় থেকেও মুক্ত হলাম আমি।

(মৃত্যু)

হ্যাম। ঈশ্বর তোমার সে মুক্তি দান করুন। আমিও অনুসরণ করছি তোমায়। আমিও নিহত হোরেশিও। হে হতভাগিনী রাজমহিষী, বিদায়। আমি নিহত হোরেশিও, আজ যারা এই ঘটনার নির্বাক দর্শকরূপে বিবর্ণ মুখে কাঁপছ, যদি সময় পেতাম, যদি মৃত্যুর রাজদূত এক কঠিন নিয়মানুসারে আমায় বন্দী না করত তাহলে তোমাদের সব কথা বলতাম। কিন্তু যা হবার তা হোক। আমি মরছি, কিন্তু বেঁচে না থাকলেও হোরেশিও আমার কথা যথাযথভাবে বলে ওদের অতৃপ্ত কৌতূহল নিবৃত্ত করো।

হোরে। সে বিশ্বাস কখনো করবেন না। আমাকে একজন ডেনবাসীর থেকে একজন প্রাচীন রোমবাসী বলেই জানবেন। এই যে এখনো কিছু মদ অবশিষ্ট আছে।

হ্যাম। একজন সত্যিকারের মানুষ হিসাবে এ পানপাত্র আমায় দাও। আমাকে পেতেই হবে। হা ভগবান, এ ঘটনা যদি অজ্ঞাত রয়ে যায় তাহলে কী কলঙ্কিত নামই না আমাকে রেখে যেতে হবে আমার পশ্চাতে। যদি তুমি আমাকে অন্তরের সঙ্গে ভালবেসে থাক তাহলে স্বর্গসুখ পরিহার করে এই যন্ত্রণাদায়ক পৃথিবীতেই কিছুদিন বেঁচে থেকে আমার কাহিনী বিবৃত করবে। (দূরে কুচকাওয়াজ এবং নিকটে তোপধ্বনি) কিসের এই রণকোলাহল?

ওস্। যুবক ফোর্টিনব্রাস পোল্যাণ্ড থেকে জয়ী হয়ে ফিরেছেন। ইংলণ্ডের রাষ্ট্রদূতদের প্রতি অভ্যর্থনার জন্য সম্মানসূচক এই তোপধ্বনি।

হ্যাম। আমার মৃত্যু আসন্ন হোরেশিও। শক্তিশালী মৃত্যু কুক্কুট চিৎকারে অবসন্ন ও স্তিমিত করে দিচ্ছে আমার আত্মাকে। ইংলণ্ডের মনোভাব জানার জন্য অপেক্ষা করে বেঁচে থাকতে পারব না আমি। তবে আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি এ রাজ্যের শাসনভার পরিচালনার জন্য ফোর্টিনব্রাস মনোনীত হবে। আমার মৃত্যুকালীন কণ্ঠস্বর তাকেই সমর্থন করছে। তার কাছে লঘু গুরু

সব কথা বিবৃত করো। এইটুকুই আমার প্রার্থনা। অবশিষ্ট আর সব নীরব।

হোরে। ভগ্ন হলো মহান আত্মা এক। শুভরাত্রি যুবরাজ। উড্ডীয়মান দেবদূতদের সঙ্গীত তোমার স্বর্গযাত্রার পথকে শুভ করে তুলুক। (নিকটে কুচকাওয়াজ) ভেরীবাদ্য এদিকে কেন ?

ইংরেজ রাষ্ট্রদূতগণ ও অনুচরবর্গসহ ফোর্টিনব্রাসের প্রবেশ

ফোর্টিন। কোথায় সে দৃশ্য ?

হোরে। কি দেখতে চান আপনি ? বিষাদ না বিস্ময়, কিসের দ্বারা অভিভূত হতে চান আপনি ? আপনার অনুসন্ধানকার্য বন্ধ রাখুন তাহলে।

ফোর্টিন। বিভীষিকার এক সরব ঘোষণা পাচ্ছি এ ঘটনায়। হে গর্বিত মৃত্যু ! মাত্র একটি শরনিক্ষেপে এত বড় রাজপুরুষকে হত্যা করলে কেন, তোমার চিরন্তন সমাধিকক্ষে আজ সে কোন ভোজসভার প্রস্তুতি ?

১ম অনুচর। এ দৃশ্য সত্যিই ভয়াবহ। ইংলণ্ড হতে সংবাদ বহন করে আমরা বিলম্বে পৌছেছি। আপনার নির্দেশনামা যথাযথভাবে পালিত, রোজেন-ক্রান্তস্ ও গিল্ডেনস্টার্ন নিহত হয়েছে—এ সংবাদ যাঁকে শোনাবার জন্য এসেছি তিনি আজ প্রাণস্পন্দনহীন। কার কাছ থেকে ধন্যবাদ পাব আমরা ?

হোরে। তিনি জীবিত থাকলেও সে ধন্যবাদ দিতেন না। কারণ তিনি ওদের মৃত্যুর জন্য নির্দেশ দেননি। কিন্তু আপনারা যেহেতু এইমাত্র পোল-যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তন করেছেন এবং আপনারা এসেছেন ইংলণ্ড থেকে, এই রক্তাক্ত ঘটনা প্রসঙ্গে আসার আগে এই মৃতদেহগুলিকে একটি উঁচু মঞ্চের উপর সংস্থাপিত করার অনুমতি দিন। তারপর আমায় অনবহিত জনসমক্ষে বলতে দিন এ ঘটনা কেমন করে ঘটল। আপনারা শুনবেন ইন্দ্রিয়লালসাসিক্ত রক্তাক্ত কর্মের কাহিনী, অকস্মাৎ মৃত্যু ও ভ্রান্ত বিচার-বুদ্ধিজনিত কত অস্বাভাবিক ঘটনার কথা, শুনবেন কত ব্যর্থ চক্রান্তের কাহিনী—আমি যথাযথভাবে সব কিছু বলব।

ফোর্টিন। আসুন এ কথা আমরা যত শীঘ্র পারি শুনি এবং অন্যান্যদেরও শোনার জন্য ডাকুন। দুঃখের সঙ্গে আমার এ সৌভাগ্যকে বরণ করে নিচ্ছি আমি। এ রাজ্যের উপর অতীতে আমার কিছু অধিকারও ছিল; আজ ঘটনাচক্রে সে অধিকারলাভের সুযোগ আমায় আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

হোরে। এ বিষয়ে আমারও কিছু বলার আছে। আমি বলব তাঁর কথা যাঁর কথার গুরুত্ব এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশী, যাঁর মুখনিঃসৃত শেষ

কণ্ঠস্বর আপনার দাবিকেই সমর্থন করেছে। তবে আপনার নির্দেশ এখনই প্রতিপালিত হোক, কারণ পাছে আরো কিছু দুর্ঘটনা ঘটে এই ভয়ে জনগণ এখনো উত্তেজিত।

ফোর্টিন। চারজন সেনানায়ক হ্যামলেটের মৃতদেহকে মঞ্চে স্থাপিত করুক। তাঁকে যেন বীর সৈনিকের মর্যাদা দেওয়া হয়। রাজকর্মে নিযুক্ত থাকলে তিনিই হতেন আজ শ্রেষ্ঠ রাজসম্মানের অধিকারী। সামরিক প্রথা অনুসারে সামরিক সঙ্গীতসহ তাঁর শবযাত্রা পরিচালিত হবে। মৃতদেহগুলি মঞ্চে তুলে নিয়ে যাও। এ ধরনের দৃশ্য যুদ্ধক্ষেত্রেই দেখা যায়, এ দৃশ্য রাজপ্রাসাদের উপযোগী নয়। যাও, সৈনিকদের তোপধ্বনি করতে বল।

(কুচকাওয়াজ ও কামান গর্জন)

লাভস্ লেবারস্ লষ্ট

নাটকের চরিত্র

কার্ডিন্যাণ্ড নাভারের রাজা

বিরাউন
লঙ্গাভিল
ডুমেন
বয়েত
মার্কাদে
} রাজার অনুচরবর্গ

ডন আদ্রিয়ানো দ্য আর্মাডো : জনৈক অদ্ভুত চরিত্রের স্পেনবাসী

স্যার নাথানিয়েল : যাযক

হলোফারনেস : বিদ্যালয় শিক্ষক

ডাল : প্রহরী

কস্টার্ড : বিদূষক

মথ : আর্মাডোর ভৃত্য

বনরক্ষক

ফ্রান্সের রাজকন্যা

রোজালিন
মেরিয়া
ক্যাথারিণ
} রাজকন্যার পরিচারিকাগণ

জ্যাকেনেত্তা : গ্রাম্য মহিলা

পারিষদগণ, অনুচরবর্গ প্রভৃতি

ঘটনাস্থল : নাভারে

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। নাভারে। রাজ উদ্যান।

রাজা, বিরাউন, লঙ্গাভিল ও ডুমেনের প্রবেশ

রাজা। যে যশ লাভ করার জন্য পৃথিবীর সব মানুষই সারা জীবন ধরে তার পিছনে ছুটে চলে সেই যশ যেন আমাদের পিত্তলনির্মিত সমাধিস্তম্ভকে উজ্জ্বল করে রাখে এবং মহিমামণ্ডিত করে তোলে আমাদের মৃত্যুকে। সর্বগ্রাসী মহাকালের লালসাকে পরিহার করে আমাদের সারাজীবনের কৃতিত্বের বিনিময়ে এমন সম্মান অর্জন করতে হবে যা কালের করাল নখ-দন্তের তীক্ষ্নতা নাশ করে আমাদের অমরত্বের অধিকারী করে তুলতে পারে। সুতরাং হে বীর বিজয়ীগণ,—কারণ তোমরা তোমাদের নিজের ও বিশ্বের

বিপুলসংখ্যক কামনা বাসনারূপ সৈন্যদলের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের পরাস্ত করে এই নামেরই যোগ্যতা অর্জন করেছ,—পূর্বনির্ধারিত কতকগুলি নীতি উপদেশই হবে আমাদের শক্তির প্রধান উৎস, নাভারে হবে সারা জগতের বিস্ময়, আমাদের এই রাজদরবার হবে গভীর জ্ঞানচর্চার এক জীবন্ত পীঠস্থান। তোমরা তিনজন সহ-বিদ্যার্থী বিরাউন, লঙ্গাভিল, ডুমেন এই রাজদরবারে আমার কাছে তিন বছর থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে বিদ্যার্জন করা ও লিপিবদ্ধ বিধিনিষেধগুলি মেনে চলার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছ। তোমাদের শপথবাক্য উচ্চারণের কাজ হয়ে গেছে। এবার নাম সই করো। মনে রেখো, যে এই সব বিধিনিষেধের কণামাত্র ভঙ্গ করবে সে তার নিজের হাতে তার সমস্ত মান সম্মানে জলাঞ্জলি দেবে। তোমরা যদি এ প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য প্রস্তুত থাক তাহলে গভীরতর শপথবাক্য উচ্চারণ করো এবং তা মেনে চলার চেষ্টা করো।

লঙ্গাভিল। আমি দৃঢ় সংকল্পে আবদ্ধ; এটা শুধু তিন বছরের ব্রত সাধন। দেহের দিক থেকে কষ্ট ভোগ করতে হলেও মন আমাদের আনন্দে মেতে থাকবে। সাধারণতঃ দেখা যায় সুখাদ্যস্ফীত ভুঁড়িমোটা লোকদের মাথায় বুদ্ধি বলে কিছু থাকে না।

ডুমেন। শ্রদ্ধেয় প্রভু, অন্তরের দিক থেকে ডুমেন চিরদুঃখিত; দুঃখই সে চায়। জগতের যত কিছু পার্থিব আনন্দের হীন উপকরণ যেমন ধরুন প্রেম, ধন-সম্পদ, ঐশ্বর্য,—এসব আমি কিছুই চাই না; জগতের ইন্দ্রিয়াসক্ত নীচাশয় লোকেরাই তা ভোগ করুক। আমি দার্শনিক জ্ঞানের অনুসন্ধানেই সারাজীবন অতিবাহিত করতে চাই।

বিরাউন। আমি শুধু আমাদের আত্মনিগ্রহের মাত্রাটা বাড়িয়ে দিতে চাই। আমি আগেই শপথ করেছি মহারাজ আমি এখানে তিন বৎসরকাল জ্ঞানচর্চা করে যাব। কিন্তু আমার মতে তার সঙ্গে আরো কতকগুলি বিধি-নিষেধ কঠোরভাবে পালন করে যেতে হবে। যেমন ধরুন, এই তিন বছরের মধ্যে কোন নারীমুখ দেখা চলবে না; একথা লিপিবদ্ধ নেই এখানে। এ ছাড়া দিনে মাত্র একবার আহার করতে হবে এবং সপ্তায় একদিন উপবাস করতে হবে, সেকথাও এখানে লেখা নেই। রাত্রিতে মাত্র তিন ঘণ্টা ঘুমোতে পারা যাবে এবং দিনের বেলা কোনক্রমে কখনো তন্দ্রা-চ্ছন্ন হওয়া চলবে না। এই বিধিনিষেধগুলি মেনে চলা বড় কঠোর কাজ।

নারীমুখ অদর্শন, বিদ্যাভ্যাস, উপবাস আর অনিদ্রা—এর মত কঠিন কাজ জীবনে আর হতে পারে না।

রাজা। তোমার শপথগুলি এতে না থাকলেও মঞ্জুর করা হলো।

বিরা। কিন্তু আপনার অনুমতি নিয়ে এতে আমি আপত্তি জানাচ্ছি মহারাজ। আমি শুধু তিন বছর আপনার সাহচর্যে থেকে পড়াশুনো করার শপথই করেছি, অন্য কিছুর নয়।

লঙ্গা। তুমি পড়াশুনোর সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিধিনিষেধ পালনেরও শপথ করেছ বিরাউন।

বিরা। এর উত্তরে হ্যাঁ না দুটোই আমি বলব। সে শপথ আমি করেছি উপহাসের ছলে। আচ্ছা, জ্ঞানলাভের লক্ষ্য কি?

রাজা। কেন, যা ছাড়া আমাদের সব কিছু জানা উচিত তা জানা।

বিরা। আপনি কি বলতে চান যে সব গোপন জিনিস সাধারণের জানার পক্ষে নিষিদ্ধ তা জানাই জ্ঞানের লক্ষ্য?

রাজা। হ্যাঁ, সেইটাই ত জ্ঞানের পরম লাভ।

বিরা। ঠিক আছে, তাহলে আমি সেই নিষিদ্ধ বস্তু জানার জন্য পড়াশুনো করে যাব। এই ধরুন, কোথায় আমি আহার করব তা আমায় জানতে হবে। জানতে হবে কখন কোন নিষিদ্ধ ভোজসভায় আমায় অংশ গ্রহণ করতে হবে, কোথায় কোন অসূর্যম্পশ্যা সুন্দরী নারীকে লাভ করতে পারা যাবে, অথবা আমাকে জানতে হবে প্রতিজ্ঞা করে কিকরে তা ভঙ্গ করতে হয়। অজানিতকে জানাই যদি জ্ঞানলাভের লক্ষ্য হয় তাহলে বল আমি সে জ্ঞানলাভের জন্য শপথ করব।

রাজা। তুমি যে সব উপকরণের কথা বললে ওগুলি প্রকৃত জ্ঞানলাভের পথে অন্তরায়রূপে কাজ করে এবং আমাদের জ্ঞানবুদ্ধিকে মিথ্যা আনন্দের পথে চালিত করে।

বিরা। কেন, সব আনন্দই ত মিথ্যা। কিন্তু যে আনন্দ বেদনার বিনিময়ে লাভ করা হয় এবং বেদনাই যে আনন্দের শেষ পরিণতি সে আনন্দ আরো মিথ্যা। যেমন ধরো, যারা কষ্টকর গ্রন্থপাঠের মাধ্যমে সত্যের আলোর অনুসন্ধান করে, সত্যের আলো তাদের চোখের দৃষ্টিশক্তিকে ভ্রান্ত ও প্রতারিত করে পালিয়ে যায়। অন্ধকারের মাঝেই আলোর সন্ধান করতে হয়। কিন্তু আলো যদি আলোর সন্ধান করে তাহলে আলোর দ্বারাই আলো প্রতারিত

হয়। তোমার চোখ যদি ধাঁধিয়ে যায় তাহলে তোমার সেই দৃষ্টিশক্তির অস্বচ্ছতায় সত্যের আলোকে অন্ধকার মনে হবে। সুতরাং আমাকে সেই বিদ্যা শেখাও যার দ্বারা আমি সুন্দরতর কোন বস্তুকে দেখে সার্থক করতে পারব আমার দুচোখ, সে সৌন্দর্যের আলোতে চোখ আমার ধাঁধিয়ে গেলেও সেই আলো থেকেই আমার দৃষ্টিশক্তি পাবে নতুন আলো। জ্ঞান হচ্ছে ঈশ্বরসৃষ্ট উজ্জ্বল সূর্যের মত যার আলোকে উদ্ধত দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা দিয়ে দেখার কোন প্রয়োজন নেই। অবিরত জ্ঞানানুসন্ধানে যারা জীবন কাটায় তারা অপরের প্রণীত পুস্তক হতে সংগৃহীত কিছু কথা শেখা ছাড়া আর কিছুই লাভ করতে পারে না। যে সব ধর্মপিতারা ঈশ্বর-সৃষ্ট গ্রহ নক্ষত্রগুলির এক একটি নামকরণ করে জ্ঞানের অহঙ্কার করে তারা নক্ষত্রালোক দ্বারা উজ্জ্বলিত রাত্রির মহিমা উপভোগ করতে পারে না বা তার প্রকৃত রহস্য ভেদ করতে পারে না; কিন্তু যারা কোন নক্ষত্রের নাম না জেনেও সেই নক্ষত্রদ্বারা আলোকিত রাত্রির উজ্জ্বলতায় অভিসিঞ্চিত হয়ে পথ হাঁটে তারা প্রকৃত অর্থে লাভবান হয়। যারা বেশী জানার অহঙ্কার করে তারা আসলে কিছুই জানতে পারে না, যেমন ধর্মপিতারা মানুষের নামকরণ করে বেড়ালেও মানুষকে ঠিকমত চিনতে পারে না।

রাজা। জ্ঞানবিদ্যার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করার জন্য কত জ্ঞানবিদ্যা সে লাভ করেছে!

ডুমেন। অপরের অগ্রগতিকে রোধ করার জন্য সে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

লঙ্গা। শস্যক্ষেত্রে আগাছা উৎপাটিত করতে গিয়ে নিজেই আগাছার জন্ম দিচ্ছে।

বিরা। বসন্ত নিকটে এলে রাজহংসীরা ডিম পাড়ে।

ডুমেন। এর মানে কি হলো, এর পিছনে কোন যুক্তি নেই।

বিরা। কাব্য করে কিছু বল না।

লঙ্গা। বিরাউন হচ্ছে কোন এক হিংসাপরায়ণ তুষারের মত যে বসন্তের সদ্যজাত শিশুদের দংশন করে।

বিরা। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, পাখিরা গান শুরু করার আগেই বসন্ত কেন দর্পিত পদক্ষেপে এগিয়ে আসবে? মিথ্যা আনন্দে কেন আমি মত্ত হয়ে উঠব? মধ্য বসন্তের দিনে যেমন আমি তুষারের প্রত্যাশা করতে

পারি না তেমনি খৃস্টের জন্মোৎসবের দিন কোন গোলাপ ফুল আশা করতে পারি না। যে ঋতুতে যে বস্তু সহজলভ্য আমি তাই চাই। ছোট্ট একটি দরজা খোলার জন্য এক উঁচু পাঁচিল অতিক্রম করার মতই তোমরা অনেক বিলম্বে শুরু করছ তোমাদের জ্ঞানচর্চা।

রাজা। ঠিক আছে, তোমরা এখন যাও। বাড়ি যাও বিরাউন। বিদায়।

বিরা। না প্রভু, তা যেতে পারি না, কারণ আপনার কাছে থাকার জন্য শপথ করেছি। যদিও আমি দেবদূতরূপিণী জ্ঞানের আলোর পরিবর্তে বর্বরতার কথাই বেশী বলেছি তথাপি আমি শপথ করেছি তা পালন করে যাব এবং তিন বছর ধরে প্রতিটি দিন সমানে কৃচ্ছ্রসাধন করে যাব। কই আমায় কাগজটা দাও, সেটা পড়ে আমার নাম স্বাক্ষর করি।

রাজা। যাক তাহলে লজ্জার হাত থেকে পরিত্রাণ পেলে।

বিরা। (পড়তে লাগল) প্রথম দফা, রাজদরবারের এক মাইলের মধ্যে কোন নারী আসতে পারবে না—একথা ঘোষণা করা হয়েছে?

লঙ্গা। চার দিন আগে।

বিরা। এবার শাস্তির কথাটা শোন। (পড়তে লাগল) এ বিধি যদি কেউ লঙ্ঘন করে তাহলে তার জিব কেটে নেওয়া হবে। এই শাস্তির কথা কে বলেছে?

লঙ্গা। আমি বলেছি।

বিরা। মাননীয় প্রভু, কেন তা জানতে পারি কি?

রাজা। এই শাস্তির ভয় দেখিয়ে তাদের এখানে আসতে নিবারিত করার জন্য।

বিরা। এ হচ্ছে ভদ্রতাবিরুদ্ধ এক বিপজ্জনক বিধি। (পড়তে লাগল) আর এক দফা। তিন বছরের মধ্যে কোন বিদ্যার্থীকে যদি কোন নারীর সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় তাহলে তাকে সর্বসমক্ষে এমন শাস্তি দেওয়া হবে যাতে সে লজ্জাবোধ করবে। কিন্তু মহারাজ, এ শপথ নিজেই ত রাখতে পারবেন না। কারণ ফরাসী দেশের রাজকন্যা তাঁর বৃদ্ধ রুগ্ন পিতার প্রতিনিধিরূপে আপনার রাজদরবারে প্রায়ই আসেন। তাহলে বলুন এই নিষেধাজ্ঞা ব্যর্থ হবে না কি ওঁর আসাই ব্যর্থ হবে।

তোমরা কি বলছ এ বিষয়ে? একথাটা ত মনে ছিল না।

বিরা। এই ভাবে জ্ঞানচর্চার আসল লক্ষ্য থেকেই ভ্রষ্ট হয়ে পড়ি আমরা। যা আমাদের করা উচিত তা আমরা করতে ভুলে যাই। যা ক্ষতিকর তাই আমরা লাভ করি। অগ্নিদগ্ধ নগরীর মত অধিকার করার সঙ্গে সঙ্গেই তা আমরা হারিয়ে ফেলি।

রাজা। এ নিষেধাজ্ঞাটা বাদ দিতেই হবে। প্রয়োজন হলে সে রাজকন্যা এখানে এসে থাকবে।

বিরা। এই তিন বছরের মধ্যে এই প্রয়োজন আমাদের সকলকেই তিন হাজার বার শপথ ভঙ্গ করতে বাধ্য করবে। জন্মকালের সময় প্রতি মানুষই এক বিশেষ মহিমা নিয়ে জন্মায়। সে মহিমা হলো প্রয়োজনের মহিমা। যদি সে কখনো কোন বিশ্বাস ভঙ্গ করে তাহলে সেই প্রয়োজনের অজুহাতই তার সপক্ষে সেকথা বলবে, সে বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ হতে অব্যাহতি দেবে নিজেকে। সুতরাং আমি এই বিধিপালনের প্রতিশ্রুতি হিসাবে স্বাক্ষর করলাম। (স্বাক্ষর করল) কিন্তু যে এ বিধি ভঙ্গ করবে সে সারাজীবন লজ্জার জ্বালায় জর্জরিত হবে। তবে আমি কিন্তু আমার শপথ খুব কমই রক্ষা করতে পারব। আচ্ছা, এখন তাড়াতাড়ি কোন আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা নেই ?

রাজা। হ্যাঁ আছে। তোমরা জান, স্পেনদেশীয় একজন মার্জিত রুচি-সম্পন্ন পর্যটক প্রায়ই আমাদের রাজদরবারে আসেন। জগতের যে কোন দেশে যখন কোন বিষয়ে কোন নতুন রীতির উদ্ভব হয় সে বিষয়ে সব কথা তার মাথায় গজ গজ করে। সে গান জানে না তবু গান গায়, তার ব্যর্থ কণ্ঠস্বরের কর্কশ স্থূলতা সঙ্গীতের মনোরম ঐক্যতানটাকেই নষ্ট করে দেয়। সে একজন এমনই মানুষ যার মধ্যে কোন ন্যায় অন্যায়বোধ নেই। নাম তার আর্মাডো, অবাধ কল্পনার দাস। সে আমাদের এই জ্ঞানচর্চার ফাঁকে ফাঁকে এসে আড়ম্বরপূর্ণ ভাষায় স্পেনের বিগত যুগের নাইটদের বীরত্বপূর্ণ গল্প শোনাবে। তার সাহচর্যে তোমরা কি ধরনের আনন্দ লাভ করো তা জানি না তবে আমি তার মিথ্যা কথা শুনতে ভালবাসি। আমি তাকে আমার চারণ কবি হিসাবে দেখব।

বিরা। আর্মাডো একজন সত্যিই কৃতী লোক, নতুন নতুন শব্দ প্রয়োগে যিনি সিদ্ধপুরুষ, নতুন নতুন রীতির প্রবক্তা।

লঙ্গা। তার উপর কস্টার্ড আমাদের আনন্দ দান করবে এবং এইভাবে তিনটে বছর কোন দিকে কেটে যাবে।

চিঠিহাতে ডাল ও কস্টার্ডের প্রবেশ

ডাল। ডিউকের নিজের চেহারাটা কোথায় ?

বিরা। এই যে ইনি। কি হবে ?

ডাল। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর চেহারা দেখতে ভালবাসি না! তবু তাঁর রক্তমাংসের আসল চেহারাটা আমায় দেখতে হবে।

বিরা। এই যে ইনি।

ডাল। মহামান্য আর্মাডো অভিবাদন জানিয়েছেন। বাইরে এক চক্রান্ত চলছে। এই চিঠিটা পড়লেই সব কিছু জানতে পারবেন।

কস্টার্ড। এর অপমান আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছে।

লঙ্গা। মহামহিম আর্মাডোর চিঠি।

বিরা। তাহলে নিশ্চয় বড় বড় কথার আচ্ছাদনে ঢাকা তুচ্ছ এক বিষয় থাকবে এ চিঠিতে।

লঙ্গা। আশাটা তার এত উঁচু যে স্বর্গধাম সে তুলনায় ছোট। যাই হোক ঈশ্বর আমাদের ধৈর্য দান করুন।

বিরা। শুনতে চাও কি চাও না ?

লঙ্গা। শুনতেও চাই হাসতেও চাই।

বিরা। ঠিক আছে এ চিঠি লেখার ভঙ্গিমাটা এমনি যে তোমরা হাসতে হাসতে মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে।

কস্টার্ড। ব্যাপারটা স্যার আমাকে আর জ্যাকেনেত্তাকে নিয়ে।

বিরা। কি করে ?

কস্টার্ড। কিভাবে এবং কি আকারে তা বলছি স্যার। মানে আমি তার সঙ্গে খামারবাড়িতে বসেছিলাম, লোকে তা দেখতে পায়! আমি তার সঙ্গে পার্কে বেড়াতেও যাই। একজন পুরুষ যেভাবে এবং যে প্রকারে একজন নারীর সঙ্গে কথা বলে আমিও তাই বলেছিলাম স্যার।

বিরা। তারপর কি হয়েছিল স্যার ?

কস্টার্ড। এতে আমার যা শাস্তি হয় হবে। ঈশ্বর আমার অধিকার রক্ষা করবেন।

লঙ্গা। এ চিঠিতে কি লেখা আছে তা শুনবে তোমরা ?

বিরা। মানুষ যে আগ্রহের সঙ্গে দৈববাণী শোনে সেই আগ্রহের সঙ্গে।

কস্টার্ড। পরলোকের কথা ইহলোকের মানুষ এমনি আগ্রহের সঙ্গেই শোনে।

রাজা। (পড়তে লাগল) 'মহামান্য মহামহিম নাভারের শাসনকর্তা, সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর—'

কস্টার্ড। এতে কি কস্টার্ডের কোন কথা নেই?

রাজা। (পড়তে লাগল) এখন ব্যাপারটা এই যে—

কস্টার্ড। এটা হতে পারে। যদি উনি এটা বলেন যে সত্যি বলছেন। কিন্তু—

রাজা। তুমি থাম।

কস্টার্ড। অনেকে দেখবে যত গর্জায় তত বর্ষে না।

রাজা। কোন কথা বলো না।

কস্টার্ড। কিন্তু স্যার অপরের গোপন কথা, আমার অনুরোধ স্যার।

রাজা। (পড়তে লাগল) কৃষ্ণবর্ণ বিষাদে আক্রান্ত হইয়া আমি আপনার স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহমনের নিকট কৃষ্ণবর্ণ হাস্যকৌতুকের ব্যবস্থা করিয়াছি। যেহেতু আমি একজন ভদ্রলোক, সেইহেতু আমি বিষাদে আক্রান্ত হইয়া ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম। সময়টা কখন? তখন বেলা ছয়টা হইবে। যখন পশুরা মাঠে চড়িতে থাকে, পাখিরা গান গাহিতে থাকে আর মানুষেরা ভোজন করে। সময়ের কথা হইল, এবার স্থানের কথা অর্থাৎ কোথায় আমি বেড়াইতেছিলাম। বেড়াইতেছিলাম আপনারই পার্কে। কিন্তু পার্কের মধ্যে কোন স্থানে? অর্থাৎ কোন স্থানে আমি সেই অশ্লীল ন্যক্কারজনক ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করি যে ঘটনা আমার তুষারশুভ্র লেখনী হইতে ঘনকৃষ্ণ কালি নির্গত করিয়া এই পত্রে লিপিবদ্ধ ও আপনাদের দৃশ্যগোচর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ঘটনাটি কোথায় ঘটিয়াছিল? ঘটিয়াছিল উত্তর-পূর্ব এবং আপনার বৃক্ষবহুল উদ্যানবাটিকার পশ্চিম কোণে। সেখানে আমি সেই নীচাশয় ব্যক্তিটিকে অর্থাৎ আপনার হাস্যকৌতুকের উৎসস্বরূপ সেই অধমকে অবলোকন করি।

কস্টার্ড। আমাকে?

রাজা। সেই নিরক্ষর, অজ্ঞ ব্যক্তি। অগভীর, ও অতিচপল।

কস্টার্ড। আমি?

রাজা। ব্যক্তিটি যতদূর আমার মনে পড়ে কস্টার্ড।

কস্টার্ড। হায় আমি!

রাজা। সে আপনার ঘোষিত নীতি উপদেশ সম্পূর্ণরূপে ভঙ্গ করিয়া মেলামেশা করিয়াছিল এবং একসঙ্গে বসিয়াছিল। কার সঙ্গে—তা বলছি।

কস্টার্ড। এক গ্রাম্য মহিলার সঙ্গে।

রাজা। আমাদের আদি পিতামহী ঈভের পৌত্রী অর্থাৎ একজন নারীর সঙ্গে যাহা বলিলে আপনি ভাল বুঝিতে পারিবেন। আমি আমার পবিত্র কর্তব্যবোধের বশবর্তী হইয়া লোকটিকে আপনার নিকট পাঠাইলাম যাহাতে সে উপযুক্ত শাস্তি লাভ করে। উহার সঙ্গে আপনারই সুযোগ্য সম্মানিত অফিসার এ্যান্টনি ডালকে পাঠাইলাম।

ডাল। আমারই নাম এ্যান্টনি ডাল।

রাজা। 'জ্যাকেনেত্তা নামে যে মহিলাটির সহিত উপরোক্ত নীচাশয় ব্যক্তিটিকে দেখিয়াছিলাম—আমার বর্ণিত যুগলমূর্তির মধ্যে যে অধিকতর দুর্বল—তাহার বিচার পরে হইবে, আপনার নির্দেশ পাইবামাত্র উহাকে আপনার সকাশে প্রেরণ করিব। যথাযোগ্য সম্মান, ভক্তি ও জ্বলন্ত কর্তব্য-পরায়ণতা সহকারে ডন আদ্রিয়ানো দ্য আর্মাডো।'

বিরা। আমি যতটা ভেবেছিলাম ততটা ভাল নয়। তবে আজ পর্যন্ত যত ভাল চিঠির কথা শুনেছি তার মধ্যে সবচেয়ে ভাল।

রাজা। হ্যাঁ মন্দের ভাল। কিন্তু তুমি কি বলতে চাও এ বিষয়ে?

কস্টার্ড। স্যার, আমি এ ব্যাপার স্বীকার করছি।

রাজা। তুমি আমাদের ঘোষিত নীতি উপদেশের কথা শুনেছিলে?

কস্টার্ড। আমি স্বীকার করছি আমি শুনেছি। কিন্তু অতটা লক্ষ্য করিনি, পালনে সতর্ক হইনি।

রাজা। একথা ঘোষিত হয়েছিল যে কোন লোককে কোন অসৎ মহিলার সঙ্গে ধরলে তার এক বছরের কারাদণ্ড হবে।

কস্টার্ড। আমি যার সঙ্গে ধরা পড়েছিলাম সে কোন অসৎ মহিলা নয় স্যার, সে এক বালিকা।

রাজা। হ্যাঁ বালিকার কথাই ঘোষিত হয়।

কস্টার্ড। না বালিকাও নয় স্যার, কুমারী।

রাজা। হ্যাঁ কুমারীর কথাও বলা হয়েছিল।

কস্টার্ড। তা যদি হয় তাহলে আমি তার কুমারীত্বে বিশ্বাস করি না। কুমারী নয়, বালিকা ভৃত্য।

রাজা। ও কথা বললেও তুমি পরিত্রাণ পাবে না।

কস্টার্ড। তাহলে আমার পরিবর্তে ওই মেয়েটাই কারাদণ্ড ভোগ করবে স্যার।

রাজা। আমি তোমার দণ্ড ঘোষণা করব, তুমি এক সপ্তা উপবাস করবে —শুধু ভূষি আর জল ছাড়া আর কিছুই পাবে না।

কস্টার্ড। ভেড়ার মাংস পেলে আমি এক মাস ধরে প্রার্থনা করতে পারি।

রাজা। ডন আর্মাডো তোমার প্রহরী হবে। লর্ড বিরাউন, যাও ঠিকমত যাতে আমার দণ্ডাজ্ঞা পালিত হয় তার ব্যবস্থা করগে। এবার চল সব। আমাদের শপথবাক্য যাতে কার্যে পরিণত হয় তার ব্যবস্থা করিগে।

(রাজা, লঙ্গাভিল ও ডুমেনের প্রস্থান)

বিরা। আমি যে কোন ভদ্রলোকের উপকার করতে রাজী আছি। এই বিধি নিষেধের কোন মূল্যই থাকবে না; এগুলো শেষে পরিণত হবে এক অলস ঘৃণায়। এস তুমি।

কস্টার্ড। সত্যের খাতিরেই আজ আমার এই অবস্থা স্যার। জ্যাকেনেত্তার সঙ্গে আমি ধরা পড়েছিলাম এটা ঠিক, কিন্তু জ্যাকেনেত্তা সতী লক্ষ্মী মেয়ে। সুতরাং এখন আমি যে কোন দুঃখভোগ বরণ করে নিতে প্রস্তুত। সুদিন আবার ফিরে আসবে। তবে তার আগে দুঃখ যেটুকু ভোগ করার করতেই হবে। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। উদ্যান।

আর্মাডো ও তার ভৃত্য মথের প্রবেশ

আর্মাডো। আচ্ছা ও ছেলে বলত দেখি, কোন তেজস্বী লোক বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়লে তাকে কি রকম দেখায় ?

মথ। তার সবচেয়ে বড় লক্ষণ এই যে তাকে বিষণ্ণ দেখাবে।

আর্মাডো। বিষাদগ্রস্ত আর বিষণ্ণ ত একই কথা হলো।

মথ। না, না স্যার।

আর্মাডো। কিন্তু কি করে তুমি এই দুটো শব্দের অর্থকে পৃথক করবে ?

মথ। কেন, সাধারণ এক লক্ষণ দিয়ে হে আমার কঠোরহৃদয় মাননীয় প্রভু।

আর্মাডো। একথা কেন বললে মাননীয় ? হে আমার কোমলহৃদয় মাননীয় ছোকরা।

মথ। কেন আমাকে কোমলহৃদয় ছোকরা বললেন ?

আর্মাডো। তোমার বয়সের কথা বিবেচনা করেই এই বিশেষণ প্রয়োগ করেছি।

মথ। আমিও আপনার বেশী বয়সের কথা বিবেচনা করেই এই বিশেষণ প্রয়োগ করেছি।

আর্মাডো। খুব সুন্দর এবং যথাযথ।

মথ। আপনি কি বলতে চান স্যার, আমি সুন্দর এবং আমার কথা যথা-যথ না তার উল্টো ?

আর্মাডো। তুমি বয়সে ছোট বলেই সুন্দর।

মথ। ছোট বলেই কিছুটা সুন্দর। কিন্তু যথাযথ কথাটার কি হলো ?

আর্মাডো। তুমি খুব চটপটে বলেই যথাযথ।

মথ। একথা কি আমার প্রশংসার কথা মনিব ?

আর্মাডো। হ্যাঁ তোমার যথাযোগ্য প্রশংসার খাতিরেই একথা বললাম।

মথ। আমি এই একই কথা বলে আমি একটা বাণ মাছের প্রশংসা করব।

আর্মাডো। কি বলবে বাণ মাছ খুব কুশলী ?

মথ। বলব বাণ মাছ খুব চটপটে।

আর্মাডো। আমি বলছি যে তুমি খুব চটপট কথার উত্তর দিতে পার। তুমি কিন্তু আমার রক্তকে তাতিয়ে দিচ্ছ।

মথ। ঠিক আছে স্যার, আমি আমার কথার জবাব পেয়েছি।

আর্মাডো। আমি চাই না কেউ আমায় বিরক্ত করুক।

মথ। (স্বগত) উনি তার উল্টোটা বললেন, উনি নিজেই ভালবাসাকে বিরক্ত করে তুললেন।

আর্মাডো। আমি তিন বছর ডিউকের কাছে থেকে পড়াশুনো করব ঠিক করেছি।

মথ। আপনি এক ঘণ্টার মধ্যেই সে পড়াশুনো শেষ করে ফেলতে পারেন স্যার।

আর্মাডো। অসম্ভব।

মথ। এককে তিন দিয়ে গুণ করলে কত হয় স্যার ?

আর্মাডো। আমি ভাল গুনতে পারি না; ওটা মদের দোকানের কর্মচারির কাজ।

মথ। আপনি একজন ভদ্রলোক এবং খেলোয়াড়।

আর্মাডো। হ্যাঁ আমি স্বীকার করছি আমি দুটোই আর এই দুটো গুণই ত সার্থক ভদ্রলোকের লক্ষণ।

মথ। আচ্ছা তাহলে আপনি বলুন দুই আর একে কত হয়?

আর্মাডো। তার মানে দুইএর আর এক বেশী।

মথ। যাকে বাজে লোকেরা তিন বলে।

আর্মাডো। তা বটে।

মথ। আচ্ছা স্যার, এটা কি কোন পড়ার বিষয় হতে পারে? আপনি তিনবার চোখের পাতা ফেলতে না ফেলতেই তিন গোণা হয়ে যাবে। আর তিন কথাটার আগে 'বছর' কথাটা জুড়ে দেওয়া কত সহজ। তিন বছর মানে ত মাত্র দুটো কথা।

আর্মাডো। বাঃ বেশ চমৎকার লোক ত।

মথ। (স্বগত) হ্যাঁ চমৎকারভাবেই আমি তোমাকে বোকা বানাব।

আর্মাডো। এর পর আমি স্বীকার করব আমি প্রেমে পড়েছি। কোন বীর সৈনিকের পক্ষে প্রেমে পড়া যেমন অন্যায় তেমনি এক নীচ মহিলার প্রেমে পড়া আমারও অন্যায় হয়েছে। যদি ভালবাসার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা সম্ভব হয় তাহলে আমি আমার কামনাকে বন্দী করব। আমার ইচ্ছা হচ্ছে আমি যেন প্রেমের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করি। আচ্ছা ছোকরা ও কোন কোন মহাপুরুষের প্রেমে পড়েছেন সেকথা বলে আমাকে কিছু সান্ত্বনা দাও ত।

মথ। কেন হারকিউলেস মনিব।

আর্মাডো। যথেষ্ট শ্রদ্ধাভাজন হারকিউলেস। আরো নাম করো ছোকরা। আরো বিখ্যাত লোকের নাম করো।

মথ। স্যামসন মনিব। তাঁর দেহে ছিল বিরাট শক্তি। তিনি নগরদ্বার তাঁর পিঠে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মত শক্তিধর পুরুষও প্রেমে পড়েছিলেন।

আর্মাডো। হে সবল সুগঠিতদেহ স্যামসন! আমি যেমন তোমার মত নগরদ্বার বহন করতে পারব না, তুমিও তেমনি আমার সঙ্গে তলোয়ার খেলায় পারবে না। তোমার মত আমিও প্রেমে পড়েছি। আচ্ছা মথ, স্যামসনের প্রেমাস্পদ কে ছিল?

মথ। কোন এক নারী মনিব।

আর্মাডো। কোন রঙের দেখতে ?

মথ। চারটি রঙের মধ্যে কোন একটা রঙের।

আর্মাডো। চারটির মধ্যে ঠিক কোন রংটা বল।

মথ। সমুদ্র জলের মত সবুজ।

আর্মাডো। চারটের মধ্যে এই রংটাই কি অন্যতম ?

মথ। তাই আমি পড়েছি স্যার। অন্যান্য রঙের থেকে এই রংটাই ভাল সবচেয়ে।

আর্মাডো। সবুজ হলো গাছের পাতার রং। কিন্তু এই রঙের ভালবাসার লোক পাওয়া—আমার মনে হয় স্যামসন তার প্রেমাস্পদকে তার বুদ্ধির জন্যই ভালবাসত।

মথ। তাই বটে স্যার। মেয়েটার সবুজ বুদ্ধি ছিল।

আর্মাডো। আমার প্রেমিকার বুদ্ধি সাদা আর লাল।

মথ। কিন্তু স্যার, অনেক কুচিন্তাই এই রঙের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে থাকে।

আর্মাডো। কই হে সুশিক্ষিত ছোকরা, ব্যাখ্যা করে বোঝাও ত দেখি।

মথ। আমার পিতার বুদ্ধি আর মাতার বাকশক্তি আমায় সাহায্য করুক।

আর্মাডো। বাঃ সুন্দর প্রস্তাবনা। একই সঙ্গে মধুর আর সকরুণ।

মথ। যদি তার গায়ের রং হয়গো সাদা লাল
পাপের কথা জানতে পাবে বাধা,
লজ্জারাঙা হয়ে রবে গোলাপী তার গাল
ভয়ে যেন মুখখানি তার সাদা।
মুখখানি তার দেখবে কেমন সাদায় লালে খাসা।
বুঝবে না তার কতখানি লজ্জাভয়ে মেশা।

দেখুন মনিব, সাদা আর লালের বিরুদ্ধে কী এক ভয়ঙ্কর ছন্দোবদ্ধ কবিতা রচনা করেছি।

আর্মাডো। আচ্ছা, রাজা আর ভিক্ষুক সম্বন্ধে এক আখ্যান কাব্য নেই ?

মথ। তিন যুগ আগে এই ধরনের বাজে কবিতা লেখা হত। কিন্তু এখন এ ধরনের কবিতা আর পাওয়া যায় না। যদিও বা তা পাওয়া যায়, তাতে কোন ফল হবে না।

আর্মাডো। আমি আমার ব্যাপারটা নতুন করে লিখিয়ে রাখব। যাতে

আমার এই প্রেমে পড়ার ঘটনাটা এক বড় রকমের দৃষ্টান্ত হয়ে থাকতে পারে। শোন বালক, যে গ্রাম্য মেয়েটির কাছে কস্টার্ড ধরা পড়েছিল আমার হাতে আমি তাকে ভালবাসি। মেয়েটি সত্যিই ভাল।

মথ। (স্বগত) তাকে বেত মারা উচিত! তবু আমার মনিবের চেয়ে মেয়েটা ভাল।

আর্মাডো। গান, নাও করো ছোকরা, প্রেমের আবেগে ভারী হয়ে উঠেছে আমার অন্তর।

মথ। কিন্তু সেটা বড় আশ্চর্যের কথা, কারণ মেয়েটা যে খুব হালকা।

আর্মাডো। আমি বলছি গান করো।

মথ। দাঁড়ান, এরা চলে যাক।

ডাল, কস্টার্ড ও জ্যাকেনেত্তার প্রবেশ

ডাল। স্যার, ডিউক বলেছেন, আপনি কস্টার্ডকে রাখবেন। তাকে আনন্দ বা বেদনা কিছুই দেবেন না। তবে সপ্তায় তিন দিন সে উপবাসে থাকবে। আর এই মেয়েটিকে আমি রাখব বাগানবাড়িতে। একেও খুব কড়াকড়ির মধ্যে রাখতে হবে যাতে মদ ছুঁতে না পারে। বিদায়।

আর্মাডো। ওকে দেখে মনটা আমার লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠছে।

জ্যাকেনেত্তা। ও মশায়।

আর্মাডো। আমি তোমার বাড়ি গিয়ে দেখা করব তোমার সঙ্গে।

জ্যাকে। আমার বাড়িটা কাছেই।

আর্মাডো। আমি জানি তোমার বাড়িটা কোথায়।

জ্যাকে। প্রভু, আপনি বড় বুদ্ধিমান।

আর্মাডো। আমি তোমায় অনেক আশ্চর্য গল্প বলব।

জ্যাকে। ঐ সুন্দর মুখে?

আর্মাডো। আমি তোমাকে ভালবাসি।

জ্যাকে। একথা আপনাকে আগেই বলতে শুনেছি।

আর্মাডো। সুতরাং বিদায়।

জ্যাকে। আপনার সুদিন আসুক।

ডাল। এস জ্যাকেনেত্তা। চলে এস। (ডাল ও জ্যাকেনেত্তার প্রস্থান)

আর্মাডো। শয়তান কোথাকার; তুমি যা অন্যায় করেছ তার জন্য মার্জনা পাওয়ার আগে তোমায় উপবাস করতে হবে।

মথ। ঠিক আছে স্যার। তা যদি করতেই হয় ত ভর্তি পেটে করব।

আর্মাডো। তোমাকে ভারী শাস্তি দেওয়া হবে।

মথ। কারণ আমি অন্য লোকদের থেকে গভীরভাবে জড়িয়ে আছি আপনার সঙ্গে।

আর্মাডো। নিয়ে যাও এই শয়তানটাকে। তাকে বন্ধ করে রাখগে।

মথ। এস, পাপিষ্ঠ ক্রীতদাস কোথাকার!

কস্টার্ড। আমাকে ঘরের ভেতর আবদ্ধ করে রেখে দিতে হবে না স্যার, আমাকে ছাড়া রেখে দাও, আমি ঠিক উপবাস করব।

মথ। না স্যার, ও সব বাঁধা ছাড়ার কারবার নেই, তোমাকে কারাগারে যেতেই হবে।

কস্টার্ড। ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ, আর পাচজনের মত আমারও এ বিষয়ে ধৈর্য নেই। তবু আমি এ বিষয়ে চুপ করে থাকব।

(মথ ও কস্টার্ডের প্রস্থান)

আর্মাডো। আমি যে মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রেম করতে শুরু করেছি সেই মাটিটাই খারাপ। সেই মাটির উপর দিয়ে যে জুতো পরে আমার প্রেমিকা হেঁটে যায় সেই জুতো খারাপ আর তার পাগুলো আরো খারাপ। আমি আমার শপথ ভঙ্গ করব। প্রেমের ব্যাপারে মিথ্যাচারের এইটাই হলো যুক্তি। কিন্তু যে প্রেমের শুরুতেই মিথ্যা সে প্রেম কখনো খাঁটি হতে পারে না। প্রেম যেমন পুরাতন তেমনি আবার শয়তান। প্রেমের মত দূষিত দেবদূত আর হতে পারে না। এই সব জেনে শুনেও অমিত শক্তিসম্পন্ন স্যামসন প্রেমে পড়েছিল, সলোমনের মত মহা বিচক্ষণ ও জ্ঞানী ব্যক্তি প্রেমে পড়েছিল। প্রেমের দেবতার নিক্ষিপ্ত শর এতই কঠিন যে শক্তির দেবতা হারকিউলেসের লাঠিও তা ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। সুতরাং আমার মত একজন স্পেনবাসীর তরবারিও তার কিছুই করতে পারবে না। প্রেমের দেবতার একমাত্র কাজই হলো কোন সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ না হয়েই মানুষকে পরাস্ত ও বশীভূত করা। সুতরাং হে সাহস বিদায়, হে আমার তরবারি তুমি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থেকে মরচে ধরে যাও, হে রণদামামা, তুমি স্তব্ধ হয়ে যাও; তোমাদের প্রভু প্রেমে পড়েছে। হ্যাঁ সত্যিই সে প্রেমে পড়েছে। হে কাব্যকলার কোন দেবতা, আমাকে সাহায্য করো, আমি কবিতা লিখব। হে আমার লেখনী, কবিতা লেখার জন্য

ভাবতে থাক। আমার মধ্যে যে আবেগ আছে যে কথা আছে তা লিখলে একটা গোটা বই হয়ে যাবে। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। উদ্যান।

বয়েত ও অন্য দুইজন পারিষদ এবং রোজালিন, মেরিয়া ও ক্যাথারিণ নামে তিনজন সহচরীসহ ফ্রান্সের রাজকন্যার প্রবেশ

বয়েত। হে মাননীয়া ভদ্রে, এবার ভেবে দেখুন আপনার পিতা ফরাসী-রাজ কার কাছে আপনাকে পাঠিয়েছেন এবং কি বিষয়ে দৌত্য করার জন্য পাঠিয়েছেন আপনাকে। আপনার মত সর্বজনশ্রদ্ধেয়া এক রাজকন্যা এসেছেন সর্বগুণে অতুলনীয় নাভাররাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য। বিষয় হলো এ্যাকুইতেন দান। প্রকৃতি নিজেকে নিঃস্ব করে যে সব গুণ অকাতরে আপনাকে দান করেছেন এখন আপনিও সেই সব গুণের পরিচয় দিন অকুণ্ঠভাবে।

রাজকন্যা। মাননীয় লর্ড বয়েত, আমার সৌন্দর্য পরিমাণে স্বল্প হলেও তার প্রচারের জন্য আপনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসার কোন প্রয়োজন করে না। হীন চাটুবাক্য দ্বারা নয়, দৃষ্টিশক্তির অভ্রান্ত বিচারেই সৌন্দর্যকে ক্রয় করতে হয়। আমার গুণের প্রশংসার কথা শুনে আমি যতটা না গর্বিত, আমার প্রশংসা করতে গিয়ে নিজের জ্ঞান বুদ্ধির পরিচয় দিতে পেরে তার থেকে অনেক বেশী গর্বিত আপনি নিজে। যাই হোক, এখন কাজের কথায় আসুন। ভদ্র, আপনি জানেন, বিশ্ববিশ্রুত এক শপথ গ্রহণ করেছেন নাভারেরাজ, তিন বৎসর যাবৎ তাঁর কঠোর জ্ঞানতপস্যা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর স্তব্ধনীরব ও ধ্যানমৌন রাজসভায় কোন নারী পদার্পণ করতে পারবে না। সুতরাং তাঁর রাজসভার এই নিষিদ্ধ দ্বার অতিক্রম করে ভিতরে গিয়ে তাঁর মতামত জানার কোন অর্থই হয় না আমাদের। তাই আমাদের পক্ষ থেকে একজন সাহসী এবং সুযোগ্য ব্যক্তি হিসাবে এ বিষয়ে কথা বলার জন্য আপনাকে আমরা নির্বাচন করলাম। তাঁকে গিয়ে বলুন ফ্রান্সের রাজকন্যা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে,

ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতে চান তাঁর সঙ্গে। যান, তাড়াতাড়ি করুন। আমরা ততক্ষণ তাঁর দর্শনপ্রার্থী হিসাবে এখানে সাধারণ মানুষের মত দাঁড়িয়ে থাকি!

বয়েত। এ কাজে গর্ব অনুভব করছি আমি। আমি অবশ্যই স্বেচ্ছায় তা পালন করব।

রাজকন্যা। সকল গর্বের সঙ্গেই মানুষের ইচ্ছা ছড়িয়ে থাকে। সুতরাং আপনার ক্ষেত্রেও তাই। (বয়েতের প্রস্থান) আচ্ছা, এই সকল ডিউকের সহচর হিসাবে এ ব্যাপারে আর কে কে আছেন তা জানেন হে আমার প্রিয় পারিষদবর্গ?

১ম পারিষদ। লর্ড লঙ্গাভিল তাঁদের অন্যতম।

রাজকন্যা। লোকটিকে আপনি চেনেন?

মেরিয়া। আমি তাকে চিনি ম্যাডাম। লর্ড পেরিগটের সঙ্গে যখন জ্যাক ফ্যালকনব্রিজের সুন্দরী কন্যার বিবাহ হচ্ছিল, সেই বিবাহবাসরেই আমি সর্বগুণসম্পন্ন অতুলনীয় শ্রদ্ধায় মণ্ডিত লঙ্গাভিলকে দেখতে পাই। তিনি কলাবিদ্যা অস্ত্রবিদ্যা দুটোতেই সমান পারদর্শী। তাঁর একমাত্র দোষ এই যে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি যে পরিমাণে তীক্ষ্ণ তাঁর ইচ্ছাশক্তিটা সেই পরিমাণে ভোঁতা। উনি যখন যা কিছু দেখেন, তাই লাভ করার ইচ্ছা করেন আর তাঁর তীব্র বুদ্ধির দ্বারা সেই বস্তুলাভের পথে সব বাধাকে অতিক্রম করতে চান।

রাজকন্যা। মনে হচ্ছে বেশ মজার ও রসিক লোক।

মেরিয়া। যারা তাঁর রসিকতার কথা জানে তারা তাই মনে করে।

রাজকন্যা। এ ধরনের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি কিন্তু বেশীদিন স্থায়ী হয় না। আর কে কে আছেন?

ক্যাথারিণ। আর আছেন গুণবান তরুণ যুবক ডুমেন। আমি একবার তাঁকে দেখেছিলাম ডিউক ফ্যালকনের প্রাসাদে। তাঁর বুদ্ধির এমনই তীক্ষ্ণতা ও চাতুর্য যে তিনি যে কোন খারাপ জিনিসকেও ভাল করে তুলতে পারেন। তাঁর গুণের পরিমাণ এত বেশী যে তার অল্পই আমি ব্যক্ত করতে পারি।

রোজালিন। মোট তিনজনের মধ্যে আর একজন হচ্ছেন বিরাউন। এমন আনন্দোজ্জ্বল মানুষ আমি আর কখনো দেখিনি। তাঁর দুচোখে বুদ্ধির

নির্ভুল ছাপ। সে চোখের একটি যেমনি কোন বস্তুকে দেখে অন্য চোখটি তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তাকে এক কৌতুকপ্রদ পরিহাসের উৎসে পরিণত করে তোলে। তারপর তাঁর বাকশক্তি। তাঁর কথা বলার এমনি ভঙ্গিমা যে তাঁর গল্প শুনতে শুনতে তরুণরা ত দূরের কথা প্রবীণ ব্যক্তিরাও মুগ্ধ হয়ে যায়।

রাজকন্যা। আমার সহচরীরা ঈশ্বরের আশীর্বাদে ধন্য হয়ে উঠুক। তারা কি সবাই প্রেমে পড়ে গেছে এবং তাদের আপন আপন মনেরমানুষকে এখন প্রশংসার অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করে তুলছে।

১ম পারিষদ। এই বয়েত এসে গেছে।

বয়েতের পুনঃপ্রবেশ

রাজকন্যা। কি খবর মাননীয় পারিষদ ?

বয়েত। রাজা আপনার আগমন স্বচক্ষে দেখেছেন। আমি তাঁদের আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য অনুরোধ করেছি। তবে যতদূর জানতে পেরেছি, তিনি নাকি আপনাকে রণক্ষেত্রে এমন এক যুদ্ধপ্রার্থিনী হিসাবে দেখেছেন, যিনি তাঁর রাজ্য অবরোধ করতে এসেছেন। তিনি শপথ ভঙ্গ করে আপনাকে তাঁর জনবিরল দরবারে ঢুকতে দেবেন বলেও মনে হয় না।

(মেয়েরা মুখোস পরে অপেক্ষায় রইল)

রাজা, লঙ্গাভিল, ডুমেন, বিরাউন ও অনুচরবর্গের প্রবেশ।

এই এসে পড়েছেন নাভারের রাজা।

রাজা। হে সুন্দরী রাজকন্যা, নাভারের রাজদরবারে স্বাগত জানাই আপনাকে।

রাজকন্যা। আপনাকেও আমি সুন্দর বিশেষণে অভিহিত করছি, তবে স্বাগত জানাতে পারছি না। কারণ উন্মুক্ত রণপ্রান্তর যেমন আমার পক্ষে শোভন হবে না, তেমনি এই দরবারকক্ষও আপনার পক্ষে শোভন হবে না।

রাজা। আমি আমার রাজদরবারেই আপনাকে স্বাগত জানাব মাননীয়া।

রাজকন্যা। ঠিক আছে সেখানে আমাকে নিয়ে চলুন।

রাজা। তবে আমার একটা কথা শুনুন, আমি এক শপথ করেছি—

রাজকন্যা। আমাদের ধর্মীয় নারী রাজাকে সাহায্য করুন তিনি যেন সে শপথ ভঙ্গ করতে পারেন।

রাজা। না সুন্দরী রাজকন্যা, সারা দুনিয়ার বিনিময়েও তা করব না।

রাজকন্যা। কেন, আপনার যে ইচ্ছা শপথ করেছে সেই ইচ্ছা তা ভঙ্গ করবে। অন্য কিছু না।

রাজা। আপনি জানেন না সে শপথ কি।

রাজকন্যা। তা যদি হয় তাহলে আমার সে অজ্ঞতা বিজ্ঞজনোচিত। আপনি কাউকে বাড়ি ঢুকতে না দেওয়ার যে শপথ করেছেন তা মারাত্মক পাপ আর সে শপথ ভঙ্গ করাও পাপ। যাই হোক, আমার এই পত্রটা পড়ে তাড়াতাড়ি এর উত্তর দেবেন কি? কারণ উত্তর দিতে দেরি করলেই আমায় এখানে থাকতে হবে আর তার ফলে আপনার শপথ ভঙ্গ হবে।

রাজা। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব।

বিরাউন। আচ্ছা আমি ব্রুহান্টে কি আপনার সঙ্গে একবার নাচিনি?

ক্যাথারিণ। আমি আপনার সঙ্গে ব্রুহান্টে নাচিনি?

বিরা। আমি জানি আপনি নেচেছিলেন।

ক্যাথারিণ। তাহলে এ প্রশ্ন নিরর্থক।

বিরা। এত তাড়াহুড়ো করে উত্তর দিতে নেই।

ক্যাথা। আপনিও এ প্রশ্ন করে অহেতুক কালহরণ করেছেন।

বিরা। আপনার বুদ্ধিটা বড় উত্তপ্ত এবং ক্ষিপ্রগতি, না?

ক্যাথা। হ্যাঁ, এ বুদ্ধির ঘোড়াটা তার সওয়ারীকে কাদায় না ফেলা পর্যন্ত ছাড়বে না।

বিরা। আপনার মুখোসটা যদি সুন্দর হত।

ক্যাথা। আমার যে মুখ সে মুখোসটা পরেছে তা সুন্দর হোক।

বিরা। এবং তা যেন অনেক প্রেমিককে আকর্ষণ করে।

ক্যাথা। তা করুক, কিন্তু তাদের মধ্যে আপনি যেন না থাকেন।

রাজা। মাননীয়া ভদ্রে, আপনার পিতা আমাকে জানিয়েছেন, আমার পিতা তাঁকে যুদ্ধের সময় যে অর্থ ঋণ দিয়েছিলেন তার এক হাজার ক্রাউন উনি আমায় দিয়েছেন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সে টাকা আমি পাইনি। এ ছাড়াও আর এক হাজার পাওনা আছে। এমত অবস্থায় আমরা এ্যাকুইতেনের একটা অংশ দখল করে থাকবই। আপনার পিতা যখনি টাকা দেবেন তখনি আমরা সে অধিকার ছেড়ে দেব। কিন্তু তিনি দাবি করেছেন তিনি টাকা দিয়েছেন এবং এ্যাকুইতেনের উপর অধিকার ছেড়ে দিতে হবে তাঁকে। আপনার পিতা যদি এ ধরনের অযৌক্তিক অনুরোধ না করতেন তাহলে অবশ্যই

আপনার সুন্দর মুখের অনুরোধ সহজে বিনা যুক্তিতেই আমার অন্তরকে টলিয়ে দিতে পারত।

রাজকন্যা। আপনি কিন্তু আমার পিতার উপর অন্যায় অবিচার করছেন। সে টাকা তিনি বিশ্বাস করে আপনাকে দিয়েছেন ; তা অস্বীকার করে আপনি নিজের সুনাম ক্ষুণ্ণ করছেন।

রাজা। আমি প্রতিবাদ করছি একথার। আমি কখনো একথা কানে শুনিওনি। আপনি যদি তা প্রমাণ করতে পারেন, আমি আপনাকে সে টাকা ফিরিয়ে দেব এবং এ্যাকুইতেনের উপর আমাদের অধিকারও ছেড়ে দেব।

রাজকন্যা। থামুন। বয়েতএর পিতা চার্লস্ এর বিশেষ দূতের কাছে যে এ টাকা দেওয়া হয়েছে তার প্রমাণ দেখান ত।

রাজা। ঠিক আছে তার সন্তোষজনক প্রমাণ দেখান।

বয়েত। মহামহিম হে রাজন, যাতে এই সব কাগজপত্র আছে সেই প্যাকেটটা আনা হয়নি। আগামী কাল তা দেখতে পাবেন।

রাজা। তাহলেই তা যথেষ্ট হবে, আমি তা মেনে নেব। ইতিমধ্যে হে রাজকন্যা, আপনি আপনার যোগ্যতা অনুসারে আমার হাতে উপযুক্ত সম্মান লাভ করবেন। যদিও আপনি আমার দরবারের দ্বারপথে প্রবেশ করতে পারবেন না, তথাপি তার বাইরে আপনি এমন সাদর অভ্যর্থনা লাভ করবেন যাতে আপনার মনে হবে আপনি আমার বাড়ির ভিতর প্রবেশ করতে না পেলেও আমার অন্তরের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তবে নিজগুণে মার্জনা করবেন। এখন বিদায়। কাল আবার দেখা হবে।

রাজকন্যা। সুস্থ সুন্দর দেহমনে আচ্ছন্ন হয়ে উঠুন হে মহিমান্বিত রাজন!

রাজা। আপনার ইচ্ছার কথা সর্বত্র মনে রাখব। (অনুচরবর্গসহ প্রস্থান)

বিরা। হে ভদ্রে, আমিও আপনার কথা মনে রাখব।

রোজালিন। আমার অনুরোধ, আমার কথামত কাজ করুন আমি তাতে খুশি হব।

বিরা। আমি চাই আপনি আমার অন্তরের আর্তনাদ শ্রবণ করুন।

রোজা। ঠিক আছে তাতে রক্ত ঝরুক।

বিরা। তাতে কি আপনার ভাল হবে?

রোজা। আমার মুখ ত তাই বলছে।

বিরা। ঈশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবন দান করুন।

রোজা। আর আপনাকে দীর্ঘ জীবন হতে অব্যাহতি দিন।

বিরা। আপনাকে ধন্যবাদ দিতে পারলাম না। (প্রস্থান)

ডুমেন। স্যার, আমার একটা কথা, এই ভদ্রমহিলার নাম কি ?

বয়েত। এ্যালিকনের উত্তরাধিকারিণী ; ওঁর নাম ক্যাথারিণ।

ডুমেন। সত্যিই এক বীরাঙ্গনা। বিদায় মশায়। (প্রস্থান)

লঙ্গা। একটা কথা স্যার। এই শ্বেতবসনা মহিলাটি কে ?

বয়েত। একজন নারী।

লঙ্গা। মনে হচ্ছে শুভ্র আলো দিয়ে ঢাকা আর এক আলো। আমি ওঁর নাম জানতে চাই।

বয়েত। তাঁর শুধু একটা নামই আছে আর সে নাম না জানাই ভাল। উনি তাতে লজ্জা পাবেন।

লঙ্গা। উনি কার কন্যা বলছেন ?

বয়েত। উনি ওঁর মাতার কন্যা।

লঙ্গা। ঈশ্বরের আশীর্বাদ ঝরে পড়ুক আপনার দাড়িতে।

বয়েত। চটবেন না স্যার, উনি ফ্যালকনব্রিজের উত্তরাধিকারিণী।

লঙ্গা। না সত্যিই উনি সুন্দরী।

(লঙ্গাভিলের প্রস্থান)

বয়েত। হয়ত তা হবে।

বিরা। টুপী মাথায় ঐ মহিলার নাম কি ?

বয়েত। ওঁর নাম রোজালিন।

বিরা। উনি কি বিবাহিত ?

বয়েত। সেটা ওঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে স্যার।

বিরা। ঠিক আছে স্যার, বিদায়।

(বিরাউনের প্রস্থান। মেয়েরা মুখোস খুলে ফেলল)

মেরিয়া। সবশেষের ভদ্রলোকটিই হলো বিরাউন, বড় রসিক একজন সভাসদ। রসিকতা ছাড়া একটা কথাও কারো কাছে বলেন না।

রাজকন্যা। ওঁর সঙ্গে আপনার বাকযুদ্ধ করা উচিত ছিল।

বয়েত। আমি ত তাকে ধরতেই চাইছিলাম। লোকে যেমন জাহাজ ধরতে যায়।

ক্যাথা। দুটো ভেড়া যেমন করে লড়াই করে তেমনি করতে ?

বয়েত। কেন দুটো জাহাজ নয় কেন ?

ক্যাথা। তুমি হবে ভেড়া আর আমি হব চারণক্ষেত্র। হলো এবার রসিকতা।

বয়েত। তাহলে আমার চারণক্ষেত্র হতে রাজী আছ ?

(ঠোঁট বাড়িয়ে দিয়ে)

ক্যাথা। না হে আমার পোষা পশু, আমার ঠোঁট অত সস্তা নয়।

রাজকন্যা। এই বুদ্ধির লড়াই নিজেদের মধ্যে না করে নাভারের রাজা আর তার লোকদের জন্য রেখে দাও।

বয়েত। যদি আমার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা অভ্রান্ত হয়, যদি তাঁর মনের কথা চোখের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এসে আমায় প্রতারণা না করে তাহলে বলব নাভাররাজ প্রেমাহত হয়ে পড়েছেন।

রাজকন্যা। কার প্রেমে পড়েছেন ?

বয়েত। আমরা যারা ভালবাসি তারা এই কথাই বলি।

রাজকন্যা। কী তোমার যুক্তি ?

বয়েত। তাঁর সমস্ত কর্মেন্দ্রিয়গুলি যেন তাঁর চোখের দরবারে এসে ভিড় করছিল আর তারা বাসনাজালের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছিল তাঁর অন্তরে মুদ্রিত আপনারই ছবি আর তাতে উনি যে গর্ববোধ করছিলেন তা তাঁর চোখের দৃষ্টিতে ফেটে পড়ছিল। কণ্ঠ তাঁর অধীর হয়ে উঠছিল শুধু আপনার কথা বলার জন্য; তাঁর দৃষ্টির পথে প্রায়ই হোঁচট খাচ্ছিল। তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি একযোগে শুধু আপনার সৌন্দর্যসুধা পান করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তিই একদল স্ফটিকস্বচ্ছ রত্নের মত তাঁর চোখের কাছে সমবেত হয়ে যেন একদল রাজকন্যাকে কেনার ষড়যন্ত্র করছিল। তাঁর চোখের পানে তাকালে বলে দিতে পারব। আমি আপনাকে এ্যাকুইতেন আর তার যথাসর্বস্ব দান করব, এর বিনিময়ে আপনি শুধু দান করবেন একটি প্রেমময় চুম্বন।

রাজকন্যা। চল আমাদের ডেরায়। বয়েতকে বরখাস্ত করলাম।

বয়েত। কিন্তু বয়েত যা তার চোখ দিয়ে দেখে তাই ত তার মুখ দিয়ে প্রকাশ করেছে শব্দে। আমার কণ্ঠ কখনো মিথ্যা বলে না।

মেরিয়া। তুমি হচ্ছ একজন পুরনো প্রেমিক এবং ভালই কথা বল।

ক্যাথা। ও হচ্ছে স্বয়ং প্রেমদেবতার পিতামহ, তার অনেক খবর জানে।

রোজা। তাহলে ওর মা ছিল ভেনাসের মত আর ওর পিতা ছিল গোমরামুখো।

বয়েত। তাহলেও প্রেমোন্মত্ত মহিলাগণ, কি দেখেছেন, কি শুনছেন ?

মেরিয়া। আমরা চলে যাবার পথ খুঁজছি। (সকলের প্রস্থান)

বয়েত। তোমাদের দিয়ে আমার চলবে না।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। উদ্যান।

আর্মাডো ও মথের প্রবেশ

আর্মাডো। নাও, গান করো হে বালক। আমার শ্রবণেন্দ্রিয়কে আবেগে উত্তপ্ত করে তোল।

(মথ গান করতে লাগল)

আর্মাডো। একটা কথা, এই নাও চাবিকাঠি। লোকটাকে কিছু টাকা দাও। আমার কাছে নিয়ে এস। আমি একটা চিঠি দিয়ে ওকে আমার প্রেমিকার কাছে পাঠাব।

মথ। আচ্ছা মালিক, আপনি কি ফরাসী ভাষায় ঝগড়া করে আপনার প্রেমাস্পদকে লাভ করবেন ?

আর্মাডো। তুমি কি বলতে চাইছ, ফরাসী ভাষায় ঝগড়া করা ?

মথ। না না তা বলিনি মনিব। বলছি কি আপনার জিবের ডগায় মধু মাখিয়ে দেবেন। কথা বলবেন আর গান গাইবেন, দীর্ঘশ্বাস ফেলবেন। মাঝে মাঝে ঢোক গিলবেন আর গন্ধ শুঁকবেন। ঠিক দেখে যেন মনে হবে আপনি আপনার প্রেমকেই গিলে খাচ্ছেন আর তার ঘ্রাণ উপভোগ করছেন। আপনার বাহুদুটো পেটের উপর আড়াআড়ি করে রাখবেন। এই সব লক্ষণ মেয়েরা ভালবাসে। আমার কথা বুঝলেন ? অনেক মেয়ে এই দেখে আসক্ত হয়ে পড়ে।

আর্মাডো। এ সব কোথায় শিখলে ?

মথ। কেন চোখে দেখে। কিন্তু আপনি কি আপনার প্রেমাস্পদের কথা ভুলে গেলেন ?

আর্মাডো। প্রায় ভুলে গেছি।

মথ। বড় অন্যমনস্ক ছাত্র। মুখস্থ করে রাখুন।

আর্মাডো। অন্তর দিয়ে অন্তরে গেঁথে রাখব ছোকরা।

মথ। অন্তরের বাইরেও তাকে ভালবাসেন মনিব। এই তিনটেই আমি প্রমাণ করব।

আর্মাডো। কি প্রমাণ করবে ?

মথ। আপনি তাকে অন্তর দিয়ে ভালবাসেন, কারণ আপনি তার কাছে যেতে পারেন না; আপনি তাকে অন্তরের মধ্যে ভালবাসেন, কারণ আপনার অন্তর তার প্রেমেই ডুবে আছে আর আপনি তাকে অন্তরের বাইরেও ভালবাসেন, কারণ অন্তরের বাইরে গিয়ে আপনি তাকে উপভোগ করতে চান, কিন্তু পারেন না।

আর্মাডো। হ্যাঁ আমি এই তিনভাবেই তাকে ভালবাসি।

মথ। হ্যাঁ একদিক দিয়ে দেখলে এটা তিনগুণ ভালবাসা। কিন্তু আসলে এটা কিছুই না।

আর্মাডো। সেই বোকা চাষাটাকে নিয়ে এস। সে আমার একটা চিঠি নিয়ে যাবে।

মথ। বাঃ চমৎকার দৌত্যগিরি। গাধার পরিবর্তে ঘোড়া যাবে দূত হয়ে ?

আর্মাডো। কি বলতে চাইছ তুমি ?

মথ। স্যার, আপনি বরং ঘোড়ার আগে গাধাটাকে পাঠাবেন। আমি যাচ্ছি।

আর্মাডো। তাড়াতাড়ি যাও।

মথ। হ্যাঁ ভারী সীসের মতই তাড়াতাড়ি যাব।

আর্মাডো। এর মানেটা ত বেশ। সীসে ভারী, তাই ও সীসের মতই আস্তে যাবে।

মথ। কি বললেন মনিব ?

আর্মাডো। বললাম সীসের মত মন্দগতি।

মথ। আপনি কিন্তু না ভেবেই কথাটা বলে ফেলেছেন। কোন বন্দুকের নল

থেকে যখন কোন সীসে গুলি হিসাবে বেরিয়ে যায় তখন কি তা আস্তে যায়?

আর্মাডো। বাঃ চমৎকার উপমা। ও আমাকে কামারের সঙ্গে তুলনা করছে। ও হচ্ছে বুলেট। আমি ওকে পাঠাচ্ছি।

মথ। তাহলে যাচ্ছি আমি। (প্রস্থান)

আর্মাডো। ছেলেটা সত্যিই চটপটে এবং খুব কাজের। ওর অভাবে আমাকে কিন্তু সত্যিই কষ্ট পেতে হবে। আমার দূত চলে এসেছে।

কস্টার্ডসহ মথের পুনঃপ্রবেশ

মথ। কি আশ্চর্য কথা স্যার, কস্টার্ডের পা ভেঙ্গে গেছে।

আর্মাডো। বড় আশ্চর্য্যের কথা ত। এস দূত। বল কি হয়েছে।

কস্টার্ড। এতে রহস্যের কিছু নেই দূত। এর মূল কারণ হচ্ছে চলা।

আর্মাডো। বল কি করে কস্টার্ড পা ভাঙ্গলে।

কস্টার্ড। ছুটতে ছুটতে একটা তক্তার উপরে পড়ে যাই আর আমার পা ভেঙ্গে যায়।

আর্মাডো। এ বিষয়ে আমি আর কোন কথা বলব না। শোন আমি তোমাকে মুক্তি দেব।

কস্টার্ড। ও, ফ্রান্সেস নামে এক মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন। এর মধ্যে নিশ্চয় আমাদের এই দূত মশাইএর কোন হাত আছে।

আর্মাডো। আমি আত্মার নামে শপথ করে বলছি, আমি তোমাকে মুক্তি দেব। তোমার যে দেহটা আবদ্ধ ছিল, বন্দী ছিল সে দেহকে মুক্তি দেব আমি।

কস্টার্ড। সত্যি তাহলে আমাকে আপনি ছেড়ে দেবেন!

আর্মাডো। আমি তোমাকে মুক্তি দিচ্ছি, তার বিনিময়ে একটা কাজ দিচ্ছি তোমাকে। এই দরকারী চিঠিটা তুমি (একটা চিঠি দিয়ে) গ্রাম্য মেয়ে জ্যাকেনেত্তাকে দেবে। এই তোমার পারিশ্রমিক রইল। আমার সম্মান রক্ষিত হলে আমি যথাযোগ্য পুরস্কারে পুরস্কৃত করব। মথ, তুমি চলে এস।

(প্রস্থান)

মথ। আমিও যাচ্ছি। মহামান্য কস্টার্ড বিদায়। (প্রস্থান)

কস্টার্ড। এবার আমি পারিশ্রমিকটা কত দিয়েছে তা দেখব। এই তিন ফার্দিং মুদ্রাটাকে ওরা প্রাচীন কথায় বলে 'রেমুনারেশান' বা পারিশ্রমিক, ফরাসী ভাষায় যাকে ক্রাউন বলে তার থেকে নামটা ত ভাল।

বিরাউনের প্রবেশ

বিরাউন। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভালই হলো।

কস্টার্ড। আচ্ছা স্যার, কোন বেতন বা পারিশ্রমিকে কতটা রেশমী ফিতে কিনতে পারবে?

বিরা। বেতনটা কত বল?

কস্টার্ড। আধ পেনি।

বিরা। কেন, তাহলে সে তিন ফার্দিং দামের রেশমী জিনিস পাবে।

কস্টার্ড। ধন্যবাদ আপনাকে। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

বিরা। থাম থাম। আমার কথামত কাজ করো দেখি।

কস্টার্ড। কাজটা কখন করতে হবে স্যার?

বিরা। আজকের বিকালে।

কস্টার্ড। ঠিক আছে, আমি করে দেব। বিদায়।

বিরা। কিন্তু তুমি ত জান না কাজটা কি।

কস্টার্ড। যখন করব তখন তা জানব স্যার।

বিরা। না শয়তান, তোমাকে আগেই তা জানতে হবে।

কস্টার্ড। আমি আপনার কাছে কাল সকালে আসব।

বিরা। কিন্তু আজকের বিকালেই কাজটা করলেই হবে। কাজটা হচ্ছে এই, আজ রাজকন্যা এই উদ্যানে শিকার করতে আসছেন। তাঁর দলে একটি মেয়ে আছে; তার নাম রোজালিন। তুমি তার খোঁজ করে এই সীলকরা চিঠিটা দেবে। এই নাও তোমার পারিশ্রমিক। (এক শিলিং দিল কস্টার্ডের হাতে)

কস্টার্ড। কী মধুর এই ক্রাউন, রেমুনারেশন থেকে অনেক ভাল। আমি নিশ্চয় কাজটা করব।

বিরা। সত্যি কথা বলতে কি, আমি প্রেমে পড়ে গিয়েছি। যে আমি একদিন ছিলাম প্রেমিকদের কাছে এক জীবন্ত কশাঘাত, প্রেমের তীক্ষ্ণ সমালোচক, সতর্ক প্রহরী, সেই আমি কিনা সেই অন্ধ অর্বাচীন অনেক দুঃখ বিষাদ আর দীর্ঘশ্বাসের রাজা প্রেমদেবতার কবলে পড়ে গেলাম। সেই আমি আজ ভালবাসছি, একজন স্ত্রী চাইছি। একজন নারীকে কামনা করছি, যে নারী জার্মান ঘড়ির মত সব সময় ঠিকমত দেখাশুনা না করলে ঠিক মত চলে না। এ ক্ষেত্রে যেমন ভালবেসে যাওয়াও আমার পক্ষে কষ্টকর,

তেমনি আমার এ ভালবাসার বন্ধনটাকে কাটিয়ে ওঠাও আরো কষ্টকর অতএব আমাকে এখন সেই শ্বেতাঙ্গী মেয়েটিকে ভালবাসতেই হবে, তার জন্ম হা হুতাশ করতে হবে এবং তার প্রতি নজর রাখতে হবে। আমার অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে প্রেমদেবতা এই অভিশাপের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে আমার উপর। (প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। উদ্যান

রাজকন্যা, রোজালিন, মেরিয়া, ক্যাথারিণ, বয়েত, সভাসদগণ, অনুচরবর্গ ও জনৈক বনরক্ষকের প্রবেশ।

রাজকন্যা। আচ্ছা যিনি ঐ খাড়া পাহাড়ের উপর ঘোড়া ছুটিয়ে উঠছিলেন তিনি কি রাজা?

বয়েত। আমি তা ঠিক জানি না। তবে তিনি বলে মনে হয় না।

রাজকন্যা। যেই হোক, তার কিন্তু উপরে ওঠার শখ আছে। শুনুন পারিষদবর্গ, আমাদের সব কাজ সেরে ফেলতে হবে। আমরা শনিবারই ফ্রান্সে চলে যাব। কই বনরক্ষক, তোমার বন ঝোপ কোথায় যেখানে আমরা কিছু শিকার করতে পারি।

বনরক্ষক। এইখানে এই ঝোপের ধারে দাঁড়িয়ে আপনি সুন্দরভাবে লক্ষ্য করতে পারবেন এবং তীর ছুঁড়তে পারবেন।

রাজকন্যা। সুন্দরভাবে বললে কেন, আমি সুন্দর বলেই একথা বলেছ?

বনরক্ষক। আমি তা ভেবে বলিনি ম্যাডাম।

রাজকন্যা। নাও নাও প্রশংসা করো। হে ক্ষণিকের অহঙ্কার, আমি সুন্দরী না একথা শুনলেই দুঃখ করতে হবে তোমায়।

বনরক্ষক। আপনি সত্যিই সুন্দরী ম্যাডাম।

রাজকন্যা। দেখ প্রশংসা কখনো অসুন্দর চোখকে সুন্দর করে তুলতে পারে না। যাই হোক, হে আমার আয়না, সত্য কথা বলার জন্য এই নাও পুরস্কার। (টাকা দিল)

বনরক্ষক। আপনি স্বাভাবিকভাবে যা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন তার মত সুন্দর কিছু হতে পারে না।

রাজকন্যা। যে দান করে সে খারাপ হলেও প্রশংসা পায়। এই ধনুকটা দাও। এই শিকার বা পশুহত্যা কাজটা খারাপ হলেও আমি তার জন্য প্রশংসা পাব। আমার অন্তর না চাইলেও শুধু বাইরের প্রশংসার তাড়নায় একাজ করতে হচ্ছে আমার।

বয়েত। তাহলে স্ত্রীরা কি প্রশংসার জন্যই তাদের স্বামীকে বশ করতে চায়?

রাজকন্যা। হ্যাঁ, যে সব মেয়ে তা পারে আমরা তাদের প্রশংসা করি।

কস্টার্ডের প্রবেশ

বয়েত। আমাদের প্রজাতন্ত্রের একজন সদস্য আসছেন।

কস্টার্ড। কে এখানকার মধ্যে প্রধানা মহিলা? কে সবচেয়ে মাথায় লম্বা?

রাজকন্যা। সবচেয়ে লম্বা আর সবচেয়ে মোটা।

কস্টার্ড। হ্যাঁ তাই। সত্য সত্য। কিন্তু আপনার কোমরটা ত আমার বুদ্ধির মতই সরু। আচ্ছা ও মশাই, আপনি কি প্রধানা মহিলা নন? আপনিই ত সবচেয়ে মোটা।

রাজকন্যা। কি ব্যাপার বলত! কি চাও তুমি?

কস্টার্ড। মঁসিয়ে বিরাউনের একটা চিঠি আছে। সেটা রোজালিন নামে একটি মেয়েকে দিতে হবে।

রাজকন্যা। ও তিনি আমার বন্ধু, তাঁর চিঠি? বয়েত চিঠিটা খুলে দেখ ত।

বয়েত। ঠিক আছে দেখছি। কিন্তু ভুল হয়ে গেছে। এ চিঠি ত এখানকার কারোকে লেখা নয়। এ চিঠি জ্যাকেনেত্তাকে লেখা।

রাজকন্যা। তবু গালার সীল খুলে ফেল। আমরা পড়ব এ চিঠি। তোমরা সবাই শোন।

বয়েত। (পড়তে লাগল) ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি তুমি যে সুন্দর একথা অভ্রান্তভাবে সত্য। তুমি সত্যই সুন্দর, এত সুন্দর যে সৌন্দর্য নিজেই তোমার কাছে লজ্জা বোধ করে, তুমি এতদূর সত্যপরায়ণ যে সত্য তোমার কাছে দুঃখের সঙ্গে পরাভব মানে। তোমার কথা ভাবতে গিয়ে রাজা কফেচুয়া ও ভিক্ষুকবালা জেনেলোফনএর কথা মনে পড়ল। সীজার যেমন কোন দেশজয়ে গিয়ে বলতেন, আমি এসেছি, দেখেছি, জয় করেছি, তেমনি রাজা কফেচুয়াও ভিক্ষুকবালার কাছে গিয়েছিলেন, তাকে দেখেছিলেন, তার হৃদয় জয়

করেছিলেন আমিও তাই করব। মনে করো আমিই রাজা কফেচুয়া আর তুমি হলে সেই ভিক্ষুকবালা, তোমায় দীন বেশে দেখে তাই সম্ভবতঃ মনে হবে। আমি কি রাজা কফেচুয়ার মত তোমার হৃদয় জয় করব। তা আমি পারি। আমি কি তোমার প্রেম লাভ করব? তাও আমি পারি। আমি কি তোমার প্রেমের জন্য অনুনয় বিনয় করব? দরকার হলে তাও করব। তুমি হবে আমার। তোমার দীন হীন পোষাকের পরিবর্তে দেব ভাল পোষাক, আর দেব আমার সম্মানসূচক উপাধির ভাগ। তোমার উত্তরের আশায় রইলাম। আমার ওষ্ঠাধর তোমার পদচুম্বন করবে, আমার দৃষ্টির সমস্ত নিবিড়তা নিবদ্ধ থাকবে তোমার প্রতিকৃতির উপর, আমার অন্তর কামনা করবে তোমার প্রতিটি অঙ্গকে। তোমারই সেবায় উৎসর্গীকৃত রইল আমার জীবনের সমস্ত শ্রম ও সাধনা। ডন আদ্রিয়ানো দ্য আর্মাডো।

এবার বুঝতে পারছ মেষশাবকের মত যার শিকাররূপে যার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছ সেই নেমীয় সিংহ গর্জন করছে তোমায় দেখে। কিন্তু তার রাজকীয় গর্বিত থাবা তোমার সামনে নত হয়ে ক্রীড়ামোদে মত্ত হতে চাইছে। তবে তুমি যদি পালিয়ে যেতে চাও তার কাছ থেকে তাহলে তার পরিণাম কি হবে জান? তুমি হবে তার ক্রুদ্ধ শিকারের খাদ্য।

রাজকন্যা। এ কোন পাখি এ চিঠিতে কর্কশ গলায় চিৎকার করেছে জান তাকে?

বয়েত। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, তবে লেখার ভঙ্গিটা কার মত মনে পড়ছে। এর নাম হচ্ছে আর্মাডো, একজন স্পেনদেশীয় ব্যক্তি। এখানকার রাজদরবারে থাকে। অদ্ভুত ধরনের লোক। রাজা আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের সঙ্গে খেলাধূলো ও হাসিখুশি করে কাটায়।

রাজকন্যা। আচ্ছা একটা কথা, কে আমাকে এ চিঠি দিয়েছে? আর কাকেই বা দেবার জন্য দিয়েছে?

কস্টার্ড। আমি ত আগেই বলেছি, আমার মনিব বিরাউন, দিয়েছেন রোজালিন নামে এক ফরাসী মহিলাকে।

রাজকন্যা। তোমার ভুল হয়ে গেছে, এ চিঠি সে চিঠি নয়। চলে এস তোমরা (রোজালিনকে) রেখে দাও এটা, এমন চিঠি তোমারও একদিন আসবে। (রাজকন্যা ও সহচরীদের প্রস্থান)

বয়েত। কে তীর ছুঁড়বে?

রোজালিন। আমি ছুঁড়ব।

বয়েত। তোমার হরিণ কোথা?

রোজা। এদিকে তুমি এস না, যদি তোমাকেই হরিণ বলে মনে করে বসি।

মেরিয়া। তুমি ঝগড়া করছ আর ও এদিকে তোমার ভ্রূ লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ছে।

বয়েত। কিন্তু আমি ত আগেই আঘাত করে বসে আছি।

রোজা। (গান করতে লাগল)

পারবে না ক করতে আঘাত পারবে না ক মোরে
ভাল মানুষ মনের মানুষ বলি আমি যারে।

বয়েত। যদি তোমায় সে আঘাত না করতে পারি
অন্য যে কেউ সে আঘাত হানবে জেনো ভারী।

কস্টার্ড। সত্যি কথা বলতে কি বেশ মজার ব্যাপার ত। দুজনেই সমান।

মেরিয়া। দুজনেই দুজনকে লক্ষ্য করে অব্যর্থ তীর ছুঁড়ছে। (রোজালিন ও ক্যাথারিণের প্রস্থান)

কস্টার্ড। ওকে আপনি লাভ করতে পারবেন না স্যার। পারবেন যদি ওকে মদ্যপানে আহ্বান করেন।

বয়েত। আমার সঙ্গে বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। বিদায়। (বয়েত ও মেরিয়ার প্রস্থান)

কস্টার্ড। লোকটা খুব সরল ত। হা ভগবান, মেয়েদের সঙ্গে আমিও মিলে লোকটাকে কেমন চেপে ধরেছিলাম। হায়, আর্মাডো একটা মেয়েকে চায়, তাকে কোন মেয়ের পাশাপাশি দেখতে বা তার হাত চুম্বন করে শপথ করতে দেখাটা কতই না মজার হবে। আর আমি তার চাকর হয়ে অন্য এক মেয়ের কাছে এসে হাজির হয়েছি। ছিঃ ছিঃ। (কস্টার্ডের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। উদ্যান।

হলোফারনেস, স্যার নাথানিয়েল ও ডাল এর প্রবেশ

নাথা। এ খেলাটা সত্যিই খুব উঁচু দরের এবং সম্মানের এবং খেলা খুব ভাল-ভাবেই সম্পন্ন হয়েছে।

হলো। হরিণটা কেমন রক্তে ভেসে গিয়েছিল।

ডাল। কিন্তু হরিণটা 'হ্যাণ্ড ক্রিডো' নয়, ওটা ছিল 'প্রিকেট' জাতীয়।

হলো। কী নিদারুণ অজ্ঞতা।

নাথা। ও পুস্তকনিহিত জ্ঞানের আস্বাদ কখনো লাভ করেনি। ও কোনদিন কাগজ খায়নি, কালি পান করেনি। মাথায় বুদ্ধি নেই। ও হচ্ছে পশু। ওর মধ্যে স্থূল ইন্দ্রিয়চেতনা ছাড়া আর কিছু নেই। ওর মত লোককে বিদ্যালয়ে আশা করাটাই বোকামি এবং বিদ্যার পক্ষে কলঙ্ক আরোপ করা।

ডাল। আপনারা দুজনেই ত বইএর পোকা। অনেক পড়াশুনো করেছেন। বলুন কেনের জন্মদিনে কার বয়স মাত্র একমাস ছিল, কিন্তু আজও পর্যন্ত যার বয়স পাঁচ সপ্তাহ পূর্ণ হয়নি, অর্থাৎ তার বয়স একমাসই রয়ে গেছে?

হলো। ডিকটিনা।

ডান। সেটা কি?

নাথা। চাঁদের একটা নাম।

ডাল। তা বটে, চাঁদের বয়স কখনই একমাসের বেশী হয় না।

নাথা। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আপনার মত শিক্ষক তারা পেয়েছে। তাদের ছেলেমেয়েরা আপনার কাছে পড়ে বিশেষভাবে লাভবান হয়। আপনি আমাদের প্রজাতন্ত্রের একজন সুযোগ্য সদস্য।

হলো। ওদের ছেলেগুলো বোকা বলেই পড়তে আসে। চালাক হলে লেখাপড়া শেখার দরকার হবে না। একটি মহিলা আমাদের ডাকছে।

জ্যাকেনেত্তা ও কস্টার্ডের প্রবেশ

জ্যাকে। শুভ নমস্কার মাস্টার পারসন।

হলো। মাস্টার পারসন কাকে বলছ?

কস্টার্ড। পারসন হচ্ছে স্কুলমাস্টার, শূয়োরের গোয়ালের সঙ্গেই যার একমাত্র তুলনা করা চলে।

হলো। বাঃ বেশ কথা বলেছ। মাটির উপর গড়াগড়ি যাওয়া এক শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের মূর্ত আলো, শূয়োরের সামনে ছড়িয়ে দেওয়া মুক্তো। ভাল কথা।

জ্যাকে। মাস্টার পারসন, আপনি দয়া করে আমার এই চিঠিটা পড়ে দিন। এটা কস্টার্ড আমায় দিয়েছে এবং ডন আর্মাডো আমায় পাঠিয়েছে।

হলো। এর মধ্যে একটা কবিতা রয়েছে, পড়ে শোনাও। অনেক জ্ঞানের কথা আছে।

নাথা। (পড়তে লাগল) আমি নিজের কাছে নিজে অবিশ্বাসী হতে

পারি, কিন্তু তোমার বিশ্বাস কোনদিন ভঙ্গ করব না। আমার সমস্ত চিন্তা ভাবনা ওক গাছের মত বলিষ্ঠ হলেও লতার মত নত হয়ে তোমাকে জড়িয়ে ধরছে। আমার সারাজীবনের সমস্ত আনন্দ তোমার চোখের মধ্যেই আছে আবদ্ধ। তোমাকে জানার মধ্যেই আমার জ্ঞানের চরম সার্থকতা; যে কণ্ঠ তোমার গুণগান করতে পারে সেই কণ্ঠই সার্থক কণ্ঠ; তোমার কণ্ঠসৌন্দর্যে বিস্ময়াভিভূত হয় না যে আত্মা সে আত্মা বৃথা। তোমার গুণগানই হলো যথার্থ প্রশংসা। দেবরাজের বিদ্যুৎ চমক তোমার চোখে, কণ্ঠে তাঁর বজ্র। কিন্তু কোন ক্রোধের আগুন নেই সে বজ্র বিদ্যুতে, আছে মধুর সঙ্গীতের শীতল আগুন। হে প্রিয়তমা, তুমি স্বর্গীয় সুষমায় পূর্ণ। আমি আমার পার্থিব জিহ্বার দ্বারা তোমার গুণরাজীর প্রশংসা করে যে অপরাধ করেছি তা যেন ক্ষমা করো নিজগুণে।

হলো। চিঠিটা ঠিক পড়া হলো না। এর মধ্যে যে অলঙ্কার আছে তা ধরতে পারিনি। কিন্তু আচ্ছা ও কুমারী মেয়ে, এ চিঠি কি তোমাকেই লেখা হয়েছে?

জ্যাকে। হ্যাঁ স্যার। রাজকন্যার অন্যতম পারিষদ বিরাউনের লেখা।

হলো। শিরোনামায় লেখা রয়েছে, 'পরমা সুন্দরী রোজালিনের তুষারশুভ্র হাতে।' আর শেষে আছে 'আপনার সেবায় নিযুক্ত বিরাউন।' স্যার নাথানিয়েল, এই বিরাউন হচ্ছে রাজার অন্যতম সহচর। ফ্রান্সের যে রাজকন্যা আমাদের এখানে অতিথি হয়ে এসেছেন তাঁরই দলের একজন মেয়েকে বিরাউন এ চিঠি লিখেছে। এর মধ্যে অনেক কিছু থাকতে পারে। সুতরাং এ চিঠি এখনি রাজার কাছে নিয়ে যাও মেয়ে। এখনি চলে যাও। আর কোন সৌজন্য দেখাতে হবে না। বিদায়।

জ্যাকে। কস্টার্ড, তুমি আমার সঙ্গে চল।

কস্টার্ড। আমি যাব তোমার সঙ্গে। (কস্টার্ড ও জ্যাকেনেত্তার প্রস্থান)

নাথা। স্যার, আপনি ঈশ্বরের ভয়ে খুব ধর্মসম্মত কাজ করেছেন।

হলো। আচ্ছা ঐ কবিতাটা কি তোমার ভাল লেগেছিল?

নাথা। খুব চমৎকার লেগেছিল।

হলো। আজ রাতে আমার এক ছাত্রের বাড়িতে খাব। সেখানে সন্ধ্যের আগে দয়া করে যদি সেই নৈশভোজে যোগদান করতে পার ভাল হয়। ছাত্রের বাবা যার কাছে আমার খুব খাতির আছে। সেখানে আমি প্রমাণ করে দেব

এ কবিতা ঠিকমত লেখা হয়নি; এর মধ্যে সত্যিকারের কাব্য নেই। কোন কৃতিত্ব বা অভিনবত্ব নেই। যাই হোক, আমি তোমার উপস্থিতি ও সাহায্য প্রার্থনা করি।

নাথা। তোমাকে ধন্যবাদ এ জন্য। মানুষের সাহচর্যেই জীবনের প্রকৃত সুখ, শাস্ত্রেও একথা বলে।

হলো। (ডালকে) তুমিও অতি অবশ্যই যাবে। অভিজাত লোকেরা যখন নানারকমের খেলাধূলো করে আমরা তখন এইভাবে আমোদ প্রমোদ করে সময় কাটাব।

তৃতীয় দৃশ্য। উদ্যান।

কাগজ হাতে একাকী বিরাউনের প্রবেশ

বিরা। আর আমি দুঃখ করব না। লোকে বলে নির্বোধরাই দুঃখ করে। আমার যে বুদ্ধি আছে তা প্রমাণিত সত্য। আমার এ ভালবাসা পাগলামি। আর আমি ভালবাসব না। বিশ্বাস করো আমি আর ভালবাসলে, আমাকে ফাঁসি কাঠে ঝোলাবে। আমি তাকে কখনো ভালবাসতামও না, শুধু তার চোখ দুটোর জন্যে। তার চোখের জ্যোতি দেখে আমি ভুলে গিয়েছিলাম। তাকে ভালবেসেছিলাম। কিন্তু তাকে ভালবাসিনা একথা বলাও মিথ্যা। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলতে পারি আমি তাকে ভালবাসি। আর এই ভালবাসাই আমাকে কবিতা লিখতে শিখিয়েছে তাকে নিয়ে; এই ভালবাসাই আমাকে বিষাদগ্রস্ত করে তুলেছে। আমি তাকে একটা চিঠি সেই ভাঁড়টার মারফৎ এর মধ্যেই পাঠিয়েছি। কিন্তু কে একজন একটা কাগজ হাতে এদিকেই আসছে। (গাছে উঠে পড়ল।)

কাগজ হাতে রাজার প্রবেশ

রাজা। হায়, কি হলো!

বিরা। হে প্রেমের ঠাকুর, চালাও তোমার অভিশাপ, তবে খুব গোপনে।

রাজা। (পড়তে লাগল) তোমার দুচোখের মধুর আলো আমার গণ্ডদ্বয়স্থিত অশ্রুবিন্দুতে যে চুম্বন দান করেছে প্রথম প্রভাতের সোনালি সূর্যরশ্মি সে চুম্বন কোনদিন দান করতে পারেনি উজ্জ্বল শিশিরবিন্দুকে। আমার অশ্রুভরা চোখের অস্বচ্ছ দৃষ্টি ভেদ করে তোমার অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডল যত উজ্জ্বল দেখায় তত উজ্জ্বল কিরণ চাঁদ কোনদিন দান করতে পারেনি নৈশ পৃথিবীকে। আমার প্রতিটি অশ্রুবিন্দু তোমাকে যেন উজ্জ্বল

করে তোলে আরও। আমার দুঃখের রথেই তোমার বিজয় অভিযান। আমার বিষাদের অশ্রুর আয়নাতেই প্রতিফলিত দেখতে পাব তোমার মহিমাকে। হে রাণীর রাণী, তুমি কত বড় তা কেউ চিন্তা পর্যন্ত করতে পারে না। কোন জিহ্বা তা বর্ণনা করতে পারে না। কেমন করে জানাব তোমায় আমার দুঃখের কথা। আমি আমার এ পত্র ফেলে যাব এই গাছতলায়। হে পত্রচ্ছায়া, তোমার আমার নির্বুদ্ধিতার দ্বারা সৃষ্ট এই পত্রখানিকে ঢেকে রেখো। কে এখানে আসছে? (পাশে সরে গেল)

কাগজ হাতে লঙ্গাভিলের প্রবেশ

লঙ্গাভিলও কি পড়ছে। শুনতে হবে ত।

বিরা। আবার একজন নির্বোধ এল দেখছি।

লঙ্গা। হায়, আমি শপথ ভঙ্গ করেছি।

রাজা। প্রেমের ক্ষেত্রে যারা প্রত্যাখ্যানের লজ্জা পায় তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

বিরা। মাতালরা পরস্পরকে সহজেই ভালবাসে।

লঙ্গা। আমিই প্রথম শপথ ভঙ্গ করেছি।

বিরা। আমি ত এমন কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখছি না যার কথা বলে সান্ত্বনা দেব তোমায়।

লঙ্গা। আমার মনে হয় এই ছন্দোবদ্ধ লেখাগুলো তাকে ঠকাতে পারেনি। হে মেরিয়া, আমার প্রেমের রাণী, এ ছন্দোবদ্ধ চিঠি আমি ছিঁড়ে ফেলে আবার গদ্যে লিখব নতুন চিঠি।

বিরা। না না, কবিতাই প্রেমের দেবতাকে তুষ্ট করে বেশী।

লঙ্গা। তাহলে এই কবিতাটাই পাঠাব। (পড়তে লাগল) তোমার চোখের স্বর্গীয় দ্যুতির নীরব ভাষাময়তাই কি আমাকে শপথভঙ্গ করতে বাধ্য করেনি, তোমার চোখের এই অমোঘ ইঙ্গিত কি অবিসম্বাদিতভাবে সত্য নয়? তোমার জন্যই যে শপথ ভঙ্গ করেছি তা কখনো শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে না। সামান্য এক নারীর কাছে শপথ ভঙ্গ করেছি কিন্তু আমি প্রমাণ করে দেখাব তুমি ত সামান্য একজন মানবী নও, তুমি দেবী, সুতরাং আমার পার্থিব শপথ তোমার স্বর্গীয় প্রেমকে স্পর্শ করতে পারবে না। তোমার স্বর্গীয় মহিমা মহিমাণ্ডিত করে তুলবে আমার সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে। শপথ ত নিঃশ্বাস নিঃসৃত বায়ু মাত্র; তুমি আমার সূর্য; তুমি

আমার পৃথিবীতে সূর্যের মত কিরণ দান করো, তুমি আমার সেই শপথের বাষ্পকে গ্রাস করে ফেল। নির্বোধ হলেও আমার মত জ্ঞানী কে আছে? স্বর্গলাভের জন্য কে শপথ ভঙ্গ করে না?

বিরা। একেই বলে পুতুলপূজা। এই ধরনের স্তবগান মাটির পুতুলকেও প্রাণবন্ত দেবতায় পরিণত করে। আমরা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছি, ঈশ্বর আমাদের সংশোধন করুন।

কাগজহাতে ডুমেনের প্রবেশ

লঙ্গা। কার হাতে এই লেখা কাগজটা পাঠাব? থাম কে আসছে? (সরে দাঁড়াল)

বিরা। সবাই ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে। ও ঈশ্বর, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে, এক ঢিলে চারটি পাখি মরেছে। ডুমেন একেবারে বদলে গেছে।

ডুমেন। ও আমার স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত কেট!

বিরা। কী মিথ্যা বাচালতা!

ডুমেন। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি যে কোন মানুষের চোখে সত্যিই সে এক পরম বিস্ময়।

বিরা। সে রক্তমাংসের মানবী নয়, তোমার একথা মিথ্যা।

ডুমেন। সে দিবালোকের মত সুন্দর।

বিরা। কিন্তু যখন সূর্য থাকে আকাশে।

ডুমেন। দেবদারু গাছের মত সে ঋজুশীষ।

বিরা। কিন্তু কোলে ছেলে এলে সে নত হয়।

ডুমেন। আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে।

লঙ্গা। আমারও তাই।

রাজা। আমারও তাই হে ভগবান।

বিরা। 'আমারও তাই হয়েছে'—একথা আমারও বলা উচিত নয় কি?

ডুমেন। আমি তাকে ভুলে যাব। কিন্তু সে জ্বলন্ত রক্তের মত চিরদিন আমার স্মৃতিতে বেঁচে থাকবে।

বিরা। রক্তের উত্তাপ?

ডুমেন। যে প্রশস্তি তার আমি রচনা করেছি তা আবার পড়ব।

বিরা। আবার আমিও লক্ষ্য করব বিভিন্ন চিন্তাশীল লোকের প্রেমানুভূতির প্রকাশ কত বিচিত্র হয়।

ডুমেন। (পড়তে লাগল) হায় কী সেই অভিশপ্ত দিন। যেদিন যে প্রেমের ফুল বসন্ত কালেই ফোটে সে ফুল ফুটে উঠল উদাসীন বাতাসে। সে ফুল দেখে প্রেমানলে দগ্ধ হয়ে উঠল প্রেমিকের মন। অকালে সে প্রেমের ফুল হাত দিয়ে তুলবে না বলে যদিও সে শপথ করেছিল তথাপি সে শপথ ভঙ্গ না করে পারবে না। হ্যাঁ এই চিঠিই আমি পাঠাব। এর সঙ্গে আরো কিছু জুড়ে দেব যা আমার এই প্রেমের বেদনাকে আরো ভাল করে প্রকাশ করবে। রাজা, লঙ্গাভিল সবাই প্রেমে পড়েছে! দুজনই যখন একই অপরাধে অপরাধী তখন একা আমিই বা কেন শপথভঙ্গের দোষে দোষী হতে যাব?

লঙ্গা। (এগিয়ে এসে) ডুমেন, তোমার ভালবাসা মোটেই উদার নয়, কারণ বিরহের দুঃখ সহ্য করতে না পেরে তুমি মিলন চাইছ। তোমার কথা সব আমরা শুনেছি। তোমার লজ্জায় ম্লান হয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

রাজা। (এগিয়ে এসে) তোমারও ত সেই একই ব্যাপার। নিজে যে অপরাধে অপরাধি সেই অপরাধে অপরকে ভৎসনা করা দ্বিগুণ অপরাধ। তুমি নিজে কি মেরিয়াকে ভালবাস না? তুমি কি তার জন্য কবিতা লেখনি? আমি আড়ালে থেকে তোমাদের সব কাণ্ডকারখানা দেখেছি, তোমাদের কবিতা শুনেছি; তোমাদের দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনেছি। (লঙ্গাভিলকে) স্বর্গের জন্য তুমি শপথ ভঙ্গ করেছ। (ডুমেনকে) আর তোমার প্রেমের জন্য জোভ শপথ ভঙ্গ করেছে। আচ্ছা দেখি বিরাউন কি বলে। আবেগ ও উৎসাহের সঙ্গে শপথ করে তা ভঙ্গ করে কী সে উত্তর দেয় এবং কতখানি বুদ্ধির পরিচয় দেয় তা দেখি।

বিরা। (গাছ থেকে নেমে এসে) আমায় ক্ষমা করবেন মহারাজ। আমি আপনার ভণ্ডামিকে কশাঘাত করার জন্যই নেমে এলাম। আপনি নিজে প্রেমের গভীরে হাবুডুবু খাচ্ছেন তখন এদের প্রেমে পড়ার জন্য তিরস্কার করতে আসেন কোন অধিকারে? রাজা এদের দুজনের ব্যাপার দেখেছে আর আমি তিন জনেরই সব কিছু লক্ষ্য করেছি। দীর্ঘশ্বাস, আর্তনাদ, দুঃখ বিষাদ সব মিলে কী নির্বুদ্ধিতার দৃশ্যই না দেখেছি। দেখেছি এক রাজা কি করে মশামাছিতে পরিণত হয়। হারকিউলেস, সলোমন, নেস্টার সবাইকে এক ঘায়ে কুপোকাৎ হতে দেখেছি। লঙ্গাভিল, ডুমেন কোথায় তোমাদের দুঃখ দেখাও। রাজার ব্যথাই বা কোথায়? তোমাদের বুকের দোলনায় কোন দুঃখ দোল খাচ্ছে তা দেখি।

রাজা। তোমার রসিকতা বড় তিক্ত। তুমি আমাদের তিনজনের সব কিছু লুকিয়ে দেখেছ ?

বিরা। যেহেতু আমি সৎ, আমিই আপনাদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছি। যে শপথ আমি করেছি তা ভঙ্গ করা পাপ বলে মনে করি আমি। কারণ আমি সৎ। আপনাদের মত চপল প্রকৃতির অবিশ্বস্ত লোকের সঙ্গে মিশে আমি প্রতারিত হয়েছি। দেখেছেন কি আমাকে কখনো কোন প্রেমের কবিতা লিখতে বা কারো মুখ চোখ বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রশংসা করতে ?

রাজা। থাম দেখি, কোথায় এত তাড়াতাড়ি যাচ্ছিলে ? কোন প্রকৃত মানুষ নয়, চোরই এমন তাড়াতাড়ি যায়।

বিরা। আমি প্রেমের কাজে যাচ্ছি, আপনি নিজে যেহেতু একজন প্রেমিক, আমাকে যেতে দিন।

জ্যাকেনেত্তা ও কস্টার্ডের প্রবেশ

জ্যাকে। ঈশ্বর রাজার মঙ্গল করুন।

রাজা। কি খবর তোমরা এনেছ ?

কস্টার্ড। কোন এক রাষ্ট্রদ্রোহিতার খবর।

রাজা। কে এখানে রাষ্ট্রদ্রোহিতা করেছে ?

কস্টার্ড। না, কেউ না স্যার।

রাজা। সেকি, রাষ্ট্রদ্রোহিতা চলছে আর শান্তিতে তোমরা দুজনে কোথায় চলেছ ?

জ্যাকে। আমার অনুরোধ স্যার, এই চিঠিটা পড়ুন। পড়লেই সব জানতে পারবেন। মাস্টার পারসন রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলে সন্দেহ করছেন।

রাজা। পড় ত বিরাউন। কোথায় পেলে এ চিঠি ? (বিরাউন পড়তে লাগল)

জ্যাক। কস্টার্ডের কাছে।

রাজা। কোথায় তুমি এ চিঠি পেলে ?

কস্টার্ড। আদ্রিয়ানো আর্মাডোর কাছে। (বিরাউন চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দিল)

রাজা। কি বলো, কি আছে এতে ? ছিঁড়ে দিলে কেন ?

বিরা। খেলা, ছেলেখেলা মহারাজ, এতে আপনার ভয়ের কিছু কারণ নেই।

লঙ্গা। চিঠিটা পড়তে পড়তে ও আবেগে বিচলিত হয়ে পড়েছিল। সুতরাং এ চিঠির কথা আমাদের শুনতেই হবে।

ডুমেন। এটা বিরাউনের হাতের লেখা। এখানে তার নাম রয়েছে। (চিঠির টুকরোগুলি কুড়িয়ে নিল)

বিরা। (কস্টার্ডকে) হায় মোটা মাথা বোকা ভূত কোথাকার। আমাকে লজ্জা দেবার জন্যই কি জন্ম হয়েছিল তোমার? অপরাধী! অপরাধী! আমি স্বীকার করছি।

রাজা। কি স্বীকার করছ?

বিরা। হ্যাঁ মহারাজ, আপনারা এবং আমি সকলেই প্রেমের খপ্পরে পড়েছি এবং মৃত্যুই আমাদের একমাত্র শাস্তি। এদের যেতে বলুন। আরো অনেক কিছু বলব।

ডুমেন। এখন আমাদের জোড়সংখ্যা দাঁড়াল।

বিরা। হ্যাঁ আমাদের সংখ্যা হলো চার। কিন্তু এই ঘুঘুগুলো যাবে কি?

রাজা। তোমরা এখন যাও।

কস্টার্ড। চলে এস, আমরা সাধু প্রকৃতির কি না তাই বলে যাব, যারা বিশ্বাসঘাতক তারা থাকবে। (কস্টার্ড ও জ্যাকেনেত্তার প্রস্থান)

বিরা। হে আমার প্রিয়তম রাজন, এবার আমরা আলিঙ্গন করি। যেহেতু আমরা প্রকৃতপক্ষে রক্তমাংসের মানুষ, যেহেতু সমুদ্রে জোয়ার ভাটা চলবে, আকাশ তেমনি চেয়ে থাকবে পৃথিবীর পানে, যৌবনের উত্তপ্ত রক্ত পুরনো প্রথাগত বিধিনিষেধ মানবে না। সুতরাং আমাদের শপথ ভঙ্গ করতেই হবে।

রাজা। এই পংক্তিগুলো কি তোমার লেখা কোন প্রেমের কবিতার?

বিরা। তাই কি? এমন কে বর্বর ব্যক্তি আছে যে রোজালিনের স্বর্গীয় মুখচ্ছবি একবার দেখার পর বিস্ময়ে অভিভূত ও অন্ধপ্রায় হয়ে যাবে না?

রাজা। কী এক প্রচণ্ড উদ্যম আর উত্তাপের দ্বারা অনুপ্রাণিত তুমি! আমার প্রেমাস্পদ হচ্ছে চাঁদের মত শান্ত অথচ উজ্জ্বল।

বিরা। যদি প্রেমাস্পদের রূপের আলো না পেয়ে অকালরাত্রি নেমে না আসে দিনের বেলায় তাহলে আমার নাম বিরাউন না, আর আমার চোখও চোখ না। আমার প্রেমাস্পদের গণ্ডদ্বয়ের মাঝে সৌন্দর্যের সমস্ত উপাদান এসে মিলিত হয়েছে। কোন কবিতা বা প্রশংসাবাক্যই তার রূপগুণের কথা যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারবে না আর এসবে তার কোন

প্রয়োজনও নেই। তার রূপের উজ্জ্বলতাই সূর্যের মত সব কিছুকে উজ্জ্বল করে তোলে।

রাজা। ঈশ্বরের নামে বলছি, তোমার প্রেমিকা হচ্ছে আবলুস কাঠের মত কালো।

বিরা। আবলুস কাট কি তার মত? হে স্বর্গীয় কাঠ, তুমি কি তার মত? তাহলে বলব যে মুখ এমন কালো নয় সে মুখ সুন্দরই নয়।

রাজা। কী বৈপরীত্য! কালো ত নরকের রং, কারাগারের রং, রাত্রির রং, ফর্সা রং সুন্দর রং স্বর্গের আলোর সমান।

বিরা। শয়তানরা আলোর মত সাদা রংকেই তাড়াতাড়ি প্রলুব্ধ করে। আমার প্রিয়তমার ভ্রূযুগল যদি স্বাভাবিকভাবেই কালো হয় তাহলে কালো রং দিয়ে যারা তাদের চুলটাকে কৃত্রিমভাবে কালো করে তোলে তাদের সে ধিক্কার দেয়। আমার প্রিয়া যদি কালো হয় দেখতে তাহলে বুঝতে হবে কালো রংকে সুন্দর প্রতিপন্ন করার জন্যই যেন তার জন্ম হয়েছে। আজকের যুগে যেখানে স্বাভাবিক জন্মগত রংটা বদলে ফেলাটা একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানে আমার প্রিয়তমা সে রীতি থেকে মানুষের মনটাকে সরিয়ে আনতে চায়। যাদের গায়ের রং লাল বা সাদা, জেনে রেখো তারাও তাদের ভ্রূগুলোকে কালো করার জন্য আমার প্রেমাস্পদের নকল করতে চায়।

ডুমেন। তা বটে, তোমার প্রিয়তমার মত দেখতে হবার জন্য চিমনি, ঝাড়ুদাররাও কালো হয়ে উঠেছে।

লঙ্গা। তার মুখের থেকে কয়লা খাদের লোকেদের রং ফর্সা বলা হয়।

ডুমেন। কালো যদি এমনিতেই উজ্জ্বল হয় তাহলে অন্ধকারে আর বাতির দরকার হবে না।

বিরা। তোমাদের প্রেমিকাদের গায়ের মুখের রং সব কৃত্রিম, পালিশ করা। তাই তারা বৃষ্টিতে বার হয় না, কারণ তাহলে তাদের সে রং পালিশ ধুয়ে যাবে।

রাজা। কিন্তু তোমার কালো প্রেমিকাকে দেখে লোকে যা ভয় পাবে কোন শয়তানও কাউকে সেরকম ভয় দেখাতে পারবে না।

ডুমেন। আমি কাউকে কোনদিন এমন খারাপ মেয়েকে ভালবাসতে দেখিনি বা তার কথা শুনিওনি।

লঙ্গা। এই দেখ, এই হচ্ছে তোমার প্রেমিকা অর্থাৎ আমার আর তার মুখ। (পায়ের জুতো দেখিয়ে)

ডুমেন। সে যখন রাস্তা দিয়ে যায় কেউ তাকে দেখে না।

রাজা। যাকগে আমরা ত সকলেই প্রেমে পড়েছি।

বিরা। তার কোন নিশ্চয়তা নেই ; অথচ এই প্রেমে পড়তে গিয়ে আপনারা সকলেই শপথ ভঙ্গ করে ফেলেছেন।

রাজা। তাহলে এ আলোচনা বাদ দাও। হে ভদ্র বিরাউন, এখন আমাদের প্রেমে পড়ার ব্যাপারটাকে বৈধ করে তোলার জন্য কিছু উপায় উদ্ভাবন করো, যাতে আমাদের শপথ ভঙ্গ হয়েছে বলে মনে হবে না।

ডুমেন। এই অপকর্মের আবার যুক্তি।

লঙ্গা। একেই বলে শয়তানের উপর শয়তানি। কৌশলে শয়তানকে ঠকানো।

বিরা। সবচেয়ে এ কাজের প্রয়োজনটা বেশী। তাহলে হে সশস্ত্র প্রেমিকদল, যারা একদিন যৌবনরাজ্যের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা করেছিলে তারা এখন ব্যাপারটা ভেবে দেখ। এখন বল, তোমরা কি উপবাস করতে পার? এই অল্প বয়সে উপবাস আর আত্মনিগ্রহ থেকে নানারকমের অসুখের উৎপত্তি হয়। বল, তোমরা কি উপবাস করে কল্পনা করতে বা ভাল করে তাকাতে পার? তা না পারলে কি করে পড়বে? আর তা ছাড়া বল দেখি, নারীমুখের সৌন্দর্য ছাড়া গ্রন্থপাঠের আর কোন ভাল ভিত্তিভূমি কেউ কখনো দেখেছে কি না? সুন্দরী নারীর চোখ হতে এই শিক্ষাই পেয়েছি যে সেই চোখের দৃষ্টির উত্তাপ থেকেই বিচ্ছুরিত হয় প্রমিথিয়ুসপ্রদত্ত পবিত্র অগ্নি। মাঝে মাঝে যখন ক্লান্তি পথিকের গতিকে স্তিমিত করে দেয়, নিস্তেজ করে দেয় মানুষের স্নায়ুমণ্ডলীকে তখন নারীই প্রেরণা সঞ্চার করে মানুষের দেহে মনে। সুতরাং নারীমুখ দেখবে না বলে শপথ করে তোমরা তোমাদের চোখের দৃষ্টির ব্যবহারের বিরুদ্ধেই করেছ প্রতিজ্ঞা। নারী চোখের মধ্যে যে সৌন্দর্য আছে সে সৌন্দর্য কি বই পড়ে পাওয়া যায়? নারীচোখের ক্ষিপ্র চঞ্চল দৃষ্টির মধ্যে যে দ্রুতলয়ান্বিত ছন্দ নিহিত আছে তা কোন অলস কল্পনার মধ্যে থাকে কি? অন্যান্য সব কলাবিদ্যা স্থিতিশীল হয়ে মানুষের মস্তিষ্ককেই আচ্ছন্ন করে আর

সে সব কলাবিদ্যা শিক্ষার কোন সুফলও লাভ করা যায় না। সুন্দরী নারীচোখের দৃষ্টির মধ্যে যে প্রেমের শিক্ষা নাই তা চিন্তার মত বিদ্যুৎ-গতিতে আমাদের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শিরা উপশিরার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে দ্বিগুণ শক্তি সঞ্চার করে। মানুষের চোখকে দান করে এক বিশেষ ও অমূল্য দৃষ্টিশক্তি। প্রেমিকের দৃষ্টির সামনে ঈগলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিও অন্ধ হয়ে যায়; প্রেমিকের শ্রুতিশক্তি এত তীক্ষ্ণ যে মৃদুতম শব্দও তার কর্ণ-কুহরে শ্রুতিগোচর হয়। প্রেমিকদের অনুভবশক্তি শামুকের থেকেও সূক্ষ্ম ও সজাগ। প্রেমিকের স্বাদেন্দ্রিয় বিকাশের রুচিকেও হার মানায়। শক্তি ও সাহসের দিক থেকে প্রেম কি হারকিউলেসের সমকক্ষ হয়, তা যদি না হবে তাহলে কি করে সে হেস্পেরাইডিসের সেই বিশাল মহীরুহে আরোহণ করেছিল? কেশপাশ দ্বারা বাঁধা এ্যাপোলোর বীণার মতই মধুর প্রেমিকের কণ্ঠস্বর এবং সেই কণ্ঠস্বর যখন কথা বলে তখন এক মধুর ঐকতানের প্রভাবে সমস্ত স্বর্গলোক তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। যে কবি প্রেমের দীর্ঘশ্বাস ফেলেনি কোনদিন এবং যে কখনো এক পংক্তি কবিতাও লিখতে পারে না, ভাবলালিত্যহীন তারে সে কবিতা বর্বরদের স্থূল কানকেই তৃপ্ত করবে। আমি নারীদের চোখে এই শিক্ষাই শিখেছি যে, প্রেমিথিয়ুস প্রদত্ত বিশুদ্ধ জ্ঞানের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তাদের চোখ থেকেই নির্গত হয়। তাদের এই চোখই হচ্ছে প্রকৃত গ্রহ নক্ষত্র, সমস্ত কলাবিদ্যা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের উৎস। সে চোখের সৌন্দর্যই সুন্দর ও মার্জিত করে তোলে আমাদের। সুতরাং তোমরা নির্বোধ বলেই সেই অন্যায় শপথবাক্য উচ্চারণ করেছিলে এবং সে শপথ পালন করলে নিজেদের নির্বুদ্ধিতারই পরিচয় দেবে। সুতরাং প্রকৃত জ্ঞান, প্রেম ও বিশ্বের সমস্ত নরনারীর খাতিরে আমাদের শপথভঙ্গ করতেই হবে, অথবা শপথ রক্ষা করতে গিয়ে আমাদের নিজেদের সমূহ ক্ষতিসাধন করতে হবে। এ শপথভঙ্গ ধর্মসম্মত।

রাজা। সাধু, সাধু হে প্রেমদেবতা, তোমার শক্তি রণক্ষেত্রের সৈন্যদলের থেকেও অনেক বেশী।

বিরা। হ্যাঁ, নিজেদের আরো উন্নত করে তোল হে পারিষদবর্গ।

লঙ্গা। তাহলে আমি ফ্রান্সের এই মেয়েদের ভালবাসব?

রাজা। শুধু ভালবাসা নয়, তাদের আয়ত্ত করে ফেল। এজন্য তারা যেখানে আছে সেই শিবিরে আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করো।

বিরা। প্রথমে উদ্যান থেকে তাদের শিবিরে চল। তারপর সেখান থেকে যে যার প্রেমিকাকে নিয়ে বাড়ি যাবে। বিকালে আবার কিছু সময়ের জন্য নাচ-গানের আসর বসানো হবে। কারণ এই ধরনের নাচ গান ও আমোদ প্রমোদ প্রেমের কাজকে সহজ করে তোলে, তার পথে মদিরতার ফুল ছড়ায়।

রাজা। চল, আর দেরি নয়।

বিরা। বিদায় বিদায়। (সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। উদ্যান।

হলোফারনেস, স্যার নাথানিয়েল ও ডালের প্রবেশ

হলো। তুমি সন্তুষ্ট হয়েছ এটাই যথেষ্ট।

নাথা। আপনার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। নৈশভোজের টেবিলে আপনি যে বলিষ্ঠ যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন তা যেমন ছিল তীক্ষ্ণ তেমনি শব্দসম্ভারে পূর্ণ। তা ছিল একই সঙ্গে আনন্দদায়ক অথচ বাচালতাহীন, বুদ্ধি ও চাতুর্যপূর্ণ অথচ আবেগহীন, উদ্ধত অথচ নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ নিজস্ব মতামতহীন। আমি আজই রাজার অন্যতম পার্শ্বচর ডন আদ্রিয়ানো দ্য আর্মাডোর সঙ্গে আলোচনা করেছি।

হলো। তাঁর রসিকতা উন্নত ধরনের; তাঁর কণ্ঠটাও ভাল; কিন্তু চোখে তাঁর উচ্চাভিলাষের নেশা এবং তাঁর আচরণ হাস্যাস্পদ এবং গর্বোদ্ধত।

নাথা। বেশ সুন্দর বিশেষণে বিশেষিত করেছ তাঁকে।

হলো। তাঁর কথার মধ্যে যুক্তির থেকে বাগাড়ম্বরই বেশী। তাছাড়া তাঁর উচ্চারণও বিশেষভাবে ত্রুটিপূর্ণ। তাঁকে আমার পাগল বলে মনে হয় অনেক সময়।

আর্মাডো, মথ ও কস্টার্ডের প্রবেশ

আর্মাডো। হে শান্তির দূতগণ, আপনাদের দর্শন করে প্রীত হলাম।

হলো। হে সামরিক ব্যক্তি নমস্কার।

মথ। (কস্টার্ডকে) আমার মনে হচ্ছে এরা এইমাত্র ভাষার ভোজসভা থেকে উঠে এল।

কস্টার্ড। ও যেন শব্দের ঘরেতে অনেক দিন বাস করেছিল। বুঝতে পারছি না ওদের শিক্ষক কেন ওকে আস্ত গিলে খেয়ে ওর পেট থেকে শব্দগুলো খেয়ে ফেলেনি। ওর মাথায় অনরোফিবিলিচুডিনিটেবাস। অর্থাৎ সবচেয়ে বড় শব্দের বোঝা।

মথ। চুপ করো। এই শুরু হচ্ছে শব্দঝঙ্কার।

আর্মাডো। (হলোফারনেসকে) মহাশয়, আপনি কি শিক্ষিত নন?

মথ। হ্যাঁ হ্যাঁ, শিক্ষিত বৈকি, উনি ছেলেদের 'এ' 'বি' 'সি' 'ডি' পড়ান।

হলো। ভূমধ্যসাগরের লবণাক্ত তরঙ্গের দিব্য করে বলছি ওর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির স্পর্শে আমার বুদ্ধিবৃত্তি যারপরনাই আনন্দ লাভ করছে।

মথ। হ্যাঁ একজন শিশু একজন বুদ্ধিমান বৃদ্ধের কাছে যে বুদ্ধির পরিচয় দেয়।

হলো। এর মধ্যে আবার কি অলঙ্কার আছে?

মথ। শিং, তোমার মাথায় আছে জ্ঞানের শিং তাই বলছি।

হলো। তুমি শিশুর মত কথা বলছ। তোমার অপরিণত বুদ্ধিটাকে চাবুক মেরে সিধে করব।

মথ। তোমার মাথার শিংটা দাও, তাই দিয়ে চাবুক বানাব।

আর্মাডো। আচ্ছা, আপনি কি ঐ পাহাড়ের চূড়ার উপরে যে একটা ঘর আছে সেখানে ছেলে পড়ান না?

হলো। হ্যাঁ, পাহাড়ে।

আর্মাডো। স্যার, রাজার বড়ো ইচ্ছা যে আজ দিবসের শেষভাগে অশিক্ষিত লোকেরা যাকে বিকাল বলে, রাজকন্যাকে তাঁর শিবিরে অভিনন্দন জ্ঞাপন করবেন।

হলো। দিবসের শেষভাগ, বাঃ চমৎকার সঙ্গত এবং ছন্দোময় শব্দ। এ শব্দ মধুর বটে স্যার আমি তা বলতে পারি।

আর্মাডো। স্যার আমাদের রাজা সত্যিই বিশেষ ভদ্রলোক এবং আমার পরিচিত। আসল কথাটা হলো এই যে রাজা ফ্রান্সের রাজকন্যাকে কিছু আনন্দ দান করতে চান। আপনি এবং বনাধ্যক্ষ আনন্দদায়ক ও আড়ম্বর-পূর্ণ শব্দ সৃষ্টিতে নিপুণ একথা বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরে আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আপনাদের সাহায্য প্রার্থনা করতে এসেছি।

হলো। স্যার, রাজকন্যার সামনে নবরত্নের অভিনয় করার ব্যবস্থা করতে বলুন গে।

নাথা। কিন্তু কারা অভিনয় করবে ? সে রকম লোক কোথায় ?

হলো। কেন, আমি করব যোশুয়ার অভিনয়, তুমি আলেকজাণ্ডারের, এই ভদ্রলোক জুলিয়ান মাকাবাসের, এই চাষী ভদ্রলোক যার চেহারাটা ভারী এবং মোটা, ইনি করবেন মহান পম্পের অভিনয়, আর এই ভৃত্যটি করবে হারকিউলেসের অভিনয়।

আর্মাডো। ক্ষমা করবেন স্যার, এই ভৃত্যটি হারকিউলেসের বুড়ো আঙ্গুলেরও যোগ্য নয়। হারকিউলেসের গদাটার থেকেও এ ছোট।

হলো। সে হারকিউলেসের বাল্যকালের ভূমিকায় অভিনয় করবে।

মথ। চমৎকার পরিকল্পনা।

আর্মাডো। বাকি সব মহাপুরুষদের অভিনয় কি হবে ?

হলো। আমি একা তিনজনের ভূমিকায় অভিনয় করব।

মথ। তার মানে উনি তিনগুণ যোগ্য।

হলো। আচ্ছা ভদ্র ডাল, তুমি ত এতক্ষণ একটা কথাও বলনি।

ডাল। আমি আপনাদের একটা কথাও বুঝতে পারিনি।

হলো। আমরা তোমাকে একটা কাজে নিযুক্ত করব।

ডাল। আমি শুধু নাচব অথবা আপনাদের মত মহাপুরুষদের নাচাব।

হলো। ও বোকা ডাল, সৎ ডাল, চল আমাদের সঙ্গে, আমাদের প্রমোদানুষ্ঠানে যোগদান করবে চল। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। উদ্যান

রাজকন্যা, মেরিয়া, ক্যাথারিণ ও রোজালিনের প্রবেশ

রাজকন্যা। হে আমার প্রিয় সঙ্গিনীরা, এভাবে যদি হীরে জহরৎ এসে আমাদের চারিদিকে স্তূপাকার হতে থাকে তাহলে আমরা প্রচুর ধনী হয়ে দেশে ফিরে যাব। দেখ আমি আমার প্রেমিক রাজার কাছ থেকে কত কি পেয়েছি।

রোজা। আচ্ছা, এই সঙ্গে আর কিছু কি আসেনি ম্যাডাম ?

রাজ। হ্যাঁ, এর সঙ্গে আর একটামাত্র জিনিস ছিল। ছিল দুই পৃষ্ঠায় লেখা একটা প্রেমের কবিতা। কাগজটাতে কোথাও বাদ ছিল না।

ক্যাথা। রোজালিন, তুমি বড় হাল্কা।

রোজা। হ্যাঁ, আমি ওজনে তোমার মত ভারী নই। সুতরাং হাল্কা।

রাজ। রোজালিন, তোমারও উপহার আছে। কে পাঠিয়েছে এবং কীই বা আছে এতে ?

রোজা। তোমার দেখা উচিত। আমার মুখখানা তোমার মত সুন্দর হলে আমিও তোমার মতই দামী উপহার পেতাম। দেখ, আমিও কবিতা পেয়েছি এবং তার জন্য বিরাউনকে ধন্যবাদ। সে বলেছে আমি নাকি এই মর্ত্যলোকে সবচেয়ে সুন্দরী দেবী। এইভাবে এই চিঠিতে আমার রূপ বর্ণনা করেছে।

রাজ। কিসের সঙ্গে তুলনা করেছে ?

রোজা। প্রশস্তিতে তা ত কিছু লেখা নেই।

রাজ। কালির মত সুন্দর—চমৎকার উপসংহার।

রোজা। (ক্যাথারিণকে) তোমার মুখখানা নাকি 'ও' বর্ণের মত।

ক্যাথা। জাহান্নামে যাক এ রসিকতা।

রাজ। আচ্ছা ক্যাথারিণ, সুদর্শন ডুমেন তোমায় কি উপহার পাঠিয়েছে ?

ক্যাথা। এই দস্তানাটা পাঠিয়েছে ম্যাডাম।

রাজ। অন্য কিছু পাঠায়নি এর সঙ্গে ?

ক্যাথা। আর পাঠিয়েছে বিশ্বস্ত প্রেমিকের নিদর্শনস্বরূপ অজস্র কবিতা। গভীর সরলতার সঙ্গে এক বিরাট ভণ্ডামির সংমিশ্রণ।

মেরিয়া। এই মুক্তো আর এই আধ মাইল লম্বা চিঠিটা আমাকে লঙ্গাভিল পাঠিয়েছে।

রাজ। তুমি কি মনে করো, এই চিঠির তুলনায় তোমাদের প্রেমসম্পর্কের বাঁধনটা আরও অনেক লম্বা ?

মেরিয়া। হ্যাঁ, এ বন্ধন যেন কখনো ছিন্ন না হয়।

রাজ। আমরা সব বিদুষী বালিকার মত আমাদের প্রেমিকদের নিয়ে উপহাস করছি।

রোজা। ওরা বোকার বোকা বলেই আমাদের এই উপহাসের পাত্র হয়ে উঠেছে। আমিও আবার বিরাউনকে বেশ শিক্ষা দিয়ে যাব। আমি যদি সপ্তাখানেক তাকে কাছে পাই ত তাকে আমার এমন অনুগত ভক্ত বানিয়ে ফেলব যে সব সময় সে শুধু আমার করুণা ভিক্ষা করবে। আমার আশায় পথ চেয়ে দিন কাটাবে। আমার জন্য প্রেমের কবিতা লিখে তার বুদ্ধির অপচয় করবে, আমাকে গর্বিত করে নিজে গর্ব অনুভব করবে। সে হবে আমার এমনই এক নির্বোধ দাস আর আমি হব তার নিয়তি।

রাজ। হায় বুদ্ধিমান বোকাদের শিক্ষা দেবার জন্য যদি কোন বিদ্যালয় থাকত।

রোজা। এক একসময় জ্ঞানগম্ভীর বৃদ্ধেরা উদ্ধত যৌবনের থেকেও উচ্ছল হয়ে ওঠে।

মেরিয়া। নির্বোধের নির্বুদ্ধিতা হয় সরল প্রকৃতির ; কিন্তু বুদ্ধিমানরা যখন বোকামি করে তখন তারা বুদ্ধির চাতুর্য দিয়ে তাদের নির্বুদ্ধিতাকে ঢাকতে গিয়ে সেটাকে আরো জটিল করে তোলে।

বয়েতের প্রবেশ

রাজকন্যা। এই বয়েত আসছে ; ওর চোখে মুখে হাসিখুশির ভাব রয়েছে।

বয়েত। কে যেন আমায় হাসির ছুরি মেরেছে। কই রাজকন্যা কোথায় ?

রাজ। কি খবর বয়েত ?

বয়েত। প্রস্তুত হন ম্যাডাম, প্রস্তুত হন। মেয়েরা সব অস্ত্র ধারণ করো। তোমাদের শান্তি বিঘ্নিত করার জন্য শত্রুরা ছুটে আসছে। যুক্তির ধারাল অস্ত্র নিয়ে ছদ্মবেশে প্রেম আসবে তোমাদের জয় করতে। তোমরাও সংহত করো তোমাদের বুদ্ধিকে। পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হও। আর তা যদি না করবে ত কাপুরুষের মত মুখ লুকিয়ে পালাও এখান থেকে।

রাজ। সেণ্ট ডেনিস আসছে সেণ্ট কিউপিডের কাছে। কারা আমাদের আক্রমণ করতে আসছে ?

বয়েত। সিকামোর গাছের শীতল ছায়ায় আমি একবার আধঘণ্টার জন্য চোখ বন্ধ করে বিশ্রাম করছিলাম। হঠাৎ নিকটে রাজা ও তাঁর সহচরদের কথাবার্তা শুনতে পেলাম। আমার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটল। আমি তখন নিকটবর্তী একটা ঝোপে চলে গিয়ে তাদের কথাবার্তা ওৎ পেতে শুনতে লাগলাম। তারা সকলে ছদ্মবেশে এখানে আসবে। এক দুষ্টু বালক ভৃত্য হবে তাদের দূত। তারা সবাই তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছে ভাল করে। ওদের সন্দেহ হচ্ছে এখানে এসে ছেলেটা হয়ত ঘাবড়ে যাবে। রাজা বলল, তুমি তো একটা দেবদূত সেজেছ। ছেলেটা তখন বলল, তাহলে ত ভয়ের কিছু নেই। মানুষ শয়তানকেই ভয় করে। তারা তখন ছেলেটার পিঠ চাপড়ে হাসাহাসি করতে লাগল আর কত বড় বড় কথা বলতে লাগল। তারপর তারা এমন গভীর হাসতে লাগল যে তা দেখে আমারও হাসি পেয়ে গেল।

রাজ। কিন্তু তারা কিজন্য এখানে আমাদের কাছে আসবে ?

বয়েত। তারা আসছে। তারা রুশদেশীয় লোকেদের মত পোষাক পরে আসছে। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কিছু আমোদ প্রমোদ আর গান বাজনা করা। তারা যেসব উপহার পাঠিয়েছে তাদের আপন আপন প্রেমিকাকে সেই উপহারের মাধ্যমে চিনে তারা তাদের প্রেমিকার কাছে এগিয়ে আসবে।

রাজ। তাই নাকি ? তাহলে ত তারা প্রতারিত হবেই। আমরা প্রত্যেকেই মুখোস পরব যাতে তারা কেউ আমাদের চিনতে না পারে। তারা কেউ আমাদের মুখ দেখতে পাবে না। রোজালিন, তুই আমার মুখোসটা পর, যাতে রাজা তোকে আমি বলে ভুল করে, আর আমি পরব তোর মুখোস যাতে বিরাউন রোজালিন ভাবে আমাকে। ওরা সবাই ঠকে যাবে, একজনের পরিবর্তে ভালবেসে ফেলবে অন্যজনকে।

ক্যাথা। তোমার আসল উদ্দেশ্যটা কি ?

রাজ। আসল উদ্দেশ্য তাদের ঠাট্টার উপর ঠাট্টা করা। তারা তাদের মনের কথা প্রাণের কথা ভুল করে প্রেমিকা ভেবে অন্যজনকে বলে ফেলবে। পরে যখন তাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হবে তখন তারা লজ্জা পাবে।

রোজা। কিন্তু তারা যদি চায়, আমরা নাচব কি তাদের সঙ্গে ?

রাজ। না, কেউ আমরা এক পাও নাচব না। তাদের ছন্দোবদ্ধ কবিতায় প্রেম নিবেদন করলেও আমরা কোন আগ্রহ বা উৎসাহ দেখাব না। বরং তারা যখন কথা বলবে আমরা মুখ ঘুরিয়ে নেব।

বয়েত। কিন্তু এই নিষ্ঠুর ঔদাসিন্য প্রেম নিবেদনকারীদের অন্তর ভেঙ্গে দেবে এবং এই অবাঞ্ছিত ঘটনার কথা তারা তাদের স্মৃতি থেকে মুছে দেবে।

রাজ। সুতরাং আমরা তা করবই। তারা যেমন আমাদের সঙ্গে খেলা খেলতে আসছে আমরাও তেমনি খেলা দিয়ে ওদের খেলাকে উপহাস করব। ওরা হেরে গিয়ে লজ্জায় ফিরে যাবে। (ভিতরে বাদ্যধ্বনি)

বয়েত। মুখোস পরো ; ওরা এসে গেল। (মেয়েরা মুখোস পরল)

নান্দীমুখ হিসাবে মথ এবং রাজা ও পারিষদদের মুখোস পরিহিত অবস্থায় প্রবেশ

মথ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের অভিনন্দন জানাই। (মেয়েরা পিছন ফিরে দাঁড়াল) সুন্দরী মহিলারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করছেন।

বিরা। ওদের চোখের কথা বল শয়তান।

মথ। এই পার্থিব দৃশ্য না দেখে ওঁরা চোখ ফিরিয়ে নিলেন। চলে গেলেন—

বয়েত। সত্যিই চলে গেলেন।

মথ। হে স্বর্গীয় দেবদূতগণ, তোমাদের মুখোস খুলে একবারও দেখো না।

বিরা। একবার দেখতে বল শয়তান।

মথ। হ্যাঁ একবার তোমাদের উজ্জ্বল চোখ দিয়ে তাকিয়ে দেখ।

বয়েত। তারা ও কথায় কান দেবে না। (মথের প্রস্থান)

রোজা। এই সব অপরিচিত ব্যক্তিরা কি চান বয়েত? যদি এঁরা আমাদের ভাষায় কথা বলতে পারেন তাহলে তাঁদের মধ্যে কেউ তাঁদের উদ্দেশ্যের কথাটা আমাদের জানিয়ে দিন। বয়েত ওঁদের মনের কথা জেনে নাও।

বয়েত। রাজকন্যার কাছে আপনারা কি চান?

বিরা। কিছুই না শুধু সৌজন্যমূলক এক সাক্ষাৎকার।

রোজা। ওঁদের বলে দাও বয়েত ওঁরা তা পেয়েছেন। এবার যেতে বল।

বয়েত। উনি বলছেন আপনারা ওঁর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং এবার যেতে পারেন।

রাজা। ওঁকে বলুন আমরা একবার এই ঘাসের উপর ওঁর সঙ্গে নাচার জন্য বহু মাইল পথ হেঁটে এসেছি।

রোজা। তা মনে হয় না। ওঁদের জিজ্ঞাসা করো কত ইঞ্চিতে এক মাইল হয়?

বিরা। ওঁকে বলুন, আমরা কত ইঞ্চি তা গণনা করিনি, আমরা এখানে এসেছি আমাদের ক্লান্ত পা গুণে গুণে।

রোজা। এক মাইলের মধ্যে কত ক্লান্ত পদক্ষেপ তাঁরা করেছেন?

বিরা। আমরা আপনার জন্য যা ব্যয় করি তার কিছু হিসাব বা গণনা করিনা। আপনার প্রতি আমার কর্তব্য হচ্ছে অনন্ত অপরিসীম। দয়া করে আপনাদের সূর্যসন্নিভ মুখদীপ্তি একবার দেখান। আমরা আদিম যুগের মানুষের মত সে মুখের উপাসনা করব।

রোজা। আমার মুখ হচ্ছে চাঁদ। কিন্তু তা মেঘ দিয়ে ঢাকা আছে।

রাজা। এ চাঁদ যারা ঢেকে রাখে সে সব মেঘেরা সত্যিই ধন্য। সে মেঘ জল হয়ে আমাদের চোখের উপর ঝরে পড়লে আমরা নক্ষত্রের মত সে চাঁদের চারদিকে শোভা পাব।

রোজা। হে ব্যর্থ প্রার্থী, আরো বড় কিছু চাও।

রাজা। তাহলে আমার প্রার্থনা আমাদের নাচে একবার যোগ দিন।

রোজা। সঙ্গীত শুরু করো। তাড়াতাড়ি করো। কিন্তু না, আমি নাচব না। চাঁদের মতই আমি মত পরিবর্তন করলাম।

রাজা। আপনি নাচবেন না? আপনি কেন বিরূপ হয়ে উঠলেন আমাদের উপর?

রোজা। আপনারা পূর্ণচন্দ্র দেখেছিলেন, কিন্তু এখন তা পাল্টে গেছে।

রাজা। না, সেই চাঁদ ঠিকই আছে আর আমি সেই মানুষই আছি। সঙ্গীত বাজছে। এ সঙ্গীতকে গতি দান করুন।

রোজা। আমরা তা শুনছি।

রাজা। শুধু শুনলে হবে না, এতে পায়ের ছন্দ দান করুন।

রোজা। আপনারা বিদেশী লোক। আমরা নাচব না। এই আমাদের হাত নিন।

রাজা। আমরা তাহলে আপনাদের হাত নেব না।

রোজা। সৌজন্যের খাতিরে বন্ধু হিসাবে আমাদের হাত দিলাম। এর বেশী আর কিছু দিতে পারি না। আপনি যা দাম দিয়েছেন তাতে এর বেশী প্রাপ্য কিছু নেই।

রাজা। কি দাম চান আপনি আপনার ও আপনার এই সহচরীদের জন্য?

রোজা। আপনার অনুপস্থিতি।

রাজা। তা কখনো হতে পারে না।

রোজা। তাহলে আমাদেরও কেউ কিনতে পারবে না। সুতরাং বিদায়।

রাজা। যদি নাচতে একান্ত আপত্তি থাকে তাহলে কিছু কথাবার্তা বলুন।

রোজা। কিন্তু আড়ালে।

রাজা। আমি তাতে আরো খুশি। (তারা দুজনে আড়ালে কথা বলতে লাগল)

বিরা। হে শুভ্রহস্ত সুন্দরী, তোমাকে কিছু মিষ্টি কথা বলতে চাই। একটা কথা, কিন্তু গোপনে। (তারা আড়ালে কথা বলতে লাগল)

ডুমেন। আমার সঙ্গে একটা কথা বলবে কি?

মেরিয়া। কি কথা আগে বল।

ডুমেন। একটিমাত্র কথা গোপনে বলে আমি বিদায় নেব। (আড়ালে কথা বলতে লাগল)

ক্যাথা। কী, তোমার কি কোন জিব বলে পদার্থ নেই?

লঙ্গা। গোপনে একটা কথা বলতে চাই তোমার সঙ্গে। (আড়ালে কথা বলতে লাগল)

বয়েত। বিদ্রূপকারিণী মহিলাদের কণ্ঠ অদৃশ্য ক্ষুরের ধারের মতই হয় তীক্ষ্ণ আর বুদ্ধি হয় তীরের থেকেও দ্রুতগতি।

রোজা। আর একটা কথাও নয়। কই মেয়েরা, ভেঙ্গে দাও তোমাদের আলোচনা।

বিরা। ভগবানের নামে বলছি, শুধু বিদ্রূপ নীরস বিদ্রূপ, কোন রস কস নেই এর মধ্যে।

রাজা। বিদায় হে উন্মাদ নারীগণ!

(রাজা ও পারিষদগণের প্রস্থান)

রাজ। এরাই সেই বুদ্ধিমান যারা এত আশ্চর্য হয়ে গেল আমাদের দেখে।

বয়েত। ওরা হচ্ছে বাতির কম্পিত শিখার মত। আপনার একটা ফুৎকারেই সব নিবে গেল।

রোজা। ওদের বুদ্ধি একেবারেই স্থূল।

রাজ। বুদ্ধির দারিদ্র্যে পরিপূর্ণ এক রাজা। কি বল তোমরা ওরা কি আজ রাতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে মরবে না? তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিরাউনের মুখখানাও ত ঘাবড়ে গিয়েছিল।

রোজা। ওদের সকলের অবস্থাই শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। রাজা ত কাঁদ কাঁদ হয়ে পড়েছিল, মুখে কথা খুঁজে পাচ্ছিল না।

রাজ। বিরাউন ত প্রেম নিবেদনের কোন কথাই বলতে পারল না।

মেরিয়া। ডুমেন আমার সেবায় তার তরবারি ও নিজেকে সমর্পণ করেছিল। আমি না বলতেই আমার সেই সেবক হতবাক হয়ে গেল।

ক্যাথা। লঙ্গাভিল বলল আমি অন্তর জয় করে ফেলেছি।

রোজা। যাই হোক, শুনবে রাজা আমার কাছে প্রেমের শপথ করেছে।

রাজ। বিরাউন আমাকে দিয়েছে বিশ্বস্ততার শপথ।

ক্যাথা। লঙ্গাভিল বলেছে আমার সেবার জন্যই তার জন্ম হয়েছে।

মেরিয়া। গাছ আর গাছের ছাল যেমন অভিন্ন ডুমেনও অবিচ্ছেদ্যভাবে আমার।

বয়েত। শুনুন ম্যাডাম, শোন সুন্দরী মহিলারা, ওরা আবার এখনি এখানে আসবে। এ অপমান ওরা এত সহজে হজম করবে না। ওরা আসবে আপন আপন বেশে এবং নিজ নিজ পরিচয় নিয়ে।

রাজ। ওরা আবার আসবে?

বয়েত। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরা আসবে। ওরা মা খেলেও আবার এসে আনন্দে লাফাবে। সুতরাং মুখোস পাল্টে বসন্ত বাতাসে ফুলের মত সবাই ফুটে ওঠ।

রাজ। ফুটে ওঠ মানে ?

বয়েত। কুঁড়ির ভিতর গোলাপ যেমন ঢাকা থাকে তেমনি আপনাদের মুখোস-পরা মুখগুলো। মুখোস খুলে দিলেই তা ফুটন্ত গোলাপের মত দেখাবে।

রাজ। ওরা যদি এবার আপন আপন পরিচয় দিয়ে প্রেম জানাতে আসে তাহলে কি বলব ?

রোজা। যদি আমার পরামর্শ শোন তাহলে এবারও আমরা ওদের ঠকাব। আমরা ওদের মুখের সামনে অভিযোগ করব ওরা বোকার মত কাজ করেছে। ওদের ওই সব প্রেমের কবিতার কোন অর্থ হয় না। যাই হোক, ওদের আমাদের শিবিরে পাঠিয়ে দেবে।

বয়েত। মেয়েরা চলে যাও, ওরা এসে গেছে।

রাজ। আমাদের তাঁবুতে চলে যাও। ছুটে যাও হরিণের মত।

(রাজকন্যা, রোজালিন, ক্যাথারিণ ও মেরিয়ার প্রস্থান)

রাজা, বিরাউন, লঙ্গাভিল ও ডুমেনের প্রবেশ

রাজা। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন স্যার। রাজকন্যা কোথায় ?

বয়েত। ওঁরা ওঁদের তাঁবুতে চলে গেছেন। আপনার কোন বক্তব্য থাকলে আমি তা তাঁকে জানাতে পারি।

রাজা। তাঁকে বলবেন আমি একটা কথা বলতে এসেছি এবং উনি যেন তা শোনেন।

বয়েত। আমি তাঁকে গিয়ে জানাব একথা স্যার এবং আমার মনে হয় তিনিও একথা শুনবেন।

বিরা। এই লোকটা পায়রার মত সুযোগ বুঝে কূজন করে, বুদ্ধির ফেরিওয়ালার মত সকল ক্রেতার কাছে তার বুদ্ধি বিক্রি করে। এই লোকটা এই মেয়েদের কাছে থেকে তার হাসির ফুল ফোটায়। ওদের কাছে তার অবারিত দ্বার।

বয়েতসহ রাজকন্যা, রোজালিন, মেরিয়া ও ক্যাথারিণের পুনঃপ্রবেশ

বিরা। দেখুন, আবার ওরা আসছে। হে ভদ্র। তুমি একটু আগে কি ছিলে আর এখন কি তুমি হয়েছ ?

রাজা। আসুন আসুন ভদ্রে, সকলকে স্বাগত জানাই দিনের এই শুভ সময়ে।

রাজকন্যা। আমার মনে হয় আপনার অভ্যর্থনা জানানোটা ঠিক হলো না।

রাজা। আমার কথাটা ভাল অর্থে নিতে পারেন; অবশ্য যদি তা পারেন।

রাজ। তাহলে সকলকেও শুভেচ্ছা জানান।

রাজা। আমরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। এখন প্রস্তাব করছি আপনাদের আমরা রাজদরবারে নিয়ে যাব। বলুন যাবেন ?

রাজ। আপনার শপথ আমায় যেতে দেবে না এখান থেকে। শপথভঙ্গকারীর সাহচর্যে কেউ কোন আনন্দ পায় না, ঈশ্বর বা আমি কেউ না।

রাজা। যে অপরাধে আপনিই আমাকে প্ররোচিত করেছেন সে অপরাধের জন্য আমাকে ভৎ সনা করবেন না। আপনার চোখের গুণ বা সৌন্দর্যই আমাকে বাধ্য করেছে শপথ ভঙ্গ করতে।

রাজ। গুণ বা সৌন্দর্যের বদনাম করো না। কারণ কোন গুণ কখনো মানুষকে সত্য ভঙ্গ করতে দেয় না। সুতরাং গুণ না বলে দোষ বলা উচিত ছিল। অস্ফুট পদ্মের মত পবিত্র আমার কুমারীত্বের মর্যাদার নামে শপথ করে বলছি আমি সারা জীবন ধরে অপরিসীম যন্ত্রণা সহ্য করে যাব, তবু আপনার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করতে পারব না। স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে যে শপথ আপনি গ্রহণ করেছেন সে শপথ ভঙ্গ করতে আমি পারব না।

রাজা। আপনি এই নির্জন পরিত্যক্ত স্থানে একরকম অদৃশ্য অবস্থায় রয়েছেন, এটা আমাদের পক্ষে লজ্জার বিষয়।

রাজ। না, তা ভাববেন না ভদ্র, আমি বলছি তা নয়। এখানেও আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আগে একদল রুশীয় লোক এসে খেলা দেখিয়ে গেল।

রাজা। রুশদেশীয় লোক !

রোজা। ম্যাডাম, সত্য কথা বল। তা নয় প্রভু। প্রথাগত সৌজন্যের বশে আমাদের রাজকন্যা অহেতুক প্রশংসা করছেন যে প্রশংসার মোটেই তারা যোগ্য নয়। এখানে আমাদের কাছে চারজন ভদ্রলোক এসে রুশীয় আদব কায়দায় আচরণ করছিল। তারা একঘণ্টা ছিল, কিন্তু একটা ভাল কথা বলে প্রীত করতে পারেনি আমাদের। আমি তাদের নির্বোধ বলতে অবশ্য সাহস পাচ্ছি না, তবে নির্বোধরাও পিপাসায় জল পান করে।

বিরা। এ রসিকতা নীরস লাগছে আমার কাছে। আপনার বুদ্ধি এত বেশী যে বিজ্ঞতা তার কাছে নির্বুদ্ধিতা বলে মনে হচ্ছে। ঐশ্বর্য পরিণত হচ্ছে দারিদ্র্যে। আমরা যখন সূর্যের দিকে তাকাই তখন তার অত্যধিক আলোর উজ্জ্বলতায় আমাদের চোখের আলো হারিয়ে যায়।

রোজা। এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে আপনি বিত্ত এবং ঐশ্বর্যবান, কারণ আমার চোখে—

বিরা। ও, আমি হচ্ছি তোমারই এবং আমার যা কিছু আছে সব তোমার।

রোজা। তোমার সব নির্বুদ্ধিতাও আমাকে দেবে ?

বিরা। আমার যা কিছু আছে তার থেকে কিছু ত কম দিতে পারি না।

রোজা। কোন মুখোসটা তুমি পরেছিলে ?

বিরা। একথা এখন জানতে চাইছ কেন ?

রোজা। সেই মিথ্যা কৃত্রিম আবরণ যা মুখের খারাপ দিকটা ঢেকে রেখে শুধু ভাল দিকটা দেখাচ্ছিল।

রাজা। সেটা এখন আমাদের লজ্জা দেবে।

ডুমেন। এখন আমাদের স্বীকার করা উচিত ওটা আমাদের তামাশা ছাড়া আর কিছুই না।

রাজ। হে রাজন, কেন আপনাকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছে ?

রোজা। ধর ধর, পড়ে যাবেন, উনি মূর্ছিত হয়ে পড়বেন। আপনার মুখখানা এত মলিন দেখাচ্ছে কেন ?

বিরা। এখন হচ্ছে গ্রহনক্ষত্র নিক্ষিপ্ত শপথভঙ্গের অভিশাপ। এখানে আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম হে সুন্দরী, তোমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দ্বারা আমার অজ্ঞতাকে বিদ্ধ করো। ঘৃণার ছুরিকা দিয়ে আমাকে ক্ষত বিক্ষত করো। আর আমি তোমাকে নাচতে বলব না, প্রেমের কবিতা লিখে তোমার প্রশস্তি চাইব না আমি এই সাদা দস্তানার দিব্য করে বলছি—জানি না হাতটা আমার কত শুভ্র হবে—তোমার প্রতি আমার প্রেম হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিহীন ছিদ্রহীন।

রোজা। হীন কথাটা বাদ দাও, আমার অনুরোধ।

রাজা। আচ্ছা ম্যাডাম, আমাদের যে অন্যায় হয়ে গেছে তার কি কোন প্রতিকার বা ক্ষমা নেই ?

রাজ। সবচেয়ে ভাল প্রতিকার হলো স্বীকারোক্তি। আচ্ছা, আপনারা কি একটু আগে ছদ্মবেশে এখানে আসেননি ?

রাজা। হ্যাঁ ম্যাডাম, আমিও এইভাবে এসেছিলাম।

রাজ। তখন আপনি আপনার প্রেমিকার কানে চুপি চুপি কি বলেছিলেন ?

রাজা। বলেছিলাম যে সারা জগতের থেকে আমি তাকে বেশী শ্রদ্ধা করি।

রাজ। সে যদি এর পরীক্ষা করে তাহলে আপনি নিশ্চয় তাকে প্রত্যাখ্যান করবেন।

রাজা। আমার আত্মসম্মানের নামে শপথ করে বলছি, না।

রাজ। থামুন থামুন। প্রথম শপথ ভঙ্গ করে আবার নতুন করে শপথ করতে হবে না।

রাজা। এ শপথ ভঙ্গ করলে আপনি আমাকে ঘৃণা করতে পারেন।

রাজ। করব করব। রোজালিন, রুশীয় ছদ্মবেশধারী এই লোক তোমায় কি বলেছিলেন ?

রোজা। ম্যাডাম, উনি বলেছিলেন, উনি তাঁর চোখের মণির মতই আমায় ভালবাসেন। ওঁর সমস্ত জগতের থেকে আমি নাকি ওঁর প্রিয় এবং আমাকে উনি বিয়ে করবেন।

রাজ। হে মহান লর্ড, আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুন।

রাজা। এর অর্থ কি ম্যাডাম। আমি আমার জীবনের দিব্য করে বলছি আমি এই মহিলাকে একথা বলিনি।

রোজা। ঈশ্বরের নামে বলছি আপনি এটা আমাকে দিয়েছিলেন, তবে এটা আপনি ফিরিয়ে নিন।

রাজা। বিশ্বাস করুন, আমি এই রত্নটা রাজকন্যাকেই দিয়েছিলাম।

রাজ। আমাকে ক্ষমা করবেন স্যার, এই রত্নটা ও পরেছিল। আপনি ওকে দিয়েছিলেন। লর্ড বিরাউন হচ্ছেন আমার প্রেমিক। কী স্যার, আপনি এই রত্নটা চান না আমাকে চান ?

বিরা। আমি এর কোনটাই চাই না। এর মধ্যে দেখছি একটা চাতুরী আছে।

কস্টার্ডের প্রবেশ

এস এস, বিশুদ্ধ বুদ্ধির লোক।

কস্টার্ড। ও স্যার, সেই তিনজন যারা মহাপুরুষের ভূমিকায় অভিনয় করবে তারা আসবে কিনা জানতে চেয়েছে।

বিরা। মাত্র তিনজন মহাপুরুষের ভূমিকা ?

কস্টার্ড। না স্যার, এক একজন তিনজন করে মহাপুরুষের ভূমিকায় অভিনয় করলে দেখবেন খুব মজার হবে।

বিরা। তিনকে তিন দিয়ে গুণ করলে ত নয় হয়।

কস্টার্ড। না স্যার, ঠিক হলো না।

বিরা। জোভের দিব্য, আমি ত সব সময় জানতাম তিনকে তিন দিয়ে গুণ করলে নয় হয়। তুমি কোন অভিনয় করবে নাকি ?

কস্টার্ড। ওঁরা আমাকে মহান পম্পের ভূমিকায় অভিনয়ের যোগ্য বলে মনে করেছেন স্যার। আমি অবশ্য জানি না কতটা আমার যোগ্যতা আছে এ বিষয়ে। তবু আমাকে অভিনয় করতেই হবে।

বিরা। যাও তাদের তৈরি হতে বলগে।

কস্টার্ড। দেখবেন স্যার, কিরকম ভাল অভিনয় আমরা করব। (প্রস্থান)

রাজা। ওরা আমাদের লজ্জায় ফেলবে। ওদের আসতে নিষেধ করো।

বিরা। লজ্জা আর আমাদের কিছু করতে পারবে না ; সে পরীক্ষায় আমরা উত্তীর্ণ হয়ে গেছি। আমাদের থেকে খারাপ একটা অভিনয়ের অনুষ্ঠান ওদের শেখানো উচিত।

রাজা। আমি বলছি ওরা আসবে না।

রাজ। না স্যার, আমাকে বলতে দিন। যে খেলা যে বোঝে না সেই খেলাতেই তার আগ্রহ বেশী। নিজেদের উদ্যমে নিজেরাই আনন্দ পায়। অনেক বড় কাজ আছে পথেই যা পণ্ড হয়ে যায়।

বিরা। আমাদের এই অনুষ্ঠানের উনি ভাল ব্যাখ্যাই করলেন।

আর্মাডোর প্রবেশ

আর্মাডো। হে রাজন, আমার প্রার্থনা, আমার জন্য আপনি অনুগ্রহপূর্বক কিছু মধুগন্ধী শব্দ উচ্চারণ করে তার অপচয় ঘটান। (আড়ালে রাজার সঙ্গে কথা বলে তাঁর হাতে একটা কাগজ দিল)

রাজ। এই ভদ্রলোক কি ধর্মযাযক ?

বিরা। এত সব জিজ্ঞাসা করছেন কেন ?

রাজ। ইনি ত সেভাবে কথা বলছেন না।

আর্মাডো। স্কুল মাস্টারের অভিনয় খুবই অদ্ভুত ধরনের হবে। হে রাজন, আপনি শান্তি লাভ করুন। (প্রস্থান)

রাজা। ইনি অভিনয় করবেন ট্রয়ের হেক্টরের ভূমিকায়। চাষী কস্টার্ড করবে মহান পম্পের অভিনয়, বনাধ্যক্ষ স্যার নাথানিয়েল করবেন আলেকজাণ্ডার, পাণ্ডিত্যাভিমানী স্কুলমাস্টার করবে জুডাস ম্যাকাবাসের অভিনয়। আর্মাডোর ভৃত্য করবে হারকিউলেসের অভিনয়। এই চারজন লোক প্রথমার্ধে চারজন

মহাপুরুষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ভাল অভিনয় করলে পরে তারা আর পাঁচজনের ভূমিকায় অভিনয় করবে।

বিরা। কিন্তু প্রথমার্ধে হবে পাঁচটা ভূমিকায় অভিনয়।

রাজা। এই শুরু হয়ে গেছে।

পম্পের বেশে কস্টার্ডের প্রবেশ

কস্টার্ড। আমি হচ্ছি পম্পে—

বিরা। মিথ্যা কথা বলছ, তুমি পম্পে নও।

কস্টার্ড। না আমি পম্পে। আমার নামের শেষে আছে বড়—

ডুমেন। না না, বড় নয়, আছে মহান।

কস্টার্ড। হ্যাঁ হ্যাঁ, 'পম্পে দি গ্রেট' অর্থাৎ মহান পম্পে। সতত রণপ্রান্তরে শত্রুদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করিয়া অবশেষে অকস্মাৎ আমি এই উপকূলে আসিয়া উপনীত হইলাম এবং ফ্রান্সের এই রাজকন্যার পদতলে আমি অস্ত্র ত্যাগ করিয়া উপস্থাপিত করিলাম। হে রাজকন্যা, আপনি যদি আমায় এই অভিনয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য ধন্যবাদ দান করেন তাহা হইলে আমার অভিনয় সার্থক হইয়া উঠে।

রাজ। হে মহান পম্পে তোমায় অজস্র ধন্যবাদ।

কস্টার্ড। খুব অবশ্য ভাল হয়নি আমার অভিনয়। তবু যথাযথই হয়েছে। শুধু মহান কথাটাই ভুলে গিয়েছিলাম।

বিরা। পম্পে যদি সবচেয়ে ভাল অভিনয় না করে তাহলে আমার টুপীটা আমি বিক্রি করে দেব।

আলেকজাণ্ডারবেশী স্যার নাথানিয়েলের প্রবেশ

নাথা। যখন আমি জীবিত ছিলাম তখন আমি ছিলাম সারা বিশ্বের অধিপতি দিগ্বিজয়ী বীর। পূর্বে পশ্চিমে, উত্তরে দক্ষিণে আমি করিয়াছিলাম আমার সাম্রাজ্যের বিস্তার। আমার এই অস্ত্রই প্রমাণ দেয় যে আমিই সেই আলেকজাণ্ডার—

বয়েত। কিন্তু তোমার নাক খুব খাড়া; ওটা ঠিক আলেকজাণ্ডারের মত নয়।

রাজ। দিগ্বিজয়ী ভীত হয়ে পড়েছেন। নাও অভিনয় শুরু করো আলেকজাণ্ডার।

নাথা। যখন আমি জীবিত ছিলাম তখন আমিই ছিলাম বিশ্বের অধিপতি।

বয়েত। হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি তাই ছিলে।

বিরা। মহান পম্পে !

কস্টার্ড। আপনার ভৃত্য এবং কস্টার্ড।

বিরা। দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারকে বার করে নিয়ে যাও।

কস্টার্ড। (স্যার নাথানিয়েলের প্রতি) তুমি দিগ্বিজয়ী হয়ে ভয় খাচ্ছ, পালিয়ে যাও। পালিয়ে যাও। (স্যার নাথানিয়েলের প্রস্থান)

রাজ। সরে যাও পম্পে।

জুডাসবেশী হলোফারনেস ও হারকিউলেসবেশী মথের প্রবেশ

হলো। এখানে সেই মহান হারকিউলেসকে উপস্থাপিত করা হইতেছে যিনি গদার আঘাতে ত্রিমস্তকধারী সারবেরাসকে হত্যা করেছিলেন। যিনি শৈশবাবস্থায় এইভাবে গলা টিপে একটি ভয়ঙ্কর সর্পকে হত্যা করিয়াছিলেন, আমি বিনয়ের সঙ্গে প্রস্তাবনাস্বরূপ একথা বলছি। যাও তুমি চলে যাও এখান থেকে। (মথের প্রস্থান) আমি হচ্ছি জুডাস—

ডুমেন। সেকি, জুডাস !

বিরা। কি করে তুমি তা প্রমাণ করবে ? তুমি বিশ্বাসঘাতক।

হলো। আমি হচ্ছি জুডাস !

ডুমেন। তোমার পক্ষে এটা আরো লজ্জার বিষয়।

হলো। কি চান, আপনি স্যার ?

বয়েত। উনি চান জুডাস নিজে নিজেই গলায় দড়ি দিয়ে মরুক।

হলো। আপনিই আগে গলায় ফাঁস দিয়ে আমায় পথ দেখান বড় দাদার মত।

বিরা। বেশ হবে জুডাসের গলায় দড়ি পড়বে।

হলো। আমার মুখে এভাবে চুণকালি মাখাতে দেব না।

বিরা। তোমার মুখ থাকলে ত।

হলো। এটা কি ?

বিরা। এটা এক প্রাচীন রোমান মুদ্রা। তোমার কৃতিত্বের জন্য দেওয়া

হলো। নাও, আবার শুরু করো। এবার তোমার মুখ রক্ষা হলো ত ?

হলো। আপনারা আমাকে একেবারে ঘাবড়ে দিয়েছেন।

বিরা। তুমি এক আস্ত সিংহ হলেও তাই করতাম।

বয়েত। কিন্তু উনি তা ত নয় ; উনি গাধা, অতএব ওঁকে যেতে দাও।

হেক্টররূপী আর্মাডোর প্রবেশ

বিরা। সরে যাও, লুকিয়ে পড় এচিলিস, হেক্টর আসছে।

রাজা। হ্যাঁ, ওকে দেখে ট্রয়ের বীর হেক্টরই মনে হচ্ছে।

ডুমেন। ইনি হচ্ছেন খুব বেশী লম্বা।

লঙ্গা। হেক্টরের তুলনায় এর পাগুলো খুব বড়।

ডুমেন। ও হেক্টর হতে পারে না, কারণ ঠাকুরদেবতার মুখটা রাগে কেমন বিকৃত করছে।

আর্মাডো। হে সর্বশক্তিমান রণদেবতা, ইলিয়নপুত্র হেক্টরকে একটা বর দাও যাতে সে দিনরাত যদ্ধ করে সে তার প্রতিপক্ষকে জয় করতে পারে সে যুদ্ধে। আমি চাচ্ছি সেই ফুল—

লঙ্গা। সেই কোলামবাইন ফুলের গাছ।

আর্মাডো। প্রিয় লর্ড লঙ্গাভিল, আপনার রসনা সংযত করুন।

লঙ্গা। এ রসনা ছুটে চলেছে হেক্টরের বিরুদ্ধে ; একে সংযত করব না।

আর্মাডো। সেই বীর আজ মৃত , তাঁর দেহাবশেষের কোন চিহ্নই নেই। কিন্তু এই অপমানসূচক বাক্যের দ্বারা তার অস্থিগুলোকে অহেতুক উত্তপ্ত করে তুলবেন না। তিনি আজ সমাহিত ; কিন্তু জীবিতকালে তিনি ছিলেন একজন মানুষের মত মানুষ। (রাজকন্যার প্রতি) কিন্তু আমি আমার কাজ করে যাব। হে রাজকন্যা, দয়া করে আমার অভিনয় শুনুন।

(বিরাউন উঠে গিয়ে কস্টার্ডকে কি বলল)

রাজা। বলুন বীর হেক্টর, আমি বেশই আনন্দ পাচ্ছি।

আর্মাডো। আমি আপনার পাদুকালেহন করছি।

বয়েত। (জনান্তিকে) তাঁর পাকে ভালবাসছে।

আর্মাডো। এই হেক্টর হ্যানিবলের থেকে অনেক বড় বীর—

কস্টার্ড। নাও নাও, তাড়াতাড়ি করো, সে ছমাস অন্তঃস্বত্বা, সে চলে যাবে।

আর্মাডো। এর মানে কি ?

কস্টার্ড। তুমি যদি তাড়াতাড়ি ট্রোজান বীরের অভিনয়টা না করো তাহলে মেয়েটা চলে যাবে। সে তাড়াতাড়ি করছে ; তোমারই ঔরসজাত সন্তান তার গর্ভে বেড়ে উঠছে।

আর্মাডো। তুমি যদি লোকের কাছে আমাকে লাঞ্ছিত করো তাহলে তোমাকে হত্যা করব।

কস্টার্ড। তাহলে জ্যাকেনেত্তাকে অন্তঃস্বত্বা করার জন্য এবং পম্পেকে হত্যা করার জন্য হেক্টরকে চাবুক মারা হবে।

ডুমেন। বাঃ চমৎকার! আচ্ছা বলেছ পম্পে!

বিরা। হে মহান পম্পে; তুমি মহৎ হতে মহত্তর।

ডুমেন। হেক্টর কাঁপছে।

বিরা। পম্পেও বিচলিত হয়ে পড়েছে। ওদের উত্তেজিত করে তোল।

ডুমেন। হেক্টর ওকে যুদ্ধে আহ্বান জানাবে।

বিরা। মনে হচ্ছে ওর মধ্যে এক ফোঁটাও রক্ত নেই।

আর্মাডো। উত্তর মেরুর পথে আমি তোমায় যুদ্ধে আহ্বান করছি।

কস্টার্ড। উত্তর মেরু দিয়ে ত আর আমি যুদ্ধ করব না, আমি যুদ্ধ করব তরবারি দিয়ে। আমার অনুরোধ, আমায় অস্ত্র নিতে দাও কারো কাছ থেকে।

ডুমেন। মহাপুরুষদের যুদ্ধের জন্য জায়গা ছেড়ে দাও।

কস্টার্ড। ঠিক আছে আমি আমার জামাটা খুলে তাই দিয়েই যুদ্ধ করব।

আর্মাডো। আমার তাতে আপত্তি আছে।

দূত হিসাবে মঁসিয়ে মার্কাদের প্রবেশ

মার্কাদে। আপনার মঙ্গল হোক ম্যাডাম।

রাজ। এস মার্কাদে, কিন্তু তুমি আমাদের আনন্দে বাধা দিলে।

মার্কাদে। আমি দুঃখিত ম্যাডাম। তবে যে সংবাদ আমি এনেছি তা আমার কণ্ঠে ভারী হয়ে উঠেছে। আপনার পিতা রাজা—

রাজা। মারা গেছেন।

মার্কাদে। হ্যাঁ তাই, আমার কথা আপনিই মনে পড়িয়ে দিলেন।

বিরা। মহাপুরুষরা সব চলে যাও, বিষাদের ছায়া নেমে এল আমাদের অনুষ্ঠানের উপর।

আর্মাডো। এরকম হবে আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি বিবেচনার দ্বারা আগেই তা বুঝতে পেরেছিলাম (অভিনেতাদের প্রস্থান)

রাজা। এখন কেমন বোধ করছেন রাজকন্যা?

রাজা। বয়েত তৈরি হও, আজ রাতেই আমি চলে যাব।

রাজা। ম্যাডাম, আমার অনুরোধ থেকে যান।

রাজ। না তৈরি হও। আমি আপনাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি হে পারিষদবর্গ। আপনারা আমাদের যে আনন্দ দান করেছেন তার জন্য সত্যিই ধন্যবাদের যোগ্য আপনারা। হে সুযোগ্য রাজন, আপনি আমার আবেদন এত

সহজে মঞ্জুর করে যে উপকার করেছেন সামান্য ধন্যবাদ দিয়ে তার ঋণ শোধ করা যায় না।

রাজা। আশ্চর্য কালের গতি! এই গতির প্রবাহে আমাদের দিয়ে অনেক সময় অনেক কাজ করিয়ে নেয়। যে কাজ দীর্ঘ দিন ধরে শত চেষ্টাতেও হয় না তা সময় হলে অল্প সময়ের মধ্যেই হয়ে যায়। সে হাস্যোজ্জ্বল প্রেমের আগেই জন্ম হয়েছে আমাদের মনে তা যেন এই শোকদুঃখের কালো ছায়ায় অকালে আচ্ছন্ন হয়ে না যায়।

রাজ। আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না. ফলে আমার দুঃখ আরো বেড়ে যাচ্ছে।

বিরা। স্পষ্ট কথার তীক্ষ্ণতা দুঃখিত চিত্তকে সহজে ভেদ করে। তাই আমাদের রাজা কথাটা ঘুরিয়ে বলেছেন। শুনুন উনি বলছেন, আপনাদের জন্যই আমরা অমূল্য সময় হেলাভরে অপচয় করে আমাদের শপথ ভঙ্গ করেছি। আপনাদের সৌন্দর্য আমাদের মনকে বিকৃত করে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হাসিখুশি ও হৈ হুল্লোড়ে মেতে উঠতে বাধ্য করেছে আমাদের। আমরা শিশুর মত লম্ফঝম্ফ করেছি; প্রেমাঞ্জনলিপ্ত চোখের মায়াময় দৃষ্টিতে সব বস্তুকে বিকৃত দেখেছি আমরা। সুতরাং হে ভদ্রে, যদি কোন অন্যায় করে থাকি সে অন্যায় আপনার প্রতি আমাদের ভালবাসার খাতিরেই করেছি। যদি আমরা মিথ্যাচারণ করে থাকি এবং সে মিথ্যা পাপ হলেও আপনাদের প্রেমের প্রতি আমাদের বিশ্বস্ততা ও সততা সে পাপকে পবিত্র করে তুলবে। সে মিথ্যা দান করবে মহিমা।

রাজ। এর আগেও আপনাদের প্রেমোচ্ছ্বাসপূর্ণ পত্র, উপহার ও প্রেমের দূতকে আমরা গ্রহণ করেছি। আমাদের সরল কুমারী হৃদয় সেগুলোকে নির্দোষ আমোদ প্রমোদ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেনি। উপহাস ভেবে সেগুলোকে গুরুত্ব দিইনি।

ডুমেন। আমাদের পত্রগুলোর গুরুত্ব ছিল অনেক বেশী।

লঙ্গা। আমাদের দৃষ্টির অর্থও ছিল গভীর।

রোজা। আমরা তা মনে করি না।

রাজা। এখন এই শেষ মুহূর্তে আমাদের প্রেমের আবেদনে সাড়া দাও।

রাজা। যে কথার গুরুত্ব সারা জীবনেও শেষ হয় না সে কথা এই অল্প সময়ের মধ্যে সারা যায় না। না রাজন, আপনি শপথ ভঙ্গ করে যে

গুরুতর অন্যায় করেছেন তাতে আমি আপনার শপথে আর বিশ্বাস করতে পারব না। আপনি এখন তাড়াতাড়ি জগতের আনন্দ কোলাহল হতে বহু দূরে কোন নির্জন তপোবনে চলে যান। বারোটি মাস সেখানে বাস করবেন। এই কঠোর আত্মনিগ্রহপূর্ণ এই পথ নিঃসঙ্গ জীবন যাপন যদি আপনার রক্তের উত্তাপকে অবদমিত করতে না পারে, যদি তুষারপাত, উপবাস, কঠিন ভূমিশয্যায় শয়ন আপনার লালসাসিক্ত প্রেমের কুসুমগুলিকে বিনষ্ট করতে না পারে, তাহলে এক বছর পর আমার কাছে চলে এসে আমায় প্রেম নিবেদন করবেন; আমি কথা দিচ্ছি যে হাতের তালু দিয়ে আপনার হাতের তালুকে স্পর্শ করছি তা দিয়ে শপথ করছি আমি তখন আপনাকে গ্রহণ করব। ততদিন পর্যন্ত আমিও নিজেকে একটি নির্জন ঘরে আবদ্ধ রেখে আমারই অশ্রুর অবিরত বৃষ্টিধারায় স্নাত হয়ে পিতার জন্য শোক করে যাব।

রাজা। এর থেকে বেশী কষ্টের কিছু হলেও তা আমি অস্বীকার করব না। চল তপোবনে যাই, আমার হৃদয় তোমাতেই সমর্পিত।

বিরা। তাহলে আমার কি হবে প্রিয়তমা? আমার কি করছ?

রাজা। তোমাকে শপথভঙ্গের অপরাধ হতে মুক্ত হতে হবে। যদি তুমি আমাকে পেতে চাও তাহলে বারোটি মাস আর্ত রোগীদের সেবা করে কাটাতে হবে।

ডুমেন। আমার কি হবে প্রিয়তমা? তুমি আমার স্ত্রী হবে ত?

ক্যাথা। একমুখ দাড়ি, সুন্দর স্বাস্থ্য আর সততা এই তিনটে গুণে গুণান্বিত হলেই তবে তোমায় ভালবাসব।

ডুমেন। যত তাড়াতাড়ি পারি গুণ তিনটে অর্জন করে ফেলব।

ক্যাথা। না তাহলে হবে না। মুখে একবছরের দাড়ি চাই। তোমাদের রাজা যখন আমাদের রাজকন্যার কাছে ফিরে আসবেন একবছর পরে তুমিও তখন আসবে। তখনও যদি আমার ভালবাসা অবশিষ্ট থাকে তাহলে তার থেকে কিছু তোমায় দেব।

ডুমেন। সততা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে তোমার কথা মেনে যাব।

ক্যাথা। আর শপথ করো না। তাহলে আবার তা ভঙ্গ করে ফেলবে।

লঙ্গা। আমার মেরিয়া কি বলে?

মেরিয়া। বারো মাস পরে আমার কালো অঙ্গবাস পাল্টে আমার প্রেমিককে সাদরে বরণ করে নেব।

লঙ্গা। আমি ধৈর্য ধরে থাকব, তবে সময়টা বড় দীর্ঘ।

বিরা। প্রিয়তমা, আমার চোখ ও অন্তরের জানালা দিয়ে আমার ভিতরে একবার তাকিয়ে দেখ, কী এক সকরুণ আবেদন তোমার প্রতীক্ষায় আছে।

রোজা। তোমাকে দেখার আগে আমি তোমার সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনেছি লর্ড বিরাউন। রসিকতা ও বিদ্রূপপূর্ণ কথায় তুমি নাকি অদ্বিতীয়! তোমার এই রসিকতা ও বিদ্রূপপূর্ণ যে বুদ্ধির চাতুর্য দিয়ে আমাকে আয়ত্ত করতে চাও, বারোটি মাস ধরে আর্ত রোগীদের সামনে গিয়ে যন্ত্রণাকাতর রোগীদের মুখে যদি হাসি ফোটাতে পার তোমার এই সব রসিকতার দ্বারা, তাহলেই তুমি আমায় লাভ করবে।

বিরা। মুমূর্ষু ব্যক্তির গলায় উচ্চ হাস্যরোলের ঢেউ তোলা! তা কখনো সম্ভব নয়। যন্ত্রণাকাতর লোককে কখনো হাসাতে পারা যায় না।

রোজা। তাহলে বুঝব নির্বোধ শ্রোতারা তোমাদের কথা শুনে তোমাদের বাহবা দেয়, তাহলে বুঝতে হবে হাস্যকৌতুকের আসল রস থাকে শ্রোতার কানে, হাস্যকৌতুক যে করে তার কণ্ঠে নেই। যাদের কান এমনিতেই নিজেদের আর্ত চিৎকারে বধির হয়ে যাচ্ছে সেই সব রোগীরা যদি তোমার হাস্যকৌতুক বা বিদ্রূপের কথা শোনে তাহলেই বুঝব তার দাম আছে। আর তা যদি না শোনে তাহলে চিরদিনের মত ত্যাগ করো সে হাস্যকৌতুক।

বিরা। ঠিক আছে, এই বারোটা মাস কোন হাসপাতালে কাটাব।

রাজ। হে রাজন, তাহলে আমরা বিদায় নিচ্ছি।

রাজা। না আমরা যেতে দেব না।

বিরা। জ্যাক জিলকে পেল না, এই ধরনের কোন বিয়োগান্ত নাটকের মত আমাদের প্রেম নিবেদন শেষ হয়ে যাবে না। আপনাদের কৃপায় আমাদের এ প্রেম মিলনান্ত হয়ে উঠুক।

রাজা। যাই হোক বারো মাস আর একটা দিন। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।

বিরা। কিন্তু সে ত দীর্ঘদিনের নাটক।

রাজ। সেই হেক্টর না?

আর্মাডোর পুনঃপ্রবেশ

আর্মাডো। আপনার রাজকীয় অঙ্গুলি চুম্বন করে বিদায় নেব। আমি জ্যাকে-

নেত্তার কাছে শপথ করেছি আমি তিন বছর লাঙ্গল ধরে জমি চাষ করব গাঁয়ে গিয়ে। কিন্তু একটা কথা, দুজন বিখ্যাত কবি পেঁচা আর কোকিলের প্রশস্তি করে দুটি কবিতা লিখেছেন। এটার আবৃত্তি আমাদের অভিনয়ের শেষে হওয়া উচিত ছিল।

রাজা। কই ডাক তাদের। আমরা শুনব সে আবৃত্তি।

আর্মাডো। কই, চলে এস। (দুজনের প্রবেশ) এদিকটা শীত আর ওদিকটা বসন্ত। শীতের মাঝে আসে পেঁচা আর কোকিল আসে বসন্তের মাঝে।

বসন্ত

যখন গাছে কপোত ডাকে বাসন্তী ফুল ফোটে
যখন রাখাল বাঁশি হাতে মাঠে মাঠে ছোটে,
রূপালি সাদা পোষাক পরে কুমারীরা হাসে
হলদে ফুলের রেণু লাগে মাঠের ঘাসে ঘাসে।
তখন গাছে মনের সুখে কোকিল গান গায়
বিবাহিত মেয়ে পুরুষ সব করে হায় হায়।

শীত

যখন তুষারকণা ঝোলে যত বাড়ির পাঁচিলেতে
তীব্র বাতাস আসে ছুটে হাড় কাঁপিয়ে দিতে।
গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায় জমে যায় দুধ
জড়তার নেশায় সবাই হয়ে যাবে বুঁদ।
মাঠের রাখাল ঘরে গিয়ে কাঠের আগুন জ্বালে
শীতের রাতে পেঁচা ডাকে কুহু কুহু বলে।
বিষাদ বিধুর পাখিরা যত বসে থাকে বনে
শীতের রাতে পেঁচার ডাক মধুর লাগে মনে।

আর্মাডো। এ্যাপোলোর গানের পর মার্কারির গান কর্কশ মনে হবেই—যেমন ধরুন কোকিলের পর পেঁচার। আপনারা ওদিকে যান, আমরা যাব এই দিকে। (সকলের প্রস্থান)

ট্রয়লাস এণ্ড ক্রেসিডা

নাটকের চরিত্র

প্রিয়াম : ট্রয়ের রাজা

হেক্টর, ট্রয়লাস, প্যারিস, ডিফোবাস, হেলেনাস — রাজপুত্রগণ

মার্গারেনস : প্রিয়ামের অবৈধ পুত্র

ঈনিস, এ্যান্টিনর — ট্রয়ের সেনাপতি গ্রীসের পক্ষে যোগদানকারী

ক্যালকাস : ট্রয়ের পুরোহিত

প্যাণ্ডারাস : ক্রেসিডার খুল্লতাত

এ্যাগামেনন : গ্রীক সেনানায়ক

মেনেলাস : ঐ ভ্রাতা

এচিলিস, এ্যাজাক্স — গ্রীক সেনাপতি

ইউলিসেস, নেস্টর, প্যাট্রোক্লাস — গ্রীক সেনাপতি

ডাওমীডস্

থার্সাইটস্ : জনৈক বিকলাঙ্গ গ্রীক

আলেকজাণ্ডার : ক্রেসিডার ভৃত্য

ট্রয়লাসের ভৃত্য

প্যারিসের ভৃত্য

ডাওমীডসের ভৃত্য

হেলেন : মেনেলাসের স্ত্রী

এ্যাণ্ড্রোম্যাক : হেক্টরের স্ত্রী

ক্যাসাণ্ড্রা : প্রিয়ামের কন্যা

ক্রেসিডা : ক্যালকাসের কন্যা

ট্রয়ের ও গ্রীকের সৈন্যগণ ও অনুচরবর্গ

ঘটনাস্থল : ট্রয়নগরী ও তার সম্মুখস্থ গ্রীকদের শিবির

প্রস্তাবনা

এই নাটকের ঘটনাস্থল হলো ট্রয়নগরী। গ্রীসের দ্বীপপুঞ্জ হতে সে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জামপূর্ণ বহু যুদ্ধজাহাজ পাঠান এথেন্সের বাইরে। সেই সব জাহাজগুলি একত্রিত হবার পর ঊনসত্তরটি জাহাজ এথেন্সের উপসাগর হতে একযোগে যাত্রা করে ট্রয়নগরীকে বিধ্বস্ত করার উদ্দেশ্যে। এই ট্রয়নগরীর মধ্যেই মেনেলাস-পত্নী হেলেন প্যারিসের শয্যাসঙ্গিনীরূপে অবৈধ সংসর্গে আছে লিপ্ত। এটাই হলো দুই দেশের মধ্যে বিবাদের মূল কারণ এবং

এটাই হলো এই সব যুদ্ধজাহাজগুলির সমরাভিযানের মূল উদ্দেশ্য। এখন দার্দানের সমভূমিতে গ্রীকবীরেরা শিবির সংস্থাপন করেছে। রাজা প্রিয়ামের রাজধানী দার্দান, টিমব্রিয়া, হেলাম, চেতাস ও ট্রয়েন নামে ছয়টি নগর দ্বার আছে। বিরাট আয়তন লৌহনির্মিত প্রতিটি দরজাই সুরক্ষিত এবং তাতে আছে লোহার খিল আঁটা। জয়ের প্রত্যাশা উভয় পক্ষকে করছে ছলনা। উভয় পক্ষই এখন বিপদাপন্ন। যে প্রস্তাবনার কথা আমি এখানে আপনাদের সমক্ষে জানাতে এসেছি তা অপর কারো লেখা নয়, অথবা অপর কোন অভিনেতারও কথা নয়। নাটকের বিষয়বস্তু হিসাবে আপনাদের শুধু এই কথাটাই জানাতে এসেছি যে মূল কাহিনীকে সংক্ষিপ্ত করে মধ্যাংশ হতেই শুরু হয়েছে এ নাটক। আপনাদের ভাল লাগতে পারে আবার ত্রুটিপূর্ণ মনে হতেও পারে এ নাটক। তবে মনে রাখবেন এ নাটকের গতি প্রকৃতি নির্ভর করবে যুদ্ধের ঘটনার উপর, এর ভাল মন্দর জন্য আমরা দায়ী নই।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। ট্রয়। প্রিয়ামের রাজপ্রাসাদ।

সশস্ত্র ট্রয়লাস ও প্যাণ্ডারাসের প্রবেশ

ট্রয়লাস। আমার চাকরকে ডেকে দাও। আমি আমার অস্ত্র ত্যাগ করব। কেন আমি ট্রয়ের বাইরে যুদ্ধ করতে যাব যখন আমার অন্তরের মাঝে এত দ্বন্দ্ব চলছে? ট্রয়ের যে সব লোক এই অন্তরের দ্বন্দ্বকে দমন করতে পারবে তারাই যাবে যুদ্ধে। ট্রয়লাসের অন্তর বলে কোন জিনিস নেই।

প্যাণ্ডারাস। তোমার অন্তরের এ ক্ষত কি সারানো যাবে না?

ট্রয়। গ্রীকরা শক্তিমান, তারা রণকুশলী। শক্তির সঙ্গে বীরত্ব মিশ্রিত হয়ে অপ্রধৃষ্য করে তুলেছে তাদের যুদ্ধে কিন্তু আমি নারীর অশ্রুজলের থেকেও দুর্বল; নিদ্রার থেকেও বেশী সহজবশ্য; অজ্ঞতার থেকেও বেশী প্রিয়। রাত্রির অন্ধকারে ভীত অল্পবয়স্কা কুমারী মেয়ের থেকেও আমি কম সাহসী; অজ্ঞান শিশুর থেকেও আমি বেশী নির্বোধ।

প্যাণ্ডা। ঠিক আছে। আমি এ বিষয়ে যা বলার আগেই বলে দিয়েছি। আমার পক্ষ থেকে আমি শুধু এই কথাই বলব যে আমি আর এ বিষয়ে এগোব

না। আমার কথা হচ্ছে যে ময়দা থেকে কেক বানাতে চায় তাকে গম ভাঙ্গা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ধৈর্য ধরতে হবে।

ট্রয়। আমি কি অপেক্ষা করিনি ? আমি কি ধৈর্য ধরিনি ?

প্যাণ্ডা। দেখ কেক তৈরি করতে গেলে আগুনে সেঁকার জন্য সময় দিতে হবে, আবার সেঁকা হয়ে গেলে ঠাণ্ডা হবার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তা না হলে অর্থাৎ তাড়াতাড়ি খেতে গেলে ঠোঁট পুড়ে যাবে।

ট্রয়। যত বেশীই দেরী হোক না কেন, ধৈর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী নিজে আমার থেকে কখনো বেশী কষ্ট করেননি। রাজা প্রিয়ামের রাজকীয় ভোজসভায় বসে থাকার সময় যখন সুন্দরী ক্রেসিডার কথা আমার মনে হয়—

প্যাণ্ডা। গত রাত্রিতে তাকে যেমন সুন্দর দেখাচ্ছিল তত সুন্দর এর আগে তাকে বা আর কোন মেয়েকে দেখিনি।

ট্রয়। আমি তোমাকে কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম। দীর্ঘশ্বাসে জর্জরিত হয়ে আমার অন্তর তখন দীর্ণ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু পাছে হেক্টর অথবা আমার পিতা আমাকে সেই অবস্থায় দেখে ফেলে এজন্য অন্তরের এ ভাব আমি প্রকাশ করিনি। ঝড়ের সময় মেঘের ফাঁক দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে আসা চকিত-বিরল সূর্যালোকের মত এককালি ক্ষীণ হাসির রেখায়িত কুঞ্চনের মধ্যে আমার দীর্ঘশ্বাসদীর্ণ অন্তরের সব বিষন্নতাকে লুকিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু যে দুঃখ আপাতআনন্দের আড়ালে ঢেকে রাখা হয় জোর করে সে দুঃখ অনেক সময় অনাবিল আনন্দকেও আকস্মিক বিষাদে পরিণত করে তোলে।

প্যাণ্ডা। তার মাথার চুল অবশ্য হেলেনের চুলের থেকে বেশী কালো ছিল না। কিন্তু থাক সেকথা। দুজনের মধ্যে তুলনা করে কোন লাভ নেই। তবে আমার তরফ থেকে আমি এই কথাই বলতে পারি যে এই ধরনের নারীকেই চুম্বন করতে চাই। আমি আর পাঁচজনের মত তার প্রশংসা করব না। তবে গতকাল যদি কেউ তার কথা শুনত আমার মত ! আমি অবশ্য তোমার বোন ক্যাসাণ্ড্রার বুদ্ধির নিন্দা করছি না। কিন্তু—

ট্রয়। ও প্যাণ্ডারাস, আমি তোমাকে স্পষ্ট বলে দিচ্ছি তার মধ্যেই আমার জীবনের সব আশা ভরসা ডুবে আছে। কত গভীরে ডুবে আছে তা বুঝতে চেও না। আমি তোমাকে বলছি ক্রেসিডার প্রেমে আমি পাগল। আর তুমি আবার তার উপর বলছ সে সুন্দর। তার চোখ, চুল, গাল, কণ্ঠ প্রভৃতির প্রশংসা করে আমার অন্তরের ক্ষতকে বাড়িয়ে দিচ্ছ। তার হাত এত শুভ্র

যে তার তুলনায় জগতের সকল শুভ্র বস্তু কালি হয়ে গিয়ে নিজেদের পরাভবের কথা নিজেরাই লেখে, তার হাত এত নরম যে তার তুলনায় কচি হাঁসের বুকও শক্ত আর তার মনের তেজ চাষীর হাতের শক্ত তালুর থেকেও কড়া—যখন আমি তোমায় জানাচ্ছি আমি তাকে ভালবাসি তখন তুমি এই সব কথা বলে তার গুনগান করছ। আর তোমার এই সব কথা আমার প্রেমাহত অন্তরের ক্ষতগুলোর উপর কোন শীতল প্রলেপ না দিয়ে এক একটা ছুরি হয়ে সেই ক্ষতগুলোকেই বিদ্ধ করছে।

প্যাণ্ডা। আমি যা বলেছি সত্য কথাই বলেছি।

ট্রয়। তুমি সত্য কথা বলছ না।

প্যাণ্ডা। বিশ্বাস করো, আমি আর এ ব্যাপারে থাকব না। সে যা তাই থাক। যদি সে সুন্দরী হয় তবে খুব ভাল আর যদি না হয় তাহলে সে নিজের হাতেই তার ব্যবস্থা করবে।

ট্রয়। কী ভাই প্যাণ্ডারাস, রেগে গেলে কেন?

প্যাণ্ডা। তোমাদের জন্য আমি অনেক খেটেছি, তার প্রতি যত সব তোমার কুচিন্তা আর তোমার প্রতি তার সব কুচিন্তার আমি আদান প্রদান করেছি দুজনের মধ্যে অনেক যাওয়া আশা করে। কিন্তু আমার এ পরিশ্রমের জন্য সামান্য একটুকু ধন্যবাদও পাইনি।

ট্রয়। তুমি রেগে গেছ প্যাণ্ডারাস?

প্যাণ্ডা। সে আমার আত্মীয় বলেই কি হেলেনের মত সুন্দরী নয়? কিন্তু সে সব সময় দেখায় আর আমার কোন দরকার নেই। সে কালো হলেও কোন ক্ষতি নেই আমার।

ট্রয়। আমি কি বলছি সে সুন্দরী নয়?

প্যাণ্ডা। তুমি বল বা না বল আমি তা গ্রাহ্য করি না। এবার তার সঙ্গে আমার দেখা হলেই বলব কেন সে তার বাবার কাছে রয়েছে, গ্রীকদের কাছে চলে যাক। মোট কথা, আমি আর এ ব্যাপারে কখনো নাক গলাব না।

ট্রয়। প্যাণ্ডারাস!

প্যাণ্ডা। না, আমি এ ব্যাপারে থাকব না।

ট্রয়। প্রিয় প্যাণ্ডারাস।

প্যাণ্ডা। বলছি আর কোন কথা নয়। আমি যা বলার বলেছি। আর কোন কথা নয়। এইখানেই সব কিছুর শেষ। (প্রস্থান : তূর্যধ্বনি)

ট্রয়। হে নির্মম কর্কশ বাদ্যধ্বনি শান্ত হও। উভয় পক্ষই কত না নির্বোধ! হেলেন অবশ্যই সুন্দরী আর সে সৌন্দর্য অম্লান থাকবে চিরদিন। কারণ উভয়-পক্ষের যুদ্ধরত অসংখ্য ভ্রান্ত মানুষের রক্তে স্নাত ও বিধৌত হয়ে সে সৌন্দর্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে দিনে দিনে। এই সামান্য বিষয়ের জন্য আমি যুদ্ধ করতে পারব না। এই সামান্য কারণে আমার তরবারি শত্রুরক্তে কলঙ্কিত হবে না। কিন্তু প্যাণ্ডারাস—হা ভগবান, সত্যি সে আমায় ভাবিয়ে তুলেছে। তার সাহায্য ছাড়া আমি ক্রেসিডার কাছে যেতে পারি না আর তার মান অভিমান যেমন বেশী, একগুঁয়ে, ক্রেসিডার তেমনি প্রেমের আবেদন নিবেদন অনমনীয়। হে এ্যাপোলো, বল কি করে তুমি লাভ করেছিলে ডাফনের প্রেম? কেমন করে আমি ক্রেসিডা আর প্যাণ্ডারাসকে শান্ত করব? কি আছে আমাদের ভাগ্যে? এক মহা মূল্যবান রত্নরূপে ক্রেসিডা যেন মণিমুক্তার দেশ ভারতে বিরাজ করছে। আমাদের এই ইলিয়াম প্রাসাদ আর তার দেশের মধ্যে আবার বিরাজ করছে অনন্ত মহাসমুদ্রের উত্তাল জলরাশি। প্যাণ্ডার হচ্ছে আমাদের দুজনের মধ্যে সংযোগ-সাধনকারী এক দৌবারিক, আমাদের সংশয়াকীর্ণ আশার মূর্ত প্রতীক। সে যেন এক জলজাহাজ যার উপর চেপে এক রত্ন-ব্যবসায়ীরূপে আমি চলেছি ক্রেসিডারূপ রত্নের সন্ধানে।

তূর্যধ্বনি। ঈনিসের প্রবেশ

ঈনিস। কি খবর কুমার ট্রয়লাস? কেন আপনি এখনো যুদ্ধে যাননি?

ট্রয়। একটা নারীর জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া মানেই ত নারীসুলভ দুর্বলতার পরিচয় দেওয়া। আচ্ছা ঈনিস, আজ যুদ্ধক্ষেত্রের খবর কি?

ঈনিস। আজ প্যারিস আহত হয়ে ঘরে ফিরে এসেছেন।

ট্রয়। কার দ্বারা আহত হয়েছে ঈনিস?

ঈনিস। মেনেলাসের দ্বারা।

ট্রয়। রক্ত ঝরুক প্যারিসের গায়ে। এটা এমন কিছু নয়, উপহাসের হাসি হেসে উড়িয়ে দেবার মত সামান্য একটা ক্ষতমাত্র। মেনেলাস তার শিং দিয়ে প্যারিসকে গুঁতিয়ে রক্তাক্ত করে তুলেছে তার দেহটাকে । বাদ্য)

ঈনিস। ওই শুনুন, আজ খুব ভাল খেলা আছে।

ট্রয়। আজ খেলায় না গিয়ে ঘরে থাকলেই ভাল হত। তবু আমি যাব, তুমিও যাবে কি?

ঈনিস। যত তাড়াতাড়ি পারি যাব।

ট্রয়। চল তাহলে দুজনেই একসঙ্গে যাওয়া যাক। (উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। ট্রয়। রাজপথ।

(ক্রেসিডা ও তার ভৃত্য আলেকজাণ্ডারের প্রবেশ)

ক্রেসিডা। কারা চলে গেল?

আলেক। রাণী হেকুবা আর হেলেন।

ক্রেসিডা। কোথায় তাঁরা?

আলেক। পূব দিকের প্রাসাদের চূড়ার উপরে। ও চূড়াটা এত উঁচু যে যেখানে যুদ্ধ হচ্ছে সেই উপত্যকাটা ভালভাবে দেখা যায় সেখান থেকে। সেখান থেকেই যুদ্ধ দেখবেন তাঁরা। যে হেক্টর সাধারণতঃ খুবই ধৈর্যশীল আজ সহসা তিনি ক্রোধে বিচলিত হয়ে ওঠেন। আজ তিনি তাঁর স্ত্রী এ্যাণ্ড্রোম্যাককে ভর্ৎসনা করেছেন এবং তাঁর বর্মধারীকে আঘাত করেছেন। সূর্যোদয়ের আগেই চাষীদের মাঠে যাওয়ার মত তিনি অস্ত্রধারণ করে যুদ্ধে চলে গেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার পথে দুপাশের প্রতিটি ফুল যেন হেক্টরের অশুভ পরিণামের কথাটা আগে হতে জানতে পেরে অশ্রু বিসর্জন করেছে।

ক্রেসিডা। কিন্তু তাঁর রাগের কারণ কি?

আলেক। লোকে বলাবলি করছে গ্রীকদের মধ্যে এ্যাজাক্স নামে এক পারিষদ আছেন যিনি রক্তের সূত্রে ট্রয়ের রাজবংশের আত্মীয় এবং হেক্টরের আত্মীয়।

ক্রেসিডা। তাতে হয়েছে কি?

আলেক। লোকে বলে তিনি নাকি এমনই মানুষ যিনি সব সময় নিজের পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ান।

ক্রেসিডা। অসুস্থ বা খোঁড়া না হলে সব মানুষই ত নিজের পায়ে দাঁড়ায়।

আলেক। তিনি এমনই মানুষ যে সব পশুদের কাছ থেকে তাদের বিশেষ বিশেষ গুণগুলো নিয়েছেন। তিনি সিংহের থেকে সাহসী, ভালুকের থেকে রাগী, হাতীর থেকে মন্দগতি। আবার প্রকৃতি দেবী মনটাকে তাঁর এমনভাবে গড়ে তুলেছেন যাতে তাঁর সাহসিকতাটা পরিণত হয়েছে নিষ্ঠুরতায়, আর তাঁর নির্বুদ্ধিতাটা পরিণত হচ্ছে তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধিতে।

সারা পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন লোকের এমন কোন গুণ বা দোষ নেই যা তাঁর মধ্যে পাওয়া যাবে না। তাঁর চরিত্রে আছে সকল দোষগুণের সংমিশ্রণ। কিন্তু আবার তাঁর চরিত্রের প্রতিটি গুণ বা দোষ এমন স্খলিত বা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে যে তারা থেকে না থাকা অর্থাৎ ব্রিয়ারিয়াসের মত অনেকগুলো হাত থেকেও সেসব হাত কোন কাজের নয়, আবার আর্গাসের মত চোখ থেকেও সে দেখতে পায় না।

ক্রেসিডা। সে লোকের কথা শুনে আমার হাসি পাচ্ছে। সে কি করে হেক্টরকে রাগিয়ে তুলল ?

আলেক। লোকে বলছে গতকাল নাকি তিনি যুদ্ধে হেক্টরকে আঘাত করে ফেলে দিয়েছিলেন; সেই লজ্জা আর অপমানের শোধ নেবার জন্য হেক্টর গত রাত উপবাস আর জাগরণের মধ্য দিয়ে কাটায়।

(প্যাণ্ডারাসের প্রবেশ)

ক্রেসিডা। কে আসছে এখানে ?

আলেক। ম্যাডাম, আপনার কাকা প্যাণ্ডারাস।

ক্রেসিডা। হেক্টর একজন সত্যিকারের বীর।

আলেক। পৃথিবীতে বীর যদি কেউ থাকে তিনিই হচ্ছেন সেই বীর।

প্যাণ্ডা। কি হলো ? কি খবর ?

ক্রেসিডা। নমস্কার প্যাণ্ডারাস কাকা।

প্যাণ্ডা। সুপ্রভাত ক্রেসিডা, সুপ্রভাত আলেকজাণ্ডার। কি খবর ? তোমরা ইলিয়াম প্রাসাদে গিয়েছিলে আজ ?

ক্রেসিডা। আজ সকালেই গিয়েছিলাম কাকা।

প্যাণ্ডা। আমি এখানে যখন এলাম তোমরা তখন কার কথা বলছিলে ? তোমরা ইলিয়াম প্রাসাদে যাবার আগেই কি হেক্টর যুদ্ধে চলে গিয়েছিল ? হেলেন কি তখন ঘুম থেকে উঠেছিল ?

ক্রেসিডা। হেক্টর যুদ্ধে চলে গিয়েছিলেন কিন্তু হেলেন ওঠেননি ঘুম থেকে।

প্যাণ্ডা। তাই নাকি, হেক্টর খুব তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠে ত ?

ক্রেসিডা। আমরা তার কথাই বলছিলাম। বলছিলাম তিনি নাকি রেগে গেছেন।

প্যাণ্ডা। সে রেগে গেছে ?

ক্রেসিডা। আলেকজাণ্ডার তাই ত বলছে।

প্যাণ্ডা। হ্যাঁ, সত্যিই সে রেগে গেছে আর তার কারণটাও আমি জানি। আর বলে দিচ্ছি ট্রয়লাসকেও সাবধান হতে বলো।

ক্রেসিডা। সেও কি রেগে গেছে নাকি?

প্যাণ্ডা। কে ট্রয়লাস? দুজনের মধ্যে ট্রয়লাসই হচ্ছে ভালমানুষ।

ক্রেসিডা। ও জুপিটার, ওটা যথার্থ তুলনাই হলো না।

প্যাণ্ডা। কী, ট্রয়লাস আর হেক্টরের মধ্যে তুলনা হয় না? একবার দেখলেই কি কোন লোককে জানা যায়?

ক্রেসিডা। হ্যাঁ, একবার তাকে দেখলেই জানতে পারতাম।

প্যাণ্ডা। তাহলে আমিও বলছি ট্রয়লাস হচ্ছে ট্রয়লাস, আমি তাকে জানি।

ক্রেসিডা। আমি আরো বেশী জানি, ট্রয়লাস হেক্টর নয়।

প্যাণ্ডা। না, আবার হেক্টরও কোন না কোন দিকে ট্রয়লাসের সমতুল্য নয়।

ক্রেসিডা। সব মানুষ আপনার মধ্যে আপনি সম্পূর্ণ স্বীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

প্যাণ্ডা। কিন্তু ট্রয়লাস আরো বড়। তা যদি না হয় আমি পায়ে হেঁটে ভারতে যাব।

ক্রেসিডা। আমিও বলছি সে হেক্টর নয়।

প্যাণ্ডা। আমিও বলে দিচ্ছি, সে তার থেকেও বড়। হে ট্রয়লাস, তার মনটা যদি আমার মত হত। তবে একথা কোনমতেই স্বীকার করব না আমি, হেক্টর কখনই ট্রয়লাসের থেকে বড় নয়।

ক্রেসিডা। ক্ষমা করো আমাকে।

প্যাণ্ডা। সে হেক্টরের থেকে বড়। তার মত বুদ্ধি আজও লাভ করতে পারেনি হেক্টর।

ক্রেসিডা। তার নিজের বুদ্ধি থাকলে পরের মত বুদ্ধির দরকার হবে না।

প্যাণ্ডা। তার মত গুণাবলী বা সৌন্দর্যেরও দরকার হবে না?

ক্রেসিডা। তাতে কিছু যায় আসে না। হেক্টরেরই বা অভাব কি এসবের। তাঁরটা তাঁর কাছেই ভাল।

প্যাণ্ডা। তোমার বিচারবুদ্ধি বলে কোন জিনিস নেই ভাইঝি? এই ত সেদিন হেলেন নিজে বললেন প্যারিসের থেকে ট্রয়লাসের গায়ের রং আরো উজ্জ্বল।

ক্রেসিডা। আমার ত মনে হয় সুন্দরী হেলেনের সোনার জিবটা ট্রয়লাসের তামাটে নাকটার প্রশংসা করে সে বাকশক্তির অপব্যবহার করেছে।

প্যাণ্ডা। আমি শপথ করে বলতে পারি হেলেন ট্রয়লাসকে প্যারিসের থেকে বেশী ভালবাসে।

ক্রেসিডা। ওটা তাঁর গ্রীক স্বভাবসুলভ রসিকতা ছাড়া অন্য কিছুই না।

প্যাণ্ডা। একদিন হেলেন জানালার ধারে ট্রয়লাসের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিল। হেক্টরের থেকে ট্রয়লাসের তিন পাউণ্ড ওজন বেশী।

ক্রেসিডা। তবু সে মানুষ হিসাবে খুবই কাঁচা।

প্যাণ্ডা। কিন্তু ট্রয়লাসের টোল খাওয়া গালে হেলেন আমার সামনে তার শুভ্র হাত দিয়ে আদর করেছিল। এটাই তার প্রতি হেলেনের ভালবাসার প্রমাণ।

ক্রেসিডা। কিকরে তার গালে টোল খেল? জুনো তাকে কৃপা করুক।

প্যাণ্ডা। কেন, সে হেসেছিল। আমার মতে তার হাসি এত ভাল যে তাকে হাসলে ফার্জিয়ার যে কোন লোকের থেকে ভাল দেখায়।

ক্রেসিডা। সত্যিই তার হাসিটা বীরের হাসি।

প্যাণ্ডা। হেলেন যে ট্রয়লাসকে ভালবাসে তার প্রমাণ আমি তোমাকে—

ক্রেসিডা। তার প্রমাণ দিতে হলে ট্রয়লাসকে পরীক্ষা দিতে হবে।

প্যাণ্ডা। ট্রয়লাস! সে কিন্তু হেলেনকে মোটেই গ্রাহ্য করে না। সে কেমনভাবে তার চিবুক ধরে আদর করেছিল সে কথা মনে করলেও আমার হাসি পায়। তবে একথাও স্বীকার করছি যে তার হাতটা খুবই সাদা।

ক্রেসিডা। হায় হতভাগ্য চিবুক! সে চিবুকের থেকে যে কোন আঁচিল ভাল।

প্যাণ্ডা। কী হাসির রোল উঠেছিল! হেকুবা, ক্যাসাণ্ড্রা, হেক্টর সবাই হাসছিল।

ক্রেসিডা। কেন হাসি পেল?

প্যাণ্ডা। হাসির কারণ হলো ট্রয়লাসের কালো দাড়িতে একটা সাদা চুল দেখেছিল হেলেন। তবে সাদা চুলের জন্য যত নয় হেলেনের কথায় তারা বেশী করে হেসেছিল। হেলেন বলেছিল, তোমার দাড়িতে আড়াইশো চুল আছে তার মধ্যে একটা চুল পাকা।

ক্রেসিডা। তাহলে ত বিরাট ব্যাপার ঘটেছিল।

প্যাণ্ডা। কিন্তু ভাইঝি গতকাল আমি তোমায় যে কথাটা বলেছিলাম সেটা ভেবে দেখ।

ক্রেসিডা। হাঁা ভেবে দেখছি।

প্যাণ্ডা। আমি শপথ করে বলছি এটা সত্যি। ও তোমার জন্মে কাঁদবে। (যুদ্ধ বন্ধের বাজনা) ঐ শোন, ওরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসছে। আমার কথা শোন ক্রেসিডা, যেওনা এখান থেকে। আমরা দেখব ওরা ইলিয়াম প্রাসাদের দিকে এগিয়ে যাবে।

ক্রেসিডা। তোমার যা খুশি।

প্যাণ্ডা। এই জায়গাটা চমৎকার। এখান থেকে খুব ভাল করে দেখতে পাব। তারা যখন যাবে আমি তাদের প্রত্যেকের নাম বলে দেব। তাদের মধ্যে ট্রয়লাসকে তুমি দেখবে। ওই ঈনিস যাচ্ছে।

ক্রেসিডা। এত জোরে কথা বলো না।

প্যাণ্ডা। এই হলো ঈনিস। লোকটা বীর নয় ? সারা ট্রয়ের গৌরবের বস্তু। কিন্তু এবার ট্রয়লাসকে দেখবে। এ্যান্টিনর যাচ্ছে।

ক্রেসিডা। কে ও ?

প্যাণ্ডা। ও হচ্ছে এ্যান্টিনর। ওর বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ। লোকও খুব ভাল, খুব সুন্দর বিচারবুদ্ধি। মানুষের মত মানুষ। কিন্তু ট্রয়লাস কখন আসবে ? দেখবে সে দেখতে পেলেই ঘাড় নাড়বে আমাকে লক্ষ্য করে।

ক্রেসিডা। সে তোমাকে দেখে ঘাড় নাড়বে ?

প্যাণ্ডা। দেখবে নিজের চোখে।

ক্রেসিডা। হেক্টর যাচ্ছে।

প্যাণ্ডা। হ্যাঁ ইনিই হচ্ছেন হেক্টর। সত্যিই বীর। দেখ তার মুখখানা। মুখখানা দেখে বীরের মত মনে হচ্ছে না ?

ক্রেসিডা। হ্যাঁ, সত্যিই তিনি বীর।

প্যাণ্ডা। ওর পিছনটা দেখ। ঠাট্টা করে বলছি না, ওকে দেখলেও মনটা প্রফুল্ল হয়। ঐ প্যারিস আসছে। ঐ দেখ ভাইঝি, এও কম বীর নয়। কই, প্যারিস ত আহত হয়নি, কে বলল একথা ? ওকে দেখে হেলেন শান্তি পাবে মনে। কিন্তু ট্রয়লাসকে দেখবে কখন ? তুমি এখনি তাকে দেখবে। হেলেনাস যাচ্ছে।

ক্রেসিডা। ও কে ?

প্যাণ্ডা। ও হচ্ছে হেলেনাস। কিন্তু ট্রয়লাস কোথায় ? সে কি তবে আজ যুদ্ধে যায়নি ?

ক্রেসিডা। আচ্ছা কাকা হেলেনাস যুদ্ধ করতে পারে ?

প্যাণ্ডা। হেলেনাস! না না। হ্যাঁ, এলোমেলোভাবে কিছুটা পারে। কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি ট্রয়লাস কোথায়! ঐ শোন জনতা ট্রয়লাসের জয়ধ্বনি দিচ্ছে।

ক্রেসিডা। নড়বড়ে কে ঐ লোকটা আসছে?

প্যাণ্ডা। কে ওখানে? ও ডিফোবাস। না না, ট্রয়লাস। মানুষের মত মানুষ দেখ ভাইঝি। বীর রাজকুমার।

ক্রেসিডা। থাম থাম, চুপ করো, লজ্জার কথা।

প্যাণ্ডা। দেখ দেখ, লক্ষ্য কর সব ভাল করে। হে বীর ট্রয়লাস। দেখ দেখ, তার তরবারিটা কেমন রক্তাক্ত, তার পোষাকটা কেমন অগোছাল। হেক্টরের পোষাকটা অমন নয়। দেখলে কেমন তাকে দেখাচ্ছে এবং কেমন ভাবে সে চলে গেল। ওর বয়স এখনো তেইশ হয়নি। কিন্তু পরিপূর্ণ যৌবন। জয় হোক বীর, জয় হোক তোমার ট্রয়লাস। যদি আমার বোন বা মেয়ে থাকত তবে আমি তোমার হাতেই সঁপে দিতাম তাকে। প্যারিস! প্যারিস ওর কাছে নগণ্য।

ক্রেসিডা। আরো কারা আসছে?

প্যাণ্ডা। হায়, আমি যদি ট্রয়লাসের চোখের সামনে সারা জীবন থাকতে ও মরতে পারতাম। আর দেখো না। ঈগল পাখিরা সব চলে গেছে। আর যারা আছে তারা হচ্ছে কাক আর দাঁড়কাক। এ্যাগামেনন ও গ্রীসের সব বীরদের পরিবর্তে আমি ট্রয়লাসকে বেছে নেব।

ক্রেসিডা। গ্রীকদের মধ্যে আছেন বীর এচিলিস। ট্রয়লাসের থেকে অনেক বড়।

প্যাণ্ডা। এচিলিস? ট্রয়লাসের তুলনায় কিছু নয়, একটা কুলী। একটা উট।

ক্রেসিডা। ঠিক আছে, ঠিক আছে।

প্যাণ্ডা। ঠিক আছে। তুমি ভেবে কিছু ঠিক করলে? তোমার চোখ আছে? মানুষ কাকে বলে তা চেন? বংশমর্যাদা, সৌন্দর্য, সদালাপ, মনুষ্যত্ব, বিদ্যাবুদ্ধি, ভদ্রতা, যৌবন, উদারতা প্রভৃতি গুণগুলো কি সত্যিকারের মানুষের লক্ষণ নয়?

ক্রেসিডা। কিন্তু আগুনে সেঁকে দেখে নিতে হবে ত? তবে ত তার প্রকৃত স্বরূপ বোঝা যাবে।

প্যাণ্ডা। তুমি এমন মেয়ে যে কোন লোক তোমার কোন কথার অর্থ বুঝতে পারবে না।

ক্রেসিডা। আমি পিঠ দিয়ে পেটটাকে রক্ষা করি, বুদ্ধি দিয়ে আমার আনন্দকে বাঁচিয়ে চলি, গোপনতার দ্বারা আমি আমার সততাকে রক্ষা করে চলি, মুখোস দিয়ে আমার মুখসৌন্দর্যকে রক্ষা করি আর তোমাকে দিয়ে আমি আমার এই সবগুলোকে রক্ষা করে চলি।

প্যাণ্ডা। তুমি বেশ মেয়ে!

ট্রয়লাসের বালকভৃত্যের প্রবেশ

বালকভৃত্য। আমার মালিক বলে দিয়েছেন উনি আপনার সঙ্গে এখনি কথা বলবেন।

প্যাণ্ডা। কোথায়?

ভৃত্য। আপনার বাড়িতে। ওখানেই উনি যুদ্ধের পোষাক ছাড়ছেন।

প্যাণ্ডা। তাঁকে বলবে আমি এখনি যাচ্ছি। (বালকভৃত্যের প্রস্থান) আমার মনে হচ্ছে ট্রয়লাস আহত হয়েছে। বিদায় ভাইঝি।

ক্রেসিডা। বিদায় কাকা।

প্যাণ্ডা। আমি শীঘ্রই ফিরে আসব তোমার কাছে।

ক্রেসিডা। কিছু আনবে ত সঙ্গে?

প্যাণ্ডা। হ্যাঁ, ট্রয়লাসের কিছু স্মারকচিহ্ন আনব সঙ্গে। (প্যাণ্ডারাসের প্রস্থান)

ক্রেসিডা। কত শপথ, কত উপহার, কত অশ্রুজল, কত ত্যাগের কথা সে জানাচ্ছে অপরের মাধ্যমে। প্যাণ্ডারাসের প্রশংসার চোখ দিয়ে না দেখেও আমি ট্রয়লাসকে হাজার গুণ ভাল করে জানি। তবু দূরে থাকতে চাই। ব্যবধানটাকে চাই বাঁচিয়ে রাখতে। কারণ নারীরা পুরুষের প্রেমনিবেদনের সময়েই দেবদূতের মত মনে হয় তাদের কাছে। একবার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেলেই সে নারীর আর দাম থাকে না। কোন বস্তু লাভের আসল আনন্দ আছে সে লাভের জন্য প্রচেষ্টার নিবিড়তার মধ্যে, লব্ধ বস্তুর মাঝে নয়। অলব্ধ বস্তুকে মানুষ অনেক বড় করে দেখে। তপ্ত কামনার নিবিড়তার মধ্যে কোন প্রেম যতখানি উজ্জ্বল থাকে করায়ত্ত সে প্রেমের মধ্যে তা থাকে না; ম্লান হয়ে যায় সে উজ্জ্বলতা। একথা যে জানে না সে ভালবাসা কি তা জানে না। আমি এই শিক্ষা সকলকে দিতে চাই। যতদিন প্রেমিকের কাছে ধরা দেবে না ততদিন সে অনুনয় বিনয় করবে আর ধরা দিলেই সে তখন হুকুম করবে।

তাই যদিও আমার অন্তরে থাকবে এক নীরব প্রেমের নিরুচ্চার অনুভূতি তবু আমার চোখে তার বিন্দুমাত্রও প্রকাশ পাবে না। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। গ্রীকদের শিবির। এ্যাগামেননের তাঁবুর সম্মুখস্থ স্থান।

সভা: এ্যাগামেনন, নেস্টর, ইউলিসেস, ডাওমীডস্‌, মেনেলাস ও অন্যান্যদের প্রবেশ

এ্যাগা। হে রাজন্যবর্গ, কোন দুঃখের ভারে বিষাদে মলিন হয়ে উঠেছে আপনাদের মুখমণ্ডল? পৃথিবীতে যে কোন কর্মপরিকল্পনার কালে মানুষ যে প্রভূত আশা আর বিপুল সম্ভাবনার আলো দেখতে পায় সে আশা সে সম্ভাবনা আমাদের এক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। জটিল লতার দ্বারা প্রতিহত মহীরুহের মত আমাদের অযত্নলালিত কর্মপ্রচেষ্টাকে বহু বাধাবিপত্তি সহ্য করতে হয়েছে। হে রাজন্যবর্গ, এটাও আমাদের অজানা নেই যে আমাদের উদ্দেশ্য আজও সফল হয়ে ওঠেনি। দীর্ঘ সাত বছরের অবরোধ সত্ত্বেও ট্রয়ের দুর্গপ্রাকার সদম্ভে দাঁড়িয়ে আছে আজও। এর আগে আমাদের প্রতিটি কর্মপ্রচেষ্টার নিবিড়তা কোন না কোন প্রতিকূল শক্তির দ্বারা নস্যাৎ হয়ে গেছে, কল্পিত আশার পুত্তলি গেছে ভেঙে। তথাপি হে রাজন্যবর্গ, তাতে লজ্জার কিছু নেই। আমাদের সততা ও নিষ্ঠাকে পরীক্ষা করার জন্য দেবরাজ জোভ এই সব প্রতিকূলতার দ্বারা ছলনা করছেন আমাদের সঙ্গে। যারা ভাগ্যের প্রসন্নতা আগেই পেয়ে গেছে তাদের মধ্যে সহনশক্তি, সততা, নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণের ধাতুগুলি পাওয়া যায় না। ভাগ্যের চোখে বীর-কাপুরুষ, বিজ্ঞ-নির্বোধ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব লোক সমান হলেও ভাগ্যের ভ্রূকুটির ঝড় সবাই সহ্য করতে পারে না। যারা হালকা প্রকৃতির লোক তাড়া উড়ে যায় সে ঝড়ে আর যারা গুণবান, যাদের উপযুক্ত গুরুত্ব আছে তারা সে ঝঞ্ঝা কাটিয়ে উঠে সাফল্য লাভ করতে পারে জীবনে।

নেস্টর। হে মহান এ্যাগামেনন, আপনার পদমর্যাদার প্রতি যথাবিহিত শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক নেস্টর আপনারই শেষ কথাটিকে সমর্থন করছে। নিয়তির নির্মম তিরস্কারের মধ্যেই আছে মানুষের মনুষ্যত্বের প্রমাণ। সমুদ্র যখন শান্ত থাকে তখন তার বুকের উপর দিয়ে অনেক ছোট ছোট নৌকো পাল তুলে বড় বড় জাহাজের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্বচ্ছন্দে ভেসে যায়। কিন্তু প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ুর আঘাতে সমুদ্রের শান্ত বুক যখন দীর্ণ বিদীর্ণ হয় তখন বড় বড় জাহাজগুলো ঢেউএর পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে পার্সিয়াসের ঘোড়ার মত বেশ

চলে যায়। কিন্তু ছোট ছোট সেই নৌকোগুলো বিক্ষুব্ধ ঢেউগুলোর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পেরে ওঠে না। হয় তারা ভয়ে কূলের দিকে পালিয়ে যায় অথবা সমুদ্রের ক্ষুধার খাদ্যে পরিণত হয়। সেই রকম কপট সাহস আর প্রকৃত সাহসের মধ্যে পার্থক্য কোথায় তা ভাগ্যের ঝড়েই পরীক্ষিত হয়। আবহাওয়া যখন ভাল থাকে এলোমেলো বাতাস বয় তখন গরু ভেড়ার পাল স্বচ্ছন্দে মাঠে বেড়ায়। কিন্তু যখন ভয়ঙ্কর মত্ত ঝড়ের আঘাতে বলিষ্ঠ ওক গাছও নুয়ে পড়ে তখন একমাত্র যে সব প্রাণীর শক্তি ও সাহস আছে তারাই সম্মুখীন হয় সে ঝড়ের ; বাকি যত সব নিকৃষ্ট প্রাণীরা পালিয়ে যায় কোন নিরাপদ আশ্রয়ের আড়ালে।

ইউলিসেস। হে মহান সেনাপতি এ্যাগামেমনন, সমগ্র গ্রীস দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ আমাদের সকলের জীবনের জীবন, আপনার মন এবং আমাদের সব মুখ এক ও অভিন্ন। হে মহামান্য নেস্টর, আপনারা দুজনেই যা বলবেন তা গ্রীসদেশের প্রতিটি মানুষের শোনা উচিত। আপনারা দুজনেই বিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ, তথাপি অনুগ্রহ করে ইউলিসেসের কথাটা যদি একবার শোনেন।

এ্যাগা। হে ইথাকারাজ, বলুন আপনি কি বলবেন। আপনার বক্তব্য যদি গুরুত্বহীন এবং অপ্রয়োজনীয়ও হয় তাহলেও আমরা তা শুনব।

ইউলি। ট্রয় যেটুকু নত হয়েছে তা শুধু বীর এ্যাগামেমননের জন্য। তাঁর জন্যই হেক্টরের রণকৌশলেও কোন কাজ হচ্ছে না। উনি গ্রীকশিবিরে না থাকলে মৌমাছিহীন মৌচাকের মত দেখায় আমাদের শিবিরটাকে। সৌরমণ্ডলে গ্রহ নক্ষত্রদের মধ্যেও বড় ছোট যোগ্য অযোগ্যের কথা আছে। গ্রহাধিপতি সূর্যই রাজার মত অন্য গ্রহ নক্ষত্রদের শাসন করে এবং বিধিমত পরিচালনা করে। সূর্যের অনুশাসন না থাকলে বিশৃংখলা দেখা দেবে গ্রহ নক্ষত্রদের জগতে এবং গ্রহ নক্ষত্ররা কক্ষচ্যুত হয়ে পড়ার ফলে ঝড় তুফান ও ভূমিকম্প দেখা দেবে পৃথিবীতে। আর তার ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যেও দেখা দেবে অনৈক্য আর বিশৃংখলা। সমুদ্রের ঢেউ কূল ছাপিয়ে পৃথিবীকে ভাসিয়ে দেবে, পুত্র পিতাকে হত্যা করবে, মানুষের অধিকার ও ন্যায়বিচার পদদলিত হবে। মানুষ গায়ের জোরেই তার সব ইচ্ছা সব ক্ষুধা পূরণ করবে। কিন্তু আজ আমাদের সেনাদলের মধ্যে উচ্চনীচ বিচার নেই। অধীনস্থ সেনারা সেনাপতি-দের সেরকম শ্রদ্ধাভক্তি করে না বলেই আজও ট্রয় অবিজিত অবস্থায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দুর্বলতার জন্যই আজও অপরাজিত হয়ে আছে ট্রয়।

নেস্টর। যে জ্বরবিকারের ফলে আমাদের সমস্ত শক্তি বিকল হয়ে উঠেছে ইউলিসেস যথেষ্ট বিজ্ঞতার সঙ্গে তার কারণ নির্ণয় করেছে।

এ্যাগা। আমাদের দুর্বলতার কারণ ত ইউলিসেস নির্দেশ করেছেন, কিন্তু এর প্রতিকার কি ?

ইউলি। মহান বীর এচিলিসের সবাই প্রশংসা করায় তিনি প্রমাদ গুণছেন। অসার বায়বীয় প্রশংসার ভারে তাঁর কান এমনই ভারী হয়ে উঠেছে, মন এমন অহঙ্কারী হয়ে উঠেছে যে তিনি আমাদের জয়ের আকাঙ্ক্ষা ও কর্মতৎপরতাকে অবহেলা করে তাঁর তাঁবুতে নিশ্চিন্তে শুয়ে আছেন। তাঁর সঙ্গে প্যাট্রোক্লাসও আলস্যে শুয়ে থেকে দিন কাটাচ্ছেন। তাঁরা এখন যেভাবে যুদ্ধ করেন তার মান এতই নিকৃষ্ট যে তা দেখলে হাসি পায়। মাঝে মাঝে এচিলিস এ্যাগামেনন সেজে অভিনয়ের ভঙ্গিতে লোক হাসায়। বীরত্বের দম্ভ নিয়ে পায়চারি করতে করতে মাঝে মাঝে এমন ভয়ঙ্করভাবে গর্জন করে যে সে গর্জন টাইফুন ঝড়ের গর্জনকেও হার মানায়। অভিনয় করতে করতে নিজে নিজেই চিৎকার করে ওঠে এচিলিস, 'অবিকল এ্যাগামেনন চমৎকার, নেস্টর, এবার তুমি আমার ভূমিকায় অভিনয় করো। এবার প্যাট্রোক্লাস, আমার ভূমিকায় অভিনয় করো।' কিন্তু এই সব বীরদের নকল করে কৌতুকাভিনয় করা মোটেই প্রকৃত বীরের কাজ নয়, এতে প্রকৃত বীরত্বের অপমৃত্যু ঘটে। এতে আমাদের যোগ্যতা স্বভাবের সততা, কৃতিত্বের গৌরব, সামরিক তৎপরতা এবং গুরুত্ব সব নস্যাৎ হয়ে যায়।

নেস্টর। ইউলিসেস ঠিকই বলেছে, এর ফলে যারা কম যোগ্য তারাও বড় বড় বীরদের নকল করতে গিয়ে অহঙ্কারী হয়ে উঠছে। যোগ্যতা অযোগ্যতার কথা ভাবছে না। এ্যাজাক্সও এচিলিসের মত অহঙ্কারী ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠছে এবং থার্সাইটসকে ক্রীতদাসের মত খাটাচ্ছে।

ইউলি। এদের মত লোকরাই আমাদের রণনীতিকে কাপুরুষতার পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে। তারা বিচারবুদ্ধির থেকে দৈহিক শক্তিকেই বড় করে দেখছে। তারা বোঝে না যে মানুষের মন বা বিচারবুদ্ধিই শত্রুদের শক্তির যাচাই করে কোন ক্ষেত্রে কত সৈন্য যুদ্ধ করবে তা ঠিক করে, সৈনিকদের যোগ্যতার বিচার করে তাদের যথাস্থানে নিযুক্ত করে। কিন্তু তারা মনের এই ভূমিকাকে যুদ্ধের ক্ষেত্রে কোন গুরুত্ব দেয় না। ঠাট্টা করে বলে এ হচ্ছে ঘরের মধ্যে নক্সাযুদ্ধ। মানুষ তার যে যুক্তি দিয়ে যে কোন কাজের

পরিকল্পনাকে কার্যে রূপায়িত করে তোলে সেই যুক্তির থেকে হাতের কাজকেই বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

নেস্টর। তাই হোক। তাই হতে দাও। তবু এচিলিসের ঘোড়ার ঠিকই দাম থাকবে। (বাদ্য)

এ্যাগা। কিসের রণদুন্দুভি? দেখত মেনেলাস।

মেনেলাস। ট্রয় থেকে আসছে এ দুন্দুভির শব্দ।

ঈনিসের প্রবেশ

এ্যাগা। আমাদের শিবিরে কি হেতু আপনার আগমন?

ঈনিস। দয়া করে বলবেন কি এটা এ্যাগামেমনের তাঁবু কিনা?

এ্যাগা। হ্যাঁ এইটাই তাঁর তাঁবু!

ঈনিস। আমি একজন রাজপুত্র। বর্তমানে দূত হিসাবে তাঁকে একটা কথা নিবেদন করার জন্য এসেছি।

এ্যাগা। নিশ্চয় তা করতে পারেন। যেসব গ্রীক বীরেরা স্বেচ্ছায় এ্যাগামেমনকে তাঁদের প্রধান সেনাপতিরূপে নির্বাচিত করেন তাঁদের সকলের সামনেই স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন আপনার কথাটা।

ঈনিস। এই সব রাজন্যবর্গের ভিতর থেকে কিকরে একজন অপরিচিত ব্যক্তি এ্যাগামেমনকে চিনে বার করবে?

এ্যাগা। কেমন করে?

ঈনিস। হ্যাঁ, আমি এইজন্যই একথা জিজ্ঞাসা করছি যে আমি যেন তাঁকে উপযুক্ত শ্রদ্ধা জানাতে পারি। সকালের তরুণ সূর্যকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সতী উষার গণ্ডদ্বয় যেমন লজ্জারক্ত হয়ে ওঠে আমিও তেমনি তাঁর মত বীরকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠব। এঁদের মধ্যে কে সেই মহান শক্তিধর এ্যাগামেমন?

এ্যাগা। এই ট্রয়বাসী আমাদের উপহাস করছে। অথবা ট্রয়ের লোকেরা স্বভাবতই রসিক পারিষদ হিসাবে যথেষ্ট পারদর্শী।

ঈনিস। তারা যখন পারিষদরূপে কথা বলে তখন তারা নিরস্ত্র অবস্থায় হাসিখুশির সঙ্গে খোলা মন নিয়ে কথা বলে; কিন্তু তারা যখন যুদ্ধ করে তখন তারা যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে অস্ত্র ধারণ করে যুদ্ধ করে তাদের সামরিক শক্তির পরিচয় দান করে। কিন্তু সংযত হও ঈনিস, মুখে আঙুল দিয়ে চুপ করো। যে ব্যক্তি প্রশংসার বস্তু সে নিজেই যদি নিজের প্রশংসা

করে তাহলে তার প্রশংসার গুরুত্বই নষ্ট হয়ে যায়। শত্রুরা প্রশংসা হিসাবে যে কথা বলে সেইটাই যথার্থ প্রশংসা।

এ্যাগা। আপনার নামই কি ঈনিস ?

ঈনিস। হ্যাঁ, গ্রীকবীর, আমার নাম ঈনিস।

এ্যাগা। আপনার দরকারটা কি ?

ঈনিস। ক্ষমা করবেন স্যার, সে দরকারের কথাটা আমি এ্যাগামেননের কানেই বলতে চাই।

এ্যাগা। ট্রয় থেকে আসা কোন ব্যক্তির সঙ্গে তিনি গোপনে কোন কথা বলবেন না।

ঈনিস। আমিও ট্রয় থেকে এসে তাঁর কানে কানে কোন কথা বলব না। আমি তাঁকে প্রথমে ভালভাবে জানিয়ে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করে তবে আমার কথা তাঁকে বলব।

এ্যাগা। সে কথা আপনি বাতাসের মত স্বচ্ছন্দভাবে বলতে পারেন, এটা এ্যাগামেমনের ঘুমের সময় নয়। মনে রাখবেন, তিনি জেগে আছেন এবং তিনিই আপনার সঙ্গে কথা বলছেন।

ঈনিস। হে জয়ঢাক আরো উচ্চৈঃস্বরে বাজো। তোমার ধাতব শব্দ এই সব শিবিরের আলস্য ভেদ করে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হোক। প্রতিটি যোগ্য গ্রীকবীর ট্রয়ের এই ঘোষণার কথা অবগত হোন। (ঢাকের বাজনা) আমাদের ট্রয় দুর্গের মধ্যেও একজন এ্যাগামেনন আছেন, তিনি হলেন রাজা প্রিয়ামের পুত্র বীর হেক্টর, যিনি এই দীর্ঘকাল অলস অবস্থায় বসে থেকে থেকে অকর্মণ্য হয়ে পড়েছেন। তিনি ঢাক পিটিয়ে তাঁর একটা কথা প্রচারের ভার দিয়েছেন আমার উপর। তিনি আমাকে বলতে বলেছেন: 'হে রাজন্যবর্গ এবং পারিষদগণ, আপনাদের সুন্দর গ্রীসদেশের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকেন যিনি তাঁর আরাম উপভোগের থেকে আত্ম-সম্মানকে বড় করে দেখেন, বিপদের প্রতি ভয়ের থেকে যশের প্রতি কামনা যাঁর বেশী, যিনি মনে প্রাণে বীর এবং ভয় কাকে বলে জানেন না, যিনি তাঁর প্রণয়িণীকে যথার্থই ভালবাসেন এবং সে ভালবাসা মুখের কথা বা সামান্য শপথবাক্যের থেকে অনেক বেশী মূল্যবান এবং যদি তাঁর প্রণয়িণীর প্রতি ভালবাসা আর তার যোগ্যতার প্রতি সম্মানের খাতিরে যে কোন প্রতিপক্ষের সঙ্গে অস্ত্রযুদ্ধে সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত—

আমার এ আহ্বান তাঁরই জন্য। ট্রয়ের বীর হেক্টরের একজন প্রেমিকা আছেন যিনি গ্রীসের যে কোন নারীর তুলনায় সৌন্দর্যে সততায় ও বিজ্ঞতায় অনেক বেশী যোগ্য। আগামীকাল গ্রীকশিবির আর ট্রয়ের দুর্গপ্রাকারের মধ্যবর্তী স্থানে জয়ঢাকের বাদ্য সহকারে প্রেমে বিশ্বস্ত কোন গ্রীকবীরকে আহ্বান করা হবে। যদি কোন গ্রীকবীর সে বাদ্য শুনে বেরিয়ে আসেন হেক্টর তাঁকে সম্মানিত করবেন। আর যদি কেউ না আসেন তাহলে ট্রয়ের মধ্যে ফিরে গিয়ে হেক্টর বলবেন গ্রীসের নারীরা দেখতে কালো কুৎসিত এবং তারা সামান্য একটা বর্শার ফলার উপযুক্তও নয়।

এ্যাগা। এ কথা আমাদের মধ্যে যারা প্রেমিক তাদেরই বলা উচিত। তবে এ ধরনের কোন লোক যদি থাকে তাকে আমরা দেশে ফেলে রেখে এসেছি। আমরা হচ্ছি সৈনিক, প্রেমিক নই। সৈনিক যদি প্রেমে আকণ্ঠ মগ্ন থাকে তাহলে সে সৈনিক হিসাবে তার সামরিক যোগ্যতার যথাযথ পরিচয় কিছুতেই দিতে পারবে না। যে লোকের এ যোগ্যতা আছে সেই হেক্টরের সম্মুখীন হতে পারবে। আর যদি কেউ তার সম্মুখীন হবার জন্য এগিয়ে না আসে তাহলে আমি আসব।

নেস্টর। হেক্টরকে নেস্টরের কথা বলবেন। বলবেন হেক্টরের ঠাকুরমা যখন ছিলেন দুগ্ধপোষ্য শিশু তখন সে ছিল পূর্ণ যুবক। এখন আমি যথেষ্ট বৃদ্ধ হয়েছি, তবু গ্রীসে যদি এমন কেউ না থাকে প্রেমের খাতিরে যে তার বীরত্বের অগ্নিস্ফুলিঙ্গের স্ফুরণ ঘটাতে পারে তাহলে আমি তা করব। আমি আমার সাদা দাড়ি সোনালি রঙে ঢেকে হেক্টরের সামনে দাঁড়িয়ে বলব, আমার প্রণয়িণী তাঁর পিতামহীর থেকেও সুন্দরী আর সারা পৃথিবীর মধ্যে যদি কোনও নারী থাকে ত সে হচ্ছে তাই। তার যৌবন এখন বন্যার জলের মতই উদ্দাম; আমি আমার দেহের তিন ফোঁটা রক্ত দিয়ে আমার এ কথার সত্যতা প্রমাণ করব।

ঈনিস। ভগবান করুন, এ ধরনের যুবকের যেন অভাব না হয় আমাদের দেশে।

ইউলি। সত্যিই তা যেন না হয়।

এ্যাগা। হে মান্যবর সভাসদ ঈনিস, আসুন আপনার করমর্দন করি। আমাদের মঞ্চে আপনাকে নিয়ে যাব। এচিলিসকে একথা জানাতে হবে। প্রতিটি তাঁবুর মধ্যে গিয়ে প্রতিটি গ্রীকবীরকে একথা জানানো হবে। যাবার

আগে আপনাকে আমাদের ভোজসভায় যোগদান করতে হবে। এক মহান শত্রুর মর্যাদা দান করে আপনাকে জানানো হবে এক সাদর অভ্যর্থনা।

(ইউলিসেস ও নেস্টর ছাড়া সকলের প্রস্থান)

ইউলি। নেস্টর।

নেস্টর। বল ইউলিসেস।

ইউলি। আমার মনে জন্ম নিয়েছে এক শিশু কল্পনা; আপনি সে কল্পনাকে উপযুক্ত ভাবমূর্তি দান করুন।

নেস্টর। কী সে কল্পনা?

ইউলি। যে অহঙ্কারের বীজ ছড়ানো হয়েছে তা একমাত্র এচিলিসের মনেই অঙ্কুরিত হয়ে উঠবে। হেক্টর সাধারণভাবে গ্রীকবীরদের প্রতি এ আহ্বান জানালেও আসলে সে এচিলিসকে লক্ষ্য করেই এ আহ্বান পাঠিয়েছে।

নেস্টর। সত্যিই তাই। তার স্থুল উদ্দেশ্যটা প্রকট হয়ে উঠেছে তার ঘোষণার মধ্যে। এচিলিসের মাথাটা লিবিয়ার তীরভূমির মত অনুর্বর হলেও হেক্টরের আসল উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারত সে।

ইউলি। তাকে এ বিষয়ে উত্তেজিত করে তোলা হবে? আপনি কি মনে করেন?

নেস্টর। একমাত্র এচিলিস ছাড়া আর কেই বা হেক্টরের কাছ থেকে এ সম্মান লাভ করে আনবে। এ লড়াই খেলাচ্ছলে হলেও এর উপর অনেক মতামতের গুরুত্ব নির্ভর করছে। এখানে সাফল্যটা ব্যক্তিগত হলেও তার ভাল মন্দ তাৎপর্যটা আমাদের সকলের উপরেই সমানভাবে বর্তাবে। কারণ এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে আমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি হেক্টরের সঙ্গে লড়াই করতে যাবে সে আমাদের দ্বারাই নির্বাচিত বীর। আর এই নির্বাচনের মধ্যে আমাদের সকলেরই বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যাবে। এটা বেশ বোঝা যাবে তরবারি যেমন মানুষেরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা চালিত হয় তেমনি হেক্টরের সেই প্রতিদ্বন্দ্বীও আমাদের দ্বারাই হবে পরিচালিত।

ইউলি। আমায় ক্ষমা করুন, আমার মতে এখন এচিলিসের যাওয়া উচিত হবে না। এখন তাকে না পাঠিয়ে তার থেকে অযোগ্য কোন লোককে পাঠানো হোক। বাজারে বিক্রির জন্য বিক্রেতারা প্রথমে নিকৃষ্ট পণ্যই বার

করে দেখায়। এচিলিসের যাওয়ার ব্যাপারে মত দেবেন না। এই দুই বীরের যুদ্ধের সঙ্গে আমাদের অনেক সম্মান আর লজ্জার কথা জড়িয়ে আছে।

নেস্টর। আমি আমার বৃদ্ধের চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি।না তাদের। কে তারা ?

ইউলি। হেক্টরের কাছ থেকে যে গৌরব অর্জন করে আনবে এচিলিস তা কি আমরা সবাই মিলে ভাগ করে নেব না ? তবে এচিলিস এমনিতেই বড় অহঙ্কারী। আর তাছাড়া এচিলিস কি হেক্টরের সঙ্গে পেরে উঠবে ? যদি সে হেরে যায় ? যতই হোক সে একজন শ্রেষ্ঠ বীর ত। কেন আমরা তাকে হারাতে যাব ? তার থেকে এক ভাগ্য গণনার ব্যবস্থা করুন এবং কৌশলে বোকা এ্যাজাক্সকে হেক্টরের সঙ্গে লড়াই করতে পাঠাবার জন্য নির্বাচিত করা হোক। নির্বোধ এ্যাজাক্স যদি নিরাপদে ফিরে আসে তাহলে আমরা ওর গুণগান করব আবেগময় ভাষায় আর যদি হেরে যায় তাহলে আমরা এই ভেবে সান্ত্বনা পাব যে এখনো ভাল লোক যোগ্য লোক আমাদের আছে। আমাদের পরিকল্পনা হলো এই যে এ্যাজাক্স এ কাজে প্রেরিত হলে এচিলিসের অহঙ্কারের অনেকটা হানি হবে।

নেস্টর। তোমার পরামর্শটা এবার আমি বুঝতে পেরেছি ইউলিসেস। আমি শীঘ্রই এ্যাগামেননকে আমার মতামত জানিয়ে দেব। চল আমরা সোজা তার কাছে যাই।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। গ্রীক শিবির।

এ্যাজাক্স ও থার্সাইটস্‌এর প্রবেশ

এ্যাজাক্স। থার্সাইটস্।

থার্সাইটস্। এ্যাগামেননের গোটা গায়ে যদি ফোড়া হত।

এ্যাজাক্স। থার্সাইটস্।

থার্সাই। তাহলে কি এ্যাগামেনন সেই ফোড়া নিয়ে ছুটতে পারত ?

এ্যাজাক্স। কুকুরটা কোথাকার !

থার্সাই। তাহলে তাকে দিয়েই আপনার সব কাজ করাবেন। তাকেই সব কথা বলবেন। আমার তা শোনার দরকার নেই।

এ্যাজাক্স। মানুষের পেটে তোমার জন্ম নয়, তোমার জন্ম নেক্‌ড়ের পেটে। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না?

(মারল)

থার্সাই। সারা গ্রীসের অভিশাপ তোমার মাথায় পড়ুক। তুমি হচ্ছ সবচেয়ে মাথামোটা পারিষদ।

এ্যাজাক্স। আচ্ছা বল বল, আমি তোমাকে মেরে ঠাণ্ডা করে দেব।

থার্সাই। আমিও তোমাকে ভদ্রতা কাকে বলে শিখিয়ে দেব।

এ্যাজাক্স। ব্যাঙের প্রস্রাব কোথাকার! আমার ঘোষণার কথা শোন।

থার্সাই। তুমি যে আমাকে এত করে মারছ, তুমি কি ভেবেছ আমার কোন অনুভূতিশক্তি নেই?

এ্যাজাক্স। আমার ঘোষণা।

থার্সাই। তুমি হচ্ছ ঘোষিত নির্বোধ।

এ্যাজাক্স। আমাকে রাগাস না, আমার হাত সুর সুর করছে তোকে মারার জন্মে।

থার্সাই। তুমি ত সব সময় এচিলিসের নিন্দা করো। সাবিয়াস যেমন প্রসপার পিতার হিংসা করে তুমিও তেমনি এচিলিসের হিংসা করো।

এ্যাজাক্স। থার্সাইটস্‌!

থার্সাই। ক্ষমতা থাকে ত তাকে মারগে। সে তোমাকে ঘুঁষি মেরে নাক ভেঙ্গে দেবে। জাহাজের নাবিকরা যেমন করে বিস্কুট ভেঙ্গে খায় তেমনি সে তোমার দেহটাকেও ভেঙ্গে মুচড়ে দেবে।

এ্যাজাক্স। খানকির বেটা, কুকুর কোথাকার!

(মারল)

থার্সাই। মারো মারো। তোমার মাথায় বুদ্ধি বলে কিছুই নেই। তুমি ট্রয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছ, কিন্তু বুদ্ধিমানদের মধ্যে তোমাকে নিয়ে কেনা-বেচা চলছে। তোমার মাথায় কিছু নেই। ফের যদি আমায় মারো তাহলে আমি তোমার সম্বন্ধে সব কথা বলে দেব।

এ্যাজাক্স। কুকুর কোথাকার! (মারল)

থার্সাই। মারো মারো, অভদ্র কোথাকার!

এচিলিস ও প্যাট্রোক্লাসের প্রবেশ

এচিলিস। কি হলো এ্যাজাক্স, ওকে মারছ কেন? কি হলো থার্সাইটস্, ব্যাপার কি?

থার্সাই। আপনি দেখলেন ত যে কি করছে?

এচিলিস। কিন্তু ব্যাপারটা কি বল।

থার্সাই। আপনি ওর পানে একবার তাকিয়ে দেখুন। ভাল করে খুঁটিয়ে দেখুন।

এচিলিস। তা না হয় দেখছি, কিন্তু ব্যাপারটা কি বল।

থার্সাই। না না, ওকে ভাল করে দেখেননি, আপনি ওকে যাই ভাবুন না কেন, এ্যাজাক্স আসলে যা তাই ও রয়ে যাবে।

এচিলিস। একথা আমি জানি নির্বোধ।

থার্সাই। কিন্তু ঐ নির্বোধটি নিজেকেই জানে না।

এ্যাজাক্স। এই কথার জন্য আমি তোমাকে মারলাম।

থার্সাই। লর্ড এচিলিস, আপনি ওকে চেনেন। এক পেনির নয় ভাগের এক ভাগ যোগ্যতাও ওর নেই। ওর মাথার বুদ্ধি আছে পেটে আর পায়ের বাত আছে মাথায়। আমি ওর সম্বন্ধে যা জানি সব বলে দেব।

এচিলিস। কি জান?

থার্সাই। আমি তাহলে বলে দিচ্ছি এ্যাজাক্স— (এ্যাজাক্স মারতে গেল)

এচিলিস। না মেরো না এ্যাজাক্স।

থার্সাই। যে হেলেনের জন্য ও যুদ্ধ করতে এসেছে সেই হেলেনের ছুঁচের চোখটা বন্ধ করার মত বুদ্ধিও ওর নেই।

এচিলিস। চুপ করো ভাঁড় মশাই।

থার্সাই। আমি ত চুপ করব স্যার, ওকে দেখুন, ও ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এ্যাজাক্স। জঘন্য কুকুরটা! আমি তোকে—

এচিলিস। তুমি শেষে একটা বোকা লোকের উপর তোমার যত বুদ্ধি প্রয়োগ করছ।

থার্সাই। এই বোকা লোকের বুদ্ধিই ওকে লজ্জা দেবে।

এচিলিস। কিন্তু ঝগড়াটা কি নিয়ে?

এ্যাজাক্স। আমি দুষ্ট পেঁচাটাকে একটা ঘোষণার কথা বলছিলাম আর ও আমায় যা তা বলে নিন্দে করতে লাগল।

থার্সাই। যাও আমি তোমার কথা শুনব না। আমি তোমার চাকরি করি না। আমি এখানে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করি।

এচিলিস। কিন্তু তোমার শেষের কাজটা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে করনি, কেউ কখনো স্বেচ্ছায় মার খায় না।

থার্সাই। তা হোক। আপনারও যা কিছু বুদ্ধি সব আছে আপনার পেশীতে; মাথায় কিছু নেই। হেক্টর আপনার মাথাটা একেবারে ভেঙ্গে দেবে।

এচিলিস। আমাকে? কি বলছ থার্সাইটস্।

থার্সাই। ইউলিসেস আর নেস্টর যাদের বুদ্ধি আপনার ঠাকুরমার জন্মের আগে থেকেই পাকা হয়ে উঠেছে তারা আপনাকে এই যুদ্ধের ক্ষেত্রে লাঙ্গলের বলদের মত জুড়ে কাজে লাগাচ্ছে।

এচিলিস। কি, কি বললে?

থার্সাই। হ্যাঁ, ঠিক বলছি, এচিলিস, এ্যাজাক্স—সবাই কেই ওরা এমনি করছে।

এ্যাজাক্স। আমি তোর জিবটা কেটে নেব।

থার্সাই। তা হলেও আমি কথা বলে যাব।

প্যাট্রো। চুপ করো থার্সাইটস্।

থার্সাই। এচিলিস বললে আমি চুপ করব। আমি যাচ্ছি, এ তাঁবুতে আমি একমাত্র তখনি ফিরে আসব যখন তোমরা সবাই ফাঁসিকাঠে ঝুলবে। এখন আমি এই বোকাদের সঙ্গ ছেড়ে বুদ্ধিমানদের কাছে চলে যাব।

(প্রস্থান)

প্যাট্রো। যাক, বাঁচা গেল।

এচিলিস। সত্যি, একথা আমাদের প্রতিটি শিবিরে ঘোষিত হয়েছে যে আগামী কাল সকাল পাঁচটার সময় হেক্টর গ্রীকশিবির আর ট্রয়ের দুর্গ-প্রাকারের মাঝখানে জয়ঢাক বাজিয়ে যে কোন একজন গ্রীকবীরকে যুদ্ধে আহ্বান জানাবে। আমি জানি না এর কারণ কি। যাই হোক বিদায়।

এ্যাজাক্স। বিদায়, কে তার আহ্বানে যাবে?

এচিলিস। আমি তা জানি না। ভাগ্য গণনা করা হবে। কিন্তু হেক্টর জানে কাকে সে চায়?

এ্যাজাক্স। সে তাহলে তোমাকেই চায়? এ বিষয়ে আরো কিছু জানতে হবে।

(সকলের প্রস্থান)

দৃশ্য। ট্রয়। প্রিয়ামের প্রাসাদ।

প্রিয়াম, হেক্টর, ট্রয়লাস, প্যারিস ও হেলেনাসের প্রবেশ

প্রিয়াম। এ নিয়ে দিনের পর পর দিন কেটে গেছে, অনেক জীবন নষ্ট হয়েছে, অনেক বাক্যব্যয় হয়েছে। গ্রীকদের পক্ষ থেকে নেস্টর আবার অনুরোধ জানিয়েছেন। হেলেনকে প্রত্যর্পণ করলেই সর্বগ্রাসী যুদ্ধ আমাদের যে সব প্রাণ, সম্মান, সময়, শ্রম গ্রাস করে ফেলছে দিনে দিনে তা সব বন্ধ হয়ে যাবে। হেক্টর, এ বিষয়ে তুমি কি বল?

হেক্টর। হে মহারাজ, গ্রীকদের ভয়ে সত্যিই আমি ভীত। হেলেনকে যেতে দিন। তারই জন্য প্রথম এ যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে অনেক জীবনহানি হয়েছে, অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে। অথচ যার জন্য আমরা এত কিছু হারিয়েছি, সে কোনক্রমেই তার যোগ্য নয়। সুতরাং কোন যুক্তিতে হেলেনকে প্রত্যর্পণ করা হবে না তা বুঝতে পারছি না। জয়ের এই মিথ্যা নিশ্চয়তাবোধই আমাদের শান্তির পথে একমাত্র বিঘ্নসৃষ্টিকারী; বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সংযত সংশয়ের আলোর দ্বারাই পথ চিনে চলেন।

ট্রয়। ধিক ভাই! সাধারণ বিচারের নিক্তি দিয়ে আমাদের মহান পিতা রাজা প্রিয়ামের যোগ্যতা ও সম্মানকে ওজন করে দেখছ! তুমি কি তাঁর অতীতের কীর্তি ও কৃতিত্বের মধ্যে ভয়ের বা লজ্জার কোন কিছু দেখেছ?

হেলেনাস। আমাদের যুক্তির দ্বারাই তিনি এ বিষয়ে পরিচালিত হতে চাইছেন। কিন্তু তুমি যেভাবে তাঁর যুক্তিতে আঘাত দিচ্ছ তার মধ্যে কোন যুক্তি নেই।

ট্রয়। তোমার কাজ ত শুধু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখা। হাতে যুক্তির দস্তানা পরে হাত গুটিয়ে বসে আছ। শত্রুরা তোমার ক্ষতি করুক, তাদের বিপজ্জনক তরবারি তোমার মাথার উপর নিক্ষিপ্ত হোক আর তুমি যুক্তির পাখায় ভর করে সব ক্ষয়ক্ষতির মাথার উপর দিয়ে উড়ে পালিয়ে যাও। যুক্তির কথা বললে আমাকে দরজা বন্ধ করে ঘুমোতে হয়। শিশু অথবা কক্ষচ্যুত তারকার মত তাহলে শত্রু দেখে ছুটে পালাতে হয় যুক্তির কথা শুনিয়ে। মনুষ্যত্ব আর সম্মান অর্জন করতে হলে শুধু যুক্তি থাকলে হয় না, তার সঙ্গে হৃদয় থাকা চাই।

হেক্টর। তাকে রক্ষা করার জন্য আমাদের যেসব ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করতে হচ্ছে হেলেন তার যোগ্য নয়।

ট্রয়। তুমি তার মূল্য যেভাবে দেখবে সেইভাবেই তার যোগ্যতা যাচাই হবে। অর্থাৎ তোমার দেখার মধ্যেই ভুল আছে।

হেক্টর। কোন বস্তুর প্রকৃত মূল্য বা মর্যাদা আছে সেই বস্তুর মধ্যে ; অন্যের মন বা ইচ্ছার মধ্যে নেই। দেখ, অনেকে পৌত্তলিক দেবতার থেকে দেবতার পূজাটাকেই বড় করে দেখে।

ট্রয়। আজ আমি এক নারীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছি এবং আমি আমার স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা তাকে নির্বাচন করেছি। আমার চোখ আর কান আমার ইচ্ছা ও বিচারবুদ্ধিকে পথ দেখিয়েছে। যাকে আমি একবার স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেছি তাকে কোনমতেই আমি ত্যাগ করতে পারি না কারণ তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমার সম্মানের প্রশ্ন। আমরা কোন রেশমী পোষাক কিনে পরে ময়লা বলে তা ফিরিয়ে দিতে পারি না। গ্রীকদের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য প্যারিসকে যখন পাঠানো হয় তখন আপনারা সকলেই মত দিয়েছিলেন। আমাদের বংশের একজন বৃদ্ধা মহিলাকে গ্রীকরা বন্দী করে রেখে দেওয়ার জন্য প্যারিস এমনই এক গ্রীসের রাণীকে নিয়ে আসে যার রূপলাবণ্যের কাছে স্বয়ং এ্যাপোলোকেও কুরূপা মনে হয়, যার রূপের আলোর কাছে প্রভাতের উজ্জ্বলতাও হার মানে। কেন আমরা তাঁকে রেখেছি? তিনি হচ্ছেন এমনই মুক্তা যার দাম হাজার হাজার জাহাজের থেকেও বেশী এবং যিনি বহু রাজাকে পণ্য ব্যবসায়ীতে পরিণত করেছেন। প্যারিস যখন যায় তখন আপনারা তাকে 'যাও যাও' বলেছিলেন। আর সে যখন হেলেনকে নিয়ে আসে তখন আপনারা তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে অমূল্য উপহার বলে অভিহিত করেছিলেন হেলেনকে। তা যদি হয় তাহলে কেন আপনারা উপযুক্ত বিচার বিবেচনার পর এই রাজ্য ও সমুদ্রের থেকেও বেশী মূল্যবান বলে মত প্রকাশ করেছিলেন, আজ তাকে কেন হীন ভাবছেন? তাহলে কি ধরতে হবে যে বস্তুকে আমরা চুরি করে এনেছি তার যোগ্য নই আমরা এবং নিজেদের কাছে সে বস্তুকে রাখতে ভয় পাই?

ক্যাসাণ্ড্রা। (ভিতর থেকে) কাঁদো ট্রয়বাসীরা, কাঁদো।

প্রিয়াম। কিসের গোলমাল?

ট্রয়। আমাদের উন্মাদ বোন। আমি তার কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারছি।

হেক্টর। ও হচ্ছে ক্যাসাণ্ড্রা।

উন্মত্ত অবস্থায় ক্যাসাণ্ড্রার প্রবেশ

ক্যাসাণ্ড্রা। কাঁদো ট্রয়বাসীরা, কাঁদো। আমাকে দশ হাজার চোখ দাও এবং আমি অশ্রু দিয়ে ভরিয়ে দেব সেই সব চোখ।

হেক্টর। থাম থাম, চুপ করো।

ক্যাসাণ্ড্রা। বালক বালিকা, মধ্যবয়সী, বৃদ্ধ সকলকেই কাঁদতে হবে একদিন আমার সঙ্গে। এমন একদিন আসবে যেদিন আর্তনাদে ভেঙ্গে পড়তে হবে সকলকে। এখন থেকে কাঁদার অভ্যাস করো। ট্রয়ের পতন ঘটবেই, সে আর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। আমাদের মাথা মোটা তাই প্যারিস আমাদের সকলকেই পুড়িয়ে মারবে। হেলেনকে অভিশাপ দাও সবাই। হেলেনকে যেতে দাও, তা না হলে ট্রয় পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। (প্রস্থান)

হেক্টর। শোন উত্তপ্ত যৌবন ট্রয়লাস, আমাদের বোনের এই তাৎপর্যপূর্ণ কথাগুলো তোমার মধ্যে কোন অনুশোচনা জাগাতে পারল না। তোমার রক্ত এখনো এমনই উত্তপ্ত যে সেখানে কোন যুক্তি বা পরাজয়চিন্তা প্রবেশ করতে পারছে না?

ট্রয়। কেন ভাই হেক্টর, এভাবে আমাদের কোন কর্মাকর্মের নৈতিকতা বিচার করা উচিত নয়। ক্যাসাণ্ড্রা উন্মাদ হয়েছে বলে কি আমরা আমাদের সকল সাহস ও বীরত্বে জলাঞ্জলি দেব? যে যুদ্ধে আমাদের দেশের বহু সম্মানিত ব্যক্তি গৌরব অর্জনের জন্য যোগদান করেছেন সেই যুদ্ধে উন্মাদ ক্যাসাণ্ড্রার প্রলাপোক্তি শুনে থামিয়ে দিতে হবে?

প্যারিস। আমি স্বর্গের দেবতাদের সাক্ষী মানছি, আপনারা তখন আমায় এ কাজে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। আমার কামনাতে জুগিয়েছিলেন ইন্ধন। তা না হলে এই কঠিন কাজের দায়িত্ব একা আমি কখনই নিতাম না। আমি একা কখনই এত বড় প্রতিপক্ষের শত্রুতার ঝুঁকি নিতাম না। যদি জানতাম একা আমাকে এ কর্মের সমস্ত প্রতিফল ভোগ করতে হবে তাহলে কখনই আমি এ কাজ করতাম না।

প্রিয়াম। তোমার মধু এখনো আছে, তবে সে মধুর চারিদিকে বিষই বেশী। এটা এমন কিছু প্রশংসার কথা নয়।

প্যারিস। স্যার আমি শুধু আমার ব্যক্তিগত আনন্দ উপভোগের জন্য হেলেনের মত সুন্দরী রাণী নিয়ে আসিনি। তাকে এখানে রাখতে পারাটা

আমাদের জাতির পক্ষে একটা গৌরবের কথা। যদি এখন তাকে জোর করে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে তখন কেন তাকে তার রাজ্য থেকে আনা হয়? আমার পক্ষে সেটা লজ্জার কথা হবে না কি? হেলেনকে রক্ষা করার জন্য আমাদের দেশের ছোট বড় প্রতিটি মানুষই যুদ্ধে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। সারা জগতের মধ্যে যার কোন তুলনা নেই তার জন্যে আমরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে প্রস্তুত।

হেক্টর। প্যারিস ও ট্রয়লাস, তোমরা দুজনেই অতি উত্তম কথা বলেছ। তোমরা এই আলোচ্য বিষয়বস্তুটাকে অহেতুক রং চড়িয়ে বড় করে তুলেছ। তোমরা অবশ্য অবিমৃষ্যকারী যুবকদের উপযুক্ত কথাই বলেছ। এই জন্যই এ্যারিষ্টোটল বলেছেন যুবকরা নীতি বিজ্ঞান ও দর্শনের কথা শোনার উপযুক্ত নয়। তোমরা যে যুক্তি দেখিয়েছ তা যৌবনসুলভ উত্তপ্ত রক্তেরই অনুকূল কথা, ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে একদিকে দৃঢ়তার সঙ্গে নেবার মত কোন দৃঢ়তা নেই সে যুক্তির মধ্যে। যদি কেউ অন্যায় করে থাকে তাহলে প্রকৃতি সেই অন্যায়কারীকে তার প্রাপ্য শাস্তি ঠিকই দেন। মানুষের জগতে স্বামীর কাছে স্ত্রীর থেকে আর কে বেশী আপন আছে? স্বামী-স্ত্রীর এই সম্পর্ক প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা চালিত হয়। প্রকৃতির এই নিয়ম কোন অবৈধ প্রেমাসক্তির দ্বারা ভঙ্গ করা উচিত নয়। যদি কোন ব্যভিচারী মানুষের অবাধ্য ক্ষুধা স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র সম্পর্ককে ক্ষুণ্ন করতে চায় তাহলে তাকে বাধা দেওয়ার রীতি সকল সভ্য জাতির মধ্যেই আছে। হেলেন যদি স্পার্টার রাজার স্ত্রী হয় এবং সারা জগতের লোক তাই জানে—তাহলে প্রকৃতি ও মানব জগতের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। জেদের বশবর্তী হয়ে কোন অন্যায় করলেই যেমন অন্যায়ের গুরুত্ব খর্ব হয়ে যায় না, বরং তার পরিমাণ আরো বেড়ে যায়। হেক্টরের এই হলো অভিমত হেলেনকে রাখার ব্যাপারে। আমার মতে এ ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের সমগ্র জাতির মর্যাদা আছে জড়িয়ে।

ট্রয়। এইবার আসল কথায় এস। যদি এ ব্যাপারে কোন গৌরব না থাকত তাহলে আমি কোন ট্রয়বাসীকে এক ফোঁটা রক্তপাত করতেও বলতাম না। ভেবে দেখ হে সুযোগ্য হেক্টর, হেলেন এখন এক বিরাট সম্মান আর খ্যাতির বিষয়বস্তু, বহু মহান ও বীরত্বপূর্ণ কর্মপ্রেরণার উৎসস্থল। তার জন্য যুদ্ধ করে আমরা ভবিষ্যতের জন্য এক অক্ষয় খ্যাতি লাভ করতে পারি। সুতরাং আমি

আশা করি হেক্টর নিশ্চয় এই নিশ্চিত গৌরব অর্জনের সুযোগ হারাবে না। সারা দুনিয়ার সম্পদের বিনিময়েও না।

হেক্টর। মহান রাজা প্রেয়ামের হে বীর পুত্রগণ। আমি তোমাদেরই একজন। আমি এরই মধ্যে গ্রীক সেনাপতির কাছে এক সামরিক আহ্বান পাঠিয়ে দিয়েছি। সে আহ্বানের গুণে তারা আশ্চর্য হয়ে তৎপর হয়ে উঠবে। তাদের অলস আত্মা জেগে উঠবে নূতন উদ্যমে। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। গ্রীক শিবির। এচিলিসের তাঁবুর সম্মুখ ভাগ।

একা থার্সাইটস্‌এর প্রবেশ

থার্সাই। এখন কেমন আছ থার্সাইটস্? তোমার ক্রোধের গোলকধাঁধায় কি হারিয়েছ তুমি? বোকা হাতী এ্যাজাক্স কি এইভাবেই চলবে? আমি তার নিন্দে করেছি আর সে আমাকে প্রহার করেছে। কিন্তু এটার যদি উল্টো হত? অর্থাৎ সে যদি আমার নিন্দে করত আর আমি তাকে মারতাম? এখনো পর্যন্ত যদি এচিলিস আর এ্যাজাক্স দুজনে মিলে ট্রয় জয় করতে না পারে তাহলে আর কোনদিন কেউ তা পারবে না। ট্রয়ের দুর্গ ঠিকই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকবে চিরদিন। আমরা যেন ক্রমশই মাকড়সার জালে জড়িয়ে পড়ছি। এর পর আমরা হেরে গেলে আমাদের গোটা গ্রীক শিবিরের উপর প্রতিশোধ নেওয়া হবে। কই লর্ড এচিলিস কোথায়?

প্যাট্রোক্লাসের প্রবেশ

প্যাট্রো। কে ওখানে? থার্সাইটস্? এস এস নিন্দা করো যার হোক।

থার্সাই। মানবজাতির যে দুটো সবচেয়ে বড় অভিশাপ সেই অজ্ঞতা আর নির্বুদ্ধিতা অনেক বেশী পরিমাণে থাকে যেন তোমার মধ্যে। শৃংখলা যেন কখনো তোমার ধারে কাছে না ঘেঁষে। কই এচিলিস কোথায়?

প্যাট্রো। আচ্ছা তুমি কি ভক্ত? তুমি কি প্রার্থনা করছিলে?

থার্সাই। হ্যাঁ, আমার প্রার্থনার কথা যেন ঈশ্বর শোনেন।

প্যাট্রো। তাই হোক।

এচিলিসের প্রবেশ

এচিলিস। কে ওখানে?

প্যাট্রো। থার্সাইটস্ প্রভু।

এচিলিস। কই, কোথায় থার্সাইটস্, অনেকদিন তুমি আমার হাসির খোরাক জোটাওনি। এস এস। আচ্ছা বল দেখি এ্যাগামেনন কে?

থার্সাই। আপনার সেনাপতি। আচ্ছা বলত প্যাট্রোক্লাস, এচিলিস কে ?

প্যাট্রো। তোমার প্রভু। আচ্ছা এবার বল থার্সাইটস্‌ কে ?

থার্সাই। তোমাকে যে জানে। এবার বল তুমি কে ?

প্যাট্রো। আমি কে তা ত তুমিই ভাল জান বললে।

এচিলিস। ওঃ শুধু বল আর বল।

থার্সাই। আমি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছি। এ্যাগামেমনের কথায় এচিলিস চলে, এচিলিস একটা বোকা। আমি হচ্ছি প্যাট্রোক্লাসের ভ্রাতা আর প্যাট্রোক্লাস একটি বোকা। আমরা সবাই বোকা।

প্যাট্রো। তুমি হচ্ছ একটি খচ্চর।

থার্সাই। থাম, আমার কথা এখনো শেষ হয়নি।

এচিলিস। আমরা সবাই বোকা কেন একথা বললে ?

থার্সাই। এচিলিসের মত বোকাকে চালায় বলে এ্যাগামেমনন বোকা, আর এ্যাগামেমনের দ্বারা চালিত হয় বলে এচিলিস বোকা। আর এচিলিসের মত বোকার অধীনে কাজ করি বলে আমিও বোকা। তবে প্যাট্রোক্লাস হচ্ছে আসল বোকা।

প্যাট্রো। কি আমি বোকা ?

থার্সাই। সে কথা তোমার স্রষ্টাকে জিজ্ঞাসা করো। আমি শুধু এইটুকুই জানি যে তুমি বোকা।

এচিলিস। আমার সঙ্গে এস তোমরা। (প্রস্থান)

থার্সাই। যত সব আজে বাজে আবোল তাবোল কথা। সব কথা বাজে, আসল কথা হলো যুদ্ধ।

এ্যাগামেমনন, ইউলিসেস, নেস্টর, ডাওমীডস্‌, এ্যাজাক্স ও ক্যালকাসের প্রবেশ

এ্যাগা। এচিলিস কোথায় ?

প্যাট্রো। তাঁর তাঁবুতে আছেন তিনি।

এ্যাগা। তাকে বলো যে আমরা এসেছি। সে আমাদের কাছে দূত পাঠিয়েছিল। আমাদের বক্তব্যটা তাকে জানানোর মত আমাদের সাহস নেই একথা যেন সে মনে না করে।

প্যাট্রো। আমি তাঁকে গিয়ে বলছি। (প্রস্থান)

ইউলি। আমরা তাকে তার তাঁবুর মুখের কাছে দেখেছি। সে অসুস্থ নয়।

এ্যাজাক্স। অসুস্থতা নয়, অহঙ্কার। আবার বিষাদও বলতে পার। আমি

আমার মাথার দিব্য দিয়ে বলতে পারি সে অহঙ্কারী। কিন্তু কেন? তাকে উপযুক্ত কারণ দেখাতে বলুন। একটা কথা আছে প্রভু। (এ্যাগামেমনকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল)

নেস্টর। এ্যাজাক্স এচিলিসের উপর এত রেগে গেল কেম?

ইউলি। এচিলিস ওর ভাঁড়টাকে ওর কাছ থেকে নিয়ে গেছে।

নেস্টর। থার্সাইটস্?

ইউলি। হ্যাঁ।

নেস্টর। ভালই ত হয়েছে। অনেক সময় ভাঁড়গুলোই ত যত গণ্ডগোল বাধায়।

ইউলি। আবার অনেক সময় জ্ঞানীরা যে ঐক্য আনতে পারে না নির্বোধ ভাঁড়েরা তা সহজেই আনে।

প্যাট্রোক্লাসের পুনঃপ্রবেশ

এই ত প্যাট্রোক্লাস এসে গেছে।

নেস্টর। এচিলিস ত তার সঙ্গে নেই।

ইউলি। তার কোন সৌজন্যবোধ নেই। সে হাতীর মত। প্রয়োজন ছাড়া এক পাও নড়ে না।

প্যাট্রো। এচিলিস বললেন, রঙ্গ তামাশা ছাড়া যদি অন্য কোন কারণ আপনাদের এখানে আসার পিছনে থাকে তাহলে বলুন। তিনি মনে করেন আপনারা খাওয়ার পর হজমের জন্যে হাওয়া খেতে এসেছেন।

এ্যাগা। শোন প্যাট্রোক্লাস, এ ধরনের জবাব সে দেবে তা আমরা জানতাম। কিন্তু যাই হোক সে আমাদের সন্দেহকে এড়িয়ে যেতে পারবে না। গুণ তার সত্যিই আছে। কিন্তু সে গুণ এখন আমাদের চোখে ম্লান বলে মনে হচ্ছে। খারাপ পাত্রে রাখা ভাল ফলের মত তার সব গুণ এখন নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। যাও তাকে গিয়ে বলগে আমরা তার সঙ্গে কথা বলতে চাই এবং একথাও তাকে বলবে যে আমরা মনে করি সে একজন অহঙ্কারী, অসৎ এবং আত্মম্ভরী; সে নিজে যতটা যোগ্য নয় তার থেকে বেশী যোগ্য বলে মনে করে। বলবে সে বিবেকের পবিত্র নির্দেশ লঙ্ঘন করে আশ্চর্যভাবে এক বর্বরোচিত স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। তাকে আরো বলগে সে নিজেকে যতটা মূল্যবান বলে ভাবে আমরা তা ভাবি না। বলবে এক ঘুমন্ত দৈত্যের কাছে তাকে আমরা বামনের মত পাঠাতে চাই।

প্যাট্রো। আমি এখনি তার উত্তর নিয়ে আসছি। (প্রস্থান)

এ্যাগা। পরের মুখে তার কথা আমরা শুনব না। তার সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি। ইউলিসেস তুমিও যাও।

এ্যাজাক্স। অন্য একজন লোকের থেকে তার কি দাম আছে ?

এ্যাগা। সে নিজেকে যতটা দামী ভাবে তার থেকে বেশী দাম তার নেই।

এ্যাজাক্স। আপনিও কি তার এই ভাবটাকে সমর্থন করে তার দাম দেবেন ?

এ্যাগা। না এ্যাজাক্স। তুমিও তার মতই শক্তিমান, সাহসী এবং মহান অথচ বিনয়ী।

এ্যাজাক্স। আমি ত অহঙ্কার কাকে বলে তা জানি না।

এ্যাগা। তোমার মন আরো পরিস্কার। তোমার গুণ আরো বেশী। অহঙ্কার মানুষের সব গুণ গ্রাস করে ফেলে। অহঙ্কারের আলোর মাধ্যমে যারা নিজেদের গুণের বড়াই করে তারা নিজেদের ছোট করে তোলে। অহঙ্কারের বশে যারা নিজেদের ঢাক নিজেরাই পেটায়, যারা নিজেদের গৌরব গাথা নিজেরাই লেখে তারা সত্যিই নীচ।

ইউলিসেসের পুনঃপ্রবেশ

এ্যাজাক্স। বিষাক্ত সাপের মতই অহঙ্কারী মানুষকে ঘৃণা করি আমি।

নেস্টর। (জনান্তিকে) আত্মপ্রেমে এখনো মশগুল হয়ে আছে সে।

ইউলি। আগামীকাল যুদ্ধে যাবে না এচিলিস।

এ্যাগা। এর কারণ কি ? কী তার অজুহাত ?

ইউলি। সে কারো কথা বিশ্বাস করে না। কাউকে কোন সম্মান করে না। সে চলে তার অদ্ভূত খেয়াল খুশি মত।

এ্যাগা। কেন সে আমাদের অনুরোধে তাঁবু থেকে বেরিয়ে আমাদের সঙ্গে বায়ু সেবন করবে না ?

ইউলি। এক কল্পিত মহত্ব ও মূল্যবোধে সে এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে যে সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেছে। অহঙ্কার তার দেহের রক্তকে স্ফীত করে তুলে তার দেহ মনের সব গুণগুলোকে আচ্ছন্ন করে দিয়ে তার আপন আত্মার সঙ্গে এক দ্বন্দ্বে মেতে উঠেছে।

এ্যাগা। তাহলে এ্যাজাক্সকে ওর কাছে পাঠিয়ে দাও। যাও ভাই তার কাছে। লোকে বলে সে নাকি তোমাকে মান্য করে। সে তোমার কথায় অবশ্যই আসবে।

ইউলি। না এ্যাগামেনন, ওকে পাঠাবেন না। যাকে আমরা তার থেকে তিন গুণ বেশী যোগ্য বলে মনে করি তাকে তার কাছে অনুরোধ করতে পাঠিয়ে তাকে ছোট করবেন না। তাতে এচিলিসের অহঙ্কার আরো বেড়ে যাবে।

নেস্টর। (স্বগত) ভালই বলেছে।

ইউলি। (স্বগত) তাঁর এই মৌনভাবই এ্যাজাক্সের প্রশংসাকে সমর্থন করছে।

এ্যাজাক্স। আমি যদি যাই তাহলে তার মুখ ভেঙ্গে দেব।

এ্যাগা। না, তোমাকে যেতে হবে না।

এ্যাজাক্স। সে আমার কাছে অহঙ্কার করলে আমি তার উপযুক্ত জবাব দেব। তার কাছে আমাকে যেতে দিন।

ইউলি। না, কোনক্রমেই তোমাকে পাঠানো যায় না। তাতে আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় হবে।

এ্যাজাক্স। দুর্বিনীত বাজে একটা লোক।

নেস্টর। (স্বগত) ও যেন নিজের দোষ বর্ণনা করছে।

এ্যাজাক্স। এচিলিসের মোটেই সামাজিকতাবোধ নেই।

ইউলি। (স্বগত) দাঁড়কাক কালো রঙের নিন্দা করছে।

এ্যাজাক্স। আমি তার রক্তের উত্তাপ ও ঔদ্ধত্যকে উপযুক্ত শিক্ষা দেব।

এ্যাগা। ও যে রোগ সারাতে যাচ্ছে ও নিজেই সেই রোগে ভুগছে।

এ্যাজাক্স। সবাই কেন আমার মত মন পায় না ?

ইউলি। (এ্যাগামেননকে) আপনি এ নিয়ে খুব বেশী ভাবছেন।

নেস্টর। তা করবেন না হে মহান সেনাপতি।

ডাওমীডস্। এচিলিসকে বাদ দিয়েই আপনাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

ইউলি। (এ্যাজাক্সকে লক্ষ্য করে) এখানে এমন একজন লোক আছে যার কাছে এচিলিসের নামটাই ক্ষতিকর।

নেস্টর। একথা বললে কেন ? ও ত আর এচিলিসের মত অনুকরণপ্রিয় নয়।

ইউলি। জগতের সবাই জানে ও এচিলিসের মতই সাহসী বীর।

নেস্টর। এ্যাজাক্সের দোষটা কোথায় ?

ইউলি। অন্য কিছু না। ও শুধু অহঙ্কারী, প্রশংসাপ্রিয়।

ডাওমী। অদ্ভুতভাবে আত্মম্ভরী।

ইউলি। তুমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও এ্যাজাক্স, তিনি সত্যিই তোমায় কতক-গুলো সদ্‌গুণ দিয়েছেন। যে পিতা তোমায় জন্মদান করেছেন, যে মাতা তোমায় স্তন্যদান করেছেন, যে শিক্ষক তোমায় শিক্ষাদান করেছেন তাঁদের প্রত্যেকেরই প্রশংসা করো। কিন্তু যিনি তোমায় অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছিলেন, যিনি তোমায় সামরিক শৃংখলার কথা শিক্ষা দিয়েছিলেন তিনি অর্ধেক প্রশংসা পাবার যোগ্য। আর একটা কথা; আমি তোমার জ্ঞানবুদ্ধির প্রশংসা করতে পারলাম না এ্যাজাক্স। হে বয়োপ্রবীণ জ্ঞানবৃদ্ধ পিতা নেস্টর, আপনি যদি এ্যাজাক্স হতেন তাহলে ওর মত খ্যাতি কখনই লাভ করতে পারতেন না।

ডাও। আপনি নেস্টরের কথামত চলুন।

ইউলি। আর এখানে দেরী করলে চলবে না। এচিলিস ভীরু হরিণের মত গহন বনের ভিতরে লুকিয়ে আছে। আমাদের সেনানায়কের এখন উচিত গ্রীসের সমস্ত রাজাদের একত্রিত করে যুদ্ধে নিযুক্ত করা। আগামীকাল আমাদের সমস্ত শক্তি সংহত করে যুদ্ধে শত্রুদের সম্মুখীন হতে হবে। পূর্ব পশ্চিমের সব বীর নাইটরা এসে দেখ, এ্যাজাক্স কাল শ্রেষ্ঠ বীরের মর্যাদা অর্জন করবে।

এ্যাগা। চল আমরা পরিষদের সভায় যাই। এচিলিস ঘুমোক। তবে হালকা নৌকোগুলো খুব তাড়াতাড়ি যায় আর বড় বড় জাহাজগুলো আস্তে যায় গভীর জল কেটে। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। ট্রয়। প্রিয়ামের প্রাসাদ।

ভিতরে সঙ্গীতের ধ্বনি। ভৃত্যসহ প্যাণ্ডারাসের প্রবেশ।

প্যাণ্ডারাস। শোন বন্ধু, তুমি কি লর্ড প্যারিসকে অনুসরণ করতে পার না?

ভৃত্য। হ্যাঁ পারি স্যার, যখন তিনি আমার আগে আগে যান।

প্যাণ্ডা। তিনি ভাল লোক; তার অবশ্যই প্রশংসা করা উচিত। আচ্ছা, তুমি আমাকে চেন?

ভৃত্য। চিনি ওপর ওপর।

প্যাণ্ডা। আমাকে ভাল করে চেন ; আমি হচ্ছি লর্ড প্যাণ্ডারাস।

ভৃত্য। আশা করি আরো ভাল করে চিনব।

প্যাণ্ডা। হ্যাঁ আমি তাই চাই।

ভৃত্য। আপনি এখন পরম মহিমায় মণ্ডিত।

প্যাণ্ডা। শুধু মহিমা নয় সম্মান আর প্রভুত্ব এ দুটোও আছে আমার নামের সঙ্গে জড়িয়ে। এ কিসের গান ?

ভৃত্য। আমি তা আংশিক জানি স্যার।

প্যাণ্ডা। গায়কদের জান ?

ভৃত্য। সম্পূর্ণরূপে জানি স্যার।

প্যাণ্ডা। কাদের ওরা গান শোনাচ্ছে ?

ভৃত্য। শ্রোতাদের।

প্যাণ্ডা। কাকে খুশি করার জন্য ?

ভৃত্য। আমাকে স্যার, আর যারা গান ভালবাসে।

প্যাণ্ডা। শোন বন্ধু, আমি তোমার কথা মোটেই বুঝতে পারছি না। আমি হচ্ছি একদম পুরো দরের পরিষদ আর তুমিও তেমনি আদব কায়দায় সুচতুর। কার অনুরোধে এরা গান করছে ?

ভৃত্য। লর্ড প্যারিসের অনুরোধে। তিনি যেখানে আছেন আর তাঁর সঙ্গে আছেন পার্থিব ভেনাস, সৌন্দর্যের প্রাণপ্রতিমা, প্রেমের অদৃশ্য দেবতা।

প্যাণ্ডা। কে আমার ভাইঝি ক্রেসিডা ?

ভৃত্য। না স্যার হেলেন। এই সব লক্ষণ দেখেও আপনি বুঝতে পারলেন না।

প্যাণ্ডা এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে তুমি এখনো ক্রেসিডাকে দেখনি। আমি রাজপুত্র ট্রয়লাসের কাছ থেকে আসছি প্যারিসের সঙ্গে কথা বলার জন্য। আমি উপযুক্ত সম্মানের সঙ্গে আক্রমণ করব তাকে।

ভৃত্য। এটা আপনার খারাপ কাজ।

অনুচরবর্গসহ প্যারিস ও হেলেনের প্রবেশ

প্যাণ্ডা। হে মাননীয় প্রভু, আপনার ও আপনার সঙ্গীদের ভাগ্য সুন্দর হোক। বিশেষ করে হে মহারাণী, আপনাকে সুন্দর বাসনারা সুন্দরভাবে চালিত করুক। সুন্দর চিন্তা আপনার শয্যাসঙ্গী হোক।

হেলেন। হে আমার প্রিয় সভাসদ। আপনার কথাগুলোও বড় সুন্দর।

প্যাণ্ডা। হে সুন্দরী মহারানী, আপনি আপনার সুন্দর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। হে সুন্দর রাজকুমার, কথা নয় যেন এসব ভগ্ন সঙ্গীতের পদ।

প্যারিস। সে গানের ছন্দ তুমিই ভেঙেছ আবার তুমিই জোড়া লাগাবে। তুমি তোমার অভিনয়ের দ্বারা সে ছন্দের ফাঁক পূরণ করে দেবে।

হেলেন। ওর ত সবটাই ছন্দে ভরা।

প্যাণ্ডা। সত্যি বলছি, না।

হেলেন। ও স্যার—

প্যাণ্ডা। হ্যাঁ সত্যি বলছি, ও ছন্দ বড় মোটা, আসলে বড় স্থূল।

প্যারিস। বাঃ বেশ বলেছে ত।

প্যাণ্ডা। মাননীয় রাজকুমারের প্রতি আমার একটা কর্তব্য আছে। হে আমার প্রভু, আমার একটা কথা রাখবেন ?

হেলেন। না না, আমরা আপনার গান শুনব।

প্যাণ্ডা। হে রানী, আপনার অসীম দয়া আমার প্রতি। হে মাননীয় প্রভু, আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু আপনার ভাই ট্রয়লাস—

হেলেন। হে আমার প্রিয় সভাসদ, মধুকণ্ঠ সভাসদ—

প্যাণ্ডা। বলুন, আরো বলুন মহারানী। প্যাণ্ডারাস আজ আপনাদের স্নেহের পাত্র রূপে সঁপে দিল আপনাদের কাছে—

হেলেন। আপনি কিন্তু আপনার মধুর কণ্ঠের গান থেকে বঞ্চিত করতে পারবেন না। তাহলে আমরা খুব দুঃখিত হব আর সেই দুঃখের বোঝা আপনাদের ঘাড়েও পড়বে।

প্যাণ্ডা। হে সুন্দরী রানী!

হেলেন। এমন সুন্দরী রানীকে বিষণ্ণ করে দেওয়া আপনার পক্ষে অন্যায় হবে।

প্যাণ্ডা। না না, আমি গান গাইতে পারব না, এমন মিষ্টি কথায় আমার প্রশংসা করবেন না। হ্যাঁ শুনুন মাননীয় প্রভু, আমার প্রভু ট্রয়লাস বলেছেন রাজা যদি নৈশভোজনের সময় তাঁর খোঁজ করেন আপনি বলে দেবেন তিনি আসতে পারবেন না।

হেলেন। আমার প্রিয় লর্ড প্যাণ্ডারাস!

প্যাণ্ডা। কি বলছেন হে আমার সুন্দরী মহারানী? আমার প্রিয় মহারানী।

প্যারিস। ট্রয়লাস আজ কোথায় খাচ্ছে ?

হেলেন। কিন্তু আমার কথাটার কি হলো হে আমার প্রিয় লর্ড—

প্যাণ্ডা। না না, আমার ভাইঝি ঝগড়া করবে আপনার সঙ্গে।

হেলেন। কিন্তু ট্রয়লাস কোথায় নৈশভোজন করবে তা আপনি জানেন না ?

প্যারিস। আমি আমার জীবনের দিব্য করে বলতে পারি ক্রেসিডার সঙ্গে।

প্যাণ্ডা। না আমার ভাইঝি অসুস্থ।

প্যারিস। ঠিক আছে আমি রাজাকে উপযুক্ত অজুহাত দেখিয়ে দেব।

প্যাণ্ডা। কিন্তু প্রভু ক্রেসিডার কথা বললেন কেন ? সে বেচারা সত্যিই অসুস্থ।

প্যারিস। আমি গোপনে খবর নিয়ে জেনেছি।

প্যাণ্ডা। আপনি গোপনে খবর নেন কিকরে তার উপায় আমায় বলে দিন। আমার ভাইঝি ভয়ঙ্করভাবে এমন একজনের প্রেমে পড়েছে যে আপনার হাতের লোক।

হেলেন। সে লোক প্যারিস হলেও সে তাকে পাবে।

প্যাণ্ডা। না তাঁকে দরকার নেই, ও যাকে ভালবাসে সে অন্য লোক ; ওরা দুটিতে যেন একটি।

হেলেন। তাহলে দুজনে ঝগড়া করলেই তিনজন হয়ে পড়বে।

প্যাণ্ডা। ঠিক আছে ওকথা থাক। এখন আমি গান শোনাব।

হেলেন। আপনার কপালটা কী সুন্দর।

প্যাণ্ডা। হ্যাঁ হ্যাঁ আপনাকে আমি গান শোনাব।

হেলেন। আপনাকে কিন্তু প্রেমের গান শোনাতে হবে। হে প্রেমের ঠাকুর !

প্যাণ্ডা। তাই হবে। আরম্ভ করছি। (গান করতে লাগল)

প্রেমের কথা বলি তোমায় শোন মহারানী
প্রেমের শরে মরে কত হরিণ হরিণী।
সেই শরেতে মরে কত প্রেমিক চূড়ামণি
মরা প্রেম বেঁচে থাকে শুন মহারানী।

হেলেন। সত্যিই খাঁটি প্রেমের গান।

প্যারিস। সে শুধু প্রেমের কপোতের মাংস খায়। আর তার ফলে রক্ত তার গরম হয়ে ওঠে। গায়ের রক্ত গরম হলে চিন্তাও গরম হয় আর সেই গরম চিন্তা থেকে অনেক উত্তেজনাপূর্ণ গরম গরম কাজ করে বসে। আর সেই কাজের পরিণতি হলো প্রেম।